বইঃ-তাফসীর ইবনে আব্বাস দ্বিতীয় খন্ড

তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস

দ্বিতীয় খণ্ড

(১০ম পারা থেকে ২০তম পারা)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)

অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)
অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬৮

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৯১
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৩০৭
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৭
ISBN ঃ 984-06-0971 – 8

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০০৪
অগ্রহায়ণ ১৪১১
শাওয়াল ১৪২৫

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা – ১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০।

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মেসার্স আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড নারিন্দা, ঢাকা–১১০০

মূল্য ঃ ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

TAFSEER-E-IBN ABBAS (2nd vol.) Commontary on the Holy Quran : Written by Hazrat Abdullah Ibn Abbas (R.), Translated and Edited by a board sponsored by Islamic Foundation Bangladesh into Bangla and Published by Director, Translation and Compailation Department. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka—1207. November 2004.

Website : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation.org
Price : Tk. 250.00 US Dollar : 10.00

সূচিপত্র

বইঃ-তাফসীর ইবনে আব্বাস দ্বিতীয় খন্ড

সম্পাদকমণ্ডলী

* মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
* মাওলানা রূহুল আমীন খান
* অধ্যাপক আবদুল মান্নান
* মাওলানা ইমদাদুল হক
* মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম

অনুবাদকমণ্ডলী

* মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের
* হাফেয মাওলানা সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন
* মাওলানা আবদুল হালিম বুখারী
* হাফেয মাওলানা আকরাম ফারূক

মহাপরিচালকের কথা

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন বিখ্যাত সাহাবী। মহানবী ﷺ-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর ছেলে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রিয়পাত্র ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি মুসলিম সমাজে প্রথম কাতারের ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পবিত্র আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় মুফাস্‌সির। প্রবীণ সাহাবাগণও কুরআনের শব্দ ও বিষয়ের ব্যাখ্যায় তাঁর মতামত নিতেন। পরবর্তী যুগে যত মুফাস্‌সির তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন প্রায় সকলেই তাফসীরের মূল সূত্র হিসেবে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে উল্লেখ করেছেন।

শুধুমাত্র তাঁর সূত্রের উপর ভিত্তি করে পবিত্র আল-কুরআনের একটি তাফসীর গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে যা **'তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস'** নামে পরিচিত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইতিমধ্যে প্রাচীন তাফসীরের অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। এ মুহূর্তে তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাসের অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বাংলায় তিন খণ্ডে প্রকাশিতব্য তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাসের অনুবাদকবৃন্দ ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ তা'আলা বাংলাভাষী মানুষদের কাছে কুরআনের মর্মবাণী তুলে ধরার ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনাকে কবূল করুন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)। তাঁর উপাধি 'আল-হিবর' (বা হিবরুল উম্মাহ্) অর্থাৎ মহাজ্ঞানী বা আল-বাহ্‌র অর্থাৎ সাগর। কারণ তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও মুফাস্‌সির। ইনি আবদুল্লাহ্ নামক পাঁচজন বিশিষ্ট সাহাবীর অন্যতম। তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা) তাঁর আপন খালা ছিলেন।

প্রথম যুগের মুসলিমদের মধ্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা না গেলেও নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও ইসলাম ধর্মবিশারদ বলে মনে করা হত। কুরআন করীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অর্ন্তদৃষ্টির দরুন তাঁকে 'রঈসুল মুফাস্‌সিরীন' অর্থাৎ তাফসীরকারদের প্রধান বলে অভিহিত করা হত; তিনি এমন এক সময়ে কুরআন করীমের ব্যাখ্যা দানে আত্মনিয়োগ করেন, যখন মুসলিম সমাজে যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে কুরআন করীমের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারেই এই বিরাট দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হিজরতের তিন বছর পূর্বে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় তাঁর গোত্র বানু হাশিম শি'বে আবূ তালিবে অন্তরীণ অবস্থায় জীবন-যাপন করছিলেন। তাঁর মাতা লুবাবাঃ বিন্‌তুল হারিস হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সেহেতু তাঁকে আশৈশব মুসলিম বলে গণ্য করা হয়।

বাল্যকাল হতেই তাঁর মধ্যে অভ্রান্ত জ্ঞান সাধনা ও গবেষণার প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। অতি শীঘ্র তাঁর মনে এই ধারণা জন্মলাভ করে যে, সাহাবীগণের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করা উচিত। অল্প বয়সেই তিনি শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন এবং জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থীরা তাঁর চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হতে থাকে। কেবল স্মৃতি শক্তিই তাঁর জ্ঞান-গরিমার ভিত্তি ছিল না বরং তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ের লিখিত সংকলনের এক বিরাট সম্ভারও মওজুদ ছিল। নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ে (যথাঃ তাফসীর, ফিক্‌হ, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর গাযওয়ার বিষয়াদি, ইসলাম-পূর্ব যুগের ইতিহাস, প্রাচীন আরবি কাব্য) বক্তৃতাও দান করতেন। কুরআন করীমের শব্দ ও বাক্যধারা ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে প্রাচীন আরব কবিদের কাব্য হতেও উদ্ধৃতি দান তাঁর রীতি ছিল। এই রীতি অনুসরণের ফলে আলিমদের মধ্যে প্রাচীন আরবি কাব্যের গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি যেহেতু একজন সুবিজ্ঞ ফিক্‌হবিদ ছিলেন, সেহেতু সাধারণ লোকগণ তাঁর নিকট হতে বিভিন্ন বিষয়ে ফাত্‌ওয়া গ্রহণ করত। বহু গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়া দানের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কুরআনের মর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ও ভাষ্যসমূহ একত্রিত করে পরবর্তীকালে কতিপয় সংকলনও প্রস্তুত করা হয়েছে। তাঁর সরাসরি শাগরিদগণের কোন না কোন জনের সাথে ঐ ভাষ্যের সনদ সম্পর্কিত রয়েছে। তাঁর ফাত্‌ওয়াসমূহের সংকলনও প্রস্তুত করা হয়েছিল।

ঐ সমস্ত তাফসীরের বিভিন্ন হস্তলিখিত কপি বা মুদ্রিত কপি আজও বিদ্যমান। তবে এই সংকলনগুলোর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে কিছু মতভেদ রয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বাল্যকাল হতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ইন্তিকাল পর্যন্ত ৮/১০ বছর তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর তিনি খ্যাতনামা সাহাবীগণের সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁদের নিকট হতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর হাদীস শ্রবণ ও কণ্ঠস্থ করার বিশেষ প্রয়াস পান। হাদীস গ্রন্থসমূহে তাঁর ১৬৬০টি হাদীস স্থান লাভ করেছে।

সদ্ব্যবহার, গাম্ভীর্য, সহিষ্ণুতা এবং আল-কুরআন সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য ইত্যাদির কারণে হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন, কঠিন সমস্যায় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন এবং অধিকাংশ সময় তাঁর পরামর্শ অনুসারে কাজ করতেন। তিনি বলতেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস তোমাদের সকলের অপেক্ষা বড় বিদ্বান। হযরত উমর (রা) তাঁর সম্পর্কে আরও বলতেন যে, "বয়সে তরুণ, জ্ঞানে প্রবীণ, তিনি জিজ্ঞাসু রসনা ও বুদ্ধিদীপ্ত মনের অধিকারী।" তাঁর সম্পর্কে হযরত আলী (রা) উক্তি করেছেন ঃ "কুরআনে করীমের তাফসীর বর্ণনার সময় মনে হয় যেন তিনি একটি স্বচ্ছ পর্দার অন্তরাল হতে অদৃশ্য বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করছেন।" হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলতেন ঃ "ইনি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার।" ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন ঃ "হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তৎসম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস এই উম্মাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।"

হযরত মুহাম্মদ হুসায়ন আয্-যাহাবী (আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরূন, ১খ. ৬৫প.) ইব্‌ন আব্বাসের বিদ্যাবত্তার পাঁচটি কারণ বর্ণনা করেছেন ঃ ১. হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজে তাঁর জন্য এই দু'আ করেছিলেন– "হে আল্লাহ্! তুমি তাঁকে কিতাব ও হিক্‌মার জ্ঞান, দীন সম্পর্কে অনুধাবন এবং কুরআন ভাষ্যের প্রজ্ঞা দান কর।" ২. নবী-পরিবারে তাঁর প্রশিক্ষণ লাভ। ৩. বড় বড় সাহাবীগণের সংসর্গ লাভ। ৪. অসাধারণ স্মরণ শক্তি এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অগাধ জ্ঞান। তিনি বিখ্যাত আরব কবি উমর ইব্‌ন আবূ রাবী'আ রচিত কাসীদার আশিটি পংক্তি মাত্র একবার শুনে মুখস্থ করে ফেলেছিলেন (আল-মুবাররাদ, আল-কামিল, বাব আখবারুল খাওয়ারিজ)। ৫. তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করেছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর সাথে বহু জিহাদে তিনি শরীক হয়েছেন। জুরজান ও তাবারিস্তানে (৩০/৬৫০) এবং বহু পরে জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রযুদ্ধ ৩৬/৬৫৬)-এর এবং সিফ্‌ফীন (৩৭/৬৫৭)-এর তিনি হযরত আলী (রা)-এর সেনাদলের একটি বাহুর সেনাপতি ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) ও তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন। উভয়ই তাঁর অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। হযরত আলী (রা) এবং তৎপুত্র আল-হুসাইন (রা)-এরও তিনি পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁর পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত। হযরত আলী (রা) খলীফা মনোনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালেও শুধু তিন অথবা চার বছরকাল রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা মদীনায় স্বীয় গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, সেই বছর ইব্‌ন আব্বাসকে আমীরুল হাজ্জ নিযুক্ত করা হয়েছিল, এই কারণে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতকালে তিনি মদীনায় অনুপস্থিত ছিলেন। এর কিছুদিন পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে হযরত আলী (রা)-এর নিকট আনুগত্যের (বায়'আত) শপথ গ্রহণ করেন।

আল-হাসান (রা) তাঁকে স্বীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর সন্ধির প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু এটা স্পষ্ট নয় যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই প্রচেষ্টা নিজেই শুরু

করেছিলেন অথবা আল-হাসান (রা)-এর নির্দেশে তা করেছিলেন। খুব সম্ভব, ইব্ন আব্বাস (রা) নিজেই খিলাফতের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দিয়েছিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে ইব্ন আব্বাস (রা) হিজাযেই অবস্থান করতে থাকেন।

হযরত আলী (রা)-এর ইন্তিকালের পর যে সকল অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে সম্ভবত সেগুলো হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে পুনরায় রাজনৈতিক মঞ্চে টেনে আনে। শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জীবনে বাকী দিনগুলো তিনি তাইফে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই ৬৮ (৬৮৭) বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সাহাবীগণকে অত্যন্ত সম্মান প্রদান করতেন। তিনি বসরার ওয়ালী থাকাকালে হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) একদা তাঁর নিকট স্বীয় অভাবের কথা ব্যক্ত করেন। হযরত আবূ আয়্যুব (রা) মদীনায় সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মেহমানদারী করেছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উদার হস্তে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। চল্লিশ হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) এবং বিশজন খাদিম ও গৃহের সমস্ত তৈজসপত্র তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩খ পৃ. ২৩৬)।

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। আবু তাহের মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকুব ফিরোযাবাদী (মৃত্যু ৮১৭ হি.) বলেন ঃ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন বিশ্বস্ত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মামূন হিরাবা (র) তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবূ ওবায়দুল্লাহ মাহমূদ ইব্‌ন মুহাম্মদ রাযী (র) বলেন ঃ আম্মার ইব্‌ন আবদুল মজীদ হেরাবী (র) বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন ইসহাক সমরকান্দী (র)-বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান থেকে, তিনি কালবী থেকে, তিনি আবু সালিহ্ (র) থেকে, তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (البـاء) (বা) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জ্যোতি, সৌন্দর্য, পরীক্ষা তাঁর বরকত এবং আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নাম البارئ। -আল বারী এর প্রথম অক্ষর। (السين। সীন) অর্থাৎ তাঁর দীপ্তি, শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা এবং তাঁর গুণবাচঁক নাম سميع সামিউ-এর প্রথম অক্ষর (الميم। মীম) অর্থ তাঁর আধিপত্য তাঁর মর্যাদা এবং তাঁর বান্দাহ্‌দের প্রতি অনুগ্রহ যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের প্রতি হিদায়াত করেছেন। আর গুণবাচক নাম 'মাজীদ' এর প্রথম অক্ষর। (الله) আল্লাহ্ অর্থ যার দিকে সমস্ত সৃষ্টিজগত মুখাপেক্ষী, প্রয়োজনে ও বিপদাপদে যাঁর নিকট আর্তনাদ করে। (الرحمن) যিনি করুণাময় সৎ ও অসৎ-এর প্রতি, তাদের রিযিকদাতা এবং সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষাকারী। (الرحيم) পরম দয়ালু, বিশেষ করে মু'মিনের প্রতি মাগফিরাত এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে। তার অর্থ এই যে, তিনি দুনিয়াতে তাদের পাপগুলো ঢেকে রাখেন এবং আখিরাতেও তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

سُوْرَةُ التَّوْبَة

সূরা তাওবা

(অবশিষ্টাংশ)

(٩٤) يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○
(٩٥) سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৯৪. (তোমরা তাবূক হতে মদীনায় তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করবে) বলিও, 'অজুহাত পেশ করবে না, আমরা তোমাদেরকে কখনও বিশ্বাস করব না; আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূলও। অতঃপর যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁর নিকট তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

৯৫. তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে অচিরেই তারা আল্লাহ্র শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে; তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল।

(يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ) তোমরা তাবুক হতে মদীনায় তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করবে, যে আমরা তোমাদের সাথে বের হতে সামর্থ ছিলাম না। (قُلْ) হে মুহাম্মদ ﷺ! তাদেরকে বলে দিবেন, (لَا تَعْتَذِرُوْا) অজুহাত পেশ করবে না, আমরা তোমাদেরকে কখনই তোমাদের এ অজুহাতে (لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ) বিশ্বাস করব না। (قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ) আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের দুরভিসন্ধি ও নিফাক সম্পর্কে খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা যদি তাওবা কর (وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ) আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূলও।

(ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) তারপর যিনি বান্দাদের কাছে জানা ও অজানা দৃশ্য-অদৃশ্যের অপর ব্যাখ্যায় ভবিষ্যতের পরিজ্ঞাতা তাঁর নিকট আখিরাতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং তিনি (فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) তোমরা যা কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ও তার সাথীরা (سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ) আল্লাহর শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের উপেক্ষা কর ও তাদেরকে শাস্তি না দাও; (اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ) তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃত কুকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল।

(٩٦) يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

(٩٧) اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

(٩٨) وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

৯৬. **তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও। তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না।**

৯৭. **কুফরী ও কপটতায় মরুবাসীরা কঠোরতর এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা এদের অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।**

৯৮. **মরুবাসীদের কেউ কেউ যা তারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তা অর্থদণ্ড বলে গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র তাদেরই হোক। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।**

(يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ) তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও; তোমরা তাদের প্রতি তাদের মিথ্যার কারণে তুষ্ট হলেও (فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ) আল্লাহ্ সত্যত্যাগী ও মুনাফিক সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না।

(اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ) কুফরী ও কপটতায় মরুবাসীরা যেমন বনূ আসাদ ও বনূ গাতফান অন্যদের চেয়ে কঠোরতর এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি কুরআনে যে সব ফরয অবতীর্ণ করেছেন, (اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ) তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা তাদের অধিক। (وَاللّٰهُ) আল্লাহ্ মুনাফিকদের সম্পর্কে (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ। তাদের শাস্তির সিদ্ধান্তে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ প্রশিক্ষণ বর্জনকারীর অজ্ঞতা সম্পর্কে সর্বজ্ঞ, প্রশিক্ষণ বর্জনকারী যে মূর্খ সে সম্পর্কে আল্লাহ্ প্রজ্ঞাময়।

(وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ) মরুবাসীদের কেউ কেউ যেমন বনূ গাতফান যা তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধে ব্যয় করে তা অর্থদণ্ড বলে গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের তথা মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র ও অশুভ পরিণতি তাদেরই হোক! (وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ) আল্লাহ্ তাদের কথাবার্তা সম্পর্কে সর্বশ্রোতা, তাদের পরিণাম সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

(৯৯) وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۟

(১০০) وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۟

৯৯. মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহে ও পরকালে ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই তা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উপায়; আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০০. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে, এটা মহাসাফল্য।

(وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ) মরুবাসীদের কেউ কেউ যেমন বনূ মুযায়না বনূ জুহায়নাহ ও বনূ আসলাম আল্লাহে ও পরকালে প্রকাশ্যে ও গোপনে ঈমান রাখে এবং জিহাদে যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও রাসূল ﷺ এর দু'আ লাভের উপায় মনে করে, (اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ) বাস্তবিকই এটা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উপায়; (سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ রহমতে ও জান্নাতে দাখিল করবেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল যে তাওবা করে তার প্রতি পরম দয়ালু।

(وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ) মুহাজিরও আনসারদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণে প্রথম অগ্রগামী তারা দুই কিবলার দিকে সালাত আদায় করেছেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন (وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ) এবং যারা নিষ্ঠার সাথে অপরিহার্য কর্তব্যসমূহ আদায় ও গুনাহের কার্যসমূহ বর্জন করে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ) আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনে প্রসন্ন এবং তাঁরাও তাতে পুণ্য অর্জনে ও মর্যাদা লাভে সন্তুষ্ট (وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ) এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ যার ঘরবাড়ি ও গাছপালার (تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ) নিম্নদেশে পানি, পবিত্র পানীয়, মধু ও দুধের নদী প্রবাহিত, (خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا) যেখানে তারা চিস্থায়ী হবে। সেখানে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হবে

না, সেখান থেকে তারা বহিষ্কৃত হবে না। (ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) এটা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ মহাসাফল্য।

(١٠١) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۚ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۚ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۚ لَا تَعْلَمُهُمْ ۚ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝

(١٠٢) وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ۚ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(١٠٣) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১০১. মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাদের কেউ কেউ মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি তাদেরকে জান না; আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিব ও পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তির দিকে।

১০২. এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এক সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে; আল্লাহ্ হয়ত তাদেরেকে ক্ষমা করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০৩. তাদের সম্পদ হতে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি তাদেরকে দু'আ করবে। তোমার দু'আ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(وَمِمَّنْ) মরুবাসীদের মধ্যে যারা যেমন বনূ আসাদ ও বনূ গাতফান (حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ) তোমাদের আশেপাশে আছে তাদের কেউ কেউ মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও (وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ) কেউ কেউ যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ও তার সাথীরা (مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ) কপটতায় সিদ্ধ। (لَاتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ) আপনি তাদের নিফাককে জানেন না; আমি তাদের নিফাককে জানি। (سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ) আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিব একবার রুহ্ কবয বা হরনের সময় এবং অন্য বার কবরে (ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلٰى) ওপরে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে জাহান্নামের (عَذَابٍ عَظِيْمٍ) মহাশাস্তির দিকে।

এবং মদীনাবাসীদের (وَاٰخَرُوْنَ) অপর কতেক লোকে যেমন ওয়াদীয়া ইব্‌ন জুযাম আল-আনসারী, আবূ লুবাবা ইব্‌ন আবদুল মুনযির আল-আনাসারী এবং আবূ সালাবাহ তাবূক অভিযানে থেকে বিরত থাকার– (اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ) নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা নবীর সাথে একবার বের হয়ে (خَلَطُوْا) (عَمَلًا صَالِحًا) এক সৎকর্মের সাথে অভিযান থেকে বিরত থাকার ন্যায় (وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ أَنْ) (يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ) অপর অসৎ কর্ম মিশ্রিত করেছে; আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন; (إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ)

আল্লাহ্ যারা তাওবা করে তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, যারা তাওবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের প্রতি (رَّحِيْمٌ) দয়ালু। তারপর অভিযান হতে বিরত থাকার অপরাধীরা নবী ﷺ -কে তাদের সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ করে ও তারা বলে সম্পদের জন্যই আমরা তাবূক অভিযান থেকে বিরত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের থেকে সম্পদ গ্রহণ করেন নি যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে অনুমতি দেন; আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

হে নবী ﷺ! (خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ) তাদের সম্পদ হতে এক তৃতীয়াংশ (صَدَقَةً) সাদাকা গ্রহণ করবেন। এটার দ্বারা আপনি তাদেরকে গুনাহ হতে (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا) পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আপনি তাদেরকে মাগফিরাতের জন্যে (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) দু'আ করবেন। আপনার মাগফিরাতের (اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ) দু'আ তাদের জন্য চিত্ত-স্বস্তিকর এজন্য যে, আপনি তাদের তাওবা কবূল করছেন (وَاللّٰهُ) আল্লাহ্ তাদের থেকে সম্পদ গ্রহণের অনুরোধ সম্পর্কে (سَمِيْعٌ) সর্বশ্রোতা, তাদের তাওবা ও নিয়্যত সম্পর্কে (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ।

(١٠٤) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○
(١٠٥) وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১০৪. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের তাওবা কবূল করেন এবং 'সাদাকা' গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০৫. এবং বল, তোমরা কর্ম করতে থাক; আল্লাহ্ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণও করবে এবং অচিরেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

(اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ) তারা কি জানেন না যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবূল করেন এবং সাদাকা গ্রহণ করেন, (وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তাওবাকারীদের জন্যে পরম দয়ালু।

(وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ) এবং হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা তাওবার পর সৎকর্ম করতে থাক; আল্লাহ্ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ﷺ ও মু'মিনগণও লক্ষ্য করবেন এবং মৃত্যুর পর (وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের অপর ব্যাখ্যায় ভবিষ্যতে যা হবে আর এক ব্যাখ্যায় অতীতে যা হয়েছে তার পরিজ্ঞাতার নিকট (فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) তারপর তিনি তোমরা কল্যাণ ও অকল্যাণ যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

(١٠٦) وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

(١٠٧) وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًۢا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

(١٠٨) لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○

১০৬. এবং আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল – তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন, না ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১০৭. এবং যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করেছে তার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তারা অবশ্যই শপথ করবে, 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই তা করেছি;' আল্লাহ্ সাক্ষী, তারা তো মিথ্যাবাদী।

১০৮. তুমি এটাতে কখনও দাঁড়িও না; যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই স্থাপিত হয়েছে তাক্ওয়ার উপর তাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। তথায় এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন।

(وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ) এবং আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতেকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল। এঁরা হলেন কা'ব ইব্ন মালিক (রা.), মুরারাহ ইব্ন আর-রাবী (রা.) ও হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রা.) (اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ) তিনি তাদেরকে অভিযান থেকে বিরত থাকার জন্যে শাস্তি দিবেন, না ক্ষমা করবেন। (وَاللّٰهُ) আল্লাহ্ তাদের তাওবা ও বিরত থাকার বিষয়টি সম্পর্কে (عَلِيْمٌ) (সর্বজ্ঞ), তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়।

(وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا) এবং যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে, তারা হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই, জাদ ইব্ন কায়স, যা'আতায ইব্ন কুশাইর ও তাদের প্রায় ৭০জন সাথী। তারা মসজিদে নববীর (ضِرَارًا) ক্ষতিসাধন নিজেদের (وَّكُفْرًا) কুফরী স্থায়ী হওয়া ও (وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, যাতে একদল মু'মিন তাদের মসজিদে সালাত আদায় করে ও অন্যদল রাসূলের মসজিদে সালাত আদায় করে। (وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ) এবং ইতোপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি অর্থাৎ আবূ আমির আর রাহিব যাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাসিক বলে আখ্যায়িত করেছিলেন সংগ্রাম করেছে তার গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, (وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى) তারা অবশ্যই শপথ করবে ও বলবে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই এটা নির্মাণ করেছি; যদি কেউ মসজিদে কু'বায় সালাত আদায় করতে না পারে তাহলে সে যেন এ মসজিদে সালাত আদায় করতে পারে। (وَاللّٰهُ يَشْهَدُ) আল্লাহ্ সাক্ষী ও জানেন যে (اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ) তারা তো তাদের শপথে মিথ্যাবাদী।

হে মুহাম্মাদ! (لَاتَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ) আপনি এরূপ অনৈক্যের মসজিদে কখনও দাঁড়াবেন না, কু'বায় প্রতিষ্ঠিত যে মসজিদের ভিত্তি মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ﷺ এর প্রবেশের প্রথম দিন হতেই স্থাপিত হয়েছে, তাক্ওয়ার উপর, সেটাই আপনার সালাতের জন্য অধিক উপযুক্ত। (فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ) সেখানে এমন লোক আছে যারা পানি দ্বারা (اَنْ يَتَطَهَّرُوْا) পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে (وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ) এবং পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন।

(١٠٩) اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(١١٠) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

(١١١) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১০৯. যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্ ভীতি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসোন্মুখ কিনারায়, ফলে যা তাকেসহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

১১০. তাদের গৃহ যা তারা নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে– যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্জীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং তাই তো মহাসাফল্য।

(اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ) যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্ ভীতি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উপর স্থাপন করে সেই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে, এক খাতের ধ্বংসোন্মুখ মূলবিহীন কিনারায় যেমন অনৈক্যের মসজিদ (فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ) ফলে, যা ওটাকে সহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয় (وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ) আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না এবং তাদেরকে ক্ষমাও করবেন না।

(لَايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ) তাদের গৃহ যা তারা নির্মাণ করেছে, তা ধ্বংস হওয়ার পর (قُلُوْبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ) তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে– যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও মরে যায়। (وَاللّٰهُ) আল্লাহ্ ক্ষতিসাধনকারী মসজিদের ভিত্তি ও তাদের নিয়্যত সম্পর্কে (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ। তাদের এ মসজিদ পুড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়। প্রকাশ থাকে যে, তাবুক অভিযান হতে ফেরত আসার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমীর ইব্ন কায়স (রা.) ও মুতইম ইব্ন আদী (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম ওয়াহশীকে ক্ষতিসাধনকারী ও অনৈক্যের প্রতীক মসজিদের প্রতি প্রেরণ করেন। তারা দু'জনে মিলে এটাকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেন।

(اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খাঁটি মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে এটার বিনিময়ে। (يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) তাঁরা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে জিহাদ করে, দুশমনকে নিধন করে ও নিজেরা শহীদ হয়। (وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ) তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। (وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ অর্থাৎ জান্নাত সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং সেটাই মহাসাফল্য। তারপর আল্লাহ্ বর্ণনা করেন তারা কে?

(١١٢) اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(١١٣) مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْۤا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

১১২. তারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূ'কারী, সিজ্‌দাকারী, সৎকার্যের নির্দেশদাতা, অসৎকার্যে নিষেধকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; এই মু'মিনদেরকে তুমি শুভসংবাদ দাও।

১১৩. আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী।

তারা গুনাহ হতে (اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ) তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে (الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ) রুকু ও সিজ্‌দাকারী, তাওহীদ ও ইহ্সানের ন্যায় (الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ) সৎকার্যের নির্দেশদাতা। কুফরী, শরী'আতে বৈধ নয় এবং সুন্নাতও নয় এরূপ (وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ) অসৎকার্যের নিষেধকারী এবং আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমারেখা ফারাইয সংরক্ষণকারী; (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ) এই মু'মিনদের আপনি জান্নাতের শুভসংবাদ দিন।

(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ) আত্মীয় স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ﷺ এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যখন তাদের কুফরী অবস্থায় মৃত্যুর পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, (اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ) তারা জাহান্নামী।

(١١٤) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۭ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ○

(١١٥) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

(١١٦) اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

১১৪. ইব্রাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এটার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; অতঃপর যখন এটা তার নিকট সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন ইব্রাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করল। ইব্রাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।

১১৫. আল্লাহ্ এমন নন যে; তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করার পর তাদেরকে বিভ্রান্ত করবেন– তাদেরকে কী বিষয়ে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে হবে, এটা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

১১৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

(وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلاَّ عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ) ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তিনি তাকে এটার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে। তারপর যখন কুফরী অবস্থায় তার মৃত্যু হওয়ায় (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ) এটা তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন ইব্রাহীম তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। (اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ) ইব্রাহীম (আ.) তো কোমল হৃদয়ও মূর্খদের ক্ষেত্রে সহনশীল ছিলেন। এই আয়াতে উল্লেখিত اَوَّاهٌ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায় ঃ কেউ কেউ বলেন, এটা অর্থ প্রর্থনাকারী। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ দয়ালু। আবার কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ সর্দার। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ নিজের জন্যে আশ্রয় প্রার্থনাকারী। তিনি বলতেন ঃ জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে আমি জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْ) আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে ঈমানের প্রতি পথপ্রদর্শন করার পর তাদেরকে বিভ্রান্ত করবেন, অপর ব্যাখ্যায় কিংবা তাদের আমল বাতিল গণ্য

করবেন। (حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ) তাদেরকে কি বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশ মুতাবিক (مَّا يَتَّقُوْنَ) তাক্ওয়া অবলম্বন করতে হবে, এটা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত; (اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ) আল্লাহ্ কোনটি রহিত হয়ে গেছে এবং কোনটি বর্তমানে পালনযোগ্য সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

(اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশরাজি ও পৃথিবীর যেমন– আকাশের সূর্য, চন্দ্র, তারকা ও অন্যান্য বস্তু এবং পৃথিবীর গাছ গাছড়া, পশুপাখি, জীবজন্তু, পাহাড় পর্বত, সাগর, নদীনালা ইত্যাদি সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্রই। (يُحْيٖ وَيُمِيْتُ) তিনি পুনরুত্থানের জন্য জীবন দান করবেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। (وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ) আল্লাহ্ ব্যতিত তোমাদের কোন আযাব প্রতিরোধকারী অভিভাবক নেই, (وَّلَا نَصِيْرٍ) সাহায্যকারীও নেই।

(١١٧) لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۙ

(١١٨) وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۠

১১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা তার অনুসরণ করেছিল সংকটকালে, এমনকি যখন তাদের এক দলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করলেন; তিনি তো তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

১১৮. এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নাই, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত। পরে তিনি তাদের তাওবা কবূল করলেন যাতে তারা তাওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ) আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং দুই কিব্লায় সালাত আদায়কারী ও বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী (وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ) মুহাজির ও আনসারদের প্রতি (الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ) যারা তাঁকে অভিযানে তাঁর অনুগমন করেছিল সংকটকালে তাদের জন্য পাথেয়, সাওয়ারী, অসহনীয় গরম, দুশমনের সংখ্যাধিক্য ও রাস্তার দূরত্ব ইত্যাদির সংকট বিদ্যমান ছিল (مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ) এমনকি যখন তাদের অর্থাৎ খাঁটি মুসলমানদের এক দলের নবীর সাথে বের হবার কালে চিত্ত বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ) পরে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করলেন, তারা অন্তরে আল্লাহ্র ভরসা পেলেন ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে বের হলেন (اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ) তিনি তাদের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

(وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا) এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও তারা হলেন কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) ও তাঁর সাথীগণ (حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ) যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সেটা সংকুচিত হয়েছিল, এবং তাও তার বিলম্বের কারণে (وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْآ اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ) তাঁদের জীবন তাঁদের জন্য দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল এবং তাঁরা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্-এর কাছে তাওবা ব্যতীত তাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই, (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ) পরে তিনি তাদর প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন যাতে তারা তাওবা করে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, তাওবাকারীদের প্রতি (الرَّحِيْمُ) পরম দয়ালু।

(١١٩) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ○

(١٢٠) مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ○

১১৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

১২০. মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় আল্লাহ্র রাসূলের সহগামী না হয়ে পিছনে রয়ে যাওয়া এবং তার জীবন অপেক্ষা তাদের নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা; কারণ আল্লাহ্র পথে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের নিকট হতে কিছু প্রাপ্ত হওয়া তাদের সৎকর্মরূপে গণ্য হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা.) ও তাঁর মু'মিন সাথীগণ (اتَّقُوا اللّٰهَ) তোমরা আল্লাহ্কে তাঁর হুকুম প্রতিপালনে ভয় কর এবং উঠাবসায় ও জিহাদে গমনে তোমরা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত উমর (রা.) ও তাঁদের সাথীদের ন্যায় (وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

(مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ) মদিনাবাসীও বনূ মুযায়না, বনূ জুহায়না ও বনূ আসলামের ন্যায় (وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ) তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় যুদ্ধে আল্লাহর রাসূলের সহগামী না হয়ে পিছনে রয়ে যাওয়া (وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ) এবং যুদ্ধ চলাকালে তাঁর জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয়তর জ্ঞান করা; কারণ আল্লাহ্র পথে জিহাদে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফিরদের

ক্রোধ উদ্রেককারী এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের নিকট হতে হত্যা ও পরাজয়ের ন্যায় কিছু প্রাপ্ত হওয়া তাদের জিহাদে (عَمَلٌ صَالِحٌ) সৎকর্মরূপে গণ্য হয়। (إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) আল্লাহ্ জিহাদে সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করবেন না।

(١٢١) وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(١٢٢) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ○

(١٢٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

১২১. এবং তারা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যা ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়– যাতে তারা যা করে আল্লাহ্ তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দিতে পারেন।

১২২. মু'মিনদের সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়।

১২৩. হে মু'মিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

(وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً) এবং যারা যুদ্ধে গমনাগমনে অল্প অথবা বেশি যা-ই ব্যয় করে এবং (وَلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) যে কোন প্রান্তরই দুশমনের খোঁজে অতিক্রম করে তা তাদের অনুকূলে নেক আমলের সাওয়াব হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়– যাতে তারা জিহাদে যা করে আল্লাহ্ তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দিতে পারেন।

(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ) নবী ﷺ-কে মদীনায় একা রেখে মু'মিনদের সকলের এক সংগে কোন অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের অন্য সকল মদীনায় অবস্থান করে শুধুমাত্র এক অংশ বহির্গত হয় না কেন? (لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ) যাতে তারা রাসূল ﷺ হতে দীন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের (وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ) সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, (اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ) যখন তারা তাদের নিকট যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে, তাদের জন্য যা আদেশ নিষেধ রয়েছে তা শিখে নিবে ও তাদেরকে সতর্ক করবে।

অপর ব্যাখ্যায়, এ আয়াতটি বনূ আসাদ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে আগমন করে। মদীনায় জিনিস পত্রের দর বেড়ে যায় এবং তারা আবর্জনা দ্বারা

মদীনার রাস্তা সমূহ বিনষ্ট করে। আল্লাহ্ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করে তাদেরকে এহেন গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করেন।

(يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً) কুরআন ও মুহাম্মাদ ﷺ কে গ্রহণকারী হে মু'মিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী যেমন বনূ কুরায়যা, বনূ নযীর, ফাদাক ও খায়বারের কাফিররা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। হে মু'মিনগণ! (وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ) জেনে রেখো, আল্লাহ্ মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদের সাহায্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে (مَعَ الْمُتَّقِيْنَ) মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

(١٢٤) وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

(١٢٥) وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

(١٢٦) اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝

১২৪. যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, 'এটা তোমাদের মধ্যে কারো ঈমান বৃদ্ধি করল?' যারা মু'মিন এটা তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়।

১২৫. এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটা তাদের কলুষের সাথে আরও কলুষ যুক্ত করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে কাফির অবস্থায়।

১২৬. তারা কি দেখে না যে, 'তাদেরকে প্রতি বছর একবার বা দু'বার বিপর্যস্ত করা হয়? এটার পরও তারা তাওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

(وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ) যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পড়ে সকলকে শোনান (فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ) তখন তাদের অর্থাৎ মুনাফিকদের কেউ কেউ বলে, মুহাম্মাদের পঠিত সূরা বা আয়াত (زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا) এটা তোমাদের মধ্যেকার ঈমান অর্থাৎ আল্লাহ্ভীতি, আল্লাহ্ প্রীতি ও আকীদাগত ইয়াকীনকে বৃদ্ধি করলো? উত্তরে বলা হয়েছে (فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا) যারা মু'মিন এটা তো তাদেরই ঈমান ইয়াকীন ইত্যাদি বৃদ্ধি করে (وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ) এবং তারাই আনন্দিত হয়।

(وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ) এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ও সন্দেহ আছে, এটা তাদের সন্দেহ ও কলুষের সাথে আরও কলুষ বৃদ্ধি করে (وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ) এবং তাদের মৃত্যু ঘটে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি গোপনে কাফির অবস্থায়।

(اَوَلَا يَرَوْنَ) তারা অর্থাৎ মুনাফিকরা কি দেখে না যে, তাদের প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ায় (اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ) তারা প্রতি বছর দু'একবার বিপর্যস্ত হয়? এরপরও তারা তাদের কৃতকর্ম হতে (ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ) তাওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

(١٢٧) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ○

(١٢٨) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ○

(١٢٩) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

১২৭. এবং যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় 'তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করছে কি?' অতঃপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করেছেন। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নাই।

১২৮. অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

১২৯. অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলিও, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।'

(وَاِذَا مَا) এবং যখনই মুনাফিকরা দেখে তাদের দোষত্রুটি সম্বলিত (اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ) কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে তা পড়ে শোনান, (نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ هَلْ يَرٰكُمْ مِنْ اَحَدٍ) তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞেস করে, তোমাদেরকে খাঁটি মু'মিনদের কেউ লক্ষ্য করছে কি? (ثُمَّ انْصَرَفُوْا) অতঃপর সালাত, খুতবা, হক ও হিদায়াত হতে তারা সরে পড়ে। (صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ) আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে সত্য ও হিদায়াত বিমুখ করে দেন (قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ) কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই, তারা আল্লাহ্র হুকুম বুঝে না ও তাঁকে সত্যও মনে করে না। অপর ব্যাখ্যায় এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তারা প্রথমত তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে সত্য ও হিদায়াত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরকে এসব থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

হে মক্কাবাসীগণ! (لَقَدْ جَآءَكُمْ) তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকটে আরবী ও হাশেমী বংশী (رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ) এক রাসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে, তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। (حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ) তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি তিনি দয়াবান ও পরম দয়ালু।

(فَاِنْ) তারপর তারা যদি ঈমান, তাওবা ও আপনি তাদেরকে যা বলেছেন তারা তা থেকে (تَوَلَّوْا فَقُلْ) মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলবেন, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, (حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ) তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন হিদায়াতকারী ও সাহায্যকারী নেই (تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ)। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহাআরশের অধিপতি।

سورة يونس

সূরা ইউনুস

এর সব আয়াত মাক্কী শুধুমাত্র ৪০ নং আয়াত ছাড়া যা মাদানী। আয়াতটি হলো وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ وَمِنْهُم مَّن এটি মদীনার ইয়াহূদী সম্পর্কে নাযিল হয়। মোট আয়াত সংখ্যা = ১০৯, মোট রুকু সংখ্যা = ১১, মোট শব্দ সংখ্যা ১৮০২, মোট অক্ষর সংখ্যা = ৬৫৬৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝

(٢) اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝

১. আলিফ, লাম-রা। এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।

২. মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের নিকট ওহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চমর্যাদা। কাফিররা বলে, 'এ তো এক সুস্পষ্ট জাদুকর।'

(الٓر) আলিফ লাম-রা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) এ সম্পর্কে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে আমি আল্লাহ্‌র দেখছি। অপর ব্যাখ্যায় এটা একটি শপথ বাক্য। (تِلْكَ) এগুলো হালাল ও হারাম সম্বলিত (اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ)। জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত।

মক্কাবাসী (اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ) মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই মত একজনের নিকট ওহী প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, আপনি মক্কাবাসী মানুষকে কুরআন সম্পর্কে সতর্ক করুন (وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য তাঁদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চমর্যাদা ও কল্যাণময় সাওয়াব। অপর ব্যাখ্যায় এটার অর্থ হচ্ছে, তাঁদের রয়েছে দুনিয়ায় তাদের ঈমান এবং আখিরাতে আল্লাহ্‌র কাছে উচ্চ মান মর্যাদা। আরেক ব্যাখ্যায় এটার অর্থ হচ্ছে যে, তাঁদের রয়েছেন সত্যবাদী নবী। আবার কেউ

কেউ বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে যে, তাদের রয়েছেন সত্যবাদী সুপারিশকারী। মক্কার (قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ) কাফিররা বলে, এ কুরআন তো এক সুস্পষ্ট জাদু ও মিথ্যা।

(٣) اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ۝

(٤) اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ۝

৩. তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

৪. তাঁরই নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর তার পুনরাবর্তন ঘটান। যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে ন্যায়বিচারের সাথে কর্মফল প্রদানের জন্য। এবং যারা কাফির তারা কুফরী করত বলে তাদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

(اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ) তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী দুনিয়ার ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। যার শুরু রবিবার ও সমাপ্তি শুক্রবার। আর প্রতিদিনের দৈর্ঘ হল এক হাজার বছর। (ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ) তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। অপর ব্যাখ্যায় এটার অর্থ হচ্ছে যে, আরশ তাঁকে নিয়ে খুশীতে পরিপূর্ণতা অর্জন করে। তিনি বান্দাদের (يُدَبِّرُ الْاَمْرَ) সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করেন। অপর ব্যাখ্যায় এটর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ বান্দাদের কাজ কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহী, কুরআন ও মুসীবত সহ ফিরিশতা প্রেরণ করেন। (مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ) তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার মত নিকটবর্তী ফিরিশতা ও প্রেরিত নবীদের মধ্যে কেউ নেই। (ذٰلِكُمُ اللّٰهُ) তিনি আল্লাহ্ এরূপ কার্য সম্পাদনকারী তিনি (رَبُّكُمْ) তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তাঁর একত্ববাদ স্বীকার কর ও (فَاعْبُدُوْهُ) তাঁর ইবাদত কর।) (اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ) তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? এবং নসীহত গ্রহণ করবে না?

(اِلَيْهِ) তাঁরই নিকট মৃত্যুর পর (مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا) তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত সত্য। সৃষ্টিকে তিনিই বীর্যের মাধ্যমে (اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ) প্রথম অস্তিত্বে আনেন, (ثُمَّ يُعِيْدُهٗ) তারপর এটার মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটান। যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ) মু'মিন এবং তাদের প্রতিপালকের ক্ষেত্রে সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে

ন্যায়বিচারের সাথে কর্মফল ও জান্নাত প্রদানের জন্য। (وَالَّذِيْنَ) আর যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (كَفَرُوْا لَهُمْ) কাফির, তারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ) কুফরী করত বলে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

(٥) هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

(٦) اِنَّ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ○

(٧) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ○

(٨) اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৫. তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার মন্‌যিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ্ এটা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।

৬. নিশ্চয়ই দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য।

৭. নিশ্চয়ই যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট এবং এতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল;

৮. তাদেরই আবাস অগ্নি তাদের কৃতকর্মের জন্য।

(هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً) তিনিই সূর্যকে দিনের বেলায় পৃথিবীর জন্য তেজস্কর ও রাতের বেলায় জগৎবাসীর জন্যে (وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ) চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এটার মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বৎসর মাস, দিন গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। (مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ) আল্লাহ্ এটা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। (يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ) জ্ঞানী ও সত্যবাদী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে কুরআনে বিবৃত করেন।

(اِنَّ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ) দিন ও রাতের পরবর্তনে হ্রাস-বৃদ্ধিতে (وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) এবং আল্লাহ্ আকাশরাজি এবং পৃথিবীতে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি, গাছ-গাছড়া, জন্তু জানোয়ার, পাহাড় পর্বত ও নদীনালা ইত্যাদি যা সৃষ্টি করেছেন, (لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ) তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য।

(اِنَّ الَّذِيْنَ) যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের মাধ্যমে (لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا) আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, অপর ব্যাখ্যায় এটার অর্থ হচ্ছে যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না এবং আখিরাতের পরিবর্তে (بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ) পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং এটাতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল।

কৃত (بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ) তাদেরই আবাস আগুন তাদের শিরক জনিত (أُولٰئِكَ مَأْوٰهُمُ النَّارُ) কর্মের জন্য।

(৯) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝
(১০) دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
(১১) وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۗ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

৯. যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমান হেতু তাদেরকে পথনির্দেশ করবেন; সুখদ কাননে তাদের পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে।

১০. সেখানে তাদের ধ্বনি হবে ঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র!' এবং সেথায় তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম' এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবে এই ঃ 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য!'

১১. আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে তারা তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, তবে অবশ্যই তাদের মৃত্যু ঘটত। সুতরাং যারা আমরা সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেই।

(اِنَّ الَّذِيْنَ) যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (اٰمَنُوْا) মু'মিন ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষেত্রে (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ) সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমান হেতু তাদেরকে পথনির্দেশ করবেন ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ) সুখময় বাগানে তাদের গাছ গাছড়া ও ঘর-বাড়ীর পাদদেশে পবিত্র পানীয়, পানি, মধু ও দুধের নদী প্রবাহিত হবে।

(دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ) সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র! তারা সেখানে যা চাইবে সেবকগণ তাদের জন্য সেখানে উপস্থিত করবে। (وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا) এবং সেখানে তাদের পরস্পরের অভিবাদন হবে (سَلٰمٌ) সালাম এবং তাদের পানাহারের পর (وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ) শেষ ধ্বনি হবে (اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ)। সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য।

(وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ) আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ তরান্বিত করতেন, যেভাবে তারা তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, তবে তাদের মৃত্যু ঘটত। (فَنَذَرُ الَّذِيْنَ) সুতরাং যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও (لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا) আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তাদেরকে আমি তাদের কুফরী ও (فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ) অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেই, তখন তারা কিছু দেখতে পায় না।

(١٢) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(١٣) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

(١٤) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ○

১২. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডেকে থাকে। অতঃপর আমি যখন তার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি, সে এমন পথ অবলম্বন করে, যেন তাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করেছিল তার জন্য সে আমাকে ডাকেই নি। যারা সীমালংঘন করে তাদের কর্ম তাদের নিকট এভাবে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে।

১৩. তোমাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আমি তো ধ্বংস করেছি, যখন তারা সীমা অতিক্রম করেছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট তাদের রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১৪. অতঃপর আমি তাদের পর পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কিরূপ কর্ম কর তা দেখার জন্য।

হিশাম ইব্‌ন মুগীরা আল-মাখযুমীর ন্যায় কাফির (وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا) মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডেকে থাকে, (فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ) তারপর আমি যখন তার দুঃখ দৈন্য দুরীভূত করি, সে দু'আ বর্জনের (مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ) এমন পথ অবলম্বন করে, যেন তাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করেছিল তার জন্য সে আমাকে ডাকেই নি। মুশরিকদের মধ্যে (كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) যারা সীমালংঘন করে তাদের কাজ দুঃখ দৈন্যে ডাকা ও দুঃখ দৈন্য দূরীভূত হলে ডাকা বর্জনের ন্যায় শিরকী তাদের নিকট এভাবে শোভনীয় প্রতীয়মান হয়।

(وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا) তোমাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, যখন তারা সীমাঅতিক্রম করে ছিল ও কুফরী করেছিল, আদেশ নিষেধ সম্বলিত (وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا) স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট রাসূল এসেছিল তাদের মধ্য হতেই কিন্তু প্রতিশ্রুত দিনকে না মানায় তাদের রাসূলকে তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। (كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ)। এভাবে আমি মুশরিক অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

(ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ) তারপর আমি তাদের ধ্বংসের পর (خَلٰئِفَ فِى الْاَرْضِ) পৃথিবীতে হে উম্মাতে মুহাম্মদ! (مِنْ بَعْدِهِمْ) তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি (لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ) তোমরা কি প্রকার কল্যাণকর আচরণ কর তা দেখবার জন্য।

(١٥) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

(١٦) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

(١٧) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ○

১৫. যখন আমার আয়াত, যা সুস্পষ্ট, তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না। তারা বলে, অন্য এক কুরআন আন এটা ছাড়া, অথবা এটাকে বদলাও। বল, 'নিজ হতে এটা বদলান আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যা ওহী হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে অবশ্যই আমি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।

১৬. বল, আল্লাহ্ যদি চাইতেন আমিও তোমাদের নিকট এটা তিলাওয়াত করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। আমি তো এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি; তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না?'

১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? নিশ্চয়ই অপরাধিরা সফলকাম হয় না।

(وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ) যখন আমার আয়াত, যা সুস্পষ্ট; ওয়ালীদ ইব্ন-মুগীরা ও তার সাথীদের ন্যায় বিদ্রূপকারীদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের মাধ্যমে (قَالَ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا) আমার সাক্ষাতের আশা-পোষণ করে না। তারা বলে, হে মুহাম্মদ! এটা ছাড়া (ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ) অন্য এক কুরআন আন, অথবা এটাকে বদলাও। রহমতের আয়াতকে আযাবের এবং আযাবের আয়াতকে রহমতের আয়াতের পরিবর্তন কর (قُلْ) বলুন! 'হে মুহাম্মদ! (مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ) নিজ হতে এটা বদলানো আমার কাজ নয়, (اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ) আমার প্রতি যা ওহী হয় আমি কেবল তাই বলি ও তারই অনুসরণ করি। (اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ) আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলেও তা পরিবর্তন করলে আমি আশংকা করি মহা দিবসের শাস্তি।

'হে মুহাম্মদ! (قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ) বলুন, 'আল্লাহ্র সেরূপ রাসূল না হওয়ার অভিপ্রায় হলে আমিও তোমাদের নিকট কুরআন পাঠ করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। (فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا قَبْلِهٖ) আমি তো এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল চল্লিশ বছর অবস্থান করেছি; এবং কুরআন সম্বন্ধে তোমাদের কাছে কিছু বলি নি। (اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ) তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না? যে এটা আমার পক্ষ থেকে নয়।

(فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা (اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ) আল্লাহ্‌র নিদর্শন মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে, তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? অপরাধীরা সফলকাম হয় না ও আল্লাহ্‌র আযাব থেকে মুক্তি পায় না।

(১৮) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

(১৯) وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

১৮. তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত করে তা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এগুলো আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সুপারিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে।

১৯. মানুষ ছিল একই উম্মাত, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব-ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়েই যেত।

(وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) তারা অর্থাৎ মক্কার কাফিররা আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত করে, দুনিয়া ও আখিরাতে তার ইবাদত না করলে (مَا لَا يَضُرُّهُمْ) তা তাদের ক্ষতিও করে না, আর দুনিয়া ও আখিরাতে তার ইবাদত করলে সে কোন (وَلَا يَنْفَعُهُمْ) উপকারও করে না। (وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ) তারা বলে, 'এদের দেবীগুলো আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সুপারিশকারী তারা আমাদের ব্যাপারে সুপারিশ করবে। (قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ! (اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ) তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশরাজি ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি জানেন না? (سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) তিনি মহান, পূত ও শিরক হতে পবিত্র এবং তারা যাকে অর্থাৎ দেব-দেবীকে শরীক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে।

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর যুগে অপর ব্যাখ্যা বলেন, হযরত নূহ্ (আ)-এর যুগে (وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَّاحِدَةً) মানুষ ছিল একই কাফির জাতি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেন (فَاخْتَلَفُوْا) পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। কেউ কেউ নবীদের প্রতি বিশ্বাস জ্ঞাপন করে আবার কেউ কেউ কুফরী করে (وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ) আপনার প্রতিপালকের বিলম্বিত আযাবের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়েই যেত অর্থাৎ তারা ধ্বংস হয়ে যেত।

(২০) وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ○

(২১) وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ○

(২২) هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ○

২০. তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বল, অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

২১. আর দুঃখ-দৈন্য তাদেরকে স্পর্শ করার পর, যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদন করাই তারা তখনই আমার নিদর্শনের বিরুদ্ধে অপকৌশল করে। বল, আল্লাহ্ অপকৌশলের শাস্তিদানে দ্রুততর। তোমরা যে অপকৌশল কর তা অবশ্যই আমার ফিরিশ্‌তাগণ লিখিয়ে রাখে।

২২. তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়। অতঃপর যখন এগুলো বাত্যাহত এবং সর্বদিক হতে তরঙ্গাহত হয় এবং তারা তা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে মনে করে, তখন তারা আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলে ঃ 'তুমি আমাদেরকে এটা হতে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

(وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ) তারা অর্থাৎ মক্কার কাফিররা বলে, তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে তাঁর নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? হে মুহাম্মদ! (فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ) বলুন নিদর্শন অবতীর্ণের ন্যায় অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই আছে। সুতরাং তোমরা আমার ধ্বংসের (فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ) প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সাথে তোমাদের ধ্বংসের প্রতীক্ষা করছি।

(وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِىْ اٰيٰتِنَا) এবং দুঃখ দৈন্য তাদেরকে স্পর্শ করার পর, যখন আমি কাফির মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই তারা তখনই আমার নিদর্শনকে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে বিদ্রূপ করে। হে মুহাম্মদ! (قُلِ اللّٰهُ) বলুন, আল্লাহ্ বিশেষ করে বদরের দিন (اَسْرَعُ مَكْرًا) বিদ্রূপের শাস্তি দানে দ্রুততর। তোমরা যে বিদ্রূপ কর মিথ্যা বল ও গুনাহের কাজ কর (اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ) তা আমার ফিরিশতাগণ লিখে রাখে।

(هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান ও ভ্রমণকালে হিফাযত করেন (حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ

(عَاصِفٌ) এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এগুলো আরোহী [illegible] অনুকূল বাতাসে ভেসে চলে এবং তারা অর্থাৎ আরোহীরা এটাতে আনন্দিত হয়। তারপর (وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ (أُحِيطَ بِهِمْ) এগুলো বাত্যাহত এবং সর্বদিক হতে তরঙ্গাহত হয় এবং তারা এটা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে মনে করে, তখন তারা আনুগত্যের বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একমাত্র (دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ (أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهِ) আল্লাহ্‌কে ডেকে বলে; 'তুমি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করলে আমরা অবশ্য মু'মিন (لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ) কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।

(২৩) فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(২৪) اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَاۤ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ ۙ اَتٰىهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

২৩. অতঃপর তিনি যখনই তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যুলুম করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের যুলুম বস্তুত তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে; পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করে লও, পরে আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তোমরা যা করতে।

২৪. বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, যা হতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারিগণ মনে করে তা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিবসে অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও তার অস্তিত্ব ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

(فَلَمَّا اَنْجٰهُمْ اِذَاهُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) তারপর, তিনি যখনই তাদেরকে ডুবে মরার বিপদ মুক্ত করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যুলুম করতে থাকে। (يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ (عَلٰى اَنْفُسِكُمْ) 'হে মক্কাবাসী মানুষ! তোমাদের পরস্পর যুলুম বস্তুত তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে; (مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখ ভোগ করে নাও, (ثُمَّ اِلَيْنَا (مَرْجِعُكُمْ) মৃত্যুর পরে আমারই নিকট তোমাদের ফিরে আসা। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তোমরা যা কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে।

স্থায়ী ও লয় প্রাপ্তির দিক দিয়ে (اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ (نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ) পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত যেমন আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি যা

দিয়ে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা হতে মানুষ দানা এবং ফল-ফলাদি ও (وَالْاَنْعَامُ) জীব জন্তু ঘাস পাতা আহার করে থাকে। (حَتّٰى اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا اَتٰهَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا) তারপর যখন ভূমি বিভিন্ন রং এ তার শোভা ধারণ করেও নয়নাভিরাম হয় এবং এটার অধিকারীগণ মনে করে এটা তাদের আয়ত্তে রয়েছে, তখন দিনে অথবা রাতে আমার নির্দেশ এবং আযাব এসে পড়ে (فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ) ও আমি এটা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন ইতোপূর্বে এটার অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি দুনিয়া, আখিরাত সম্পর্কে (لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ) চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

(٢٥) وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

(٢٦) لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(٢٧) وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৫. আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

২৬. যারা মঙ্গলকর কাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরও অধিক। কালিমা ও হীনতা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে।

২৭. যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে; আল্লাহ্ হতে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই; তাদের মুখমণ্ডল যেন রাত্রির অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারা অগ্নির অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে।

(وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ) আল্লাহ্ শান্তির আবাসের জান্নাতের দিকে আহ্বান করেন (وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) এবং যাকে ইচ্ছা ইসলামের সরল পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ হচ্ছেন 'সালাম' এবং জান্নাত হচ্ছে দারুস্ সালাম।

(لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى) যারা মঙ্গলকর কাজ সম্পাদন করে তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল ও জান্নাত (وَزِيَادَةٌ) এবং আরও অধিক অর্থাৎ আল্লাহ্ দীদার, অপর ব্যাখ্যায়, এটার অর্থ হচ্ছে অধিক সাওয়াব। (وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ) কালিমা ও হীনতা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। (اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ) তারাই জান্নাতের অধিবাসী; (هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

(وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا) যারা মন্দকাজ করে যেমন– আল্লাহ্র সাথে শিরক তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ বা জাহান্নাম (وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا) এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে; আল্লাহ্র আযাব হতে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই। তাদের মুখমণ্ডল যেন রাতের অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ (هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

(٢٨) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ○

(٢٩) فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ○

(٣٠) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

(٣١) قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○

২৮. এবং যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করে যারা মুশরিক তাদেরকে বলব, 'এবং তোমরা যাদের শরীক করেছিলে তারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর;' আমি তাদেরকে পরস্পর হতে পৃথক করে দিব এবং তারা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে, 'তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।

২৯. আল্লাহ্ই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের ইবাদত করতে এ বিষয়ে আমরা তো গাফিল ছিলাম।

৩০. সেখানে তাদের প্রত্যেকে তার পূর্ব কৃতকর্ম পরীক্ষা করে নিবে এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র নিকট ফিরিয়ে আনা হবে এবং তাদের উদ্ভাবিত মিথ্যা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।

৩১. বল, 'কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, জীবিতকে মৃত হতে কে বের করে এবং মৃতকে জীবিত হতে কে বের করে এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রিত করে?' তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?'

(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ) এবং যেদিন আমি কাফিরদের সকলকে তাদের দেব-দেবীসহ একত্র করে যারা মুশরিক তাদেরকে বলব, তোমরা এবং তোমরা যাদেরকে শরীক করেছিলে তারা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর; আমি তাদেরকে পরস্পর হতে পৃথক করে দেব। (وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ) কাফিররা বলবে 'এ দেব-দেবীগুলো আমাদেরকে তোমা ব্যতীত তাদেরকে উপাসনা করতে আদেশ করেছিল।' এবং তারা যাদেরকে শরীক করেছিল, তারা প্রতিবাদ করে বলবে তোমরা তো আমাদের আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে আমাদের ইবাদত করতে না।' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, তোমরা আমাদেরকে তোমাদের ইবাদত করতে আদেশ করেছিলে, দেব দেবীগুলো বলবে।

(فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ) আল্লাহ্ই আমাদেরও তোমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে স্বাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের ইবাদত করতে এ বিষয়ে আমরা গাফিল ছিলাম, আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না।

(هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ) সেদিন তাদের প্রত্যেকে তার পূর্বকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণকর কাজ সম্বন্ধে অবহিত হবে। 'তা تَتْلُوْا কিরা'আত অনুযায়ী অর্থ

হবে 'পড়বে' এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়ে আনা হবে (مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ) এবং তাদের উদ্ভাবিত মিথ্যা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।

হে মুহাম্মদ! মক্কায় কাফিরদেরকে (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ) বলুন, 'কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে বিভিন্ন ধরনের ফলমূলসহ জীবনোপকরণ সরবরাহ করে? (اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ) অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন? কে জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করে; যেমন বীর্য হতে মানুষ ও জীবজন্তু, ডিম হতে পাখী অপর ব্যাখ্যায় শীষ হতে দানা ইত্যাদি এবং কে বান্দাদের (وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ) সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে? ওহী, কুরআন ও মুসীবত নিয়ে ফিরিশ্তা প্রেরণ করে? (فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ) তখন তারা বলবে 'আল্লাহ্। হে মুহাম্মদ? (فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ) বলুন, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? ও আল্লাহ্র আনুগত্য করবে না?'

(٣٢) فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝
(٣٣) كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝
(٣٤) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝

৩২. তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছ?

৩৩. এভাবে সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে, তোমার প্রতিপালকের এই বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা তো ঈমান আনবে না।

৩৪. বল, 'তোমরা যাদের শরীক কর তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটনা?' বল, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটান। সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্য বিচ্যুত হচ্ছ?

(فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ) তিনিই আল্লাহ্; তোমাদের সত্য প্রতিপালক; তাঁর ইবাদতই সত্য। (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ) সত্য ত্যাগ করার পর শয়তানের ইবাদতের ন্যায় (اِلَّا الضَّلٰلُ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ) বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছ?

(كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ) এভাবে সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে, আপনার প্রতিপালকের এ বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা বিশ্বাস করবে না।

হে মুহাম্মদ! তাদেরকে (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ) বলুন, তোমরা যাদেরকে শরীক কর তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টিকে বীর্য থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করে রুহ্ প্রদান করে ও মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন এটার পুনরাবর্তন ঘটাবে?' যদি তারা এ কথার উত্তর না দেয় তাহলে তাদেরকে (قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ) বলুন 'আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে বীর্য হতে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে কিয়ামতের দিন এটার পুনরুত্থান ঘটাবেন। সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্য বিচ্যুত হচ্ছ? অপর ব্যাখ্যায়, এটার অর্থ হচ্ছে, তারা কেমন করে মিথ্যার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে আপনি লক্ষ্য করুন।

(٣٥) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○

(٣٦) وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

(٣٧) وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৩৫. বল, 'তোমরা যাদেরকে শরীক কর তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সত্যের পথনির্দেশ করে?' বল, 'আল্লাহ্ই সত্যের পথনির্দেশ করেন। যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হক্দার, না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না- সে? তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কীভাবে সিদ্ধান্ত করে থাক?'

৩৬. তাদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না, তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৩৭. এই কুরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও রচনা নয়। পক্ষান্তরে এর পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে এটা তার সমর্থন এবং ইহা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।

হে মুহাম্মদ! ﷺ তাদেরকে (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ) বলুন, তোমরা যাদেরকে শরীক কর, তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সত্যের পথ নির্দেশ দেয়? যদি তারা উত্তর না দেয় তবে তাদেরকে (قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّنْ لَا يَهِدِّيْ اِلَّا اَنْ يُهْدٰى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ) বলুন, আল্লাহ্ই সত্যের পথ নির্দেশ করেন, যিনি সত্যের পথনির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হক্দার, না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না সে? তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কীভাবে সিদ্ধান্ত করে থাক?' তোমাদের সিদ্ধান্ত খুবই নিকৃষ্ট!

(وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) তাদের অধিকাংশই অনুমানের অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না। তারা শিরকের ন্যায় যা করে (اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ) আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের কাছে যে কুরআন পাঠ করেন, (وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ) এ কুরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো রচনা নয়। পক্ষান্তরে এটায় পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে যেমন তাওরাত, ইনজীল, যাবূর, অন্যান্য সহীফা, মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলী এটা তার সমর্থক এবং এটা আদেশ ও নিষেধ, হালাল ও হারাম বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা; (لَا رَيْبَ فِيْهِ) এটাতে কোন সন্দেহ নেই যে, (مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

(٣٨) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

(٣٩) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ○

(٤٠) مِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ○

(٤١) وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ○

৩৮. তারা কি বলে, 'সে এটা রচনা করেছে?' বল, 'তবে তোমরা এটার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

৩৯. পরন্তু তারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে নাই তা অস্বীকার করে এবং এখনও এটার পরিণাম তাদের নিকট উপস্থিত হয় নি। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল, সুতরাং দেখ, যালিমদের পরিণাম কী হয়েছে !

৪০. তাদের মধ্যে কেউ এটাতে বিশ্বাস করে এবং কেউ এটাতে বিশ্বাস করে না এবং তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

৪১. এবং তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তুমি বলিও, 'আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কর্মের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত।'

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ) তারা অর্থাৎ মক্কার কাফিররা কি বলে, সে এটা রচনা করেছে? মুহাম্মদ! তাদেরকে (قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ) বলুন, তবে তোমরা এটার অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পার সাহায্যের জন্য আহ্বান কর, (إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) যদি তোমরা সত্যবাদী হও যে মুহাম্মদ ﷺ নিজ থেকে তা রচনা করেছেন।

(بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) কিন্তু তারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে নাই তা অস্বীকার করে এবং এখনও এটার পরিণাম তাদের নিকট উপস্থিত হয়নি। (كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। (فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) সুতরাং দেখ যালিমদের পরিণাম কী হয়েছে! অপর ব্যাখ্যায়, এটা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নবীকে উৎপীড়ন ও নির্যাতনে ধৈর্য ধরার উপদেশ মাত্র।

(وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ) ইয়াহূদীদের মধ্যে কেউ এটাতে (কুরআনে) বিশ্বাস করে এবং কেউ কেউ এটাতে বিশ্বাস করে না ও কুফরী অবস্থাতে মৃত্যুবরণ করে। (وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ) এবং আপনার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতটি মুশরিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(وَاِنْ كَذَّبُوْكَ) এবং তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে আপনি আপনার সম্প্রদায়কে (فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ) বলবেন, আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কর্মের দায়িত্ব তোমাদের। (اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ) আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নও এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায়ী নই।

(٤٢) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ○
(٤٣) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ○
(٤٤) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○
(٤٥) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

৪২. তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তুমি কি বধিরকে শুনাবে, তারা না বুঝলেও?
৪৩. তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলে?
৪৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের প্রতি যুলুম করে থাকে।
৪৫. যেদিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন সেদিন তাদের মনে হবে যে, তাদের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল; তারা পরস্পরকে চিনবে। আল্লাহ্র সাক্ষাত যারা অস্বীকার করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ) ইয়াহূদীদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে কান পেতে রাখে অপর ব্যাখ্যায় মুশরিকদের কেউ কেউ কান পেতে রাখে। হে মুহাম্মদ! (اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَايَعْقِلُوْنَ) আপনি কি বধিরকে শুনাবেন, তারা না বুঝলেও?'

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ) তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনি কি অন্ধকে পথ দেখাবেন, তারা না দেখলেও?

(اِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا) আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না, কারো নেকআমল হ্রাস করেন না এবং কারো বদ্আমল বৃদ্ধি করে দেন না। (وَلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ) বস্তুত মানুষ নিজেদের প্রতিই শিরক্ কুফরী ও পাপের মাধ্যমে যুলুম করে থাকে।

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ) এবং যেদিন তিনি তাদেরকে অর্থাৎ ইয়াহূদী, খৃস্টান ও মুশরিকদেরকে একত্র করবেন সেদিন তাদের মনে হবে যে, কবরে তাদের অবস্থিতি দিনের এক মুহূর্তকাল মাত্র ছিল, তারা পরস্পরকে কোন কোন জায়গায় চিনবে এবং কোন কোন

জায়গায় চিনবে না। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে যারা অস্বীকার করেছে তারা (قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ)। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা বিভ্রান্তি ও গুমরাহী মুক্ত সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।

(٤٦) وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ○

(٤٧) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

(٤٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

(٤٩) قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○

৪৬. আমি তাদেরকে যে ভীতি প্রদর্শন করেছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তোমার কাল পূর্ণ করেই দেই, তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট এবং তারা যা করে আল্লাহ্ তার সাক্ষী।

৪৭. প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল এবং যখন তাদের রাসূল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হয় নাই।'

৪৮. তারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কবে ফলবে।

৪৯. বল, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালমন্দের উপর আমার কোন অধিকার নেই।' প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।

(وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ) আমি তাদেরকে যে আযাবের ভীতি প্রদর্শন করেছি তার কিছু যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনার জীবনকাল পূর্ণ করে তাদের আযাব দেই, মৃত্যুর পর (فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ) তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট; এবং তারা কল্যাণ ও অকল্যাণ (ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ) যা করে আল্লাহ্ তার স্বাক্ষী। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর দীনের দিকে আহ্বান করেন।

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ) প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে একজন করে রাসূল, তিনি তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর দীনের দিকে আহ্বান করেন (فَإِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ) এবং যখন তাদের রাসূল এসেছে, তারা রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে (قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা হয়েছে, তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে এবং রাসূলকে উদ্ধার করা হয়েছে (وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ) এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হয়নি, তাদের নেকআমল হ্রাস করা হয়নি এবং বদআমল বৃদ্ধি করা হয়নি।

(وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) এবং রাসূলকে তারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও যদি তুমি সত্যি বলে থাক তবে বল, এ আযাবের প্রতিশ্রুতি কবে ফলবে?

'হে মুহাম্মদ! তাদেরকে (قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) বলুন 'আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ব্যতীত নিজের ভাল মন্দের উপর আমার কোন অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ নেই। (لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ) প্রত্যেক জাতির ধ্বংসের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে; (إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।

(৫০) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۝
(৫১) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝
(৫২) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۝
(৫৩) وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۝

৫০. বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রজনীতে অথবা দিবসে এসে পড়ে তবে অপরাধীরা তা কী ত্বরান্বিত করতে চায়?'

৫১. তোমরা কি এটা ঘটার পর এটা বিশ্বাস করবে? এখন? তোমরা তো এটাই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল।

৫২. পরে যালিমদেরকে বলা হবে, 'স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন কর; তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।'

৫৩. তারা তোমার নিকট জানতে চায়, 'এটা কি সত্য?' বল, 'হাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা অবশ্যই সত্য। এবং তোমরা এটা ব্যর্থ করতে পারবে না।'

'হে মুহাম্মদ! তাদেরকে (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا) বলুন 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রাতে অথবা দিনে এসে পড়ে। তোমরা কী করবে?' (مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) তবে অপরাধীরা কি আযাব ত্বরান্বিত করতে চায়?

(أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ) তোমরা কি এটা ঘটবার পর এটা বিশ্বাস করবে? তারা বলবে 'হ্যাঁ,' 'হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলে দিন, 'তোমাদেরকে বলা হবে, (آلْآنَ) এখন? তোমরা আযাবকে বিশ্বাস করবে? (وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) তোমরা তো এটাই রহস্য ভরে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।

(ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ) পরে যালিমদেরকে বলা হবে, স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন কর; তোমরা দুনিয়ায় যা করতে, তোমাদেরকে আখিরাত তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

'হে মুহাম্মদ! (وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ) তারা আপনার নিকট জানতে চায় যে, এটা কি সত্য? অর্থাৎ কুরআন ও প্রতিশ্রুত আযাব কি সত্য? (قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ) বলুন, হ্যাঁ আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা অবশ্যই সত্য। এবং তোমরা এটা ব্যর্থ করতে পারবে না।

(٥٤) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

(٥٥) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

(٥٦) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

(٥٧) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ○

৫৪. প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা যদি তার হত তবে সে মুক্তির বিনিময়ে তা দিয়ে দিত; এবং যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন মনস্তাপ গোপন করবে। তাদের মীমাংসা ন্যায়বিচারের সাথে করা হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

৫৫. সাবধান! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। সাবধান! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবগত নয়।

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫৭. হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

(وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَافِى الْاَرْضِ لاَ فْتَدَتْ بِهِ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ) প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা যদি তার হত তবে প্রত্যেক সীমালংঘনকারী ব্যক্তিই মুক্তির বিনিময়ে এটা দিয়ে দিত; এবং যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন মনস্তাপ গোপন করবে। তাদের মীমাংসা ন্যায়বিচারের সাথে করা হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। তাদের নেকআমল থেকে কিছু হ্রাস করা হবে না এবং বদ্‌আমল কিছু বৃদ্ধি করা হবে না।

(اَلاَ اِنَّ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) সাবধান! আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি ও আশ্চর্য বিষয়াদি আছে তা আল্লাহ্‌রই; (اَلاَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ) সাবধান! মৃত্যুর পর পুনরুত্থান আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য কিন্তু তাদের অধিকংশই অবগত নয়।

(هُوَ يُحْىِ) তিনিই জীবন দান করেন এবং দুনিয়ায় (وَيُمِيْتُ) মৃত্যু ঘটান (وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) এবং তাঁরই নিকট মৃত্যুর পর তোমরা ফিরে যাবে।

(يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ) হে মক্কাবাসী মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা অন্ধত্ব ও বিভ্রান্তি আছে তার প্রতিকার (وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ) এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও আযাব হতে রহমত।

(٥٨) قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۭ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

(٥٩) قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۭ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝

(٦٠) وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

(٦١) وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۭ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৫৮. বল, 'এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া; সুতরাং এটাতে তারা আনন্দিত হউক।' তারা যা পুঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা এটা শ্রেয়।

৫৯. বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয্‌ক দিয়েছেন তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ? বল, 'আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ।

৬০. যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে তাদের কী ধারণা? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৬১. তুমি যে কোন অবস্থায় থাক এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা তিলাওয়াত কর এবং তোমরা যে কোন কার্য কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক– যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

'হে মুহাম্মদ! (قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا) বলুন, এটা অর্থাৎ কুরআন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়; সুতরাং এটাতে– কুরআন ও ইসলামে তারা আনন্দিত হোক। তারা যা সম্পদ (هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ) পুঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা এটা শ্রেয়'।

'হে মুহাম্মদ! মক্কাবাসীদেরকে (قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষেত খামার ও জন্তু জানোয়ারের ন্যায় (مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا) যে রিয্‌ক দিয়েছেন তোমরা যে তার কিছু পুরুষদের জন্য হালাল ও কিছু স্ত্রীলোকদের জন্য হারাম করেছ?' 'হে মুহাম্মদ! তাদেরকে (قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ) বলুন, আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ?

(وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন সম্বন্ধে তাদের কী ধারণা? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি আযাব বিলম্বিত করে অনুগ্রহপরায়ণ, (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ও ঈমান আনয়ন করে না।

হে মুহাম্মদ! (وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ) আপনি যে কোন কর্মে রত হোন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন হতে তাদের কাছে যা আবৃত্তি করুন না কেন এবং তোমরা যে কোন কল্যাণকর কিংবা অকল্যাণকর (وَلَاتَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۤءِ وَلَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ) কাজ কর না কেন, আমি তোমাদের পরিদর্শক– যখন তোমরা এটাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশরাজি ও পৃথিবীর অণু পরমাণু ও আপনার প্রতিপালকের অগোচর নয়, এবং এটা অপেক্ষা বান্দাদের আমলের পিপীলিকার মাথার পরিমাণ ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট লাওহে মাহফূযে কিতাবে নেই।

(٦٢) اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَاۤءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝
(٦٣) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝
(٦٤) لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝
(٦٥) وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৬২. জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।
৬৩. যারা ঈমান আনে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে,
৬৪. তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে, আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই; তা-ই মহাসাফল্য।
৬৫. তাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। সমস্ত শক্তিই আল্লাহ্‌র, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاۤءَ اللّٰهِ) জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র বন্ধুদের ভবিষ্যতে (কোন) আযাবের (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) ভয় নেই এবং তারা যা কিছু রেখে এসেছেন তার জন্যে (وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ) দুঃখিত হবে না।

(اَلَّذِيْنَ) যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (اٰمَنُوْا) বিশ্বাস করে এবং কুফ্‌রী, শিরক ও অশ্লীল কার্যাদি হতে (وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ) তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

(لَهُمْ) তাদের জন্য রয়েছে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে তারা দেখুক বা আপনি দেখেন (اَلْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) সুসংবাদ পার্থিব জীবনেও জান্নাতের সুসংবাদ পারলৌকিক জীবনে; (وَفِي الْاٰخِرَةِ) আল্লাহ্‌র জান্নাত সংক্রান্ত (لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) বাণীর কোন পরিবর্তন নেই; এটাই মহা সাফল্য। তারা জান্নাত ও সেখানে অবস্থিত নিয়ামতাদি লাভ করবে এবং জাহান্নাম ও তার আযাব থেকে মুক্তি লাভ করবে।

মুহাম্মদ! (وَلَايَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ) তাদের মিথ্যা কথা আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তাদেরকে ধ্বংস করার (اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا) সমস্ত শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা আল্লাহ্‌র (هُوَ) তিনি তাদের কথোপকথন সম্পর্কে (السَّمِيْعُ) সর্বশ্রোতা, তাদের কাজকর্ম ও পরিণাম সম্পর্কে (الْعَلِيْمُ) সর্বজ্ঞ।

(٦٦) أَلَآ إِنَّ لِلّٰهِ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ○

(٦٧) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ○

(٦٨) قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

(٦٩) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ○

৬৬. জেনে রেখ! যারা আকাশমণ্ডলে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহ্‌রই। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে শরীকরূপে ডাকে, তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু মিথ্যাই বলে।

৬৭. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য রাত্রি, যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং দিবস দেখার জন্য। যে সম্প্রদায় কথা শোনে নিশ্চয়ই তাদের জন্য এতে আছে নিদর্শন।

৬৮. তারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি মহান পবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত। যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলে ও যা কিছু আছে পৃথিবীতে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোন সনদ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

৬৯. বল, 'যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না।'

(اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ) জেনে রেখো, যারা আকাশমণ্ডলে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহ্‌রই। তিনি তাদেরকে যেভাবে চান পরিবর্তন করেন। (وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاۤءَ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ) যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে শরীকরূপে ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তারা তাদের অধীনস্থদের জন্যে শুধু মিথ্যাই বলে।

(هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ) তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত, তাতে তোমাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিন দেখার জন্যে। যে সম্প্রদায় কথা ও কুরআন শোনে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য এটাতে রয়েছে নিদর্শন।

(قَالُوْا) তারা অর্থাৎ মক্কার কাফিররা বলে, আল্লাহ্ ফিরিশতাদের থেকে কন্যা (اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا) সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি মহান, সন্তান গ্রহণ ও শিরক হতে (سُبْحٰنَهٗ) পবিত্র। (هُوَ الْغَنِىُّ) তিনি অভাবমুক্ত। (لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اَتَقُوْلُوْنَ) আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু বিস্ময়কর বস্তু রয়েছে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোন সনদ নেই। (عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ) তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

হে মুহাম্মদ! (قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَايُفْلِحُوْنَ) বলুন, যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। আল্লাহ্র আযাব হতে পরিত্রাণ পাবে না।

(٧٠) مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

(٧١) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ○

(٧٢) فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৭০. পৃথিবীতে তাদের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ; পরে আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর কুফরী হেতু তাদেরকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব।

৭১. তাদেরকে নূহ্-এর বৃত্তান্ত শোনাও। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্র নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দান তোমাদের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে আমি তো আল্লাহ্র উপর নির্ভর করি। তোমরা যাদেরকে শরীক করছ তৎসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে লও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমাদের কর্ম নিষ্পন্ন করে ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

৭২. 'অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে নিতে পার, তোমাদের নিকট আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাই নি, আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহ্র নিকট, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি।

(مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ) পৃথিবীতে তাদের জন্য রয়েছে কিছু সুখ-সম্ভোগ; মৃত্যুর পরে আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন সম্পর্কে (ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ) কুফরী হেতু তাদেরকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব।

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ) তাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে নূহ্ (আ.)-এর বৃত্তান্ত শোনাব। (اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ) তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার দীর্ঘ অবস্থিতি ও আল্লাহ্র নিদর্শন দ্বারা তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ প্রদান তোমাদের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে আমি তো আল্লাহ্র উপর নির্ভর করি; তাকেই আমি আমার কর্মবিধায়ক মনে করি (فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ) তোমরা যাদেরকে শরীক করেছ তাদেরসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কাজ শেষ করে ফেলবে এবং আমাকে অবসর দিবে না।

(فَاِنْ) তারপর তোমরা ঈমান গ্রহণ থেকে (تَوَلَّيْتُمْ) মুখ ফিরিয়ে নিলে নিতে পার। ঈমানের জন্য (فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ) তোমাদের নিকট আমি কোন পারিশ্রমিক চাইনি, আমার

পারিশ্রমিক আছে আল্লাহ্‌র নিকট, (وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ) আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি।

(٧٣) فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

(٧٤) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ○

(٧٥) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

৭৩. আর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে, অতঃপর তাকে ও তার সংগে যারা তরণীতে ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করি এবং যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল?

৭৪. অনন্তর আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করি, তাদের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল। কিন্তু তারা পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার প্রতি ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি সীমালংঘনকারীদের হৃদয় মোহর করে দেই।

৭৫. পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারূনকে ফির্'আওন ও তার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু তারা অহংকার করে এবং তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

(فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ) আর তারা নূহ্ (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলল; তারপর তাঁকে ও তাঁর সংগে যারা নৌকাতে ছিল তাঁদেরকে ডুবে মরা থেকে আমি উদ্ধার করি ও (وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا) যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ছিল তাদেরকে ডুবিয়ে মারি। সুতরাং হে মুহাম্মদ! (فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ) দেখুন, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? রাসূলগণ তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন কিন্তু তারা ঈমান আনয়ন করে নি।

(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ) নূহ্ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পরে আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করি, তাদের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল। কিন্তু তারা পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তাতে বিশ্বাস করবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। (كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ) এভাবে আমি হালাল ও হারামের সীমালংঘনকারীদের হৃদয় মোহর করে দেই।

(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا) পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-কে ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু তারা ঈমান থেকে (فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ) অহংকার করে এবং তারা ছিল অপরাধী ও মুশরিক সম্প্রদায়।

অপর ব্যাখ্যায় নিদর্শনসমূহ দ্বারা নয়টি নিদর্শনকে বুঝানো হয়েছে যা ফির'আউনের সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল। তা হলো জ্যোতির্ময় হাত, লাঠি, তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, বেঙ, রক্ত, দুর্ভিক্ষ, ফল-উৎপাদন হ্রাস। আবার কেউ কেউ বলেন, নবম হল নিশ্চিহ্ন করা।

(٧٦) فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوٓا إِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ○

(٧٧) قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هٰذَا ۖ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُونَ ○

(٧٨) قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ○

(٧٩) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيمٍ ○

৭৬. অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার নিকট হতে সত্য আসল তখন তারা বলল, এটা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট জাদু।

৭৭. মূসা বলল, সত্য যখন তোমাদের নিকট আসল তখন তৎসম্পর্কে তোমরা এরূপ বলছ এটা কি জাদু? জাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না।

৭৮. তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাতে পেয়েছি তুমি কি তা হতে আমাদেরকে বিচ্যুত করার জন্য আমাদের নিকট এসেছ এবং যাতে দেশে তোমাদের দু'জনের প্রতিপত্তি হয়, এজন্য? আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নেই।

৭৯. ফির'আউন বলল, 'তোমরা আমার নিকট সকল সুদক্ষ জাদুকরকে নিয়ে এসো।'

(فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا إِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ) তারপর যখন তাদের নিকট আমার পক্ষ হতে সত্য অর্থাৎ তাঁর রাসূল ও নিদর্শনাদি এল তখন তারা বলল, এটা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট জাদু। ساحر 'সাহির' শব্দটিকে الف সহ পাঠ করলে তার অর্থ হবে, তাদের ভাষ্য মতে মূসা (আ) ছিলেন স্পষ্ট জাদুকর।

(قَالَ مُوْسٰى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ اَسِحْرٌ هٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ) মূসা (আ) বললেন, 'সত্য যখন তোমাদের নিকট এল তখন সে সম্পর্কে তোমরা এরূপ বলছ, এটা কি, জাদু? জাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না এবং আল্লাহ্র আযাব হতে পরিত্রাণ পায় না।'

(قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِى الْاَرْضِ) তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে দেব-দেবীর উপাসনা করতে দেখেছি তুমি কি তা হতে আমাদেরকে বিচ্যুত করার জন্য আমাদের নিকট এসেছ? এবং যাতে মিসর দেশে তোমাদের দু'জনের প্রতিপত্তি হয়, (وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ) এজন্যই আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাস নই।'

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ) ফির'আউন বলল, তোমরা আমার নিকট সুদক্ষ জাদুকরদেরকে নিয়ে এস।

(٨٠) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ○

(٨١) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ○

(٨٢) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ○

(٨٣) فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ○

(٨٤) وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ○

৮০. অতঃপর যখন জাদুকরেরা আসল তখন তাদেরকে মূসা বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার, নিক্ষেপ কর।'

৮১. অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মূসা বলল, 'তোমরা যা এনেছ তা জাদু, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে অসার করে দিবেন। আল্লাহ্ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না।

৮২. অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৮৩. ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই আশংকায় মূসার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেউ তার প্রতি ঈমান আনে নি। বস্তুত ফির'আউন ছিল দেশে পরাক্রমশালী এবং সে অবশ্যই সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৪. মূসা বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনে থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর।

(فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ) তারপর যখন জাদুকরেরা এল, তখন তাদেরকে মূসা (আ.) বললেন, 'তোমাদের যা, যা রশি ও লাঠি (أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ) নিক্ষেপ করার নিক্ষেপ কর।

(فَلَمَّا أَلْقَوْا) যখন তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল (قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ) তখন মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমরা যা এনেছ ও নিক্ষেপ করেছ তা জাদু, (إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ) আল্লাহ্ এটাকে অসার করে দিবেন। (إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সফল করেন না।

(وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

(فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ) ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে এ আশংকায় তার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেউ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। তাদের পিতৃপুরুষ ছিলেন কিবতী কিন্তু মায়েরা ছিলেন বনূ ইসরাঈল তারাই মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। (وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ) দেশে তো ফির'আউন পরাক্রমশালী ছিল এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

মূসা (আ.) (وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ) বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর।

(٨٥) فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٨٦) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(٨٧) وَأَوْحَيْنَا إِلٰى مُوسٰى وَأَخِيْهِ أَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٨٨) وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَآ إِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهٗ زِيْنَةً وَّأَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ ۝

৮৫. অতঃপর তারা বলল, আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না,

৮৬. এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় হতে রক্ষা কর।

৮৭. আমি মূসা ও তার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করলাম, মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর এবং তোমাদের গৃহগুলোকে ইবাদতগৃহ কর, সালাত কায়েম কর এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

৮৮. মূসা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি তো ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছ যদ্দ্বারা হে আমাদের প্রতিপালক! তারা মানুষকে তোমার পথ হতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, তাদের হৃদয় কঠিন করে দাও, তারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।'

(فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ) তারপর তারা বলল, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করো না।

(وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ) এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফির অর্থাৎ ফির'আউন সম্প্রদায় হতে রক্ষা কর।

(وَ أَوْحَيْنَا إِلٰى مُوسٰى وَأَخِيْهِ أَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً) আমি মূসা (আ.) ও তাঁর ভাই হারূন (আ.)-কে ওহী করলাম, 'মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর এবং তোমাদের গৃহগুলোকে ইবাদত গৃহ কর, (وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ) পাঁচ ওয়াক্তের সালাত কায়েম কর এবং (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদেরকে সাহায্য সহায়তা, বিজয়, পরিত্রাণ ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর।

(৮৮) মূসা বললেন, (وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ প্রদান করেছ যা দিয়ে, (رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ) হে আমাদের প্রতিপালক! তারা মানুষকে তোমায় পথ হতে ভ্রষ্ট করে। (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ)। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, তাদের হৃদয় মোহর করে দাও, তারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি অর্থাৎ নিমজ্জিত হওয়া প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

(৮৯) قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(৯০) وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۗ حَتّٰىٓ اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

(৯১) آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

৮৯. তিনি বললেন, 'তোমাদের দু'জনের দু'আ কবূল হল, সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করো না।'

৯০. আমি বনী ইস্রাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালংঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হল তখন বলল, 'আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইস্রাঈল যাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

৯১. 'এখন। ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

(قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا) তিনি বললেন, তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা গৃহীত হল, সুতরাং ঈমান, আল্লাহর আনুগত্য ও প্রচারকার্যে তোমরা দৃঢ় থাক (وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ) এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদের অর্থাৎ ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের পথ অনুসরণ করো না।'

(وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا حَتّٰىٓ اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ)। আমি বনূ ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করলাম এবং ফির'আউন ও তার সেনাবাহিনী বিদ্বেষ পরবশ হয়েও ন্যায়ের সীমালংঘন করে তাদের পিছু ধাওয়া করল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হতে লাগল (قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ) তখন সে বলল, 'আমি বিশ্বাস করলাম বনূ ইসরাঈল যাতে বিশ্বাস করে– তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

জিব্রাঈল তখন বললেন, (آٰلْـٰٔنَ) এখন ঈমান নিচ্ছ (وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ) ইতোপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি শিরক ও হত্যার মাধ্যমে মিসর দেশে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

(٩٢) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝
(٩٣) وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝
(٩٤) فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

৯২. 'আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল।

৯৩. আমি তো বনী ইস্রাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করালাম এবং আমি তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম, অতঃপর তাদের নিকট জ্ঞান আসলে তারা বিভেদ সৃষ্টি করল। তারা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিনে তার ফয়সালা করে দিবেন।

৯৪. আমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তুমি সন্দেহে থাক, তবে তোমার পূর্বের কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর; তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার নিকট সত্য অবশ্যই এসেছে। তুমি কখনও সন্দিগ্ধচিত্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً) আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো, তারা তোমার কথা মানবে না এবং জানবে যে তুমি তাদের ইলাহ্ নও। (وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ) অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল, তারা কাফির।

(وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ) আমি বনূ ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাস ভূমিতে জর্দান ও ফিলিস্তিনে বসবাস করালাম এবং আমি তাদেরকে মান্না, সালওয়া ও যুদ্ধলব্ধ মালামালের ন্যায় (وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ) উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম। (فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ) তারপর তাদের নিকট মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আসলে তারা বিভেদ সৃষ্টি করল। তারা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল আপনার প্রতিপালক তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিনে এটার ফয়সালা করে দিবেন।

'হে মুহাম্মদ! (فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ) আমি আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ কুরআন তাতে যদি আপনি সন্দেহ পোষণ করেন আপনার পূর্বের কিতাব তাওরাত যারা পাঠ করে যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম ও তাঁর সাথীরা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, (لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ) আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার নিকট সত্যই এসেছে। আপনি কখনও সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সন্দেহ পোষণ করেন নি এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাও করেন নি। এটা ছিল তাঁর উম্মাতের জন্য নসীহত।

(৯৫) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(৯৬) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

(৯৭) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

(৯৮) فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

(৯৯) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

৯৫. এবং যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে তুমি কখনও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না– তা হলে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯৬. নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারা ঈমান আনবে না।

৯৭. যদিও তাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসে, যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

৯৮. তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি তাদের হতে পার্থিব জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করলাম এবং তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।

৯৯. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনত; তবে কি তুমি মু'মিন হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?

(وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) এবং যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে আপনি কখনও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না– তাহলে আপনি ও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ) যাদের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিপালকের আযাবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না।

(وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) এমনকি, তাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসলেও তারা ঈমান আনয়ন করবে না– যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। যেমন বদর, উহুদ ও আহ্‌যাব যুদ্ধে তারা শাস্তি দেখেছিল।

(فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ) তবে ইউনুস-এর সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? (لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ) তারা যখন বিশ্বাস করল তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি হতে মুক্ত করলাম এবং কিছু কালের জন্য অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিলাম।

হে মুহাম্মদ! (وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا) আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা কাফির আছে তারা সকলেই ঈমান আনত (اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ) তবে কি আপনি মু'মিন হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন?

(١٠٠) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ○
(١٠١) قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○
(١٠٢) فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○
(١٠٣) ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০০. আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত ঈমান আনা কারও সাধ্য নয় এবং যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাদেরকে কলুষলিপ্ত করেন।

১০১. বলুন, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য কর।' নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।

১০২. এরা কি এদের পূর্বে যা ঘটেছে তার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে? বলুন, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'

১০৩. পরিশেষে আমি আমার রাসূলদেরকে এবং মু'মিনদেরকে উদ্ধার করি। এভাবে আমার দায়িত্ব মু'মিনদেরকে উদ্ধার করা।

(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত ঈমান আনা কারো সাধ্য নেই (وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ) এবং যারা আল্লাহ্‌র তাওহীদ অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাদেরকে কলুষলিপ্ত করেন। এ আয়াতটি আবূ তালিব-এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ঈমানের প্রত্যাশা করেছিলেন। তবে আল্লাহ্ চান নি যে ঈমান আনয়ন করুন।

(قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ) মুহাম্মদ! বলুন, আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, গাছপালা, জন্তু জানোয়ার, পাহাড় পর্বত, সাগর, নদীনালা ইত্যাদি তার প্রতি লক্ষ্য কর। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।

(فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ) এরা কি এদের পূর্বে যা ঘটেছে তার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে? হে মুহাম্মদ! (قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ) বলুন, তোমরা আমার ধ্বংস ও আযাবের প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে তোমাদের ধ্বংস ও আযাবের প্রতীক্ষা করছি।

পরিশেষে সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করার পর (ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) আমি আমার রাসূলগণকে এবং মু'মিনগণকে উদ্ধার করি। (حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ) আমার দায়িত্ব মু'মিনগণ উদ্ধার করা।

(١٠٤) قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

(١٠٥) وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(١٠٦) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(١٠٧) وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۗ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

১০৪. বল, 'হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জেনে রেখ, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর আমি তাদের ইবাদত করি না। পরন্তু আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌র যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং আমি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

১০৫. আর তাও এই যে, 'তুমি একনিষ্ঠভাবে দীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১০৬. এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাকেও ডাকবে না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না, কারণ এটা করলে তখন তুমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১০৭. এবং আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত এটা মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ্ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ 'হে মুহাম্মদ! اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ) বলুন, হে মক্কার মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না। বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌র যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং মৃত্যুর পর তোমাদের জীবিত করবেন (وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) এবং আমি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি।

এবং তিনি বলেন, (وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ) আপনি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হোন এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও দুনিয়া আখিরাতে ডাকবেন না, যা আপনার উপকারও করেন না, অপরকারও করে না। কারণ এটা করলে (فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ) আপনি যালিমদেরকে অন্তর্ভুক্ত হবেন, যারা নিজেদের ক্ষতি করে থাকে।

(وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ) এবং আল্লাহ্ আপনাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত এটা মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ্ যদি আপনার মঙ্গল

চান তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করবার কেউ নেই। (يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ) তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তিনি মঙ্গল দান করেন। যারা তাওবা করে তাদের প্রতি তিনি ক্ষমাশীল, যারা তাওবা করে মৃত্যুবরণ করে তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

(١٠٨) قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۞

(١٠٩) وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۞

১০৮. বল, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে। সুতরাং যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।'

১০৯. তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ কর এবং তুমি ধৈর্যধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন এবং আল্লাহ্ই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।

'হে মুহাম্মদ! (قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ) বলুন, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট সত্য কিতাব ও রাসূল এসেছে; (فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ) সুতরাং যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্য এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই। এই আয়াতটি জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

'হে মুহাম্মদ! (وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ) আপনার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে আপনি তার অনুসরণ করুন এবং প্রচার কাজে (وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ) আপনি ধৈর্যধারণ করুন যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র বিধান আসে, আর তিনিই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।

سُورَةُ هُودٍ

সূরা হূদ

মাক্কী; মোট আয়াত সংখ্যা ১২৩, রুকূ ১০,
শব্দ ১৬২৫, অক্ষর ৬৯০৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍۙ

(٢) اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌۙ

(٣) وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ

(٤) اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

১. আলিফ লাম-রা, এ কিতাব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে; এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত যে,

২. তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করবে না, অবশ্যই আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

৩. আরও যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দিবেন এবং তিনি প্রত্যেক গুণীজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নও, তবে আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তির।

৪. আল্লাহ্‌রই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(الٓرٰ) আলিফ, লাম-রা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে, আমি আল্লাহ্ প্রত্যক্ষ করছি। কিংবা এটা একটি শপথ বাক্য যা দিয়ে শপথ করা হয়েছে। যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ, (كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ) এ কিতাব কুরআন তার নিকট হতে; (اٰيٰتُهٗ) এটার আয়াতসমূহ হালাল ও হারাম, আদেশ ও নিষেধ বর্ণনায় (ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ) সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত করা হয়েছে ও তা রহিত হয়নি পরে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে,

(اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اللّٰهَ اِنَّنِىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অবশ্যই অন্যের ইবাদত করবে না, অবশ্যই আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য জাহান্নামের সতর্ককারী ও জান্নাতের সুসংবাদ বাহক।

আরও বলা হয়েছে যে, (وَّ اَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর (ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ) ও তাঁর দিকে নিষ্ঠা ও তাওবাসহ প্রত্যাবর্তন কর, (يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى) এক নির্দিষ্টকালের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে উত্তম জীবন উপভোগ করতে দিবেন (وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ) এবং তিনি ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান, প্রত্যেককে আখিরাতে অধিক সাওয়াব দান করবেন: (وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ) যদি তোমরা ঈমান ও তাওবা হতে মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।

(اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ) আল্লাহ্‌রই নিকট মৃত্যুর পর তোমাদের প্রত্যাবর্তন (وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ) এবং তিনি সর্ববিষয়ে সাওয়াব ও শাস্তি প্রদানে সর্বশক্তিমান।

(٥) اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(٦) وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

৫. সাবধান! নিশ্চয়ই তারা তাঁর নিকট গোপন রাখার জন্য তাদের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। সাবধান! তারা যখন নিজেদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন। অন্তরে যা আছে, নিশ্চয়ই তিনি তা সবিশেষ অবহিত।

৬. ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই, তিনি তাদের স্থায়ী এবং অস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।

(اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ) সাবধান! তারা অর্থাৎ আখনাস ইব্‌ন শুরাইক ও তার সাথীরা তাঁর নিকট তাদের শত্রুতা গোপন রাখবার জন্য তাদের বুক দ্বি-ভাঁজ করে। শত্রুতা গোপন করে ও মহব্বত প্রকাশ করে ও রাসূল ﷺ -এর সাথে উঠাবসার মাধ্যমে মহব্বত প্রকাশ করে। (اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ) সাবধান! তারা যখন নিজেদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন, (اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ) অন্তরে যা আছে তিনি তা সবিশেষ অবহিত।

(وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا) পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী সকলের জীবনের দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ই তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেন, (وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا) তিনি জানেন তাদের অস্থায়ী অবস্থান যেখানে তারা রাতে বিশ্রাম নেয়। (وَمُسْتَوْدَعَهَا) এবং তাদের স্থায়ী অবস্থান। সেখানে মৃত্যুর পর দাফনকৃত হবে (كُلٌّ) সবকিছুই আছে প্রত্যেক প্রাণীর জীবনকাল, জীবিকা এবং বংশধর সবকিছুই (فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ) সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। সুস্পষ্টভাবে লাওহে মাহফূযে, এগুলো সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যেকের জন্যে নির্ধারিত।

(৭) وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(৮) وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(৯) وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ○

৭. তিনিই আকাশরাজি ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে কে কাজে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্যে। মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে। "আপনি এটা বললেই কাফিররা নিশ্চয় বলবে এতো সুস্পষ্ট জাদু।"

৮. নির্দিষ্ট কালের জন্য আমি যদি ওদের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে ওরা নিশ্চয় বলবে, কিসে ওটা নিবারণ করছে? সাবধান! যে দিন ওদের নিকট এটি আসবে সেদিন ওদের নিকট হতে সেটি নিবৃত্ত করা হবে না। এবং যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তা ওদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

৯. যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে তার নিকট হতে সেটি প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হবে।

(وَهُوَ) তিনিই তোমাদের ইলাহ তো (الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ) তিনি যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। পৃথিবী সৃজনের পূর্বেকার দিনে ছয় দিন। তখনকার একদিনের পরিমাণ বর্তমান হাজার বছরের সমান। ছয়দিনের প্রথম দিন ছিল রবিবার, আর শেষদিন ছিল শুক্রবার। (وَكَانَ عَرْشُهٗ) তাঁর আরশ ছিল আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃজনের পূর্বে (عَلَى الْمَآءِ) পানির উপর আর আল্লাহ্ তা'আলা আরশ ও পানি সৃষ্টি করার পূর্বেও ছিলেন (لِيَبْلُوَكُمْ) তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে তোমাদেরকে যাচাই করার জন্যে। (اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا) তোমাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ কর্মে নিষ্ঠাবান ও নির্ভেজাল। (وَلَئِنْ قُلْتَ) আপনি যদি বলেন, মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে (اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ) তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে, পুনরুজ্জীবিত হবে (لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কাফিররা বলবে, মক্কার কাফিররা বলবে (اِنْ هٰذَا) এটি তো মুহাম্মদ ﷺ যা বলছেন তাতো (اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ) সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছু নয়, এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা, তা কখনো ঘটবে না।

(وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ) আমি যদি তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি নির্ধারিত কালের জন্যে নির্দিষ্ট ও পরিজ্ঞাত একটি সময়ের জন্যে অর্থাৎ বদর দিবসের জন্যে (لَيَقُوْلُنَّ) তবে তারা নিশ্চয় বলবে, মক্কাবাসীরা বলবে (مَا يَحْبِسُهٗ) কিসে এটি নিবারণ করছে? প্রতিরোধ করছে আমাদের থেকে, উপহাসচ্ছলে তারা এরূপ বলবে (اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ) সাবধান! যেদিন এটি তাদের নিকট আসবে আযাব নাযিল হবে (لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ) সেদিন তাদের থেকে এটিকে নিবৃত্ত করা হবে না। তাদের থেকে আযাবকে প্রতিহত করা হবে না (وَحَاقَ بِهِمْ) এবং তাদেরকে পরিবেষ্টিত করবে– বেষ্টন করে নিবে তাদের জন্যে অনিবার্য হবে এবং তাদের উপর নাযিল হবে (مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ) যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরআন নিয়ে তারা যে উপহাস বিদ্রূপ করত তার শাস্তি।

(وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ) আমি যদি মানুষকে আস্বাদন করাই অর্থাৎ কাফির ব্যক্তিকে আস্বাদন করাই (مِنَّا رَحْمَةً) আমার পক্ষ থেকে দয়া অনুগ্রহ (ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ) তারপর তার নিকট থেকে তা প্রত্যাহার করি, তার থেকে তা ছিনিয়ে নেই (اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ) তখন সে অবশ্যই হতাশ হবে, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দারুণভাবে নিরাশ হবে এবং হতোদ্যম হবে (كَفُوْرٌ) এবং অকৃতজ্ঞ হবে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকারকারী হবে, শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না।

(١٠) وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۙ
(١١) اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ
(١٢) فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ؕ

১০. আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করবার পর আমি তাকে সুখ সম্পদ আস্বাদন করাই তখন সে বলে থাকে, 'আমার বিপদ-কেটে গেছে', আর সে হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী।
১১. কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।
১২. তবে কি আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু বর্জন করবেন, এবং এটিতে আপনার মন সংকুচিত হবে এজন্যে যে, তারা বলে, তাঁর নিকট ধনভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন অথবা তার সাথে ফিরিশতা আসে না কেন? আপনি তো কেবল সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সব বিষয়ের কর্মবিধায়ক।

(وَلَئِنْ) আর আমি যদি তাকে কাফিরকে (اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ) দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করার পর বিপদাপদ ও ক্লেশ ভোগের পর সুখ সম্পদ আস্বাদন করাই (لَيَقُوْلَنَّ) তখন সে অবশ্যই বলে, কাফির ব্যক্তি অবশ্যই বলে (ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ) আমার বিপদাপদ কেটে গেছে, দুঃখ-দুর্দশা তিরোহিত হয়েছে (اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ) আর সে হবে উদ্ধত দাম্ভিক ও অহংকারী। আল্লাহ্‌র নিয়ামত পেয়ে অহংকার প্রদর্শনকারী; শুকরিয়া প্রকাশকারী নয়।

(اِلَّا) কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (الَّذِيْنَ صَبَرُوْا) যারা ধৈর্যধারণ করে ঈমানের উপর অবিচল থাকে (الصّٰلِحٰتِ) এবং সৎকর্ম করে তাঁদের মাঝে ও তাঁদের প্রতিপালকের মাঝে আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখে তাঁরা ওরূপ করে না। তাঁরা বরং বিপদে ধৈর্যধারণ করে এবং নিয়ামত পেলে শুকরিয়া প্রকাশ করে। (اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ) তাঁদের জন্যে আছে ক্ষমা দুনিয়াতে কৃত পাপাচারের (وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ) এবং মহাপুরস্কার জান্নাতের সম্মানজনক প্রতিদান।

(فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ) তবে কি আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে হে মুহাম্মদ ﷺ তার কিছু অর্থাৎ কুরআনের নির্দেশিত রিসালাত প্রেরণ, মুশরিকদের দেব-দেবীর সমালোচনা ও সেগুলোর দোষত্রুটি বর্ণনা করা ইত্যাদি বর্জন করবেন? (مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ) এবং আপনার প্রতি যে নির্দেশ এসেছে তা পালনে আপনার বুক সংকুচিত হবে মন সংকীর্ণ হবে? (اَنْ يَّقُوْلُوْا) এজন্যে যে তারা বলে। মক্কার কাফিরেরা বলে (لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ) কেন নাযিল হয়নি তার উপর মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর (كَنْزٌ) ধনভাণ্ডার আকাশ

থেকে সম্পদ যা নিয়ে সে জীবন যাপন করতে পারত (اَوْ جَاۤءَ مَعَهٗ مَلَكٌ) অথবা কেন আসেনি তাঁর সাথে ফিরিশতা যে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিত (اِنَّمَا اَنْتَ) আপনি তো হে মুহাম্মদ ﷺ! (نَذِيْرٌ) সতর্ককারী ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূল (وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ) আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের তাদের বক্তব্যের এবং তাদের শাস্তির কর্মনির্ধারক যিম্মাদার। অপর ব্যাখ্যায় সাক্ষী।

(١٣) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(١٤) فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

(١٥) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۝

(١٦) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৩. তারা কি বলে, 'সে এটি নিজে রচনা করেছে' বল 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা এটির অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পার ডেকে নাও'।

১৪. যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়,তবে জেনে রেখ, এটি আল্লাহ্রই ইল্ম মুতাবিক অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তাহলে তোমরা কী আত্মসমর্পণকারী হবে কি?

১৫. যদি কেউ পার্থিব জীবন ও সেটির শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে আমি ওদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেখানে ওদেরকে কম দেয়া হবে না।

১৬. ওদের জন্যে পরকালে আগুন ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং ওরা যা করে থাকে তা নিরর্থক।

(اَمْ يَقُوْلُوْنَ) তারা কি বলে, মক্কার কাফিররা বরং বলেই যে, (افْتَرٰهُ) সে এটি নিজে রচনা করেছে, মুহাম্মদ ﷺ নিজে এটি রচনা করে আমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন। (قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ তাদেরকে (فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ) তোমরা এরূপ দশটি স্বরচিত সূরা নিয়ে আস কুরআনের সূরার ন্যায়, যেমন সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়িদা, সূরা আন'আম, সূরা আ'রাফ, সূরা আনফাল, সূরা তাওবা, সূরা ইউনুস ও সূরা হূদ নিজেরা রচনা করে আন। (وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যাকে পার ডেকে নাও তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের সাহায্য গ্রহণ কর (اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) যদি তোমরা সত্যবাদী হও এ কথায় যে মুহাম্মদ ﷺ এটি রচনা করেছেন। তারপর তারা নির্বাক হয়ে গেল।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন (فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ) যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, এই যালিমরা যদি আপনার চ্যালেঞ্জের উত্তর না দেয় (فَاعْلَمُوْٓا) তবে তোমরা জেনে রাখ, হে কাফির সম্প্রদায়! (اَنَّمَآ اُنْزِلَ) এটি অবতীর্ণ, জিব্রাঈল (আ) এই কুরআন নিয়ে অবতরণ করেছেন (بِعِلْمِ اللّٰهِ) আল্লাহ্র জ্ঞানসহ এবং আল্লাহ্র নির্দেশে (وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ) এবং তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে না? মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরআনের সত্যতা স্বীকার করবে না?

(مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا) যে ব্যক্তি কামনা করে পার্থিব জীবন আল্লাহ্ তার জন্যে যে জ্ঞান নির্ধারিত করে রেখেছেন, তা দ্বারা ও তার শোভা দুনিয়ার সৌন্দর্য (نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا) তবে তাতে আমি তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করি, দুনিয়াতে তাদের কর্মের পরিপূর্ণ বিনিময় দিয়ে দিই। সেখানে দুনিয়াতে (وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ) তাদের কম দেওয়া হবে না, তাদের কর্মের বিনিময় প্রদানে প্রাপ্য থেকে হ্রাস করা হবে না।

(الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ) তাদের জন্যে যারা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে কাজ করছে তাদের জন্যে (اُولٰئِكَ) (فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ) আখিরাতে আগুন ব্যতীত অন্য কিছু নেই। এবং তারা যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে, দুনিয়াতে ভাল কাজের প্রতিফল দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হবে। (وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ) (مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) এবং তারা যা করত তা হবে নিরর্থক। দুনিয়াতে কৃত ভাল কাজের কোন বিনিময় তারা আখিরাতে পাবে না। কারণ তারা আল্লাহ্‌র জন্যে আমল করেনি। আমল করেছে গায়রুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের জন্যে।

(١٧) اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১৭. তারা কি ওদের সমতুল্য যারা প্রতিষ্ঠিত ওদের প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর, যারা অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত স্বাক্ষী এবং যার পূর্ব-স্বাক্ষী মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ? ওরাই এটিতে বিশ্বাসী। অন্যান্য দলের যারা এটিকে অস্বীকার করে, আগুনই ওদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এতে সন্দিহান হয়ো না। এটা তো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।

(اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ) আচ্ছা? যে ব্যক্তি তার প্রভুর সুস্পষ্ট পথে রয়েছে, তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিল কৃত বিষয় অর্থাৎ কুরআনের উপর রয়েছে (وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ) এবং তাঁর পক্ষ থেকে জনৈক সাক্ষী তা পাঠ করেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট কুরআন পাঠ করেন (وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰى) এবং এর পূর্বে ছিল কুরআনের পূর্বে ছিল মূসার কিতাব তাওরাত; জিব্‌রাঈল (আ) মূসা (আ) এর নিকট পাঠ করেছেন (اِمَامًا) পথপ্রদর্শক অনুসরণযোগ্য (وَّرَحْمَةً) এবং রহমত স্বরূপ, যারা তার প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্যে। (اُولٰئِكَ) তারা যারা মূসা (আ)-এর কিতাবে বিশ্বাস করে (يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ) এটিতেও বিশ্বাস করে, এঁরা হলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম ও তাঁর সাথিগণ। (وَمَنْ يَّكْفُرْ مِنَ الْاَحْزَابِ) ওই সব দলের মধ্যে কাফিরদের মধ্যে যে তা অস্বীকার করবে মুহাম্মদ ﷺ -কে এর কুরআনকে অস্বীকার করবে (فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ) জাহান্নামই তার ঠিকানা প্রত্যাবর্তন স্থল (فَلَا تَكُ) সুতরাং আপনি হে মুহাম্মদ ﷺ (فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ) এ বিষয়ে কোন সন্দেহে থাকবেন না, তা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ধ্রুব সত্য যে, যে ব্যক্তি কুরআন অস্বীকার করবে তার স্থান হবে জাহান্নাম। অপর ব্যাখ্যায় হে

মুহাম্মদ ﷺ এ বিষয়ে অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে আপনি সন্দিহান হবেন না। নিশ্চিতভাবে এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অকাট্য সত্য, হযরত জিব্‌রাঈল (আ) এটি নিয়ে অবতরণ করেছেন (وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মক্কার অধিবাসিরা (لَا يُؤْمِنُوْنَ) বিশ্বাস করে না।

(১৮) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۗ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ

(১৯) الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

(২০) اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۗ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ○

১৮. যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাদের অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? ওদেরকে উপস্থিত করা হবে ওদের প্রতিপালকের সামনে এবং সাক্ষীগণ বলবে 'এরাই এদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। সাবধান! আল্লাহ্‌র লা'নত যালিমদের উপর।

১৯. যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় এবং সেটিতে বক্রতা অনুসন্ধান করে এবং এরাই আখিরাত প্রত্যাখ্যান করে।

২০. ওরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত ওদের অপর কোন অভিভাবক নেই। ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে, ওদের শুনবার সামর্থ্যও ছিল না এবং ওরা দেখতও না।

(وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا) যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, অসত্য ভাষণ তৈরী করে তার চেয়ে যালিম আর কে? (اُولٰئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ) তাদেরকে উপস্থিত করা হবে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে। তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের প্রতিপালকের নিকট (وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ) এবং সাক্ষীগণ বলবে ফিরিশ্‌তাগণ এবং নবী ﷺ বলবেন (هٰؤُلَاءِ) এরাই এই কাফিররাই (الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করেছিল। (اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ) সাবধান! আল্লাহর লা'নত আল্লাহ্‌র শাস্তি (عَلَى الظّٰلِمِيْنَ) যালিমদের উপর।

(الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) মুশরিকদের যারা বাধা দেয় ফিরিয়ে রাখে আল্লাহ্‌র পথ থেকে আল্লাহ্‌র দ্বীন ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে (وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا) এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে। বাঁকা পথ অন্বেষণ করে। অপর ব্যাখ্যায় অন্যপথ অনুসন্ধান করে (وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ) তারা আখিরাতকে, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানকে (هُمْ كٰفِرُوْنَ) অস্বীকার করে, প্রত্যাখ্যান করে।

(اُولٰئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ) তারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে না (وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ) এবং আল্লাহ্‌র বিপরীত আল্লাহ্ শাস্তির বিপরীতে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই, যারা তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করবে (يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ) তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে অর্থাৎ নেতাদের শাস্তি (مَا كَانُوْا

(يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ) তারা শুনতে পারত না। মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি শত্রুতাবশত তারা তাঁর কথা শুনতে পারত না, অপর ব্যাখ্যা হলো মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা শুনতে না পারার কারণে তাদের এই শাস্তি (وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ) এবং তারা দেখতেও পারত না, মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি, বিদ্বেষবশে তারা তাঁর প্রতি তাকাতেও পারত না।

(٢١) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝
(٢٢) لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝
(٢٣) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝
(٢٤) مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝
(٢٥) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

২১ ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করল এবং ওরা যে অলীক কল্পনা করত তা ওদের নিকট হতে উধাও হয়ে গেল।
২২. নিঃসন্দেহে ওরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।
২৩. যারা মু'মিন, সৎকর্মপরায়ণ এবং তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।
২৪. দল দু'টির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্নের ন্যায়, তুলনায় এ দু'টি কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না?
২৫. আমি তো নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল 'আমি অবশ্যই তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য সতর্ককারী।

(اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ) তারাই নেতারা ক্ষতি করেছে নিজেদের জান্নাতে তাদের জন্যে নির্ধারিত সেবিকা, গৃহরাজি, পরিবার, পরিজন ও নিজেদেরকে তারা ক্ষতিতে বিক্রি করেছে, এবং এগুলো অন্য ঈমানদারের উত্তরাধিকারিত্বে দিয়ে দিয়েছে। (وَضَلَّ عَنْهُمْ) এবং তারা যে, মিথ্যা রচনা করেছিল, মিথ্যার আশ্রয়ে আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের উপাসনা করত (مَّاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ) তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে, নিরর্থক সাব্যস্ত হয়েছে এবং তাদেরকে বাদ দিয়ে নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে।

নিশ্চয়ই অনিবার্যভাবে (لَاجَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ) তারা হবে আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জান্নাত এবং সেখানকার নিয়ামতরাজি থেকে বঞ্চিত হয়ে।

(اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনয়ন করে, মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ও (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) সৎকর্ম করে নিজেদের মাঝে এবং প্রতিপালকের মাঝে আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখে (وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ) এবং তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত হয়, নির্ভেজালভাবে নিজেদের প্রতিপালকের কর্ম সম্পাদন করে। তাঁর প্রতি নত হয় এবং তাঁর ভয়ে ভীতি হয় (اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ) তারাই জান্নাতের অধিবাসী। (هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) সেখানে তারা স্থায়ী হবে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

(مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ) দল দু'টির উপমা, কাফির ও ঈমানদার উভয় দলের দৃষ্টান্ত (كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ) অন্ধ ও বধিরের অর্থাৎ কাফির হলো অন্ধের ন্যায়, সে সত্য দেখে না এবং বধিরের ন্যায় সে সত্য ও হিদায়েতের কথা শোনে না (وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ) এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্নের উপমা, অর্থাৎ ঈমানদার হলো চক্ষুষ্মানের ন্যায় সে সত্য ও হিদায়াতের পথ দেখে এবং শ্রবণশক্তি সম্পন্নের ন্যায় সত্য ও হিদায়াতের কথা শোনে। (هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا) তুলনায় এ দু'দল কি সমান? অর্থাৎ আনুগত্য ও সাওয়াবের ক্ষেত্রে কাফির ব্যক্তি কি ঈমানদারের সমান হবে? (أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? কুরআনের উপমা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে না যাতে ঈমান আনতে পার?

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ) আমি তো নূহ্‌কে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম, তাদের নিকট এসে নূহ্ (আ) বলেছিলেন (إِنِّي لَكُمْ) আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত (نَذِيرٌ مُّبِينٌ) স্পষ্ট সতর্ককারী, ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূল এমন ভাষায় সতর্ক করি যা তোমরা জান।

(٢٦) أَنْ لَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللّٰهَ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ○
(٢٧) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِينَ ○

২৬. যেন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত না কর; আমি তো তোমাদের জন্যে এক মর্মন্তুদ দিনের শাস্তির আশংকা করি।

২৭. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা ছিল কাফির, তারা বলল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখছি, আমরা তো দেখছি অনুধাবন না করে তোমার অনুসরণ তারাই করছে যারা আমাদের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতেই অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

(أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ) তোমরা যেন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না কর, অন্য কারো আনুগত্য না কর (إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ) আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করি, আমি জানি যে, তোমরা যদি ঈমান আনয়ন না কর তোমাদের উপর আপতিত হবে (عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ) মর্মন্তুদ দিনের শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তি। তাহলে তাদের প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার দিন।

(فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ) তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতৃবর্গ বলল, নূহ্ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বলল, (مَا نَرٰكَ) আমরা তো তোমাকে দেখছি, হে নূহ্! (إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا) আমাদের মতই মানুষ, আদম সন্তান (وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ) আমরা আরও দেখছি যে, তোমার অনুসরণ করছে, তোমার প্রতি ঈমান এনেছে (إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا) আমাদের মধ্যে যারা ইতর, নিম্নশ্রেণীর ও দুর্বল (بَادِيَ الرَّأْيِ) এবং যারা স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন যারা হালকা বোধশক্তি সম্পন্ন। অপর ব্যাখ্যায় যাদের মন্দ চিন্তা তাদেরকে এ কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে। (وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ) এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না। কারণ তোমরা কথা বলছ যেমন আমরা কথা বলি এবং তোমরা পানাহার করছ যেমন আমরা পানাহার করি (بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِينَ) আমরা বরং তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি তোমাদের বক্তব্যে।

(٢٨) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰىنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ○

(٢٩) وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○

(٣٠) وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

২৮. সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, তার এটা তোমাদের নিকট গোপন রাখা হয়েছে, আমি কি এই বিষয়ে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি যখন তোমরা এটা অপছন্দ কর?

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! এটির পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ যাচ্ঞা করি না, আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌রই নিকট এবং মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়, তারা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

৩০. 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না'?

(قَالَ) সে বলল, নূহ্ (আ) বললেন (يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল দেখি, আমি যদি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত থাকি, আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ে অবস্থান করি (وَاٰتٰىنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ) এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করে থাকেন, নবুওয়াত ও ইসলাম দিয়ে ধন্য করেন (فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ) তারপর তোমরা সে বিষয়ে জ্ঞানান্ধ হও আমার নবুওয়াত ও দ্বীন তোমাদের নিকট অস্পষ্ট মনে হয়, (اَنُلْزِمُكُمُوْهَا) তখন এ বিষয়ে আমি কি তোমাদের বাধ্য করতে পারি, আমি কি এটা তোমাদের অন্তরে ঢেলে দিতে পারি এবং তোমাদেরকে এটির পরিচিতি ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করতে পারি (لَهَا كٰرِهُوْنَ) যখন তোমরা এটি অপছন্দ কর, অস্বীকার কর।

(وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ) হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিকট চাই না এর বিনিময় তাওহীদ প্রচারের বিনিময়ে (مَالًا اِنْ اَجْرِىَ) ধন সম্পদ, পারিশ্রমিক, আমার পারিশ্রমিক (اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) আল্লাহ্‌রই নিকট এবং মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া, তোমাদের দাবী অনুসারে আমার কাজ নয় (اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ) তারা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে দর্শন লাভ করবে। তখন তারা তাঁর দরবারে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবে (وَلٰكِنِّىْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ) কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে।

(وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ) হে আমার সম্প্রদায়! আমাকে কে সাহায্য করবে রক্ষা করবে (مِنَ اللّٰهِ) আল্লাহ্ থেকে, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে (اِنْ طَرَدْتُّهُمْ) যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিই, তোমাদের দাবী

মুতাবিক (اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ) তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? আমার কথা শুনে উপদেশ গ্রহণ করবে না যাতে ঈমান আনয়ন করতে পার।

(৩১) وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ○
(৩২) قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ○
(৩৩) قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ○

৩১. আমি তোমাদের বলি না, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার আছে, আর না অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত এবং আমি এটাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্‌তা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই মঙ্গল দান করবেন না, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ্ সম্যক অবগত, তাহলে আমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।

৩২. তারা বলল, 'হে নূহ্! তুমি আমাদের সাথে বিতণ্ডা করেছ, তুমি বিতণ্ডা করেছ আমাদের সাথে অতিমাত্রায়। সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর'।

৩৩. সে বলল, 'ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌ই ওটা তোমাদের নিকট আনয়ন করবেন। এবং তোমরা ওটা ব্যর্থ করতে পারবে না'।

(وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ) আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার আছে। আল্লাহ্‌র রিযকের ভাণ্ডারের চাবিগুলো আমার হাতে (وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ) আর না আমি অবগত অদৃশ্য সম্বন্ধে, সে আযাব কবে নাযিল হবে এবং আমার দৃষ্টির অন্তরালের বিষয়সমূহ (وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ) আমি এও বলি না যে আমি ফিরিশ্‌তা আকাশ থেকে নাযিল হয়েছি (وَلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ) এবং তোমাদের দৃষ্টিতে যাদেরকে হেয় জ্ঞান কর, যারা তোমাদের চোখে পড়ে না অর্থাৎ তোমাদের দৃষ্টিতে যারা তুচ্ছ (لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا) তাদের সম্বন্ধে বলি না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই কল্যাণ দান করবেন না, তাদের ঈমানে সত্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাদেরকে সম্মানিত করবেন না। (اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ) আল্লাহ্ অবগত আছেন তাদের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে, তাদের অন্তরের ঈমান ও বিশ্বাস সম্পর্কে (اِنِّىْٓ) তাহলে আমি অবশ্যই যদি তাদের কে তাড়িয়ে দিই (اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ) যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব, নিজেই নিজের ক্ষতি সাধনকারী হব।

(قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا) তারা বলল, হে নূহ্! তুমি আমাদের সাথে বিতণ্ডা করেছ, তর্ক বিতর্ক করেছ আমাদের পিতৃধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করেছ (فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا) তুমি বিতণ্ডা করেছ অতি মাত্রায়, আমাদের সাথে যুক্তি-তর্কে ও আমাদেরকে ধর্মের প্রতি আহ্বানে (فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ) তাহলে তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, সে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর, (اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ) যদি তুমি সত্যবাদী হও একথায় যে, আমাদের উপর আযাব আসবেই।

(قَالَ) সে বলল, নূহ্ (আ) বললেন (اِنَّمَا يَأْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ) ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ই তা তোমাদের নিকট উপস্থিত করবেন, আল্লাহ্ই তোমাদের উপর শাস্তি নাযিল করবেন এবং তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন (وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ) তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না, আল্লাহ্র আযাব থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।

(٣٤) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۟ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ؕ
(٣٥) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ۟ع
(٣٦) وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۟ۚ

৩৪. আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ্ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

৩৫. তারা কি বলে যে, সে এটা রচনা করেছে? বলুন 'আমি যদি এটা রচনা করে থাকি, তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব। তোমরা যে অপরাধ করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত'।

৩৬. নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল, 'যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না, সুতরাং তারা যা করে তার জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না।

আমার উপদেশ, আমার আহ্বান এবং আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্কীকরণ (وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ) তোমাদের কোন উপকারে আসবে না, যদি আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাই, তোমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করি এবং আল্লাহ্র একত্ববাদের দিকে ডাকি (اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ) আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান, হিদায়েত থেকে বিচ্যুত করতে চান, অবশ্য তিনি তাই চেয়েছেন (هُوَ رَبُّكُمْ) তিনি তোমাদের প্রতিপালক, তোমাদের জন্যে আমার চেয়ে ঘনিষ্ঠতর। (وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) এবং তাঁর নিকটই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে, মৃত্যুর পর। তারপর তিনি তোমাদের কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন।

(اَمْ يَقُوْلُوْنَ) তারা কি বলে যে, নূহের সম্প্রদায় বলে যে (افْتَرٰىهُ) সে এটি রচনা করেছে। নূহ্ (আ) আমাদের নিকট যা এনেছে তা তার স্বরচিত। (قُلْ) বল, হে নূহ্! তাদেরকে (اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ) আমি যদি রচনা করে থাকি নিজে থেকে তৈরী করে থাকি তবে আমি আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব আমার পাপের জন্যে দায়ী হবে (وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ) তোমরা যে অপরাধ করছ পাপ সংঘটন করছ আমি তার জন্যে দায়ী নই। অপর ব্যাখ্যায় এসেছে যে, এ আয়াতটি হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উদ্দেশ্য নাযিল হয়েছে।

(وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ) নূহের প্রতি ওহী এসেছিল, যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনও ঈমান আনবে না। (فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ) সুতরাং তারা যা করে তার জন্য তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না, তাদের ধ্বংস দেখে তুমি দুঃখিত হয়ো না।

(٣٧) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ○

(٣٨) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ○

(٣٩) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ○

(٤٠) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ○

৩৭. তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর এবং যারা সীমালংঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলবে না, তারা তো নিমজ্জিত হবে।

৩৮. সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা তার নিকট দিয়ে যেত, তাকে উপহাস করত। সে বলত, তোমরা যদি আমাকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদের উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ।

৩৯. 'এবং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।

৪০. অবশেষে যখন আমার আদেশ আসল এবং উনান উথলে উঠল, আমি বললাম, 'এটাতে তুলে নাও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগলের দুইটি যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার পরিজনকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে।' তার সাথে ঈমান এনেছিল অল্প কয়েকজন।

(وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا) তুমি নৌকা নির্মাণ কর, নৌকা নির্মাণ কাজ তদারক কর। আমার তত্ত্বাবধানে আমার পক্ষ থেকে দেয়া দৃষ্টি শক্তিতে (وَوَحْيِنَا) এবং আমার ওহীর প্রেক্ষিতে, নির্দেশের প্রেক্ষিতে (وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا) এবং আমাকে কিছু আবেদন করো না, পুনঃপুনঃ আবেদন করো না যালিমদের বিষয়ে কাফিরদের মুক্তির বিষয়ে (إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) তারা তো নিশ্চয় নিমজ্জিত হবে ঝড়-প্লাবনে।

(وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ) সে নৌকা তৈরী করতে লাগল, নৌকা নির্মাণ কাজ তদারক করতে লাগল (وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ) এবং যখন তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁর নিকট দিয়ে যেত তাকে উপহাস করত, তাঁর নৌকা নির্মাণ তদারকী নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত (قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا) সে বলত, তোমরা যদি আমাদের সাথে উপহাস কর আজ (فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ) তবে আমরাও তোমাদেরকে নিয়ে উপহাস করব আগামীকাল (كَمَا تَسْخَرُونَ) যেমন তোমরা উপহাস করছ আজ আমাদেরকে নিয়ে।

(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ) এবং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, যা তাকে অপমানিত ও ধ্বংস করে ছাড়বে (وَيَحِلُّ عَلَيْهِ) এবং কার উপর আপতিত হবে, অনিবার্য হবে (عَذَابٌ مُقِيمٌ) স্থায়ী শাস্তি, আখিরাতের চিরস্থায়ী শাস্তি।

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا) অবশেষে যখন আমার আদেশ এল, আমার শাস্তি দানের সময় উপস্থিত হলো (وَفَارَ التَّنُّورُ) এবং উনান উথলিয়ে উঠল, চুলা থেকে প্রবল বেগে পানি উৎসারিত হতে লাগল। অপর

ব্যাখ্যায় যখন প্রভাত হলো (قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا) আমি বললাম, এতে তুলে নাও, নৌকায় উঠাও (مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ) প্রত্যেক শ্রেণীর যুগল, প্রত্যেক প্রকারের নর ও মাদী (وَاَهْلَكَ الاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ) এবং যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে, শাস্তি অনিবার্য হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার পরিজনকে এবং ঈমানদারদেরকে যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকেও তোমার সাথে নৌকায় তুলে নাও (وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗ الاَّ قَلِيْلٌ) তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল অল্প কয়েকজন; ৮০ জন মাত্র।

(٤١) وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٤٢) وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ○

(٤٣) قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ○

৪১. সে বলল, 'এটাতে আরোহণ কর, আল্লাহ্‌র নামে এটার গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

৪২. পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গ মধ্যে এটি তাদেরকে নিয়ে বয়ে চলল; নূহ্ তার পুত্রকে, যে ওদের থেকে পৃথক ছিল, আহ্বান করে বলল 'হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গী হওয়া না।'

৪৩. সে বলল, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেব যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে; সে বলল, 'আজ আল্লাহ্‌র বিধান হতে রক্ষা করার কেউ নেই, যাকে আল্লাহ্ দয়া করবেন সে ব্যতীত। এরপর তরঙ্গ ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল।

(وَقَالَ) এবং সে বলল, তাদেরকে (ارْكَبُوْا فِيْهَا) তোমরা তাতে আরোহণ কর, নৌকায় উঠ (بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا)। আল্লাহ্‌র নামে এটার গতি যেখানেই থাক (وَمُرْسٰهَا) এবং স্থিতি যেখানেই থামুক। যদি مُجْرِيْهَا এবং مُرْسِيْهَا পাঠ করা হয় তবে এটির অর্থ হবে আল্লাহ্‌ই এটি পরিচালনা করেন, তিনি যে দিকে ইচ্ছা করেন এবং তিনি এটির গতিরোধ করেন যেখানে তিনি নামাতে চান (اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ) আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল পাপমোচনকারী (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু তাওবাকারীর প্রতি।

(وَهِيَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ) এটি তাদেরকে নিয়ে চলতে লাগল। পর্বত প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে, পাহাড় সমান উঁচু ঢেউয়ের মধ্যে (وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ) নূহ্ তাঁর পুত্রকে কিন'আনকে ডেকে বলল, সে কিন'আন ছিল (وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ) তাদের থেকে পৃথক, নৌকার এক পাশে। অপর ব্যাখ্যায় পর্বতের এক পাশে (يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا) হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহন কর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে আমাদের সঙ্গে মুক্তি লাভ কর (وَلاَ تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ) কাফিরদের সাথী হয়ো না, কাফিরদের দ্বীন ভুক্ত হয়ো না, তাহলে ঝড়ে-প্লাবনে ডুবে মরবে।

(قَالَ سَاٰوِىْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ) সে বলল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করব, আমি গমন করব এমন এক পর্বতে যা আমাকে রক্ষা করবে, নিরাপদ রাখবে প্লাবন থেকে, ডুবে যাওয়া থেকে (قَالَ) সে বলল,

নূহ্ (আ) বললেন, (لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ) আজ আল্লাহ্র বিধান থেকে আল্লাহ্র শাস্তি পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, নিরাপদ রাখার কেউ নেই (إِلَّا مَنْ رَّحِمَ) যাকে তিনি দয়া করেন সে ছাড়া, আল্লাহ্ যাকে দয়া করেন সেই ঈমানদারগণ ব্যতীত (وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ) তারপর ঢেউ তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিল। কিন'আন ও নূহকে পৃথক করে দিল্। অপর ব্যাখ্যায় কিন'আনও পর্বতকে পৃথক করে দিল, অপর ব্যাখ্যায় কিন'আনও নৌকাকে পৃথক করে দিল এবং কিন'আনকে উপুড় করে ফেলে দিল (فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ) এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো, প্লাবনে ডুবে যাওয়া লোকদের মধ্যে শামিল হলো।

(٤٤) وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٤٥) وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ○

(٤٦) قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۖ اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৪৪. এরপর বলা হল 'হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও, এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও'। এটার পর বন্যা প্রশমিত হলো এবং কার্য সমাপ্ত হলো, নৌকা জূদী পর্বতের উপর স্থির হলো এবং বলা হলো যালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হোক।

৪৫. নূহ তার প্রতিপালককে সম্বোধন করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।

৪৬. তিনি বললেন, হে নূহ্! সে তা তোমার পরিবার ভুক্ত নয়। সে অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয় তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করবে না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।

(وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ) এরপর বলা হলো, হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও, তোমার পানি চুষে নাও আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও তোমার পানি বর্ষণ বন্ধ কর। এরপর বন্যা প্রশমিত হলো পানি কমে গেল (وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ) এবং কর্ম সমাপ্ত হল। উক্ত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার কাজ শেষ হল অর্থাৎ যারা ধ্বংস হওয়ায় তারা ধ্বংস হলো এবং যারা মুক্তি পাওয়ার তারা মুক্তি পেল। সে স্থির হল, নৌকা এসে ভিড়ল জূদী পর্বতের উপর। এটি মাওসিল অঞ্চলের নাসীবীন এলাকায় একটি পর্বত (وَقِيْلَ بُعْدًا) এবং বলা হল অভিশাপ আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চনা (لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ) যালিম সম্প্রদায়ের জন্যে, শিরকবাদী সম্প্রদায়ের জন্যে।

(وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ) নূহ্ তাঁর প্রতিপালককে সম্বোধন করে বলল, ডেকে বলল (رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ) হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র কিন'আন (مِنْ اَهْلِيْ) আমার পরিবারভুক্ত। যাদেরকে আপনি নাজাত ও মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ) আর আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, সুনিশ্চিত (وَاَنْتَ

(اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ) আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ বিচারক, আপনি তো আমাকে এবং আমার পরিবারকে মুক্তি দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

(قَالَ) তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, (يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ) হে নূহ্! সে তোমার পরিবারভূক্ত নয়, যাদেরকে মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি আমি তোমাকে দিয়েছি সে তাদের মধ্যে শামিল নয়। (اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) সে অসৎ কর্মপরায়ণ, সে কাজ করেছে শিরকের কাজ, যা গ্রহণযোগ্য নয়। (اِنَّهٗ عَمَلٌ) (غَيْرُ صَالِحٍ) পাঠ করা হয় তবে অর্থ হবে হে নূহ্! তাকে মুক্তি দেয়ার যে নিবেদন তুমি আমার নিকট পেশ করেছ তা আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। (فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ) সুতরাং যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই, সে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য কিনা তার সম্পর্কে তুমি আমাকে অনুরোধ করো না, তার মুক্তির জন্য নিবেদন পেশ করো না (اِنِّىْٓ اَعِظُكَ) আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, নিষেধ করছি (اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ) তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করার মাধ্যমে।

(٤٧) قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○
(٤٨) قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
(٤٩) تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛؕ فَاصْبِرْ ۛؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

৪৭. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এইজন্য আপনার শরণ নিচ্ছি, আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, এবং দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'।

৪৮. বলা হল 'হে নূহ্! অবতরণ কর আমার পক্ষ হতে শান্তি ও কল্যাণসহ এবং তোমার প্রতিও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি, অপর সম্প্রদায়সমূহকে আমি জীবন উপভোগ করতে দিব পরে, আমার পক্ষ হতে মর্মন্তুদ শাস্তি ওদেরকে স্পর্শ করবে'।

৪৯. এই সমস্ত অদৃশ্য লোকের সংবাদ আমি আপনাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি, যা এর পূর্বে আপনি জানতেন না এবং আপনার সম্প্রদায়ও জানত না। সুতরাং ধৈর্যধারণ করুন, শুভ পরিণতি মুত্তাকীদেরই জন্যে।

(قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ) সে বলল, নূহ্ আরও বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার শরণ নিচ্ছি, আপনার সাহায্যে বিরত থাকছি (اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ) যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করা থেকে, যে মুক্তির যোগ্য নয় তাকে মুক্তি দেয়ার অনুরোধ জানানো থেকে (وَاِلَّا تَغْفِرْ لِىْ) আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, অর্থাৎ আপনি যদি আমারও ত্রুটি ক্ষমা না করেন

(وَتَرْحَمْنِىْ) এবং আমাকে অনুগ্রহ না করেন, দয়া না করে শাস্তি দেন (اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ) তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব, শাস্তি ভোগে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব।

(قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا) বলা হল, হে নূহ্! অবতরণ কর, নৌকা থেকে নেমে যাও আমার দেয়া শান্তিসহ, আমার পক্ষ থেকে দেয়া নিরাপত্তা সহকারে (وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ) এবং তোমার প্রতি এবং সে সম্প্রদায় তোমার সাথে আছে তাদের প্রতি কল্যাণসহ, অর্থাৎ তোমার সাথে কল্যাণযোগ্য যে সব লোকজন আছে তাদের প্রতি এবং তোমার প্রতি কল্যাণ ও সৌভাগ্যসহ (وَاُمَمٌ) আর অপর একদল এদের অধঃস্তন বংশধরের কিছু লোক (سَنُمَتِّعُهُمْ) আমি তাদেরকে জীবন উপভোগ করতে দিব, নিজেদের পিতৃপুরুষের ঔরস থেকে জন্মগ্রহণের পর জীবন যাপন করতে দিব (ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ) তারপর আমার পক্ষ থেকে মর্মন্তুদ শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে সম্পর্শ করবে। তাদের উপর আপতিত হবে তাদের কুফরী করার পর। এরা পাপাচারী সম্প্রদায়। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ) কে যখন নবুওয়াত দান করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৪৮০ বছর। তারপর ১২০ বছর তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেন। নৌকায় আরোহনের পর থেকে তিনি ৩৫০ বছর জীবিত ছিলেন। নৌকাতে ছিলেন পাঁচ মাস। নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল তাঁর হাতের ৩০০ হাত। প্রস্থ ৫০ হাত। এবং উচ্চতা ৩০ হাত। উপর থেকে নিচে পর পর ৩টি দরজা ছিল। নিম্নতম দরজা দিয়ে তিনি হিংস্র পশু পাখি ও কীট পতঙ্গ রাখলেন মধ্যম দরজা দিয়ে রাখলেন বন্যপ্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তু। আর উপরের দরজা দিয়ে রাখলেন মানুষদেরকে। মানুষের সংখ্যা ছিল ৮০ জন। ৪০ জন পুরুষ এবং ৪০ জন মহিলা। নারী ও পুরুষের মাঝে আড়াল ছিল হযরত আদম (আ)-এর দেহ মোবারক। হযরত নূহের সাথে ছিল তাঁর তিন পুত্র। তাঁরা সাম, হাম, ও ইয়াফিস।

(تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ) এসব এটি অদৃশ্য লোকের সংবাদ, আপনার না জানা সংবাদ আমি এগুলো দ্বারা আপনাকে অবহিত করছি, হে মুহাম্মদ ﷺ অতীত উম্মাতদের ইতিহাস নিয়ে আমি জিব্‌রাঈলকে আপনার নিকট প্রেরণ করছি এর পূর্বে কুরআন নাযিলের পূর্বে (مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ) আপনিও তা জানতেন না। অতীত উম্মাতদের ইতিহাস (وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ) আপনার সম্প্রদায়ও জানত না। সুতরাং ধৈর্যধারণ করুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! তাদের নির্যাতনে এবং আপনাকে তাদের প্রত্যাখানে (اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ) শুভপরিণাম শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সাহায্য পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করা মুত্তাকীদেরই জন্যে, যারা কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে।

(৫০) وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ۝

(৫১) يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৫০. আদ্ জাতির নিকট ওদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী।

৫১. 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি এটার পরিবর্তে তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক যাঞ্চা করি না। আমার পারিশ্রমিক তো তাঁরই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি তবুও অনুধাবন করবে না?

(وَاِلٰى عَادٍ) আ'দ জাতির নিকট, আ'দ জাতির নিকট আমি প্রেরণ করেছিলাম (اَخَاهُمْ) তাদেরই ভাই, তাদের নবী (هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ) হূদকে, সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, একক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাঁর একত্ববাদ স্বীকার কর (مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ) তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই, আমি যে ইলাহের ইবাদতের কথা বলছি তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই যে, তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে (اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ) তোমরা তো মূর্তি পূজায় মিথ্যারচনাকারী। আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী। কারণ, তিনি তোমাদেরকে মূর্তি পূজার নির্দেশ দেননি।

(يٰقَوْمِ) হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর বিনিময়ে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার বিনিময়ে (لَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا) তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না, বিনিময় চাই না (اِنْ اَجْرِيَ) আমার পারিশ্রমিক, আমার সাওয়াব (اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ) তাঁরই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সৃজন করেছেন (اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ) তোমরা কি তবুও অনুধাবন করবে না? তবুও সত্যকে সত্য বলে মেনে নেবে না? তোমাদের মধ্যে কি মানবসুলভ বিবেক নেই?

(৫২) وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ۝

(৫৩) قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْۤ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ۝

৫২. 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর দিকেই ফিরে আস। তিনি তোমাদের জন্যে বারি বর্ষাবেন, তিনি তোমাদেরকে আরও শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না'।

৫৩. ওরা বলল, হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করনি, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করার নই এবং আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নই'।

(وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, একক প্রতিপালকের একত্ববাদ ঘোষণা কর, (ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ) তারপর তাঁর নিকট তাওবা কর, তাওবা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর নিকট ফিরে যাও (يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا) তিনি তোমাদের জন্যে প্রচুর বারি বর্ষাবেন, সার্বক্ষণিক বৃষ্টি বর্ষাবেন যখনই তোমাদের প্রয়োজন হবে তখনই তিনি বারি বর্ষণ করবেন। (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً) এবং আরও শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন, সন্তান-সন্ততি প্রদান করে তোমাদের শক্তি ও সাহস আরো বাড়িয়ে দিবেন। (وَلَا تَتَوَلَّوْا) তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না, ঈমান ও তাওবা থেকে (مُجْرِمِيْنَ) অপরাধকারী হয়ে, আল্লাহ্‌র সাথে শিরককারী হয়ে।

(قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ) তারা বলল হে হূদ! তুমি তো আমাদের নিকট কোন প্রমাণ আনয়ন করনি, তোমার বক্তব্যের সমর্থনে (وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْۤ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ) তোমার কথায় তোমার আহ্বানে আমরা আমাদের ইলাহ্‌দের পরিত্যাগ করার নই, আমাদের ইলাহ্‌গুলোকে বর্জন করার নই (وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ) এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীও নই, তোমার রিসালত সত্য বলে গ্রহণকারী নই।

(٥٤) إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝
(٥٥) مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۝
(٥٦) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝
(٥٧) فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝

৫৪. 'আমরা তো এটাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে।' সে বলল, 'আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিশ্চয়ই আমি তা হতে মুক্ত যাকে তোমরা আল্লাহ্‌র শরীক কর'।

৫৫. 'আল্লাহ্ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর। তারপর আমাকে অবকাশ দিও না।

৫৬. 'আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর; এমন কোন জীবজন্তু নেই যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে'।

৫৭. 'তারপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যা সহ তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, আমি তো তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি, এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের হতে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।

(اِنْ نَّقُوْلُ) আমরা বলি, তোমাকে যা থেকে আমরা বারণ করছি তা সম্পর্কে আমরা বলি যে, (اِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ) আমাদের ইলাহ্‌দের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে, মতিভ্রমতা দ্বারা আক্রান্ত করেছে, কারণ তুমি সেগুলোকে গালি দিয়ে থাক। (قَالَ اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ) সে বলল, আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমি সেগুলোর সাথে সম্পর্কহীন সেগুলোকে তোমরা শরীকরূপে গ্রহণ কর, আল্লাহ্‌র সাথে দেব-দেবী ও অন্যান্য যেগুলোর তোমরা উপাসনা কর।

(مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا) আল্লাহ্ ব্যতীত, তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর আমার ধ্বংসের জন্য তোমরা এবং তোমাদের ইলাহ্‌গণ সকলে মিলে কাজ কর (ثُمَّ لاَ تُنْظِرُوْنِ) তারপর আমাকে অবকাশ দিও না, সময় দিও না এবং কাউকে আমার সাহায্য করার সুযোগ দিও না।

(اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ) আমি নির্ভর করি আল্লাহ্‌র উপর, আমার বিষয়াদি তাঁর প্রতিই সোপর্দ করি (رَبِّىْ) তিনি আমার প্রতিপালক, আমার সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা (وَرَبِّكُمْ) এবং তোমাদের প্রতিপালক, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা (مَامِنْ دَآبَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا) এমন কোন জীবজন্তু নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তে নেই, তিনি সেগুলোর মৃত্যু ঘটান এবং তিনিই সেগুলোকে জীবন দান করেন। অপর ব্যাখ্যায় এ সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন যা ইচ্ছা তিনি তাই করেন। (اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে, সৃষ্টি জগতের চলার পথও তাই। অপর ব্যাখ্যায় তিনি সৃষ্টি জগতকে সরল পথের দিকে ডাকেন। এটি তাঁর মনোনীত পথ আর এটিই হলো ইসলাম।

(فَإِنْ تَوَلَّوْا) তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, ঈমান ও তাওবা থেকে বিমুখ হও (فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ) তবে আমি যা নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, তা আমি তোমাদের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছি, রিসালাতের বাণী শুনিয়ে দিয়েছি, তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন (وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ) এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যারা হবে তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম এবং অনুগত (وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا) তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, এবং তোমাদের ধ্বংস আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি হবে না (إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু তোমাদের সকল কর্ম (حَفِيظٌ) সংরক্ষণকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী; হিফাযতকারী।

(৫৮) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝
(৫৯) وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝
(৬০) وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۝

৫৮. এবং যখন আমার নির্দেশ আসল, তখন আমি হূদ ও তাঁর সংগে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা করলাম তাদেরকে কঠিন শাস্তি হতে।

৫৯. এই আ'দ জাতি তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল তাদের রাসূলগণকে এবং ওরা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর অনুসরণ করেছিল।

৬০. এই দুনিয়ায় ওদেরকে করা হয়েছিল লা'নতগ্রস্ত এবং লা'নতগ্রস্ত হবে ওরা কিয়ামতের দিনেও। জেনে রাখ! আ'দ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রাখ! ধ্বংসই হলো হূদের সম্প্রদায় আ'দের পরিণাম।

(وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا) এবং যখন আমার নির্দেশ এল, আমার শাস্তি এল (نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا) আমি হূদকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে মুক্তি দিলাম আমার অনুগ্রহে, আমার দয়ায় (وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ) এবং তাদেরকে রক্ষা করলাম কঠিন শাস্তি থেকে, কঠোর শাস্তি থেকে।

(وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ) এই আ'দ জাতি তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল হূদ (আ) তাদের নিকট যে সকল নিদর্শন এনেছিলেন (وَعَصَوْا رُسُلَهُ) এবং অমান্য করেছিল তাদের রাসূলগণকে, যাঁরা এসেছিল তাওহীদের বাণী নিয়ে (وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) এবং তারা অনুসরণ করেছিল প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ, প্রত্যেক ক্রোধে হত্যাকারী ও আল্লাহ্‌ বিমুখ ব্যক্তির আদেশ।

(وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً) এ দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল লা'নতগ্রস্ত, দুনিয়াতে তারা ধ্বংস হয়েছিল প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝায় (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ) এবং কিয়ামতের দিনে, তাদের জন্যে থাকবে অন্য লা'নত তা হল জাহান্নাম (أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ) জেনে রাখ, আ'দ জাতি তাদের প্রতিপালক কে অস্বীকার করেছিল, প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের প্রভুকে (أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ) জেনে রাখ, হূদের সম্প্রদায়! আ'দ জাতির পরিণাম হল ধ্বংস, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত।

(٦١) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ○

(٦٢) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ○

(٦٣) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ○

৬১. সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালিহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন কর, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটে, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন'।

৬২. তারা বলল, 'হে সালিহ্। এটার পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল। তুমি কি আমাদের নিষেধ করছ তাদের ইবাদত করতে, যাদের ইবাদত করত আমাদের পিতৃপুরুষেরা? আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি সে বিষয়ে যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করছ'।

৬৩. সে বলল 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবে দেখেছ আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাকে কে রক্ষা করবে, আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি? সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বাড়িয়ে দিচ্ছ'।

(وَالٰى ثَمُوْدَ) সামূদ জাতির নিকট আমি প্রেরণ করেছি (اَخَاهُمْ) তাদের ভাই, তাদের নবী সালিহ্‌কে (قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ) সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ মেনে নাও। (مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ) তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই, যাঁর প্রতি ঈমান আনতে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই (هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আদম (আ) থেকে আর আদম (আ) কে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ) এবং তাতেই তিনি তোমাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন, তোমাদেরকে ভূমিতে রেখেছেন এবং তোমাদেরকে তার অধিবাসী বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর একত্ব মেনে নাও (ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ) তারপর তাঁর নিকট তাওবা কর, একত্বে স্বীকৃতি, তাওবা ও নিষ্ঠাসহ তাঁর নিকট ফিরে যাও। (اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ) আমার প্রতিপালক নিকটই, তাওবা কবুল করার ক্ষেত্রে কবুলকারী যে তাঁর একত্ববাদ মেনে নেয় তাঁর জন্যে।

(قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا) তারা বলল, হে সালিহ্! তুমি তো ছিলে আমাদের আশাস্থল, আমরা তোমাকে পেতে চাইতাম (قَبْلَ هٰذَآ) ইতিপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বীন-বাদ দিয়ে অন্য দ্বীনের প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করার পূর্বে। (اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِىْ شَكٍّ) তুমি কি

আমাদেরকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করছ আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যাদের ইবাদত করত, যে সকল দেব-দেবীর পূজা করত (مِمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ) তুমি আমাদেরকে যে বিষয়ে আহ্বান করছ, যে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করছ। সে বিষয়ে আমরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করি, স্পষ্ট সংশয়ে আছি।

(قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ) সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবে দেখেছ আমি যদি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত থাকি, এমন এক বিষয়ে স্থির থাকি যা আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে (وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً) এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করে থাকেন, নবুওয়াত ও ইসলাম দিয়ে আমাকে ধন্য করেন, তবে আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করি (فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ) কে আমাকে সাহায্য করবে, রক্ষা করবে (مِنَ اللّٰهِ) আল্লাহ্ থেকে, আল্লাহ্র আযাব থেকে (اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ) সুতরাং তোমরা তো আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছ, তোমাদের ক্ষতি বিষয়ক বোধশক্তিই বৃদ্ধি করছে।

(٦٤) وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ○

(٦٥) فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ○

৬৪. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র এই উটনীটি তোমাদের জন্যে নিদর্শন। এটাকে আল্লাহ্র জমিতে চরে খেতে দাও। এটাকে কোন ক্লেশ দিও না, ক্লেশ দিলে আশু শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।'

৬৫. কিন্তু ওরা সেটাকে বধ করল। তারপর সে বলল 'তোমরা তোমাদের গৃহে তিনদিন জীবন উপভোগ করে নাও। এটা একটা প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবার নয়'।

(وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً) হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র এই উটনী তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ, চিহ্ন স্বরূপ (فَذَرُوْهَا) তোমরা এটিকে ছেড়ে দাও, রেখে দাও (تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ) এটি আল্লাহ্র জমিতে চরে বেড়াক, হিজর ভূমিতে আহার করুক, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের কষ্ট তোমাদের করতে হবে না (وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ) তোমরা এটিকে অন্যায়ভাবে স্পর্শ করো না, হত্যা করো না (فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ) তাহলে কিন্তু আশু শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে, তিন দিন পরই নাযিল হবে।

(فَعَقَرُوْهَا) তারা সেটিকে যবাই করে ফেলল, হত্যা করল। কুদার ইব্ন সালিফ ও মিসদা ইব্ন শহর, এরা দু'জনে এটিকে হত্যা করেছিল এবং ১৫০০ গৃহে ঐ গোশত বন্টন করে দিয়েছিল। (فَقَالَ) তারপর সে বলল, উটনী হত্যা করার পর হযরত সালিহ্ (আ) তাদেরকে বললেন (تَمَتَّعُوْا) তোমরা জীবন উপভোগ কর, জীবন যাপন কর (دَارِكُمْ) তোমাদের গৃহে, তোমাদের শহরে (ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ) তিন দিন। তারপর চতুর্থদিনে নির্ধারিত আযাব তোমাদের উপর আপতিত হবে। তারা বলেছিল হে সালিহ্! ওই আযাবের চিহ্ন কি? তিনি বললেন, এই তিন দিনের প্রথম দিনে তোমাদের মুখমণ্ডল পীত বর্ণ হয়ে যাবে, দ্বিতীয় দিনে তোমরা হয়ে যাবে লাল বর্ণের মুখমণ্ডল বিশিষ্ট, আর তৃতীয় দিনে তোমাদের মুখমণ্ডল হয়ে যাবে কাল বর্ণের। তারপর চতুর্থ দিনে তোমাদের উপর নির্ধারিত আযাব আপতিত হবে। (ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ) এটি এই আযাব একটি প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবার নয়, রদ হবার নয়।

(٦٦) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○
(٦٧) وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○
(٦٨) كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۗ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ○
(٦٩) وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ۗ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ○

৬৬. যখন আমার নির্দেশ আসল তখন আমি সালিহ্ ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাঁদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা করলাম সেই দিনের লাঞ্ছনা হতে, তোমার প্রতিপালক তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

৬৭. তারপর যারা সীমালংঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল, ফলে ওরা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।

৬৮. যেন তারা সেখানে কখনো বসবাস করে নাই। জেনে রাখ! সামূদ সম্প্রদায় তো তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রাখ ধ্বংসই হলো সামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।

৬৯. আমার প্রেরিত ফিরিশ্তাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের নিকট আসল, তারা বলল, 'সালাম'। সেও বলল সালাম।' সে অবিলম্বে এক কাবাব করা গো-বৎস আনল।

(فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ) যখন আমার নির্দেশ এল, আমার আযাব এল আমি সালিহ্ ও তাঁর সাথী ঈমানদারদেরকে রক্ষা করলাম আমার অনুগ্রহে, আমার দয়ায় (مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) এবং রক্ষা করলাম সে দিনের লাঞ্ছনা থেকে, সে দিনের আযাব থেকে (اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ) তোমার প্রতিপালক তো শক্তিমান, তাঁর বন্ধুদের রক্ষা করেন (الْعَزِيْزُ) পরাক্রমশালী, তাঁর শত্রুদের শাস্তি প্রদানে।

(وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) তারপর যারা সীমালংঘন করেছিল, শিরক করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল, আযাব তাদেরকে স্পর্শ করল (فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ) তারপর তারা নিজ নিজ গৃহে নিজ নিজ বাসস্থানে (جٰثِمِيْنَ) নতজানু হয়ে শেষ হয়ে গেল, মরে রইল, নড়াচড়া করতে পারল না অর্থাৎ তারা সবাই ছাই ভস্ম হয়ে গেল। (كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا) যেন তাঁরা সেখানে কখনো বসবাস করেনি, কখনো সেখানে ছিল না (اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَا) জেনে রাখ! সামূদ জাতি, সালিহ্ (আ) এর সম্প্রদায় (كَفَرُوْا رَبَّهُمْ) তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে, (اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ) জেনে রাখ সামূদ জাতির জন্যে ধ্বংস, সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের।

(وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا) আমার প্রেরিত দূতগণ এসেছিল, হযরত জিব্রাঈল (আ) ও তাঁর সাথী ১২জন ফিরিশ্তা এসেছিল (اِبْرٰهِيْمَ) ইব্রাহীমের নিকট, ইব্রাহীমের (আ) কাছে (بِالْبُشْرٰى) সুসংবাদ নিয়ে, পুত্র সন্তানের শুভ সংবাদ নিয়ে (قَالُوْا سَلٰمًا) তারা বলল, সালাম, তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তারা তাঁকে সালাম দিল (قَالَ سَلٰمٌ) সেও বলল, সালাম, তিনি তাদের সালামের উত্তর দিলেন। যদি (سِلْمٌ) পাঠ করা হয় তবে (سَلَامَةٌ) নিরাপত্তা শব্দ থেকে নিষ্পন্ন ধরে নিয়ে অর্থ হবে আমার কাজকর্ম নিরাপদ, (فَمَا لَبِثَ) সে

অবিলম্বে, হযরত ইব্রাহীম (আ) অবিলম্বে (اَنْ جَاۤءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ) নিয়ে এল এক কাবাব করা গো-বৎস, নাদুস নুদুস ভাজা গো বাছুর, তিনি সেটি ফিরিশ্তাদের সম্মুখে রাখলেন।

(৭০) فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۗ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ۝
(৭১) وَامْرَاَتُهٗ قَاۤئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَاۤءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۝
(৭২) قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ۝

৭০. সে যখন দেখল তাদের হাত সেটার দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করল এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো, তারা বলল ভয় করো না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

৭১. তখন তার স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল এবং সে হেসে ফেলল। তারপর আমি তাকে ইস্হাকের ও ইস্হাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম।

৭২. সে বলল 'কি আশ্চর্য! আমি সন্তানের জননী হব যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার।

(فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ) সে যখন দেখল তাদের হাত ও দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, খাদ্যের দিকে যাচ্ছে না, কারণ ফিরিশ্তাদের তো খাদ্যের প্রয়োজন হয় না (نَكِرَهُمْ) তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করল, তাদের আচরণ তাঁকে সন্দিগ্ধ করে তুলল (وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً) এবং তাদের সম্বন্ধে তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার হলো, তাদের ব্যাপারে অন্তরে ভয় সৃষ্টি হলো এবং তাঁর দেয়া খাদ্য গ্রহণ না করায় ইব্রাহীম (আ) তাদেরকে চোর বলে সন্দেহ করলেন। তাঁরা যখন ইব্রাহীম (আ)-এর ভয় পাওয়ার কথা অনুধাবন করল তখন (قَالُوْا لَا تَخَفْ) তারা বলল, ভয় পাবেন না, হে ইব্রাহীম! আমাদেরকে নিয়ে (اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ) আমরা প্রেরিত হয়েছি লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি, তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে।

(وَامْرَاَتُهٗ) তখন তাঁর স্ত্রী, সারাহ (قَاۤئِمَةٌ) দণ্ডায়মান ছিল, খেদমত করার জন্যে (فَضَحِكَتْ) সে হাসল, মেহমানদের ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ভয় দেখে তিনি অবাক হলেন, (فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاۤءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ) তারপর আমি তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের। ইয়াকুব হবেন তাঁর নাতি, তখন হযরত সারাহ (আ) হাসলেন এবং তাঁর ঋতুস্রাব হল। আয়াতে শব্দের আগ-পর রয়েছে।

(قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ) সে বলল, কি আশ্চর্য! সন্তানের মাতা হব আমি যখন বৃদ্ধা, ৯৮ বৎসরের নবতিপর বৃদ্ধার সন্তান হবে। (وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا) এটা কি করে সম্ভব? আর এই আমার স্বামী, আমার পতি ইব্রাহীম (বৃদ্ধ) ৯৯ বছর বয়স [১] (اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ) এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার, বিস্ময়কর বিষয়।

---

১. অন্য বর্ণনায় তখন হযরত সারাহের বয়স ছিল ৯০ বছর এবং হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বয়স ছিল ১০০ বছর সীরাত বিশ্বকোষ, ই, ফা, ১খ. পৃঃ ৩৫৫।

(٧٣) قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ○

(٧٤) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرٰهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ○

(٧٥) إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ○

(٧٦) يٰٓإِبْرٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ اٰتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ○

(٧٧) وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ○

৭৩. তারা বলল 'আল্লাহ্‌র কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করছ? হে পরিবার বর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ এবং সম্মানার্হ।

৭৪. তারপর যখন ইব্‌রাহীমের ভীতি দূরীভূত হলো এবং তার নিকট সুসংবাদ আসল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল।

৭৫. ইব্‌রাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল-হৃদয়, সতত আল্লাহ্‌র-অভিমুখী।

৭৬. হে ইব্‌রাহীম! এটা হতে বিরত হও, তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে, ওদের প্রতি তো আসবে শাস্তি যা অনিবার্য।

৭৭. যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ লূতের নিকট আসল তখন তাদের আগমন সে বিষন্ন হল এবং নিজকে তাদের রক্ষার অসমর্থ মনে করল এবং বলল 'এটা নিদারুন দিন'।

(قَالُوْا) তারা বলল, হযরত সারাহ (আ) কে (اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র কাজে আপনি বিস্ময়বোধ করছেন? আল্লাহ্‌র কুদরত সম্পর্কে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন, (رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ)। হে পরিবার বর্গ! হযরত ইব্‌রাহীমের (আ) পরিবার! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত, তাঁর কল্যাণ (اِنَّهٗ حَمِيْدٌ) তিনি প্রশংসাকারী, আপনাদের কর্মের (مَّجِيْدٌ) সম্মানযোগ্য মর্যাদাবান, সৎ সন্তান দিয়ে আপনাদেরকে সম্মানিত করবেন।

(فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ) তারপর যখন ইব্‌রাহীমের ভীতি দূরীভূত হলো, ভয় তিরোহিত হলো (وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى) এবং তাঁর নিকট সুসংবাদ এল, সন্তান প্রাপ্তির শুভ সংবাদ (يُجَادِلُنَا) সে আমার সাথে বাদানুবাদ শুরু করল, তর্ক জুড়ে দিলেন (فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ) লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে লূত-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার বিষয়ে।

(اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ) ইব্‌রাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, অজ্ঞতাপ্রসূত কর্ম থেকে (اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ) সতত আল্লাহ্‌ অভিমুখী, দয়াশীল ও আল্লাহ্‌র প্রতি অগ্রসরমান।

(يٰاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا) হে ইব্‌রাহীম! এটা হতে বিরত হও, এ বিষয়ে সাওয়াল-জাওয়াব থেকে বিরত হও, (اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ) তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে। লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধনের আযাব এসে পড়েছে। (وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ) তাদের প্রতি তো আসবে শাস্তি যা অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য এবং অফেরতযোগ্য।

(وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا) যখন আমার দূতগণ এল, জিব্‌রাঈল ও তাঁর সাথী ফিরিশ্‌তাগণ উপস্থিত হল (لُوْطًا) লূতের নিকট, লূতের কাছে (سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا) তাদেরকে দেখে সে বিষণ্ন হল তাদের

উপস্থিতি তাকে অসন্তুষ্ট করল এবং তাঁদের বিষয়ে তিনি অপরাগতা প্রকাশ করলেন, ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন এবং তাঁদেরকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য দুষ্কর্মের আশংকায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন (وَقَالَ) এবং বললেন, মনে মনে (هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ) এটি একটি নিদারুণ দিন, আমার জন্যে মহা বিপদের দিন।

(৭৮) وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ○

(৭৯) قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ○

(৮০) قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ○

৭৮. তার সম্প্রদায় তার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এল এবং পূর্ব হতেই তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল 'হে আমার সম্প্রদায়। এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্যে এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করো না। তোমাদের মধ্যে কোন ভাল মানুষ নেই?

৭৯. তারা বলল, 'তুমি তো জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আমরা কি চাই তা তো তুমি জানই।'

৮০. সে বলল, 'তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের।'

(وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ) তার সম্প্রদায় তার নিকট এল, লূত (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁর নিকট এল উদভ্রান্তের ন্যায় তাঁর গৃহের দিকে ছুটল, পড়ি কি মরি গতিতে (وَمِنْ قَبْلُ) ইতিপূর্বে হযরত জিব্‌রাঈলের (আ) আগমনের পূর্বে (كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ) তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল, তারা অশ্লীলতায় নিমজ্জিত ছিল (قَالَ) সে বলল, তাদেরকে লূত (আ) বললেন, (يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ) হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, অপর ব্যাখ্যায় আমার সম্প্রদায়ের লোকজনের কন্যা (هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ) তোমাদের জন্যে এরা পবিত্র, আমি এদেরকে তোমাদের সাথে বিয়ে দিব (فَاتَّقُوا اللّٰهَ) সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, হারাম কর্মে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর (وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ) এবং আমার মেহমানদেরকে কেন্দ্র করে আমাকে অপমানিত করো না, মেহমানগণের সাথে অসদাচারণ করে আমাকে লাঞ্ছিত করো না (اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ) তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই? যে তোমাদেরকে সত্যপথ দেখাতে পারে, সৎ কাজের নির্দেশ দিতে পারে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখতে পারে?

(قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ) তারা বলল, আপনি তো জানেন, হে লূত! (مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ) আপনার কন্যাদের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, দরকার নেই, (وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ) আমরা কি চাই তা তো আপনি জানেনই, এ দ্বারা তারা তাদের কুকর্মের কথা বুঝাল।

(قَالَ) সে বলল, লূত (আ) বললেন, (لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً) তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত, দৈহিক শক্তি এবং সন্তানাধিক্যের শক্তি (اَوْ اٰوِىْ) অথবা আমি যদি আশ্রয় নিতে পারতাম ফিরে যেতে পারতাম (اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ) কোন শক্তিশালী স্তম্ভের নিকট, অধিক জনবল বিশিষ্ট গোত্রের নিকট তাহলে তোমাদের হাত থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারতাম। হযরত জিব্রাঈল (আ) ও তাঁর সাথী ফিরিশ্তাগণ যখন উপলব্ধি করলেন যে, নিজ সম্প্রদায়ের হুমকিতে হযরত লূত (আ) ভয় পাচ্ছেন।

(٨١) قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ○
(٨٢) فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ ○
(٨٣) مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ○

৮১. তারা বলল, 'হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফিরিশ্তা। ওরা কখনই তোমার নিকট পৌঁছাতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাতের কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পিছন দিকে তাকাবে না, তোমার স্ত্রী ব্যতীত। ওদের যা ঘটবে তারও তা-ই ঘটবে। নিশ্চয়ই প্রভাত ওদের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?

৮২. তারপর যখন আমার আদেশ আসল, তখন আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং ওদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর কংকর।

৮৩. যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। এটা যালিমদের থেকে দূরে নয়।

তখন (قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ) তারা বলল, হে লূত! আমরা আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত দূত। তারা কখনো আপনার নিকট পৌঁছাতে পারবে না, আপনাকে ধ্বংস করার জন্যে। আমরা বরং তাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়ব (فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ) সুতরাং আপনার পরিবার পরিজন নিয়ে রাত্রের কোন এক সময়ে যাত্রা করুন, যাত্রা করুন শেষ রাত্রিতে সাহরীর সময় (وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ) আপনাদের কেউ পিছন দিকে তাকাবেন না, কেউ পিছনে থেকে যাবেন না (اِلَّا امْرَاَتَكَ) আপনার স্ত্রী ব্যতীত, কপট বিশ্বাসী মহিলা 'ওয়াইলা' ব্যতীত (مَآ اَصَابَهُمْ) তার উপর আপতিত হবে, তাকে আঘাত করবে যা ওদের উপর আপতিত হবে, যে শক্তি ওদেরকে আঘাত করবে, (اِنَّ مَوْعِدَهُمُ) তাদের জন্যে নির্ধারিত সময় হল ধ্বংস হওয়ার জন্যে (الصُّبْحُ) প্রভাতকাল, সকাল বেলা। লূত (আ) বললেন, হে জিব্রাঈল! এখনই কি? জিব্রাঈল (আ) বললেন, হে লূত! (اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ) প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়? কারণ জিব্রাঈল (আ) তা দেখছিলেন, কিন্তু হযরত লূত (আ) তা দেখছিলেন না।

(فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا) যখন আমার নির্দেশ এল, তখন জনপদের উপর দিককে নিচের দিক করে দিলাম, উলটিয়ে দিলাম, নিচ দিককে করে দিলাম উপরের দিক এবং উপরের দিককে করে দিলাম নিচের দিক (وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا) এবং তার উপর বর্ষণ করলাম, তাদের মধ্যেকার বিচ্ছিন্ন ও প্রবাসী লোকদের উপর বর্ষণ করলাম কংকর (حِجَارَةً) প্রস্তর কংকর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের ন্যায়, অপর ব্যাখ্যায়, পাথর নিক্ষেপ করলাম দুনিয়ার আকাশ থেকে। (ক্রমাগত) একের পর এক।

(مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ) যা আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে চিহ্নিত। হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে এগুলো এসেছিল। এগুলো ছিল কাল, লাল ও সাদা রেখা যুক্ত। অপর ব্যাখ্যায় যে পাথর দ্বারা যে ব্যক্তি ধ্বংস করার কথা সে পাথরে তার নাম লেখা ছিল। (وَمَاهِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ) এটি, এ পাথর যালিমদের থেকে দূরে নয়, তাদেরকে অবকাশ দেয়নি বরং তাদেরকে আঘাত করেছেই। অপর ব্যাখ্যায় হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনার উম্মাতের মধ্যে যারা যালিম ওদের থেকে এই পাথর দূরে নয়। অর্থাৎ যারা ওদেরকে অনুসরণ করে এবং ওদের কাজ করে তাদের থেকে এ পাথর দূরে নয়।

(٨٤) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ○
(٨٥) وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

৮৪. মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শু'আয়বকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। মাপেও ওজনে কম করবে না, আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখছি। কিন্তু আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তি।

৮৫. 'হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সংগতভাবে মাপবে ও ওজন করবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না। এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না।'

(وَإِلَىٰ مَدْيَنَ) এবং মাদায়ানবাসীদের নিকট, রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি (أَخَاهُمْ) তাদের ভাই, তাদের নবী (شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ) শু'আয়বকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ স্বীকার কর। (مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ) তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই, আমি তোমাদেরকে যার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে নির্দেশ দিচ্ছি তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নেই (وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ) তোমরা মাপেও ওজনে কম দিও না, তোমরা মেপে দেয়ার সময় এবং ওজন করে দেয়ার সময় মানুষের প্রাপ্যে কম দিও না (اِنِّيْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ) আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখছি, স্বচ্ছলতা, সম্পদশালী ও দ্রব্যমূল্যের সস্তা পরিস্থিতি দেখছি(وَاِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ) কিন্তু আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করি, যদি তাঁর প্রতি ঈমান না আন এবং মাপেও ওজনে পরিপূর্ণ প্রদান না কর (عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ) এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির, যা তোমাদের সবাইকে পরিবেষ্টন করে নিবে। তোমাদের কেউই তখন দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে না।

(وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ) হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সংগতভাবে মাপবে ও ওজন করবে, মাপে ও ওজনে পরিপূর্ণ প্রদান করবে (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ) লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না, মাপে ও ওজনে মানুষের স্বত্বে কম দিবে না (وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ) এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না, বিশৃংখলার সৃষ্টি করে; মূর্তি-প্রতিমার পূজা করে মানুষকে মূর্তি পূজার দিকে আহ্বান করে এবং মাপে ও ওজনে কম দিয়ে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না।

(٨٦) بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

(٨٧) قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۭ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ○

(٨٨) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰي بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰي مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۭ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○

৮৬. যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ্ অনুমোদিত যা বাকী থাকবে তোমাদের জন্যে তা উত্তম; আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।

৮৭. ওরা বলল, হে শু'আয়ব! তোমরা সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যার ইবাদত করত আমাদেরকে বর্জন করতে হবে এবং আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, ভাল মানুষ।

৮৮. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিকট হতে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করে থাকেন, তবে কি করে আমার কর্তব্য থেকে বিরত থাকব? আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না। আমি তো আমার সাধ্যমত সংস্কারই করতে চাই। আমার কার্য সাধন তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।'

(بَقِيَّتُ اللّٰهِ) আল্লাহ্ অনুমোদিত যা বাকী থাকবে, মাপেও ওজনে পরিপূর্ণ প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সাওয়াব (خَيْرٌ لَّكُمْ) তা তোমাদের জন্যে উত্তম। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ হালাল যা তোমাদের জন্যে অবশিষ্ট রাখেন মাপে ও ওজনে কম দেওয়ার চাইতে তা অতি উত্তম। (اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) যদি তোমরা ঈমানদার হও। আমি তোমাদেরকে যা বলিছ তা যদি সত্য বলে গ্রহণ কর (وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ) আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই, যিম্মাদার নই যে, তোমাদেরকে চেপে ধরে রক্ষা করব। এটা এজন্যে বলা হল যে, হযরত শু'আয়ব (আ) ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন না।

(قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا) তারা বলল, হে শু'আয়ব! তোমার সালাত তোমার প্রভুর নামায কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যার ইবাদত করত, মূর্তি-প্রতিমার আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে এবং (اَوْ نَّفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا) আমরা ধন সম্পর্কে যা করি তাও না, নিজেদের ধনসম্পদ মেপে দিতে এবং ওজন করতে যা কম বেশী করি তাও করব না (اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ) তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, সদাচারী। মূর্খ ও পথভ্রষ্ট নও। হযরত শু'আয়ব (আ) কে কটাক্ষ করে তারা এরূপ বলেছিল।

(قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰي بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ) সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখেছ কি আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, আমার প্রতিপালকের পক্ষে থেকে প্রেরিত বিষয়ে অধিষ্ঠিত থাকি (وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا) এবং তিনি তাঁর নিকট থেকে

আমাকে উৎকৃষ্ট রিয্ক প্রদান করেন, নবুওয়াত ও ইসলাম দিয়ে এবং হালাল মাল দিয়ে আমাকে মহিমান্বিত করেন (وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ) আমি তোমাদের যা নিষেধ করি আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না, তোমাদেরকে ওজনে এবং মাপে কম দিবার কথা বলি, আমি নিজেও অবশ্য কম দেওয়ার সেই কাজ করি না (اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ) আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই, ওজনেও মাপে ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করি (مَا اسْتَطَعْتُ) আমার কার্য সাধন তো, ওজনে ও মাপে পূর্ণতা প্রদান তো (وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ) আল্লাহর সাহায্যেই, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের প্রেক্ষিতে (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি, আমার ব্যাপারাদি আমি তাঁরই নিকট সোপর্দ করি (وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ) এবং তাঁরই অভিমুখী হই, তাঁর প্রতি অগ্রসর হই।

(৮৯) وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ○

(৯০) وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ○

৮৯. হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এমন কোন অপরাধ না করায় যাতে তোমাদের উপর অনুরূপ বিপদ আপতিত হবে যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের হতে দূরে নয়।

৯০. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।

(وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ) হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে তোমাদের বিরোধ যেন, আমার প্রতি তোমাদের হিংসা ও বিদ্বেষ, যার ফলে তোমরা ঈমান আনবে না এবং ওজনে ও মাপে পূর্ণতা সাধন করবে না এটা যেন (اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ) তোমাদেরকে এমন অপরাধ করায় যাতে তোমাদের উপর অনুরূপ শাস্তি আপতিত না হয়, যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর। নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর ঝড়-ঝঞ্ঝা ও প্লাবনের যে আযাব এসেছিল তার অনুরূপ (اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ) কিংবা হূদের সম্প্রদায়ের অনুরূপ, প্রবল ঝড়ে ধ্বংস সাধন (اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ) অথবা সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ, বজ্রপাত (وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ) আর লূতের সম্প্রদায় তো, লূতের (আ) সম্প্রদায়ের ইতিহাস তো (مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ) তোমাদের থেকে দূরে নয়। তাদের উপর কি আপতিত হয়েছিল সে সংবাদ তোমাদের নিকট পৌঁছেছে।

(وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তোমাদের প্রতিপালকের একত্ববাদ মেনে নাও (ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ) তারপর তাঁর নিকট তাওবা কর, তাওবা ও নিষ্ঠাসহকারে তাঁর নিকট অগ্রসর হও (اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ) আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্যে (وَّدُوْدٌ) প্রেমময়, বন্ধুত্ব স্থাপনকারীকে তাদের সাথে ক্ষমা ও সাওয়াব প্রদানের মাধ্যমে। অপর ব্যাখ্যায় তিনি তাদেরকে ভালবাসেন সৃষ্টিজগতের নিকট তাদেরকে ভালবাসার পাত্ররূপে পেশ করেন। অপর এক ব্যাখ্যায় তাঁর এসকল বান্দার নিকট তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যকে সুপ্রিয় ও আকর্ষণীয় করে তোলেন।

(٩١) قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ○

(٩٢) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْۤ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

(٩٣) وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ○

৯১. ওরা বলল, হে শু'আয়ব। তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম। আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও।

৯২. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলে রেখেছ। তোমরা যা কর আমার প্রতিপালক অবশ্যই তা পরিবেষ্টন করে আছেন।'

৯৩. 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'

(قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ) তারা বলল, হে শু'আয়ব! তুমি যা বল আমরা তার অধিকাংশই বুঝি না, তুমি আমাদেরকে যে নির্দেশ দাও তা আমাদের বুঝে আসে না (وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا) আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বলই দেখছি, ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন দেখছি। (وَلَوْلَا رَهْطُكَ) তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে, তোমার সম্প্রদায় না থাকলে (لَرَجَمْنٰكَ) আমরা তোমাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলতাম, হত্যা করতাম (وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ) আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও, সম্মানযোগ্য নও।

(قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْۤ) সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার স্বজনবর্গ কি, আপন জন কি (اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ) তোমাদের নিকট আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী, তাঁর কিতাব ও দ্বীন থেকে অধিকতর শক্তিশালী। অপর ব্যাখ্যায় আমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আপতিত শাস্তি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র শাস্তি অপেক্ষা কঠোরতর (وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا) অথচ তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে পেছনে ফেলে রেখেছ, তাঁর যে কিতাব নিয়ে আমি এসেছি তা তোমাদের পিছনে ফেলে দিয়েছ (اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) আমার প্রতিপালক তোমরা যা কর তা, তোমাদের কর্মের যে শাস্তি তা (مُحِيْطٌ) পরিবেষ্টন করে রেখেছেন, অবগত আছেন।

(وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ করতে থাক, তোমাদের ধর্মাদর্শে অবিচল থেকে নিজ নিজ ঘরে বসে আমার ধ্বংসের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। (اِنِّيْ عَامِلٌ) আমিও আমার কাজ করছি, তোমাদের ধ্বংসের লক্ষ্যে (سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ) তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে, কার প্রতি নাযিল হবে (عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, যা তাকে অপদস্থ ও ধ্বংস করবে (وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ) এবং কে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্ সম্পর্কে (وَارْتَقِبُوْۤا) এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর,

আমার ধ্বংস দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাক (اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ) আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি, তোমাদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে।

(٩٤) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝

(٩٥) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ۝

(٩٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝

(٩٧) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۝

(٩٨) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ۝

৯৪. যখন আমার নির্দেশ এল, তখন আমি শু'আয়ব ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করেছিলাম, তারপর যারা সীমালংঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল, ফলে ওরা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় পড়ে রইল।

৯৫. যেন তারা সেখানে কখনও বসবাস করেনি। জেনে রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদ্‌য়ানাবাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল সামুদ সম্প্রদায়।

৯৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম–

৯৭. ফির'আউন ও তার প্রধানদের নিকট। কিন্তু তারা ফির'আউনের কার্যকলাপের অনুসরণ করল এবং ফির'আউনের কার্যকলাপ ভাল ছিল না।

৯৮. সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে, এবং ওদেরকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করবে। যেখানে প্রবেশ করানো হবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান!

(وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا) এবং আমার নির্দেশ যখন এল, আমার শাস্তি যখন এল (نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا) তখন শু'আয়ব এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি রক্ষা করেছিলাম আমার অনুগ্রহে, আমার দয়ায় (وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) আর যারা সীমালংঘন করেছিল, শির্‌ক করেছিল অর্থাৎ শু'আয়ব (আ) এর সম্প্রদায়। মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল, শাস্তি সহ বিকট শব্দ তাদেরকে আক্রমণ করল (فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ) ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে আপন আপন বাসস্থানে (جٰثِمِيْنَ) নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল, মরে ছাই ভস্মে পরিণত হল।

(كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا) যেন তারা সেথায় কখনো বসবাস করে নি, যেন তারা কোন সময় পৃথিবীতে ছিল না, (اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ) জেনে রাখ! মাদয়ানবাসীদের জন্যে অভিশাপ, শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়ের জন্যে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চনা। (كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ) যেমন অভিশাপ ছিল সামূদ জাতির জন্যে। যেমন ছিল হযরত সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের জন্যে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চনা। হযরত সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের শাস্তি এবং হযরত শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়ের শাস্তি একরূপ ছিল। দু'দু'টোই ছিল আযাবসহ মহানাদ। তাতে প্রচণ্ড খরতাপ তাদেরকে আঘাত করেছিল। সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর এ আযাব

এসেছিল, তাদের পায়ের নিচ থেকে অর্থাৎ ভূমির দিক থেকে আর শু'আয়ব (আ) এর সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছিল তাদের মাথার উপর থেকে অর্থাৎ আকাশের দিক থেকে।

(وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا)আমি মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী, নয়টি মু'জিযা (وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ) ও স্পষ্ট প্রমাণসহ, সুস্পষ্ট দলীল, স্পষ্ট দলীল গুলোই নিদর্শন।

(اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ) ফির'আওন ও তার প্রধানদের প্রতি, নেতৃবর্গের প্রতি (فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ) তারপর তারা ফির'আওনের কার্যকলাপ অনুসরণ করেছে, এবং মূসা (আ)-এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে (وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ) অথচ ফির'আওনের কার্যকলাপ, ফির'আওনের বক্তব্য সাধু ছিল না সৎ ও বিশুদ্ধ ছিল না।

(يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ) সে তার সম্প্রদায়ের আগেভাগে থাকবে কিয়ামতের দিনে, সামনে থাকবে এবং তার সম্প্রদায়কে টেনে টেনে নিবে (فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ) এবং সে তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করাবে, (وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ) যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কত নিকৃষ্ট! ফির'আওনের প্রবেশস্থল ও তার সম্প্রদায়ের প্রবেশস্থল কতই না মন্দ! অপর ব্যাখ্যায় প্রবেশকারী ফির'আওন এবং আপন সম্প্রদায়কে প্রবিষ্টকারী ফির'আওন কতই না নিকৃষ্ট। অপর ব্যাখ্যায় প্রবেশকারী ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের প্রবেশস্থল জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট।

(৯৯) وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ○

(১০০) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ○

৯৯. এই দুনিয়ায় ওদেরকে করা হয়েছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হবে ওরা কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরুস্কার যা ওদেরকে দেয়া হবে!

১০০. এটা জনপদসমূহের কিছু সংবাদ যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি ওদের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হয়েছে।

(وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً) এ জগতে তাদেরকে করা হয়েছিল অভিশাপগ্রস্ত, এই দুনিয়াতে তারা ধ্বংস হয়েছে সমুদ্রডুবি দ্বারা (وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ) এবং কিয়ামতের দিনেও তাদের জন্যে রয়েছে অন্য এক অভিশাপ, আর তা হল জাহান্নাম (بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ) কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যা তারা লাভ করবে, অর্থাৎ ওই সমুদ্রে ডুবি ও জাহান্নামে প্রবেশ কতই না মন্দ! অপর ব্যাখ্যায় এই সাহায্য এবং সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তি উভয়েই কত মন্দ! এটি যা আমি উল্লেখ করেছি।

(ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى) জনপদসমূহের সংবাদ, পৃথিবীর অতীত জনপদসমূহের ইতিবৃত্ত (نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ) আপনার নিকট বর্ণনা করছি। এগুলো সহ জিব্রাঈল (আ)-কে আপনার নিকট প্রেরণ করছি। (مِنْهَا قَآئِمٌ)এগুলোর কতক এখনো বিদ্যমান দেখা যায়, কিন্তু সেগুলোর অধিবাসীরা বিনাশ হয়ে গিয়েছে। (وَّحَصِيْدٌ) আর কতক হয়েছে নির্মূল অর্থাৎ জনপদ বিধ্বস্ত হয়েছে সেগুলোর অধিবাসীরাও ধ্বংস হয়েছে।

(١٠١) وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ۝

(١٠٢) وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۝

(١٠٣) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ

(١٠٤) وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۝

১০১. আমি ওদের উপর যুলুম করি নাই, কিন্তু ওরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল। যখন আপনার প্রতিপালকের বিধান আসল, তখন তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যে ইলাহ্ সমূহের ইবাদত করত সেগুলো ওদের কোন কাজে আসল না। আর ধ্বংস ব্যতীত ওদের অন্য কিছু বৃদ্ধি পেল না।

১০২. এই রূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি! তিনি শাস্তি দান করেন জনপদ সমূহকে যখন ওরা যুলুম করে থাকে। নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন।

১০৩. যে আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে এটাতে তো তার জন্য নিদর্শন রয়েছে, এটা সেই দিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে, এটা সেইদিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে;

১০৪. এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্যে ওটা স্থগিত রাখি মাত্র।

(وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ) আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, তাদেরকে ধ্বংস করে (وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ) বরং তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে, কুফরী, শিরক, এবং মূর্তি পূজার মাধ্যমে। যখন আপনার প্রতিপালকের বিধান এল, আপনার প্রতিপালকের আযাব এল (فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ) তখন আল্লাহ্ ব্যতীত সেই ইলাহ্সমূহের তারা ইবাদত করত উপাসনা করত সেগুলো তাদের কোন কাজে এল না, আল্লাহ্র আযাব হতে তাদের রক্ষা করতে পারল না, ধ্বংস ব্যতীত, ক্ষতি ব্যতীত (وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ) তাদের অন্য কিছু বৃদ্ধি করেনি, মূর্তি পূজা তাদের অন্য কিছু বৃদ্ধি করতে পারেনি।

(وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ) এরূপ আপনার প্রতিপালকের শাস্তি, আপনার পালনকর্তার আযাব (اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى)। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে, সাজা দেন জনপদের অধিবাসীদেরকে (وَهِيَ ظَالِمَةٌ) যখন তারা যুলুম করে থাকে, শিরকী ও যুলুম করে থাকে (اِنَّ اَخْذَهٗٓ) তাঁর ধরা তাঁর শাস্তি (اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ) মর্মন্তুদ, যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন।

এতে আপনার নিকট আমি যা আলোচনা করেছি তাতে। (اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً) নিদর্শন আছে, শিক্ষা আছে (لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ) তার জন্যে, যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে, ফলে ওদেরকে অনুসরণ করে না (ذٰلِكَ) সেদিন, কিয়ামতের দিন (يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ) সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে সমবেত করা হবে (وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ) এবং সেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে, আকাশের অধিবাসী এবং পৃথিবীর অধিবাসী সবাইকে সেদিন উপস্থিত করা হবে।

(وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ) আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্ধারিত সময়ের জন্যে (اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ) এটাকে কিয়ামতের দিনকে বিলম্বিত করি মাত্র।

(١٠٥) يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ○
(١٠٦) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ○
(١٠٧) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ○

১০৫. যখন সে দিন আসবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না, ওদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য ও কেউ হবে ভাগ্যবান।

১০৬. তারপর যারা হতভাগ্য তারা থাকবে আগুনে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ।

১০৭. সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; তোমার প্রতিপালক তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।

(يَوْمَ يَأْتِ) যখন সেটি আসবে, কিয়ামতের দিন আসবে। (لَا تَكَلَّمُ) কেউ কথা বলতে পারবে না, পূণ্যবান ব্যক্তি কারো জন্যে সুপারিশ করতে পারবে না (إِلَّا بِإِذْنِهِ) তাঁর অনুমতি ব্যতীত, তাঁর নির্দেশ ব্যতীত (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ) তাঁদের মধ্যে কতক হবে ভাগ্যহত, মানুষের মধ্যে কত হবে সেদিন হতভাগ্য তাদের জন্যে ভাগ্যহীনতা লিখে দেওয়া হয়েছিল (وَسَعِيدٌ) এবং কতক ভাগ্যবান, এদের জন্যে সৌভাগ্য লিখে দেওয়া হয়ে ছিল।

(فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا) তারপর যারা হতভাগ্য, যাদের জন্যে দুর্ভাগ্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল (فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ)। তারা থাকবে আগুনে, সেখানে তাদের জন্যে চীৎকার। গাধার বুক নিঃসৃত শব্দের ন্যায়, গাধার ডাক ছাড়ার সূচনায় একরূপ শব্দ হয়। (وَشَهِيقٌ) এবং আর্তনাদ, গাধার গলা নিঃসৃত শব্দ, ডাক ছাড়ার সমাপ্তিতে এরূপ শব্দ হয়।

(خَالِدِينَ فِيهَا) সেখানে তারা স্থায়ী হবে, জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকবে (مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ) যত দিন আকাশরাজি ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, আকাশরাজিও পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে বিনাশ পর্যন্ত স্থায়িত্বের ন্যায় (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ) যদি না আপনার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। বস্তুত আপনার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেছেন যে, তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। অপর ব্যাখ্যায় যার জন্যে ভাগ্যহীনতা লিখে দেওয়া হয়েছে তার জন্যে এটি অনিবার্য থাকবে আকাশরাজি, পৃথিবী ও মানুষ যত দিন দুনিয়াতে স্থায়ী থাকবে ততদিন অবশ্য আপনার প্রতিপালক যদি তাকে ভাগ্যহীনতা থেকে সৌভাগ্য নিয়ে আসেন, তা ভিন্ন ব্যাপার। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা নিশ্চিত করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তারই নিকট আছে কিতাবের মূল।" (১৩ ঃ ৩৯)।

অপর ব্যাখ্যায় তারা জাহান্নামে স্থায়ী থাকবে যতদিন আকাশরাজি ও পৃথিবী স্থায়ী থাকবে অর্থাৎ আগুনের আকাশ ও আগুনের পৃথিবী যতদিন স্থায়ী থাকবে। যদি না আপনার প্রতিপালক সে সকল হতভাগ্যদের মধ্যে যারা তাওহীদ পন্থী থাকে এবং যাদের পাপ কুফরী পর্যন্ত পৌঁছেনি তাদের খাঁটি ঈমানের প্রেক্ষিতে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করান (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ) আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তাই করেন, যেমন তাঁর ইচ্ছা, তেমনি করেন।

(١٠٨) وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ۝
(١٠٩) فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ۝
(١١٠) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝
(١١١) وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১০৮. পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে; যতদিন আকাশগুলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে; যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন, এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

১০৯. সুতরাং ওরা যাদের ইবাদত করে তাদের সম্বন্ধে সংশয়ে থেকো না, পূর্বে ওদের পিতৃপুরুষেরা যাদের ইবাদত করত ওরা তাদেরই ইবাদত করে। অবশ্যই আমি ওদেরকে ওদের প্রাপ্য পুরাপুরি দিব কিছু মাত্র কম করব না।

১১০. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। তারপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে ওদের মীমাংসা হয়ে যেত। ওরা অবশ্যই এটা সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল।

১১১. যখন সময় আসবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক ওদের প্রত্যেককে তাদের কর্মফল পুরাপুরি দিবেন। ওরা যা করে তিনি তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

(وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا) আর যারা ভাগ্যবান, তাদের জন্যে সৌভাগ্য লিখে দেওয়া হয়েছে (فَفِى الْجَنَّةِ) তারা থাকবে জান্নাতে; সেখানে তারা স্থায়ী হবে, জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকবে (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ)। যতদিন আকাশরাজি ও পৃথিবী থাকবে, অর্থাৎ সৃষ্টি থেকে ধ্বংস পর্যন্ত আকাশরাজি ও পৃথিবীর স্থায়ীত্বের ন্যায় (اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ) যদি না আপনার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। বস্তুত আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করেছেন ওই সব ব্যক্তিকে সৌভাগ্য থেকে ভাগ্যহীনতায় পরিবর্তন করতে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী রয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন নিশ্চিত করেন।" সৌভাগ্য থেকে ভাগ্যহীনতার দিকে পরবর্তন করেন এবং রেখে দেন, অপর ব্যাখ্যায় তারা জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে যতদিন আকাশরাজি ও পৃথিবী থাকবে অর্থাৎ জান্নাতের আকাশ ও জান্নাতের ভূমি যতদিন থাকবে। যদি না আপনার প্রতিপালক অন্য ইচ্ছা করেন অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পূর্বে জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি ভোগ করান এবং তারপর জাহান্নাম থেকে বের করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তারপর সে স্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকবে (عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ) এক নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান, অবিচ্ছিন্ন ও পরিপূর্ণ প্রতিদান।

(فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ) সুতরাং তাঁরা যাদের ইবাদত করে, মক্কাবাসিরা যাদের উপাসনা করে তাদের সম্বন্ধে আপনি সংশয়ে থাকবেন না, সন্দেহ পোষণ করবেন না (مَا يَعْبُدُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ) পূর্বে তাদের পিতৃ পুরুষেরা যাদের ইবাদত করত এরাও তাদেরই ইবাদত করে। বস্তুত

ওরা এগুলোর উপাসনা করে ধ্বংস হয়েছে। (وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ) নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরাপুরি প্রদান করব, শাস্তি পরিপূর্ণভাবে দিব (غَيْرَ مَنْقُوْصٍ) কিছুমাত্র কম করব না। এক ব্যাখ্যায় এসেছে যে, আয়াতটি "কাদারিয়্যা" মতাবলম্বীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

(وَلَقَدْ اٰتَيْنَا) আমি দান করেছি, দিয়েছি (مُوْسَى الْكِتٰبَ) মূসাকে কিতাব, অর্থাৎ তাওরাত (فَاخْتُلِفَ فِيْهِ) তারপর তাতে মতভেদ ঘটেছিল, মূসা (আ)-এর কিতাব বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। একদল লোক ওই কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছিল। আর একদল লোক সেটি প্রত্যাখ্যান করেছিল (وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ) আপনার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে, সে আপনার উম্মাতের ক্ষেত্রেই আযাব বিলম্বিত করা হবে (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) তাদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যেত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ধ্বংসের কাজ সেরে ফেলতেন এবং তাদের উপর আযাব আসতই (وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ) তারা অবশ্যই এ বিষয়ে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে, স্পষ্ট সংশয়ে রয়েছে।

(وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا) নিশ্চয়ই প্রত্যেককে, উভয়পক্ষকে (لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ) আপনার প্রতিপালক কর্মফল পুরোপুরি দিবেন, কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। ভাল কর্মের ভাল প্রতিদান, মন্দ কর্মের মন্দ প্রতিদান। তারা যা করে ভাল ও মন্দ, পাপ ও পূণ্যের (اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ) সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত।

(١١٢) فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

(١١٣) وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝

১১২. সুতরাং তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ তাতে স্থির থাক এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তারাও স্থির থাকুক, এবং সীমালংঘন করো না। তোমরা যা কর তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা।

১১৩. যারা সীমালংঘন করেছে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, পড়লে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। এই অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

(فَاسْتَقِمْ) সুতরাং আপনি স্থির থাকুন, আল্লাহ্র আনুগত্যে (كَمَآ اُمِرْتَ) যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন কুরআন মজীদে (وَمَنْ تَابَ مَعَكَ) এবং তারাও যারা আপনার সঙ্গে রয়েছে, তাওবা করেছে, কুফরী ও শিরকী থেকে, তারাও আপনার সাথে স্থির থাকুক, (وَلَا تَطْغَوْا) তোমরা সীমালংঘন করো না, কুফরী করো না এবং কুরআনে বর্ণিত হালাল-হারাম নিয়ে আল্লাহ্র অবাধ্য হয়ো না (اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) তোমরা যা কর, ভাল ও মন্দ (بَصِيْرٌ) তিনি তার সম্যাক দ্রষ্টা।

(وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا) যারা সীমালংঘন করেছে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, কুফরী শিরক ও পাপাচারিতার মাধ্যমে যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে, তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না (فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) পড়লে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে, আঘাত করবে, যেমন করবে ওদেরকে (وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ) এ অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত, আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করার জন্যে (مِنْ اَوْلِيَآءَ) তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না, ঘনিষ্ঠজন থাকবে না যারা তোমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করবে (ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ) তারপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না, তোমাদের যা করার ইচ্ছা তা থেকে তোমরা রক্ষা পাবে না।

(١١٤) وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۚ

(١١٥) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(١١٦) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا أُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○

(١١٧) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ○

১১৪. সালাত কায়েম করবে দিনের দুই প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথম অংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।

১১৫. তুমি ধৈর্যধারণ কর, কারণ আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রম ফল নষ্ট করেন না।

১১৬. তোমাদের পূর্ব যুগে আমি যাদের রক্ষা করেছিলাম তাদের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না, যারা পৃথিবীতে বির্যয় ঘটাতে নিষেধ করত। সীমালংঘনকারীরা যাতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেতো তারই অনুসরণ করত এবং ওরা ছিল অপরাধী।

১১৭. আপনার প্রতিপালক এরূপ নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করবেন অথচ সেখানকার অধিবাসীরা পূণ্যবান।

(وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ) সালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ভাগে, ফজর ও যোহরের নামায, অপর ব্যাখ্যায় ফজর, যোহর ও আসরের নামায (وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ) এবং রাতের প্রথম অংশে রাতের প্রথমভাবে; মাগরিব ও ইশার নামায (اِنَّ الْحَسَنٰتِ) সৎকর্মগুলো, নিশ্চয় পাঁচ ওয়াক্ত নামায (يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ) নিশ্চয় অসৎকর্মগুলোকে মিটিয়ে দেয়, ক্ষুদ্র পাপগুলো মোচন করে দেয়। কবীরাও মহা পাপগুলোকে নয়। অপর ব্যাখ্যায় সৎকর্মগুলো অর্থ (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ) তাসবীহ্‌টি। (ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ) এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে উপদেশ, তাওবাকারীদের তাওবা। অপর ব্যাখ্যায় এটি তাওবাকারীদের জন্যে পাপ মোচনের মাধ্যম। আবুল ইউসর নামক জনৈক ফল ব্যবসায়ীকে উপলক্ষ্য করে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

(وَاصْبِرْ) এবং ধৈর্যধারণ করুন, হে মুহাম্মদ ﷺ আদিষ্ট বিষয় পালনে এবং তাদের নির্যাতনের মুখে কারণ (فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ) আল্লাহ্ তা'আলা সৎ ও ঈমানদার লোকদের কথা ও কাজের সাওয়াব নষ্ট করেন না।

(فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ) তোমাদের পূর্ব যুগে সজ্জন ছিল না। ঈমানদার লোক ছিল না, (يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ) যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করত। কুফরী, শিরক, মূর্তিপূজা ও সকল পাপাচার থেকে নিষেধ করত (اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ) আমি যাদেরকে রক্ষা করেছিলাম তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত, স্বল্প সংখ্যক ঈমানদার ব্যতীত (وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا) সীমালংঘনকারীরা লেগে থাকত, শিরকবাদীরা মশগুল থাকত (مَا اُتْرِفُوْا فِيْهِ) বিলাসিতায় দুনিয়ার উপভোগ্য ধনসম্পদ নিয়ে (وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ) এবং তারা ছিল অপরাধী মুশরিক সম্প্রদায়।

(وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ) আল্লাহ্ তা'আলা কোন জনপদকে, জনপদের অধিবাসীকে ধ্বংস করেন না অন্যায়ের প্রেক্ষিতে তাদের সীমালংঘনের দায়ে (وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ) যখন সেটির অধিবাসীরা সংস্কার সাধনকারী। ওই জনপদে এমন লোক থাকে যারা সৎকাজে আদেশ দেয় অসৎকাজে নিষেধ করে। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা নিজে অন্যায়ভাবে কোন জনপদকে ধ্বংস করেন না যখন অধিবাসিগণ পূণ্যবান থাকে, তাঁর আনুগত্যে অবিচল থাকে এবং তাঁর আনুগত্যে সুদৃঢ় থাকে।

(١١٨) وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ۝

(١١٩) اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

(١٢٠) وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(١٢١) وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ۝

১১৮. আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে।

১১৯. তবে ওরা নয় যাদেরকে আপনার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি ওদেরকে এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন। আমি জিন্ ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই আপনার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হবেই।

১২০. রাসূলগণের ওই সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করছি, যা দ্বারা আপনার মনকে দৃঢ় করি। এটার মাধ্যমে আপনার নিকট এসেছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্যে এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী।

১২১. যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে বলুন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে কাজ করতে থাক এবং আমরাও আমাদের কাজ করছি।

(وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً) আপনার প্রতিপালক চাইলে সমস্ত মানুষকে একজাতি করতে পারতেন, একই ধর্মাদর্শে, ইসলাম ধর্মাদর্শে ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেন। (وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ) কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে, দীন সম্পর্কিত বিষয়ে এবং বাতিল ও অসার বিষয়ে।

(اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ) তবে তারা নয় আপনার প্রতিপালক যাদেরকে রক্ষা করেন, হিফাযত করেন বাতিল থেকে, বিভিন্ন ধর্ম থেকে অর্থাৎ ঈমানদারগণ (وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ) তিনি ওদেরকে এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন, তাঁর রহমাত পাওয়ার জন্যে সৃষ্টি করেছেন, রহমতযোগ্য লোকদেরকে এবং মতভেদ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন মতপার্থক্য সৃষ্টিকারী পক্ষকে (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণ হয়েছেই, সাব্যস্ত হয়েছেই যে (لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ) আমি জিন্ ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই, কাফির জিন্ ও কাফির মানুষ দ্বারা।

(وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الرُّسُلِ) রাসূলগণের সকল বৃত্তান্ত, সকল ইতিহাস আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি যেমন বর্ণনা করলাম (مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ) যা দিয়ে আমি আপনার অন্তরকে দৃঢ় করি,

যাতে এটি দ্বারা আপনার অন্তর দৃঢ়তা লাভ করে যে, আপনার প্রতি যে আচরণ করা হচ্ছে আপনার মত অন্যান্য নবীগণের প্রতিও অনুরূপ আচরণ করা হয়েছিল। (وَجَاءَكَ) এর মাধ্যমে, এই সূরায় (فِى هٰذِهِ الْحَقُّ)। আপনার প্রতি এসেছে সত্য, সত্যের সংবাদ (وَمَوْعِظَةٌ) উপদেশ, পাপাচারিতা থেকে বিরত থাকার জন্যে (وَذِكْرٰى) এবং সাবধানবাণী সতর্কবাণী (لِلْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের জন্যে।

(وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ) যারা ঈমান আনে না, আল্লাহ্‌র প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ফিরিশ্‌তা, আসমানী কিতাবসমূহ এবং নবীগণের প্রতি তাদেরকে বলুন, (اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ) তোমাদের অবস্থানে থেকে তোমরা কাজ করতে থাক, তোমাদের ধর্মে থেকে তোমাদের গৃহে অবস্থান করে কাজ করে যাও আমার ধ্বংসে জন্যে (اِنَّا عٰمِلُوْنَ) আমরাও কাজ করছি, তোমাদের ধ্বংসের জন্যে।

(١٢٢) وَانْتَظِرُوْا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

(١٢٣) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○ ع

১২২. 'তোমরা প্রতীক্ষা কর আমরাও প্রতীক্ষা করছি'।

১২৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং তাঁর নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে। সুতরাং ইবাদত কর এবং তাঁরই উপর নির্ভর কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমাদের প্রতিপালক অনবহিত নন।

(وَانْتَظِرُوْا) এবং তোমরা অপেক্ষা কর, আমার ধ্বংসের (اِنَّا عٰمِلُوْنَ) আমরাও অপেক্ষায় আছি, তোমাদের ধ্বংসের।

(وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ) আকাশরাজি ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান বান্দাদের নিকট যা অদৃশ্য তার জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁরই নিকট সবকিছু ফেরৎ যাবে, বান্দার সকল কর্ম আখিরাতে আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরিয়ে নেয়া হবে (فَاعْبُدْهُ) সুতরাং তাঁরই ইবাদত করুন, তাঁরই আনুগত্য করুন (وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) তাঁর উপর নির্ভর করুন, তাঁর উপর ভরসা রাখুন। তোমরা যা কর, পাপাচারিতা ও অবাধ্যতা (وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ) সে সম্পর্কে আপনার প্রতিপালক অনবহিত নন। অপর ব্যাখ্যায় তোমাদের কর্ম সম্পর্কে তিনি যেন গাফিল নন (عَمَّا تَعْمَلُوْنَ) তেমনি তোমাদের শাস্তিও পরিত্যাগকারী নন।

سُوْرَةُ يُوْسُفَ

সূরা ইউসুফ

১০৯ আয়াত, ১১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۞

(٢) اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۞

(٣) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۞

১. আলিফ-লা-ম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।
২. আমি এটিকে আরবী ভাষায় কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।
৩. আমি আপনার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি। ওহীর মাধ্যমে আপনার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করে; যদিও এর পূর্বে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, (الٓر) আলিফ-লাম-রা; অর্থাৎ তোমরা যা বল এবং তোমরা যা কর আমি আল্লাহ্ তার সবই দেখি। আর মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের নিকট যা পাঠ করেছেন, তা আমারই বাণী। অপর ব্যাখ্যায় এটি একটি শপথ বাক্য। এতে আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন (تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, এই সূরা হালাল, হারাম ও আদেশ-নিষেধ স্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী কুরআন মজীদের আয়াত সমষ্টি।

(اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا) আমি এটি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, অর্থাৎ আমি হযরত জিবরাঈল (আ) কে আরবী ভাষা সম্বলিত কুরআনসহ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট অবতীর্ণ করেছি। (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ) যাতে তোমরা বুঝতে পার। তোমাদের যা আদেশ করা হয়েছে এবং যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ) আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি, বিবৃত করছি (اَحْسَنَ الْقَصَصِ) উত্তম কাহিনী, উৎকৃষ্ট ইতিহাস, আর তাহল ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইদের ইতিহাস। (بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا)

(الْقُرْاٰنَ)। ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করে, ওই বিষয়ে ওহী সহকারে তোমার নিকট হযরত জিবরাঈল (আ) কে কুরআন সহকারে প্রেরণের মাধ্যমে (وَاِنْ كُنْتَ) আপনি ছিলেন, বস্তুত আপনি ছিলেন (مِنْ قَبْلِهٖ) এর পূর্বে, কুরআনসহ আপনার নিকট জিব্‌রাঈল অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে (لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ) অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইদের ইতিহাস সম্বন্ধে বে-খবর লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

(٤) اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ ۝

(٥) قَالَ يٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

(٦) وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَاۤ اَتَمَّهَا عَلٰۤى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৪. স্মরণ কর, ইউসুফ তাঁর পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা! আমি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখেছি- দেখেছি ওদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।

৫. সে বলল, 'হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করো না। করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।'

৬. এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকূব পরিবার পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি তা পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম ও ইসহাকের প্রতি। তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(اِذْ قَالَ يُوْسُفُ) যখন ইউসুফ বলেছিল, বস্তুত হযরত ইউসুফ (আ) বলেছিলেন (لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ) তাঁর পিতাকে "হে আমার পিতা! আমি দেখেছি, স্বপ্নের মধ্যে (اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا) এগারটি নক্ষত্র, নিজ নিজ স্থান থেকে নেমে এসে আমাকে সম্মানসূচক সিজ্‌দা করল। এরা মূলত হযরত ইউসুফ (আ)-এর এগার ভাই (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ) আর সূর্য ও চন্দ্রকে, আমি সেগুলোকে দেখেছি আমার প্রতি সিজ্‌দা অবস্থায়, অর্থাৎ আমি সূর্য ও চন্দ্রকে দেখলাম যে নিজ, নিজ স্থান থেকে তারা নেমে এল এবং আমাকে সম্মানসূচক সিজদা করল, তাঁরা হলেন তাঁর পিতা ইয়াকূব (র) এবং মাতা রাহীল।

(قَالَ) সে বলল, ইয়াকূব (আ) গোপনে হযরত ইউসুফ (আ) কে বললেন, (يٰبُنَىَّ) হে আমার প্রিয় পুত্র! এর পর যদি কোন স্বপ্ন দেখ (رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا) তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের নিকট প্রকাশ করবে না, করলে তারা তোমার বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্র করবে. তোমার বিরুদ্ধে এক ফন্দি আঁটবে যাতে থাকবে তোমার ধ্বংস (اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ) শয়তান তো মানুষের, বনী আদমের (عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ) প্রকাশ্য শত্রু, তার শত্রুতা সুস্পষ্ট, তাদেরকে হিংসা বিদ্বেষের প্রতি প্ররোচিত করে।

(وَكَذٰلِكَ) এভাবে. এরূপে (يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ) তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন, বাছাই করে নিবেন নবুওয়াত দ্বারা (وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ) এবং তোমাকে শিক্ষা দিবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা, স্বপ্ন রহস্য (وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ) এবং তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন তোমার প্রতি, নবুওয়াত ও ইসলাম দিয়ে, অর্থাৎ এমতাবস্থায় তোমার মৃত্যু ঘটাবেন (وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ) এবং ইয়াকূবের পরিবার পরিজনের প্রতি,

তোমার দ্বারা, অর্থাৎ তোমার মাধ্যমে ইয়াকুবের পরিবার পরিজনদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন (كَمَا) (اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ) যেমন তা পূর্ণ করেছে, তাঁর নিয়ামতপূর্ণ করেছে নবুওয়াত ও ইসলাম প্রদান করে (مِنْ قَبْلُ) ইতোপূর্বে, তোমার পূর্বে (اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ) তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম (আ) ও ইসহাক (আ) এর প্রতি। (اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবগত তাঁর নিয়ামত সম্পর্কে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময় তা পূর্ণ করার ব্যাপারে। অপর ব্যাখ্যায় তিনি অবগত তোমার স্বপ্ন সম্পর্কে, প্রজ্ঞাময় তোমার প্রতি যা আরোপ করবেন সে বিষয়ে।

(৭) لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝

(৮) اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰۤى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۝ ۚۖ

(৯) اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝

(১০) قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝

৭. ইউসুফ এবং তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

৮. স্মরণ কর, ওরা বলেছিল, আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তার ভাই আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটি সংহত দল, আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছেন।

৯. ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে পেলে আস, ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতি নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে।

১০. ওদের মধ্যে একজন বলল, ইউসুফকে হত্যা করো না এবং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও, তাহলে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাত্রী দলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

(لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ اٰيٰتٌ) ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মধ্যে তাদের বৃত্তান্তে নিদর্শন রয়েছে, শিক্ষা রয়েছে (لِّلسَّآئِلِيْنَ) জিজ্ঞাসুদের জন্যে। যারা তাঁর বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে চায় তাদের জন্যে, ইয়াহূদীদের জনৈক ধর্ম যাজককে উপলক্ষ্য করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

(اِذْ قَالُوْا) যখন তারা বলেছিল, ইউসুফ (আ) এর ভাইগণ পরস্পর বলাবলি করেছিল (لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ) ইউসুফও তাঁর ভাই, বিনয়ামীন (اَحَبُّ اِلٰى اَبِيْنَا مِنَّا) আমাদের পিতার নিকট আমাদের চাইতে অধিক প্রিয়, তাঁর নিকট অধিক প্রভাবশালী (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) অথচ আমরা একটি সংহত দল, দশজন বিশিষ্ট (اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) আমাদের পিতা তো স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছেন। ইউসুফের প্রতি ভালবাসা এবং আমাদেরকে বাদ দিয়ে তাকে মনোনীত করায় তিনি প্রকাশ্য ভুলের মধ্যে আছেন।

তারপর তাদের একজন অন্যজনকে বলল। (اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا) ইউসুফকে হত্যা করে ফেল অথবা তাঁকে কোন স্থানে ফেলে আস, কোন কূপে নিয়ে ফেলে আস (يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ) ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট থাকবে, তোমাদের পিতা তোমাদের প্রতি মনোযোগী হবেন (وَتَكُوْنُوْا بَعْدِهٖ) এবং তারপর, তাকে হত্যার পর (قَوْمًا صٰلِحِيْنَ) তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে, হত্যাজনিত পাপ হতে তাওবা করে নিবে অপর ব্যাখ্যায় তোমাদের পিতার সাথে তোমরা সুসম্পর্কশীল হয়ে যাবে।

(قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ) তাদের মধ্যে একজন বলল, ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের মধ্য থেকে একজন বলল, সে ছিল ইয়াহুয়া (যিহুদা) সে তার ভাইদেরকে বলল (لَاتَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَ اَلْقُوْهُ) তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, তাকে ফেলে দাও, বরং তাকে নিক্ষেপ কর (فِىْ غَيٰبَتِ) গভীর কূয়োয়, কূয়োর তলদেশে, অপর ব্যাখ্যায় কূয়োর ঘন অন্ধকারে (يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ) যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে, মুসাফির ও পথিকদের কেউ তাকে উদ্ধার করে নিয় যাবে (اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ) যদি তোমরা কিছু করতে চাও। তাকে নিয়ে, তারপর তারা তাদের পিতার নিকট এল।

(١١) قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَالَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۝
(١٢) اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝
(١٣) قَالَ اِنِّىْ لَيَحْزُنُنِىْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۝
(١٤) قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّاۤ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝

১১. ওরা বলল, হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না কেন, যদিও আমরা তার শুভাকাঙ্ক্ষী।
১২. আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।
১৩. সে বলল, এটা আমাকে কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে আর তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে।
১৪. ওরা বলল, আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হব।

(قَالُوْا) তারা বলল, পিতাকে (يٰۤاَبَانَا مَالَكَ لَاتَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ) হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না কেন? (وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ) অথচ আমরা তার শুভাকাঙ্ক্ষী, হিফাযতকারী।

(اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ)) আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন সে ফলমূল খাবে, আসা যাওয়া করবে এবং আমোদ স্ফূর্তি করবে (وَيَلْعَبْ)ও খেলাধুলা করবে, ক্রীড়া কৌতুক করবে(وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ) আমরা তো তার রক্ষণাবেক্ষণকারী, তার প্রতি স্নেহশীল।

(قَالَ) সে বলল, তাদের পিতা বললেন (اِنِّىْ لَيَحْزُنُنِىْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ) এটি আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, তারপর আমি তাকে দেখব না (وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ) আর আমি আশংকা করি যে, নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। কারণ হযরত ইয়াকুব (আ) স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, একটি নেকড়ে বাঘ হযরত ইউসুফের উপর আক্রমণ করেছে। এজন্যেই তিনি বললেন যে, আমি আশংকা করি যে, তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে। (وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ) যখন তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হবে, ব্যস্ত থাকবে নিজ নিজ খেলাধূলায়, অপর ব্যাখ্যায় যখন তোমরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকবে।

(قَالُوْا) তারা বলল, তাদের পিতাকে (لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও, দশজনের ঐক্যবদ্ধ শক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাকে যদি নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে তবে তো (اِنَّا اِذًا) (لَّخٰسِرُوْنَ) আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব, অক্ষম প্রমাণিত হব। অপর ব্যাখ্যায় পিতা ও ভাইয়ের মর্যাদা রক্ষায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হব।

(১৫) فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْۤا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

(১৬) وَجَآءُوْۤ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ○

(১৭) قَالُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ○

১৫. তারপর ওরা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হল, সেই অবস্থায় আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, 'তুমি ওদেরকে ওদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দিবে যখন ওরা তোমাকে চিনবে না'।

১৬. ওরা রাতের প্রথম প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট আসল।

১৭. ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিল। তারপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী।

(فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ) তারপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল, পিতার অনুমতি দেওয়ার পর (وَاَجْمَعُوْا اَنْ (يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ) এবং তাকে গভীর কুয়োয় ফেলতে একমত হল, কুয়োর তলদেশে ফেলে দিতে সবাই একমত হল (وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ) তখন আমি তার নিকট ওহী প্রেরণ করলাম, ইউসুফের নিকট জিব্রাঈল (আ) কে প্রেরণ করলাম। অপর ব্যাখ্যায় তার মনে 'ইল্হাম' বা ভাব সৃষ্টি করে দিলাম যে (لَتُنَبِّئَنَّهُمْ (بِاَمْرِهِمْ هٰذَا) তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দিবে, হে ইউসুফ! তোমাকে নিয়ে তাদের এই অপকর্মের কথা অবশ্যই বলে দিবে (وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ) যখন তারা তোমাকে চিনবে না, তারা বুঝতে পারবে না যে, তুমিই ইউসুফ, তখন তুমি তাদেরকে অবহিত করে দিবে। অপর ব্যাখ্যায় ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আগত ওহী সম্বন্ধে তারা অবগত নয়।

(وَجَآءُوْۤ اَبَاهُمْ عِشَآءً) তারা এল তাদের পিতার নিকট সন্ধ্যা বেলা, দুপুরের পর (يَّبْكُوْنَ) কাঁদতে কাঁদতে, ইউসুফের শোকে।

(قَالُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ) তারা বলল 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করছিলাম, তীর নিক্ষেপ ও শিকার করছিলাম (وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا) ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের মালপত্রের নিকট, ওগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে (فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ) তারপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে, যেমনটি আপনি বলেছিলেন (وَمَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا) কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস

করবেন না, সত্যবাদী বলে মেনে নিবেন না (وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ) যদিও আমরা সত্যবাদী হই; আমাদের বক্তব্যে।

(١٨) وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ○

(١٩) وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

১৮. ওরা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। সে বলল, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমার সাহায্য স্থল।

১৯. এক যাত্রীদল আসল, ওরা ওদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল, সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, কী সুখবর! এ যে, এক কিশোর! তারপর ওরা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল ওরা যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

(وَجَاءُوْا عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ) তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল, অপর ব্যাখ্যায় তাজা রক্ত মাখিয়ে এনছিল। 'দাল' সহ পাঠ করলে এরূপ অর্থ হবে। (قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا). সে বলল, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে, হযরত ইউসুফ (আ) কে হত্যা করার জন্যে তারপর তোমরা তা করেছ (فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ) সুতরাং পূর্ণধৈর্যধারণই শ্রেয়। সুতরাং এখন আমার কর্তব্য হল অস্থির না হয়ে পূর্ণধৈর্যধারণ করা (وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ) আল্লাহ্‌ই সাহায্য স্থল, তাঁর কাছেই সাহায্য চাইছি। তোমরা ইউসুফ সম্পর্কে যা বলছ সে বিষয়ে আমার কর্তব্য হল ধৈর্যধারণ করা। তিনি তাদের কথা বিশ্বাস করেন নি কারণ তারা ইতোপূর্বে বলেছিল যে, চোরেরা তাকে খুন করেছে।

(وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ) এক যাত্রী দল এল। মাদইয়ান থেকে একদল মুসাফির মিসরে যাচ্ছিল। দিকভ্রম হয়ে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর পথে পথে ঘুরতে লাগল। একসময় তারা কুয়ো এলাকায় এসে পৌঁছল। এটি হল মিসর ও মাদইয়ান এলাকার মধ্যবর্তী দাওসার অঞ্চল। তারা সেখানে যাত্রা বিরতি করল। (فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ) তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল, তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় পানির খোঁজে লোক প্রেরণ করল। ইউসুফ (আ) সে কুয়োর মধ্যে ছিলে মালিক ইব্‌ন দুরি সে কুয়োর নিকট পৌঁছল (فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ) সে তার পানির বালতি কুয়োয় ছেড়ে দিল, তার পাত্র নামিয়ে দিল। ইউসুফ (আ)-এর কুয়োয়, তখন সে তার বালতি কুয়ো থেকে টেনে তুলতে পারছিল না। কুয়োর মধ্যে তাকিয়ে সে দেখল একটি শিশু পাত্র ধরে ঝুলে রয়েছে। সে তার সাথীদেরকে ডাক দিল এবং (قَالَ يٰبُشْرٰى) বলে উঠল, কি সুখবর, হে আমার সাথিগণ! এত আমাদের জন্য শুভ সংবাদ, তার সাথীগণ বলল, 'হে মালিক ব্যাপার কি? সে বলল (هٰذَا غُلٰمٌ) এ এক কিশোর, সুন্দরতম কিশোর। তারা সবাই সেখানে একত্রিত হলো এবং হযরত ইউসুফ (আ)-কে কুয়ো থেকে তুলে নিল (وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً) তারপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল এবং সম্প্রদায়ের লোকদের

থেকে তাকে গোপন রাখল। নিজেদের লোকজনকে তারা বলল, এটি একটি সম্পদ পানি সংগ্রহকারীরা এটি অর্জন করেছে। এটিকে আমরা মিস্‌র নিয়ে বিক্রি করব (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ) তারা যা করছিল আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তার সাথে যে আচরণ করেছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবগত ছিলেন। অপর ব্যাখ্যায় মুসাফিরের দল তাঁর সাথে যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত।

(২০) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ۟

(২১) وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖۤ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۫ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

২০. এবং ওরা তাকে বিক্রয় করল স্বল্প মূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, ওরা ছিল তার ব্যাপারে নির্লোভ।

২১. মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তাঁর স্ত্রীকে বলল, এর থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা কর সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি। এবং এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবার জন্যে। আল্লাহ্ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

(وَشَرَوْهُ) তারা তাকে বিক্রি করে দিল, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তাঁকে মালিক ইব্‌ন দু'র-এর নিকট বিক্রি করল (بِثَمَنٍ) অল্প মূলে, অল্প ওজনের মূল্যের বিনিময়ে, অপর ব্যাখ্যায় ত্রুটিযুক্ত মুদ্রার বিনিময়ে, অপর ব্যাখ্যায় হারাম মূল্যের বিনিময়ে (دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ) মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, ২০ দিরহাম, অপর ব্যাখ্যায় ৩২ দিরহামের বিনিময়ে (وَكَانُوْا فِيْهِ) তারা এতে হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিক্রয় মূল্যে (مِنَ الزَّاهِدِيْنَ) নির্লোভ ছিল, এর প্রতি মুখাপেক্ষী ছিল না। অপর ব্যাখ্যায় হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা ইউসুফ (আ)-এর সম্পর্কে নিরাসক্ত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিল।

(وَقَالَ الَّذِىْ اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ) মিসরের যে ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করেছিল, সে ইউসুফ (আ) কে ক্রয় করেছিল, অর্থাৎ মিসরের অর্থ মন্ত্রী আযীয, সে একই সাথে সেনাপতিও ছিল। তার নাম ছিল কিতফীর (ফুরিয়ার) (لِامْرَاَتِهٖ) সে তার স্ত্রীকে বলেছিল, যুলায়খাকে বলেছিল (اَكْرِمِىْ مَثْوَاهُ) তাঁর সম্মানজনক থাকার ব্যবস্থা কর, তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাক (عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا) সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে, আমাদের অক্ষমতার সময়ে (اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا) অথবা আমরা তাঁকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি, পালকপুত্র বানাতে পারি। মালিক ইব্‌ন দুর থেকে ২০ দিরহাম একজোড়া কাপড় এবং একজোড়া জুতোর বিনিময়ে সে হযরত ইউসুফ (আ) কে ক্রয় করেছিল। (وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ) এবং এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। ইউসুফকে সে দেশের শাসক বানালাম (وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ) তাঁকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, স্বপ্নের তাবীর শিক্ষা দিবার জন্যে (وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ) আল্লাহ্ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত। আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমতাধীন বিষয়সমূহ

বাস্তবায়নে অপ্রতিরোধ্য। তাঁর নির্ধারিত বিষয়সমূহে বাধা দিবার ক্ষমতা কারো নেই। (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মিসরবাসীগণ (لَا يَعْلَمُوْنَ) জানে না তা এবং তা বিশ্বাস করে না। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা যে তাঁর কর্ম বাস্তবায়নে অপ্রতিরোধ্য সেটি মিসরবাসী লোকেরা জানে না।

(২২) وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

(২৩) وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْۤ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

(২৪) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ○

২২. সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।

২৩. সে যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল সে তার নিকট থেকে অসৎকর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল ও বলল 'আইস,'। সে বলল, আমি আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি, তিনি আমার প্রভু, তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন, সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।

২৪. সেই রমণী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্যে এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

(وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ) সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, ১৮ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত জীবনকালকে বা পূর্ণ যৌবন বলা হয় (اٰتَيْنٰهُ) আমি তাকে দান করলাম, প্রদান করলাম (حُكْمًا وَّعِلْمًا) হিকমত ও জ্ঞান, বোধশক্তি ও নবুওয়াত (وَكَذٰلِكَ) এভাবে, এরূপে (نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ) আমি পুরস্কৃত করি সৎকর্ম-পরায়ণদেরকে, যারা কথা ও কাজে সৎ তাদেরকে পুরস্কৃত করি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা।

(وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ) সে যে মহিলার গৃহে ছিল সে তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করল, তার সাথে যৌন মিলন কামনা করল (وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ) এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল, তার এবং ইউসুফ (আ)-এর বাড়িতে (وَقَالَتْ) এবং সে বলল, হযরত ইউসুফকে উদ্দেশ্য করে (هَيْتَ لَكَ) এস, এদিকে এসো আমি তোমার জন্যে প্রস্তুত। অপর ব্যাখ্যায় এগিয়ে এসো, আমি তোমার জন্যে প্রস্তুত, অপর ব্যাখ্যায় আমি তোমার জন্যে তৈরি হয়ে আছি। মূলত যদি 'হা' (ه) ও 'তা' (ت) বর্ণে 'যবর' সহ পাঠ করা হয় তবে অর্থ হবে 'আমার দিকে এসো।' আর (ه) বর্ণে যের, 'তা' (ت) বর্ণে 'পেশ' ও হামযা সহ পাঠ করলে অর্থ হবে, 'আমি তোমার জন্যে তৈরী হয়ে আছি।' যদি '(ه)' বর্ণে যবর ও (ت) 'তা' বর্ণে 'পেশ' সহ পাঠ করা হয় তবে অর্থ হবে 'এসো আমি তোমার জন্যে আছি।' (সে বলল) ইউসুফ (আ) বললেন (قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ)। আমি আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি, এই অপকর্ম থেকে আল্লাহ্‌রই আশ্রয় কামনা করছি (اِنَّهٗ رَبِّىْ) তিনি আমার মালিক, আযীয আমার মালিক (اَحْسَنَ مَثْوَاىَ) তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন, আমার

সম্মান ও মর্যাদার মূল্য দিয়েছেন; আমি তাঁর পারিবারিক বিষয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারি না (إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)। সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না, যিনাকারীরা আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা পায় না।

(وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ) সে তো তার প্রতি আসক্তি হয়েছিল, ওই রমণী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল (وَهَمَّ بِهَا) এবং সেও, ইউসুফ (আ) ও তার প্রতি ওই মহিলার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত (لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ) যদি না তার প্রতিপালকের নিদর্শন দেখত, তার প্রতিপালকের শাস্তি অনিবার্য বলে না জানত। আর তিনি তখন তাঁর পিতার চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন। অপর ব্যাখ্যায় তিনি যদি তাদের জন্যে আল্লাহ্র নিদর্শন না দেখতে পেতেন, আয়াতে আগ পর রয়েছে (كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ) এভাবে, এরূপে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম তাকে মন্দ কর্ম, খারাপ কাজ (السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ) ওঅশ্লীলতা থেকে, যিনা থেকে রক্ষা করবার জন্যে, (إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ) সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত, যিনা থেকে পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

(২৫) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(২৬) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

২৫. ওরা উভয়েই দৌড়িয়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রী লোকটি পিছ হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। তারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পেল। স্ত্রীলোকটি বলল, যে ব্যক্তি তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে, তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কি দণ্ড হতে পারে?

২৬. ইউসুফ বলল, সেই আমা হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিল। স্ত্রীলোকটির পরিবারে এক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি ওর জামার সামনের দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী'।

(وَاسْتَبَقَا الْبَابَ) তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল, দ্রুত এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ইউসুফ (আ) গেলেন দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে আর যুলায়খা গেল দরজা লাগিয়ে ইউসুফকে আটকিয়ে রাখতে। যুলায়খা হযরত ইউসুফের আগে দরজায় পৌছে গিয়েছিল (وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ) এবং স্ত্রীলোকটি পিছ হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। হযরত ইউসুফ (আ)-এর জামাটি পিছনের দিকে ঠিক মাঝখান থেকে ছিঁড়ে তাঁর দু'পা পর্যন্ত দু'টুক্‌রা করে ফেলেছিল (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ) তারা স্ত্রী লোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পেল, অপর ব্যাখ্যায় তার চাচাত ভাইকে দরজার নিকট পেল। (قَالَتْ) সে বলল, মহিলাটি তার স্বামীকে বলল (مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا) যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে, যিনা করতে চায় (إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) তার জন্যে কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ছাড়া, বেদম প্রহার ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে?

(قَالَ) সে বলল, ইউসুফ (আ) বললেন, (هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي) সেই আমার নিকট হতে অসৎ কর্ম কামনা করেছিল, সেই আমাকে ডেকে ছিল এবং আমার সাথে মিলিত হতে চেয়েছিল। (وَشَهِدَ شَاهِدٌ) (مِنْ أَهْلِهَا) স্ত্রী লোকটির পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল, মীমাংসাকারী মীমাংসা করে দিল, সে ছিল মহিলার আপন ভাই অপর ব্যাখায় তার চাচাত ভাই (إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ) যদি তার জামার, ইউসুফ (আ)-এর জামার (قُدَّ مِنْ قُبُلٍ) সামনের দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে, ছেঁড়া হয়ে থাকে তবে সে, স্ত্রীলোকটি (فَصَدَقَتْ) সত্য কথা বলেছে (وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী।

(٢٧) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○
(٢٨) فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ○
(٢٩) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ○
(٣٠) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○

২৭. 'কিন্তু ওর জামা যদি পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী'।
২৮. স্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে, তখন সে বলল, এটি তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ।
২৯. 'হে ইউসুফ। তুমি এটা উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তুমিই তো অপরাধী।
৩০. নগরে কতিপয় নারী বলল, 'আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস থেকে অসৎকর্ম কামনা করছে, প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে'।

(وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ) আর যদি তার জামা, ইউসুফ (আ)-এর জামা। পেছন দিক থেকে ছিন্ন হয়ে থাকে, ছেঁড়া হয়ে থাকে তবে সে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা বলেছে (فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ) এবং পুরুষটি সত্যবাদী, তার বক্তব্যে সে, মহিলাটি আমাকে ফুসলিয়েছে"।

(فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ) যখন সে দেখল যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়েছে, পশ্চাৎ দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে (قَالَ) তখন সে বলল, মহিলাটির ভাই বলল (إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ) এটি তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ষড়যন্ত্র ও অপকর্ম (إِنَّ كَيْدَكُنَّ) তোমাদের ছলনা, তোমরা নারীদের ষড়যন্ত্র ও অপকর্ম (عَظِيمٌ) ভীষণ। সুস্থ, অসুস্থ, সৎ-অসৎ সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তারপর স্ত্রীলোকটির ভাই হযরত ইউসুফ (আ)-কে বলল।

(يُوسُفُ) হে ইউসুফ! ওহে ইউসুফ! (أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا) তুমি এটি উপেক্ষা কর, এটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, কাউকে এ ঘটনা বলো না। তারপর সে মহিলাটিকে বলল, (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ) তুমি তোমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর' হে রমণী! তোমার অপরাধের ক্ষমা চেয়ে দায়মুক্ত হও এবং আপন

অপকর্মের জন্যে নিজের স্বামীর নিকট ওযর পেশ কর (اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـئِيْنَ) তুমিই তো অপরাধী, আপন স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকিনী। এর পর তাদের উভয়ের ঘটনা শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

(وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ) নগরের কতিপয় নারী বলল, তারা ছিল সংখ্যায় চারজন। রাজার পানীয় পরিবেশনকারীর স্ত্রী, রাজার কারা পরিচালকের স্ত্রী, রান্না ঘর পরিচালকের স্ত্রী এবং পশু সম্পদ পরিচালকের স্ত্রী (امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ) আযীযের স্ত্রী, যুলায়খা (تُرَاوِدُ فَتٰـهَا عَنْ نَّفْسِـهٖ) তার যুবক দাসকে ফুসলিয়েছে, আপন ক্রীতদাস থেকে মিলন প্রার্থনা করেছে (قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا) প্রেম তাকে উম্মত্ত করেছে, ইউসুফের প্রেম তার হৃদয়ের আবরণ ছিঁড়ে ফেলেছি। অপর ব্যাখ্যায় 'শীন' (ش) আর 'আইন' (ع) যোগে شَعَفَهَا পাঠ করলে অর্থ হবে ইউসুফ এর প্রেমে মহিলাটির পেট ভর্তি হয়ে রয়েছে (اِنَّا لَنَرٰهَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। আপন ক্রীতদাস ইউসুফের প্রেমে মজে থাকার ভুলের মধ্যে।

(٣١) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝

(٣٢) قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝

৩১. স্ত্রীলোকটি যখন ওদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে ওদের ডেকে পাঠাল, ওদের জন্যে আসন প্রস্তুত করল। ওদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং ইউসুফ কে বলল, ওদের সম্মুখে বের হও। তারপর ওরা যখন তাঁকে দেখল তখন ওরা তার গরিমায় আভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। ওরা বলল, অদ্ভূত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্‌তা।'

৩২. সে বলল, 'এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। আমি তা হতে অসৎ কর্ম কামনা করেছি, কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে, আমি তাকে যে আদেশ করেছি সে যদি তা না করে,তবে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

(فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ) সে যখন ওদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তাদের বক্তব্য শুনল (اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ)। সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল, ভোজের নিমন্ত্রণ করল (وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً) এবং তাদের জন্যে আসন প্রস্তুত করল, বালিশ সাজিয়ে রাখল এগুলোতে হেলান দেওয়ার জন্যে। তাশদীদ যোগে পাঠ করলে এ অর্থ, তাশদীদ বিহীন পাঠ করলে অর্থ হবে 'তাদের জন্যে লেবু তৈরী করে রাখল।' এর পর সে, গোশত ও রুটি এনে তাদের কাছে রাখল। সে দিল, প্রদান করল (وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِـدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا) তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি গোশত কাটার জন্যে, কারণ তারা নিজেদের ছুটি দ্বারা কাটা ব্যতীত কোন গোশত খেতনা। (وَّقَالَتِ) তার সে বলল, যুলায়খা বলল, হযরত ইউসুফ (আ)-কে (اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ) ওদের সম্মুখে বের হও' হে ইউসুফ! (فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ) তারপর তারা যখন তাঁকে দেখল তখন তারা তাঁর গরিমায় অভিভূত হল তাঁকে বিরাট ও মহান জ্ঞান করল (وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ) এবং নিজেদের হাত কেটে

ফেলল, ইউসুফ (আ)-এর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আত্মহারা হয়ে, ছুরি দ্বারা তারা নিজেদের হাতে খোঁচা মেরে দিল (وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ) এবং তারা বলল, আল্লাহ্র মাহাত্ম্য আল্লাহ্র আশ্রয় চাই (مَا هٰذَا بَشَرًا) এতো মানুষ নয়, আদম সন্তান নয় (إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ) এতো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্‌তা, আপন প্রতিপালকের নিকট সম্মানিত।

(قَالَتْ) সে বলল, যুলায়খা তাদেরকে বলল, (فَذٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ) এই সে, যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ (وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ) আমি তো তার নিকট থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছি, তাকে আহ্বান জানিয়েছি আমার সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে (فَاسْتَعْصَمَ) সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে, সততা ও পবিত্রতার গুণে আমার অপচেষ্টা থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে, (وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ) আমি তাকে যা আদেশ করি সে যদি তা না করে সে কারারুদ্ধ হবেই, কারাগারে বন্দী হবেই। (وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ) এবং সে হীন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে, কারা অভ্যন্তরে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। উপস্থিত রমনীগণ হযরত ইউসুফ (আ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, আপনি আপনার মালিকের নির্দেশ পালন করুন।

(٣٣) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○

(٣٤) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৩৩. ইউসুফ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক। এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে, তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়, আপনি যদি ওদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব'।

৩৪. তারপর তাঁর প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন, এবং তাকে ওদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(قَالَ) সে বলল, হযরত ইউসুফ (আ) বললেন, (رَبِّ) হে প্রতিপলক! হে আমার প্রতিপালক (السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) এই নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তার অপেক্ষা, যিনা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়, আপনি যদি আমাকে রক্ষা না করেন তাদের ছলনা থেকে, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে (وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ) আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব, ঝুঁকে পড়ব (وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) এবং আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। যারা আপনার নিয়ামত সম্পর্কে অজ্ঞাতদের দলভুক্ত হব। অপর ব্যাখ্যায় যিনাকারদের অন্তর্ভুক্ত হব।

(فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ) তারপর তার প্রতিপালক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন, তাঁর দু'আ কবুল করলেন। (فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ) এবং তাকে তদের ছলনা থেকে রক্ষা করলেন, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত রাখলেন (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ) তিনি সর্বশ্রোতা, দু'আ শুনেন (الْعَلِيمُ) সর্বজ্ঞ, দু'আ কবুল করার মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। অপর ব্যাখ্যায় তিনি শ্রবণকারী তার বক্তব্য সম্পর্কে, অবগত তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে।

(٣٥) ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ۟

(٣٦) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّىْۤ اَرٰىنِىْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّىْۤ اَرٰىنِىْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِىْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۟

৩৫. নিদর্শণাবলী দেখার পর ওদের মনে হল যে, তাকে কিছু কালের জন্যে কারারুদ্ধ করতেই হবে।

৩৬. তাঁর সাথে দুইজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল, ওদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আঙ্গুর নিংড়িয়ে রস বের করছি,' এবং অপর জন বলল 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার মাথায় করে রুটি বহন করছি এবং পাখী তা থেকে খাচ্ছে। আমাদের কে আপনি এটার তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি'।

(ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ) তারপর নিদর্শনাবলী দেখার পর, জামা ছেঁড়ার ঘটনা এবং মহিলার ভাইয়ের মীমাংসা ইত্যাদি দেখার পর তাদের মনে হল, তাদের নিকট প্রকাশিত হলো অর্থাৎ আযীযের মনে হল (لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ) তাকে কিছুকালের জন্যে কারারুদ্ধ করতে হবেই। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপর ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে মানুষের সমালোচনা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত।

(وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ) তাঁর সাথে কারাগারে প্রবেশ করল, তাঁর কারাগারে প্রবেশের পাঁচ বছর পর কারাগারে প্রবেশ করল দু'জন যুবক, রাজার দুই দাস। একজন সাকী বা পানীয় পরিবেশনকারী আর অপরজন রাজার বাবুর্চি। রাজা তাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। (فَتَيٰنِ قَالَ اَحَدُهُمَا) তাদের একজন বলল, পানীয় পরিবেশনকারী বলল, (اِنِّىْۤ اَرٰىنِىْۤ) আমি আমাকে দেখেছি, আমি নিজেকে দেখলাম (اَعْصِرُ خَمْرًا) আমি মদ নিংড়াচ্ছি, আঙুর চিপে মদ বানাচ্ছি এবং রাজাকে তা পান করাচ্ছি। তার স্বপ্ন ছিল যে, সে ঘুমের মধ্যে যেন দেখেছে যে, সে একটি আঙুর বাগানে প্রবেশ করছে, বাগানে সে, একটি সুন্দর আঙুর লতা দেখতে পেল, তাতে রয়েছে তিনটি শাখা, শাখাগুলোতে আঙুরের থোকা। সে আঙুর তুলে নিল, এবং তা থেকে রস নিংড়িয়ে রাজাকে দিল পান করতে। তখন হযরত ইউসুফ (আ) বললেন, তোমার স্বপ্ন খুবই প্রশংসাযোগ্য। তুমি যে আঙুর বাগান দেখেছ তা হলো তোমার কর্ম, সে কর্মে তুমি ইতোপূর্বে নিয়োজিত ছিলে, এটির লতা হলো তোমার কর্তৃত্ব আর সেটির সৌন্দর্য হল তোমার ইযযত ও সম্মান। এটির লতার উপর তিনটি শাখা হলো তুমি কারাগারে থাকবে মাত্র তিন দিন। তারপর তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। এবং তুমি তোমার কর্মে ফিরে যাবে। আর তোমার আঙুর চিপে রস বের করে তা রাজাকে প্রদান করা হলে রাজা তোমাকে তোমার কাজে পুনর্বহাল করবেন। তোমাকে সম্মান করবেন এবং তোমার সাথে সদাচরণ করবেন। (وَقَالَ الْاٰخَرُ) অপরজন বলল, বাবুর্চি বলল (اِنِّىْۤ اَرٰىنِىْۤ) আমি আমাকে দেখলাম, ঘুমের মধ্যে নিজেকে দেখলাম (اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِىْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ) যে আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করছি এবং পাখি তা হতে খাচ্ছে। তার মূল স্বপ্ন হল সে ঘুমের মধ্যে দেখল যে, সে যেন রাজার রান্না ঘর থেকে বের হল, তার মাথায় ছিল তিন স্তর রুটি, ইত্যবসরে একটি পাখী নেমে এল এবং উপরের স্তর থেকে খাওয়া শুরু করে দিল। হযরত ইউসুফ (আ) বললেন, তুমি তো খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছ। তোমার রান্নাঘর থেকে বের হওয়া অর্থ তোমার কর্ম থেকে বরখাস্ত হওয়া আর রুটি তিনটি স্তর অর্থ তুমি তিনদিন কারাগারে থাকবে। আর তোমার মাথার উপর থেকে পাখীর আহার অর্থ তিন দিন পর রাজা তোমাকে কারাগার থেকে বের করে নিয়ে যাবে এবং তোমাকে শূলীতে চড়াবে। আর পাখিরা তোমার মাথার গোস্ত

খাবে। স্বপ্ন শুনে ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্বে তারা দুইজনে হযরত ইউসুফ (আ)-কে বলেছিল (نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ) আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দিন, (اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ) আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি, কারা বন্দীদের প্রতি অপর ব্যাখ্যায় আপন বক্তব্যে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত দেখছি।

(৩৭) قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ؕ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

(৩৮) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

(৩৯) يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

৩৭. ইউসুফ বলল, 'তোমাদের যে খাদ্য দেওয়া হয় তা আসার পূর্বে আমি তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব, আমি যা তোমাদেরকে বলব, তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা হতে বলব, যে সম্প্রদায় আল্লাহে বিশ্বাস করে না ও আখিরাতে অবিশ্বাসী আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি'।

৩৮. 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক, এবং ইয়াকূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের প্রতিও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৩৯. 'হে কারা-সংগীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়? না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্?

(قَالَ) সে বলল, ইউসুফ (আ) তাদেরকে বললেন, এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বপ্ন ব্যাখ্যার যোগ্যতা ও জ্ঞানের কথা তাদেরকে জানাবেন (لَايَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖ) তাদেরকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, যা তোমরা আহার কর (اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا) তা আসার পূর্বে সে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, ওই খাদ্যের রং এবং প্রকৃতি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। তাহলে তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব না কেন? এটি এই ব্যাখ্যা (ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ) আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার অংশ। আমি এমন এক সম্প্রদায়ের মতবাদ বর্জন করেছি, তারপর আমি তাদের দ্বীন অনুসরণ করি না। (لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ الْاٰخِرَةِ) যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করো না এবং আখিরাতকে, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানকে (هُمْ كٰفِرُوْنَ) যারা অস্বীকার করে, প্রত্যাখ্যান করে।

(وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ) আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূবের মতবাদের। আমি আমার পিতৃপুরুষের দ্বীনে অবিচল রয়েছি (مَا كَانَ لَنَآ) আমাদের কাজ নয়, আমাদের জন্যে জায়িয নয় (اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ) আল্লাহ্‌র সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা, মূর্তি প্রতিমা ইত্যাদি (ذٰلِكَ) এটি এই সুন্দর দ্বীন, নবুওয়াত ও ইসলাম, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহিমান্বিত করেছেন (مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ) আমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ,

আল্লাহ্‌র দয়া এবং সকল মানুষের জন্য অনুগ্রহ। আমাদের প্রতি তাদেরকে রাসূলরূপে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অপর ব্যাখ্যায় এটি আল্লাহর অনুগ্রহ ঈমানদারদের জন্যে কারণ ঈমান আনয়নের সুযোগ দিয়ে আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ, মিসর অধিবাসীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, এ বিষয়ে ঈমান আনে না।

(يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ) হে কারাসংগীদ্বয়! এতদ্বারা কারা রক্ষীও কয়েদীদেরকে সম্বোধন করেছেন। (ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ) ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, পরস্পর বিচ্ছিন্ন একাধিক উপাস্যের উপাসনা (خَيْرٌ) (اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) ভাল না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্, নাকি সন্তান-সন্ততি ও শরীক সমকক্ষ থেকে পবিত্র, সৃষ্টিজগতের উপর মহাক্ষমতাশালী একক আল্লাহ্‌র ইবাদত শ্রেয়?

(٤٠) مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٤١) يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۭ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ○

৪০. তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের 'ইবাদত করছ' যে নাম তোমাদের পিতৃপুরুষও তোমরা রেখেছ, এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নি। বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারোর ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত, এটাই সরল দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

৪১. 'হে কারা সংগীদ্বয়! তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তার প্রভুকে মদ পান করাবে এবং অপরজন শূলবিদ্ধ হবে,তারপর তার মাথা হতে পাখী আহার করবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

(مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ) তোমরা তো তাঁকে ছেড়ে, তাঁকে বাদ দিয়ে কতক নামের উপাসনা করছ, প্রাণহীন মূর্তির উপাসনা করছ (اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ) এই নামগুলো রেখেছ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা, উপাস্যরূপে এ বিষয়ে এগুলোর উদ্দেশ্যে তোমাদের উপাসনা করার পক্ষে (مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ) আল্লাহ্ কোন প্রমাণ পাঠান নি, কোন কিতাব ও দলীল নাযিল করেন নি (اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ)। বিধান দেওয়া, আদেশ নিষেধের হুকুম দেয়া অপর ব্যাখ্যায় দুনিয়া ও আখিরাতে বিচার ও ফায়সালা দেওয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র অধিকার। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, সকল আসমানী কিতাবে (اَلَّا تَعْبُدُوْۤا) যে তোমরা তাঁর ব্যতীত, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত (اِلَّاۤ اِيَّاهُ) অন্য কারো ইবাদত করো না, অন্য কারো একত্ববাদ মেনে নেবে না। (ذٰلِكَ) এটি এই তাওহীদ ও একত্ববাদই (الدِّيْنُ الْقَيِّمُ) সরল দ্বীন। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, তিনি এ দ্বীনই মনোনীত করেছেন আর এই দ্বীন হলো দ্বীন-ই-ইসলাম। (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ)। কিন্তু অধিকাংশ লোক মিসর বাসিরা জানে না, এটি এবং সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তারপর হযরত ইউসুফ (আ) যুবকদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করে বলেন।

(يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمَا) হে কারা সংগীদ্বয়! বস্তুত তোমাদের একজন, যে ব্যক্তি পানীয় পরিবেশনকারী সে তার নিজ স্থানে এবং নিজ কর্তৃত্ব ফিরে যাবে। তারপর (رَبَّهٗ) তার প্রভুকে, তার কর্তা রাজাকে (خَمْرًا) মদপান করাবে। (وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ) তারপর দ্বিতীয়জন, যে ব্যক্তি বাবুর্চি তাকে কারাগার থেকে বের করা হবে তারপর শূলবিদ্ধ করা হবে অনন্তর তার মাথা থেকে পাখি আহার করবে। বাবুর্চির স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে উভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। এবং তারা দু'জনই বলল আমরা কোন স্বপ্ন দেখিনি। হযরত ইউসুফ (আ) তাদেরকে বললেন, (قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ) যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তোমরা যে প্রশ্ন করেছ আর আমাকে যা বলেছ আর আমি তোমাদের যা বলেছি ঘটনা সেরূপে ঘটবে। তোমরা মূলত স্বপ্নে দেখে থাক আর নাই দেখে থাক ।

(٤٢) وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ۝

(٤٣) وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۚ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ۝

৪২. ইউসুফ ওদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বলল, তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলো, কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর নিকট সে বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল। সুতরাং ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল।

৪৩. রাজা বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।

(وَقَالَ لِلَّذِيْ) তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পাবে বলে, বন্দীদশা ও মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস পাবে বলে (ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا) ধারণা করেছিলেন, নিশ্চত জেনেছিলেন অর্থাৎ পানীয় পরিবেশনকারী (اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ) তাকে বলল, তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলো, তোমার মালিক রাজার নিকট বলো যে আমি অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হচ্ছি। আমার ভাইয়েরা আমার প্রতি অত্যাচার করেছে। তারা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে। মূলত, আমি একজন স্বাধীন মানুষ। উপরন্তু অন্যায়ভাবে আমাকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে। (فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ) শয়তান তাকে তার প্রভুর নিকট এর কথা বলার বিষয়টি ভুলিয়ে দিল। মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিটিকে শয়তান তার কর্মে এমন ব্যস্ত রাখল যে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিষয়টি তার মালিকের নিকট বলার কথা সে ভুলে গেল। অপর ব্যাখ্যায় শয়তান ওই লোকের মনে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করেছিল যে, তুমি যদি রাজার নিকট কারাগার প্রসংগে কোন কথা বল তবে রাজা পুনরায় তোমাকে জেলে পাঠাবেন। এজন্যে সে রাজার দরবারে হযরত ইউসুফ (আ)-এর কথা উল্লেখ করেনি। অপর ব্যাখ্যায় অভিশপ্ত শয়তান হযরত ইউসুফ (আ) কে তাঁর প্রতিপালকের নাম উল্লেখ করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল, ফলে তিনি আল্লাহ্‌র নাম নেননি বরং আল্লাহ্ ব্যতীত একটি সৃষ্টির নাম উল্লেখ করেছেন। (فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ) সুতরাং সে থাকল

কারাগারে, ইউসুফ (আ) আবদ্ধ রইলেন বন্দীশালায় (بِضْعَ سِنِيْنَ) কয়েক বছর। ৭ বছর আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ না করার দায়ে, এর পূর্বে তাঁর কারাবাস ৫ বছর পূর্ণ হয়েছিল।

(وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّىْ اَرٰى) রাজা বলল, আমি দেখলাম, স্বপ্নে দেখেছি (سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ) সাতটি মোটা তাজা গাভী, একটি থেকে (يَّاْكُلُهُنَّ) সেগুলোকে ভক্ষণ করছে, গিলে ফেলছে (سَبْعٌ عِجَافٌ) সাতটি শীর্ণকায় গাভী, দুর্বলতাও ক্ষীণকায় যেগুলো মরে যাওয়ার উপক্রম। স্থূলকায় গাভীগুলো বেরিয়ে আসার পর এগুলো বের হলো শেষ পর্যন্ত মোটা গাভীগুলোর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। (وَسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ) এবং সাতটি সবুজ শীষ অপর সাতটি শুকনো, শুকনোগুলো নেতিয়ে পড়ল সবুজ শীষগুলোর উপর এবং ওগুলোর সজীবতা ও শ্যামলতাকে গ্রাস করে ফেল। সজীব তার কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। (يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ)। হে প্রধানগণ! অর্থাৎ জ্যোতিষী গণক ও জাদুকরগণ (اَفْتُوْنِىْ فِىْ رُءْيَاىَ) আমার স্বপ্নের ব্যাপারে তোমরা অভিমত দাও, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে (اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ) যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পার, স্বপ্নের ব্যাখ্যা জান।

(٤٤) قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ۝

(٤٥) وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ۝

(٤٦) يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّىْۤ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৪৪. ওরা বলল, এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।

৪৫. দু'জন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হল। সে বলল, 'আমি এটার তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও'।

৪৬. সে বলল, 'হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওদেরকে সাত শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও, যাতে আমি লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারি ও যাতে তারা অবগত হতে পারে'।

(قَالُوْۤا) তারা বলল, জ্যোতিষী, গণক ও জাদুকররা বলল, (اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ) এটি অর্থহীন স্বপ্ন, ভিত্তিহীন পরস্পর বিরোধী ও অসার স্বপ্ন (وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ) আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই, অর্থহীন স্বপ্নের ব্যাখ্যার যোগ্য নই।

(وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا) দু'জন কারারুদ্ধের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল, বন্দীদশা ও মৃত্যুদণ্ড থেকে অর্থাৎ পানীয় সরবরাহকারী। (وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ) এবং দীর্ঘকাল পর, সাতবছর পর অপর ব্যাখ্যায় ভুলে যাওয়ার পর। 'হা' (ه) যোগে পাঠ করলে এই ব্যাখ্যা যার স্মরণ হল ইউসুফ (আ)-এর কথা (اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ) সে বলল, আমি এটির তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। রাজাকে সে বলল, আমি আপনাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবগত করাবো, হে প্রধানগণ! (فَاَرْسِلُوْنِ) তোমরা আমাকে পাঠাও কারাগারে, কারণ সেখানে একজন লোক আছেন, সে হযরত ইউসুফ (আ)-এর জ্ঞান-গরিমা, ধৈর্য, কারাবন্দীদের প্রতি সদাচারণ

ও তাঁর সঠিক স্বপ্ন ব্যাখ্যা বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করল। তাকে তারা ইউসুফ (আ)-এর নিকট কারাগারে পাঠাল, কারাগারে এসে সে হযরত ইউসুফ (আ)-কে বলল।

(يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ) হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! পূর্বতন স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাদাতা (اَفْتِنَا) আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে অভিমত দিন যে, (فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ) সাতটি মোটাতাজা গাভী, বেরিয়েছে একটি নদী থেকে (يَّاْكُلُهُنَّ) সেগুলোকে ভক্ষণ করছে, গিলে ফেলেছে (سَبْعٌ عِجَافٌ) সাতটি শীর্ণকায় গাভী, দুর্বল গাভী (وَسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ) এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপরগুলো শুকনো শীষ, শুকনোগুলো নেতিয়ে পড়ল সবুজগুলোর উপর এবং সেগুলোর সজীবতা ও শ্যামলিমা গ্রাস করে ফেলল (لَّعَلِّىْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ) যাতে আমি লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারি, রাজার নিকট যেতে পারি (لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ) যাতে তারা অবগত হতে পারে, যাতে জনগণ জানতে পারে রাজার স্বপ্ন সম্পর্কে। ইউসুফ বললেন, 'ঠিক আছে, বস্তুত সাত স্থূলকায় গাভী হল সাতটি শস্য শ্যামল বছর অপর সাতটি সবুজ শীষ হল শস্য শ্যামল বছর সমূহের সজীবতা ও দ্রব্য সামগ্রীর স্বাভাবিক মূল্য আর সাতটি ক্ষীণকায় দুর্বল গাভী হল দুর্ভিক্ষের সাত বছর, সাতটি শুকনো হলো দুর্ভিক্ষের সাত বছরের অভাব অনটন ও দ্রব্যসামগ্রীর উর্ধ্বমূল্য। তারপর তারা কিভাবে ওই পরিস্থিতির মুকাবিলা করবে তা হযরত ইউসুফ (আ) তাদেরকে জানিয়ে দিলেন।

(٤٧) قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ
(٤٨) ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ
(٤٩) ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ

৪৭. ইউসুফ বলল, 'তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, তারপর তোমরা যে শস্য-সংগ্রহ করবে ওটার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত রেখে দিবে'।

৪৮. 'এবং এটার পর আসবে সাতটি কঠিন বছর, এই সাত বছর যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে, কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ব্যতীত'।

৪৯. 'এবং এরপর আসবে একবছর, সেই বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে'।

(قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ) ইউসুফ বলল, তোমরা সাত বছর, শস্য শ্যামল সাতটি বছর (دَاَبًا) একাদিক্রমে চাষ করবে, প্রতি বছর অনবরত (فَمَا حَصَدْتُّمْ) তারপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে, ক্ষেত থেকে (فَذَرُوْهُ سُنْۢبُلِهٖ) তা রেখে দেবে শীষসহ, মাড়াবে না। কারণ, এভাবে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকে। যখন আমার নির্দেশ এল ওদের ধ্বংসের জন্যে আমার আযাব আসল (اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ) তোমরা যে সামান্য পরিমাণ ভক্ষণ করবে তা ছাড়া, তোমাদের খাদ্য পরিমাণ মাড়িয়ে নিবে।

(ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ) এবং এর পর আসবে, শস্য শ্যামলও সজীবতার সাত বছর পর আসবে (ذٰلِكَ) (سَبْعٌ شِدَادٌ) সাতটি কঠিন বছর, সাত দুর্ভিক্ষের বছর (يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ) এইগুলো তা শেষ করে ফেলবে যা তোমরা এগুলোর জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিলে, শস্য শ্যামলতার বছরগুলোতে যা সঞ্চয় করে

রেখেছিলে এ দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর জন্যে (اِلاَّ قَلِيْلاً مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ) কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সঞ্চয় করে রাখবে তা ব্যতীত, জমা করে রাখবে তা ব্যতীত।

(ثُمَّ يَأْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ) এবং এরপর আসবে, দুর্ভিক্ষের সাত বছর পর আসবে (ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ)। একটি বছর তাতে মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, মিসরবাসীগণ পর্যাপ্ত খাদ্য ও বৃষ্টিপাত পাবে (وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ) এবং ওই বছরে তারা প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে, আঙুর, যায়তুনেরও তেল সংগ্রহ করবে। প্রেরিত লোকটি ফিরে এল এবং রাজাকে সব জানাল।

(৫০) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۚ اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۝

(৫১) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

(৫২) ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ۝

৫০. রাজা বলল, তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে এসো। যখন দূত তাঁর নিকট উপাস্থত হল তখন সে বলল, তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞাস কর যে, সে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের অবস্থা কী! আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্যক অবগত।

৫১. রাজা নারীদেরকে বলল, 'যখন তোমরা ইউসুফ থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কি হয়েছিল'? তারা বলল 'অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি। আযীযের স্ত্রী বলল 'এখন সত্য প্রকাশ হল, আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম, সে তো সত্যবাদী'।

৫২. সে বলল, 'আমি এটা বলেছিলাম যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ্‌ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না'।

(وَقَالَ الْمَلِكُ) রাজা বলল 'তোমরা তাকে, ইউসুফকে (ائْتُوْنِىْ بِهٖ) আমার নিকট নিয়ে এসো। (فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ) যখন দূত তাঁর নিকট উপস্থিত হল, পানীয় পরিবেশনকারী কারামুক্ত লোকটি ইউসুফ (আ)-এর নিকট এল, তখন সে বলল 'রাজা আপনাকে যেতে বলেছেন (قَالَ) সে বলল, ইউসুফ (আ) তাকে বললেন (ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ) তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও, তোমার মালিক রাজার নিকট فَسْئَلْهُ مَا (بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ) এবং তাকে জিজ্ঞেস কর যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল, হাতে ছুরির খোচা মেরে ছিল, তাদের অবস্থা কী অর্থাৎ রাজাকে বল, ওই সকল মহিলার ব্যাপারটি জেনে নিতে (اِنَّ رَبِّىْ) আমার প্রতিপালক, আমার মালিক (بِكَيْدِهِنَّ) তাদের ছলনা, তাদের ষড়যন্ত্র ও অপকর্ম (عَلِيْمٌ) সম্যক অবগত। তখন দূতটি ফিরে গিয়ে রাজাকে সকল ঘটনা জানাল। রাজা এই সব মহিলাকে একত্রিত করলেন। তারা ছিল চারজন, রাজার পানীয় পরিবশনকারীর স্ত্রী, বাবুর্চির স্ত্রী, পশুপালকের স্ত্রী. আযীযের স্ত্রীও ছিল বটে। তখনকার যুগে রাজার পরে এদের চাইতে সম্মানিত ব্যক্তি আর কেউ ছিল না।

(قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ) সে বলল, মহিলাদেরকে সম্বোধন করে রাজা বললেন, তোমাদের অবস্থা কী? তোমাদের হাল-হাকীকত কী? (اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ) যখন তোমরা ইউসুফ

থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলে, তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য। আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি (مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ) আমরা তো তার মধ্যে কোন দোষ আছে বলে জানিনি, তার থেকে কোন মন্দকর্ম প্রকাশ হতে দেখিনি (قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ) আযীযের স্ত্রী বলল, এখন সত্য প্রকাশ হল, এখন ইউসুফের পক্ষ সত্য তথ্য স্পষ্ট হল। অপর ব্যাখ্যায় এখন সত্য সংবাদ গ্রহণ কর (اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ) আমি তার থেকে অপকর্ম কামনা করেছিলাম, আমি তাকে আমার সাথে মিলিত হতে আহ্বান জানিয়েছিলাম (وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ) সে তো সত্যবাদী, তার বক্তব্যে যে, সে আমাকে ফুসলায়নি।

হযরত ইউসুফ (আ) বললেন (ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ) এটি এ জন্যে যে, সে যেন জানতে পারে, আযীয যেন উপলব্ধি করতে পারে (اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ) যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে, আমার নিকট তার অনুপস্থিতির সময়ে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, তার স্ত্রীর ব্যাপারে (وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ الْخَائِنِيْنَ) এবং আল্লাহ্ সফল করেন না, সঠিক পথে পরিচালিত করেন না এবং পছন্দ করেন না বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রকে খিনাকারদের কর্মকে। তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, এবং তখনও সফল করেন নি যখন হে ইউসুফ (আ)! আপনি ওই মহিলার বিষয়ে কিছু চিন্তা করেছিলেন, ওই রমণীর প্রতি আসক্তির চিন্তা করছিলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আ) বললেন।

(٥٣) وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۚ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٥٤) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ○

৫৩. সে বলল, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন, আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু'।

৫৪. রাজা বলল, 'ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে এসো আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব।' তারপর রাজা, যখন তার সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, 'আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাশীল ও বিশ্বাসভাজন হলে'।

(وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِيْ) আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, আমার অন্তরকে আসক্তি থেকে মুক্ত মনে করি না (اِنَّ النَّفْسَ) মানুষের মন অন্তর (لَاَمَّارَةٌ) নির্দেশ দেয়, দেহকে (بِالسُّوْءِ) মন্দ কর্মের, অসৎ কর্মের (اِلَّا) (مَا رَحِمَ رَبِّيْ) কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন, আমার প্রতিপালক যাকে রক্ষা করেন (اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ) আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পাপ মোচনকারী (رَّحِيْمٌ) দয়ালু, আমি যা কল্পনা করেছি সে বিষয়ে।

(قَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ) রাজা বলল, ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে এসো আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব, আমার বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করব। আযীযকে নয় (فَلَمَّا كَلَّمَهٗ) তারপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, ইউসুফকে তার নিকট আনয়নের পর (قَالَ) সে বলল, রাজা তাকে বলল (اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا) আজ তুমি আমার নিকট, আমার কাছে (مَكِيْنٌ) মর্যাদাশীল, তুমি সম্মানও মর্যাদার অধিকারী (اَمِيْنٌ) ও বিশ্বাসভাজন, আমানতদার। অপর ব্যাখ্যায় আমি তোমাকে যে দায়িত্ব দেই তার আমানতদার।

(٥٥) قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ○

(٥٦) وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(٥٧) وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

(٥٨) وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

(٥٩) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِىْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّىْ اُوْفِى الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ○

৫৫. ইউসুফ বলল, 'আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি বিশ্বস্ত রক্ষকও সুবিজ্ঞ'।

৫৬. এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে সে দেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি; আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

৫৭. যারা মু'মিন এবং মুত্তাকী তাদের আখিরাতের পুরস্কারই উত্তম।

৫৮. ইউসুফ -এর ভাইয়েরা আসল এবং তার নিকট উপস্থিত হল সে ওদেরকে চিনল, কিন্তু ওরা তাকে চিনতে পারল না।

৫৯. এবং সে যখন ওদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে বলল, তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে আসবে, তোমরা কি দেখছ না যে আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দেই? এবং আমি উত্তম মেযবান?

(قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ) সে বলল, আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন, মিশরের কর ও খাজনা বিষয়ে দায়িত্ব দিন (اِنِّىْ حَفِيْظٌ) আমি রক্ষক, তা নির্ধারণে (عَلِيْمٌ) সুবিজ্ঞ, দুর্ভিক্ষ ও অভাব আগমনের সময় সম্পর্কে। অপর ব্যাখ্যায় আপনি আমাকে যে দায়িত্ব দিবেন আমি তার রক্ষক এবং আপনার নিকট যে সব পথিক মুসাফির আসবে আমি তাদের সকলের ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

(وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ) এভাবে আমি ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলাম, এরূপে ইউসুফকে কর্তৃত্ব দিলাম সে দেশে মিসর রাজ্যে (يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ) সে সে দেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত, যেতে পারত (نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ) আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি, আমার রহমত তথা নবুওয়াত ও ইসলাম দিয়ে ধন্য করি যে এগুলোর উপযুক্ত তাঁকে (وَلَا نُضِيْعُ) আমি নষ্ট করি না, ব্যর্থ করি না (اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ) সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল, ঈমানদারদের সাওয়াব ও যারা কথায়ও কাজে সত্যানুসারী।

(وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ) যারা মু'মিন আল্লাহ্, সকল কিতাব ও সকল রাসূলে বিশ্বাসী এবং মুত্তাকী কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা বর্জনকারী তাদের পরলোকের পুরস্কার আখিরাতের সাওয়াব উত্তম দুনিয়ার পুরস্কার থেকে।

(وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ) ইউসুফের ভাইগণ এল মিসরে,তারা ছিল দশজন (فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ) এবং তার নিকট উপস্থিত হল, ইউসুফ (আ) এর সামনে হাজির হলো (فَعَرَفَهُمْ) সে তাদেরকে চিনল, ইউসুফ (আ) চিনলেন যে, তারা তাঁর ভাই (وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ) কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না, বুঝতে পারেনি যে, ইনি তাদের ভাই ইউসুফ।

(وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ) এবং সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তাদের মেপে দিল (قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ) তখন সে বলল, তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার নিকট নিয়ে এস যেমন তোমরা বলছ আমাদের পিতার নিকট আমাদের একজন বৈমাত্রেয় ভাই আছে (أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ) তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দেই, পুরোপুরিভাবে মেপে দেই। অপর ব্যাখ্যায় খাদ্য মেপে দেওয়ার ক্ষমতা আমার হাতে (وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ) এবং আমি উত্তম মেযবান। মেহমানদের সমাদরে উত্তম ব্যক্তি।

(٦٠) فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ○
(٦١) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ○
(٦٢) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○
(٦٣) فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

৬০. "কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার নিকট নিয়ে না আস তবে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না।"

৬১. ওরা বলল, 'ওর বিষয়ে আমরা ওর পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।'

৬২. ইউসুফ তাঁর ভৃত্যগণকে বলল, ওরা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা ওদের পণ্য দ্রব্যের মধ্যে রেখে দাও- যাতে স্বজনদের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর ওরা তা চিনতে পারে তা হলে ওরা পুনরায় আসতে পারে।

৬৩. তারপর ওরা যখন ওদের পিতার নিকট ফিরে আসল, তখন ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; সুতরাং আমাদের ভাই আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা রসদ পেতে পারি। অবশ্যই আমরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করব'।

(فَإِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِيْ بِهٖ) কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার নিকট না নিয়ে আস, তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে না আন (فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ) তবে আমার নিকট তোমাদের কোন বরাদ্দ থাকবে না, ভবিষ্যতে (وَلَا تَقْرَبُوْنَ) এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না।

(قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ) তারা বলল, আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব, তার পিতার নিকট তাকে চাইব এবং তার পিতাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করব (وَإِنَّا لَفٰعِلُوْنَ) আমরা নিশ্চয়ই তা করব, যিম্মাদারী নিচ্ছি যে আমরা অতি সত্বর তাকে নিয়ে আসব।

(وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا) সে তাঁর ভৃত্যদেরকে বলল, ইউসুফ (আ) তাঁর খাদিমদেরকে বললেন (بِضَاعَتَهُمْ) তাদের পণ্যমূল্য রেখে দাও, তাদের দিরহামগুলো গুঁজে দাও (فِيْ رِحَالِهِمْ) তাদের মালপত্রের মধ্যে, থলির মধ্যে তাদের অজ্ঞাতে (يَعْرِفُوْنَهَا إِذَا انْقَلَبُوْا) যাতে তারা তা চিনতে পারে, যাতে তারা আমার পক্ষ থেকে মহানুভবতা উপলব্ধি করতে পারে। অপর ব্যাখ্যায় তারা বুঝতে পারে যে এগুলো তাদেরই

দিরহাম, তারপর সেগুলো আমার নিকট ফেরত দিতে আসবে (اِلَى اَهْلِهِمْ) যখন তারা তাদের স্বজনবর্গের নিকট ফিরে যায়, পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করে (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ) যাতে ফিরে আসে পুনরায়।

(فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلَى اَبِيْهِمْ) তারা যখন তাদের পিতার নিকট ফিরে গেল, কিন'আন শহরে (قَالُوْا) (يَاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ) তখন তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্যে বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্য যদি আমাদের সাথে বিন্ য়ামীনকে না পাঠান (فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ) সুতরাং আমাদের ভাইকে বিন্ য়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে রসদ পেতে পারে নিজের জন্য বরাদ্দ পেতে পারে। অপর ব্যাখ্যায় যাতে আমরা আমাদের জন্যে রসদের বরাদ্দ নিতে পারি। 'নূন' যোগে পাঠ করলে এ ব্যাখ্যা (وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ) আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী, তাকে আপনার নিকট ফেরৎ আনার জিম্মাদার।

(٦٤) قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○
(٦٥) وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ○

৬৪. সে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে সেইরূপ বিশ্বাস করব? যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম ওর ভাই সম্বন্ধে? আল্লাহ্ রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু'।

৬৫. যখন ওরা ওদের মাল-পত্র খুলল, তখন ওরা দেখতে পেল ওদের পণ্যমূল্য প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এটা আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে; পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী এনে দিব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং আর অতিরিক্ত উট বোঝাই পণ্য আনব, এনেছি তা পরিমাপে অল্প'।

(قَالَ) সে বলল, তাদের উদ্দেশ্যে হযরত ইয়াকূব (আ) বললেন, (هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا) আমি কি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে, বিন য়ামীনের ব্যাপারে (كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ) সে রূপ বিশ্বাস করব যে রূপ বিশ্বাস করেছিলাম তোমাদেরকে পূর্ব তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারে। ইতোপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে অর্থাৎ ইউসুফের ব্যাপারে আমি তোমাদের নিকট থেকে যেরূপ অঙ্গীকার আদায় করেছিলাম এমনকি তার অধিক কোন অঙ্গীকার আদায় করতে সক্ষম হব? (فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا) আল্লাহ্ই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ। তোমাদের চেয়ে (وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ) এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু, অধিক অনুগ্রহশীল, বিনয়ামীনের প্রতি তার পিতামাতা ও ভাইদের চাইতে।

(وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ) তারা যখন তাদের মাল-পত্র খুলল, থলে খুলল, তারা দেখতে পেল (بِضَاعَتَهُمْ) তাদের পণ্যমূল, খাদ্যের বিনিময় স্বরূপ প্রদত্ত দিরহামগুলো (رُدَّتْ اِلَيْهِمْ) তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, তাদের খাদ্য সামগ্রীর সাথে (قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ) তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা সত্যদ্রোহীতা করিনি, আমাদের প্রতি সেই লোকের অনুগ্রহ ও দয়ার বিষয়ে যা বলেছি তা মিথ্যা বলিনি। অপর

ব্যাখ্যায় আমরা তো তার নিকট এটা চাইনি (هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا) এই তো আমাদের পণ্যমূল্য। আমাদের দিরহামগুলো খাদ্য সামগ্রীর মূল্যরূপে আমরা যা প্রদান করেছিলাম (رُدَّتْ اِلَيْنَا) আমাদের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, খাদ্য সামগ্রীর সাথে, এটি তো আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। তাদের পিতা তাদেরকে বললেন মূলত এ লোক তোমাদেরকে এটি দ্বারা পরীক্ষা করেছে, এসব দিরহাম তোমরা তার নিকট ফেরৎ দিয়ে দাও (وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا) আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্যসামগ্রী এনে দিব, পরিবার পরিজনের জন্যে খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করব (وَنَحْفَظُ اَخَانَا) এবং রক্ষণাবেক্ষণে করব আমাদের ভাইকে, বিন্ য়ামীনকে যাওয়া ও আসার পথে (وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ) এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উট বোঝাই পণ্য আনব। সে আমাদের সাথে থাকলে এক উট বোঝাই খাদ্য দ্রব্য অতিরিক্ত পাব (ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ) ওই বরাদ্দ সহজ, তার কারণে আমরা যা অতিরিক্ত পাব তাতো স্বল্প পরিমাণ, আযীয মিসর সহজেই তা দিয়ে দিবেন। অপর ব্যাখ্যায় আমরা আপনার নিকট যা চাইছি তা তো নিতান্ত সহজ বিষয়।

(٦٦) قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ○

(٦٧) وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ○

৬৬. পিতা বলল, 'আমি ওকে কখনই তোমাদের সাথে পাঠাব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা ওকে আমার নিকট নিয়ে আসবে, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়'। অতঃপর যখন ওরা তার নিকট প্রতিজ্ঞা করল, তখন সে বলল, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার বিধায়ক'।

৬৭. সে বলল, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করিও না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য আমি কিছু করতে পারব না। বিধান আল্লাহ্‌রই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুক'।

(قَالَ) সে বলল, তাদের পিতা তাদেরকে বললেন, (لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ) আমি তাকে কখনোই তোমাদের সাথে পাঠাব না, এতটুকু কথাবার্তার প্রেক্ষিতে (حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ) যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করবে, প্রতিশ্রুতি দাও যে, (لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖ) তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে, আমার নিকট ফেরৎ দিবে। (اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ) অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়, যদি না উপর থেকে তোমাদের উপর কিছু নাযিল হয়। অপর ব্যাখ্যায় যদি না আকাশ থেকে কিংবা পৃথিবী থেকে তোমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়। (فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ) তারপর তারা যখন তার নিকট প্রতিজ্ঞা করল, তাঁর নিকট আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করল যে, তাকে তাঁর নিকট ফেরত আনবে। (قَالَ) তখন সে বলল, হযরত ইয়াকূব (আ) বললেন (اَللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ) আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার বিধায়ক, সাক্ষী। অপর ব্যাখ্যায় জিম্মাদার।

(وَقَالَ) এবং সে বলল, তাদেরকে (يٰبَنِيَّ لاَ تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ) হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, এক পথ দিয়ে প্রবেশ করো না। (وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ) বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, একাধিক পথ দিয়ে প্রবেশ করো আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে, তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র ফয়সালার বিরুদ্ধে (وَمَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ) আমি তোমাদের জন্যে কিছু করতে পারি না, বিধান আল্লাহ্রই, তোমাদের ফয়সালা করার কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি, ভরসা রাখি এবং আমার ও তোমাদের বিষয়াদি তাঁর উপরই সোপর্দ করি (وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ) নির্ভরকারীগণ, আস্থা স্থাপনকারীগণ তাঁরই উপর নির্ভর করুক। অপর ব্যাখ্যায় মু'মিনদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখতে হবে। হযরত ইয়াকূব (আ) তাদের উপর দুষ্ট লোকের বদনজর লাগার ব্যাপারে শংকিত ছিলেন কারণ তারা সবাই ছিল, সুন্দর, ফর্সা ও সুদর্শন।

(٦٨) وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰهَا وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ۝

(٦٩) وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْ اَنَا اَخُوْكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৬৮. এবং যখন তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিল সেই ভাবেই প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে সেটা তাদের কোন কাজে আসল না, ইয়াকূব কেবল তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

৬৯. ওরা যখন ইউসুফের সামনে উপস্থিত হল তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখল এবং বলল, আমি তোমার সহোদর। সুতরাং ওরা যা করত তার জন্য দুঃখ করো না।

(وَلَمَّا دَخَلُوْا) এবং তারা যখন প্রবেশ করল, মিসরে (مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ) তাদের পিতার আদেশ অনুসারে, তাঁর নির্দেশ মুতাবিক (مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ) তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালার বিপরীতে (مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰهَا) তা তাদের কোন কাজে এল না, ইয়াকূব (আ.) কেবল তার মনের একটি অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল, অন্তরের একটি যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করেছিল এবং সে অর্থাৎ ইয়াকূব (আ) (وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ) অবশ্যই জ্ঞানী লোক ছিলেন সে বিষয়ে হৃদয়ে সংরক্ষণকারী ছিলেন (لِّمَا عَلَّمْنٰهُ) যা আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, দণ্ডবিধি এবং বিচার ও তাক্দীর বিষয়ে। তিনি জানতেন যে আল্লাহ্ যা ফায়সালা করেন তা ব্যতীত কিছুই ঘটবে না (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ, মিসরবাসীগণ (لاَ يَعْلَمُوْنَ) তা জানে না, এবং তা বিশ্বাস করে না।

(وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَخَاهُ) তারা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল তখন সে তার ভাইকে নিজের কাছে রাখল। ইউসুফ (আ) তাঁর সহোদর ভাই বিন্ য়ামীনকে নিজের নিকট নিয়ে এলেন এবং অন্য ভাইদেরকে দরজার নিকট দাঁড় করিয়ে রাখলেন। (قَالَ اِنِّيْ اَنَا اَخُوْكَ) এবং বলল, আমিই তোমার ভাই, তোমার হারিয়ে যাওয়া সহোদর (فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) সুতরাং তারা যা করত, তোমার

উপর ও তোমার ভাইয়ের উপর যে অত্যাচার ও যুলুম করত, অপর ব্যাখ্যায় তোমাকে যে গালি দিত এবং মানহানীকর কটাক্ষ করত তার জন্য দুঃখ করো না, মন খারাপ করো না।

(৭০) فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ○

(৭১) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ○

(৭২) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ○

(৭৩) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ○

৭০. তারপর সে যখন ওদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে তার সহোদরের মাল-পত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিল। তারপর এক আহ্বায়ক চিৎকার করে বলল, হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয় চোর।

৭১. ওরা তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা কি হারিয়েছ'?

৭২. তারা বলল, 'আমরা রাজার পান-পাত্র হারিয়েছি; যে সেটা এনে দিবে সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি সেটার জামিন।

৭৩. ওরা বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা তো জান আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি। এবং আমরা চোরও নই।

(فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ) তারপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তাদের বরাদ্দ মেপে দিল (جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ) তখন পান পাত্রটি রেখে দিল তার ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে, যে পত্র দ্বারা পানীয় পান করত এবং সামগ্রী মেপে দিত। সে পাত্র তার সহোদর ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে গুঁজে রাখলেন। তারপর তাদেরকে যাত্রা করতে নির্দেশ করলেন। তাদের পেছনে প্রেরণ করলেন জনৈক যুবককে (ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ) তারপর এক ঘোষক চীৎকার করে বলল, এক আহ্বানকারী ঘোষণা করল, সে ছিল ইউসুফ (আ) এর পাঠানো যুবক (اَيَّتُهَا الْعِيْرُ) হে যাত্রীদল! হে কাফেলা! (اِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ) তোমরা নিশ্চয় চোর।

(قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ) তারা এদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা কি হারিয়েছ? তোমরা কি খুঁজছ? তারা বলল আমরা হারিয়েছি, আমরা খুঁজছি।

(قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ) তারা বলল, রাজার পান পাত্র, রাজার সেই পাত্র যাতে করে তিনি পানীয় পান করতেন এবং দ্রব্য সামগ্রী মাপতেন এটি সোনার পাত্র, রাজাতো আমাকে দোষারোপ করছেন। (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهِ زَعِيْمٌ) যে সেটি এনে দিবে সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি এর যামিন যিম্মাদার। ইউসুফ এর প্রেরিত যুবকটি তাদেরকে একথা বলল।

(قَالُوْا تَاللّٰهِ) তারা বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌র কসম (لَقَدْ عَلِمْتُمْ) তোমরা তো জান, হে মিসরবাসীগণ! (مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ) আমরা এ দেশে দুষ্কর্ম করতে আসিনি, চুরি,-ডাকাতি, ও মানুষের ক্ষতিসাধন করতে মিসর আসিনি (وَكُنَّا سَارِقِيْنَ) এবং আমরা চোর নই, যা তোমরা খুঁজছ তা চুরি করিনি।

(٧٤) قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۝

(٧٥) قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٧٦) فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝

৭৪. তারা বলল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তার শাস্তি কি?

৭৫. তারা বলল, এর শাস্তি যার মাল-পত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময়। এভাবে আমরা সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

৭৬. তারপর সে তার সহোদরের মাল-পত্রের তল্লাশির পূর্বে ওদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্য থেকে পাত্রটি বের করল। এইভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম। রাজার আইনে তার সহোদরকে সে আটক করতে পারত না, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী।

(قَالُوْا) তারা বলল, অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর প্রেরিত যুবকটি বলল, (فَمَا جَزَآؤُهٗ) তার শাস্তি কি অর্থাৎ চোরের শাস্তি কি হবে (اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ) যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও?

(قَالُوْا جَزَآؤُهٗ) তারা বলল তার শাস্তি, চোরের শাস্তি। (مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ) যার মালপত্রের মধ্যে এটি পাওয়া যাবে, চোরাইকৃত বস্তু পাওয়া যাবে (فَهُوَ جَزَآؤُهٗ) সেই তার বিনিময়, অর্থাৎ তাকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখাই চুরির শাস্তি, (كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ) আমরা এভাবেই সীমালংঘনকারীকে শাস্তি দিয়ে থাকি, আমাদের দেশে চোরের সাজা দিয়ে থাকি।

সে ইউসুফ এর যুবকটি। (فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ) তার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে তল্লাশীর পূর্বে তাদের মালপত্রের মধ্যে তল্লাশী করতে লাগল, তল্লাশী করে সেগুলোতে পাত্রটি পেল না। (ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ) তারপর তা খুঁজে বের করল তার সহোদরের মালপত্র থেকে। যুবকটি তাকে বলল, আপনি যেমন আমাকে চিন্তামুক্ত করলেন আল্লাহ্ তেমন আপনাকে বিপদমুক্ত করুন (كَذٰلِكَ) এভাবে এরূপে (كِدْنَا لِيُوْسُفَ) আমি ইউসুফের জন্যে কৌশল করে ছিলাম, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বোধশক্তি, নবুওয়াত ও রাজত্ব দ্বারা তাঁকে মহিমান্বিত করেছিলাম। রাজার আইনে রাজার বিচারে (مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ) সে তার ভাইকে আটকাতে পারত না আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে, বস্তুত আল্লাহ্ চেয়েছেন যে ইউসুফ (আ) তার ভাইকে রাজার আইনে আটক না করেন। চোরের ব্যাপারে রাজার আইনে ছিল যে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে এবং জরিমানা করা হবে। অপর ব্যাখ্যায় হাতকাটা হবে এবং জরিমানা করা হবে। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে অর্থ ইউসুফ (আ) জানতেন যে রাজার আইনের ব্যাপারে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট, তাই তিনি রাজার আইনে তার ভাইকে আটকিয়ে রাখেন (نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ) আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করব, সম্মান বৃদ্ধি করব যেমন উন্নীত করেছি দুনিয়াতে (وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ) প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর আছে একজন। তার উপর আরেকজন এভাবে পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে এই পর্যায়ক্রমিকতা শেষ হবে। তারপর তাঁর উপর জ্ঞানী আর কেউ নেই। অপর ব্যাখ্যায় প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানী তাঁর উপর আর কেউ নেই।

(৭৭) قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ○

(৭৮) قَالُوا۟ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ○

(৭৯) قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَٰعَنَا عِندَهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّظَٰلِمُونَ ○

(৮০) فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ○

৭৭. ওরা বলল, 'সে যদি চুরি করে থাকে তাঁর সহোদরেও তো পূর্বে চুরি করেছিল। কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার মনে গোপন রাখল এবং ওদের নিকট প্রকাশ করল না। সে মনে মনে বলল, 'তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যে বিষয়ে বলছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'।

৭৮. ওরা বলল, 'হে আযীয! এর পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ। সুতরাং তার স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন।

৭৯. সে বলল, 'যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি, এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব।

৮০. যখন ওরা তার নিকট হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, তখন ওরা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল, ওদের মধ্য হতে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল, সে বলল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট থেকে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ-ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক'।

(قَالَ) তারা বলল, ইউসুফ (আ) এর ভাইগণ বলল (اِنْ يَّسْرِقْ) সে যদি চুরি করে থাকে, বিন্‌য়ামীন যদি চুরি করে থাকে (فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ) তার ভাইও পূর্বে চুরি করেছিল, (فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ) কিন্তু ইউসুফ (আ) তা নিজের মনে গোপন রাখল, এই বক্তব্যের উত্তর (وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ) এবং তাদের নিকট প্রকাশ করল না তার উত্তর (قَالَ) সে বলল, মনে মনে (اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا) তোমাদের অবস্থা তো হীনতর। ইউসুফ (আ) সম্পর্কে তোমাদের কর্মকাণ্ড মন্দতর। তোমরা যা বলছ, ইউসুফ (আ) সম্পর্কে (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ) আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

(قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا) তারা বলল, হে আযীয! এর পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ আমরা তাকে ফিরিয়ে নিলে তিনি খুশী হবেন (فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ) সুতরাং আপনি তার স্থলে আমাদের একজনকে রাখুন, বন্ধকরূপে (اِنَّا نَرٰكَ) আমরা আপনাকে দেখছি, যদি আপনি এরূপ করেন (مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ) মহানুভব ব্যক্তিদের একজন, আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারীদের একজন।

(قَالَ) সে বলল, তাদের উদ্দেশ্যে ইউসুফ (আ) বললেন (مَعَاذَ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করছি (الاَّ مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗ) যার নিকট আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে আটক রাখার বিষয়ে, চুরির দায়ে (اِنَّآ اِذًا الظّٰلِمُوْنَ) এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব। যার নিকট মাল পাইনি তাকে আটকে রেখে আমরা যুলুমকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব।

(فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ) যখন তারা তার নিকট থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, আশাহীন হল (خَلَصُوْا) (نَجِيًّا) তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের জন্যে নির্জনে গেল (قَالَ) (كَبِيْرُهُمْ) তাদের যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল সে বলল, বুদ্ধি বিবেচনায় সে উত্তম। সে অর্থাৎ ইয়াহুযা বলল, (اَلَمْ) (تَعْلَمُوْا) তোমরা কি জান না, হে আমার ভাইয়েরা! (اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ) তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট থেকে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন, যে তোমরা বিনয়ামীনকে তাঁর নিকট ফেরত দিবে (وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ) এবং পূর্বেও এই শিশুটির ব্যাপারে ঘটনা ঘটার পূর্বেও (فِىْ) (يُوْسُفَ) তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিল তাকে দেওয়া অঙ্গীকার ও শপথ ভঙ্গ করেছিলে (فَلَنْ) (اَبْرَحَ الْاَرْضَ) সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করব না, মিসর ছেড়ে যাব না (حَتّٰى يَاْذَنَ لِىْٓ اَبِىْٓ) যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন, ফিরে যাবার। অপর ব্যাখ্যায় যতক্ষণ আমার পিতা আমাকে এদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন (اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ) অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা না করেন, আমার ভাইকে ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে (وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ) তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, আমার ভাইকে আমার হাতে ফেরত দেওয়ার বিষয়ে। তারপর ইয়াহুযা তার ভাইদেরকে বলল ঃ

(৮১) اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ○

(৮২) وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِىْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۗ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

৮১. 'তোমরা তোমাদের পিতা নিকট ফিরে যাও এবং বল 'হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। অজানা ব্যাপারে আমরা সংরক্ষণকারী নই।'

৮২. 'যে জনপদে আমরা ছিলাম তার অধিবাসীগণকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি'।

(اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ) তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও, হে আমার ভাইয়েরা! (فَقُوْلُوْا) (يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ) এবং বল, হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে, সোনার তৈরী রাজার পানপাত্র, অপর ব্যাখ্যায় চুরির অপরাধে ধরা পড়েছে। 'সীন' س বর্ণে 'পেশ' ও তাশদীদ যুক্ত 'রা' (ر) বর্ণে 'যের' সহকারে পাঠ করলে এই ব্যাখ্যা (وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا) আমরা তাই বলে দিলাম যা আমরা জেনেছি, দেখেছি যে তার মালপত্র থেকে চোরাই বস্তু বের করা হয়েছে (وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ)

অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলাম না, অর্থাৎ আমরা যদি অদৃশ্য বিষয়ে জানতাম তাহলে তাকে নিয়ে যেতাম না। অপর ব্যাখ্যায় রাত্রিকালে আমরা তাকে পাহারা দিতাম না।

(وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا) যে জনপদে আমরা ছিলাম সে জনপদকে জিজ্ঞেস করুন, সে জনপদের অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করুন, এটি ছিল মিসরের একটি গ্রাম (وَالْعِيْرَ الَّتِىْ اَقْبَلْنَا فِيْهَا) এবং যে কাফেলার সাথে আমরা এসেছিলাম তাদেরকেও, সে কাফেলার সঙ্গে আমরা এসেছি তাদের লোকজনকেও, কিন'আন গোত্রের একদল তাদের সাথে এসেছিল (وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ) আমরা অবশ্যই সত্যবাদী, আপনাকে দেয়া আমাদের বক্তব্যে। তারা হযরত ইয়াকূব (আ)-কে এ কথা বলেছিল।

(৮৩) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

(৮৪) وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ○

(৮৫) قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ○

৮৩. ইয়াকূব বলল' না তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য শ্রেয়। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে এক সাথে আমার নিকট এনে দিবেন। অবশ্য তিনিই সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।'

৮৪. সে ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, আফসোস ইউসুফের জন্যে', শোকে তার চোখ দু'টি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।

৮৫. ওরা বলল, আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো ইউসুফ এর কথা সবসময় স্মরণ করতে থাকবেন, যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষ হবেন, অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।

(قَالَ) সে বলল, হযরত ইয়াকূব (আ) বললেন, (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে, শোভনীয় করে দিয়েছে। তারপর তোমরা ঐ কাজটি করেছ (فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ) সুতরাং পূর্ণধৈর্য শ্রেয়, আমার এখন দায়িত্ব হল কোন অস্থিরতা ছাড়া ধৈর্যধারণ করা (عَسَى اللّٰهُ)। হয়ত আল্লাহ্, আশা করি যে আল্লাহ্ (اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا) তাদেরকে একসঙ্গে ইউসুফ এবং তার সহোদর ভাই বিন্ য়ামীনকে একসঙ্গে আমার নিকট এনে দিবেন, (اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ) তিনি অবগত, তাদের অবস্থা সম্পর্কে (الْحَكِيْمُ)। প্রজ্ঞাময়, তাদেরকে আমার নিকট ফেরত দানে।

(وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ) সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তাদের মধ্য থেকে ফিরিয়ে গেল (وَقَالَ يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ) এবং বলল, আফসোস ইউসুফের জন্যে, হায় দুঃখ ইউসুফের জন্যে (وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ) তার দু'চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল শোকে, কান্নায় (مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ) সে ছিল অসহায় মনস্তাপে ক্লিষ্ট ব্যথিত, বেদনা আহাজারি হৃদয় অভ্যন্তরে গুমরে মরত।

(قَالُوْا) তারা বলল, তার পুত্র ও নাতিনগণ বলল, (تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ) আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্র কসম। আপনি তো ইউসুফকে ভুলবেন না শুধু তাকে স্মরণ করেই যাবেন (حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا) যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হবে, মৃত্যুর কাছাকাছি হবেন (اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ) কিংবা ধ্বংস হবেন মৃত্যুর মাধ্যমে।

(٨٦) قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

(٨٧) يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

(٨٨) فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ○

৮৬. সে বলল, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জানি যা তোমরা জানা না'।

৮৭. 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও ইউসুফ এবং তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌র আশিস হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না, কারণ আল্লাহ্‌র আশিস থেকে কেউ নিরাশ হয় না, কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত'।

৮৮. যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হল তখন বলল, 'হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পুঁজি নিয়ে এসেছি, আপনি আমাদেরকে রসদ পূর্ণমাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে দান করুন; আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন।

(قَالَ) সে বলল, হযরত ইয়াকূব (আ) বললেন (اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ) আমি আমার অসহনীয় দুঃখ ও বেদনা আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করছি, পেশ করছি (وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ) আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জানি যা তোমরা জান না। আমি জানি যে, ইউসুফের স্বপ্ন অবশ্যই সত্য এবং আমরা কোন এক সময় তাঁকে সিজ্‌দা করবই। অপর ব্যাখ্যায়, আমি আল্লাহ্‌র অপার রহমত, তাঁর মহৎ দৃষ্টি ও কর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট জানি, তোমরা তা জান না। অপর ব্যাখ্যায় আমি জানি যে, ইউসুফ (আ) জীবিত, মারা যায়নি। কারণ মালাকুল মাওত ফিরিশতা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট গিয়েছিল। তিনি মালাকুল মাওতকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "আপনি কি ইউসুফ (আ)-এর জান কবয করেছেন? মালাকুল মাওত বলেছিল 'না'। এই প্রেক্ষিতে তিনি বললেন।

(يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ) হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও ইউসুফ ও তাঁর সহোদরের অনুসন্ধান কর। সংবাদ জেনে নাও ইউসুফ ও তাঁর ভাই বিন য়ামীনের (وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ) এবং তোমরা নিরাশ হয়ে না আল্লাহ্‌র দয়া থেকে, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে (اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ) কারণ আল্লাহ্‌র দয়া থেকে কেউ নিরাশ হয় না, রহমত থেকে আশাহীন হয় না (اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ) কাফিরা ব্যতীত, যারা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রহমত অস্বীকার করে তারা ব্যতীত

(فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ) যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল, তৃতীয় বারের মত হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হল (قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ) তারা বলল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি, দুর্ভিক্ষে জর্জরিত হয়ে পড়েছি (وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ) এবং আমরা এসেছি তুচ্ছ পণ্য মূল্য নিয়ে, এমন কতক দিরহাম নিয়ে যা খাদ্যমূল্য রূপে ব্যয় করার যোগ্য নয়,

বরং শুধু লোকজনকে দান খয়রাতরূপে দেওয়া যায়। অপর ব্যাখ্যায় আমরা এসেছি কেবল পাহাড়ী কিছু দ্রব্য নিয়ে যেমন বাইন গাছের (সানুবর) ফল এবং সবুজ বিচি, অপর ব্যাখ্যায়, কতক আরব দেশীয় পণ্য নিয়ে এসেছি যেমন পনির, পশম, মাখন ও ঘি (فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ) আপনি আমাদেরকে রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন, উৎকৃষ্ট দিরহামের বিনিময় যেরূপ পূর্ণ রসদ প্রদান করেন, আমাদের এ তুচ্ছ দিরহামের বিনিময়েও সেরূপ রসদ প্রদান করুন (وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا) এবং আমাদেরকে দান করুন, উভয় প্রকারের মূল্যের মধ্যবর্তী দ্রব্যগুলো দান স্বরূপ সরবরাহ করুন। অপর ব্যাখ্যায় উভয় প্রকারের মাপের মধ্যবর্তীগুলো দানরূপে সরবরাহ করুন (اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ) আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করেন দুনিয়াতে এবং আখিরাতে।

(٨٩) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ۝

(٩٠) قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

(٩١) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۝

৮৯. সে বলল, 'তোমরা কি জান? তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ'?

৯০. ওরা বলল, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল, 'আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যে ব্যক্তি মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ সেইরূপ সৎ কর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না'।

৯১. ওরা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয় অপরাধী ছিলাম'।

(قَالَ) সে বলল, ইউসুফ (আ) তাদেরকে বললেন (هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ) তোমরা কি জান তোমরা ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে যখন ছিলে তোমরা অজ্ঞ, যুবক ও উদাসীন।

(قَالُوْا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ) তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? (قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِىْ) সে বলল 'আমিই ইউসুফ এবং এই আমার ভাই', সহোদর ভাই (قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا) আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, ধৈর্যধারণের তাওফীক দিয়ে (اِنَّهُ مَنْ يَّتَّقِ) যে ব্যক্তি মুত্তাকী, সুখের সময় তাক্ওয়া অবলম্বন করে (وَيَصْبِرْ) এবং ধৈর্যশীল, দুঃখের সময় ধৈর্যধারণ করে (فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ)। আল্লাহ্ সে সকল সৎ-কর্মশীলদের শ্রমফল, তাক্ওয়া ও ধৈর্য অবলম্বনকারীদের চাওয়ার বিনষ্ট করেন না, বাতিল করেন না।

(قَالُوْا) তারা বলল, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা ইউসুফকে বলল (تَاللّٰهِ) আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌র কসম (لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا) আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আমাদের উপর তোমাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন (وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ) আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম, তোমার প্রতি অসদাচারণ করেছি এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেছি।

(৯২) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ○

(৯৩) اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞

(৯৪) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ○

(৯৫) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ○

(৯৬) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

৯২. সে বলল, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই দয়ালু'।

৯৩. 'তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখো, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসো'।

৯৪. তারপর যাত্রীদল যখন বের হয়ে পড়ল, তখন তাদের পিতা বলল, 'তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্ত মনে না কর তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি'।

৯৫. তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন'।

৯৬. তারপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হলো এবং তাঁর মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখল, তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, যে, আমি আল্লাহ্‌র নিকট হতে জানি যা তোমরা জান না'।

(قَالَ) সে বলল, ইউসুফ (আ) তাদেরকে বললেন, (لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই', অর্থাৎ এখন থেকে আমি তোমাদেরকে লজ্জা দেব না। (يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ) আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করুন, যা তোমদের পক্ষ থেকে ঘটেছে (وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ) তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু, পিতামাতা অপেক্ষাও।

(اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا) তোমরা আমার এই জামা নিয়ে যাও, তাঁর জামা ছিল বেহেশ্তী কাপড়ের তৈরী (فَأَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ أَبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًا) এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখো, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, পুনরায় তিনি চক্ষুষ্মান হবে (وَأْتُوْنِيْ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ) আর তোমাদের পরিবারের সকল লোককে আমার নিকট নিয়ে এসো, তার পরিবারের লোক সর্বমোট প্রায় ৭০ জন ছিল।

(وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ) তারপর যাত্রীদল যখন বের হয়ে পড়ল, কাফেলা যখন আরীশ অঞ্চল ত্যাগ করল, আরীশ হল মিসর ও কিন'আনের মধ্যবর্তী একটি জনপদ (قَالَ أَبُوْهُمْ) তাদের পিতা বলল, ইয়াকূব্ (আ) বললেন (إِنِّيْ لَأَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُوْنِ) আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি যদি তোমরা আমাকে অপকৃতিস্থ মনে না কর। আমার বক্তব্য নিয়ে যদি তোমরা আমাকে মূর্খ না বল, অপমানিত না কর, এবং আমার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান না কর তারা বলল তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণ বলল, যারা তার নিকটে ছিল।

(قَالُوْا تَاللّٰهِ) আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্‌র কসম (إِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ) আপনি তো আপনার পূর্ব ভ্রান্তিতেই রয়েছেন, ইউসুফের স্মৃতি চারণে আপনার পূর্বতন ভুলের মধ্যেই রয়েছেন।

(فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ) তারপর যখন সুসংবাদবাহক এল, ইয়াহূযা এল জামা নিয়ে (اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا) এবং সেটি রাখল তার মুখমণ্ডলের উপর তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল, চক্ষুষ্মান হয়ে গেলেন (قَالَ) সে বলল, নিজের পুত্র ও পৌত্রদেরকে (اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ) আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তা জানি যা তোমরা জান না, অর্থাৎ ইউসুফ জীবিত, তার মৃত্যু হয়নি।

(৯৭) قَالُوْا يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ○
(৯৮) قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○
(৯৯) فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَؕ ○
(১০০) وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًاۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَاىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّاؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِىْۤ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْؕ اِنَّ رَبِّىْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৯৭. ওরা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য 'ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমরা তো অপরাধী।'

৯৮. সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব, তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

৯৯. তারপর ওরা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো তখন, সে তার পিতামাতাকে আলিঙ্গন করল, এবং বলল 'আপনারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরপদে মিশরে প্রবেশ করুন।'

১০০. এবং ইউসুফ তার মাতাপিতাকে উচ্চাসনে বসাল এবং ওরা সকলে তাঁর সম্মানে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ল। সে বলল, 'হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক সেটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত দিয়ে এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(قَالُوْا) তারা বলল, তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণ বলল (يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا) হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করেছেন (اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ) আমরা তো অপরাধী, মন্দ কর্মশীল, আল্লাহ্‌র অবাধ্য।

(قَالَ) সে বলল, তাদেরকে (سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ) আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব, জু'মার রাত্রিতে সাহরীর শেষ সময়ে আমি তোমাদের জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করব (اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ) তিনি অতি ক্ষমাশীল, পাপ মোচনকারী (الرَّحِيْمُ) পরম দয়ালু, তাওবাকারীর প্রতি।

(فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ) তারপর তারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল তখন সে তার পিতামাতাকে আলিঙ্গন করল, তাঁর পিতাকে এবং খালাকে জড়িয়ে ধরলেন, কারণ তাঁর মাতা ইতোপূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। (وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ) এবং সে বলল, আপনারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মিসর প্রবেশ করুন, আল্লাহ্ চেয়েছেন, আপনারা মিশরে অবস্থান করুন নিরাপদে শত্রু ও অকল্যাণের আশংকা মুক্ত হয়ে। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ চাইলে আপনারা শত্রু ও অকল্যাণের আশংকা মুক্ত হয়ে মিশরে প্রবেশ করুন। আয়াতে তারপর রয়েছে।

(وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ) এবং সে তাঁর পিতা মাতাকে উচ্চাসনে বসাল, সিংহাসনে বসাল। (وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا) এবং তারা সকলে তাঁর সম্মানে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ল। তাঁর পিতামাতা ও ভাইগণ তাঁর প্রতি সিজ্‌দার উদ্দেশ্যে অবনত হল।এটি ছিল সিজ্‌দা-ই তাহিয়া বা সম্মানসূচক সিজ্‌দা। এটি তাদের মাঝে প্রচলিত ছিল। নিম্নশ্রেণীর কোন সম্ভ্রান্ত লোককে, যুবকগণ বৃদ্ধগণকে এবং ছোটরা বড়দেরকে রুকুর নিয়মে এ সিজ্‌দা করত যেমনটি অনারব লোকেরা করে। (وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا) এবং সে বলল, হে আমার পিতা! এটি, এই সিজ্‌দা হল (تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ) আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, রহস্য (قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا) আমার প্রতিপালক এটি সত্যে পরিণত করেছেন, সঠিক বাস্তবায়িত করেছেন (وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاۤءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ) এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং আমাকে দাসত্ব থেকে উদ্ধার করে (مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ) এবং শয়তান আমারও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও, হিংসা-বিদ্বেষ উসকিয়ে দিয়ে সম্পর্ক বিনষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে (اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاۤءُ) আমার প্রতিপালক সূক্ষ্মদর্শী যা ইচ্ছা তা বাস্তবায়নে, আমাদেরকে একত্রিত করণে (اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ) তিনি অবগত, তিনি অবগত আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি সে বিষয়ে (الْحَكِيْمُ)। প্রজ্ঞাময়, আমাদেরকে একত্রীকরণও বিচ্ছিন্ন করণে।

(١٠١) رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۟ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

১০১. ‘হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখা শিক্ষা দিয়েছেন হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা আপনিই ইহলোকে এবং পরলোকে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দিন। এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন’।

(رَبِّ) হে আমার প্রতিপালক! হে আমার পালনকর্তা (قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ) আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন, ৪০×৪০ “ফারসখ”[১] আয়তন বিশিষ্ট মিসর রাজ্যের রাজত্ব দান করেছেন (وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ) এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন, স্বপ্নের রহস্য সম্পর্কিত জ্ঞান দান করেছেন (فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ)। হে আকাশরাজি ও পৃথিবীর স্রষ্টা, আকাশগুলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা (اَنْتَ وَلِيّٖ) আপনি আমার অভিভাবক, আমার প্রতিপালক, আমার স্রষ্টা, আমার রিযিকদাতা। আমার রক্ষক এবং আমার

---

১. সে সময়কার আরবী মাপে ৩ মাইলে ‘ফারসখ, অনুবাদক।

সাহায্যকারী (الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا) দুনিয়াতে ও আখিরাতে, আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দিন, ইবাদতে ও একত্ববাদে নিষ্ঠাবান ও নির্ভেজালরূপে মৃত্যু দিন (وَاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ) এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন, জান্নাতে আমাকে আমার পিতৃপুরুষ রাসূলগণের সাথে মিলিত করে দিন।

(١٠٢) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ○
(١٠٣) وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○
(١٠٤) وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○
(١٠٥) وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ○

১০২. অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা আমি আপনাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি। ষড়যন্ত্রকালে যখন ওরা মতৈক্যে পৌঁছেছিল, তখন আপনি ওদের সঙ্গে ছিলেন না।
১০৩. আপনি যতই চান না কেন, অধিকাংশ লোকই তা বিশ্বাস করার নয়।
১০৪. এবং আপনি তাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক দাবি করছেন না। এটা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়।
১০৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। তারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এই সকলের প্রতি উদাসীন।

(ذٰلِكَ) এটি হে মুহাম্মদ ﷺ ইউসুফ (আ) এবং তাঁর ভাইদের যে ইতিহাস আমি আপনার নিকট উল্লেখ করলাম (مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ) অদৃশ্যলোকের সংবাদ, আপনার অজ্ঞাত ও আপনার থেকে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ (نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ) আমি ওহী দ্বারা আপনাকে অবহিত করছি, যেটি সহ জিব্‌রাঈল (আ)-কে আপনার নিকট প্রেরণ করছি (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ) আপনি তো তাদের নিকট ছিলেন না, তাদের কাছে ছিলেন না (اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ) যখন তারা ষড়যন্ত্রকারীরূপে, ইউসুফকে হত্যা করার অসৎ উদ্দেশ্য ঐকমত্যে পৌঁছেছিল, এক মত হয়েছিল যে, ইউসুফ (আ) কে গভীর কুয়োয় নিক্ষেপ করবে।

(وَمَآ اَكْثَرُ) আপনি যতই চান, আপনি যতই চেষ্টা করুন (النَّاسِ) অধিকাংশ লোক, মক্কাবাসীরা (وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ) বিশ্বাস স্থাপনকারী নয় কিতাবসমূহ ও রাসূলদের প্রতি, আয়াতে আগ-পর রয়েছে।

এবং আপনি হে মুহাম্মদ ﷺ এজন্যে তাওহীদ প্রচারের জন্যে (وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ) তাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক, মজুরী দাবী করছেন না। এটি তো অর্থাৎ এই কুরআন তো (اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ) (لِّلْعٰلَمِيْنَ) বিশ্ববাসীর জন্যে জিন ইন্‌সান সবার জন্যে উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়।

(وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) অনেক নিদর্শন রয়েছে, প্রমাণ রয়েছে আকাশরাজিতে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-তারা ইত্যাদি এবং পৃথিবীতে পাহাড় পর্বত, সাগর এবং পশু, প্রাণী ইত্যাদি (يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا) তারা এগুলোর পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, মক্কাবাসীরা এগুলো দেখে (وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ) কিন্তু তারা এগুলোর প্রতি উদাসীন, অস্বীকারকারী এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না।

(١٠٦) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ○

(١٠٧) أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

(١٠٨) قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

(١٠٩) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

১০৬. তাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর শরীক করে।

১০৭. তবে কি তারা আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ?

১০৮. বলুন, 'এটাই আমার পথ ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি আমি মানুষকে আহ্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও, আল্লাহ্ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহ্‌র শরীক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

১০৯. আপনার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই প্রেরণ করেছিলাম, যাদের নিকট ওহী পাঠাতাম। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখেনি? যারা মুত্তাকী তাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়, তোমরা কি বুঝ না?

(وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ) তাদের অধিকাংশ মক্কাবাসীরা আল্লাহে বিশ্বাস করে গোপনে, অপর ব্যাখ্যায়, আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করে (إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ) কিন্তু তারা শরীক করে, প্রকাশ্যে একত্ববাদের সাথে অন্যকে শরীক করে।

(اَفَامِنُوْا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ) তারা কি নিরাপত্তা পেয়েছে? মক্কার অধিবাসীরা কি নিশ্চয়তা পেয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী আযাব বদর দিবসের ন্যায় আযাব (اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً) কিংবা আকস্মিক কিয়ামত, কিয়ামতের সময় তাদের নিকট আসবে না (وَهُمْ لاَيَشْعُرُوْنَ) তাদের অজ্ঞাতসারে? সে আযাব নাযিল সম্পর্কে তারা টেরও পাবে না।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ মক্কা অধিবাসীদেরকে (هٰذِه) এটি অর্থাৎ ইব্‌রাহীম (আ)-এর মতবাদই (سَبِيْلِيْ) আমার পথ, আমার দ্বীন (اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ) আমি আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করি বুঝে সুঝে, দ্বীন ও বর্ণনায় অবিচল থেকে (اَنَا) আমি আহ্বান করি (وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ) এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমার প্রতি ঈমান আনে তারাও বুঝে শুনে দ্বীন ও বর্ণনায় অবিচল থেকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করে। (سُبْحٰنَ اللّٰهِ) আল্লাহ্ মহান, সন্তান, সন্ততি ও শরীক থেকে পবিত্র, আল্লাহ্ নিজেই নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। (وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ) আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই, মুশরিকদের সাথে তাদের দ্বীনের বিশ্বাসী নই।

(وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ) আপনার পূর্বে হে মুহাম্মদ ﷺ! জনপদবাসীদের নিকট আপনার জনপদের ন্যায় অন্যান্য জনপদে (اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى) পুরুষদেরকেই প্রেরণ করেছিলাম, যাদের নিকট ওহী পাঠাতাম, জিব্‌রাঈলকে পাঠাতাম যেমন পাঠানো হয়েছে আপনার প্রতি (اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি, মক্কাবাসীরা কি দেশে দেশে ভ্রমণ করেনি। (فَيَنْظُرُوْا!) এবং

তারা কি দেখেনি, ভাবেনি (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ قَبْلِهِمْ) তাদের পূর্ববর্তীদের পূর্ববর্তী কাফিরদের পরিণাম কি হয়েছিল, শেষ ফল কি হয়েছিল? (وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ) পরলোকই শ্রেয়, জান্নাতই উত্তম (لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا) মুত্তাকীদের জন্যে, যারা কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা পরিহার করে এবং আল্লাহর প্রতি, মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে (اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ) তোমরা কি বুঝ না? তোমাদের কি এতটুকু মানবীয় বোধ নেই যে, দুনিয়া অপেক্ষা আখিরাত ভাল। অপর ব্যাখায় এতটুকু বোধ কি তোমাদের নেই যে, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে আর আখিরাত স্থায়ী থাকবে। অপর ব্যাখ্যায় রাসূলগণকে অস্বীকার করায় পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি এসেছিল তা কি তোমরা বিশ্বাস কর না?

(١١٠) حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

(١١١) لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

১১০. অবশেষে রাসূলগণ যখন নিরাশ হলেন এবং লোকে ভাবল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসল। এভাবে আমি যাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।

১১১. ওদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে রয়েছে শিক্ষা। এটা এমন বাণী যা মিথ্যা রচনা নয়; কিন্তু মু'মিনদের জন্যে এটা পূর্ব গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত।

(حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ) অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হল, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সত্য গ্রহণ ও সত্যের আহ্বানে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে রাসূলগণ যখন নিরাশ হলেন (وَظَنُّوْا) এবং তারা ধারণা করল, রাসূলগণ জেনে গেলেন এবং স্থির বিশ্বাসী হলেন যে, (اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا) তারা প্রত্যাখ্যান করেছে, অর্থাৎ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহর নিকট থেকে আনিত বিষয় গ্রহণে অস্বীকার করেছে। তাশদীদসহ পাঠ করলে এই ব্যাখ্যা। অপর ব্যাখ্যায় তারা ধারণা করল যে অর্থাৎ সম্প্রদায়ের লোকেরা ধারণা করল যে তাদেরকে অর্থাৎ রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে। তাশদীদ বিহীন পাঠ করলে এই ব্যাখ্যা (جَآءَهُمْ نَصْرُنَا) তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য এল, অর্থাৎ ওই সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ধ্বংস করার জন্য আমার আযাব এল (فَنُجِّى مَنْ نَّشَآءُ) তারপর যাদের আমি চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে, অর্থাৎ রাসূলগণও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নকারীগণ অপরাধী সম্প্রদায় থেকে মুশরিকদের থেকে (وَلَايُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ) আমার শাস্তি আযাব রদ হয় না, (لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ) তাদের বৃত্তান্তে রয়েছে ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইদের ইতিহাসে রয়েছে শিক্ষার নিদর্শন।

(مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى) বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে বুদ্ধিমান মানুষের জন্যে এটি মিথ্যা রচিত বাণী নয়। অর্থাৎ কুরআন মানব রচিত মনগড়া কথা নয় (وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ) বরং এটি ঈমান আনয়নকারী লোকদের জন্যে যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি এবং তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান আনায়ন করে তাদের জন্যে পূর্ববর্তী কালামের সমর্থন। তাওরাত, ইনজীল, তাওহীদ বিষয়ক অন্যান্য কিতাবাদি, কতক শরীয়াত, এবং ইউসুফ (আ)-এর বৃত্তান্তের অনুকূল (وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ) সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ হালাল, হারাম ইত্যাদি সব কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা (وَّهُدًى) হিদায়াত গোমরাহী থেকে সুপথ প্রদর্শনকারী (وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ) এবং রহমত আযাব থেকে রক্ষাকারী ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।

سُوْرَةُ الرَّعْدِ

সূরা রা'দ

১৩ সূরা রা'দ মক্কায় অবতীর্ণ, তবে وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ এবং ومن عنده علم الكتاب .... وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আয়াত দু'টো মদীনায় অবতীর্ণ
৪৩ আয়াত, ৮৫৫ শব্দ ৩৫০৬ – অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۗ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○
(٢) اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○

১. আলিফ-লাম-মীম-রা, এগুলো কুরআনের আয়াত, যা আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা-ই সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।
২. আল্লাহ্‌ই উর্ধ্বদেশে আকাশরাজি স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত তোমরা এটি দেখছ। তারপর তিনি আরশে[১] সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন ঃ প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন (الٓمّٓرٰ) আলিফ-লাম-মীম-রা, আমি আল্লাহ্ সবই জানি এবং সবই দেখেন যা তোমরা কর এবং যা তোমরা বল। অপর ব্যাখ্যায় এটি শপথ বাক্য, এটি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন যে, (تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ) এগুলো কুরআনের আয়াত, এই সূরাটি কুরআন করীমের একাধিক আয়াতের সমষ্টি। (وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ)। আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা সত্য, এই কুরআন করীম

---

১. আরশের শাব্দিক অর্থ ছাদবিশিষ্ট কিছু। আরবদেশে ছাদবিশিষ্ট হাওদা এবং রাজার শাসনকেও আরশ বলা হয়। আল্লাহ্‌র আরশ বলতে সৃষ্টির বিষয়াদির পরিচালনা কেন্দ্র বুঝায়। আল্লাহ্‌র অসীমের কিছুটা ধারণা করার জন্য 'আল আরশুল আযীম' রূপক ব্যবহৃত হয়। (আল-কুরআনুল করীম ইফা, পাদটীকা ৭ : ৫৪)

আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য (وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ, মক্কাবাসী (لَا يُؤْمِنُونَ) বিশ্বাস করে না। মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না।

(اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ) আল্লাহ্ই ঊর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশরাজিকে, আকাশরাজি সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে পৃথিবী অপেক্ষা উপরে স্থাপন করেছেন (بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا) স্তম্ভ ব্যতীত, যা তোমরা দেখছ, তোমরা এগুলোকে দেখছ যে, এগুলো স্তম্ভবিহীন। অপর ব্যাখ্যায় তিনি এগুলো ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন এমন স্তম্ভ দ্বারা যেগুলো তোমরা দেখছ না (ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ) তারপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন। আকাশরাজিকে ঊর্ধ্বে স্থাপনের পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলা আরশে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অপর ব্যাখ্যায় অবস্থান নিলেন, অপর ব্যাখ্যায় তিনি সেটিকে পূর্ণতা দান করলেন। অপর ব্যাখ্যায় অবগতি ও কর্তৃত্বের দিক থেকে কাছে ও দূরে সব তাঁর নিকট সমান। (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) তিনি নিয়মাধীন করলেন সূর্য ও চন্দ্রকে, চন্দ্র ও সূর্যের আলো-কে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিলেন (كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى) প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে (يُدَبِّرُ الْاَمْرَ) তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন, বান্দাদের ব্যাপারগুলো পর্যবেক্ষণ করেন এবং ওহী সহকারে কুরআন সহকারে ও বিপদ-আপদ সহকারে ফিরিশ্তা নাযিল করেন। (يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ) এবং নিদর্শনাদি বিশদভাবে বর্ণনা করেন, আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত কুরআন বর্ণনা করেন (لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ) যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার, যাতে তোমরা মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানকে সত্য বলে বিশ্বাস কর।

(٣) وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ۚ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৩. তিনিই ভূ-তলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে।

(وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ) তিনি বিস্তৃত করেছেন ভূতলকে, পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন পানির উপর (وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ) এবং তাতে স্থাপন করেছে পর্বতমালা, পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন সুদৃঢ় পর্বতরাজি খুঁটিরূপে (وَاَنْهٰرًا) এবং নদীসমূহ, তাতে প্রবহমান করেছেন নদ-নদীসমূহ (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ) এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল, সকল বর্ণ ও প্রকৃতির ফল (جَعَلَ فِيْهَا) তাতে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে সৃজন করেছেন (زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) জোড়ায় জোড়ায়, মিষ্ট ও টক একজোড়া, সাদা ও লাল একজোড়া (يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ) তিনি দিনকে আচ্ছাদিত করেন রাত দ্বারা, রাতকে ঢেকে দেন দিন দ্বারা এবং দিনকে ঢেকে দেন রাত দ্বারা, রাতে অপসারিত করে দিন আনয়ন করেন, আবার দিন অপসারিত করে রাত আনয়ন করেন (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ) এতে অবশ্যই রয়েছে, উল্লেখিত আগমন ও নির্গমনে রয়েছে (لَاٰيٰتٍ) বহুনিদর্শন, প্রমাণ (لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ) চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে, যাতে তারা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে।

(٤) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَٰتٌ وَجَنَّـٰتٌ مِّنْ أَعْنَـٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

(٥) وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُولَـٰٓئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَـٰٓئِكَ الْأَغْلَـٰلُ فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُولَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ۝

৪. পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, তাতে আছে আঙুর বাগান, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খেজুর গাছ সিঞ্চিত একই পানিতে এবং ফল হিসেবে ওগুলোর কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে। অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে এতে রয়েছে বহু নিদর্শন।

৫. যদি আপনি বিস্মিত হন, তবে বিস্ময়ের বিষয় ওদের কথা, 'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করব?' ওরাই ওদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে লৌহশৃংখল। ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

(وَفِى الْأَرْضِ قِطَعٌ) পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, পরস্পর সংযুক্ত স্থানসমূহ, অনুর্বর ও অনুন্নত ভূখণ্ডের পাশে রয়েছে উর্বর, পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ভূখণ্ড (مُتَجٰوِرٰتٌ وَجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَزَرْعٌ) তাতে আছে দ্রাক্ষা কানন, আঙ্গুর বাগান, শস্যক্ষেত্র, ক্ষেত-খামার একাধিক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ, একই কাণ্ড থেকে উৎসারিত দশ বা ততোধিক কিংবা তার চেয়ে কম সংখ্যক খেজুর গাছের গুচ্ছ (وَنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ) এবং একশির বিশিষ্ট খেজুর গাছ, যেগুলো প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক কাণ্ডবিশিষ্ট (يُسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ) সিঞ্চিত হয় একই পানিতে, বৃষ্টির পানি কিংবা নদীর পানিতে (وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ)। এবং ওগুলোর কতককে আমি কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি খাদ্য হিসেবে, বহন যোগ্যতা ও স্বাদের দিক থেকে (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ) এতে অবশ্যই রয়েছে, ফল মূলের বিভিন্নতা ও বৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে (لَاٰيٰتٍ) বহুনিদর্শন, প্রমাণ (لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ) বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা বিশ্বাস করে যে, এ সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়।

(وَاِنْ تَعْجَبْ) যদি আপনি বিস্মিত হন, তারা আপনাকে যে প্রত্যাখ্যান করছে তার কারণে (فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ) তবে বিস্ময়ের বিষয় তো ওদের কথা, তাদের বক্তব্য বরং অধিক বিস্ময়যোগ্য, তারা বলে (ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا) আমরা যদি মাটিতে পরিণত হই, পঁচে গলে মাটিতে মিশে যাই (ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ) তবুও কি নতুন জীবন লাভ করব? মৃত্যুর পর নতুনভাবে সৃষ্ট হব এবং আমাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হবে? (اُولٰٓئِكَ) তারাই, পুনরুত্থান অস্বীকারকারীরাই (الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, অগ্রাহ্য করে (وَاُولٰٓئِكَ) এবং তাদেরই কাফিরদেরই (الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ) গলদেশে থাকবে লৌহ শৃংখল, হাতে থাকবে হাতকড়া, হাত বাঁধা থাকবে গলদেশের সাথে (وَاُولٰٓئِكَ) এবং তারাই, হাতকড়া ও গল-বেড়ীতে আবদ্ধ লোকেরাই (اَصْحٰبُ النَّارِ) জাহান্নামবাসী, আগুনের অধিবাসী (هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) সেখানে তারা স্থায়ী হবে, চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে কখন ও তাদের মৃত্যু হবে না এবং কখনও সেখান থেকে বের হতে পারবে না।

(٦) وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۗ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

(٧) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

(٨) اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝

(٩) عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝

৬. কল্যাণের পূর্বে ওরা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদিও ওদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও আপনার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং আপনার প্রতিপালক শাস্তিদানে তো কঠোর।

৭. যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে তাঁর নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? আপনি তো কেবল সতর্ককারী, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে আছে পথপ্রদর্শক।

৮. প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

৯. যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

(وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) তারা আপনাকে, হে মুহাম্মদ ﷺ কল্যাণের পূর্বে সুস্থতাও নিরাপত্তার পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে বলে, উপহাসচ্ছলে শাস্তি আনয়ন করতে বলে, সুস্থতা ও নিরাপত্তা আনয়নের অনুরোধ করে না, (وَقَدْ خَلَتْ) তাদের পূর্বে গত হয়েছে, অতীত হয়েছে (الْمَثُلٰتُ) বহু দৃষ্টান্ত শাস্তি, যারা ধ্বংস হয়েছে ইতোপূর্বে তাদের ঘটনায় (وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ) আপনার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, ক্ষমাকারী (لِّلنَّاسِ) মানুষের প্রতি, মক্কাবাসীদের প্রতি (عَلٰى ظُلْمِهِمْ) তাদের সীমালংঘন সত্ত্বেও শিরক করা সত্ত্বেও, যদি তারা তাওবা করে ও ঈমান আনয়ন করে (وَرَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ) এবং আপনার প্রতিপালক কঠোর শাস্তিদাতা, যদি তারা শিরক থেকে তাওবা না করে।

(وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কাফিররা বলে, যারা মুহাম্মদ ﷺ-কে এবং কুরআনকে অস্বীকার করেছে তারা বলে (لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ) কেন নাযিল হয়নি তাঁর প্রতি, অবতীর্ণ হয়নি তাঁর নিকট (اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন, তাঁর নবুওয়াতের সপক্ষে প্রমাণ? যেমনটি নাযিল হয়েছে তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলগণের প্রতি। হে মুহাম্মদ ﷺ! (اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ) আপনি কেবল ভীতি প্রদর্শকারী রাসূল প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে আছে পথ-প্রদর্শক, নবী ও আহ্বানকারী, যিনি তাদেরকে গোমরাহী থেকে হিদায়াতের দিকে আসার আহ্বান জানান।

(اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى) প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে আল্লাহ্ তা জানেন, গর্ভে ছেলে না মেয়ে ধারণ করে আল্লাহ্ তা জানেন (وَمَا تَغِيْضُ) এবং জরায়ুতে যা কমে, নয় মাসের কম গর্ভে থাকে (الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ) এবং যা বাড়ে, নয় মাসের অধিক যা গর্ভে থাকে তাও জানেন (وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ) তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই, হ্রাস-বৃদ্ধি, সন্তান প্রসব ও গর্ভে অবস্থান সবকিছুরই (بِمِقْدَارٍ) এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

(عٰلِمُ الْغَيْبِ) তিনি অবগত অদৃশ্য সম্পর্কে, বান্দাদের যা অদৃশ্য তা সম্পর্কে (وَالشَّهَادَةِ) এবং যা দৃশ্যমান তা সম্পর্কে, বান্দাগণ যা জানে তা সম্পর্কে। অপর ব্যাখ্যায় অদৃশ্য অর্থ যা ভবিষ্যতে ঘটবে এবং দৃশ্যমান অর্থ যা ঘটেছে। অপর এক ব্যাখ্যায় অদৃশ্য অর্থ জরায়ুতে অবস্থানরত সন্তান এবং দৃশ্যমান অর্থ জরায়ু হতে নির্গত সন্তান (الْكَبِيْرُ) তিনি মহান তাঁর অপেক্ষা অধিক মহান কেউ নেই, কিছু নেই (الْمُتَعَالِ) সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, তাঁর অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার কেউ নেই, কিছু নেই।

(١٠) سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ۝
(١١) لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝

১০. তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে তা প্রকাশ করে রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তারা সমভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞানগোচর।

১১. মানুষের জন্যে সামনে পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে, ওরা আল্লাহ্‌র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। এবং আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না ওরা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন, তবে তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত ওদের কোন অভিভাবক নেই।

(سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ) তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে, এবং শব্দ গোপন রাখে (وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ) এবং যে তা প্রকাশ করে, যে কথা ও কাজ প্রকাশ্যে সম্পাদন করে (وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ) তারা সমান আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর অবগতির ক্ষেত্রে, আল্লাহ্ তাদের সবই জানেন (بِالَّيْلِ) এবং রাতে যে আত্মগোপন করে, লুকিয়ে থাকে (وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ) এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, কাজ ও কথা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সবই অবগত।

(لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ) মানুষের জন্যে আছে পর-পর আগত প্রহরী, ফিরিশ্‌তাগণ একদলের পর অপরদল আগমন করেন। দিনের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশ্‌তাদের গমনের পর রাতের ফিরিশ্‌তাগণ আসেন, আর রাতের ফিরিশ্‌তাদের পর পরবর্তী দিনের ফিরিশ্‌তাগণ আসেন (وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ) তারা তাকে রক্ষা করে সামনে পেছনে, আয়াতে আগ-পর রয়েছে (مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে, আল্লাহ্‌র আদেশে এবং ক্রমান্বয়ে তাকে নিয়ে যায় তাক্‌দীর বা পূর্ব নির্ধারিত পরিণতির দিকে (اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ) আল্লাহ্ তা'আলা পরিবর্তন করেন না কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা, শান্তি ও সুখের পরিবেশ (حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ) যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে, নিয়ামতের শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা বর্জন করে। (وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا) আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, শাস্তি প্রদান ও ধ্বংস সাধনের ইচ্ছা করেন (فَلَا مَرَدَّ لَهٗ) তবে তা রদ করার কেউ নেই, ওদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা দেয়ার কেউ নেই (وَمَا لَهُمْ) এবং তাদের জন্যে নেই, আল্লাহ্ যাদের ধ্বংসের ইচ্ছা করেন তাদের জন্যে নেই (مِّنْ دُوْنِهٖ) তিনি ব্যতীত, আল্লাহ্ ব্যতীত (مِنْ وَّالٍ) কোন অভিভাবক, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষাকারী। অপর ব্যাখ্যায় এমন কোন আশ্রয়স্থল নেই যেখানে সে আশ্রয় নিতে পারে।

(١٢) هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝

(١٣) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۝

(١٤) لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۗ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَىْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۗ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ۝

১২. তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী ভয়ের জন্য ও আশার জন্য এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ।

১৩. বজ্রধ্বনিও তাঁর ভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সেটি দ্বারা আঘাত করেন, আর তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।

১৪. সত্যের আহ্বান তাঁরই যারা তাঁকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে ওরা তাদেরকে কোন সাড়াই দেয় না, ওদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় সে তার মুখে পানি পৌছবে এই আশায় তার হাত দুইটি প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌঁছবার নয়, কাফিরদের আহ্বান নিষ্ফল।

(هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ) তিনি তোমাদেরকে দেখান বিজলী, বৃষ্টি (خَوْفًا) ভীতিপ্রদ করে, মুসাফিরের জন্যে যে, সে তার কাপড়-চোপড় ভিজে যাওয়ার আশংকা করে (وَّطَمَعًا) এবং আশাপ্রদ করে, গৃহবাসীদের জন্যে যে, তাদের শস্যক্ষেত্রে পানি সিঞ্চিত হবে (وَيُنْشِئُ السَّحَابَ) এবং তিনি সৃষ্টি করেন, সৃজন করেন ও উপরে তুলে আনেন (الثِّقَالَ) ঘনমেঘ, বৃষ্টিবাহী ভারী মেঘ।

(وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ) বজ্রধ্বনি তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাঁর নির্দেশে রা'দ একজন ফিরিশতার নাম, অপর ব্যাখ্যায় এটি আকাশের গর্জন। (وَ الْمَلٰٓئِكَةُ) এবং ফিরিশ্তাগণ ও মহিমাও পবিত্রতা ঘোষণা করেন (مِنْ خِيْفَتِهٖ) তাঁর ভয়ে, তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করেন (وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ) এবং তিনি বজ্রপাত করেন, অর্থাৎ আগুন প্রেরণ করেন (فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ) এবং যাকে ইচ্ছা সেটি দ্বারা আঘাত করেন, তারপর যাকে ইচ্ছা আগুন দ্বারা ধ্বংস করে দেন। যায়িদ ইব্‌ন কায়সকে আল্লাহ্ তা'আলা আগুন দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তার সাথী আমির ইব্‌ন তোফায়লকে তার কোমরে আঘাত করে ধ্বংস করে দিয়েছেন। (وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ) তবুও তারা বিতণ্ডা করে, বিবাদ করে (فِى اللّٰهِ) আল্লাহ্ সম্পর্কে, আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে (وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ) যদিও তিনি মহাশক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।

(لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ) সত্যের আহ্বান তাঁরই, সত্য দ্বীন অর্থাৎ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এর সাক্ষ্য দেয়া তারই এটি খাঁটি বাক্য (وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ) যারা আহ্বান করে, উপাসনা করে (مِنْ دُوْنِهٖ) তাঁকে ব্যতীত অপরকে, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের (لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ) ওরা তাদেরকে কোন সাড়াই দেয় না, ওদেরকে ডাকলে কোন কল্যাণ করতে পারে না (لَهُمْ بِشَىْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ) ওদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির ন্যায় যে আপন হাত দুইটি

প্রসারিত করে রাখে, নিজের দুই হাত বাড়িয়ে থাকে (اِلَى الْمَاءِ) পানির দেকে, দূর থেকে (لِيَبْلُغَ فَاهُ) যাতে পানি তার মুখে পৌঁছে, পানি এসে যেন তার মুখে প্রবেশ করে (وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ) কিন্তু ওই পানি তার মুখে পৌঁছবার নয়, এমতাবস্থায় কোনক্রমেই পানি তার মুখে পৌঁছবে না। এ ব্যক্তির মুখে যেমন কখনও পানি পৌঁছবে না। যেমন মূর্তি-যারা প্রতিমার উপাসনা করে ওই মূর্তি প্রতিমা কখনও তাদের কল্যাণ করতে পারবে না। (وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ) কাফিরদের আহ্বান, কাফিরদের উপাসনা (اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ) শুধুই নিষ্ফল, অসার, তাদের থেকে হারিয়ে যাবে।

(١٥) وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝
(١٦) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۗ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۗ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

১৫. আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয় আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং সেগুলোর ছায়াগুলো ও সকাল ও সন্ধ্যায়।

১৬. বলুন, 'কে আকাশরাজি ও পৃথিবীর প্রতিপালক? বলুন, 'তিনি আল্লাহ্'! বলুন, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? বলুন, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক'? তবে কী তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে যে কারণে সৃষ্টি ওদের মাঝে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে! বলুন, 'আল্লাহ্ সকল বস্তু স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।'

(وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ) আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়, নামায আদায় করে এবং ইবাদত করে (مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ) আকাশরাজিতে যা আছে, ফিরিশ্‌তাগণ (وَالْاَرْضِ) এবং পৃথিবীতে যা আছে, ঈমানদার মানুষগণ (طَوْعًا) ইচ্ছায়, আকাশের অধিবাসগীণ। স্বেচ্ছায় তা করে, কারণ তাদের ইবাদত সম্পাদনে কোন কষ্ট নেই (وَكَرْهًا) এবং অনিচ্ছায়, পৃথিবীবাসীগণ কারণ তাদের ইবাদত সম্পাদন কষ্টসাধ্য। অপর ব্যাখ্যায় ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদন করে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ আর অনিচ্ছায় সম্পাদন করে মুনাফিকরা। অপর এক ব্যাখ্যায় ইচ্ছায় সম্পাদন করে জন্মগতভাবে মুসলিমগণ এবং অনিচ্ছায় সম্পাদন করে যারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা, (وَظِلٰلُهُمْ) এবং তাদের ছায়াগুলোও যারা আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে তাদের ছায়াগুলোও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হয় (بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ) সকাল ও সন্ধ্যায় সকালে সিজ্‌দাবনত হয় তাদের ডানদিকে আর বিকালে সিজ্‌দাবনত হয় তাদের বাম দিকে।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! মক্কাবাসীদেরকে (مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) কে আকাশরাজি ও পৃথিবীর প্রতিপালক স্রষ্টা? যদি তারা উত্তর দেয় এবং বলে, 'আল্লাহ্' তবে ভাল কথা, অন্যথায় (قُلِ اللّٰهُ) বলুন, 'আল্লাহ্' ওই দু'টোর সৃষ্টিকর্তা (قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! তোমরা কি গ্রহণ করেছ তোমরা কি উপাসনা কর (اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ) তাঁর পরিবের্তে অন্য অভিভাবক, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য

উপাস্য, (لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ) যারা সক্ষম নয়, নিজেদের লাভের, কল্যাণ উপার্জনে (نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا) এবং নিজেদের ক্ষতির, ক্ষতি প্রতিরোধে (قُلْ) বলুন, তাদেরকে হে মুহাম্মদ ﷺ هَلْ تَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? কাফির ও মু'মিন কি সমান (اَمْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ) কিংবা অন্ধকার ও আলো কি এক, অর্থাৎ কুফরী ও ঈমান কি এক? (اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ) তবে কী তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক নির্ধারণ করেছে, অন্যান্য উপাস্য থেকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করেছে (خَلَقُوْا) যারা সৃষ্টি করেছে, সৃষ্ট বস্তু (كَخَلْقِهٖ) তাঁর সৃষ্টির ন্যায়, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির ন্যায় তারপর সৃষ্টি সকল প্রকারের সৃষ্টি (فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ) তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে, যে তাদের উপাস্যদের সৃষ্টি থেকে তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পৃথক করতে পারছে না (قُلِ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ (اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ) আল্লাহ্, সকল বস্তুর স্রষ্টা, অন্য কোন উপাস্য নয়, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই (وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) তিনি এক, পরাক্রমশালী তাঁর সৃষ্টির উপর সর্বশক্তিমান। এরপর সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন তিনি বলছেন।

(١٧) اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۬ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ؕ

১৭. তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ সেগুলোর পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরস্থিত আবর্জনা বহন করে, এরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু আগুনে উত্তপ্ত করা হয়। এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন।

(اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অর্থাৎ কুরআন সহকারে জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেন এবং তাতে সত্য ও অসত্য বর্ণনা করে দেন (فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ) তারপর উপত্যকাসমূহ সেগুলোর পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয়, অর্থাৎ জ্যোতির্ময় অন্তরগুলো নিজেদের জ্যোতি ও ব্যাপ্তি অনুযায়ী হক ও সত্য গ্রহণ করে (السَّيْلُ) এবং প্লাবন, অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরগুলো (زَبَدًا رَّابِيًا) তার উপরস্থিত আবর্জনা বহন করে, আপন প্রবৃত্তি মোতাবেক প্রচুর অসত্য গ্রহণ করে (وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ) আর যা কিছু আগুনে উত্তপ্ত করা হয়। এটি অন্য একটি দৃষ্টান্ত অর্থাৎ অপরিষ্কার সোনা ও রূপা আগুনে নিক্ষেপ করলে তার অবস্থাও হয় লবণাক্ত সমুদ্রের উপরস্থিত আবর্জনার ন্যায় (ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ) অলংকার নির্মাণের উদ্দেশ্যে, পরিধান করার জন্যে, সত্য হল সোনা ও রূপার ন্যায়, এগুলো দ্বারা যেমন কল্যাণ অর্জন করা যায়, সত্য দ্বারাও তেমনি সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি কল্যাণ অর্জন করতে পারে, আর বাতিল ও অসত্য হল সোনা ও রূপার ময়লার ন্যায়, ওই ময়লা দ্বারা যেমন কল্যাণ লাভ করা যায় না বাতিল এবং অসত্য দ্বারাও তেমন বাতিলপন্থী ব্যক্তি কল্যাণ লাভ করতে পারে না (اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ) অথবা তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে, লোহা ও তামা নিক্ষেপ করা হয় আগুনে। এভাবে আবর্জনা উপরিভাগে আসে, অর্থাৎ

বন্যার পানির আবর্জনার ন্যায় এগুলোর আবর্জনা ও বেরিয়ে আসে, এটি অপর একটি উদাহরণ, অর্থাৎ সত্য হল লোহা ও তামার ন্যায়, এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। তেমনি সত্য দ্বারা সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি উপকার লাভ করে। আর বাতিল ও অসত্য হল লোহা ও তামার আবর্জনার ন্যায়, বাতিল দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। যেমন লোহা ও তামার আবর্জনা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। (كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ) এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন, উদাহরণ বর্ণনা করে থাকেন (فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً) যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয়, অর্থাৎ যেমন এসেছিল তেমনি দূরীভূত হয়ে যায়, কোন উপকারে আসে না, অনুরূপ বাতিল ও অসত্য কোন উপকারে আসে না (وَاَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ) আর যা মানুষের উপকারে আসে, অর্থাৎ পরিষ্কার পানি, সোনা, রূপা, লোহা ও তামা (فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ) তা জমিতে থেকে যায়, তা দ্বারা উপকার সাধন করা যায়, তেমনি সত্য দ্বারা উপকার লাভ করা যায় (كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ) এভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও অসত্যের উদাহরণ বর্ণনা করে থাকেন।

(১৮) لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

(১৯) اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ۚ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

১৮. যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, কল্যাণ তাদের জন্যে। আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই যদি তাদের থাকত এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো থাকত তারা মুক্তিপণ স্বরূপ তা দিত। ওদের হিসাব হবে কঠোর এবং জাহান্নাম হবে ওদের আবাস, সেটি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

১৯. আপনার প্রতিপালক থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেক শক্তিসম্পন্নগণই।

(لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ) যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, দুনিয়াতে তাওহীদ ও একত্ববাদ গ্রহণ করে। (الْحُسْنٰى) তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ, জান্নাত, আখিরাতে (وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ) যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় না, তাওহীদ ও একত্ববাদ গ্রহণ করে না (لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ) পৃথিবীতে যা আছে, সোনা রূপা (جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ) তার সবই এবং তার সম পরিমাণ তার আরও একগুণ যদি তাদের থাকত (لَافْتَدَوْا بِهٖ) তারা মুক্তিপণ স্বরূপ তা দিত, নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্যে তারা তা দিয়ে দিত (اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ) তাদের হিসাব হবে কঠোর, শাস্তি হবে কঠিন (وَمَاْوٰىهُمْ) এবং তাদের আবাস, প্রত্যাবর্তন স্থল (جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ)। জাহান্নাম, সেটি কত নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল, মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল।

(اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, কুরআন (الْحَقُّ) যে ব্যক্তি তা সত্য বলে জানে, সত্য বলে বিশ্বাস করে (كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى) সে কি ওই ব্যক্তির ন্যায় সে অন্ধ, কাফির উপদেশ গ্রহণ করে, (اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ) আপনার প্রতি অবতীর্ণ কুরআন দ্বারা নসীহত গ্রহণ করে, শুধু বিবেকশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই, বুদ্ধিমান লোকেরাই।

(٢٠) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝

(٢١) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝

(٢٢) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

(٢٣) جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَالْمَلَٰئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

(٢٤) سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

২০. যারা আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।

২১. এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।

২২. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দুরীভূত করে এদের জন্যে শুভ পরিণাম—

২৩. স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, পতিপত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও, এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।

২৪. এবং বলবে, তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি! কত ভাল এই পরিণাম!

(الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরযসমূহ তথা কর্তব্যসমূহ পরিপূর্ণভাবে আদায় করে (وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ) এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফরয ও কর্তব্যগুলো বর্জন করে না।

(وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ) এবং আল্লাহ্ যা অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে অপর ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ও কুরআনের প্রতি আনীত ঈমানে অবিচল থাকে (وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) ভয় করে তাদের প্রতিপালককে, কাজ করে তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে (وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ) এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে, কঠিন শাস্তিকে।

(وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا) যারা ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ বাস্তবায়নে এবং কষ্টদায়ক স্থানসমূহে (ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে, তাদের পালনকর্তার সন্তোষ অর্জনের জন্যে (وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ) সালাত আদায় করে, যথানিয়মে পরিপূর্ণভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে (وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ) আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে, আমি যা দিয়েছি তা হতে সাদাকা করে (سِرًّا) গোপনে, শুধু তারা জানে আর তাদের প্রতিপালক জানেন (وَّعَلَانِيَةً) এবং প্রকাশ্যে, তারা নিজেরা ও অন্যান্য লোকজন জানে (وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) এবং ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, কেউ মন্দ বাক্যের আঘাত হানলে শালীন ও মার্জিত বক্তব্য দ্বারা তার উত্তর দেয় (اُولٰٓئِكَ لَهُمْ)

তাদের জন্যে রয়েছে। "উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকবান মানুষেরা" থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত যেসব গুণে গুণান্বিত লোকদের কথা বলা হল তাদের জন্যে রয়েছে (عُقْبَى الدَّارِ) শুভ পরিণাম, জান্নাত, এরপর বিশদ বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের জন্যে কোন স্তরের জান্নাত রয়েছে তাই বললেন।

(جَنّٰتُ عَدْنٍ) জান্নাত-ই-আদ্‌ন। এটি দয়াময় আল্লাহ্‌র তৈরী বিশেষ প্রাসাদ। এটি নবীগণের সিদ্দীকগণের, শহীদগণের এবং নেক্‌কার বান্দাদের স্থায়ী আবাস (يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ) তারা তাতে প্রবেশ করবে, এবং তাদের সৎকর্মশীল, একত্ববাদী (مِنْ اٰبَآئِهِمْ) পিতা-মাতা, ওই জান্নাতে প্রবেশ করবে (وَاَزْوَاجِهِمْ) তাদের স্বামী-স্ত্রী, তাদের তাওহীদবাদী স্বামী-স্ত্রী ও প্রবেশ করবে ওই জান্নাতে (وَذُرِّيّٰتِهِمْ) এবং তাদের সন্তান-সন্ততিগণ, তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা একত্ববাদী ও তাওহীদপন্থী তারা ও জান্নাত-ই-আদন-এ প্রবেশ করবে (وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ) এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদের নিকট প্রবেশ করবেন প্রত্যেক দরজা দিয়ে, ওই জান্নাতীদের প্রত্যেকের জন্যে থাকবে বিস্তৃত গোলকার মুক্তার তাঁবু, সেটির থাকবে চার হাজার দরজা প্রতি দরজায় একটি করে পাল্লা, প্রত্যেক দরজা দিয়ে একজন করে ফিরিশ্‌তা তাদের নিকট প্রবেশ করবে, ফিরিশতাগণ বলবেন ঃ

(سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ) তোমাদের প্রতি শান্তি তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে, এই জান্নাত তোমাদের জন্যে বরাদ্দ হয়েছে এজন্যে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে এবং কষ্টকর স্থানমূহে ধৈর্যধারণ করেছিলে (فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) কত ভাল এই পরিণাম! কত উত্তম তোমাদের জন্যে এ জান্নাত।

(٢٥) وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ۝

(٢٦) اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ۝

২৫. যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্যে আছে লা'নত এবং তাদের জন্যে আছে মন্দ আবাস।

২৬. আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করে দেন এবং সংকুচিত করেন, কিন্তু ওরা পার্থিব জীবন উল্লসিত, অথচ পার্থিব জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।

(وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্‌র সাথেকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফরয ও কর্তব্যাদি বর্জন করে (مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ) সেটি দৃঢ়ভাবে সম্পন্ন করার পর, কঠিন কঠোর ও তাকীদ সহকারে সেই অঙ্গীকার সম্পন্ন করার পর (وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ) এবং সে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতিও কুরআনের প্রতি আনীত ঈমান বর্জন করে (وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ) এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, কুফরী, শিরকী- এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের উপাসনার প্রতি আহ্বান জানানো দ্বারা (اُولٰٓئِكَ لَهُمْ) তাদের জন্যে রয়েছে, এসব মন্দ চরিত্রের লোকদের জন্যে রয়েছে (اللَّعْنَةُ) লা'নত, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ (وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ) এবং তাদের জন্যে রয়েছে মন্দ আবাস, অর্থাৎ আখিরাতে জাহান্নাম।

(اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করে দেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র এমন কতক বান্দা আছে যাদেরকে স্বচ্ছল জীবনোপকরণ দানই একমাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা, অন্যথায় তা হবে তাদের জন্যে অকল্যাণকর। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র কতক বান্দা আছে যাদের জীবনোপকরণ সংকুচিত করাই তাদের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা, তাদের জন্যে যদি অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তবে তা হবে তাদের জন্যে ক্ষতিকর, অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে যাদেরকে ইচ্ছা আল্লাহ্ তার ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে দেন, এটি আল্লাহ্‌র কৌশল (وَيَقْدِرُ) এবং সংকুচিত করেন, যার প্রতি ইচ্ছা জীবনোপকরণ হ্রাস করে দেন, এটি তাঁর পক্ষ থেকে পরীক্ষা (وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) ওরা কিন্তু পার্থিব জীবন নিয়ে উল্লসিত, পার্থিব জীবনে পাওয়া ধন-দৌলত ও ভোগ্য সামগ্রী এবং হাসি-খুশীতেই সন্তুষ্ট (وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا) অথচ পার্থিব জীবন, পার্থিব জীবনের ধন-দৌলত ও আনন্দ ফূর্তি (فِى الْاٰخِرَةِ) আখিরাতের তুলনায়, আখিরাতের ধন-দৌলত ও আনন্দ-ফূর্তির স্থায়িত্বের তুলনায় (اِلَّا مَتَاعٌ) ক্ষণস্থায়ী উপভোগ্য মাত্র, নিতান্তই স্বল্প, যেমন গৃহ সামগ্রী বাসন-কোসন ও হাঁড়ি পাতিল ইত্যাদি।

(٢٧) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ○

(٢٨) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ○

(٢٩) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ○

২৭. যারা কুফরী করেছে, তারা বলে তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বলুন, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর অভিমুখী।

২৮. যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ আল্লাহ্‌র স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়।

২৯. 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে পরম আনন্দ এবং শুভ পরিণাম তাদেরই।'

(وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যারা কুফরী করেছে তারা বলে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে এবং কুরআনকে যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে (لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ) কেন নাযিল হয়নি তাঁর প্রতি, কেন অবতীর্ণ হয়নি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি (اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন, তাঁর নবুওয়াতের সমর্থনে প্রমাণ, যেমন নাযিল হয়েছিল পূর্ববর্তী রাসূলগণের ﷺ প্রতি তার ধারণা মত (قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মাদ ﷺ (اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন, বিচ্যুত করেন তাঁর দ্বীন থেকে, যে এর উপযুক্ত (وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ) এবং তার দিকে পথ দেখান, তাঁর দ্বীনের প্রতি পথপ্রদর্শন করেন (مَنْ اَنَابَ) যে তাঁর অভিমুখীতাকে, যে আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হয় তাকে।

(اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা ঈমান আনয়ন করে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি (وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ) এবং তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়, সন্তুষ্ট ও সুস্থির হয় (بِذِكْرِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র স্মরণে, কুরআন দ্বারা অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্‌র নামে শপথ দ্বারা (اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ) জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র স্মরণে কুরআন দ্বারা এবং আল্লাহ্‌র নামে শপথ দ্বারা (تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ) চিত্ত প্রশান্ত হয়, অর্থাৎ সুস্থির শান্ত ও সন্তুষ্ট হয়।

(اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা ঈমান আনয়ন করে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি। (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) এবং সৎকর্ম করে, তাদের ও তার প্রতিপালকের মধ্যে আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখে (لَهُمْ) তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ, আকর্ষণীয় পুরস্কার যার প্রতি অন্যরা লালায়ীত হবে। অপর ব্যাখ্যায় 'তূবা' হল জান্নাতের একটি গাছ সেটির কাণ্ড সোনার তৈরী, পাতাগুলো যেন গহনা, পাতাগুলো বিভিন্ন রংয়ের, ডালগুলো জান্নাতে থরে থরে সাজানো, সেটির তলদেশে রয়েছে মিশ্‌ক-আম্বর-তথা মৃগ-নাভি, কস্তুরী ও জাফরানের সমাহার (حُسْنُ مَاٰبٍ) এবং শুভ পরিণাম জান্নাতে সুন্দর প্রত্যাবর্তন স্থল।

(٣٠) كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِىْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ○

(٣١) وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ۗ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ۗ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

(٣٢) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○

৩০. এভাবে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি এক জাতির প্রতি যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, ওদের নিকট তিলাওয়াত করার জন্যে যা আমি আপনার নিকট প্রত্যাদেশ করেছি। তবুও তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বলুন, তিনিই আমার প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি। এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।

৩১. যদি কোন কুরআন এমন হত যা দিয়ে পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও ওরা তাতে বিশ্বাস করত না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারভুক্ত। তবে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের বিশ্বাস জন্মেনি যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন? যারা কুফ্‌রী করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে অথবা বিপর্যয় তাদের আশে-পাশে আপতিত হতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

৩২. আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে আমি কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি!

(كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِىْٓ اُمَّةٍ) এভাবে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি এক জাতির প্রতি, এরূপে পাঠিয়েছি এক জাতির নিকট (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا) যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, তাদের নিকট আবৃত্তি করার জন্যে, পাঠ করার জন্যে (اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ) যা আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, যা সহ জিব্‌রাঈলকে আপনার নিকট পাঠিয়েছি অর্থাৎ কুরআন (وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ) তবুও তারা অস্বীকার করে দয়াময় আল্লাহ্‌কে, তারা বলে মুসায়লামা কায্‌যাব ব্যতীত অন্য কাউকে আমরা দয়াময়রূপে চিনি না (قُلْ) বলুন, দয়াময় তো (هُوَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ) তিনিই

যিনি আমার প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি, ভরসা রাখি, আস্থা রাখি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন, আখিরাতে ফিরে যাওয়া।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমাইয়া মাখযুমী ও তার সাথিরা বলেছিল 'হে মুহাম্মাদ ﷺ আপনি বলছেন যে, দাউদ নবীর (আ) গলিত তামার প্রস্রবণ ছিল। সুতরাং আপনি আপনার কুরআন দ্বারা মক্কার আমাদের এই পর্বতগুলো সরিয়ে দিন এবং সেখানে প্রস্রবণ উৎসারিত করে দিন, আপনি আমাদের জন্যে বাতাসের ব্যবস্থা করে দিন, তাতে চড়ে আমরা সিরিয়া যাব এবং সেখান থেকে ফিরে আসব, যেমনটি আপনি বলছেন যে সুলায়মান (আ)-এর ওরকম বাতাস ছিল। আপনি আমাদের মৃত লোকগুলোকে জীবিত করে দিন, আপনার কুরআন দ্বারা যেমন আপনি বলছেন যে, ঈসা (আ) মৃতদেরকে জীবিত করেছেন, তাদের এসব বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াত নাযিল করলেন এবং বললেন ঃ

(وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا) যদি কোন কুরআন এমন হত যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর কুরআন ব্যতীত অন্য কোন কুরআন এরূপ হত যে, (سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ) যা দিয়ে পর্বতকে গতিশীল করা যেত, পৃথিবীর বুক থেকে পর্বতরাজি সরিয়ে দেয়া যেত (اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ) অথবা তা দিয়ে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত, অর্থাৎ ওই কুরআনের সাহায্যে বহুদূর দূরান্ত অতিক্রম করা যেত (اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى) অথবা তা দিয়ে মৃতের সাথে কথা বলা যেত, অথবা তা দিয়ে মৃতকে জীবিত করা যেত, তবে সেগুলো করা যেত একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ -এর কুরআন দ্বারা (بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا) কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে, বরং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এর সবগুলোই করতে পারেন (اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) তবে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের বিশ্বাস জন্মেনি যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি যারা ঈমান এনেছে তারা কি জানে না যে, (اَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন? সকল মানুষকে তাঁর দ্বীন গ্রহণ করিয়ে মহিমান্বিত করে দিতেন (وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ) কিন্তু যারা কুফরী করেছে, অস্বীকার করেছে আসমান, কিতাবগুলোকে, এবং রাসূলদেরকে অর্থাৎ মক্কার কাফিররা (بِمَا صَنَعُوْا) তাদের কর্মফলের দরুন, কুফরী কর্মের দরুন (قَارِعَةٌ) তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অকল্যাণ অপর ব্যাখ্যায় বজ্রপাত আপতিত হতেই থাকবে (اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ) অথবা বিপর্যয় আপতিত হতে থাকবে তাদের আশেপাশে, অথবা হে মুহাম্মাদ ﷺ আপনি আপনার সাথী-সঙ্গীদেরকে নিয়ে অবিলম্বে তাদের শহর মক্কার নিকটবর্তী উসফান অঞ্চলে গিয়ে পৌছবেন (حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ) যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়, মক্কা বিজয় অনুষ্ঠিত হয়, (اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ)। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, মক্কা বিজয়ের প্রতিশ্রুতির অন্যথা করবেন না। অপর ব্যাখ্যায় মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করবেন না।

(وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ) আপনার পূর্বে ও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, আপনার আপন সম্প্রদায় কুরায়শরা যেমন আপনাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায় ও তাঁদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল (فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا) তারপর যারা কুফরী করেছিল তাদেরকে আমি কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, ঠাট্টা-বিদ্রূপের পর ও কাফিরদেরকে কিছুটা সময় দিয়েছিল (ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ) তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম, শাস্তি দ্বারা (فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ) কেমন তার ছিল আমার শাস্তি! দেখুন শাস্তি দ্বারা আমি তাদেরকে কীভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছি।

(٣٣) أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ أَم بِظَـٰهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا۟ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ○

(٣٤) لَّهُمْ عَذَابٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ○

(٣٥) مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٱلنَّارُ ○

৩৩. তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি ওদের অক্ষম ইলাহ্‌গুলোর মত? অথচ ওরা আল্লাহ্‌র বহু শরীক করেছে। বলুন, 'ওদের পরিচয় দাও', তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেন না? অথবা এটা বাহ্যিক কথা মাত্র? না, কাফিরদের নিকট ওদের ছলনা শোভনীয় প্রতীয়মান হয়েছে এবং ওদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করা হয়েছে; আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

৩৪. ওদের জন্যে দুনিয়ার পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর! এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করার তাদের কেউ নেই।

৩৫. মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার উপমা এরূপ ঃ সেটির পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেটির ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী। যারা মুত্তাকী, এটা তাদের কর্মফল এবং কাফিরদের কর্মফল আগুন।

(أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ) যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর পর্যবেক্ষক সে যা করে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণকারী তার ভাল ও মন্দ এবং জীবিকা ও অকল্যাণ প্রতিহতকরণ যা সে অর্জন করে (بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ) তিনি কি ওদের অক্ষম ইলাহ্‌গুলোর মত? অথচ তারা বহু শরীক করেছে, আল্লাহ্‌র অনেক শরীক থাকার কথা বলেছে তাদের উপাস্যদের থেকে, তারা সেগুলোর পূজা করে (قُلْ) বলুন, তাদেরকে হে মুহাম্মাদ (سَمُّوهُمْ) তোমরা সেগুলোর পরিচয় দাও, আল্লাহ্‌র সাথে যদি ওগুলোর অংশীদারিত্ব থেকেই থাকে তবে সেগুলোর কল্যাণ সাধন ও কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ দাও (أَمْ تُنَبِّئُونَهُ) তোমরা কি তাঁকে অবগত করাচ্ছ, অবহিত করছ (بِمَا لَا يَعْلَمُ) যা তিনি জানেই যে, যা তিনি অবগত আছেন ই যে, (فِي الْأَرْضِ) পৃথিবীতে কেউ নেই, আল্লাহ্ ব্যতীত যে কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করতে পারে। (أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ) বরং অসার কথাবার্তা দ্বারা অসত্য, অমূলকও মিথ্যা বক্তব্য দ্বারা তারা ওসব মূর্তি প্রতিমার উপাসনা করছে (بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) বরং যারা কুফরী করেছে, মুহাম্মাদ ﷺ কে এবং কুরআনকে অস্বীকার করেছে (مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ) তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে তাদের ছলনা, তাদের কথাও কাজ এবং তাদেরকে নিবৃত্ত করা হয়েছে সৎপথ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে দ্বীন থেকে (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ) আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাঁর দ্বীন থেকে (فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) তার কোন পথপ্রদর্শক নেই, ক্ষমতা প্রদানকারী নেই।

(لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ওদের জন্যে পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি, বদর দিবসে নিহত হওয়া (وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ) আর আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর, দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা কঠিনতর

(وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ) আল্লাহ্ থেকে রক্ষা করার, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করার তাদের কেউ নেই, কোন রক্ষাকারী নেই, এবং কোন আশ্রয়স্থল নেই যেখানে আশ্রয় নিবে।

(مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ) মুত্তাকীদেরকে, কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা বর্জনকারীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার উপমা এরূপ ঃ তার বিবরণ এরূপ ঃ (تَجْرِىْ مِنْ) তার পাদদেশে, তার গাছগুলোর ও প্রাসাদরাজির তলদেশে (تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ) নদী প্রবাহিত, সুরার নদী, পানির নদী, মধুর নদী ও দুধের নদী। সেটির ফলসমূহ চিরস্থায়ী, ফল রাজি চিরন্তন, ধ্বংস হওয়ার নয় (اُكُلُهَا دَآئِمٌ) এবং সেটির ছায়াও, চিরস্থায়ী তাতে কোন ত্রুটি নেই (تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا) এটি জান্নাত মুত্তাকীদের কর্মফল, কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা পরিহারকারীদের বাসস্থান (وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ) এবং কাফিরদের কর্মফল, বাসস্থান জাহান্নামে আগুন।

(٣٦) وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ○

(٣٧) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ○

৩৬. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল তার–কতক অংশ অস্বীকার করে। বলুন, 'আমি তো আল্লাহ্র ইবাদত করতে এবং তাঁর কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।'

৩৭. এবং এভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি বিধানরূপে, আরবী ভাষায়, জ্ঞানপ্রাপ্তির পর আপনি যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেন তবে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।

(وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمْ) আমি যাদেরকে দান করেছি, প্রদান করেছি (الْكِتٰبَ) কিতাব, তাওরাতের জ্ঞান যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) ও তাঁর সাথিগণ (يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ) আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে তাঁরা আনন্দ পায়, দয়াময় আল্লাহ্র আলোচনায় (وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ) কিন্তু কোন কোন দল ইয়াহূদীরা সেটির কতক অংশ অস্বীকার করে, অর্থাৎ কুরআনের কতক অংশ তথা সূরা ইউসুফ ও দয়াময় রাহমান আল্লাহ্র আলোচনাকে অস্বীকার করে (قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মাদ ﷺ (اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ) আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্র ইবাদত করতে, নির্ভেজালভাবে (وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ) এবং তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ না করতে কাউকেই, কোন কিছুকেই (اِلَيْهِ اَدْعُوْا) আমি তাঁর দিকেই আহ্বান করি, সৃষ্টি জগতকে (وَاِلَيْهِ مَاٰبِ) এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন, আখিরাতে আমার ফিরে যাওয়া।

(وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ) আমি এভাবে নাযিল করেছি, এরূপে জিব্রাঈল (রা)-কে কুরআন সহকারে অবতীর্ণ করেছি (حُكْمًا) নির্দেশ স্বরূপ কুরআন করীম পুরোটাই আল্লাহ্র নির্দেশ (عَرَبِيًّا) আরবী-ভাষায়, আরবী ভাষার রীতিতে (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ) আপনি যদি ওদের খেয়াল খুশীর অনুরূপ করেন, ওদের দ্বীন ও

কিবলার অনুসরণ করেন (بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) আপনার নিকট ইলম আসার পরও ইব্রাহীম (আ)-এর দ্বীন ও কিব্লা সম্পর্কে বর্ণনা আসার পর ও (مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ) তবে আল্লাহ্ থেকে আপনাকে রক্ষা করার, আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করার (مِنْ وَّلِيٍّ) কোন অভিভাবক থাকবে না, ঘনিষ্ঠজন থাকবে না যে আপনার উপকার করে দিবে (وَّلَا وَاقٍ) এবং থাকবে না কোন রক্ষক, রক্ষাকারী যে আপনাকে রক্ষা করবে।

(٣٨) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ○

(٣٩) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ○

(٤٠) وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ○

৩৮. আপনার পূর্বে আমি তো অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়, প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।

৩৯. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁরই নিকট আছে উম্মুল কিতাব।

৪০. আমি ওদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছু যদি আপনাকে দেখিয়ে দিই অথবা যদি এর পূর্বে আপনার মৃত্যু ঘটিয়ে দিই– আপনার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা, এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।

(وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ) আপনার পূর্বে আমি রাসূল প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছি আপনাকে (وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا) এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম স্ত্রী, আপনার স্ত্রীদের চেয়ে অধিক সংখ্যক যেমন দাউদ ও সুলায়মান (আ) (وَذُرِّيَّةً) ও সন্তান সন্ততি, আপনার সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক যেমন ইব্রাহীম (আ) ইসহাক ও ইয়াকূব (আ)। আয়াতটি নাযিল হয়েছে ইয়াহূদীদেরকে উপলক্ষ্য করে, তারা বলেছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ সত্যিই যদি নবী হতেন তবে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের ব্যস্ততা তাঁকে ঘর সংসার ও বিয়ে-শাদী থেকে বিরত রাখত। (وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ) আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত, আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা, প্রমাণ আনয়ন করা কোন রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ, প্রত্যেক নির্ধারিত বিষয়ের জন্যে এক একটি অবকাশ বিশিষ্ট মেয়াদ রয়েছে।

(يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা মুছে দেন, সংরক্ষণকারী ফিরিশতাদের দপ্তর থেকে, এমন সব বিষয় মুছে দেন যে গুলোতে সাওয়াবও নেই শাস্তিও নেই, (وَيُثْبِتُ) এবং প্রতিষ্ঠিত রাখেন, যে বিষয়গুলো সাওয়াব কিংবা শাস্তিযোগ্য (وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتٰبِ) এবং তাঁরই নিকট আছে মূল কিতাব, আসল কিতাব অর্থাৎ লাওহ্-ই-মাহফূয, তাতে কোন বৃদ্ধি করা হয় না আবার তাতে কোন কমতিও করা হয় না।

(وَاِنْ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ) আমি যদি আপনাকে দেখাই তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কতক, শাস্তির যে অঙ্গীকার করেছি তার কতক আপনার দুনিয়ার জীবনে (اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ) অথবা যদি আপনাকে মৃত্যু দিই, ওসব দেখানোর পূর্বে আপনাকে তুলে নিই (فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ) আপনার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দেয়া (وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ) আর হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ সাওয়াব ও শাস্তি দেয়া আমার দায়িত্ব।

(٤١) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۚ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○
(٤٢) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۚ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ○
(٤٣) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ○

৪১. ওরা কি দেখে না যে, আমি ওদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই, এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৪২. ওদের পূর্বে যারা ছিল তারা ও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ্‌র ইখ্তিয়ারে, প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন এবং কাফিররা শীঘ্রই জানবে শুভ পরিণাম কাদের জন্যে।

৪৩. যারা কুফরী করেছে তারা বলে "আপনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নন"। বলুন, আল্লাহ্ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

(اَوَلَمْ يَرَوْا) তারা কি দেখে না, মক্কাবাসীরা কি দেখে না (اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا) আমি পৃথিবীকে সংকুচিত করে দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ -এর জন্যে বিজয় দিচ্ছি (مِنْ اَطْرَافِهَا) চতুর্দিক থেকে, চতুর্পাশ থেকে অপর ব্যাখ্যায় পৃথিবী হ্রাস করে দেয়া অর্থ উলামা-ই-কিরামের মৃত্যু ঘটানো (وَاللّٰهُ يَحْكُمُ) আল্লাহ্-ই আদেশ করেন, দেশ জয়ের এবং উলামা-ই-কিরামের মৃত্যুর (لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ) তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই, পরিবর্তন করার কেউ নেই (وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ) তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। অপর ব্যাখ্যায় যখন তিনি হিসাব নেয়া শুরু করবেন তখন তাঁর হিসাব গ্রহণ দ্রুত গতিতে চলবে।

(وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) ওদের পূর্বে যারা ছিল তারা চক্রান্ত করেছিল, মক্কাবাসীদের পূর্বে যারা ছিল যেমন নমরূদ ইব্‌ন কিন'আন ইব্‌ন সানজারীর ইব্‌ন কূশ ও তার সাথিরা, (فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا) কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারাধীন, সকল চক্রান্তের শাস্তি আল্লাহ্‌র নিকট (يَعْلَمُ) তিনি জানেন, আল্লাহ্ জানেন (مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ) প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে, পুণ্যবান ও পাপী ব্যক্তি ভাল মন্দ যা করে (وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ) এবং কাফিররা অবিলম্বে জানতে পারবে, ইয়াহূদী ও অন্যান্য সকল কাফির জানতে পারবে (لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ) শুভ পরিণাম কাদের জন্যে, জান্নাত কাদের জন্যে। অপর ব্যাখ্যায় বদর দিবসের ধন সম্পদ কাদের জন্যে, অপর ব্যাখ্যায় মক্কা নগরী কাদের জন্যে হবে।

(وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا) যারা কুফরী করেছে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি, ইয়াহূদী ও অন্যান্যরা তারা বলে আপনি প্রেরিত নন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হে মুহাম্মাদ ﷺ! হ্যাঁ আপনি যদি প্রেরিত হন-ই তবে স্বাক্ষী নিয়ে আসুন যে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে পরে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন (قُلْ كَفٰى بِاللّٰه شَهِيْدًا) আপনি বলুন, আমার ও তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট যে, আমি তাঁর রাসূল এবং এই কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী (بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِلْمُ الْكِتٰبِ) এবং যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) ও তাঁর সাথিগণ, 'মীম' বলে 'যবর' সহকারে পাঠ করলে এই ব্যাখ্যা। অপর ব্যাখ্যায় "যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে" দ্বারা "আসফ ইব্‌ন বারখিয়া" কে বুঝানো হয়েছে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, 'মীম' বর্ণে 'যের' সহকারে পাঠ করলে অর্থ হবে তাঁর নিকট থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকেই আসে কিতাবের জ্ঞান অর্থাৎ কুরআনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। কিতাব অর্থ সেই কিতাব যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি।

سُوْرَةُ اِبْـرٰهِـيْمَ

সূরা ইব্‌রাহীম

সূরা ইব্‌রাহীম, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৫২,
শব্দ সংখ্যা ৮৩৯, অক্ষর ৩৪৩৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ
(٢) اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ

১. আলিফ-লাম-রা এই কিতাব, এটি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পারেন, অন্ধকার হতে আলোকে। তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী– প্রশংসার্হ।

২. আল্লাহ্‌ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন (الٓرٰ) আলিফ, লাম-রা, অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌ দেখি তোমরা যা বল এবং তোমরা যা কর। অপর ব্যাখ্যায় এটি একটি শপথ, এটি দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা শপথ করেছেন (كِتٰبٌ) কিতাব, এই কিতাব (اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ) আমি এটি নাযিল করেছি আপনার প্রতি, এটি সহ জিব্‌রাঈল (আ)-কে আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি (لِتُخْرِجَ النَّاسَ) যাতে আপনি মানুষকে বের করে আনতে পারেন, মক্কাবাসীদেরকে আহ্বান করতে পারেন (مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ) অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, কুফরী থেকে ঈমানের দিকে। (بِاِذْنِ رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে, তাদের পালনকর্তার নির্দেশে আপনি তাদেরকে আহ্বান জানাবেন (اِلٰى صِرَاطِ) তাঁর পথে, তাঁর দ্বীনের পথে (الْعَزِيْزِ) যিনি পরাক্রমশালী, কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদানে (الْحَمِيْدِ) প্রশংসাকারী, যে তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করে তার জন্যে। অপর ব্যাখ্যায় যিনি প্রশংসাযোগ্য আপন কাজে।

(اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ) আল্লাহ্‌, আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই, সকল সৃষ্টি ও সকল বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড সব তাঁরই (وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ) কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ, কঠোর শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্যে, অপর ব্যাখ্যায় 'ওয়াল' হল জাহান্নামের একটি উপত্যকা। এটি

জাহান্নামের সব চাইতে উত্তপ্ত অংশ, এটির স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ, গভীরতা অত্যধিক। এটি বলবে 'হে আমার প্রতিপালক, আমার উত্তাপ তীব্র হয়েছে, স্থান সংকুচিত হয়েছে এবং আমার গভীরতা নিম্নতম স্তরে পৌঁছেছে সুতরাং আমাকে অনুমতি দিন। যারা আপনার অবাধ্য হয়েছে, আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিই। আপনি এমন কিছু সৃষ্টি করবেন না যে আমাকে শাস্তি দিতে পারে।

(٣) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيدٍ ۝

(٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(٥) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের চেয়ে অধিক ভালবাসে, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ হতে এবং আল্লাহ্‌র পথ বক্র করতে চায় তারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

৪. আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি। তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

৫. মূসাকে আমি তো আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোতে আনয়ন কর এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিবসগুলো দ্বারা উপদেশ দাও। এতে তো নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

(اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا) যারা ইহজীবনকে প্রাধান্য দেয়, দুনিয়াকে পছন্দ করে (عَلَى الْاٰخِرَةِ) আখিরাতের উপর এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ থেকে, (وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) মানুষকে ফিরিয়ে রাখ আল্লাহ্‌র দ্বীন ও আনুগত্য থেকে (وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا) এবং সেটিকে বাঁকা করতে চায়, অন্যপথ অন্বেষণ করে (اُولٰٓئِكَ) তারাই তো, কাফিররাই তো (فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ) ঘোর বিভ্রান্ততে রয়েছে সত্য ও হিদায়াত থেকে। অপর ব্যাখ্যায় স্পষ্ট ভুলের মধ্যে রয়েছে।

(وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ) আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তার আপন সম্প্রদায়ের ভাষা সহ পাঠিয়েছি (لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যে, তাদের ভাষায় যা তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং নিষেধ করা হয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় এমন ভাষা সহ রাসূল প্রেরণ করেছি যে ভাষায় তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বুঝে নিতে সক্ষম হয়। (فَيُضِلُّ اللّٰهُ) তারপর আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন, তাঁর দ্বীন থেকে (مَنْ يَّشَآءُ) যাকে ইচ্ছা, যে এর উপযুক্ত (وَيَهْدِىْ) এবং সৎপথ প্রদর্শন করেন, তাঁর দ্বীনের প্রতি (مَنْ يَّشَآءُ) যাকে ইচ্ছা, যে এর উপযুক্ত। (وَهُوَ الْعَزِيْزُ) তিনি পরাক্রমশালী, তাঁর কর্তৃত্বে ও রাজত্বে। অপর ব্যাখ্যায় যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে না তাকে

শাস্তি দানে অপ্রতিরোধ্য (الْحَكِيْمُ) প্রজ্ঞাময়, তাঁর নির্দেশে ও তাঁর সিদ্ধান্তে। অপর ব্যাখ্যায় হিদায়াত প্রদান ও পথভ্রষ্ট করণের ফায়সালায়।

(وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا) আমি মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাদিসহ, নয়টি নিদর্শন, শুভ্র হাত, লাঠি, ঝড়, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, দুর্ভিক্ষ ও ফসলহানি। (اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ) তোমার সম্প্রদায়কে বের করে আন, তোমার সম্প্রদায়কে আহ্বান জানাও বেরিয়ে আসতে (مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ) অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, কুফরী থেকে ঈমানের দিকে (وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ) এবং তাদেরকে উপদেশ দাও আল্লাহ্‌র দিনগুলো দ্বারা, আল্লাহ্‌র শাস্তির দিনগুলো দ্বারা, অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্‌র রহমতের দিনগুলো দ্বারা। (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ) এতে নিদর্শন রয়েছে, আমি যা উল্লেখ করেছি তাতে প্রমাণ রয়েছে। (لِكُلِّ صَبَّارٍ) পরম ধৈর্য্যশীল আনুগত্যে ও (شَكُوْرٍ) পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে যে নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে॥

(٦) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝
(٧) وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝

৬. স্মরণ কর, মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফির'আওনী সম্প্রদায়ের কবল হতে। যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তোমাদের পুত্রদেরকে যবেহ্ করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত এবং এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা।

৭. স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই আমি দিব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর'।

(وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ) স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন (اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ) তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অবদান স্মরণ কর (اِذْ اَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ) যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফির'আওন সম্প্রদায়ের কবল থেকে, ফির'আওন ও তার সম্প্রদায় কিবতীদের হাত থেকে (سُوْٓءَ الْعَذَابِ) যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, কঠিন শাস্তি দিত (وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ) তোমাদের পুত্রদেরকে যবেহ্ করত, শৈশবেই (وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ) এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত, দাসীরূপে সেবায় নিয়োজিত করার জন্যে বয়স কালে (وَفِىْ ذٰلِكُمْ) এতে ছিল, পুত্রদেরকে যবেহ্ করা ও নারীদেরকে দাসত্বে নিয়োজিত করার মধ্যে ছিল (بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা, বিরাট পরীক্ষা, এ দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করেছেন। অপর ব্যাখ্যায় "এর মধ্যে" অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রক্ষা করলেন তাতে, পরীক্ষা রয়েছে অর্থ মহা সংযত ও অনুগ্রহ রয়েছে। এদ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

(وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ) স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, যখন তোমাদের প্রতিপালক বললেন এবং কিতাবের মধ্যে তোমাদেরকে জানিয়ে দিলেন (لَئِنْ شَكَرْتُمْ) তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, তাওফীক প্রাপ্তির পবিত্রতা প্রাপ্তির, মর্যাদা লাভের ও নিয়ামত লাভের (لَاَزِيْدَنَّكُمْ) তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে অধিক বৃদ্ধি করে দিব, তাওফীক, পবিত্রতা, মর্যাদা ও নিয়ামত (وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ) আর তোমরা যদি অকৃতজ্ঞ হও, আমার প্রতি অথবা আমার নিয়ামতের প্রতি (اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ) তবে আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর, কাফিরদের জন্যে।

(৮) وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○

(৯) اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِىْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ○

৮. মূসা বলেছিল 'তোমরা এ পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তবুও আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ'।

৯. তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের-নূহের সম্প্রদায়ের, আদের ও সামূদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের? তাদের বিষয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল এসেছিল; তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করত এবং বলত "যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি সে বিষয়ে যার প্রতি তোমরা আমাদের আহ্বান করছ'।

(وَقَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْٓا) মূসা বলল, যদি কুফরী কর আল্লাহ্‌র সাথে (اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا) তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই (فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ) তবে আল্লাহ্ মুখাপেক্ষী নিন। তোমাদের ঈমানের (حَمِيْدٌ) প্রশংসাকারী, যে তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করে।

(اَلَمْ يَاْتِكُمْ) তোমাদের নিকট কি আসেনি, হে মক্কাবাসীরা (نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ) তোমাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ, বৃত্তান্ত (قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ) নূহের সম্প্রদায়ের, আদের হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়ের ও সামূদের সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের (وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ) এবং তাদের পরবর্তীদের, সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের পরবর্তীদের তথা শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায় ও অন্যান্যদের বৃত্তান্ত যে, তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান ও রাসূলদেরকে অস্বীকার করায় কীভাবে তাদেরকে ধ্বংস করলেন? (لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ) তাদের বিষয় কেউ জানে না, তাদের সংখ্যা ও তাদের শাস্তির কথা কেউ জানে না তিনিই ব্যতীত, (جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ) তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ, আদেশ নিষেধ ও প্রমাণাদিসহ (فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِىْٓ اَفْوَاهِهِمْ) কিন্তু তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করত, মুখের উপর রাখত, রাসূলগণ যা নিয়ে আসতেন তা তারা ফিরিয়ে দিত। অপর ব্যাখ্যায় তারা তাদের হাত রাসূগণের মুখের উপর চেপে ধরত এবং রাসূলগণকে বলত চুপ থাক, কথা বলো না যদি চুপ না থাক- (وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ) এবং

তারা বলত রাসূলগণকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি, অস্বীকার করি যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা, কিতাব ও তাওহীদ ইত্যাদি। (وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَا) তোমরা আমাদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছ কিতাব ও তাওহীদ ইত্যাদির প্রতি (اِلَيْهِ مُرِيْبٍ) সে বিষয়ে আমরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি, তোমরা যা বলছ যে বিষয়ে স্পষ্ট সংশয় প্রকাশ করছি।

(١٠) قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۗ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

(١١) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১০. তাদের রাসূলগণ বলেছিল 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে যিনি আকশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন, তোমাদের পাপ মার্জনা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য'। তারা বলত 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদত করত তোমরা তাদের ইবাদত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন কর'।

১১. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলত, সত্য বটে আমরা তোমাদের মত মানুষই কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। তার উপরই মু'মিনগণের নির্ভর করা উচিত।

(قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ) রাসূলগণ বলেছিল আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি সন্দেহ! আল্লাহ্‌র একত্ববাদে সন্দেহ! (فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা স্রষ্টা (يَدْعُوْكُمْ) তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন, তাওবার প্রতি ও একত্ববাদের প্রতি তোমাদের পাপ জাহেলী যুগের কৃত পাপরাশি (لِيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوْبِكُمْ) মার্জনা করার জন্যে, তাওবা ও তাওহীদের মাধ্যমে, (وَيُؤَخِّرَكُمْ) এবং তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্যে শাস্তিবিহীন সুযোগ দেয়ার জন্যে (اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى) এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত (قَالُوْا) তারা বলল, রাসূলগণকে, (اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا) তোমরা তো আমাদেই মত মানুষ, আদম সন্তান (تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا) তোমরা আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও, ফিরিয়ে রাখতে চাও (عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا) আমাদের পিতৃপুরুষগণ যার উপাসান করত তা থেকে মূর্তি পূজা থেকে। (فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ) অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন কর, কিতাব ও দলীল উপস্থিত কর।

(قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলতেন আমরা তোমাদের মত মানুষ বটে, তোমাদের মত সৃষ্টি বটে। (وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ) কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকেই ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন, নবুওয়াত ও ইসলাম দ্বারা (اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র অনুমতি

ব্যতীত, আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা, কিতাব ও দলীল আনয়ন করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের জন্যে সমীচীন নয় (وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ) মু'মিনগণের আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা উচিত, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখাই মু'মিনদের কর্তব্য। তখন তারা রাসূলগণকে বলল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বসে থাক। অবশেষে দেখতে পাবে তোমাদের কী অবস্থা হয়। তখন রাসূলগণ বললেন ঃ

(١٢) وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۟

(١٣) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۚ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۟

(١٤) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ۝

১২. আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা তাঁর উপর নির্ভর করব না? তিনিই তো আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন। তোমরা আমাদেরকে যে ক্লেশ দিচ্ছ, আমরা তাতে অবশ্যই ধৈর্য্যধারণ করব এবং আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভরকারীগণ নির্ভর করুক।

১৩. কাফিররা তাদের রাসূলগণকে বলেছিল 'আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে অবশ্যই বহিষ্কৃত করব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে'। তারপর রাসূলগণকে তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন, যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব।

১৪. তাদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই। এটি তাদের জন্যে যারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।

(وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا) আল্লাহ্‌র উপর আমরা নির্ভর করব না কেন? তিনিই তো আমাদেরকে সৎপথ দেখিয়েছেন, আমাদের নবুওয়াত ও ইসলাম দানে মহিমান্বিত করেছেন। (وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا) তোমরা আমাদেরকে যে ক্লেশ দিচ্ছ, আমাদের দেহে ও শরীরে আমরা অবশ্যই তা সহ্য করব আল্লাহ্‌র আনুগত্যে (وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ) এবং নির্ভরকারীগণ আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করুক, আস্থাশীলগণ আল্লাহ্‌র উপরই আস্থা রাখুক।

(وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ) কাফিররা তাদের রাসূলগণকে বলেছিল 'আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই বহিষ্কার করব আমাদের দেশ থেকে, আমাদের শহর থেকে (اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا) অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরে আসতেই হবে, আমাদের দ্বীন গ্রহণ করতেই হবে'। (فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ) তারপর তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন, রাসূলগণের নিকট যে, তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর (لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ) যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব। কাফিরদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করব।

(وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ) এবং তাদের পরে তাদের ধ্বংসের পরে, আমি তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করব, অবতরণ করাব দেশে তাদের দেশে ও ঘরবাড়ীতে (ذٰلِكَ) এটি এই প্রতিষ্ঠা করা (لِمَنْ خَافَ

(مَقَامِىْ) তাদের জন্যে যারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, আমার সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয় রাখে (وَخَافَ وَعِيْدِ) এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির, আমার আযাবের।

(১৫) وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۙ

(১৬) مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۙ

(১৭) يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝

(১৮) مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ٍۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

১৫. তারা বিজয় কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল।

১৬. তাদের প্রত্যেকের জন্যে পরিণামে জাহান্নামে রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ।

১৭. যা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং ওটি গলাধঃকরণ করা প্রায় সহজ হবে না। সর্বদিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যুযন্ত্রণা, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তিভোগ করতেই থাকবে।

১৮. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের উপমা তাদের কর্মসমূহ ছাইয়ের মত যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে, তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি।

(وَاسْتَفْتَحُوْا) তারা বিজয় কামনা করল, প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ নবীর বিরুদ্ধে জয়ী হতে চাইল। (وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ) কিন্তু প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল, প্রত্যেক দাম্ভিক অহংকারী সত্য ও হিদায়াত বিমুখ ব্যক্তির সাহায্যে প্রার্থনা করে বিফল ও নিরাশ হল।

(مِّنْ وَّرَآئِهٖ)তার পেছনে রয়েছে এই স্বৈরাচারীর জন্যে তার মৃত্যুর পর রয়েছে (جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ) জাহান্নাম এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ, যে রক্ত পুঁজ তাদের চামড়া থেকে নির্গত হবে।

(يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ) অতিকষ্টে যে তা গলাধঃকরণ করবে, পুঁজ তার গলায় আটকে যাবে তা গলা অতিক্রম করতে চাইবে না, নিচের দিকে যেতে চাইবে না। (وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) সবদিক থেকে তার উপর আসবে মৃত্যু, প্রত্যেক লোমকূপ থেকে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকবে। অপর ব্যাখ্যায় সকল স্থান হতে অর্থ সকল দিক থেকে আগুন তাকে গ্রাস করবে (وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ)কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না, ওই শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে (وَمِنْ وَّرَآئِهٖ) এবং এর পেছনে আছে, পুঁজ পানির পর রয়েছে (عَذَابٌ غَلِيْظٌ) কঠোর শাস্তি, রক্ত ও পুঁজের চাইতে অধিকতর কঠিন।

(مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ) যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের উপমা, যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের কাজের উপমা হল (اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ٍۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ

(عاصف) তাদের কাজগুলো ছাইয়ের মত যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তীব্র বায়ু প্রবাহ সেটিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে (لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَىْءٍ) যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারে না, কুফরী অবস্থায় তারা যেটুকু ভাল কাজ করে তার কোন সাওয়াব পাবে না। যেমন বাতাসে উড়িয়ে নেওয়া ছাই কোন কাজে লাগে না। (ذٰلِكَ) এটি, এই কুফরী এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের জন্যে কাজ (هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ) ঘোর বিভ্রান্তি, সত্য ও হিদায়াত থেকে দুস্তর ব্যবধানের ভুল।

(١٩) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ○
(٢٠) وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ○
(٢١) وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ○

১৯. আপনি লক্ষ্য করেন না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন। এবং নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।
২০. এবং এটি আল্লাহ্‌র জন্যে আদৌ কঠিন নয়।
২১. সকলে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে। যারা অহংকার করত তখন দুর্বলেরা তাদেরকে বলবে 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম এখন তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে'? তারা বলবে, আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরা তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। এখন আমাদের জন্যে ধৈর্য্যচ্যুত হই অথবা ধৈর্য্যশীল হই একই কথা; আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।'

(اَلَمْ تَرَ) আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আপনি কি অবগত হননি হে মুহাম্মাদ ﷺ আয়াতে নবী করীম ﷺ কে সম্বোধন করত, উম্মাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে (اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ) আল্লাহ্ আকাশরাজি ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেন, যাতে সত্য ও মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে যায়। অপর ব্যাখ্যায় এসব সৃষ্টি করেছেন ধ্বংস ও বিনাশ হওয়ার জন্যে (اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের স্থায়িত্ব বিলোপ করতে পারেন, তোমাদেরকে ধ্বংস করতে পারেন হে মক্কাবাসীরা! অথবা মৃত্যু দিতে পারেন (وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ) এবং নুতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন, তোমাদের চাইতে ভাল ও আল্লাহ্‌র অনুগত সৃষ্টি সৃজন করতে পারেন।

(وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ) এটি আল্লাহ্‌র জন্যে আদৌ কঠিন নয়, তোমাদেরকে ধ্বংস করে অন্য সৃষ্টি সৃজন করা আল্লাহ্‌র জন্যে কঠিন নয়।

(وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا) সকলে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবেই, নেতৃবৃন্দ ও অনুসারীরা সকলেই আল্লাহ্‌র নির্দেশে কবরসমূহ থেকে বের হবেই (فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا) তখন দুর্বলেরা অনুসারীরা অহংকারীদেরকে বলবে, ঈমান না এনে দম্ভ প্রদর্শনকারীদেরকে অর্থাৎ নেতাদেরকে বলবে (اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا) আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, তোমাদের নির্দেশ পালনে অনুগত ছিলাম (فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ

(عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ) এখন তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে? আল্লাহ্‌র দেওয়া আমাদের শাস্তির কিছুটা বহন করতে পারবে? (قَالُوْا) তারা বলবে, নেতারা বলবে (لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ) আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতেন, তার দ্বীনের পথে পরিচালিত করতেন (لَهَدَيْنٰكُمْ) তবে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম, তোমাদেরকে তাঁর দ্বীনের প্রতি আহ্বান করতাম (سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا) এখন আমাদের জন্যে ধৈর্যচ্যুত হওয়া, অস্থির হওয়া, কান্নাকাটি করা আর ধৈর্য্যধারণ করা নীরব থাকা এক সমান শাস্তি ভোগের ক্ষেত্রে (مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ) আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই, মুক্তি ও আশ্রয়স্থল নেই।

(২২) وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۭ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۭ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۭ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

২২. যখন বিচার কাজ সম্পন্ন হবে তখন শয়তান বলবে 'আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না। আমি কেবল তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে, সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না। তোমরা নিজেদেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ্‌র শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যালিমদের জন্যে তো মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।'

(وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ) যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন শয়তান বলবে, ইব্‌লীস বলবে জাহান্নামে অবস্থানকারী জাহান্নামীদেরকে (اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে, জান্নাত জাহান্নাম, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, আমল ওজন করা এবং পুলসিরাত সব সত্য। (وَ وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ) আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুত দিয়েছিলাম, যে জান্নাত,জাহান্নাম, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, আমল ওজন করা এবং পুলসিরাত এসব কিছুর ভিত্তি নেই, আমি তা ভঙ্গ করেছি, তোমাদের নিকট মিথ্যা বলেছি (وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ) তোমাদের ওপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। কোন প্রমাণ, ওযর এবং শক্তি ছিল না (اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ) শুধু এটুকু যে, আমি তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম, আমার আনুগত্য করার জন্যে (فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ) তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে, আমার আনুগত্য করেছিলে (فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ) সুতরাং তোমরা আমাকে দোষারোপ কর না, তোমাদের প্রতি আমার আহ্বানের কারণে (وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ) বরং তোমরা নিজেরদেরকেই দোষারোপ কর, আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কারণে (مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ) আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই,

তোমাদের বিপদে সাহায্যকারী ও তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধারকারী নই (وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ) তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও, আমার বিপদে সাহায্যকারী ও জাহান্নাম থেকে উদ্ধারকারী নও (اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ) তোমরা আমাকে যাঁর শরীক করেছ, যাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ করেছ আমি তো তাঁর প্রতি কুফরী করেছি, ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে তাঁর শরীক নির্ধারণ করার পূর্বে। অপর ব্যাখ্যায় (مِنْ قَبْلُ) তা পূর্বে দুনিয়াতে তোমরা আমাকে যে, শরীক নির্ধারণ করেছ তা থেকে অর্থাৎ তোমাদের থেকে, তোমাদের দ্বীন থেকে এবং তোমরা যে, আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছ তা থেকে আমি সম্পর্কচ্ছেদ করছি। আমার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি (اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ) নিশ্চয়ই যালিমদের জন্যে রয়েছে, কাফিরদের জন্যে রয়েছে (عَذَابٌ اَلِيْمٌ) মর্মন্তুদ শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, এই যন্ত্রণা তাদের হৃদয়মূলে আঘাত হানবে।

(٢٣) وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۗ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۝

(٢٤) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ۝

২৩. যারা ঈমান আনে সৎকর্ম করে তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে। যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম'।

২৪. আপনি কি লক্ষ্য করেন না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট গাছ। যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত।

(وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা ঈমান আনে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ)।এবং সৎকর্ম করে, তাদের ও তাদের প্রতিপালকের মাঝে আনুগত্যের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখে তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে, উদ্যানসমূহে (مِنْ تَحْتِهَا) যার পাদদেশে, যার গাছপালা ও প্রসাদসমূহের নিচ দিয়ে (الْاَنْهٰرُ) নদী প্রবাহিত, সুরার নদী, পানির নদী, মধুর নদী এবং দুধের নদী (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) তারা সেখানে স্থায়ী হবে, চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে (بِاِذْنِ رَبِّهِمْ) তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, নির্দেশক্রমে (تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا) তাতে তাদের অভিবাদন হবে। জান্নাতে তাদের সম্মান প্রদর্শন হবে (سَلٰمٌ) সালাম, পরস্পর সাক্ষাত হলে সালাম দিবে

(اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ) আপনি কি লক্ষ্য করেন নি, হে মুহাম্মাদ ﷺ আপনি কি অবগত হন নি (مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً) আল্লাহ্ কিভাবে সৎবাক্যের উপমা দিলেন, আল্লাহ্ কিভাবে সৎবাক্যের অর্থাৎ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-এর বর্ণনা পেশ করলেন (كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ) এটি যেন উৎকৃষ্ট গাছ, যেন ঈমানদার মানুষ (اَصْلُهَا ثَابِتٌ) যার মূল সুদৃঢ়, অর্থাৎ নিষ্ঠাবান ঈমানাদার ব্যক্তির অন্তর "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" দ্বারা সুদৃঢ় (وَفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ) এবং এর শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, এই 'কালিমা'র দ্বারা নিষ্ঠাবান মু'মিন ব্যক্তির আমল ও কর্ম কবুল হয়ে থাকে।

(٢٥) تُؤْتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○
(٢٦) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ○
(٢٧) يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ○

২৫. যা প্রত্যেক মওসুমে তার ফলদান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।
২৬. কুবাক্যের তুলনা এক মন্দ গাছ যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন যার কোন স্থায়িত্ব নেই।
২৭. যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন।

(تُؤْتِيْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ) যা প্রত্যেক মওসুমে তার ফলদান করে, নিষ্ঠাবান মু'মিন ব্যক্তির আমল ও কর্ম কবুল হয়ে থাকে। সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্য ও ভাল কাজ করে। (بِاِذْنِ رَبِّهَا) তাঁর প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশে। অপর ব্যাখ্যায় উপকার সাধন ও প্রশংসা অর্জনে পবিত্র বাক্য তথা কালিমা তাইয়েবার অবস্থান হল উৎকৃষ্ট গাছের ন্যায় আর সে গাছ হল খেজুর গাছ। এটি একটি গাছ যার ফল উৎকৃষ্ট। মু'মিন ব্যক্তিও সেরূপ। যেটির মূল সুদৃঢ় অর্থাৎ শাখা-প্রশাখা ধারণ করে। গাছটির মূল ভূমিতে প্রোথিত। ঠিক তেমনি ঈমানদার ব্যক্তি তার বিশ্বাস ও কর্মের সমর্থনে প্রমাণ পেয়ে সুদৃঢ়। সেটির শাখা প্রশাখা উর্ধ্বে। অর্থাৎ গাছটির শাখা-প্রশাখা সুউচ্চ আকাশের দিকে উঠতে থাকে। "তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সকল মওসুমে যে ফলদান করে" অর্থ তার প্রতিপালকের ইচ্ছায় ওই গাছ প্রতি ছয় মাস অন্তর ফল দেয়। ঠিক তেমনি নিষ্ঠাবান ঈমানদার ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নির্দেশে সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্য ও ভাল কাজ করে (وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ) এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্যে উপমা দিয়ে থাকেন, (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ) যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে, উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্র বাণীর প্রেক্ষিতে তাঁর তাওহীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

(وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ) এবং কুবাক্যের তুলনা, অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে শিরকের তুলনা (كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ) এক মন্দ বৃক্ষ, এটি হল মুশরিক ব্যক্তির শিরক করা মন্দ কাজ, এটি মোটেই প্রশংসাযোগ্য নয়। যেমন মুশরিক ব্যক্তি মন্দ সে মোটেই প্রশংসাযোগ্য নয়। অপর ব্যাখ্যায় এই কুবাক্য মন্দ গাছের ন্যায় অর্থাৎ হানযাল মাকালের মত বিস্বাদ গাছের ন্যায়। তাতে না আছে কোন কল্যাণ আর না আছে কোন স্বাদ। ঠিক তেমনি শিরকবাদ, তাতে না আছে প্রশংসার কিছু আর না আছে কোন কল্যাণ (اِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ) যার মূল ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন উৎপাটিত (مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ) যার কোন স্থায়িত্ব নেই, ভূমিতে কোন সংযুক্তি ও প্রতিষ্ঠা নেই। তেমনি মুশরিক ব্যক্তি তার কোন গ্রহণযোগ্য দলীল প্রমাণ নেই। যেমন হানযাল গাছের কোন কাণ্ড নেই, যার উপর তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শিরকের সাথে কোন আমল কবুল হবার নয়।

(يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা ঈমান আনয়ন করে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি অপর ব্যাখ্যায় যারা রূহজগতে প্রতিশ্রুতি দিবসে ঈমান এনেছে খুশী মনে এরা সৌভাগ্যবান (بِالْقَوْلِ)

(الثابت)। আল্লাহ্ তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন শাশ্বত বাণীতে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর সাক্ষ্য দানে (في الحيوة الدنيا)। দুনিয়ার জীবনে, যাতে তারা তা থেকে ফিরে না যায়। (وفي الآخرة) এবং আখিরাতের জীবনে, কবরে যখন তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (ويضل الله) এবং আল্লাহ্ বিভ্রান্তিতে রাখবেন, আল্লাহ্ ফিরিয়ে রাখবেন (الظلمين) যালিমদেরকে, মুশরিকদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা থেকে। দুনিয়ার জীবনে যাতে তারা খুশী মনে তা বলতে না পারে এবং যাতে তারা কবরে এবং কবর থেকে বের হওয়ার সময়ে তা বলতে না পারে, এরা হল হতভাগ্য। (ويفعل الله ما يشاء) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, বিভ্রান্ত করা বা সত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখা। অপর ব্যাখ্যায় মুনকার নাকীরের ফিরিয়ে দেয়া।

(২৮) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ

(২৯) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ○

(৩০) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ○

(৩১) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَٰلٌ ○

২৮. আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না, যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে।

২৯. জাহান্নাম যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!

৩০. এবং তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ নির্ধারণ করে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্যে; বল ভোগ করে নাও পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল'।

৩১. আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদেরকে বলুন, সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে সে দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।

(ألم تر الى الذين) আপনি কি লক্ষ্য করেন নি তাদেরকে, হে মুহাম্মাদ ﷺ আপনি কি অবগত হননি তাদের সম্পর্কে (بدلوا نعمت الله) যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের বদলে, কিতাব ও রাসূল প্রেরণ দ্বারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রদানের বিনিময়ে (كفرا) কুফরী করে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে এবং কুরআনকে অস্বীকার করে, তারা হল, বানু উমাইয়া ও বানু মুগীরা গোত্র, বদর দিবসে তারা নিহত হয়েছে (واحلوا قومهم دار البوار) এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে, মক্কাবাসীদেরকে নিয়ে আসে ধ্বংসের ক্ষেত্রে, বিনাশ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বদর প্রান্তরে, অপর ব্যাখ্যায় জাহান্নামে, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(جهنم يصلونها) জাহান্নামে যার মধ্যে তারা প্রবেশ করে, কিয়ামতের দিনে তার মধ্যে প্রবেশ করবে (وبئس القرار) কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল, বাসস্থান ও প্রত্যাবর্তনস্থল এই জাহান্নাম।

(وجعلوا لله اندادا) তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ নির্ধারণ করে, তারা মূর্তি প্রতিমাকে আল্লাহ্র সমকক্ষ গণ্য করে এবং সেগুলোর উপাসনা করে এভাবে (ليضلوا عن سبيله) তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্যে,

তাঁর দ্বীন ও আনুগত্য থেকে (قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মাদ ﷺ মক্কাবাসীদেরকে (تَمَتَّعُوْا) তোমরা ভোগ করে নাও, তোমাদের কুফরীতে জীবন যাপন কর। (فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ) পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল, কিয়ামত দিবসে।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মাদ ﷺ (لِعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে আমার প্রতি, কিতাবসমূহ এবং রাসূলগণের প্রতি (يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ) তারা যেন সালাত কায়েম করে, উযূ সহকারে রুকূ' সিজ্দা এবং সকল আনুসঙ্গিক বিষয়াদিসহ যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে (وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ) এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, তাদেরকে যে ধনসম্পত্তি দিয়েছি তা থেকে সাদাকা করে (سِرًّا) গোপনে অপ্রকাশ্যে (وَّعَلَانِيَةً) এবং প্রকাশ্যে, খোলাখুলিভাবে। এখানে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাহাবীগণ (রা)-কে বুঝানো হয়েছে (مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ) সেদিনের পূর্বে যেদিন থাকবে না কোন ক্রয়-বিক্রয়, মুক্তিপণ (وَلَا خِلٰلٌ) ও বন্ধুত্ব, কাফিরদের জন্যে। অবশ্য পূণ্যবান ব্যক্তিদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব সেদিন কাজে আসবে। সেদিন হল কিয়ামতের দিন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজের একত্ব প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন ঃ

(٣٢) اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۝
(٣٣) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝
(٣٤) وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۚ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝

৩২. তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। যিনি নৌ-যানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।

৩৩. তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।

৩৪. এবং যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ তা হতে। তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।

(اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً) তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে নাযিল করেন পানি, বৃষ্টি (فَاَخْرَجَ بِهٖ) তারপর সেটি দ্বারা উৎপাদন করেন, বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন করেন (مِنَ الثَّمَرٰتِ) ফলমূল, নানা প্রকারের নানা বর্ণের (رِزْقًا لَّكُمْ) তোমাদের জীবিকার জন্যে, তোমাদের এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের খাদ্যস্বরূপ (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ) যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তা নৌযানগুলো

(وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ) (فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ) সাগরে বিচরণ করে তাঁর নির্দেশে, তাঁর অনুমতিতে ও ইচ্ছায় এবং যিনি আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে, তোমরা যেদিকে নিতে চাও সেদিকে প্রবাহিত হয়।

(وَسَخَّرَ لَكُمُ) তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, তোমাদের অনুগত করেছেন (الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ) সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ওই নিয়মেই চলতে থাকবে (وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ) এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিন, এগুলো আসে ও যায়।

(وَاٰتٰكُمْ) এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন দান করেছেন, (مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ) তোমরা যা চেয়েছ তা হতে, এবং যা তোমরা ভালভাবে চাইতে জান না তা হতেও (وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا) তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না, তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না এবং সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারবে না। (اِنَّ الْاِنْسَانَ) মানুষ অবশ্যই, কাফির ব্যক্তি অবশ্যই (لَظَلُوْمٌ) অতি মাত্রায় যালিম, শিরকবাদী (كَفَّارٌ) অকৃতজ্ঞ, আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর নিয়ামতসমূহকে অস্বীকারকারী।

(٣٥) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۝
(٣٦) رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩৫. স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই নগরীকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রাখুন।'

৩৬. 'হে আমার প্রতিপালক! এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমরা দলভুক্ত। কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে, আপনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ) স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীম বলেছিল, কা'বার নির্মাণের পর (رَبِّ اجْعَلْ) হে প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক (هٰذَا الْبَلَدَ) এই নগরীকে, মক্কা নগরীকে (اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ) নিরাপদ করে দিন, তাতে কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়া থেকে এবং ভীত ব্যক্তিও যেন সেখানে নির্ভয়ে থাকে। (وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ) এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখুন, মূর্তিপূজা আগুন পূজা থেকে রক্ষা করুন। অপর ব্যাখ্যায় পবিত্র রাখুন।

(رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ) হে আমার প্রতিপালক! এ সকল মানুষ বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে। অর্থাৎ এতগুলোর মাধ্যমে বহু লোককে পথভ্রষ্ট করা হয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় এগুলোর মাধ্যমে বহু লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে (فَمَنْ تَبِعَنِيْ) সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, আমার দ্বীনের অনুসরণ ও আমার আনুগত্য করবে (فَاِنَّهٗ مِنِّيْ) সেই আমার দলভুক্ত, আমার দ্বীনভুক্ত (وَمَنْ عَصَانِيْ) আর যে আমার অবাধ্য হবে, আমার দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণ করবে (فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ) আপনি তো ক্ষমাশীল, তাদের মধ্যে যারা তাওবা

করে, তাদের পাপ মোচনকারী অর্থাৎ তাদের তাওবা কবুল করেন (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু, যে তাওবার উপর মৃত্যুবরণ করেন তার জন্যে।

(٣٧) رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ٥
(٣٨) رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ٥
(٣٩) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ ٥

৩৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্যে যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলাদি দ্বারা তাদের রিযকের ব্যবস্থা করে দিন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।
৩৮. 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো জানেন যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকে না।
৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন।

(رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ) হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করেছি, ইসমাঈল ও তাঁর মাকে রেখে গেলাম (بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ) অনুর্বর উপত্যকায়, যেখানে না আছে ক্ষেত ফসল, আর না আছে উদ্ভিদ (عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ) আপনার পবিত্র গৃহের নিকট, অর্থাৎ মক্কায় (رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক, এ জন্যে যে, (لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ) তারা যেন নামায কায়েম করে, যাতে তারা কা'বামুখী হয়ে পরিপূর্ণভাবে নামায আদায় করে (فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ) অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর, কতক লোকের মন (تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ) তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন, যেগুলো সারা বছর এদের প্রতি আকৃষ্ট ও আগ্রহী থাকে (وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ) এবং ফলাদি দ্বারা, নানা প্রকারের ফলমূল দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিন। (لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ) যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আপনার নি'মাতের শোকরিয়া জ্ঞাপন করে।

(رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি জানেন যা আমরা গোপন করি, ইসমাঈল (আ) এর স্নেহ (مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ) এবং যা আমরা প্রকাশ করি, ইসহাক (আ)-এর স্নেহ। অপর ব্যাখ্যায় আমরা যা গোপন করি অর্থ ইসমাঈলের (আ) বিরহ ব্যাথা, আর আমরা যা প্রকাশ করি অর্থ ইসমাঈলের প্রতি অন্যায় আচরণ পৃথিবীতে (وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ) এবং কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকে না, ভাল কর্ম হউক কিংবা মন্দ কর্ম কিছুই লুকায়িত থাকে না।

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ) প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, শোকার আল্লাহ্‌রই জন্য (وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ) যিনি আমার বার্ধক্যে, বৃদ্ধ হওয়ার পর (اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ) আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করলেন। তখন হযরত

ইব্‌রাহীম (আ)-এর বয়স ছিল ১০০ বছর আর তাঁর স্ত্রী সারাহ্ (আ)-এর বয়স ছিল ৯৯ বছর। তখন তাঁরা সন্তান লাভ করেন। (إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ) আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন, দু'আ কবুল করেন।

(٤٠) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ○

(٤١) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ○

(٤٢) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ○

(٤٣) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ○

৪০. 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল করুন'!

৪১. 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে দিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করবেন'।

৪২. আপনি কখনও মনে করবে না যে যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল, তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চোখ হবে স্থির।

৪৩. ভীত বিহ্বল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে তারা ছুটাছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের মন হবে উদাস।

(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন, পূর্ণভাবে নামায আদায়কারী করুন (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) এবং বংশধরদের মধ্য হতে, অর্থাৎ পূর্ণভাবে নামায আদায়ের যোগ্যতা দ্বারা আমাকে এবং আমার বংশধরকে মহিমান্বিত করুন (رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ) হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল করুন, আমার ইবাদত কবুল করুন।

(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي) হে আমাদের প্রতিপালক ক্ষমা করবেন আমাকে, আমার ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করবেন (وَلِوَالِدَيَّ) এবং আমার পিতামাতাকে, আমার ঈমানদার পিতৃপুরুষদেরকে (وَلِلْمُؤْمِنِينَ) এবং মু'মিনগণকে, সকল ঈমানদার নারী পুরুষকে (يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ) যেদিন হিসাব নিকাশ হবে, যেদিন হিসাব নিকাশ অনুষ্ঠিত হবে এবং পাপ পূণ্য উপস্থিত করা হবে। যার পূণ্য বেশী হবে তার জন্যে জান্নাত অনিবার্য হবে। আর যার পাপ অধিক হবে তার জন্যে হবে জাহান্নাম। যার পাপ পূণ্য সমান হবে সে হবে আ'রাফের অধিবাসী।

(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ) আপনি কখনও মনে করবেন না যে, যালিমরা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল। অর্থাৎ এটা মনে করবেন না যে, মুশরিকা যা করছে আল্লাহ্ তার শাস্তি দেবেন না। (إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ) তবে তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন, সময় দেন (لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) সেদিন পর্যন্ত যেদিন চোখ হবে স্থির, কাফিরদের চোখ ওইদিন অর্থ কিয়ামতের দিন।

(مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي) তারা ছুটবে, ঘোষকের ঘোষণা শুনে তার দিকে তাকিয়ে তারা দ্রুত ছুটবে। (رُءُوسِهِمْ) আকাশের দিকে চেয়ে, মাথা নিচু করে অপর ব্যাখ্যায় মাথা উঁচু করে; অপর ব্যাখ্যায় ঘাড় লম্বা

করে (لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ) তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরাবে না, ভয় ও ভীতিতে তারা নিজেদের প্রতি তাকাতে পারবে না (وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ) এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। সকল প্রকারের কল্যাণ থেকে খালি। অপর ব্যাখ্যায় তাদের অন্তর থাকবে স্থির, বের ও হবে না, ফিরেও যাবে না।

(٤٤) وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۙ
(٤٥) وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ○
(٤٦) وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ○

৪৪. সেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে আপনি মানুষকে সতর্ক করুন, তখন যালিমরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবাকশ দাও। আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব'। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে তোমাদের পতন নেই?

৪৫. অথচ তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তোমাদের নিকট আমি তাদের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছিলাম।

৪৬. তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু তাদের চক্রান্ত আল্লাহ্ রহিত করেছেন, তাদের চক্রান্ত এমন ছিল যাতে পর্বত টলে যেত।

(وَاَنْذِرِ النَّاسَ) আপনি লোকদেরকে সতর্ক করুন, মক্কাবাসীদেরকে কুরআন দ্বারা ভয় দেখান (يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ) সেদিন সম্পর্কে যেদিন শাস্তি আসবে, তাদের উপর, সেদিন হল বদরের যুদ্ধের দিন। অপর ব্যাখ্যায় কিয়ামতের দিন (فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا) তখন যালিমগণ বলবে, যারা শিরক করেছে তারা বলবে (رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, দুনিয়ার অবকাশের ন্যায় (نُجِبْ دَعْوَتَكَ) আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিব, তাওহীদের প্রতি আহ্বানে সাড়া দিব (وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ)এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব, রাসূলগণের দাওয়াত গ্রহণ করে, তাঁদের আনুগত্য করব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন। (اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ) তোমরা কি পূর্বে, ইতিপূর্বে দুনিয়াতে শপথ করে বলতে না যে, কসম করে বলতে না যে, (مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ) তোমাদের পতন নেই? দুনিয়াতে স্থানান্তরিত হবে না এবং পুনরুত্থিত হবে না?

(وَّسَكَنْتُمْ) অথচ তোমরা বাস করতে, অবতরণ করতে তাদের বাসভূমিতে (فِيْ مَسٰكِنِ) গৃহাদিতে (الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ) যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল, শিরক ও সত্য প্রত্যাখ্যান দ্বারা। কিন্তু ওদের ধ্বংস থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করনি (وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ) এবং আমি তাদের প্রতি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম, দুনিয়াতে তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল (وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ) এবং আমি

তোমাদের নিকট দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম, কুরআন মজীদে, পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি, শাস্তির ভয়, দয়া ও শাস্তির কথা সবই বর্ণনা করেছিলাম।

(وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ) তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল, রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করে দুষ্কর্ম করেছিল (وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ) আল্লাহ্‌র নিকট তাদের চক্রান্ত রয়েছে, তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি রয়েছে (وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ) তাদের চক্রান্ত এমন ছিল না যাতে পর্বত টলে যেত, পর্বত টলে যাওয়ার জন্যে তারা এরূপ করেনি। প্রথম 'লামে' 'যের' এবং দ্বিতীয় 'লামে' 'যবর সহকারে পড়লে এই ব্যাখ্যা। অপর ব্যাখ্যায় তাদের দুষ্কর্ম ছিল অর্থাৎ স্বৈরাচারী নমরূদের চক্রান্ত ছিল যাতে পর্বত টলে যায়, সে যখন সিন্দুক ও শকুনের শব্দ শুনেছিল তখন এই চক্রান্ত করেছিল, প্রথম 'লাম' বর্ণে 'যবর' এবং দ্বিতীয় 'লাম' বর্ণে 'পেশ' সহকারে পড়লে এই ব্যাখ্যা।

(٤٧) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ؕ
(٤٨) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
(٤٩) وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۚ

৪৭. তুমি কখনও মনে করবে না যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী দণ্ডবিধায়ক।
৪৮. সেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলী ও এবং মানুষ উপস্থিত হবে, আল্লাহ্‌র সামনে যিনি এক, পরাক্রমশালী।
৪৯. সে দিন আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন শৃঙ্খলিত অবস্থায়।

(فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ) আপনি কখনও মনে করবেন না যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। রাসূলগণকে দেওয়া তাদের মুক্তি ও তাঁদের শত্রুদের ধ্বংস সাধনের প্রতিশ্রুতি (اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ) আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, তাঁর রাজত্বে ও কর্তৃত্বে (ذُو انْتِقَامٍ) দণ্ড বিধায়ক, তাঁর শত্রুদেরকে শাস্তিদাতা, দুনিয়াতে এবং আখিরাতে।

(يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ) যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে, অর্থাৎ পৃথিবীর এরূপ বিকৃত হয়ে অন্য রূপ ধারণ করবে এবং সেটির পরিবর্তন হওয়া অর্থ তাতে হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি ঘটা, সেটির পাহাড় পর্বতও উপত্যকাসমূহ সমান হয়ে যাওয়া। অপর ব্যাখ্যায় এই পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে রূপান্তরিত হবে (وَالسَّمٰوٰتُ) এবং আকাশসমূহে, ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর কুদরতী ডান হাতে (وَبَرَزُوْا) এবং তারা বের হবে, বেরিয়ে আসবে, প্রকাশিত হবে (لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র সামনে, যিনি মৃত্যু দ্বারা তাঁর সৃষ্টিকে অবদমিত করেন।

(وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ) আপনি সেদিন, কিয়ামতের দিন পাপীদেরকে দেখবেন, মুশরিকদেরকে দেখবেন (فِى الْاَصْفَادِ) শৃংখল আবদ্ধ শয়তানদের সাথে শিকলাবদ্ধ।

(٥٠) سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ

(٥١) لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

(٥٢) هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ○

৫০. তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল।

৫১. এটি এজন্যে যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণ করেন।

৫২. এটি মানুষের জন্যে এক বার্তা যাতে এটি দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

(سَرَابِيلُهُمْ) তাদের জামা হবে পোশাক হবে (مِنْ قَطِرَانٍ) আলকাতরার, আলকাতারার ন্যায় নিকষ কালো আগুনের তৈরী। অপর ব্যাখ্যায় উত্তপ্ত তামার গলিত প্রচণ্ড উত্তপ্ত আলকাতারার তৈরী। (وَتَغْشَى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ) এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে, মুখমণ্ডলকে ঢেকে ফেলবে।

(لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ) যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেককে, পূণ্যবান পাপী সবাইকে প্রতিদান দেন, আয়াতে আগপর রয়েছে। মূলত "তারা আল্লাহ্র সম্মুখে বেরিয়ে আসবে যাতে তিনি প্রত্যেককে প্রতিদান দেন" (مَا كَسَبَتْ) যা সে করেছে, ভাল ও মন্দ (إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ) আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা। অপর ব্যাখ্যায় যখন তিনি হিসাব গ্রহণ করবেন তখন খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণ সম্পন্ন করবেন।

(هَذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ) এটি মানুষের জন্যে একটি সংবাদ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আপনি এটি তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিন। অপর ব্যাখ্যায় এটি তাদের জন্যে আদেশ নিষেধ, পুরস্কারে প্রতিশ্রুতি, শাস্তির সতর্কবাণী এবং হালাল হারামের বর্ণনা (وَلِيُنْذَرُوْا بِهِ) এবং যাতে তারা এতদ্বারা সতর্কীকৃত হয়, যাতে কুরআন দ্বারা তাদেরকে অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা হয় (وَلِيَعْلَمُوْا أَنَّمَا) এবং যাতে তারা জানতে পারে যে, উপলব্ধি করে এবং স্বীকার করে যে, (هُوَ إِلَهٌ وَّاحِدٌ) তিনি একমাত্র ইলাহ্, না আছে সন্তান সন্ততি আর না আছে শরীক সমকক্ষ (وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ) এবং যাতে উপদেশ গ্রহণ করে, কুরআন দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা, বিবেকবান মানুষরা।

سُوْرَةُ الْحِجْرِ

সূরা হিজ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ ১৫ রুকূ, ৯৯ আয়াত,
৬৫৪ শব্দ, ২৭৭০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ○
(٢) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○
(٣) ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

১. আলিফ,-লাম,-রা, এগুলো আয়াত মহাগ্রন্থের সুস্পষ্ট কুরআনের।
২. কখনও কখনও কাফিররা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত।
৩. ওদেরকে ছাড়ুন– তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক–অচিরেই তা জানতে পারবে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, الٓر আলিফ-লাম-রা, অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ দেখি, অপর ব্যাখ্যায় এটি একটি শপথ বাক্য, আলিফ-লা-রা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন (تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ) এগুলো আয়াত মহাগ্রন্থের, এ সূরা মহাগ্রন্থের আয়াত সমষ্টি (وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ) এবং সুস্পষ্ট কুরআনের, আল্লাহ্ তা'আলা হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ স্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী কুরআনের শপথ করলেন।

(رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কখনও কখনও কাফিররা, মুহাম্মাদ ﷺ -কে এবং কুরআনকে অস্বীকারকারীরা (لَوْ كَانُوْا) আকাংখা করবে যে, কামনা করবে যে, (مُسْلِمِيْنَ) তারা যদি মুসলমান হত, দুনিয়াতে সময়ে সময়ে কাফিরদের জন্যে এমন দিনক্ষণ আসবে যখন তারা তাদের মুসলমান থাকাটা কামনা করবে, শপথের বিষয়বস্তু এটিই। যারা খাঁটি ঈমানদার ছিল আমলের ত্রুটির কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল তাদেরকে যখন আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবেন, তখন কাফিররা আকাংখা করবে হায়! যদি তারা দুনিয়াতে মুসলমান থাকত।

(ذَرْهُمْ) তাদেরকে ছেড়ে দিন, তাদের ব্যাপার বাদ দিন হে মুহাম্মাদ ﷺ! (وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ) তারা খেতে থাকুক, আখিরাতের কোন চিন্তা ভাবনা ব্যতিরেকে (وَيَتَمَتَّعُوا) ভোগ করতে থাকুক, কুফরী ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে জীবন উপভোগ করুক (وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ) এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক, দূরাশা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে উদাসীন করে রাখুক (فَسَوْفَ) অতি সত্তর, এটি তাদের জন্যে ভীতি প্রদর্শন (يَعْلَمُونَ) তারা জানতে পারবে, মৃত্যুর সময়ে, কবরের মধ্যে এবং কিয়ামতের দিনে তাদের জন্যে কীরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(٤) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ○
(٥) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ○
(٦) وَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ○
(٧) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○
(٨) مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّنْظَرِينَ ○

৪. আমি যে কোন জনপদকে ধ্বংস করেছি। তার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধকাল।
৫. কোন জাতি তার নির্দিষ্টকালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না এবং বিলম্বিতও করতে পারে না।
৬. তারা বলে, ওহে যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উম্মাদ।
৭. 'তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাদেরকে উপস্থিত করছ না কেন'?
৮. আমি ফিরিশ্‌তাগণকে প্রেরণ করি না যথার্থ কারণ ব্যতীত, ফিরিশতাগণ উপস্থিত হলে তারা অবকাশ পাবে না।

(وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ) কোন জনপদকে, কোন জনপদের অধিবাসীকে (أَهْلَكْنَها إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ) আমি ধ্বংস করিনি নির্দিষ্ট কাল তা ছাড়া, ওই কিতাবে তাদের মেয়াদ ও ধ্বংসের সময় লিপিবদ্ধ ছিল।

(مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا) কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, মৃত্যু ও ধ্বংসের নির্ধারিত সময় আসার পূর্বে কোন জাতি কেউ মৃত্যুবরণও করতে পারে না ধ্বংসও হতে পারে না। (وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ) এবং বিলম্বিতও করতে পারে না, কোন উম্মাত তার নির্ধারিত কাল থেকে বিলম্বিতও হতে পারে না।

(وَقَالُوا) তারা বলে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমাইয়া মাখযূমী ও তার সাথিরা মুহাম্মাদ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলে (يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ) ওহে যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে, তোমার দাবী যে, জিব্‌রাঈল (আ) কুরআন নিয়ে এসেছে (إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) তুমি তো নিশ্চয়ই উম্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ।

(لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ) তুমি ফিরিশতাদেরকে আমাদের নিকট উপস্থিত করছে না কেন, আকাশ থেকে এনে, যাতে তারা তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল। (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) যদি তুমি সত্যবাদী হও, তোমার বক্তব্যে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(مَانُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ) আমি ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করি না, আকাশ থেকে (اِلاَّ بِالْحَقِّ) যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে, ধ্বংস ও প্রাণ হরণ জাতীয় কাজ ব্যতীত (وَمَا كَانُوْآ اِذًا مُّنْظَرِيْنَ) তখন কিন্তু তারা অবকাশ পাবে না, ফিরিশ্‌তা প্রেরিত হলে তখন আর ওরা অবকাশ ও সময় পাবে না।

(৯) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○
(১০) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ○
(১১) وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○
(১২) كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ
(১৩) لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ○

৯. আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই সেটির সংরক্ষক।
১০. আপনার পূর্বে আমি আগেকার অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম।
১১. তাদের নিকট আসেনি এমন কোন রাসূল যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।
১২. এভাবে আমি অপরাধীদের মনে তা সঞ্চার করি।
১৩. ওরা কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে না এবং অতীতে পূর্ববর্তীগণেরও এ আচরণ ছিল।

(اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ) আমিই উপদেশ অবতীর্ণ করেছি, কুরআনসহ জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেছি (وَاِنَّا لَهٗ) আর আমিই তার, কুরআনের (لَحٰفِظُوْنَ) সংরক্ষক, রক্ষাকারী, শয়তানদের থেকে। যাতে তারা এতে কোন কিছু সংযোজন করতে না পারে এবং এটা থেকে কিছু হ্রাস করতেও না পারে, এবং এর বিধানাবলী পরিবর্তন করতে না পারে। অপর ব্যাখ্যায় আমি তার সংরক্ষক অর্থ আমি মুহাম্মাদ ﷺ -কে রক্ষাকারী কাফিরদের হাত থেকে এবং শয়তানদের হাত থেকে।

(وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ) আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করেছিলাম, হে মুহাম্মাদ ﷺ রাসূলগণকে (فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ) পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়ের নিকট, পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠিগুলোর নিকট।

(وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ) তাদের নিকট আসেনি এমন কোন রাসূল, তাদের প্রতি প্রেরিত হয়নি (اِلاَّ كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ) যাকে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত না, যে রাসূলকে তারা উপহাস করত না।

(كَذٰلِكَ) এভাবে এরূপে (نَسْلُكُهٗ) আমি তা সঞ্চার করি, সত্য প্রত্যাখ্যানের মনোভাব ছড়িয়ে দিই (فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ) অপরাধীদের অন্তরে, মুশরিকদের অন্তরে!

(لاَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ) তারা কুরআনে বিশ্বাস করবে না, যাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন না করে মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি, কুরআনের প্রতি এবং তাদের উপর আযাব নাযিলের প্রতি।' (وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ) পূর্ববর্তী লোকদের এরূপ আচরণ ছিল, পূর্ববর্তী লোকদের এরূপ রীতি ছিল যে, তারা রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করত যেমন– আপনার সম্প্রদায় আপনাকে প্রত্যাখ্যান করছে। আর তাদের সাথে আল্লাহ্‌র আচরণ ও এরূপ ছিল যে, রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যানের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং ধ্বংস করেছেন।

(١٤) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ۙ

(١٥) لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ۠

(١٦) وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ۙ

(١٧) وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۙ

(١٨) اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ

(١٩) وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ

১৪. যদি তাদের জন্যে আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে।
১৫. তবুও তারা বলবে, 'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়'।
১৬. আমি আকাশে গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি, এটিকে করেছি সুশোভিত দর্শকদের জন্যে।
১৭. এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি সেটিকে রক্ষা করে থাকি।
১৮. কিন্তু কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে সেটির পিছে ধাওয়া করে প্রদীপ্ত শিখা।
১৯. পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং সেটিতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, আমি সেটিতে প্রত্যেক বস্তু উদ্‌গত করেছি সুপরিমিতভাবে।

(وَلَوْ) আমি যদি তাদের জন্যে, মক্কাবাসীদের জন্যে (فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ) আকাশের দরজা খুলে দিতাম। সেটি দিয়ে তারা আকাশে প্রবেশ করতে (فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ) এবং তারা অনবরত তাতে আরোহণ করতে থাকত, এবং অবতরণ করতে থাকত অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাদের ন্যায়।

(لَقَالُوْٓا) তবুও তারা বলত, মক্কার কাফিররা বলত (اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا) আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, আমাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে (بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ) আমরা বরং এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়, অচেতন সম্প্রদায়। আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে।

(وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا) আমি আকাশে গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি, প্রাসাদসমূহ সৃষ্ট করেছি। অপর ব্যাখ্যায় নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছি, এগুলো দ্বারা সে সকল বস্তু বুঝানো হয়েছে যেগুলোর সাহায্যে অন্ধকার রাতে মানুষ জলে-স্থলে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে। (وَّزَيَّنّٰهَا) এবং আমি সেটিকে করেছি সুশোভিত, তারকারাজি দ্বারা আকাশকে সুশোভিত করেছি (لِلنّٰظِرِيْنَ) দর্শকদের জন্যে। যারা সেটি দর্শন করে তাদের জন্যে। এগুলো দ্বারা সে সকল তারকারাজিকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো দ্বারা আকাশকে সজ্জিত করা হয়েছে।

(وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ) এবং আমি সেটিকে রক্ষা করেছি প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে লা'নতগ্রস্ত বিতাড়িত শয়তান থেকে। ফিরিশ্‌তাদের আলোচনা শুনতে গেলে উল্কাপিণ্ড দ্বারা তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়।

(اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ) তবে কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে গেলে, হঠাৎ পৌঁছে গেলে (فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ) প্রদীপ্ত শিখা তার পশ্চাদধাবন করে উত্তপ্ত, দাহ্য ও আলোকময় তারকা তাকে আঘাত করে।

(وَالْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا) আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি, পানির উপর স্থাপন করেছি (وَأَلْقَيْنَا فِيهَا) (رَوَاسِيَ) এবং তাতে স্থাপন করেছি, পৃথিবীর উপর স্থাপন করেছি পর্বতমালা, সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ পৃথিবীর জন্যে ফলক স্বরূপ। (وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ) এবং আমি তাতে উৎপন্ন করেছি, পর্বতমালায় উৎপন্ন করেছি অপর ব্যাখ্যায় পৃথিবীতে উৎপন্ন করেছি (كُلِّ شَيْءٍ) প্রত্যেক বস্তু গাছপালা লতাপাতা ও ফলমূল (مَّوْزُونٍ) সুপরিমিতভাবে, সুনির্দিষ্টভাবে সুবন্টিতভাবে এবং পরিজ্ঞাতভাবে। অপর ব্যাখ্যায় সুপরিমিতভাবে অর্থ এমনভাবে যা ওজন করা যায় -মাপা যায়। যেমন সোনা, রূপা, লোহা, তামা, শীসা ইত্যাদি।

(٢٠) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِينَ○
(٢١) وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ○
(٢٢) وَأَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنٰكُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخٰزِنِينَ○
(٢٣) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُونَ○

২০. এবং তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্যে আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যেও।
২১. আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি সেটি পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ্ করে থাকি।
২২. আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, তারপর আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি। এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দিই। আর তোমরা সেটির ভাণ্ডার রক্ষক নও।
২৩. আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

(وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ) এবং আমি তোমাদের জন্যে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তাতে, পৃথিবীতে, গাছপালা লতা-পাতা, ফলমূল ইত্যাদি সৃজন করে যা তোমরা খাও, পান কর এবং পরিধান কর। (وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِينَ) এবং তোমরা যাদের জীবিকাদাতা তাদের জন্যেও তোমরা যেগুলোর জীবিকার ব্যবস্থা কর না যেমন পশু-পাখী, জীব-জন্তু ইত্যাদি আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোর ও জীবিকার ব্যবস্থা করেন। অপর ব্যাখ্যায় মাতৃগর্ভের শিশুদের জন্যেও তিনি জীবিকার ব্যবস্থা করেন।

(وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ) প্রত্যেক বস্তুর গাছপালা লতা-পাতা, ফলমূল ও বৃষ্টি সব কিছুর (إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهُ) ভাণ্ডার আমারই নিকট, চাবিসমূহ আমারই নিকট, অপর ব্যাখ্যায় ওগুলোর চাবি আমার হাতে, তোমাদের হাতে নয়, (وَمَا نُنَزِّلُهُ) আমি সেটি সরবরাহ্ করি, বৃষ্টি বর্ষণ করি (إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ) পরিজ্ঞাত পরিমাণে, ভাণ্ডার রক্ষকের পরিজ্ঞাত ওজনে ও মাপে।

(وَأَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ) আমি বৃষ্টি-গর্ভবায়ু প্রেরণ কর, যা বীজ ও মেঘ বহন করে নিয়ে যায় (فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً) তারপর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, বৃষ্টি বর্ষণ কর,(فَأَسْقَيْنٰكُمُوهُ) এবং তোমাদেরকে তা পান করাই, পৃথিবীতে (وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخٰزِنِينَ) তোমাদের নিকট তো তার বৃষ্টির ভাণ্ডার নেই, তোমরা ওই ভাণ্ডার খুলতে পার না।

(وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ) আমি অবশ্যই জীবন দান করব, পুনরুত্থানের জন্যে (وَنُمِيْتُ) এবং মৃত্যু ঘটাব, দুনিয়াতে (وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ) আর আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী, পৃথিবীতে এবং আকাশে যা কিছু আছে সবগুলোর অধিকারী। পৃথিবীবাসীদের মৃত্যুর পূর্বেও আমিই অধিকারী তাদের মৃত্যুর পরও আমিই অধিকারী।

(٢٤) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ○
(٢٥) وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○
(٢٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○
(٢٧) وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ○
(٢٨) وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ ۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○

২৪. তোমাদের মধ্য থেকে পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি।
২৫. আপনার প্রতিপালকই সকলকে সমবেত করবেন তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।
২৬. আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি সম্পর্কযুক্ত কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে।
২৭. এবং এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিনকে অত্যন্ত গরম আগুন হতে।
২৮. স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাগণকে বললেন, 'আমি গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করছি।'

(وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ) তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, আমি তাদেরকে জানি, তোমাদের মৃত পূর্ব পুরুষগণ সম্পর্কে আমি জানি। অপর ব্যাখ্যায় তোমাদের অগ্রবর্তী অর্থাৎ তোমাদের তুলনায় যারা প্রথম সারির লোক তাদেরকে আমি জানি (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ) এবং পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি অর্থাৎ তোমাদের জীবিত ছেলেমেয়েদেরকেও আমি জানি। অপর ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় সারিতে সরে যাওয়া লোকদেরকেও জানি।

(وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ) আপনার প্রতিপালক তাদেরকে সমবেত করবেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন (اِنَّهٗ حَكِيْمٌ) তিনি প্রজ্ঞাময়, তাদের জন্যে সমবেত হওয়ার বিধান দিয়েছেন (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ, তাদের সমবেত হওয়া এবং তাদের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ) আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি, আদম (আ) কে সৃষ্টি করেছি (مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ) গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে, দুর্গন্ধময় শুকনো মাটি থেকে, অপর ব্যাখ্যায় ছাঁচে ঢালা মৃত্তিকারূপে।

(وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ) আর জিনকে সৃষ্টি করেছি, জিন সম্প্রদায়ের আদি পিতাকে সৃজন করেছি (مِنْ قَبْلُ) এর পূর্বে, আদম (আ)-কে সৃষ্টির পূর্বে (مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ) অত্যন্ত গরম আগুন থেকে, ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে।

(وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ) স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বললেন, যে সকল ফিরিশ্তা তখন পৃথিবীতে ছিল, তাঁদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার (اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ) আমি শুকনো ঠনঠনে কাঁদা মাটি থেকে, দুর্গন্ধময় কাদা থেকে মানুষ সৃষ্টি করব, সৃজন করব।

(২৯) فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ

(৩০) فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ

(৩১) اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ

(৩২) قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ

(৩৩) قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ

(৩৪) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ

(৩৫) وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

২৯. যখন আমি সেটিকে সুঠাম করব এবং সেটিতে আমার পক্ষ হতে রূহ্ সঞ্চার করব তখন তোমরা সেটির প্রতি সিজ্দাবনত হবে।'
৩০. তখন ফিরিশ্তাগণ সকলেই একত্রে সিজ্দা করল।
৩১. ইব্লীস ব্যতীত, সে সিজ্দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।
৩২. আল্লাহ্ বললেন 'হে ইব্লীস! তোমার কী হল যে, তুমি সিজ্দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?'
৩৩. সে বলল, "আপনি গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজ্দা করবার নই।'
৩৪. তিনি বললেন, 'তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও কারণ তুমি তো অভিশপ্ত।
৩৫. এবং কর্মফল দিন পর্যন্ত অবশ্যই তোমার প্রতি রইল লা'নত।'

(فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ) যখন আমি সেটিকে সুঠাম করব, সৃজন করব, যখন আমি সেটিকে সুঠাম করব, দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ ইত্যাদি দ্বারা তার অবয়ব পূর্ণ করব (وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ) এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ্ সঞ্চার করব, তাতে রূহ্ দিব (فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ) তখন তোমরা সেটির প্রতি সিজ্দাবনত হয়ো, সম্মান প্রদর্শনজনিত সিজ্দা করো।

(فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ) তখন ফিরিশ্তাগণ সকলেই একত্রে সিজ্দা করল, আদম (আ)-কে। (اِلَّا اِبْلِيْسَ) ইবলীস ব্যতীত, সে ছিল ওদের নেতা। (اَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ) সে সিজ্দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। হযরত আদম (আ)-কে সিজ্দা করার পর্যায় থেকে নিজেকে উর্ধ্বে মনে করল।

(قَالَ) তিনি বললেন, আল্লাহ্ বললেন, (يٰٓاِبْلِيْسُ) হে ইব্লীস! হে আমার রহমত থেকে নিরাশ সৃষ্টি! (مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ) তোমার কী হল যে, তুমি সিজ্দাকরীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না, হযরত আদম (আ) কে সিজ্দা করার ব্যাপারে।

(قَالَ لَمْ اَكُنْ لِاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ) সে বলল, আপনি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে, দুর্গন্ধময় কাদা থেকে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আমি তাকে সিজ্‌দা করার নই। মাটিকে সিজ্‌দা করা আমার জন্যে সমীচীন নয়।

(قَالَ) তিনি বললেন, ইব্‌লীসে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন (فَاخْرُجْ مِنْهَا) তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, ফিরিশ্‌তার আকৃতি থেকে বিকৃত হয়ে যাও। অপর ব্যাখ্যায় আমার দেওয়া মর্যাদা ও রহমত থেকে বেরিয়ে যাও। অপর এক ব্যাখ্যায় পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যাও। (فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ) কারণ তুমি অভিশপ্ত, লা'নতগ্রস্ত, আমার রহমত থেকে বিতাড়িত।

(وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ) এবং তোমার প্রতি আমার লা'নত, আমার লা'নত, ফিরিশ্‌তাদের লা'নত এবং সৃষ্টিজগতের লা'নত (اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ) কর্মফল দিবস পর্যন্ত, হিসাব নিকাশের দিন পর্যন্ত।

(٣٦) قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ۝
(٣٧) قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ۝
(٣٨) اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ۝
(٣٩) قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ۝
(٤٠) اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ۝
(٤١) قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ۝

৩৬. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।
৩৭. তিনি বললেন 'যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে,
৩৮. অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'
৩৯. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে, আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্যে আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে শোভন করে তুলব এবং আমি ওদের সকলকেই বিপথগামী করব।
৪০. তবে তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাদের ব্যতীত।
৪১. আল্লাহ্ বললেন, এটিই আমার নিকট পৌঁছবার সরল পথ।

(قَالَ) সে বলল, ইব্‌লীস বলল, (رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অবকাশ দিন, সুযোগ দিন (اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ) পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত, কবর থেকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত। এই মালঊন ও অভিশপ্ত মনে করেছিল যে, তার মৃত্যু হবে না।

(قَالَ) তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বললেন (فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ) যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ, অবকাশপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হয়েছ।

(اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ) অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত, শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার দেয়ার সময় পর্যন্ত।

(قَالَ رَبِّ) সে বলল, হে প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক (اَغْوَيْتَنِىْ) আপনি যে আমাকে বিপথগামী করেছেন, আপনি যেমন আমাকে সৎপথ থেকে বিচ্যুত করেছেন (لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ) আমি তাদের জন্যে পৃথিবীতে শোভন করে তুলব, আদম সন্তানদের জন্যে আকর্ষণীয় করে তুলব লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাসকে (وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ) এবং তাদের সবাইকে বিপথগামী করব, বিভ্রান্ত করব সত্য পথ থেকে।

(اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ) তবে তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাদেরকে নয়, আমার কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে নয়। অপর ব্যাখ্যায় তাওহীদ অনুসারী বান্দাদেরকে নয়। 'যের' যোগে পাঠ করলে এই ব্যাখ্যা, তারপর।

(قَالَ) তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বললেন (هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ) এটিই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ, ভাল ও সম্মানজনক পথ। অপর ব্যাখ্যায় যারা তোমার আনুগত্য করে এবং তোমার সাথে প্রবেশ করে তাদের পথের বিপরীতে এটি সরল ও সঠিক পথ। অপর ব্যাখ্যায় এটিই সরল-সুদৃঢ় পথ, আল্লাহ্ যা পসন্দ করেন অর্থাৎ ইসলাম। অপর ব্যাখ্যায় এটি উন্নত ও উচ্চপথ 'লাম' বর্ণে 'যের' এবং 'ইয়া' বর্ণে 'পেশ' সহকারে পাঠ করলে এই ব্যাখ্যা।

(٤٢) اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○
(٤٣) وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○
(٤٤) لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ○
(٤٥) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○

৪২. বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকবে না।
৪৩. অবশ্যই জাহান্নাম তাদের সকলেরই প্রতিশ্রুত স্থান হবে।
৪৪. সেটির সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্যে পৃথক পৃথক দল আছে।
৪৫. মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে প্রস্রবণ সমূহের মধ্যে।

(اِنَّ عِبَادِىْ) আমার বান্দাদের উপর, ঈমানদার বান্দাদের উপর (لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ) তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না, কোন কর্তৃত্ব ও শক্তি থাকবে না (سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ) বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তারা ব্যতীত, কাফিরদের মধ্যে যারা তোমার আনুগত্য করে তারা ব্যতীত।

(وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ) নিশ্চয়ই জাহান্নামই তাদের সকলের নির্ধারিত স্থান, তোমার অনুগতদের প্রত্যাবর্তন স্থল।

(لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ) তার আছে ৭টি দরজা, পর্যায়ক্রমে ও স্তরে স্তরে একটি অপরটি থেকে নীচে। সবার উপরের দরজার নাম জাহান্নাম আর নিম্নতমটির নাম হাবিয়া। (لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ) প্রত্যেক দরজার জন্যে তাদের, কাফিরদের (جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ) পৃথক পৃথক দল আছে, নির্ধারিত সংখ্যক লোক আছে।

(اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ) মুত্তাকিগণ থাকবে, কুফরী, শিরকী ও অশ্লীলতা পরিহারকারীগণ তথা হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমার (রা) এবং তাঁদের অন্যান্য সাথিগণ থাকবেন (فِىْ جَنّٰتٍ) জান্নাতসমূহে, উদ্যানসমূহে (وَّعُيُوْنٍ) এবং ঝর্ণাধারায়, পবিত্র পানিতে।

(٤٦) اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ۝

(٤٧) وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝

(٤٨) لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۝

(٤٩) نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

(٥٠) وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝

(٥١) وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۝

(٥٢) اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۝

৪৬. তাদেরকে বলা হবে তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সেখানে প্রবেশ কর।

৪৭. আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করব, তারা ভাইয়ের মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে।

৪৮. সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান হতে বহিষ্কৃতও হবে না।

৪৯. আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যে, আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫০. এবং আমার শাস্তি সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি।

৫১. এবং তাদেরকে বলুন ইব্‌রাহীমের মেহমানদের কথা।

৫২. যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল 'সালাম, তখন সে বলেছিল 'আমরা তোমাদের আগমনে আতংকিত।'

(اُدْخُلُوْهَا) তোমরা তাতে প্রবেশ কর, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলবেন তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর (بِسَلٰمٍ) শান্তির সাথে, সালাম ও অভিবাদন সহকারে অপর ব্যাখ্যায় আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও মুক্তি সহকারে (اٰمِنِيْنَ) নিরাপদে, মৃত্যুও পতন থেকে শংকামুক্ত হয়ে।

(وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ) আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করব, দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিদ্বেষ ও শত্রুতা রহিত করে নিব (اِخْوَانًا) তারা ভাইয়েরসহ আখিরাতে (عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ) পরস্পর মুখোমুখি আসনে অবস্থান করবে, সামনাসামনি একে অন্যকে দেখতে পাবে।

(لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا) সেখানে তাদেরকে স্পর্শ করবে না,জান্নাতেতাদের অনুভূত হবেনা (نَصَبٌ) অবসাদ, কষ্ট ও ক্লান্তি (وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ) এবং তারা সেখান থেকে, জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে না।

(نَبِّئْ عِبَادِيْ) আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, বলে দিন যে, (اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ) আমি ক্ষমাশীল, পাপ মোচনকারী (الرَّحِيْمُ) পরম দয়ালু, যে ব্যক্তি তাওবা সহকারে মৃত্যুবরণ করে তার প্রতি।

(وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ) এবং আমার শাস্তি সে তো অতি মর্মন্তুদ শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যে ব্যক্তি তাওবা করে না এবং কুফরী সহকারে মৃত্যুবরণ করে তার জন্যে।

(وَنَبِّئْهُمْ) এবং তাদেরকে জানিয়ে দিন, সংবাদ দিন (عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ) ইব্‌রাহীমের মেহমানদের কথা, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর মেহমান হযরত জিবরাঈল (আ) ও তাঁর সাথী ১২জন ফিরিশ্‌তার কথা।

(فَقَالُوْا سَلٰمًا) (اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ) যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হল, ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট এল তারা বলল, সালাম। তারা তাঁকে সালাম দিল (قَالَ) সে বলল, তাঁরা যখন আনীত খাদ্য গ্রহণ করল না, তখন ইব্‌রাহীম (আ) তাঁদেরকে বললেন (اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ) আমরা তোমাদের আগমনে আতংকিত, শংকিত।

(٥٣) قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝
(٥٤) قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰۤى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ۝
(٥٥) قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ۝
(٥٦) قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖۤ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ۝
(٥٧) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝
(٥٨) قَالُوْۤا اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۝

৫৩. তারা বলল 'ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভ সংবাদ দিচ্ছি'।

৫৪. সে বলল, 'তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও। তোমরা কী বিষয়ে শুভ সংবাদ দিচ্ছ?'

৫৫. তারা বলল, 'আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং আপনি হতাশ হবেন না।'

৫৬. সে বলল, 'যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে হতাশ হয়?'

৫৭. সে বলল, হে ফিরিশ্‌তাগণ! তোমাদের আর বিশেষ কী কাজ আছে?'

৫৮. তারা বলল, 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে–

(قَالُوْا لَا تَوْجَلْ) তারা বলল, ভয় করবেন না, হে ইব্‌রাহীম (আ)! আমাদেরকে ভয় পাবেন না (اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ) আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, শৈশবে জ্ঞানবান এবং বয়সকালে ধৈর্যশীল সন্তানের শুভ সংবাদ দিচ্ছি।

(قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ) সে বলল, তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ, সন্তানের (اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ) আমার বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও বার্ধক্য আমাকে স্পর্শ করার পরও (فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ) তোমরা কী বিষয়ে শুভ সংবাদ দিচ্ছ? এখন কিসের সংবাদ দিচ্ছ?

(قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ) তারা বলল, আমরা আপনাকে সত্য সংবাদ, পুত্রের সংবাদ দিচ্ছি, (فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ) সুতরাং আপনি হতাশ হবেন না, সন্তান লাভে নিরাশ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(قَالَ) সে বলল, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বললেন (وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖۤ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ) পথভ্রষ্টরা ব্যতীত, আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারীরা অথবা তাঁর নিয়ামত অস্বীকারকারীরা ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়, হতাশ হয়?

(قَالَ) সে বলল, জিব্‌রাঈল (আ) ও তাঁর সাথীদেরকে উদ্দেশ্য করে ইব্‌রাহীম (আ) বললেন (فَمَا خَطْبُكُمْ) তোমাদের বৃত্তান্ত কী? তোমাদের অবস্থা কী? এবং তোমরা কী কাজে এসেছ? (اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ) হে প্রেরিতগণ!

(قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ) তারা বলল, আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, মুশরিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে,যারা নিজেদের কুকর্ম দ্বারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে, এতদ্বারা ফিরিশতাগণ লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন।

(٥٩) اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ
(٦٠) اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۧ
(٦١) فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ۨالْمُرْسَلُوْنَ ۙ
(٦٢) قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ○
(٦٣) قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○
(٦٤) وَ اَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

৫৯. তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই তাদের সকলকে রক্ষা করব।
৬০. কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি যে, সে অবশ্যই পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'
৬১. ফিরিশ্‌তাগণ যখন লূত পরিবারের নিকট এল।
৬২. তখন সে বলল 'তোমরা তো অপরিচিত লোক।
৬৩. তারা বলল, 'না, ওরা যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা আপনার নিকট তাই নিয়ে এসেছি।
৬৪. আমরা আপনার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী ।

(اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ) তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, তাঁর কন্যা যা'উরা, রাইসা এবং তাঁর স্ত্রীদের মধ্য পূণ্যবতী স্ত্রীটির বিরুদ্ধে নয়। (اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ) আমরা এদের সকলকে রক্ষা করব, ধ্বংস থেকে।

(اِلَّا امْرَاَتَهٗ) কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়, কিন্তু 'ওয়াইলা' নামক তাঁর মুনাফিক স্ত্রীকে নয় (قَدَّرْنَآ) আমরা স্থির করেছি যে, মুনাফিক স্ত্রীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, (اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ) সে অবশ্যই পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত, পেছনে থাকা ধ্বংসশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

(فَلَمَّا جَآءَ) ফিরিশ্‌তাগণ যখন, জিব্‌রাঈল (আ) ও তাঁর সাথিগণ যখন (الْمُرْسَلُوْنَ اٰلَ لُوْطٍ) লূত পরিবারের নিকট এল, লূত (আ)-এর নিকট এল।

(قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ) সে বলল, তোমরা তো অপরিচিত লোক, আমাদের এই নগরীতে, আমরা তোমাদের চিনি না এবং তোমাদের সালামের ভাষার সাথে আমরা পরিচিত নই। এজন্যেই তিনি বলেছিলেন যে, তোমরা অপরিচিত লোক। অর্থাৎ জিব্‌রাঈল (আ) ও তাঁর সাথিগণ অপরিচিত লোক।

(قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ) তারা বলল, না, ওরা যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল, আযাব আগমনে সন্দেহ পোষণ করত (بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ) আমরা তা আপনার নিকট নিয়ে এসেছি।

(وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ) আমরা আপনার নিকট সত্য সংবাদ, আযাবের সংবাদ নিয়ে এসেছি। (وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ) আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী, আমাদের বক্তব্যে যে, তাদের উপর আযাব আপতিত হবে।

(٦٥) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ○
(٦٦) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ○
(٦٧) وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ○
(٦٨) قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ○
(٦٩) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ○
(٧٠) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ○

৬৫. সুতরাং আপনি রাত্রির কোন এক সময়ে আপনার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ুন এবং আপনি তাদের অনুসরণ করুন এবং আপনাদের কেউ যেন পেছন দিকে না তাকায়, আপনাদেরকে যেখানে যেতে বলা হচ্ছে আপনারা সেখানে চলে যান'।

৬৬. আমি তাকে এ বিষয়ে ফায়সালা জানিয়ে দিলাম যে, প্রত্যূষে ওদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে।

৬৭. নগরবাসীগণ উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হল।

৬৮. সে বলল, 'ওরা আমার মেহমান, সুতরাং তোমরা আমাকে বেইযযত করো না।'

৬৯. 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে হেয় করো না।'

৭০. তারা বলল, 'আমরা কি দুনিয়া শুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিকে তোমাকে নিষেধ করিনি?'

(فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ) সুতরাং রাত্রির কোন এক সময়ে আপনার পরিবারবর্গসহ আপনি বেরিয়ে পড়ুন, রাত্রির শেষভাগে সাহরীর সময়ের যে কোন সময়ে পরিবার পরিজন নিয়ে যাত্রা করুন (وَاتَّبِعْ) আপনি তাদের অনুসরণ করুন, তাদের পেছনে পেছনে চলতে থাকুন আর সা'র অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যান (أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ) তাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনে থেকে না যায়। (وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ) আপনাদেরকে যেখানে যেতে বলা হয়েছে সেথায় চলে যান, সার অঞ্চলে চলে যান।

(وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ) আমি তাকে এই বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম, আমি তাকে সার অঞ্চলে চলে যেতে নির্দেশ দিরাম। অপর ব্যাখ্যায় আমি তাকে সংবাদ দিলাম যে, (أَنَّ دَابِرَ) প্রত্যূষে ওদেরকে, লূত-এর সম্প্রদায়কে (هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ) সমূলে বিনাশ করা হবে, তাদের মূলোৎপাটিত করে দেয়া হবে।

(وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ) নগরবাসীগণ উপস্থিত হল, লূত (আ)-এর বাড়ীতে (يَسْتَبْشِرُونَ) উল্লসিত হয়ে কুকর্ম চরিতার্থ করার জন্যে।

(قَالَ) সে বলল, লূত (আ) তাদেরকে বললেন (إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي) এরা আমার মেহমান, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ (فَلَا تَفْضَحُونِ) সুতরাং তোমরা আমাকে বেইযযত করো না, মেহমানদের বিষয়ে।

(وَاتَّقُوا اللَّهَ) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, ঘৃণ্য ও নিষিদ্ধ কাজ করার ব্যাপারে (وَلَا تُخْزُونِ) আর আমাকে হেয় করো না, আমার মেহমানদেরকে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত করো না।

(قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে নিষেধ করিনি, হে লূত, (عَنِ الْعَالَمِينَ) দুনিয়া শুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে, মুসাফিরদেরকে আতিথ্য দিতে।

(৭১) قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِیْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِیْنَ
(৭২) لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِیْ سَكْرَتِهِمْ یَعْمَهُوْنَ ۝
(৭৩) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ مُشْرِقِیْنَ ۝
(৭৪) فَجَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّیْلٍ ۝
(৭৫) اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِیْنَ ۝
(৭৬) وَ اِنَّهَا لَبِسَبِیْلٍ مُّقِیْمٍ ۝
(৭৭) اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝
(৭৮) وَ اِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَیْكَةِ لَظٰلِمِیْنَ ۝
(৭৯) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَ اِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِیْنٍ ۝

৭১. সে বলল, 'একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তবে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে।
৭২. আপনার জীবনের শপথ! তারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে।
৭৩. তারপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।
৭৪. এবং আমি জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং ওদের উপর প্রস্তর কংকর বর্ষণ করলাম।
৭৫. অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে।
৭৬. সেটি লোক চলাচলের পথের পার্শ্বে এখনও বিদ্যমান।
৭৭. অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।
৭৮. আর আয়কাবাসীরা ও ছিল সীমালংঘনকারী।
৭৯. সুতরাং আমি ওদেরকে শাস্তি দিয়েছি, ওদের উভয়েই তো প্রকাশ্য পথের পার্শ্বে অবস্থিত।

(قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِیْ) সে বলল, এই যে, আমার কন্যাগণ রয়েছে অপর ব্যাখ্যায় এই যে, আমার সম্প্রদায়ের কন্যাগণ রয়েছে আমি তোমাদেরকে ওগুলোর সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিব (اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِیْنَ) যদি তোমরা একান্তই কিছু করতে চাও, বিয়ে করতে চাও।

(لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ) আপনার জীবনের শপথ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের শপথ করলেন, অপর ব্যাখ্যায় তাঁর দ্বীনের শপথ করলেন (তারা তো) লূত (আ)-এর সম্প্রদায় তো (لَفِیْ سَكْرَتِهِمْ) তাদের মত্ততায়, তাদের অজ্ঞতায় (یَعْمَهُوْنَ) বিমূঢ় হয়েছে, কিছুই দেখছিল না।

(فَاَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ مُشْرِقِیْنَ) তারপর মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল, আযাব সহকারে (সূর্যোদয়ের সময়ে) সূর্য উদিত হওয়ার প্রাক্কালে।

(فَجَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا) এবং আমি জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম, উপরে অংশকে নিচে এবং নিচের অংশকে উপরে তুলে দিলাম (وَاَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ) এবং তাদের উপর বর্ষণ করলাম, তাদের মধ্যে

যারা বিচ্ছিন্ন ও অন্যত্র ছিল তাদের উপর বর্ষণ করলাম (حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ) প্রস্তর কংকর, দুনিয়ার আকাশ থেকে অপর ব্যাখ্যায় বর্ষণ করা হয়েছিল ইটের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোড়া মাটি।

(اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ) এর মধ্যে রয়েছে, তাদের সাথে আমি যে আচরণ করেছি তার মধ্যে রয়েছে (لَاٰيٰتٍ) বহু নিদর্শন, বহু প্রমাণ ও শিক্ষা (لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ) পর্যবেক্ষণকারী লোকদের জন্যে, দূরদর্শী লোকদের জন্যে। অপর ব্যাখ্যায় চিন্তাশীল লোকদের জন্যে। অপর ব্যাখ্যায় শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু লোকদের জন্যে।

(وَاِنَّهَا) এবং সেটি লূত (আ)-এর সেই জনপদ (لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ) লোক চলাচলের পথের পার্শ্বে এখনও বিদ্যমান, স্থায়ী চলার পথ, সেখান দিয়ে মক্কাবাসীগণ চলাচল করে।

(اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً) এতে রয়েছে, তাদের ধ্বংস সাধনের মধ্যে রয়েছে নিদর্শন, শিক্ষা (لِّلْمُؤْمِنِيْنَ) ঈমানদার লোকদের জন্যে।

(وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ) আর আয়কাবাসীরাও ছিল, অর্থাৎ অরণ্যবাসীগণ, (ايكة) শব্দের অর্থ গাছ। এর দ্বারা হযরত শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে (لَظٰلِمِيْنَ) সীমালংঘনকারী, শিরকবাদী।

(فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ) আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি, দুনিয়াতে আযাব দ্বারা (وَاِنَّهُمَا) তাদের উভয়েই, লূত (আ)-এর জনপদ এবং শু'আয়ব (আ)-এর জনপদ দু'টোই (لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ) প্রকাশ্য পথের পাশে অবস্থিত, মহা সড়কের পাশে অবস্থিত, মক্কাবাসীগণ ও পথে যাতায়াত করে।

(٨٠) وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ
(٨١) وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۙ
(٨٢) وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ○
(٨٣) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۙ
(٨٤) فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ؕ

৮০. হিজরবাসীগণ ও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।
৮১. আমি ওদেরকে আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম কিন্তু তারা তারা উপেক্ষা করেছিল।
৮২. ওরা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত নিরাপদ বসবাসের জন্যে।
৮৩. তারপর প্রভাতকালে মহানাদ ওদেরকে আঘাত করল।
৮৪. সুতরাং তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

(وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ) হিজরবাসীরা ও হযরত সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায় ও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, হযরত সালিহ্ (আ)-সহ সকল রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

(وَاٰتَيْنٰهُمْ) আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম, প্রদান করেছিলাম (اٰيٰتِنَا) আমার নিদর্শন, উটনী ইত্যাদি (فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ) কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল, ওগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল।

(وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ) তারা পাহাড় কেটে, পাহাড়ের মধ্যে গৃহ নির্মাণ করত শংকাহীনভাবে, পাহাড় তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ার আশংকা করত না মোটেই। অপর ব্যাখ্যায় আযাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে তারা পাহাড়ে পাহাড়ে গৃহ নির্মাণ করত।

(فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ) তারপর মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল, আযাব সহ (مُصْبِحِيْنَ) সকাল বেলায়, প্রভাতে।

(فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ) সুতরাং তারা যা অর্জন করেছিল, তারা যা বলত, যা করত এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যেগুলোর উপাসনা করত তার কিছুই তাদের কোন কাজে আসেনি, তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে।

(٨٥) وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ۝
(٨٦) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ۝
(٨٧) وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ۝
(٨٨) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۝
(٨٩) وَقُلْ اِنِّيْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ۝

৮৫. আকাশরাজি ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যবর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি। এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আপনি পরম সৌজন্যের সাথে ওদেরকে ক্ষমা করুন।
৮৬. নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।
৮৭. আমি তো আপনাকে দিয়েছি সাত আয়াত, যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন।
৮৮. আমি ওদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি আপনি কখনও আপনার চোখ দু'টি প্রসারিত করবেন না। তাদের জন্যে আপনি দুঃখ করবেন না, আপনি মু'মিনদের জন্যে আপনার বাহু অবনমিত করুন।
৮৯. এবং বলুন 'আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী'।

(فَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلاَّ بِالْحَقِّ) আকাশরাজি, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুই, সকল সৃষ্টি ও বিস্ময়করবস্তু আমি সৃষ্টি করেছি সত্যসহ, হক ও বাতিলকে পৃথক করে দেয়ার জন্যে এবং ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পরিপূর্ণ করার জন্যে (وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ) কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য (فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ) সুতরাং পরম সৌজন্যের সাথে আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, অশ্লীলতা অস্থিরতা ব্যতিরেকে মার্জিতভাবে আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। জিহাদ ফরয হওয়ার আয়াত দ্বারা এ আয়াত মানসূখ ও রহিত হয়ে গিয়েছে।

(اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ) আপনার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা, পুনরুত্থানকারী, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে ও এবং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি তাদেরকেও (الْعَلِيْمُ) মহাজ্ঞানী, তাদের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ) আমি তো আপনাকে দান করেছি সাত আয়াত যা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি হয়, অর্থাৎ কুরআন মজীদের এমন সাতটি আয়াত প্রদান করে আমি আপনাকে মহিমান্বিত

করেছি যেগুলো নামাযের প্রতি দুই সিজ্‌দায় তথা প্রতি রাক'আতে পঠিত হয়, এটি হল সূরা ফাতিহা, অপর ব্যাখ্যায় কুরআন মজীদের সাত জোড়া ভাব ও বিষয় প্রদান করে আমি আপনাকে মহিমান্বিত করেছি। কুরআন মজীদে বর্ণিত প্রতিটি বিষয় জোড়াবদ্ধ, যেমন আদেশ-নিষেধ, পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি-শাস্তির অঙ্গীকার, হালাল-হারাম, রহিতকারী-রহিত, মৌলিক-রূপক, স্পষ্ট-অস্পষ্ট, অতীত সংবাদ-ভবিষ্যদ্বাণী, কোন সম্প্রদায়ের প্রশংসা– কোন সম্প্রদায়ের সমালোচনা (এবং দিয়েছি মহা কুরআন) সুমহান, মহামর্যাদাবান, পরম সম্মানিত কুরআন মজীদ প্রদান করে আমি আপনাকে মহিমান্বিত করেছি, যেমন বিভক্তিপন্থী ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের জন্যে আমি তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছিলাম।

(لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ) আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, বানূ কুরায়যা, বানূ নাযীর গোত্রের কতক লোককে, অপর ব্যাখ্যায় কুরায়শ গোত্রের কতক লোককে যে ধন সম্পদ প্রদান করেছি, তার প্রতি আপনি কখনও দুই চোখ প্রসারিত করবেন না, আগ্রহ সহকারে তাকাবেন না, কারণ আপনাকে নবুওয়াত, ইসলাম ও কুরআন প্রদান করে যে, সম্মান প্রদান করেছি তা ওদেরকে দেয়া সম্পদের চেয়ে বহু উত্তম (وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) তাদের জন্যে আপনি দুঃখ প্রকাশ করবেন না, তারা ঈমান না এনে ধ্বংস হলে তাতে আপনি ব্যথিত হবেন না (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ) আর আপনার বাহু অবনমিত করে দিন ঈমানদারদের জন্যে, আপনার পাঁজর বিনম্র করে দিন মু'মিন লোকদের জন্যে অর্থাৎ তাদের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হোন।

(وَقُلْ اِنِّيْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ) এবং বলুন, আমি তো এক প্রকাশ্য সতর্ককারী, তোমাদের পরিজ্ঞাত ভাষায় তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাবের ব্যাপারে সতর্ককারী রাসূল।

(৯০) كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ۙ
(৯১) الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ
(৯২) فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ
(৯৩) عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

৯০. যে ভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর –
৯১. যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।
৯২. সুতরাং শপথ আপনার প্রতিপালকের আমি ওদের সকলকে প্রশ্ন করবই।
৯৩. সে বিষয়ে যা তারা করে,

(كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ) যেভাবে আমি অবতীর্ণ করেছি, বদর দিবসে (বিভক্তকারীদের উপর) আকাবা অধিবাসীদের উপর, তারা হল আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা মাখযূমী, হানযালা ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান, উতবা ইব্‌ন রাবী'আ, শায়বা ইব্‌ন রাবী'আ এবং বদর দিবসে নিহত তাদের অন্যান্য সাথিরা।

(الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ) যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে, কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন অসত্য মন্তব্য করেছে। কেউ বলেছে এটি যাদু, কেউ বলেছে কবিতা আবার কেউ বলেছে এটি জ্যোতিষ

শাস্ত্র। কেউ বলেছে অতীত যুগের কল্প-কাহিনী, আবার কেউ বলেছে এটি মিথ্যা রচনা, মুহাম্মদ নিজে এটি রচনা করেছেন।

(فَوَرَبِّكَ) সুতরাং আপনার প্রতিপালকের শপথ! হে মুহাম্মাদ ﷺ! আল্লাহ্ তা'আলা নিজের নামে শপথ করলেন (لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ) আমি তাদের সকলকে জিজ্ঞেস করবই, কিয়ামতের দিনে।

(عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) সে বিষয়ে যা তারা করত, বলত দুনিয়াতে, অপর ব্যাখ্যায় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বর্জন সম্পর্কে।

(٩٤) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝
(٩٥) اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۝
(٩٦) الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝
(٩٧) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۝

৯৪. অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন।

৯৫. আমিই যথেষ্ট আপনার জন্যে বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে।

৯৬. যারা আল্লাহ্র সাথে অপর ইলাহ্ নির্ধারণ করেছে এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

৯৭. আমি তো জানি তারা যা বলে তাতে আপনার মন সংকুচিত হয়।

(فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ) অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন, আপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয়টি মক্কায় প্রচার করুন (وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ) এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন।

(اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ) বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই আপনার জন্যে যথেষ্ট, বিদ্রূপকারীদের অত্যাচার আমি রহিত করে নিব।

(الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ) যারা আল্লাহ্র সাথে অপর উপাস্য সাব্যস্ত করেছে, আল্লাহ্র সাথে একাধিক উপাস্য নির্ধারণ করেছে (فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ) তারা শীঘ্রই জানতে পারবে, তাদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে। তারপর একদিন এক রাতের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিলেন। প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক আযাব নাযিল করলেন। একের আযাব অন্যকে স্পর্শ করল না। তারা ছিল পাঁচ জন। তাদের একজন ১. আ'স ইব্ন ওয়াইল সাহমী। কি একটা এসে তাকে দংশন করল তাতে সে সেখানেই মারা গেল। আল্লাহ্ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখুন। তাদের একজন ২. হারিস ইব্ন কায়স সাহমী। সে একটি লবণাক্ত মাছ খেয়েছিল, অপর ব্যাখ্যায় কাঁচা মাছ খেয়েছিল। তাতে তার তৃষ্ণা পেল। সে পানি পান করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তার পেট ফেটে গেল এবং সেখানেই মারা গেল। আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করুন। ওদের একজন ৩. আসওয়াদ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। হযরত জিব্রাঈল (আ) তার মাথা ধরে এক বৃক্ষের সাথে ঠুকতে লাগলেন এবং কাঁটা দ্বারা তার মুখমণ্ডলে প্রহার করলেন। এতে তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন। ৪. ওদের একজন ছিল আসওয়াদ ইব্ন আব্দ ইয়াগূস। একদিন এক প্রচণ্ড গরমের দিনে সে পথে বের হয়। উত্তপ্ত লূ হাওয়া তার দেহে লাগে, ফলে তার সমগ্র দেহ কালো হতে হতে সে আপাদ

মস্তক কৃষ্ণকায় লোকে পরিণত হয়। বাড়ী ফিরে এলে কেউ তাকে দরজা খুলে দিল না। তখন ক্ষোভে ও দুঃখে আপন ঘরের দরজায় মাথা ঠুকতে ঠুকতে তার মাথা ফেটে যায় এবং তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তাকে অপদস্থ করুন। তাদের একজন ৫. ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা মাখযূমী, তার হাতের একটি রগের মধ্যে তীর লেগেছিল তাতে সে মারা যায়। আল্লাহ্ তাকে বিতাড়িত করুন, তাঁর রহমত থেকে। এদের প্রত্যেকেই তখন বলতে শুরু করেছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতিপালক আমাদেরকে হত্যা করেছে।

(وَلَقَدْ نَعْلَمُ) আমি তো জানি যে, তারা যা বলে, মিথ্যারোপ করে, আপনাকে কবি বলে, যাদুকর বলে, মিথ্যাবাদী ও গণক বলে (اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ) তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়, হে মুহাম্মাদ ﷺ!

(৯৮) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۙ
(৯৯) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۠

৯৮. সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং আপনি সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন।

৯৯. আপনার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন।

(فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, তাঁর নির্দেশ মুতাবিক সালাত আদায় করুন (وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ) এবং সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন, সিজ্‌দাকারীদের সাথে থাকুন। অপর ব্যাখ্যায় অনুগতদের সাথে থাকুন।

(وَاعْبُدْ رَبَّكَ) এবং আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন, আপনার প্রতিপালকের অনুগত্যে অবিচল থাকুন (حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ) যে পর্যন্ত না নিশ্চিত বিষয় আসে, অর্থাৎ মৃত্যু আসে। মৃত্যুর আগমন সুনশ্চিত ও অনিবার্য।

سُوْرَةُ النَّحْلِ

সূরা নাহ্‌ল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

১২৮ আয়াত, ১৮৪১ শব্দ ৬৭০৭ অক্ষর

৪টি আয়াত ব্যতীত পূর্ণ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ

১. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا.................

২. وَاصْبِرُوْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ....

৩. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا ....

৪. وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ....

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ... মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন (২১:১) এবং ..... اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ। কিয়ামত আসন্ন ..... (৫৪:১) নাযিল হওয়ার পর কাফিররা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মুতাবিক মেয়াদ পর্যন্ত চুপচাপ থাকল। ইতোমধ্যে তারা কিয়ামত বিষয়ে কিছু দেখতে পেল না। তারপর তারা বলল, 'হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনি আমাদেরকে যে আযাবের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা কখন আসবে?' এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন।

(١) اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

(٢) يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ○

১. আল্লাহ্‌র আদেশ আসবেই সুতরাং সেটি ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না, তিনি মহিমান্বিত এবং ওরা যাকে শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে,

২. তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত ওহীসহ ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন এ মর্মে যে, তোমরা সতর্ক কর যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং আমাকে ভয় কর।

(اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র আদেশ এসেছে, আল্লাহ্‌র আযাব এসেছে, এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা ছিলেন, আযাব এসে পড়েছে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর

আল্লাহ্ তা'আলা বললেন (فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ) তোমরা তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না, আযাব ত্বরান্বিত করতে যেয়ো না, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনরায় বসে পড়েন। (سُبْحٰنَهٗ) তিনি মহিমান্বিত, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান-সন্ততি ও শরীক থেকে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করলেন (وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) এবং তারা যা শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে, মূর্তি-পূজার সমকক্ষতা থেকে তিনি পবিত্র ও ঊর্ধ্বে।

(يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ) তিনি ফিরিশতা প্রেরণ করেন, জিব্রাঈল (আ)-এর সাথে অন্যান্য ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন (عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ) তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা, অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ ও অন্যান্য নবীদের প্রতি তাঁর নির্দেশে ওহীসহ, নবুওয়াত ও কিতাবসহ (اَنْ اَنْذِرُوْٓا) এ মর্মে যে, তোমরা সতর্ক করে দাও, কুরআন দ্বারা সচেতন করে দাও এবং কুরআন পাঠ করতে থাক যতক্ষণ না তারা বলে (اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ) যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং আমাকে ভয় কর, আমার আনুগত্য কর এবং আমার একত্ববাদ মেনে নাও।

(٣) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○
(٤) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○
(٥) وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○
(٦) وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ○

৩. তিনি যথাযথভাবে আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ওরা যা শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।
৪. তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন অথচ দেখ, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।
৫. তিনি চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্যে তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং সেটি থেকে তোমরা আহার করে থাক।
৬. এবং তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে ওগুলোকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন ওগুলোকে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা ওগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ কর।

(خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ) তিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে, সত্য প্রকাশের জন্যে। অপর ব্যাখ্যায় ধ্বংস ও বিনাশ হওয়ার জন্যে (تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) তারা যা শরীক করে, মূর্তি-প্রতিমা তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে, পবিত্র।

(خَلَقَ الْاِنْسَانَ) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, উবাই ইব্ন কা'ব জুমাহীকে সৃষ্টি করেছেন (مِنْ نُّطْفَةٍ) বীর্য থেকে, যা পূঁতি দুর্গন্ধময় (فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ) অথচ দেখ সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী, অসার ও বাতিল বিষয় নিয়ে খোলাখুলিভাবে বাক-বিতণ্ডা করে এবং বলে "হাড্ডিগুলো যখন পঁচে যাবে তখন সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে?"

(وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا) তিনি আন'আম সৃষ্টি করেছেন, উট সৃষ্টি করেছেন (لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ) তোমাদের জন্যে তাতে শীত নিবারক উপকরণ রয়েছে, শীত প্রতিরোধক কাপড় তৈরীর উপকরণ রয়েছে (وَمَنَافِعُ) এবং বহু

উপকার রয়েছে, সেটির পিঠে সাওয়ার হওয়া ও দুধ পান করা ইত্যাদি (وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ) এবং সেটি থেকে তোমরা খাদ্য পেয়ে থাক, সেটির গোশত আহার কর।

(وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ) তোমাদের জন্যে তাতে নয়নাভিরাম সৌন্দর্য রয়েছে, মনোরম দৃশ্য রয়েছে (وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ) যখন তোমরা সন্ধ্যায় ওগুলো নিয়ে ফিরে আস, চারণভূমি থেকে আর যখন প্রভাতে ওগুলো নিয়ে বের হও চারণভূমির উদ্দেশ্যে।

(৭) وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ۭ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝
(৮) وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۭ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝
(৯) وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَاۗىِٕرٌ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৭. এবং ওগুলো তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন দূর দেশে যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।
৮. তোমাদের আরোহনের জন্যে ও শোভার জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।
৯. সরল পথ আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায়, কিন্তু পথগুলোর মধ্যে বক্রপথও আছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতেন।

(وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ) এটি তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় (اِلٰى بَلَدٍ) দূর শহরে, অর্থাৎ মক্কায় (لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ) যেখানে অত্যন্ত কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না, অশেষ কষ্ট ব্যতীত যেতে পারতে না (اِنَّ رَبَّكُمْ) তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, ঈমানদারদের প্রতি (لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু, তোমাদের থেকে আযাব বিলম্বিত করণে।

(وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا) তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তোমাদের আরোহণের জন্যে, আল্লাহ্‌র পথে যাতায়াতের জন্যে (وَزِيْنَةً) এবং তোমাদের শোভার জন্যে, তাতে তোমাদের জন্যে সুদৃশ্য রয়েছে (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ) এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও, তিনি এমন বহু কিছু সৃষ্টি করেছেন। যা সম্পর্কে তোমাদের অবগতি নেই, যার নাম তিনি তোমাদেরকে জানান নি।

(وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ) আল্লাহ্‌ই সরল পথ দেখান, জলে স্থলে সঠিক পথের সন্ধান দেন (وَمِنْهَا جَاۗىِٕرٌ) কিন্তু পথগুলোর মধ্যে বাঁকা পথও আছে, বাঁকা পথও আছে যা গন্তব্যস্থলে পৌঁছায় না (وَلَوْ شَاۗءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতেন, জলে-স্থলে সর্বক্ষেত্রে সবাইকে সঠিক পথের সন্ধান দিতেন। অপর ব্যাখ্যায় "আল্লাহ্‌ই সৎ পথ দেখান" "অর্থ তাওহীদের পথ দেখান। "পথগুলোর মধ্যে বাঁকা পথ আছে" অর্থ দ্বীনগুলোর মধ্যে বাঁকা ও ভ্রান্ত দ্বীন আছে যেগুলো সরল ও সঠিক নয়, যেমন ইয়াহূদী ধর্ম, খৃস্টান ধর্ম ও পারসিক (মাজূসী) ধর্ম, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে পথ দেখাতেন তাঁর দ্বীনের প্রতি।

(১০) هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ○

(১১) يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

(১২) وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

(১৩) وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

১০. তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন তাতে তোমাদের জন্যে রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক।

১১. তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তূন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর এবং সবধরনের ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

১২. তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে আর নক্ষত্ররাজি ও অধীন হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন।

১৩. এবং তিনি বিবিধ প্রকার বস্তু ও যা তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্যে যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন (لَكُمْ مِّنْهُ) তাতে তোমাদের জন্যে রয়েছে পানীয়, যেগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠে কুয়ো ও পুকুরে সঞ্চিত থাকে (وَّمِنْهُ شَرَابٌ) এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ, ওই পানি দ্বারা গাছপালা লতা-পাতা উৎপন্ন হয়, (شَجَرٌ فِيْهِ) (تُسِيْمُوْنَ) তাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক, তোমাদের পশু-প্রাণী চরাতে থাক।

(يُنْبِتُ) তিনি সেটি দ্বারা বৃষ্টি দ্বারা (لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ) তোমাদের জন্যে জন্মান শস্য, যায়তূন, খেজুর গাছ ও আঙ্গুর, আঙ্গুর লতা (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ) এবং সর্বধরনের ফল, নানা বর্ণের ও নানা প্রকারের ফলমূল (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ) এর মধ্যে রয়েছে, উল্লিখিত প্রকারের ফলমূল (لَاٰيَةً) নিদর্শন, প্রমাণ প্রমাণ ও শিক্ষা (لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ) চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে, আল্লাহ্ তাদের জন্যে যা সৃষ্টি করেছেন তা নিয়ে যারা চিন্তা করে তাদের জন্যে।

(وَسَخَّرَ لَكُمْ) তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, তোমাদের কল্যাণে অনুগত করে দিয়েছেন (الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمُ) রাত দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে এবং তারকারাজি ও অধীন হয়েছে, অনুগত হয়েছে (مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ) তাঁর নির্দেশে, তাঁর অনুমতিতে (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ) নিশ্চয় এর মধ্যে, উল্লিখিত বস্তুগুলোর অনুগত করে দেয়ার মধ্যে (لَاٰيٰتٍ) বহুনিদর্শন রয়েছে, বহু প্রমাণ রয়েছে। (لِّقَوْمٍ) (يَّعْقِلُوْنَ) বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা জানে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ই এগুলো অনুগত করে দিয়েছেন।

(وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا) এবং তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, সৃজন করেছেন (أَلْوَانُهُ) তাও বিবিধ প্রকার, বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদরাজি, ফলমূল ইত্যাদি (إِنَّ فِي ذَٰلِكَ) এতে রয়েছে, সৃষ্ট বস্তুসমূহের বিভিন্নতার মধ্যে রয়েছে (لَآيَةً) নিদর্শন, প্রমাণ ও শিক্ষা (لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ) উপদেশ গ্রহণকারী লোকদের জন্যে, যারা কুরআনে বর্ণিত বিষয়াদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

(١٤) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○
(١٥) وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○
(١٦) وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ○
(١٧) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

১৪. তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা সেটি হতে তাজা মাছ আহার করতে পার এবং যাতে সেটি হতে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর এবং তোমরা দেখতে পাও, সেটির বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এজন্যে যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর;

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছে, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার।

১৬. এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও আর নক্ষত্রের সাহায্যেও তারা পথের নির্দেশ পায়।

১৭. সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তারই মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

(وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا) তিনি কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, অনুগত করে দিয়েছেন সাগরকে, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা গোশত খেতে পার, অর্থাৎ মাছ খেতে পার (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا) এবং সেখান থেকে আহরণ করতে পার, সাগর থেকে তুলে আনতে পার রত্নাবলী মুক্তা ইত্যাদি যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর। (وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ) আপনি নৌযানকে দেখতে পাচ্ছেন, নৌকা ও জাহাজগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন যে, সেটির বুক চিরে চলাচল করছে, সামনে আসছে পেছনে যাচ্ছে একই বাতাসের মধ্যে সাগরে আসা যাওয়া করছে (وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার, যাতে তোমরা তাঁর নিকট থেকে কর্মশক্তি প্রার্থনা কর, অপর ব্যাখ্যায় জীবিকা প্রার্থনা কর (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার, আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর আদায় করতে পার।

(وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ) তিনি পৃথিবীতে পর্বত সৃষ্টি করেছেন, সুদৃঢ় পাহাড় সৃষ্টি করেছেন (رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) যাতে তোমাদেরকে নিয়ে পৃথিবী আন্দোলিত না হয়, নড়াচড়া না করে (وَأَنْهَارًا) এবং তিনি সৃষ্টি

করেছেন নদ-নদী, পৃথিবীতে যা তোমাদের জন্যে উপকারী (وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ) এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার, তোমরা সঠিক রাস্তা চিনতে পার।

(وَعَلٰمٰتٍ) এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহ ও মুসাফিরদের জন্যে পর্বতরাজি ও অন্যান্য চিহ্ন (وَبِالنَّجْمِ) আর নক্ষত্রের সাহায্যেও দুই (ফারকাদ ও জাদা) ধ্রুবতারার নিকটবর্তী দুই তারা ও রাশিচক্রের তারকারাজির সাহায্যে ও (هُمْ يَهْتَدُوْنَ) তারা, অর্থাৎ মুসাফিরগণ পথের দিশা পায় জলে ও স্থলে।

(اَفَمَنْ يَّخْلُقُ) যিনি সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ (كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ) তিনি কি তারই মত যে সৃষ্টি করে না? সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় অর্থাৎ মূর্তি-প্রতিমাগুলো (اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ) তবুও তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা সৃষ্টি করেছেন সেগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে না?

(১৮) وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(১৯) وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝

(২০) وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝

(২১) اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝

১৮. তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করলে সেগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

১৯. তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তা জানেন।

২০. ওরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাদেরকে আহ্বান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়।

২১. তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব এবং পুনরুত্থান কবে হবে সে বিষয়ে তাদের কোন চেতনা নেই।

(وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا) তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করলে সে গুলোর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না, তা গুণে শেষ করতে পারবে না, অপর ব্যাখ্যায় সেগুলোর শোকরিয়া করে শেষ করতে পারবে না (اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ) আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পাপমোচনকারী। (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু, যে তাওবা করে তার জন্যে।

(وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ) আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা গোপন রাখ, ভাল ও মন্দ (وَمَا تُعْلِنُوْنَ) এবং যা প্রকাশ কর, ভাল ও মন্দ।

(وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাকে, যাদের উপাসনা করে (لَا يَخْلُقُوْنَ) তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, আমি যেমন সৃষ্টি করি তারা তার কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না (وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ) ওগুলো নিজেরাই অপরের সৃষ্ট হয়, কেটে ছেড়ে তৈরী করা হয়।

(اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ) ওগুলো নিষ্প্রাণ, প্রতিমাগুলো প্রাণহীন (وَمَا يَشْعُرُوْنَ) নির্জীব এবং ওগুলোর কোন চেতনাই নেই যে, তথাকথিত উপাস্যগুলোর কোন খবরই নেই যে, (اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ) পুনরুত্থান কবে

হবে, কবর থেকে উঠবে কবে এবং কবে হিসাব গ্রহণ করা হবে? অপর ব্যাখ্যায় কাফিররা জানে না যে, কখন তাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা হবে, অপর ব্যাখ্যায় ফিরিশ্‌তাগণ জানে না যে, ওদের হিসাব নিকাশ কখন গ্রহণ করা হবে।

(٢٢) اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

(٢٣) لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ○

(٢٤) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ○

(٢٥) لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ○

২২. তোমাদের ইলাহ্ একই ইলাহ, সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তারা অহংকারী।

২৩. এটি নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ জানেন যা ওরা গোপন করে এবং যা ওরা প্রকাশ করে, তিনি তো অহংকারীকে পসন্দ করেন না।

২৪. যখন ওদেরকে বলা হয় 'তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছে?' তখন তারা বলে 'পূর্ববর্তীদের উপকথা।'

২৫. ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করেছে। দেখ, তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট।

(اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ) তোমাদের ইলাহ্ একক ইলাহ, তিনিই জানেন, অন্যান্য উপাস্যগণ জানে না (فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ) সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না (قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ) তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ, একত্ববাদ অস্বীকারকারী (وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ) এবং তারা অহংকারী, ঈমান না এনে অহংকার প্রদর্শনকারী।

(لَا جَرَمَ) এটি নিঃসন্দেহে যে, অকাট্য সত্য যে, (اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ) আল্লাহ্ জানেন তারা যা গোপন করে, লুকিয়ে রাখে হিংসা বিদ্বেষ, কূট-কৌশল ও বিশ্বাসভঙ্গ (وَمَا يُعْلِنُوْنَ) এবং তারা যা প্রকাশ করে, যা প্রকাশ্যে সংঘটন করে গালি-গালাজ, তিরস্কার-কটূক্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহ (اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ) তিনি অহংকারীকে পসন্দ করে না, ঈমান না এনে যারা দম্ভ করে তাদেরকে ভালবাসেন না।

(وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ) যখন তাদেরকে বলা হয়, বিভক্তি পন্থীদেরকে বলা হয় (مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ) তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছেন? মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কি বলেন? (قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ) তখন তারা বলে পূর্ববর্তীদের উপকথা, অতীত লোকদের মিথ্যাচার ও তাদের গল-গল্প।

(لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ) ফলে তারা কিয়ামতের দিনে পূর্ণমাত্রায়, পরিপূর্ণভাবে বহন করবে তাদের বোঝা, তাদের পাপরাশি এবং অজ্ঞতাহেতু, কোন জ্ঞান ও যুক্তি ব্যতীত (وَمِنْ اَوْزَارِ)

(اَلَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ) তারা যাদেরকে বিভ্রান্ত করে, মুহাম্মাদ ﷺ থেকে এবং কুরআন থেকে নিবৃত্ত রাখে তাদের বোঝা ও তাদের পাপরাশিও বহন করবে (بِغَيْرِ عِلْمٍ اَلَاسَآءَ مَا يَزِرُوْنَ) তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট! তারা অর্থাৎ বিভক্তি পন্থীরা যে পাপরাশি বহন করবে তা কত মন্দ!

(٢٦) قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ○

(٢٧) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ○

(٢٨) الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۪ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○

২৬. তাদের পূর্ববর্তীগণ ও চক্রান্ত করেছিল আল্লাহ্ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন ফলে, ইমারতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়েছিল এবং তাদের প্রতি শাস্তি এল এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারণার অতীত।

২৭. পরে, কিয়ামতের দিনে তিনি ওদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তিনি বলবেন, 'কোথায় আমার সে সমস্ত-শরীক যাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতণ্ডা করতে?' যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, 'আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের।'

২৮. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্‌তাগণ ওরা নিজেদের প্রতি যুলুম করতে থাকা অবস্থায়, তারপর ওরা আত্মসমর্পণ করে বলবে 'আমরা কোন মন্দকর্ম করতাম না।' হ্যাঁ, তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

(قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করেছিল, তাদের নবীগণের বিরুদ্ধে যেমন এ যুগের বিভক্তি পন্থীরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, পূর্ববর্তীগণ দ্বারা স্বৈরাচারী নমরূদকে বুঝানো হয়েছে, সে বিশেষ রাজ প্রাসাদ তৈরী করেছিল, (فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ) আল্লাহ্ তাদের প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছিলেন, তাদের গৃহগুলো তথা প্রাসাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছিলেন (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) তারপর প্রাসাদের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়েছিল, প্রাসাদ তাদের উপর ভেঙ্গে পড়েছিল (وَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ) এবং তাদের উপর শাস্তি এল, ধ্বংসের (مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ) এমন দিক থেকে যা ছিল তাদের ধারণার অতীত, যা তারা জানত না।

(ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ) তারপর কিয়ামতের দিনে তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আযাব দিবেন এবং অপদস্থ করবেন (وَيَقُوْلُ) এবং তিনি বলবেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন কিয়ামতের দিনে (اَيْنَ شُرَكَآءِيَ) আমার সে সকল শরীক কোথায়, অর্থাৎ সে সকল উপাস্য কোথায় যেগুলোকে তোমরা আমার শরীক নির্ধারণ করতে (الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ) যাদেরকে নিয়ে তোমরা বিতণ্ডা করতে, যাদের পক্ষ নিয়ে তোমরা বিরোধিতা করতে এবং যাদের পক্ষ নিয়ে তোমরা আমার নবীগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে

(قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ) যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, ফিরিশ্‌তাগণ বলবে (اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ) আজ লাঞ্ছনা, আজকের কিয়ামতের দিনে শাস্তি এবং অকল্যাণ আগুন ও কঠোরতা (عَلَى الْكٰفِرِيْنَ) কাফিরদের জন্যে-যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্‌তাগণ, ফিরিশ্‌তাগণ রূহ্ কবয করে বদর দিবসে।

(الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْ) নিজেদের প্রতি তাদের যুলুম করা অবস্থায়, কুফরী দ্বারা (اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ) তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে, উত্তর দিয়ে বলবে অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত হয়ে বলবে (مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ) আমরা তো কোন মন্দকাজ করতাম না, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করতাম না, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করতাম না (بَلٰى) হ্যাঁ, আল্লাহ্ বলবে, হ্যাঁ (اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত যা তোমরা করতে, বলতে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপসনা করতে।

(২৯) فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

(৩০) وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوْا خَيْرًا ۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ○

২৯. সুতরাং তোমরা দরজাগুলো দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর সেখানে স্থায়ী হবার জন্যে। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!

৩০. এবং যারা মুত্তাকী ছিল তাদেরকে বলা হবে 'তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছিলেন?' তারা বলবে, 'মহাকল্যাণ,।' যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে এই দুনিয়ায় মংগল এবং আখিরাতের আবাস আও উৎকৃষ্ট এবং মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম!

(فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ) সুতরাং দরজাগুলো দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, সেখানে (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) তোমরা স্থায়ী হবে, স্থায়ী বসবাসকারী হবে, তোমাদের মৃত্যুও হবে না, ওখান থেকে বেরও হবে না (فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ) দেখ অহংকারকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট! কাফিরদের বাসস্থান জাহান্নাম কত মন্দ!

(وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا) এবং যারা মুত্তাকী ছিল তাদেরকে বলা হবে, যারা কুফরী, শিরকী, ও অশ্লীলতা পরিহারকারী ছিল যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ ও তাঁর সাথিগণ তাঁদেরকে বলা হবে (مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ) তোমাদের প্রতিপালক কী নাযিল করেছিলেন? মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কি বলতেন (قَالُوْا خَيْرًا) তারা বলবে, মহাকল্যাণ, একত্ববাদের কথা এবং আত্মীয়তা রক্ষার কথা বলতেন (لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا) যারা সৎকর্ম করে, একত্ববাদ মেনে নেয় (فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ) তাদের জন্যে আছে এই দুনিয়াতে কল্যাণ, আর কিয়ামতের দিনে জান্নাত (وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ) আর আখিরাতের আবাস অর্থাৎ জান্নাত ও উৎকৃষ্ট, দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার সব কিছু থেকে (وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ) মুত্তাকীদের আবাস কত উত্তম! কুফরী, শিরকী ও অশ্লীলতা পরিহারকারীদের বাসস্থানে জান্নাত কত উৎকৃষ্ট!

(٣١) جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۙ

(٣٢) الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٣٣) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

(٣٤) فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۟

৩১. সেটি স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে, সেটির পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্যে তা-ই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদেরকে।

৩২. ফিরিশ্‌তাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়, ফিরিশ্‌তাগণ বলবে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।'

৩৩. তারা শুধু প্রতীক্ষা করে তাদের নিকট ফিরিশ্‌তা আগমনের অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আগমনের, ওদের পূর্ববর্তীরা এরূপই করত। আল্লাহ্ ওদের প্রতি কোন যুলুম করেন নি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

৩৪. সুতরাং তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তাদেরই মন্দ কাজের শাস্তি এবং ওদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল তা-ই যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত।

(جَنّٰتُ عَدْنٍ) সেটি স্থায়ী জান্নাত, দয়াময় আল্লাহ্‌র মনোনীত প্রাসাদ (يَدْخُلُوْنَهَا) তারা তাতে প্রবেশ করবে, কিয়ামতের দিনে (تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا) সেটির পাদদেশে, গাছপালা ও প্রাসাদসমূহের তলদেশে (الْاَنْهٰرُ) নদী প্রবাহিত, সুরার নদী, পানির নদী, মদের নদী ও দুধের নদী (لَهُمْ فِيْهَا) তাদের জন্যে সেখানে রয়েছে, জান্নাতে রয়েছে (مَا يَشَآءُوْنَ) যা কিছু তারা কামনা করবে, যা কিছু তারা চাইবে ও আকাংখা করবে (كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ) এভাবে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদেরকে, কুফরী, শিরকী ও অশ্লীলতা পরিহারকারীদেরকে।

(الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ) ফিরিশতা যাদেরকে মৃত্যু ঘটায়, রূহ্ কবয করে (طَيِّبِيْنَ) পবিত্র থাকা অবস্থায়, শিরক থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় (يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ) তারা বলে, তোমাদের প্রতি সালাম, (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের ঈমানের বদৌলতে এবং তা ভোগ কর (بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) তোমরা যা করতে, এবং যা বলতে দুনিয়ার জীবনে ভাল ও কল্যাণকর, তার জন্যে।

(هَلْ يَنْظُرُوْنَ) তারা শুধু প্রতীক্ষা করে, মক্কাবাসীগণ শুধু অপেক্ষায় থাকে, যেহেতু তারা ঈমান আনে না (اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ) তাদের নিকট ফিরিশতা আগমনের, তাদের রূহ্ কবয করার জন্যে (اَوْ يَاْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ) অথবা আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ আগমনের, তাদের ধ্বংসের জন্যে, আপনার প্রতিপালকের আযাব আগমনের (كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) এরূপই করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা, আপনার সম্প্রদায় যেরূপ আপনাকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং মন্দ বলছে, আপনার সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী সম্প্রদায় ও তাদের নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মন্দ বলেছে (وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ) আল্লাহ্ ওদের প্রতি কোন যুলুম করেন

নি, তাদেরকে ধ্বংস করে (وَلٰكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ) বরং তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করত, শিরকের মাধ্যমে এবং নবীগণ (আ)-কে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে।

(فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا) ফলে তাদের উপর আপতিত হয়েছে তাদের কর্মের মন্দফল, নাফরমানী ও অবাধ্যতার যে কাজ করেছে এবং যে কথা বলেছে তার শাস্তি (وَحَاقَ بِهِمْ) এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে, ঘির ফেলেছে, তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের জন্যে অনিবার্য হয়েছে (مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ) যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, নবীগণকে (আ) ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার শাস্তি। অপর ব্যাখ্যায় যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত সেই আযাব।

(٣٥) وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

(٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۚ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

৩৫. মুশরিকরা বলবে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদত করতাম না এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরা এরূপই করত। রাসূলদের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া।

৩৬. আল্লাহ্র ইবাদতের এবং তাগূতকে বর্জনের নির্দেশ দেয়ার জন্যে আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর ওদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল, সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে?

(وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا) মুশরিকরা বলে, প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ্র শরীক নির্ধারণকারীরা অর্থাৎ মক্কাবাসীরা বলে (لَوْشَآءَ اللّٰهُ) আল্লাহ্ চাইলে আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরা, (مَاعَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ وَّلَآ اٰبَآؤُنَا) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতিমার উপাসনা করতাম না এবং তাঁর নির্দেশ ব্যতীত কোন কিছুকে বাহীরা, সাইমা, ওয়াসীলা ও হাম[১] নামের পশুগুলোকে (وَلَاحَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ) নিষিদ্ধ করতাম না, কিন্তু আল্লাহ্ ওগুলোকে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছেন আর আমাদেরকে তা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন (كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) তাদের পূর্ববর্তীরা এরূপ করত, আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করত যেমন আপনার সম্প্রদায় ক্ষেত-ফসল ও পশুপ্রাণী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করছে (فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ) রাসূলের কর্তব্য তো পৌঁছিয়ে দেয়া, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আল্লাহ্র বাণী স্পষ্টভাবে এমন ভাষায় যা তোমরা সাধারণত বুঝতে পারে।

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ) আমি প্রেরণ করেছি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিই (رَسُوْلًا) রাসূল, যেমন আপনাকে প্রেরণ করেছি আপনার সম্প্রদায়ের প্রতি (اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ) এমর্মে যে,

১. প্রতিমার নামে উৎসর্গকৃত বিভিন্ন জন্তুর নাম।

তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, আল্লাহ্র একত্ববাদ ঘোষণা কর (وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ) এবং তাগূতকে বর্জন কর, প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ কর। অপর ব্যাখ্যায় শয়তানকে পরিত্যাগ কর। অপর এক ব্যাখ্যায় গণকদেরকে পরিত্যাগ কর (فَمِنْهُمْ) তারপর তাদের কতককে, যাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদের কতককে (مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ) আল্লাহ্ পথ দেখিয়েছেন, তাঁর দ্বীনের প্রতি, ফলে তারা ঈমান গ্রহণে রাসূলগণের আহ্বানে তারা ঈমানের প্রতি সাড়া দিয়েছে, আর তাদের কতকের উপর সাব্যস্ত হয়েছিল, প্রযোজ্য হয়েছি ভ্রান্তি, ফলে তারা ঈমানের প্রতি সাড়া দেয়নি (فَسِيْرُوْا) সুতরাং ভ্রমণ কর, সফর কর (فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا) পৃথিবীতে এবং দেখ, শিক্ষা গ্রহণ কর (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ) যে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের কি হয়েছিল। রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যানকারী লোকদের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল?

(٣٧) اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

(٣٨) وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٣٩) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِىْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ○

(٤٠) اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ اِذَا اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৩৭. আপনি ওদেরকে পথপ্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেন না এবং ওদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

৩৮. ওরা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র শপথ করে বলে "যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না।" কেন নয় তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।

৩৯. তিনি পুনরুত্থিত করবেন যে বিষয়ে তাদের মতানৈক্য ছিল তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্যে এবং যাতে কাফিরেরা জানতে পারে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী।

৪০. আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি। 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।

(اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰهُمْ) আপনি তাদের পথপ্রদর্শনে আগ্রহী হলেও তাদেরকে তাওহীদের পথে আনতে উৎসাহী হলেও (فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ) আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তাঁর দ্বীন থেকে তিনি তাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন না, তাঁর দ্বীনের পথ দেখাবেন না এবং সে আল্লাহ্র দ্বীন গ্রহণকারী হবেনা। (وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ) এবং তাদের জন্যে নেই কোন সাহায্যকারী, আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষাকারী।

(وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ) তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র শপথ করে বলে, জোরালোভাবে শপথ করে বলে, মানুষ যখন আল্লাহ্র নামে শপথ করে তখন তার শপথ জোরালোই হয় (لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ) যারা মৃত্যুবরণ করেছেন আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না, মৃত্যুর পর (بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا) কেন নয়, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিপূর্ণ করবেনই, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে যে, যাদের

মৃত্যু হবে তিনি তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেনই, (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ, মক্কাবাসীগণ (لَا يَعْلَمُوْنَ) অবগত নয়, এটা এবং তারা এটা বিশ্বাস করে না।

(لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِىْ) তিনি পুনরুত্থান করবেন তাদেরকে স্পষ্ট দেখাবার জন্যে, মক্কাবাসীদেরকে দেখাবার জন্যে (يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ) যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করত, দ্বীন সম্পর্কিত বিষয়ে (وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا) এবং কাফিরেরা যেন জানতে পারে, মুহাম্মাদ ﷺ এবং কুরআনকে অস্বীকারকারীরা যেন জানতে পারে কিয়ামতের দিন (اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ) যে, তারা ছিল মিথ্যাবাদী, দুনিয়ার জীবনে, তাদের বক্তব্যে যে, জান্নাত নেই জাহান্নাম নেই এবং পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশ নেই।

(اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ) আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল কিয়ামত অনুষ্ঠানে আমার কথা কেবল (اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ) আমি বলি 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।

(٤١) وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ

(٤٢) الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

(٤٣) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ○

৪১. যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব, এবং আখিরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ। হায় তারা যদি তা জানত!

৪২. তারা ধৈর্যধারণ করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

৪৩. আপনার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর।

(وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে হিজরত করেছে মক্কা থেকে মদীনায় (مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا) নির্যাতিত হওয়ার পর, মক্কাবাসীরা তাদের উপর অত্যাচার করার পর। যেমন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) বিলাল (রা), সুহায়ব (রা) ও তাঁদের সাথিগণ (لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً)। আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দিব, তাদের মদীনাতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিব, এটি একটি সুন্দর, নিরাপদ ও হালাল সম্পদশালী অঞ্চল (وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ) এবং আখিরাতের পুরস্কারই, আখিরাতের সাওয়াবই (اَكْبَرُ) শ্রেষ্ঠ, দুনিয়ার প্রতিদানের চেয়ে বড় (لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ) যদি তারা জানত, মূলত তারা জেনেছে।

(الَّذِيْنَ صَبَرُوْا) তারা ধৈর্যধারণ করে, কাফিরদের নির্যাতনের মুখে (وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ) এবং তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে, অন্য কারো উপর নয়, যেমন হযরত আম্মার (রা) ও তাঁর সাথিগণ।

(وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا) আপনার পূর্বে, হে মুহাম্মাদ ﷺ ! আমি পুরুষই প্রেরণ করেছিলাম। আপনার ন্যায় মানুষই প্রেরণ করেছিলাম (نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ) ওহী সহকারে, আদেশ-নিষেধ ও নিদর্শনাদি সম্বলিত (فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ) সুতরাং জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাওরাত ও ইন্‌জীল

অনুসারীদেরকে জিজ্ঞেস কর (اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ) যদি তোমরা না জান যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ব্যতীত অন্য কাউকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেন নি।

(٤٤) بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○
(٤٥) اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○
(٤٦) اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○
(٤٧) اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

৪৪. প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থসহ এবং আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল যাতে তারা চিন্তা করে।
৪৫. যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে, আল্লাহ্ ওদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না যা তাদের ধারণাতীত।
৪৬. অথবা চলাফেরা করতে থাকাকালে তিনি ওদেরকে ধরবেন না? ওরা তো এটি ব্যর্থ করতে পারবে না।
৪৭. অথবা তাদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধরবেন না? তোমাদের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

(بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ) প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শনাদি, আদেশ-নিষেধ এবং প্রমাণাদি গ্রন্থিসহ অতীত কিতাবসমূহের সংবাদ সহ (وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ) আর আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি উপদেশ, জিব্রাঈলকে কুরআন সহকারে (لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ) মানুষের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, কুরআনে তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে (وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ) তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে যাতে তারা চিন্তা করে, যাতে কুরআনে তাদের প্রতি যা আদেশ করা হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।

(اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ) যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করে (اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ) তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না, ভূমিতে প্রোথিত করে দিবেন না (اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ) অথবা তাদের নিকট শাস্তি আসবে না এমন দিক থেকে যা তারা ধারণা করে না, যেদিক থেকে আযাব নাযিলের কল্পনাও করে না।

(اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ) অথবা আল্লাহ্ তাদেরকে ধৃত করবেন না, পাকড়াও করবেন না, তাদের চলাফেরার সময়, ব্যবসায় উপলক্ষে তাদের যাতায়াতের সময় (فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ) তারা এটি ব্যর্থ করতে পারবে না, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে না।

(اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ) অথবা আল্লাহ্ তাদেরকে ধরবেন না, পাকড়াও করবেন না,তাদের ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায়, ক্রমান্বয়ে তাদের নেতৃবর্গ ও অনুসারীদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া অবস্থায়? (فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ) তোমাদের প্রতিপালক তো অতিশয় দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু, যে তাওবা করে তার জন্যে, অপর ব্যাখ্যায় আযাব বিলম্ব করে।

(٤٨) اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ○
(٤٩) وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○
(٥٠) يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۩
(٥١) وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○
(٥٢) وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ○

৪৮. ওরা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্‌র সৃষ্টবস্তুর প্রতি, যার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়?

৪৯. আল্লাহ্‌কেই সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফিরিশ্‌তাগণ আর ওরা অহংকার করে না।

৫০. ওরা ভয় করে ওদের প্রতিপালককে এবং যা তাদেরকে আদেশ করা হয় তারা তা করে।

৫১. আল্লাহ্‌ বললেন 'তোমরা দুই ইলাহ্‌ গ্রহণ করো না তিনিই তো একমাত্র ইলাহ্‌। সুতরাং আমাকেই ভয় কর।

৫২. আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই, এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। তোমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকে ভয় করবে?

(اَوَلَمْ يَرَوْا) তারা কি লক্ষ্য করে না, মক্কাবাসীরা কি লক্ষ্য করে না (اِلٰى مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ) আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুগুলোর প্রতি, গাছপালা, লতা-পাতা ও জীব-জন্তুর প্রতি (يَتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ) যার ছায়া ঢলে পড়ে, ছায়া স্থানান্তরিত হয় (عَنِ الْيَمِيْنِ) ডানদিকে, সকাল বেলায় (وَالشَّمَآئِلِ) এবং বামদিকে, বিকেল বেলায় (سُجَّدًا لِّلّٰهِ) আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়, ওগুলো আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করে এবং ওগুলোর ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করে (وَهُمْ دٰخِرُوْنَ) ওগুলো অবনত, অনুগত।

(وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَافِي السَّمٰوٰتِ) আল্লাহ্‌কেই সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আকাশে, সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি (وَمَافِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ) এবং পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে, পশু, প্রাণী ও পক্ষীকূল (وَالْمَلٰٓئِكَةُ) ফিরিশ্‌তাগণ, আকাশে আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে, (وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ) তারা অহংকার করে না, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা নিবেদনে।

(يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ) তারা ভয় করে তাদের উপর পরাক্রমশালী প্রতিপালককে, তাদের উপরে আরশের মালিক প্রতিপালককে (وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ) তারা তা করে, এবং বলে, যা তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়, অর্থাৎ ফিরিশতাগণ।

(وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ) আল্লাহ্‌ বলেন তোমরা গ্রহণ করো না দুই ইলাহ্‌, উপাসনা করো না দু'উপাস্যের, এক আল্লাহ্‌র উপাসনা ব্যতীত উপাস্যগুলোর উপাসনা করো না, (اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ) তিনিই তো একমাত্র ইলাহ্‌ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য, তাঁর না আছে সন্তান-সন্ততি, আর না আছে কোন শরীক (فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ) সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর, মূর্তি-প্রতিমার পূজা করার বিষয়ে আমাকেই ভয় কর।

(وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা আছে, সৃষ্টি ও বিস্ময়কর বস্তু (وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا) সব তাঁরই। এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য স্থায়ী আনুগত্য তাঁরই উদ্দেশ্যে অপর ব্যাখ্যায় নির্ভেজাল আনুগত্য তাঁরই (اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ) তোমরা কি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকে ভয় করবে? অন্যের ইবাদত করবে?

(٥٣) وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ۚ

(٥٤) ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۙ

(٥٥) لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

(٥٦) وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ۝

৫৩. তোমাদের নিকট যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে তা তো আল্লাহ্রই নিকট থেকে; আবার যখন দুঃখ দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর।

৫৪. আবার যখন আল্লাহ্ তোমাদের দুঃখ দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের শরীক করে।

৫৫. আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করার জন্যে সুতরাং ভোগ করে নাও, অচিরেই জানতে পারবে।

৫৬. আমি ওদেরকে যে রিযক দান করি তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদেব জন্যে যাদের সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহ্র, তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে।

(وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ) তোমরা যে সকল অনুগ্রহ ভোগ কর সেগুলো তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আল্লাহ্র নিকট থেকে আগত প্রতিমাদের পক্ষ থেকে নয় (اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ) তারপর দুঃখ দৈন্য যখন তোমাদেরকে স্পর্শ করে, বিপদ এসে পড়ে। (فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ) তখন ব্যাকুলভাবে তাঁকেই আহ্বান কর, আল্লাহ্র নিকট কান্নাকাটি কর এবং তাঁকে ডাক।

(ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ) এরপর আল্লাহ্ যখন তোমাদের দুঃখ দূরীভূত করেন, বিপদ প্রত্যাহার করেন (اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ) তখন তোমাদের একদল, এক গোষ্ঠী (بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ) তাদের প্রতিপালকের শরীক করে প্রতিমাগুলোকে।

(لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ) আমি তাদেরকে যা দান করেছি, যে নিয়ামতসমূহ প্রদান করেছি সেগুলো অস্বীকার করার জন্যে, অবশেষে অস্বীকার করে এবং বলে এসব তো পেয়েছি আমাদের উপাস্যদের সুপারিশক্রমে। (فَتَمَتَّعُوْا) সুতরাং ভোগ করে নাও কুফরী ও হারামের অনুসরণ করে উপভোগ করে নাও (فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ) অচিরেই জানতে পারবে, তোমাদের জন্যে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়।

(وَيَجْعَلُوْنَ) তারা নির্ধারণ করে, মত প্রকাশ করে (لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ) এমন অংশ যে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু পুরুষদের জন্যে সম্পত্তির অংশ নির্ধারণ করে, মহিলাদেরকে দেয় না, অপর

ব্যাখ্যায় তারা অংশ নির্ধারণ করে এমন বস্তুর জন্যে যেগুলো কিছু বলতেও পারে না, কিছু জানেও না, অর্থাৎ প্রতিমাদের জন্যে। (نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ) আমি যা রিয্ক দিয়েছি তা থেকে, আমি তাদেরকে জীবিকা স্বরূপ যে ফল-ফসল ও পশু-প্রাণী দিয়েছি তা থেকে, এবং তারা বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন (تَاللّٰهِ) আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ্ কসম (لَتُسْئَلُنَّ) তোমাদেরবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, কিয়ামত দিবসে (عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ) তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করা সম্পর্কে।

(٥٧) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ○
(٥٨) وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ○
(٥٩) يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○
(٦٠) لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৫৭. তারা নির্ধারণ করে আল্লাহ্র জন্যে কন্যা সন্তান-তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত, এবং তাদের জন্যে তা-ই, যা তারা কামনা করে।

৫৮. তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

৫৯. তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে ওটি রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে, সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট!

৬০. যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির আর আল্লাহ্ তো মহত্তম প্রকৃতির অধিকারী এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ) তারা নির্ধারণ করে আল্লাহ্র জন্যে কন্যা সন্তান, কারা বলে যে, ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র কন্যা (سُبْحٰنَهٗ) তিনি পবিত্র, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সন্তান ও শরীক থেকে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছেন (وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ) তাদের জন্যে তা-ই যা তারা কামনা করে, তারা নিজেদের জন্যে পুত্র সন্তান পসন্দ করে।

(وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى) তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সংবাদ দেয়া হয়, মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ দেয়া হয় (ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا) তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায়, ক্ষোভে ও দুঃখে তার চেহারা কালো কুচকুচে হয়ে যায় (وَهُوَ كَظِيْمٌ) এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়, ক্ষুব্ধ হয়, তার পেটের মধ্যে ক্ষোভ গুমরে মরে।

(يَتَوَارٰى) তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, কন্যা সন্তানের সংবাদতার গ্লানিতে ঘৃণায় (مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ) সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে ওই সংবাদ জানাজানি হয়ে যাওয়ার আশংকায়, সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও লাঞ্ছনা ও ক্লেশ সত্ত্বেও সে ওটাকে রেখে দিবে, জীবিত রাখবে না পুঁতে দিবে, প্রোথিত করে দিবে (فِى التُّرَابِ) মাটির মধ্যে, জীবিত (اَلَا سَآءَ مَا)

(يَحْكُمُوْنَ) সাবধান! তারা যে ফায়সালা দেয় তা কত নিকৃষ্ট! নিজেদের জন্যে ছেলে এবং আল্লাহ্র জন্যে মেয়ে সাব্যস্ত করে, তারা যে সিদ্ধান্ত দেয় তা অত্যন্ত গর্হিত।

(لِلَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ) যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না (مَثَلُ السَّوْءِ) তাদের জন্যে রয়েছে মন্দ উদাহরণ, অর্থাৎ জাহান্নাম (وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الاَعْلٰى) আর আল্লাহ্র রয়েছে উৎকৃষ্টতম উদাহরণ, মহত্তম পরিচিতি, ইলাহ্ হওয়া, প্রতিপালক হওয়া, এবং সন্তান ও শরীক থেকে পবিত্র থাকা, (وَهُوَ الْعَزِيْزُ) তিনি পরাক্রমশালী, তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনে না তাদের শাস্তি দানে (الْحَكِيْمُ) প্রজ্ঞাময়, নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা যাবে না।

(٦١) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

(٦٢) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ۝

৬১. আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের দায়ে শাস্তি দিতেন তবে পৃথিবীর বুকে কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল, বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারে না।

৬২. আর তারা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, মংগল তাদেরই জন্যে। নিশ্চয়ই তাদের জন্যে আছে আগুন এবং তাদেরকেই সকলের আগে সেটিতে নিক্ষেপ করা হবে।

(وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ) আল্লাহ্ যদি মানুষকে পাকড়াও করতেন তাদের সীমালংঘনের দায়ে, তাদের শিরকের জন্যে তবে সেখানে পৃথিবীর বুকে (مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ) কোন জীব জন্তুই অক্ষুণ্ণ রাখতেন না, জিন ইনসান কাউকেই রেহাই দিতেন না (وَلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ) কিন্তু তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, সুযোগ দিয়ে থাকেন (اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى) এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, তাদের ধ্বংসের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ) যখন তাদের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়, ধ্বংসের সময় উপস্থিত হয় (لاَيَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً) এক মুহূর্তকাল বিলম্ব করেন না, নির্ধারিতকাল থেকে এক মুহূর্ত পর ও তাদেরকে রাখা হয় না (وَلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ) এবং ত্বরাও করতে পারে না, নির্দিষ্টকাল উপস্থিত হওয়ার পূর্বে ধ্বংসও হতে পারে না।

(وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ) তারা আল্লাহ্র জন্যে তাই নির্ধারিত করে যা নিজেরা অপসন্দ করে, তারা বলে যে, আল্লাহ্র কন্যা আছে কিন্তু তারা নিজেরা কন্যা গ্রহণে রাজী হয় না। (وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ)। তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে, তাদের মুখে তারা মিথ্যা কথা বলে যে, (اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى) কল্যাণ তাদেরই জন্যে, অর্থাৎ পুরুষগুলো তাদেরই জন্যে, অপর ব্যাখ্যায় কল্যাণ তাদের জন্যে অর্থ জান্নাত তাদের জন্যে, অপর ব্যাক্যায় "তারা জান্নাত পাবে কেমন করে?" নিশ্চয়ই অবশ্যই (لاَ جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ) তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নাম এবং তারা সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদেরকে জাহান্নামে রেখে দেয়া হবে। অপর ব্যাখ্যায় তারা জাহান্নামে পতিত হয়ে বিস্মৃত হয়ে যাবে। অপর ব্যাখ্যায় কথায় ও কাজে তারা পশ্চাৎপদ, 'রা' বর্ণে 'যের' সহকারে পাঠ করলে এই ব্যাখ্যা।

(٦٣) تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٦٤) وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

(٦٥) وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

(٦٦) وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَاۤئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ○

৬৩. শপথ আল্লাহ্‌র, আমি আপনার পূর্বেও বহুজাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শয়তান ওইসব জাতির কার্যকলাপ ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল। সুতরাং সে-ই আজ ওদের অভিভাবক এবং ওদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬৪. আমি তো আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে এবং মু'মিনদের জন্যে পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।

৬৫. আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে তিনি ভূমিকে সেটির মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে, যে সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্যে।

৬৬. অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে শিক্ষা। সেগুলোর পেটের গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু।

(تَاللّٰهِ) শপথ আল্লাহ্‌র, কসম আল্লাহ্‌র لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ (اَعْمَالَهُمْ) আমি আপনার পূর্বেও রাসূল প্রেরণ করেছি বহু জাতির নিকট, কিন্তু শয়তান ওইসব জাতির কার্যকলাপ ওদের ধর্মমতসমূহ ওদের নিকট শোভন করে নিয়েছিল, ফলে তারা ঈমান আনেনি (فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ) সুতরাং সে-ই আজ তাদের অভিভাবক, দুনিয়াতে এবং জাহান্নামে তাদের সঙ্গী হবে এবং (وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) তাদের জন্যে রয়েছে, আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ) আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, কুরআন সহকারে জিব্‌রাঈল (আ)-কে অবতীর্ণ করেছি (اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ) তাদের মতভেদযুক্ত, বিষয় দ্বীনের বিষয় তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে (وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ) এবং মু'মিনদের জন্যে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যে পথনির্দেশ ভ্রান্তি থেকে ও দয়াস্বরূপ আযাব থেকে।

(وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً) আল্লাহ্ বর্ষণ করেন আকাশ থেকে পানি, বৃষ্টির তারপর সেটি দ্বারা, বৃষ্টি দ্বারা (فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) ভূমিকে জীবিত করেন সেটির মৃত্যুর পর, শুষ্ক ও অনুর্বর থাকার পর (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً) এর মধ্যে রয়েছে, উল্লেখিত বস্তুর জীবনদানের মধ্যে রয়েছে নিদর্শন, প্রমাণ (لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ) যারা শ্রবণ করে তাদের জন্যে, যারা আনুগত্য করে এবং বিশ্বাস করে তাদের জন্যে।

(وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ) অবশ্যই চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে, সেগুলোর পেটের গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে তোমাদেরকে পান করাই, বের করি (لَّبَنًا خَالِصًا سَاۤئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ) বিশুদ্ধ দুধ, সুস্বাদু রুচিসম্মত পানকারীদের জন্যে।

(٦٧) وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

(٦٨) وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○

(٦٩) ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

(٧٠) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

৬৭. এবং খর্জুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।

৬৮. আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে গাছে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে।

৬৯. এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর, তারপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর। সেটির পেট হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্যে রয়েছে আরোগ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

৭০. আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে উপনীত করা হবে নিকৃষ্টতম বয়সে, ফলে ওরা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

(وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ) এবং খর্জুর গাছর ফল ও আঙ্গুর থেকে, অর্থাৎ কাঁচা আঙ্গুর থেকে (تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا) তোমরা মাদক গ্রহণ করে থাক, নেশার দ্রব্য তৈরী করে থাক (وَّرِزْقًا حَسَنًا) এবং উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক, সিরকা, (নবীয) খেজুর ভেজানো রস ও অন্যান্য হালাল পানীয় তৈরী করে থাক (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ) এর মধ্যে রয়েছে, যা আমি উল্লেখ করেছি তাতে রয়েছে (لَاٰيَةً) নিদর্শন, প্রমাণ (لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ) বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে, সত্যরূপে গ্রহণকারী সম্প্রদায়ের জন্যে।

(وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اِنِ اتَّخِذِىْ) আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে সংবাদ দিলেন যে, মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিতে ভবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, (مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا) গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, পাহাড়ে-পর্বতে বাসা তৈরী করে (وَّمِنَ الشَّجَرِ) গাছে, গাছের মধ্যে ও বসা তৈরি কর (وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ) এবং মানুষ যে ঘর তৈরী করে তাতেও, মানুষ যে গৃহ তৈরী করে তাতে ও।

(ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ) তারপর প্রত্যেক ফল থেকে, প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল থেকে কিছু কিছু আহার কর (فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا) তারপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর। তোমার প্রতিপালকের পথসমূহে প্রবেশ কর যেগুলো তোমার জন্যে কল্যাণকর, (يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا) সেটির পেট থেকে নির্গত হয়, মৌমাছির পেট থেকে বের হয় (شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ) বিবিধ বর্ণের পানীয়, যথা লাল, হলুদ ও সাদা বর্ণের তাতে রয়েছে, মধুতে রয়েছে (شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ) মানুষের জন্যে আরোগ্য, রোগ থেকে। অপর ব্যাখ্যায় "তাতে রয়েছে" অর্থ কুরআনে, রয়েছে, আরোগ্য অর্থ মানুষের জন্যে বর্ণনা ও বিবরণ

(لِّقَوْمٍ) (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ) এতে রয়েছে, যা উল্লেখ করা হল তাতে রয়েছে (لَاٰيَةً) নিদর্শন, প্রমাণ ও শিক্ষা (يَّتَفَكَّرُوْنَ) চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে, আমার সৃষ্টি জগত নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্যে।

(وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ وَمِنْكُمْ) আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, নির্ধারিত আয়ু শেষে তোমাদের রূহ্ তুলে নিবেন (مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ) তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে উপনীত করা হবে নিকৃষ্টতম বয়সে, চূড়ান্ত আয়ুতে (لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا) ফলে তারা যা কিছু জানত, ইতিপূর্বে তারপর সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান থাকবে না, অনুধাবন করতে পারবে না (اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ)। আল্লাহ্ অবগত, বান্দাদের অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে (قَدِيْرٌ) সর্বশক্তিমান, তাদেরকে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিতকরণে।

(৭১) وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

(৭২) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ○

৭১. আল্লাহ্ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ হতে এমন কিছু দেয় না যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে?

৭২. এবং আল্লাহ্ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্যে পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি ওরা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং ওরা কি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

(وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ) আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অপর কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন জীবনোপকরণে। নাজরানের অধিবাসীগণ বলেছিল যে, মাসীহ্ (আ) আল্লাহ্র পুত্র তখন এ আয়াত নাযিল হয়, আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অপর কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন জীবনোপকরণে তথা ধন-সম্পদে ও সেবক-সেবিকায় (فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ) তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, ধন সম্পদে ও দাস দাসীতে তারা তাদের অধীনস্থদেরকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদেরকে নিজেদের জীবনোকরণ হতে কিছু দেয় না, নিজেদের ধন সম্পদ দেয় কি? (فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ) যাতে তারা মুনিব ও ক্রীতদাস, তাতে ধন সম্পদে সমান হয়ে যায়। তখন তারা বলল, না, আমরা তা করি না এবং এরূপ প্রদানে আমরা রাজী নই, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, (اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ) তবে কি তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে ? তোমরা নিজেদের জন্যে যে ব্যবস্থা পসন্দ কর না আমার জন্যে কি তাই পছন্দ করছ? আর আল্লাহ্র একত্ববাদকে অস্বীকার করছ?

(وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا) আল্লাহ্ তোমাদের থেকেই, তোমাদের ন্যায় মানুষকেই তোমাদের জোড়া বানিয়েছেন, স্ত্রী বানিয়েছেন (وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ) এবং তোমাদের জোড়া থেকে,

তোমাদের স্ত্রীদের থেকে (بَنِيْنَ وَحَفَدَةً) পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ পুত্রের পুত্র সৃষ্টি করেছেন, অপর ব্যাখ্যায় সেবক-সেবিকা, ও দাস-দাসী, অপর ব্যাখ্যায় ভাই-বেরাদর (وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ) এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন, জীব-জন্তুর খাদ্যের তুলনায় তোমাদের আহার্যকে নরম ও উৎকৃষ্ট করেছেন (اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ) তারা কি মিথ্যায় বিশ্বাস করবে? শয়তানে ... প্রতিমায় বিশ্বাস করবে এবং ওগুলো সত্য বলে মেনে নিবে? (وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ) আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও আল্লাহ্‌র দ্বীনকে (هُمْ يَكْفُرُوْنَ) অস্বীকার করবে?

(৭৩) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝

(৭৪) فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

(৭৫) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৩. এবং তারা কি ইবাদত করবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের যাদের আকাশরাজি অথবা পৃথিবী হতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করার শক্তি নেই! এবং তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়।

৭৪. সুতরাং আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ সস্থির করো না। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

৭৫. আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর ওপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে আমি নিজ থেকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, ওরা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য অথচ তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

(وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) আর তারা কি উপসনা করবে আল্লাহ্ ব্যতীত (مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا)। এমন কিছুর যা আকাশ থেকে, বৃষ্টির মাধ্যমে এবং পৃথিবী থেকে, শস্য-উৎপন্ন করার মাধ্যমে তাদের জন্যে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহে সক্ষম নয়, অর্থাৎ প্রতিমাগুলোর উপসনা করবে? (وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ) এবং যেগুলো কিছুই করতে সক্ষম নয়, সমর্থ নয়।

(فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ) সুতরাং আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ স্থির করো না, সুতরাং আল্লাহ্‌র কোন সন্তান, শরীক ও কোন সামঞ্জস্যশীল থাকার কথা বলো না (اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ) আল্লাহ্ জানেন যে, তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি এবং কোন শরীক-সমকক্ষ নেই, (وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ) কিন্তু তোমরা জান না এটি হে কাফির সম্প্রদায়!

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও কাফির ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বললেন (ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا) আল্লাহ্ উপমা দিলেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, আল্লাহ্ তা'আলা একজন ক্রীতদাস বান্দার অবস্থা বর্ণনা করছেন (مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ) যে সে কোন কিছুর শক্তি রাখে না, ব্যয় নির্বাহও করতে পারে না এবং কারো প্রতি ইহসান-উপকার করতে পারে না, এটি হল কাফির ব্যক্তির উদাহরণ। কাফিরের নিকট থেকে ভাল কিছু কখনও পাওয়া যায় না। (وَمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا) আর যে ব্যক্তিকে আমি নিজ হতে রিযক দান করেছি, প্রচুর ধন সম্পদ দান করেছি (فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا)

এবং সে সেখান থেকে ব্যয় করে গোপনে, শুধু সে জানে এবং আল্লাহ্ তা'আলা জানেন (وَّجَهْرًا) ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, মানুষের মাঝে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে এটি হল খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তির উদাহরণ (هَلْ يَسْتَوٗنَ) এরা কি একে অপরের সমান? সাওয়াবে ও আনুগত্যে (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, শোকর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং একত্ববাদ আল্লাহ্‌র জন্যে (بَلْ اَكْثَرُهُمْ) অথচ তাদের অধিকাংশই, বরং ওদের সকলেই (لَايَعْلَمُوْنَ) জানে না, কুরআনের দৃষ্টান্তগুলো। অপর ব্যাখ্যায় আয়াতটি নাযিল হয়েছে হযরত উসমান ইবন আফফান (রা) ও আবুল ঈস ইবন উমাইয়া নামে জনৈক আরব লোককে উপলক্ষ্য করে, পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজর এবং প্রতিমাগুলোর উদাহরণ পেশ করছেন, তিনি বলছেন :

(٧٦) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۠
(٧٧) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

৭৬. আল্লাহ্ আরও উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির : ওদের একজন বোবা, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর ভারস্বরূপ : তাকে যেখানেই পাঠান হউক না কেন সে ভাল কিছুই করে আসতে পারে না; সে কি সমান হবে ওই ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

৭৭. আকাশরাজী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায় বরং তার চাইতেও নিকটবর্তী, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا) আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন, আল্লাহ্ পরিচিতি বর্ণনা করছেন (رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ) দু'ব্যক্তির, এদের একজন মূক, বোবা (لَايَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ) কেন কিছুরই শক্তি রাখে না, কথাবার্তা বলতে পারে না। এটি প্রতমার উদাহরণ, (وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰهُ) সে তার প্রভুর বোঝা স্বরূপ, তার অভিভাবকের, আত্মীয়-স্বজনের এবং পরিবারের গলগ্রহ স্বরূপ (اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ) তাকে যেখানেই পাঠানো হোক (لَايَاْتِ بِخَيْرٍ) সে ভল কিছুই আনতে পারে না, যারা তাকে ডাকে তাদের কোন কল্যাণ করতে পারে না, এটি প্রতিমার উদাহরণ (هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ) সে কি সমান হবে ওই ব্যক্তির, কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ প্রতিরোধে প্রতিমাটি কি সমান হবে এমন ব্যক্তির (وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ) যে নির্দেশ দেয় ন্যায়ের, একত্ববাদের (وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) এবং যে আছে সরল পথে? সরল পথের দিকে আহ্বান করে, তিনি হলেন আল্লাহ্।

(وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশরাজি ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই, বান্দাদের দৃষ্টির অন্তরালে যা আছে তার সবগুলোরই জ্ঞান আল্লাহ্‌র রয়েছে (وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ) কিয়ামতের ব্যাপার তো দ্রুততার ক্ষেত্রে কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায় (اَوْ هُوَ اَقْرَبُ) বরং তা অপেক্ষা দ্রুততর, ত্বরিৎ (اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে, পুনরুত্থান ও অন্যান্য বিষয়ে শক্তিমান।

(৭৮) وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

(৭৯) اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ۗ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

(৮০) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

৭৮. এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মায়ের গর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন কান, চোখ এবং হৃদয় যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭৯. তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্যে নিয়ন্ত্রণাধীন উড়ন্ত পাখির প্রতি, আল্লাহ্ই ওগুলোকে স্থির রাখেন, অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্যে।

৮০. এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্যে পশুর চামড়ার তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা তাকে সহজ বহন কর ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে এবং তিনি তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেন ওগুলোর পশম, লোম ও কেশ হতে কিছুকালের গৃহ সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ।

(وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ) আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় নির্গত করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না, কোন কিছুই জানতে না (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ) তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, যা দ্বারা তোমরা ভাল কথা শুনতে পাও (وَالْاَبْصَارَ) এবং দৃষ্টিশক্তি, যা দ্বারা তোমরা কল্যাণকর বিষয় দেখতে পাও (وَالْاَفْئِدَةَ) এবং অন্তর, অর্থাৎ হৃদয় যাতে সেটি দ্বারা তোমরা কল্যাণকর বিষয়াদি চিন্তা-ভাবনা করতে পার (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যাতে তোমরা তাঁর নিয়ামতের শোকরিয়া প্রকাশ কর এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর।

(اَلَمْ يَرَوْا) তোমরা কি লক্ষ্য কর না, হে মক্কাবাসিগণ যাতে তোমরা আল্লাহ্র কুদরত ও তাঁর একত্ববাদের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পার (اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ) আকাশের শূন্যগর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন পাখিগুলির প্রতি, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে উড়ন্ত পাখিকুলের প্রতি (مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ) আল্লাহ্ই ওগুলোকে স্থির রাখেন, উড়ার পর (اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ) এর মধ্যে রয়েছে, ওগুলোকে শূন্যে স্থির রাখার মধ্যে রয়েছে (لَاٰيٰتٍ) বহুনিদর্শন, আল্লাহ্র একত্ববাদের বহু প্রমাণ (لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ) ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ই ওগুলো স্থির রাখেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্যান্য অনুগ্রহগুলোর কথা উল্লেখ করছেন যাতে তারা এগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ) আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন, মাটির তৈরী ঘরকে করেন (سَكَنًا) আবাসস্থল, বাসস্থান ও আশ্রয়স্থল (وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ) এবং তিনি তোমাদের জন্যে পশু চামড়া

দ্বারা, পশুর কেশ, লোম ও পশম দ্বারা (بُيُوْتًا) গৃহের ব্যবস্থা করেন, অর্থাৎ তাঁবু ও ছাউনির ব্যবস্থা করেন (تَسْتَخِفُّوْنَهَا) যা তোমরা ভ্রমণকালে, সফরের সময় (يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ) এবং অবস্থানকালে, কোন স্থানে অবস্থান করার সময় সহজে বহন করতে পার, বহন করা সহজ হয় (وَمِنْ اَصْوَافِهَا) এবং সেগুলোর লোম, বকরীর লোম পশম উটের পশম (وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا) এবং কেশ থেকে, ভেড়ার কেশ থেকে অল্পকালের নষ্ট ও পুরনো হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্যে গৃহ সামগ্রী মালপত্র ও (وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ) ব্যবহার উপকরণের ব্যবস্থা করেন, উপকারী বস্তুর ব্যবস্থা করেন।

(٨١) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ○

(٨٢) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

৮১. এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা হতে তিনি তোমাদের জন্যে ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্যে পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেন পরিধেয় কাপড়ের সেটি, তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্যে বর্মের, সেটি তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

৮২. তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া।

(وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ) এবং আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে, গাছপালা, প্রাচীরসমূহ এবং বড় বড় পর্বতমালা থেকে (وَجَعَلَ لَكُمْ) তোমাদের জন্যে ছায়ার ব্যবস্থা করেন, রোদ-তাপ থেকে আশ্রয়ের জন্যে (مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّ جَعَلَ) এবং তোমাদের জন্যে পাহাড়ের পর্বতমালায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন, বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন (لَكُمْ سَرَابِيْلَ) এবং তিনি তোমাদের জন্যে পরিধেয় কাপড়ের, অর্থাৎ জামা-কাপড়ের (تَقِيْكُمُ الْحَرَّ) ব্যবস্থা করেন যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে, গ্রীষ্মকালে এবং ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে শীতকালে (এবং বর্মের ব্যবস্থা করেন) যুদ্ধ পোশাকের ব্যবস্থা করেন (تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ) যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে, তোমাদের শত্রুর অস্ত্রাঘাত থেকে (كَذٰلِكَ) এভাবে, এরূপে (يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ) তাঁর নিয়ামতগুলো তিনি তোমাদের জন্যে পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর, স্বীকার কর, অপর ব্যাখ্যায় আঘাত প্রাপ্তি থেকে রক্ষা পাও, 'তা' ة ও 'লাম' ل বর্ণে 'যবর' সহকারে পাঠ করলে এই ব্যাখ্যা।

(فَاِنْ تَوَلَّوْا) তারপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, ঈমান থেকে (فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ) তবে আপনার কর্তব্য হল স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া, আল্লাহ্র রিসালত তাদের নিকট এমন ভাষায় পৌঁছিয়ে দেয়া যা তারা জানে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাদের সম্মুখে এ সকল নিয়ামত ও অনুগ্রহের উল্লেখ করলেন তখন তারা বলল 'হাঁ, হে মুহাম্মাদ ﷺ! এ সবই আল্লাহ্র দেয়া, পরক্ষণেই তারা তা অস্বীকার করে বলল, "তবে এসব তো আমাদের উপাস্যদের সুপারিশক্রমে প্রাপ্ত তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

(৮৩) يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝
(৮৪) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝
(৮৫) وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝
(৮৬) وَ اِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰۤؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

৮৩. তারা আল্লাহ্র নিয়ামত চিনতে পারে, কিন্তু সেগুলো তারা অস্বীকার করে এবং ওদের অধিকাংশই কাফির।

৮৪. যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক একজন স্বাক্ষী উত্থিত করব, সেদিন কাফিরদের অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদের কোন ওযরও গৃহীত হবে না।

৮৫. যখন যালিমেরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে না।

৮৬. মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক করেছিল, তাদেরকে যখন দেখবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই তারা যাদেরকে আমরা আপনার শরীক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা আহ্বান করতাম আপনার পরিবর্তে; তারপর এর উত্তরে ওরা বলবে 'তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'।

(يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ) তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, তারা স্বীকার করে যে,এ নিয়ামত ও অনুগ্রহ সব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا) তারপর তা অস্বীকার করে, এবং বলে এগুলো আমাদের উপাস্যদের সুপারিশক্রমে প্রাপ্ত (وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ) তাদের অধিকাংশ কাফির, সকলেরই আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে।

(وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে প্রত্যেক জাতি থেকে (شَهِيْدًا) এক একজন স্বাক্ষী উত্থিত করব, নবীকে উপস্থিত করব রিসালাত পৌঁছানোর ব্যাপারে স্বাক্ষীস্বরূপ (ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا) সেদিন কাফিরদরকে অনুমতি দেয়া হবে না, কথা বলতে (وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ) এবং তাদেরকে সুযোগ ও দেয়া হবে না, দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার।

(وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ) যালিমরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, কাফিরা যখন শাস্তি দেখবে (فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ) তখন তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না, তাদের থেকে প্রত্যাহার করা হবে না (وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ) এবং তাদেরকে কোন বিরামও দেয়া হবে না, আল্লাহ্র আযাব আগমনে বিলম্বিত করা হবে না।

(وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَاءَهُمْ) মুশরিকরা যখন তাদের নির্ধারিত শরীকদেরকে দেখবে, উপাস্যদেরকে দেখবে (قَالُوْا رَبَّنَا) তখন তারা বলবে 'হে আমাদের প্রতিপালক! হে আমাদের পালনকর্তা! (هٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا) এরাই তো আমাদের নির্ধারিত শরীক, উপাস্য (الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ) আপনাকে ছেড়ে আমরা যেগুলোকে ডাকতাম, যেগুলোর উপাসনা করতাম, ওরা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল ওদের উপাসান করতে (فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ) তারপর তারা উত্তর দিবে, প্রতিমাগুলো উত্তরে বলবে (اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ) তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী তোমাদের বক্তব্যে, আমরা কখনো তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি এবং তোমাদের উপাসনা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না।

(৮৭) وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥
(৮৮) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ٥
(৮৯) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٥

৮৭. সেদিন তারা আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের জন্যে নিষ্ফল হবে।

৮৮. যারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করে আমি তাদের শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।

৮৯. সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদেরই মধ্য হতে তাদের বিষয়ে এক একজন স্বাক্ষী এবং আপনাকে আমি আনব স্বাক্ষীরূপে ওদের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্যে প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।

(وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ) সেদিন তারা আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করবে, উপাসক ও উপাস্য উভয়পক্ষ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আনুগত্য পেশ করবে (وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ) এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের জন্যে নিষ্ফল হবে, আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের রচিত মিথ্যাচার বাতিল ও অসার প্রমাণিত হবে। অপর ব্যাখ্যায় মিথ্যার বশবর্তী হয়ে তারা যে সকল উপাস্যের উপাসনা করত সেগুলো তখন নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

(الَّذِينَ كَفَرُوا) যারা কুফরী করে, মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি (وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়, আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তাঁর আনুগত্য থেকে নিবৃত্ত রাখে (زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ) আমি তাদের শাস্তির উপর, আগুনের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। সাপ, কেউটে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, প্রচণ্ড ঠান্ডা ও অন্যান্য শাস্তি বৃদ্ধি করব (بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ) কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত, অবাধ্যতা ও শিরকী কাজ করত এবং অনুরূপ কথা বলত।

(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا) সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক একজন স্বাক্ষী, নবীগণকে উপস্থিত করব নবুওয়াতের বাণী পৌঁছানোর স্বাক্ষীস্বরূপ (عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ) তাদের মধ্য থেকে, মানুষ থেকে (وَجِئْنَا بِكَ) আর আপনাকে উপস্থিত করব, হে মুহাম্মাদ ﷺ কে (شَهِيدًا) ওদের স্বাক্ষীস্বরূপ, আপনার উম্মাতের স্বাক্ষীরূপে, অপর ব্যাখ্যায় ওদেরকে পরিশুদ্ধকারীরূপে (عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব। জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেছি কুরআন সহকারে (تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ) এটি পত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত (وَهُدًى) হিদায়াত, গোমরাহী থেকে (وَرَحْمَةً) রহমত, আযাব থেকে (وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ) এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ স্বরূপ, জান্নাতের।

(٩٠) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

(٩١) وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝

(٩٢) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

৯০. আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমাংলংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

৯১. তোমরা আল্লাহ্র অংগীকার পূর্ণ করবে যখন পরস্পর অংগীকার কর এবং তোমরা আল্লাহ্কে যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভংগ করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা জানেন।

৯২. তোমরা সেই নারীর মত হয়ো না সে তার সূতা মযবূত করে পাকানোর পর সেটির পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমাদের শপথকে তোমরা পরস্পর প্রতারণা করার জন্যে ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও। আল্লাহ্ তো এটি দ্বারা কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন। যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে আছ।

(اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ) আল্লাহ্ নির্দেশ দেন ন্যায়পরায়ণতার, একত্ববাদের (اَلاِحْسَانِ) সদাচরণের, ফরযগুলো সম্পাদনের। অপর ব্যাখ্যায় মানুষের প্রতি সদাচরণের (وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى) এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার, অর্থাৎ আত্মীয়তা সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার (وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ) এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা থেকে, অবাধ্যতা থেকে অসৎ কর্ম থেকে যা শরীয়াত ও সুন্নাতের দৃষ্টিতে সৎ নয় তা থেকে এবং সীমালংঘন থেকে যুলুম ও সীমা অতিক্রম করা থেকে (يَعِظُكُمْ) তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘনে নিষেধ করেন (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর, কুরআনের বর্ণনা থেকে উপদেশ গ্রহণ কর।

(وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ) তোমরা আল্লাহ্র অংগীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর, আয়াতটি নাযিল হয়েছে কিনদা মুরাদ নামের গোত্রদ্বয়কে উপলক্ষ্য করে। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্র নামে কৃত শপথ পূর্ণ করার মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে কৃত অংগীকার পালন কর (اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا) তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না, পরস্পর চুক্তি ও সন্ধি সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না (وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا) তোমরা তো আল্লাহ্কে যামিন নির্ধারণ করেছে, স্বাক্ষী বানিয়েছ। অপর ব্যাখ্যায় রক্ষাকারী বানিয়েছ অর্থাৎ তোমরা বলেছ যে, চুক্তি পূরণে উভয়পক্ষের জন্যে আল্লাহ্কে স্বাক্ষী বানালাম, (اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ تَفْعَلُوْنَ) তোমরা যা কর অংগীকার পালন ও অংগীকার ভঙ্গ আল্লাহ্ তা জানেন।

(غَزْلَهَا مِنْ نَقَضَتْ) (وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ) তোমরা সেই নারীর মত হয়ো না, অংগীকার ভঙ্গের ক্ষেত্রে যে তার সূতা মযবূত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। (تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ) (بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا) তোমাদের শপথকে তোমরা, তোমাদের অংগীকারকে তোমরা (دَخَلًا بَيْنَكُمْ) পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্যে, প্রতারণা ও ফাঁকি দেয়ার জন্যে ব্যবহার করে থাক, (اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ) যাতে একদল, এক গোষ্ঠী (هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ) অপর দল থেকে অধিক লাভবান হও, অধিক সংখ্যক হও (اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ) আল্লাহ্‌ তো এটি দ্বারা, তোমাদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা অপর ব্যাখ্যায় তোমাদের অংগীকার ভংগ দ্বারা (وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ) তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। কিয়ামতের দিন (مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ) তিনি তোমাদের নিকট সুষ্ঠভাবে প্রকাশ করে দিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ, যে দ্বীনের তোমরা বিরোধিতা করছ।

(٩٣) وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٩٤) وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا ۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ ۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৯৩. ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

৯৪. পরস্পর প্রতারণা করার জন্যে তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না, করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলিয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে। তোমাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।

(وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন, একই মতবাদে অর্থাৎ দীন-ই-ইসলামে ঐক্যবদ্ধ করাতে পারতেন (وَلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ) কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, তাঁর দ্বীনকে, যে তাঁর দ্বীন গ্রহণের উপযুক্ত নয় তাকে (وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ) এবং যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন, তাঁর দ্বীনের প্রতি যে এর উপযুক্ত, (وَلَتُسْـَٔلُنَّ) তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে, কিয়ামতের দিনে (عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) সে সম্পর্কে যা তোমরা করতে, ভাল ও মন্দ, কুফরী অবস্থায় এবং ঈমানদারী অবস্থায়, অপর ব্যাখ্যায় তোমরা যা করতে অংগীকার পূরণ ও অংগীকার ভঙ্গ।

(وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ) তোমরা তোমাদের শপথকে, অংগীকারকে ব্যবহার করো না পরস্পর প্রতারণা করার জন্যে, প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি করার জন্যে (فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا) তা করলে পা স্থির হওয়ার পর, সুদৃঢ় হওয়ার পর পা ফসকে যাবে, তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে ছিটকে পড়বে যেমন পা ছিটকে যায় (وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ) এবং তোমরা শাস্তি ভোগ করবে, জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে (بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র পথ থেকে, আল্লাহ্‌র দ্বীন ও আনুগত্য থেকে নিবৃত্ত রাখার কারণে, মানুষকে বাধা দেয়ার কারণে (وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ) এবং তোমাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি, কঠোর সাজা আখিরাতে।

(৯৫) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

(৯৬) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(৯৭) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(৯৮) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

৯৫. তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অংগীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে কেবল তা-ই তোমাদের জন্যে উত্তম-যদি তোমরা জানতে।

৯৬. তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা স্থায়ী। যারা ধৈর্যধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যা করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।

৯৭. মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।

৯৮. যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র শরণ নিবে।

(ولَاتَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰه ثَمَنًا قَلِيْلًا) তোমরা আল্লাহ্‌র নামে কৃত অংগীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করে দুনিয়ার এই স্বল্প মূল্যের কিছু গ্রহণ করো না (اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰه) আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে, যে সাওয়াব আছে (هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) তা তোমাদের জন্যে উত্তম, তোমাদের নিকট যে ধন সম্পদ আছে তা অপেক্ষা (اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) যদি তোমরা জানতে, আল্লাহ্‌র সাওয়াব সম্পর্কে। অপর ব্যাখ্যায় তোমরা যদি আল্লাহ্‌র নিকট সাওয়াব থাকার কথা বিশ্বাস করতে।

(مَا عِنْدَكُمْ) তোমাদের নিকট যা আছে, ধনসম্পদ তো নিঃশেষ হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে (وَمَا عِنْدَ اللّٰه) আর আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে, সাওয়াব (بَاقٍ) তা স্থায়ী, অক্ষুণ্ণ থাকবে (وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا) যারা ধৈর্যধারণ করে, শপথ রক্ষায় এবং সত্যের স্বীকৃতি প্রদানে (اَجْرَهُمْ) আমি তাদের পুরস্কার দিব, আখিরাতে সাওয়াব দিব (بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) তারা যা করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দুনিয়াতে তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে।

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا) যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, নির্ভেজাল সম্পর্ক বজায় রাখে তার মাঝে ও তার প্রতিপালকের মাঝে এবং সত্যের স্বীকৃতি দেয় (مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى) পুরুষ হোক কিংবা নারী ঈমানদার অবস্থায়, অর্থাৎ তা সত্ত্বেও সে নির্ভেজাল ঈমানদার (فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوةً طَيِّبَةً) তবে আমি তাকে নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব, আনুগত্যে। অপর ব্যাখ্যায় অল্পে তুষ্টির অভিরুচি দিয়ে, অপর ব্যাখ্যায় জান্নাতে (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ) এবং আমি তাদেরকে তাদের কাজের পুরস্কার দিব, আখিরাতে সাওয়াব দিব (بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) তারা যা করে তা অপেক্ষণ শ্রেষ্ঠ, দুনিয়াতে তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে। আবদান ইব্‌ন আশওয়া এবং ইমরুল কায়স কিন্‌দী-এর মধ্যে একখণ্ড জমি নিয়ে বিরোধ ছিল, তাদেরকে উপলক্ষ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

(فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ) আপনি যখন কুরআন পাঠ করবেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ নামায শুরুর সূচনায় কিংবা নামাযের বাইরে আপনি যখন কুরআন পাঠের ইচ্ছা করবেন (فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ) তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে লা'নতগ্রস্ত, উল্কা-তাড়িত এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করবেন "আউযুবিল্লাহ্‌" বলবেন।

(৯৯) اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ○

(১০০) اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ○

(১০১) وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ○

(১০২) قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ○

৯৯. নিশ্চয়ই তার কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকেরই উপর নির্ভর করে।

১০০. তার আধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহ্‌র শরীক করে।

১০১. আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন, তখন তারা বলে তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

১০২. বলুন, আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে রূহুল কুদুস-জিব্‌রাঈল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছে, যারা মু'মিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ মুসলিমদের জন্যে।

(اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ) তার কোন আধিপত্য নেই, পথ ও প্রভাব নেই (عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) তাদের উপর যারা ঈমান আনে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি (وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ) এবং যারা একমাত্র তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে, অন্য কারো উপর নির্ভর করে না এবং যারা তাদের বিষয়াদি একমাত্র তাঁরই প্রতি সোপর্দ করে।

(اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ) তার আধিপত্য, তার পথ ও প্রভাব (عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ) কেবল তাদের উপর যারা তাকে অভিভাকরূপে গ্রহণ করে, তার আনুগত্য করে (وَالَّذِيْنَ) এবং যারা তাঁর সাথে, আল্লাহ্‌র সাথে (هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ) শরীক করে।

(وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ) আমি যখন এক আয়াত দেই, রহিতকারী আয়াত সহকারে জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করি। অন্য আয়াতের পরিবর্তে, মানসূখ বা রহিত আয়াতের পরিবর্তে (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ) অথচ আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন, কোন নির্দেশে বান্দার কল্যাণ হবে (قَالُوْٓا) তখন তারা বলে, আর কাফিরেরা বলে, (اِنَّمَآ اَنْتَ) তুমি তো হে মুহাম্মাদ ﷺ। (مُفْتَرٍ) কেবল মিথ্যা

উদ্ভাবনকারী, নিজের পক্ষ থেকে মিথ্যা রচনাকারী (بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না, এই বিষয়টি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে শুধু তাই নির্দেশ দেন যা তাদের জন্যে কল্যাণকর।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! তাদেরকে (نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ) এটি অবতীর্ণ করেছে, অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছে রূহুল কুদুস-জিব্‌রাঈল (আ), বারবার অবতীর্ণ হওয়ার তাশদীদ' نَزَّلَ যোগে পাঠ করা হয়েছে। (مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, নাসিখ মানসূখ তথা রহিতকারী ও রহিত আয়াত সহকারে রূহুল কুদুস, পবিত্র আত্মা জিব্‌রাঈল (আ) (لِيُثَبِّتَ) যাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটির প্রতি আকৃষ্ট ও শান্তির সাথে আগ্রহী হয় তাদের অন্তর (الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা ঈমান আনে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি (وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ) এবং পথ প্রদর্শক স্বরূপ, ভ্রান্তি থেকে ও সুসংবাদ দাতারূপে মুসলমানদের জন্যে) জান্নাতের।

(১০৩) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌؕ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ○

(১০৪) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ○

(১০৫) اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ○

১০৩. আমি তো জানি তারা বলে, তাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ, তারা যার প্রতি এটি আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়, কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।

১০৪. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন না এবং তাদের জন্যে আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১০৫. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

(وَلَقَدْ نَعْلَمُ) আমি তো জানিই, হে মুহাম্মাদ ﷺ (اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ) তারা বলে, মক্কার কাফিরেরা বলে (اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ) তাকে এটি শিক্ষা দেয়, অর্থাৎ কুরআন শিক্ষা দেয়, মানুষ জাবার ও ইয়াসার নামের মানুষরাই শিক্ষা দেয় (لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ) যার প্রতি তারা ইঙ্গিত করে, যার প্রতি তারা আরোপিত করে (اَعْجَمِىٌّ) তার ভাষা তো আরবী নয়, বরং হিব্রু (وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ) কিন্তু এটিতো স্পষ্ট আরবী ভাষা, অর্থাৎ এই কুরআন তো আরবী ভাষার রীতিতে প্রতিষ্ঠিত, যা তারা সকলে জানে।

(اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ) যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে না, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না (لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ) আল্লাহ্ তাদেরকে পথ দেখাবেন না, তাঁর দ্বীনের প্রতি, যারা তাঁর দ্বীনের উপযুক্ত নয়, অপর ব্যাখ্যায় তাদেরকে মুক্তির পথ দেখাবেন না এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন না (وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) এবং তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যারা মিথ্যা রচনা করে মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহ্‌র উপর।

(إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ) কেবল তারাই যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না (وَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ) এবং তারাই মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী।

(١٠٦) مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

(١٠٧) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(١٠٨) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

(١٠٩) لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

(١١٠) ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১০৬. কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্যে হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তার জন্যে আছে মহাশাস্তি, তবে তার জন্যে নয়, যাকে কুফরীর জন্যে বাধ্য করা হয় কিন্তু তার অন্তর ঈমানে অবিচলিত।

১০৭. এটি এজন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

১০৮. ওরাই তারা আল্লাহ্ যাদের অন্তর, কান ও চোখ মোহর করে দিয়েছেন এবং ওরাই গাফিল।

১০৯. নিশ্চয়ই ওরা আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

১১০. যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্যধারণ করে, আপনার প্রতিপালক এসবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ) যে ব্যক্তি ঈমান আনয়নের পর, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে, তার জন্যে আল্লাহ্‌র গযব ও অসন্তুষ্টি (اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ) তবে তার জন্যে নয় যাকে কুফরীতে বাধ্য করা হয়, কুফরী করতে বল প্রয়োগ হয়। (وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ) অথচ তার অন্তর ঈমানে অবিচল, ঈমানে সুদৃঢ়। আয়াতটি নাযিল হয়েছে হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) কে উপলক্ষ করে, (وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) অবশ্য যে কুফরীর জন্যে অন্তর উন্মুক্ত রাখে, স্বেচ্ছায় কুফরী কথাবার্তা বলে (فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ) তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি (وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ) এবং তাদের জন্যে আছে মহাশাস্তি, দুনিয়াতে যা হতে পারে তার চেয়ে কঠিন এবং কঠোরতর। আয়াতটি নাযিল হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারহ্‌কে উপলক্ষ করে।

(ذٰلِكَ) এটি এজন্য যে, এই আযাব এ জন্যে যে, (بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا) তারা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, দুনিয়াকে গ্রহণ করে (عَلَى الْاٰخِرَةِ) আখিরাতের উপর, এবং কুফরীকে প্রাধান্য দেয়

ঈমানের উপর (وَاَنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى) আল্লাহ্ হিদায়াত করেন না, তাঁর দ্বীনের প্রতি এবং মুক্তি দেন না তাঁর শাস্তি থেকে (الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ) কাফির সম্প্রদায়কে, যারা তাঁর দ্বীন গ্রহণের উপযুক্ত নয় তাদেরকে।

(اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى) আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন, আল্লাহ্ সীল মেরে দিয়েছেন (قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ) তাদের অন্তরে, কানে ও চোখে এবং (وَاُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ) তারাই গাফিল, আখিরাতের বিষয়ে, আখিরাত অস্বীকারকারী। অপর ব্যাখ্যায় তারা গাফিল তাওহীদের বিষয় থেকে এবং তারা তাওহীদ অস্বীকারকারী।

(لَاجَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ) নিশ্চয়ই, হে মুহাম্মাদ ﷺ অবশ্যই (هُمُ الْخٰسِرُوْنَ) তারা আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত, লোকসানগ্রস্ত। উপহাসকারীদেরকে উপলক্ষ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

(ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَافُتِنُوْا) যারা জিহাদ করে মক্কা থেকে মদীনায় নির্যাতিত হওয়ার পর অত্যাচারিত হওয়ার পর, মক্কাবাসীগণ এদের উপর অত্যাচার করত যেমন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) ও তাঁর সাথিগণ (তারপর জিহাদ করে) শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র পথে (ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا) এবং ধৈর্য-ধারণ করে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে কষ্টকর পরিস্থিতিতে (اِنَّ رَبَّكَ) আপনার প্রতিপালক, হে মুহাম্মাদ ﷺ (مِنْۢ بَعْدِهَا) এরপর, হিজরতের পর (لَغَفُوْرٌ) ক্ষমাশীল, পাপ মোচনকারী (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু, তাদের প্রতি।

(١١١) يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝
(١١٢) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝

১১১. স্মরণ কর, সেদিনকে যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে আসবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

১১২. আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত যেখানে আসত সর্বদিক হতে সেটির প্রচুর জীবনোপকরণ; তারপর সেটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করল ফলে তারা যা করত সেজন্য আল্লাহ্ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধাও ভীতির আচ্ছাদনের।

(يَوْمَ) সেদিন, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন (تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ) আসবে প্রত্যেক ব্যক্তি, পুণ্যবান পাপী নির্বিশেষে (تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا) আত্মপক্ষ সমর্থন করতে, নিজের পক্ষে কথা বলতে, অপর ব্যাখ্যায় নিজ নিজ শয়তানের সাথে আসবে অপর ব্যাখ্যায় আপন আপন রূহ্-এর সাথে আসবে (وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ) এবং প্রত্যেককে, পুণ্যবান পাপী সকলকে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে, তাদের কৃতকর্ম ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক (وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ) তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না, তাদের সৎকর্ম হ্রাস করা হবে না এবং তাদের পাপাচার বৃদ্ধি করা হবে না।

(وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً) আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ জাহ্‌ল, ওয়ালীদ ও তাদের সাথী মক্কাবাসীদের বর্ণনা পেশ করছেন (كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً) যা ছিল নিরাপদ, যার

অধিবাসীগণ শত্রু, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ক্ষুধা ও বন্দীদশার আশংকা থেকে মুক্ত শান্ত, তার অধিবাসীগণ স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ছিল (يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ) সেখানে সবদিক থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ, ফলমূল আসত ব্যাপকভাবে পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে (فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ) তারপর তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ওই অধিবাসীগণ মুহাম্মাদ ﷺ ও কুরআনকে অস্বীকার করল (فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ) তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের স্বাদ গ্রহণ করালেন, আল্লাহ্ ওই অধিবাসীদেরকে সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষ এবং মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাথীদের যুদ্ধের শংকায় সন্ত্রস্ত করে তুললেন। (بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) তারা যা করত তার ফলে, যা বলত এবং মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাথে যে অসদাচরণ করত তার ফলশ্রুতি স্বরূপ।

(١١٣) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ○
(١١٤) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○
(١١٥) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১১৩. তাদের নিকট তো এসেছিল এক রাসূল তাদের মধ্য থেকে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল, ফলে সীমালংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল।

১১৪. আল্লাহ্ তোমাদেরকে বৈধ ও পবিত্র যা দিয়েছেন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং তাঁর অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।

১১৫. আল্লাহ্ তো কেবল মৃতপ্রাণী; রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা যবেহ্‌কালে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে তা-ই তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। কিন্তু কেউ অবাধ্য কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ) তাদের নিকট তো এসেছিল এক রাসূল, মুহাম্মাদ ﷺ (مِنْهُمْ) তাদের মধ্য থেকে, তাদের বংশ হাশিমী ও কুরায়শী বংশ থেকে (فَكَذَّبُوهُ) কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল, তিনি যা এনেছিলেন তা উপলক্ষ করে (فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ) ফলে আযাব তাদেরকে গ্রাস করল, ক্ষুধা-হত্যা ও বন্দীদশা ইত্যাদি আল্লাহ্‌র শাস্তিগুলো তাদেরকে স্পর্শ করল (وَهُمْ ظَالِمُونَ) এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল যালিম, কাফিরের দল।

(فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ) আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা রিয্‌ক দিয়েছেন, ফল-ফসল, জীব-জন্তু ও অন্যান্য নিয়ামতসমূহ (حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ) তন্মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহগুলো স্মরণ কর (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) যদি তোমরা কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করে থাক। ফল-ফসল ও জীব-জন্তুগুলোকে হারাম ও নিষিদ্ধরূপে গ্রহণ করে তোমরা যদি আল্লাহ্‌র ইবাদত করছ বলে মনে করে থাক তবে ওগুলোকে হালালরূপে মেনে নাও। কারণ এগুলোকে হালালরূপে মেনে নেয়াই আল্লাহ্‌র ইবাদত।

(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) আল্লাহ্ তো তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন মৃতপ্রাণী, যা যবেহ্ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (وَالدَّمَ) রক্ত, বহমান রক্ত (وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) শূকরের মাংস, এবং যা যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে, যবেহ্ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের নাম তথা মূর্তি প্রতিমার নাম নেয়া হয় (فَمَنِ اضْطُرَّ) কিন্তু কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে না হয়ে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী না হয়ে অপর ব্যাখ্যায় মৃতকে বৈধ জ্ঞানকারী না হয়ে (غَيْرَ بَاغٍ) (وَلَا عَادٍ) কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়ে, দস্যুতাকারী না হয়ে, অপর ব্যাখ্যায় বিনা প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় তা ভক্ষণকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে তবে (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ) আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পাপ মোচনকারী একান্ত প্রয়োজনে মৃত খাওয়ার ব্যাপারে (رَحِيمٌ) পরম দয়ালু, তাই তো একান্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মৃত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

(١١٦) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝

(١١٧) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(١١٨) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

১১৬. তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্যে তোমরা বলো না এটি হালাল এবং ওটি হারাম, যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না।

১১৭. ওদের সুখ সম্ভোগ সামান্যই এবং ওদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১১৮. ইয়াহূদীদের জন্যে আমি তো কেবল তাই হারাম করেছিলাম যা আপনার নিকট আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং আমি ওদের উপর কোন যুলুম করিনি কিন্তু ওরাই যুলুম করত নিজেদের প্রতি।

(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ) তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে তোমরা এটা বলো না, তোমাদের মুখে মিথ্যা বলো না যে, (هَٰذَا) এটি, অর্থাৎ ফল-ফসল ও জীবজন্তু (حَلَالٌ) হালাল, পুরুষদের জন্যে (وَهَٰذَا حَرَامٌ) এবং এটি হারাম, নারীদের জন্যে (لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ) আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্যে, এরূপ কথা বলে (إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ) যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, মিথ্যা রচনা করে (لَا يُفْلِحُونَ) তারা সফলকাম হবে না, মুক্তি পাবে না এবং আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে না।

(مَتَاعٌ قَلِيلٌ) তাদের সুখ সম্ভোগ সামান্য, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) এবং তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আখিরাতে।

(وَعَلَى الَّذِينَ) যারা প্রত্যাবর্তন করেছে, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ইসলাম থেকে অর্থাৎ ইয়াহূদীরা (هَادُوا) (حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ) তাদের জন্যে আমি ত-ই হারাম করেছি যা আপনার নিকট আমি বর্ণনা করেছি,

যেগুলোর নাম উল্লেখ করেছি (مِنْ قَبْلُ) ইতোপূর্বে এই সূরার পূর্বে সূরা আন'আমে (وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ) আমি তাদের প্রতি কোন যুলুম করিনি, উল্লিখিত চর্বি ও গোশত হারাম করে (وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ) কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করত, নিজেদের ক্ষতি করত। অর্থাৎ তাদের পাপের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো তাদের জন্যে হারাম করেছেন।

(۱۱۹) ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(۱۲۰) اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(۱۲۱) شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ؕ اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

(۱۲۲) وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১১৯. যারা অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে তারা পরে তাওবা করলে ও নিজদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্যে আপনার প্রতিপালক অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।

১২০. ইব্রাহীম ছিল এক উম্মাত, আল্লাহ্র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

১২১. সে ছিল আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে।

১২২. আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মংগল এবং আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।

(ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ) তারপর আপনার প্রতিপালক, হে মুহাম্মাদ ﷺ (لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ) যারা অজ্ঞতাবশত অপকর্ম করে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি যে, দূষণীয় তা অনুধাবন করতে না পেরে ইচ্ছাকৃতভাবে তা করে, (ثُمَّ تَابُوْا) তারপর তাওবা করে, ওই মন্দ কাজ সম্পাদনের পর তাওবা করে (مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا) এবং সংশোধন করে, তার ও তার প্রতিপালকের মধ্যকার বিষয় পরিশুদ্ধ করে (اِنَّ رَبَّكَ) আপনার প্রতিপালক, হে মুহাম্মাদ ﷺ (مِنْۢ بَعْدِهَا) এরপর তাওবার পর (لَغَفُوْرٌ) ক্ষমাশীল, পাপ মোচনকারী (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু ওদের প্রতি।

(اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً) ইব্রাহীম ছিল এক উম্মাত, অনুসরণ যোগ্য নেতা (قَانِتًا لِّلّٰهِ) আল্লাহ্র অনুগত, বাধ্য (حَنِيْفًا) একনিষ্ঠ, নিষ্ঠাবান মুসলমান (وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ) এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত, মুশরিকদের সাথে তাদের দ্বীন অনুসারী।

(شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ) সে ছিল আল্লাহ্র নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি যে অনুগ্রহ করেছন তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, (اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ) আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছিলেন, নবুওয়াত ও ইসলাম দ্বারা মহিমান্বিত করেছিলেন (اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সৎপথে, তাঁকে অবিচল রেখেছিলেন এমন এক পথে যা আল্লাহ্র পসন্দ, অর্থাৎ ইসলামের পথে।

(وَاٰتَيْنٰهُ) আমি তাকে প্রদান করেছি, দান করেছি (فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً) দুনিয়াতে কল্যাণ, সু-সন্তান, অপর ব্যাখ্যায় সুনাম অপর ব্যাখ্যায় সকল মানুষের মুখে তাঁর স্মরণ ও গুণগান (وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ)। এবং আখিরাতে সে নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত, তাঁর পূর্বপুরুষ রাসূলগণের সাথে জান্নাতে অবস্থানকারী।

(١٢٣) ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(١٢٤) اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

(١٢٥) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

১২৩. এখন আমি আপনার প্রতি ওহী করলাম "আপনি একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুরসণ করুন এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

১২৪. শনিবার পালন তো কেবল তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করত, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত আপনার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের বিচার মীমাংসা করে দিবেন।

১২৫. আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হিক্‌মত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং ওদের সাথে তর্ক করুন উত্তম পন্থায়। আপনার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

(ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ) তারপর আমি আপনার প্রতি ওহী করলাম, হে মুহাম্মাদ ﷺ আপনাকে নির্দেশ দিলাম যে, (اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا) আপনি একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের মুসলমান ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করুন, ইব্‌রাহীমের দ্বীনে অবিচল থাকুন (وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ) সে তো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, মুশরিকদের সাথে তাদের দ্বীন-অনুসারী ছিলেন না।

(اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ) শনিবার পালন তো, শনিবারকে হারাম ঘোষণা করেছি তো (عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ)। তাদের জন্যে যারা মতভেদ করত, জুমু'আ দিবস নিয়ে (وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) আপনার প্রতিপালক তাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে বিচার করবেন (يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا)। কিয়ামতের দিনে সে বিষয়ে যা নিয়ে তারা মতভেদ করত, দ্বীনের বিরোধিতা করত।

(اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ) আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন। আপনার প্রতিপালকের দ্বীনের প্রতি ডাকুন (بِالْحِكْمَةِ) হিক্‌মত দ্বারা, কুরআন দ্বারা ও (وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) সদুপদেশ দ্বারা, এবং তাদেরকে উপদেশ দিন কুরআনের উপদেশ দ্বারা (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ) এবং তাদের সাথে আলাপ করুন সৎভাবে, কুরআন দ্বারা অপর ব্যাখ্যায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ দ্বারা (اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ

(سَبِيْلِه) আপনার প্রতিপালক অবগত আছেন তার সম্পর্কে যে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়, তাঁর দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত হয় (وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ) এবং তিনি অবগত আছেন তাদের সম্পর্কে যারা সৎপথে আছে, তাঁর দ্বীনের পথে আছে।

(١٢٦) وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ○
(١٢٧) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ○
(١٢٨) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ○ ع

১২৬. যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে, তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্যে তা তো উত্তম।

১২৭. আপনি ধৈর্যধারণ করুন, আপনার ধৈর্য তো হবে আল্লাহ্‌রই সাহায্যে। ওদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে আপনি মনঃক্ষুন্ন হবেন না।

১২৮. আল্লাহ্ তাদেরই সংগে আছেন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।

(وَاِنْ عَاقَبْتُمْ) যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, শত্রুদের অঙ্গচ্ছেদ কর (بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ) তবে ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে, ততটুকু অঙ্গচ্ছেদ করবে যতটুকু অঙ্গচ্ছেদ তোমাদেরকে করা হয়েছে তোমাদের নিহত সহচরদের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে করা হয়েছে তোমাদের নিহত সহচরদের ক্ষেত্রে (وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ) তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে, ওদের অঙ্গচ্ছেদ না করলে (لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ) ধৈর্যশীলদের জন্যে তো তা-ই উত্তম, আখিরাতে।

(وَاصْبِرْ) ধৈর্যধারণ করুন, হে মুহাম্মাদ ﷺ ওদের নির্যাতনে (وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ) আপনার ধৈর্যধারণ হবে আল্লাহ্‌র সাহায্যে, আল্লাহ্‌র তাওফীক প্রদানের দরুন (وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) দুঃখ করবেন না, ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদের উপর ধ্বংস এলে আপনি ব্যথিত হবেন না (وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ) এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে, আপনাকে উদ্দেশ্য করে যা বলে এবং করে তাতে আপনি মনঃক্ষুন্ন হবেন না, আপনার বুক যেন এতে সংকুচিত না হয়।

(اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا) আল্লাহ্ তো আছেন মুত্তাকীদের সাথে, কুফরী, শিরকী ও অশ্লীলতা বর্জনকারীদের সাথে (وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ) এবং তাদের সাথে যারা সৎকর্মপরায়ণ, কথায় ও কাজে যারা তাওহীদপন্থী।

سُوْرَةُ بَنِىْ اِسْرَاۤءِيْلَ

সূরা বনী ইসরাঈল

সূরা ইসরা সম্পূর্ণ মক্কী, কিন্তু কতিপয় আয়াত মাদানী আছে। মাদানী আয়াত সমূহের মধ্যে রয়েছেঃ সাকীফ প্রতিনিধি দলের সংবাদ এবং এই বিষয়টি যে, ইয়াহুদী সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-কে বলেছিল, মদীনা নবীদের ভূমি নয়। তারপর আয়াত وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ হতে اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ এর সমাপ্তি পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। এই সূরার মোট আয়াত ১১১, মোট শব্দ ১৫৩৩ এবং মোট অক্ষর ৬৪০০।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

উপরোক্ত সনদে ইব্‌নে আব্বাস (রা) হতে নিম্নলিখিত তাফসীর সমূহ বর্ণিত আছে ঃ

(١) سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۝

(٢) وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا۝

১. পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল-মসজিদুল হারাম, হতে আল-মসজিদুল আক্‌সা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও তাকে করেছিলাম বনী ইস্‌রাঈলের জন্য পথনির্দেশক। আমি আদেশ করেছিলাম 'তোমরা আমা ব্যতীত অপর কাকেও কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না;

(سُبْحٰنَ) তিনি পুত্র-কন্যা এবং অংশীদার হতে মুক্ত এবং মহান (الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ) যিনি স্বীয় বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন; অন্য বর্ণনায় আছে যিনি স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ ﷺ-কে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন, (لَيْلًا) রাতের প্রথম অংশে (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) মসজিদে হারাম হতে অর্থাৎ হারাম শরীফে অবস্থিত আবু তালিব তনয়া উম্মে হানীর গৃহ হতে (اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى) মসজিদে আক্‌সা অর্থাৎ বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত। একে মসজিদে আকসা এজন্যে বলা হয় যে, তা মক্কা ভূমি হতে দূরবর্তী স্থানে (الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ) যার চতুষ্পার্শ্বে আমি বরকত প্রদান করেছি জলরাশি, বৃক্ষরাজি এবং ফসল সমূহ দিয়ে (لِنُرِيَهٗ مِنْ

(اٰيٰتِنَا) আমি তাকে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-কে আমার কতিপয় বিস্ময়কর নিদর্শন দেখানোর জন্য। সে রাতে তিনি যা কিছু দেখেছেন তার প্রত্যেকটি ছিল আল্লাহ্ তা'আলার বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। (اِنَّهٗ هُوَ) (السَّمِيْعُ)। নিশ্চয়ই তিনি কুরাইশদের বক্তব্যের মহা শ্রবণকারী, (الْبَصِيْرُ) তাদের এবং স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ ﷺ-এর ভ্রমণের মহাপরিদর্শক।

(وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ) আমি মূসা (আ)-কে একই সাথে পূর্ণ তাওরাত গ্রন্থ প্রদান করেছিলাম (وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ) এবং আমি তাকে বনী ইসরাঈলের জন্যে গোমরাহী থেকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (اَلَّا تَتَّخِذُوْا) যে, তোমরা ইবাদত কর না (مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلًا) আমাকে ছাড়া অন্য কোন প্রভুর।

(٣) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۗ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ○

(٤) وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ○

(٥) فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۗ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ○

(٦) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ○

৩. 'হে তাদের বংশধররা! যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম; সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।'

৪. এবং আমি কিতাবে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইস্রাঈলকে জানিয়েছিলাম, 'নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকারস্ফীত হবে।

৫. অতঃপর এই দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার বান্দাদেরকে, যারা যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত ধ্বংস করেছিল। আর প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়াই থাকে।

৬. অতঃপর আমি তোমাদেরকে পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম তোমাদের ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম।

(ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ) হে তাদের বংশ ধররা, যাদেরকে আমি নূহ্ এর সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়ে ছিলাম পুরুষদের পৃষ্ঠদেশে এবং মহিলাদের গর্ভে। (اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا) নিশ্চয়ই নূহ (আ) কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। তিনি পানাহার ও পোষাক পরিধানের পর আল-হামদুলিল্লাহ্ বলতেন।

(وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ) এবং আমি বনী ইসরাঈলকে বলেছিলাম (فِى الْكِتٰبِ) তাওরাত গ্রন্থে (لَتُفْسِدُوْنَّ فِى الْاَرْضِ) যে, নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে আদেশ লঙ্ঘন করবে (مَرَّتَيْنِ) দুইবার (وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا) এবং নিশ্চয়ই তোমরা অতিশয় অহঙ্কারে স্ফীত হবে। এই ব্যাখ্যাও আছে যে, তোমরা অতিশয় বল প্রয়োগ করবে।

(فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا) অনন্তর, যখন দু'টি শাস্তির (বা ব্যাখ্যান্তরে) উক্ত দুইটি উপদ্রবের প্রথমটির উপস্থিত হবে, (بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ) তখন তোমাদের উপর আমি ক্ষমতাশালী করে দিব (عِبَادًا لَّنَآ اُولِىْ بَاْسٍ

(شَدِيْدٍ) আমার কতিপয় প্রবল পরাক্রান্ত বান্দাকে। তারা হল, রাজা 'বোখ্‌ত নাসার' এবং ব্যাবিলন সম্রাটের সেনা বাহিনী। (فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ) তখন তারা সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত ঘরে ঘরে প্রবেশ করে তোমাদেরকে ধ্বংস করেছিল। (وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا) আর এটা ছিল অবশ্যম্ভাবী প্রতিশ্রুতি যে, তোমরা যদি উপরোক্ত অশুভ কাজে লিপ্ত হও, আমি অবশ্যই অনুরূপ প্রতিদান দিব। ফলে তারা নব্বই বছরকাল পর্যন্ত বোখ্‌ত নাসারের নিকট বন্দী থেকে শাস্তি ভোগ করেছিল যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাইরাম হামদানী দিয়ে সাহায্য করার পূর্ব পর্যন্ত।

(ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ) তারপর আবার আমি বোখ্‌ত নাসারের উপর সাইরাম হামদানীকে পরাক্রান্ত করত তোমাদেরকে ক্ষমতাশীল করে দিলাম। মতান্তরে আমি পুনরায় তোমাদের উপর সদয় হয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতার অধিকারী করলাম। (وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ) এবং আমি তোমাদেরকে ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দান করলাম। (وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا) এবং আমি তোমাদের জন সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিলাম।

(৭) إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ○

(৮) عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ○

৭. তোমরা সৎকর্ম করলে সৎকর্ম নিজেদের জন্য করবে এবং মন্দকর্ম করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থি হলে আমি আমার বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য।

৮. সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করব। জাহান্নামকে আমি করেছি কাফিরদের জন্য কারাগার।

(اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ) যদি তোমরা একত্ববাদী হয়ে থাক, তবে নিজেদের জন্যে তার পুরস্কার অগ্রিম সঞ্চিত রাখবে। তাহল বেহেশ্‌ত। (وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا) আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত কর, তবে তার শাস্তিত ভোগ করবে। এজন্যই, তাদের উপর তাইতাস জয়ী হওয়ার পূর্বে ২২০ বছর ধরে তারা ধন-সম্পদ, আনন্দ ও বিরাট জন সংখ্যার অধিকারী এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী ছিল। (فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ) তারপর যখন দ্বিতীয় উপদ্রব বা দ্বিতীয় শাস্তির প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত হল। (لِيَسُوْءُ وُجُوْهَكُمْ) তখন তারা অর্থাৎ রোম সম্রাট বিন এমবিয়ানূস তোমাদের মুখমণ্ডল মলিন করে দিল হত্যা এবং বন্দী করার মাধ্যমে। (وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ) এবং তারাও যেন বায়তুল মাকদাসে প্রবেশ করে (كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ) যেমন বোখ্‌ত নাসার এবং তার বাহিনী সেখানে প্রথমবার প্রবেশ করেছিল। (وَلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا) এবং যেন তাদের অধিকৃত সকল বস্তুর মারাত্মক ধ্বংস সাধন করে।

(عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ) আশা করা যায় তোমাদের প্রভু তারপর তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন (وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا) আর যদি তোমরা পুনরায় উপদ্রব কর, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি প্রদান করব। বর্ণনান্তরে রয়েছে যদি তোমরা পুনরায় সৎকর্মে লিপ্ত হও তাহলে আমিও তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করব।

(وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا) এবং আমি দোযখকে কাফিরদের জন্যে কারাগার ও বন্দীশালা করে রেখেছি।

(৯) اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا

(১০) وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

(১১) وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا

(১২) وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا

৯. নিশ্চয়ই এই কুরআন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।
১০. এবং যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছে মর্মন্তুদ শাস্তি।
১১. আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে; যেভাবে কল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো অতি মাত্রায় ত্বরাপ্রিয়।
১২. আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন, রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

(اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ) নিশ্চয়ই এই কুরআন প্রদর্শন করে (لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ) সুদৃঢ় ও সরল পথ। তাহল এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ) এবং স্বীয় প্রভুর ইচ্ছানুসারে সৎকাজ সম্পাদনকারী মু'মিনদেরকে এই সু-সংবাদ প্রদান করে যে, (اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا) নিশ্চয়ই তাদের জন্যে মহান ও পরিপূর্ণ প্রতিদান রয়েছে বেহেশ্‌তে।

(وَاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ) আর যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না (اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا) তাদের জন্যে আমি আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

(وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ) আর মানুষ (নযর বিন্ হারিস) নিজের জন্যে এবং স্বীয় পরিবারের জন্যে অভিশাপ ও শাস্তির প্রার্থনা করে (دُعَاءَهٗ بِالْخَيْرِ) যে রকম সে নিরাপত্তা ও রহমতের জন্যে প্রার্থনা করে (وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا) বস্তুত মানুষ অর্থাৎ নযর শাস্তির জন্যে ত্বরা প্রিয়।

(وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ) আমি রাত ও দিনকে অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রকে দু'টি নিদর্শন করেছি। (فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ) অনন্তর আমি রাতের নিদর্শনের (অর্থাৎ চন্দ্রের) আলোকে অপসারিত করি (وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً) এবং দিনের নিদর্শনকে অর্থাৎ সূর্যকে উজ্জ্বল করি। (لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ) যেন

তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর, দুনিয়া ও আখিরাতের অনুসন্ধানের মাধ্যমে। (وَلِتَعْلَمُوْا) এবং যেন তোমরা চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে অবগত হও (عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ) বছরের গণনা এবং দিন ও মাসের হিসাব (وَكُلَّ شَيْءٍ) আর আমি হালাল হারাম ও আদেশ নিষেধ সম্বন্ধে প্রত্যেক বিষয়ের (فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا) বিশদ বিশ্লেষণ করেছি পবিত্র কুরআনে।

(١٣) وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ○
(١٤) اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ○
(١٥) مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ○

১৩. প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত।
১৪. 'তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।'
১৫. যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাকেও শাস্তি দেই না।

(وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ) আর আমি প্রত্যেক মানুষের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছি (طٰٓئِرَهٗ) কবরে মুন্‌কার নাকীরের প্রশ্নে তার উত্তর পত্র ব্যাখ্যান্তরে, তার অনুকূলে তার সৎকর্ম তার প্রতিকূলে তার অপকর্ম। অন্য ব্যাখ্যায় তারপক্ষে তার সৌভাগ্য অথবা তার বিপক্ষে তার দুর্ভাগ্য (فِيْ عُنُقِهٖ) ও তার গ্রীবায় (وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ) এবং আমি কিয়ামত দিবসে তার সম্মুখে প্রকাশ করে দিব (كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا) এমন একটি গ্রন্থ যা তাকে উন্মুক্ত অবস্থায় প্রদান করা হবে। তার মধ্যে তার সৎকর্মসমূহ এবং অপকর্মসমূহ উন্মুক্ত থাকবে এবং তাকে বলা হবে।

(اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا) তুমি তোমার গ্রন্থ পাঠ কর। আজ তোমার কৃতকর্মের সাক্ষী হিসাবে তুমি নিজেই যথেষ্ট।

(مَنِ اهْتَدٰى) যে ঈমান আনে (فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ) সে বস্তুত নিজেরই মঙ্গলের জন্যে ঈমান আনে। (وَمَنْ ضَلَّ) আর যে কুফ্‌র (অবিশ্বাস) করে (فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا) অবশ্যই তার উপর তার শাস্তি জরুরী হয়ে পড়ে। (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى) এবং কেউ স্বেচ্ছায় অন্যের অপরাধে ভার বহন করে না, তবে কিসাসের যোগ্য হলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। বর্ণনান্তরে, কাকে ও অন্যের অপরাধের জন্যে দায়ী করা হবে না। অপর ব্যাখ্যায়, কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি প্রদান করা হবে না। (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ) আর আমি কোন জাতিকে শাস্তি স্বরূপ ধ্বংস করি না। (حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا) যে পর্যন্ত না তাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করি শাস্তির যৌক্তিকতা প্রমাণ কল্পে।

(١٦) وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ۝

(١٧) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ۝

(١٨) مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۝

(١٩) وَمَنْ أَرَادَ ٱلْءَاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ۝

(٢٠) كُلًّا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝

১৬. আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন তার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেথায় অসৎকর্ম করে; অতঃপর তার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

১৭. নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি! তোমার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

১৮. কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা এইখানেই সত্তর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, যেথায় সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়।

১৯. যারা মু'মিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য।

২০. তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদেরকে ও তারেদকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।

(وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا) আর যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করি, তখন আমি তার প্রতাপশালী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে বশ্যতা স্বীকার করতে আদেশ প্রদান করি এই অর্থ তখনই হবে যখন (اَمَرْنَا) শব্দের আলিফে যবর হবে এবং 'আলিফটি' মামদূদাহ (দীর্ঘস্বর) না হবে। যদি 'আলিফ্টি' যবর বিশিষ্ট ও মামদূদাহ হয়, তবে অর্থ হবে ঃ আমি সেই জনপদে নেতৃস্থানীয়, প্রতাপশালী এবং ধনী সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করি। আর যদি আলিফে যবর হয়ে মীমে 'তাশদীদ' হয়, তবে অর্থ হবে, আমি উক্ত জনপদের প্রতাপশালী ও নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিদেরকে জয়ী করে থাকি। (فَفَسَقُوْا فِيْهَا) তখন তারা সেখানে দুষ্কর্ম করতে থাকে। (فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ) অনন্তর, তার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায় (فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا) তারপর আমি তাকে শোচনীয়ভাবে ধ্বংস করে ছাড়ি।

(وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ) আর আমি অতীতের বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি (مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ) নূহ (আ)-এর জাতির পর (وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا) বস্তুত আপনার প্রভু স্বীয় বান্দাদের অপরাধ সমূহের ব্যাপারে জ্ঞাত এবং তাদের ধ্বংসের দর্শকরূপে যথেষ্ট, যদিও আমি আপনাকে তা সুস্পষ্ট ভাবে বলি না এবং আপনিও তাদের অপরাধসমূহ ও শাস্তি সম্বন্ধে অবগত নন।

(مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ) যে তার উপর খোদা প্রদত্ত আদেশ পালনে ইহজীবনের স্বার্থ কামনা করে (عَجَّلْنَا فِيْهَا) আমি তাকে দুনিয়াতেই তা সত্বর প্রদান করি (مَا نَشَاءُ) যা আমি প্রদান করতে ইচ্ছা করি (لِمَنْ نُّرِيْدُ) যাকে আমি আখিরাতে ধ্বংস করতে মনস্থ করি (ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ) তারপর তার জন্যে

জাহান্নাম নির্ধারণ করে রাখি, (يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا) সে সেখানে দুর্দশাগ্রস্ত এবং সমস্ত মঙ্গল হতে বঞ্চিত অবস্থায় প্রবেশ করবে। এই আয়াতটি মারসাদ ইব্ন সমামাহ নামী ব্যক্তির প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল। (وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ) আর যে তার প্রতি খোদা প্রদত্ত আদেশ পালনে আখিরাত অর্থাৎ জান্নাত কামনা করে (وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا) এবং জান্নাতের জন্যে প্রয়োজনীয় কার্যাবলীও সম্পাদন করে (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) তদুপরি সে খাঁটি মু'মিনও হয় (فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا) তাদেরই সাধনা গৃহীত হয়। এই আয়াতটি মুয়াযযিন বিলাল (রা) প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়ে ছিল।

(كُلًّا نُّمِدُّ) আমি সকলকে জীবিকা দানে সাহায্য করে থাকি (وَهٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ) এই অনুগতদের এবং ঐ অবাধ্যদের (مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ) তাদেরকে আপনার প্রভুর জীবিকারূপ দান হতেই তো সাহায্য করা হয়। (وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا) আর আপনার প্রভুর জীবিকা নেককার ও বদকার সবার জন্য অবারিত।

(٢١) اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ○

(٢٢) لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ○

(٢٣) وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○

২১. লক্ষ্য কর, আমি কীভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, আখিরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।

২২. আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন ইলাহ্ সাব্যস্ত করিও না; করলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়বে।

২৩. তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলিও না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলিও।

(اُنْظُرْ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি লক্ষ্য করুন, (كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ) কিভাবে আমি তাদের পরস্পরকে পরস্পরের উপর ইহকালে ধন-সম্পদ ও সেবক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি (وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا) নিশ্চয়ই আখিরাতে মু'মিনদের জন্যে মর্যাদায় মহত্তর ও পুরস্কারে শ্রেষ্ঠতর।

(لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অপর কোন ইলাহ সাব্যস্ত করো না। অন্যথা তুমি তিরস্কৃত এবং উপেক্ষিত ও নিঃসহায় হবে। তুমিই স্বয়ং নিজেকে তিরস্কার এবং উপেক্ষা করবে।

(وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ) আর তোমার প্রভু এই আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো একত্ববাদ স্বীকার করো না। (وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا) আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। (اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا) যদি পিতা-মাতার কোন একজন অথবা উভয়ে তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, (فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا) তবে তাদেরকে কর্কশ বাক্য বলো না, ঘৃণা করো না, তাদেরকে ধমক দিওনা, (وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا) তাদেরকে নম্র ও শ্রুতিমধুর বাক্য বলো।

(٢٤) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا ۝

(٢٥) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝

(٢٦) وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝

(٢٧) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

(٢٨) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝

২৪. মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।

২৫. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তবেই তো তিনি আল্লাহ্-অভিমুখীদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল।

২৬. আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দিবে এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না।

২৭. যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

২৮. এবং যদি তাদের হতে তোমরা মুখ ফিরাতেই হয়, যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলিও;

(وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ) এবং তাদের সম্মুখে বিনীত থাকবে (مِنَ الرَّحْمَةِ) তাদের প্রতি সদয় থেকে (وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا) এবং এভাবে প্রার্থনা করতে থাকবে হে প্রভু! তাদের প্রতি রহমত করুন, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে দুঃখ কষ্ট স্বীকার করে প্রতিপালন করেছেন, যদি তাঁরা মুসলমান হয়ে থাকেন।

(رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ) তোমাদের অন্তরে পিতা-মাতার প্রতি কি পরিমাণ ভক্তি শ্রদ্ধা আছে তা তোমাদের প্রভু যথাযথ অবগত আছেন। (اِنْ تَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ) যদি তোমরা পিতা-মাতার সাথে সৎকর্ম পরায়ণ হও (فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا) তবে তিনি অপরাধসমূহ হতে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি ক্ষমাশীল। এই আয়াতটি সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ) আর আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য পরিশোধ করো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, আমি আত্মীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে আদেশ করছি (وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ) আর আমি দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করতে এবং মুসাফির তথা আগত অতিথিকে তার প্রাপ্য স্বরূপ তিনদিন যাবৎ সেবা করতে আদেশ করছি। (وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا) আর অপব্যয় করো না অর্থাৎ তোমার অর্থ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পন্থা ছাড়া ব্যয় করোনা, যদিও তা নগণ্য হয়। ব্যাখ্যান্তরে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় অর্থ ব্যয় করো না।

(اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পন্থা ছাড়া অন্য পথে সম্পদ ব্যয়কারীরা শয়তানের সহযোগী। যদিও সেই অর্থ নগণ্য হয়। (وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا) বস্তুত শয়তান স্বীয় প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

(وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا) আর যদি তুমি আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্রদের থেকে (সম্পদ না থাকার কারণে) দয়া ও লজ্জা সহকারে মুখ ফিরিয়ে লও, তোমার প্রভু করুণার প্রতীক্ষায়, যা

তোমার নিকট আগমনের আশা কর। এই ব্যাখ্যাও বলা হয়.... গায়বীভাবে তোমার নিকট অনুপস্থিত অর্থ উপস্থিত হওয়ার আশায়। (فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا) তবে তাদের প্রতি মিষ্ট বাক্য বলো অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে দান করার শুভ প্রতিশ্রুতি দাও।

(٢٩) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا
(٣٠) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
(٣١) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
(٣٢) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

২৯. তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রাখিও না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করিও না, তা হলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।

৩০. তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন; তিনি তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা।

৩১. তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করিও না। তাদেরকেও আমিই রিয্‌ক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

৩২. আর যিনার নিকটবর্তী হইও না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ) আর তুমি স্বীয় হস্ত স্বীয় গ্রীবার দিকে সঙ্কুচিত করো না অর্থাৎ গ্রীবার সাথে হস্ত সংলগ্ন ব্যক্তির ন্যায় দান-দক্ষিণা হতে স্বীয় হস্ত বিরত রেখ না (وَلَاتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ) এবং দান ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ প্রসারিত করে স্থান কাল পাত্রের বিবেচনা বর্জন করো না। আল্লাহ্ বলছেন তুমি তোমার অর্থ শুধু একজন দরিদ্র বা একজন আত্মীয়কে দান করে অন্যান্যদেরকে বঞ্চিত করো না। (فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا) অন্যথা, তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে। কার্পণ্য করলে দরিদ্র সম্প্রদায় এবং আত্মীয় স্বজন তোমাকে তিরস্কার করবে। পক্ষান্তরে, মাত্রাতিরিক্ত দান করলে তুমি রিক্ত হস্ত হয়ে পড়বে এবং আত্মীয় স্বজন ও দরিদ্ররাও তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই আয়াতটি একজন মহিলা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জামাটি পরিধান করতে চাইলে তিনি তাকে স্বীয় জামাটি দান করে দিলেন এবং নিজে পোশাকহীন অবস্থায় বসে রইলেন। এতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আপনি নিজের জামা খুলে অন্যকে দান করার ন্যায় অমিতব্যয়িতা অবলম্বন করবেন না। যার ফলে লোকে আপনাকে তিরস্কার করবে এবং আপনি বের হতে পারবেন না।

(اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার প্রভু স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য জীবনোপকরণ প্রশস্ত করে দেন, এটা তাঁর বিবেচনা। (وَيَقْدِرُ) এবং যার প্রতি ইচ্ছা তা সীমিত করে দেন। এটাও তাঁর বিবেচনা।(اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا) নিশ্চয়ই তিনি প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার ক্ষেত্রে স্বীয় বান্দাদের মঙ্গল সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত ও পরিদর্শক।

(وَلَاتَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ) আর তোমরা অভাব ও অপমানের ভয়ে স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করো না। এই আয়াতটি 'খুযাআহ' গোত্রের লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা স্বীয় কন্যা

সন্তানদেরকে জীবন্ত দাফন করে দিত। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না এবং কন্যাদেরকে জীবন্ত দাফনও করো না। (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) আমিই তোমাদের কন্যাদের এবং তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে থাকি। (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا) নিশ্চয়ই তাদেরকে জীবন্ত দাফন করা শাস্তিযোগ্য গুরুতর অপরাধ।

(وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى) আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না গোপনে বা প্রকাশ্যে। (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) নিশ্চয়ই ওটা অবাধ্যতা ও অপরাধ এবং নিকৃষ্ট আচরণ।

(৩৩) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ○

(৩৪) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ○

৩৩. আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করিও না! কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।

৩৪. ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হও না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করিও; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ) আর সেই মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করো না যার হত্যা আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন (إِلَّا بِالْحَقِّ) হ্যাঁ ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ভিত্তিতে যেমন ব্যভিচারের শাস্তি স্বরূপ বা অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্যে অথবা ধর্ম ত্যাগী হওয়ার কারণে প্রাণ দণ্ড দেয়া সিদ্ধ হবে। (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا) আর যে ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক অন্যায়ভাবে নিহত করা হয় (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) আমি সেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে হত্যাকারীর উপর অভিযোগ উত্থাপন এবং প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। সে ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবে, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবে, এবং ইচ্ছা করলে দিয়ত অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দণ্ড আদায় করবে। (فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ) অতএব হত্যার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা উচিৎ নয় যদি তুমি তোমার উত্তরাধিকারীর হত্যাকারীকে হত্যা করতে ইচ্ছা কর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে হত্যাকারী ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করো না। এই অর্থ তখনই হওয়া সম্ভব, যদি يُسْرِفْ শব্দের শেষাক্ষরে জযম হয়। অপর এক ব্যাখ্যামতে অর্থ এই হবে ঃ "তুমি একজনের হত্যার বিনিময়ে দশ জনকে হত্যা করো না" (إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) নিশ্চয়ই সে ইখ্তিয়ার প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ মাফ না করে হত্যাকারীকে হত্যার ইখ্তিয়ার তার রয়েছে।

(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পত্তির নিকটেও যেওনা, কিন্তু উত্তম পন্থায় অর্থাৎ সম্পত্তি বৃদ্ধি করা অথবা তার রক্ষণা বেক্ষণের নিমিত্ত। (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) যে পর্যন্ত না সে ১৫ বছর বা ১৮ বছরে উপনীত হয়। (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) এবং অঙ্গীকারপূর্ণ করো আল্লাহ্র সাথে অথবা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে (إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) নিশ্চয়ই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী কিয়ামত দিবসে তা ভঙ্গের জন্যে জিজ্ঞাসিত হবে।

(٣٥) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

(٣٦) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

(٣٧) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝

(٣٨) كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝

(٣٩) ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۝-

৩৫. মেপে দিবার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।

৩৬. যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তার অনুসরণ করিও না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় তাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

৩৭. ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করিও না; তুমি তো কখনই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।

৩৮. এই সমস্তের মধ্যে যেগুলো মন্দ সেইগুলো তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।

৩৯. তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা তোমাকে যে হিক্‌মত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অপর ইলাহ্ স্থির করিও না, করলে তুমি নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُم) আর তোমরা কাউকে মেপে দিবার সময় পূর্ণ মাপে দিবে। (وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ)। সঠিক দাড়ি-পাল্লায় ওজন করবে। (ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلاً) ওজনে ও মাপে পুরোপুরি দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা– কম দেওয়া ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা থেকে মঙ্গলজনক ও পরিণামে উত্তম।

(وَلاَتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ) আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে ব্যাপারে কোন কথা বলো না, কারণ এ অবস্থায় বলবে আমি জানি অথচ তুমি জান না, আমি দেখেছি অথচ তুমি দেখনি এবং আমি শুনেছি অথচ তুমি শোননি। (اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً) নিশ্চয়ই কর্ণ অর্থাৎ যা তোমরা শুন, চক্ষু অর্থাৎ তোমরা যা দেখ, এবং হৃদয় অর্থাৎ যা তোমরা আকাঙ্খা কর, এদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে কিয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا) আর তুমি পৃথিবীতে সদম্ভে ও সদর্পে বিচরণ করো না (اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ) নিশ্চয়ই তুমি তোমার দম্ভবলে পৃথিবী বিদীর্ণ করতে পারবে না। (وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً) এবং উচ্চতায় পর্বত প্রমাণও হতে পারবে না।

(كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا) আমি আপনাকে সেই সমস্ত বিষয়ে নিষেধ করলাম যে সমস্ত অশুভ কার্য আপনার প্রভুর নিকট নিন্দনীয়। এখানে আয়াতের শেষাংশ আসলে مَكْرُوْهًا عِنْدَ رَبِّكَ ছিল। পূর্বের শব্দটি পরে এবং পরের শব্দটি পূর্বে প্রয়োগ করা হয়েছে।

(ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ) আপনাকে আমি যে সকল বিষয়ে আদেশ প্রদান করলাম তা কুরআনের সেই হিক্‌মতেরই অন্তর্ভুক্ত যা আপনার প্রভু আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন (وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ) আর আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। করলে তুমি দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে (مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا) নিন্দিত এবং সকল কল্যাণ হতে বঞ্চিত অবস্থায়।

(٤٠) اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۟

(٤١) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝

(٤٢) قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝

(٤٣) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝

(٤٤) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

৪০. তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি কি নিজে ফিরিশ্‌তাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক!

৪১. আর অবশ্যই আমি এই কুরআনে বহু বিষয় বারবার বিবৃত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

৪২. বল, 'যদি তাঁর সাথে আরও ইলাহ্ থাকত যেমন তারা বলে, তবে তারা 'আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত।'

৪৩. তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে।

৪৪. সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না; নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

(اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ) তবে কি তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান নির্বাচিত করেছেন (وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا) এবং তিনি নিজের জন্যে ফেরেশতা সম্প্রদায়কে কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন (اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا) নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি গুরুতর শাস্তির বাক্য উচ্চারণ করছ। অন্য বর্ণনায় আছে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে গুরুতর কুৎসা রটনা করছ।

(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا) আর আমি নিশ্চয়ই এই কুরআনে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তির সতর্কবাণী বারবার বর্ণনা করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে (وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا) কিন্তু কুরআনের সতর্কবাণীর দ্বারা তাদেরকে ওদের ঈমান থেকে বিমুখতা ও দূরত্বই বৃদ্ধি পায়।

(قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا) আপনি বলে দিন, যদি তাদের বক্তব্য অনুসারে তার সাথে ইলাহ্ থাকত, তবে নিশ্চয়ই তারা আরশের অধিপতির মর্যাদা ও সম্মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অনুসন্ধান করত। ব্যাখ্যান্তরে তারা আরশের অধিপতি পর্যন্ত পৌঁছতে চেষ্টা করত।

(سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا) তারা যা বলে থাকে তা হতে অর্থাৎ, পুত্র-কন্যা এবং অংশীদার হতে তিনি পবিত্র এবং অতি উর্ধে রয়েছেন তিনি সকল বস্তু হতে উর্ধে এবং মহোত্তম।

(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ) সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন কোন তরু লতা নেই (وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ) যা তাঁর আদেশে তাঁর হামদের তাসবীহ পাঠ করে না। (وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ) কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহের ভাষা উপলব্ধি করতে পার না। (اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا) নিশ্চয়ই, তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি অতি সহনশীল কারণ, তিনি তাদেরকে সত্বর শাস্তি প্রদান করেন না (غَفُوْرًا) এবং অতি ক্ষমাশীল তাওবা কারীর জন্য।

(٤٥) وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۙ

(٤٦) وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝

(٤٧) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝

৪৫. তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখ দেই।

৪৬. আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেমন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; 'তোমার প্রতিপালক এক' এটা যখন তুমি কুরআন হতে আবৃত্তি কর তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তারা সরিয়ে পড়ে।

৪৭. যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শুনে তখন তা আমি ভাল জানি, এবং এটাও জানি, গোপনে আলোচনাকালে যালিমরা বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছে।'

(وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ) আর আপনি যখন মক্কায় কুরআন আবৃত্তি করেন (جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا) তখন আমি আপনার এবং পরকালে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী অর্থাৎ আবু জাহ্‌ল ও তার সহচরদের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন যবনিকা স্থাপন করি।

(وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ) যেন তারা সত্যকে অনুধাবন করতে না পারে (وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا) এবং তাদের কর্ণ সমূহেও বধিরতা স্থাপন করি। (وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ) আর যখন আপনি কুরআনে শুধু আপনার প্রভুর আলোচনা করেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর মাধ্যমে, (وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ) তখন তারা ফিরে যায় স্বীয় মূর্তিসমূহের দিকে এবং স্বীয় উপাস্যদের উপাসনায় ঝুঁকে পড়ে (نُفُوْرًا) আপনার বাণী হতে দূরে সরে।

(نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ) তাদের মনোনিবেশ সহকারে আপনার কুরআন আবৃত্তি শ্রবণ সম্বন্ধে আমি যথাযথ জ্ঞাত আছি (اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ) যখন তারা অর্থাৎ আবু জাহ্‌ল ও তার সহচররা আপনার

তিলাওয়াতে কর্ণপাত করে (وَاِذْ هُمْ نَجْوٰى) এবং যখন তারা আপনার ব্যাপারে গোপন আলোচনা করতে থাকে তাদের মধ্যে কেউ বলে, আপনি ঐন্দ্রজালিক, কেউ বলে, জ্যোতিষী কেউ বলে, উন্মাদ এবং কেউ বলে কবি (اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا) তখন অনাচারীরা বলে অর্থাৎ মুশরিকরা পরস্পরে যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণের মাধ্যমে তোমরা শুধু একজন যাদুগ্রস্ত বিবেকহারা ব্যক্তির অনুসরণ করছ।

(٤٨) اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝

(٤٩) وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝

(٥٠) قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۝

(٥١) اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ۗ قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۗ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۝

৪৮. দেখ, তারা তোমার কী উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, ফলে তারা পথ পাবে না।

৪৯. তারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হব?

৫০. বল, 'তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লৌহ,

৫১. "অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন;' তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে?' বল, 'তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।" অতঃপর তারা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়বে ও বলবে, 'তা কবে?' বল, "হবে সম্ভত শীঘ্রই।"

(اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি লক্ষ্য করুন, তারা আপনার জন্যে কিরকম উপমাসমূহ প্রয়োগ করেছে; তারা আপনাকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে তুলনা করছে। (فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا) অতএব, তারা স্বীয় বক্তব্যে ভুল করেছে অনন্তর, তারা স্বীয় বক্তব্য হতে বহিরাগমনের পথ পেতে পারে না। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তারা স্বীয় বক্তব্যের পক্ষে, কোনভাবে প্রমাণ পেশ করতে পারবে না।

(وَقَالُوْا) আর তারা অর্থাৎ নযর এবং তার সহচররা বলে, (اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا) যখন আমরা শুষ্ক অস্থিপুঞ্জ ও গলিত দেহ হয়ে মৃত্তিকায় পরিণত হব (اَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا) তখনও কি আমরা নব সৃষ্টিরূপে পুনরুজ্জীবিত হব? আমাদের মধ্যে মৃত্যুর পর আবার কি নব প্রাণের সঞ্চার হবে?

(قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা প্রস্তর অথবা তদপেক্ষাও কঠিনতর হও অথবা লৌহ বা তদপেক্ষা দৃঢ়তর হও।

(اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ) আমরা এমন কোন সৃষ্টি যা তোমাদের ধারণায় দুরূহ তবুও তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে (فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا) তারপর তারা বলবে, আমাদেরকে কে পুনরুজ্জীবিত করবে? (قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলে দিন, তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে। (فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ) তথাপি

তারা আপনার প্রতি স্বীয় মস্তক সমূহ সঞ্চালন করবে আপনার বক্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করে (وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ) এবং বলবে, আপনার সেই প্রতিশ্রুতি কবে? (قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا) আপনি বলে দিন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তা অবশ্যই সত্বর উপস্থিত হবে। (عَسٰى) শব্দটি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন।

(৫২) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا

(৫৩) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

(৫৪) رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

(৫৫) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

৫২. যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, এবং তোমরা তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্প কালই অবস্থান করেছিলে।

৫৩. আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল। নিশ্চয়ই শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৫৪. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালভাবে জানেন। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন; আমি তোমাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি।

৫৫. যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাদেরকে তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি; দাঊদকে আমি যাবূর দিয়েছি।

(يَوْمَ يَدْعُوكُمْ) তা সেই দিনে উপস্থিত হবে যে দিন ইস্রাফীল (আ) তোমাদেরকে শিঙ্গায় ফুৎকার দিয়ে আহবান করবে (فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ)তখন তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশে আল্লাহ্‌র আহবায়কের প্রতি সাড়া দিবে (وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً) এবং তোমরা ধারণা করবে যে, তোমরা কবরে অতি সামান্য সময় অবস্থান করেছিলে।

(وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوْا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ) আর আপনি আমার বান্দাদেরকে অর্থাৎ উমর (রা) ও তাঁর সহচরদেরকে বলে দিন যেন তারা কাফির সম্প্রদায়ের প্রতি এমন বাক্য বলে যা উৎকৃষ্টতর অর্থাৎ শান্তি এবং নম্রতার বাক্য। (اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) বস্তুত শয়তান তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে যদি তোমরা কঠোরতা অবলম্বন কর। (اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا) নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্যে আদিষ্ট হওয়ার পূর্বে এই নীতিই অনুসৃত ছিল।

(رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ) তোমাদের প্রভু তোমাদের মঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষ অবগত আছেন। (اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ) যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে পারেন অর্থাৎ তোমাদেরকে মক্কাবাসীদের কবল হতে মুক্ত করতে পারেন। (اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ) কিংবা ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অর্থাৎ ওদেরকে তোমাদের উপর প্রবল করে দিতে পারেন। (وَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً) আর আমি আপনাকে তাদের জন্যে অভিভাবক করে প্রেরণ করিনি, আপনি তাদের জন্যে দায়ী হবেন না।

(وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আর আপনার প্রভু নভোমণ্ডলের অধিবাসী এবং ভূমণ্ডলের মু'মিনদের মঙ্গল সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন। (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلٰى بَعْضٍ) আর আমি নবীদের কাউকে কারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি কাউকে খলীলুল্লাহরূপে এবং কাউকে কলিমুল্লাহরূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে। (وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا) এবং আমি দাউদ (আ)-কে 'যাবূর' কিতাব প্রদান করেছি, তদুপরি মূসা (আ)-কে 'তাওরাত' ঈসা (আ)-কে 'ইঞ্জিল' এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে 'কুরআন' প্রদান করেছি।

(٥٦) قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝

(٥٧) أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ؕ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۝

(٥٨) وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

৫৬. বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ইলাহ্ মনে কর তাদেরকে আহ্বান কর, করলে দেখবে তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।'

৫৭. তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হতে পারে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।

৫৮. এমন কোন জনপদ নেই যা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দিব না; এটা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

(قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি ঐ "খুযাআহ্" গোত্রের প্রতি ঘোষণা করে দিন যারা "জিন্নাতের" উপাসনা করে এবং তাদেরকে ফেরেশতা মনে করে যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া যাদের উপাসনা কর তাদেরকে একটু বিপদের সময় আহবান কর। (فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا) তারা না তোমাদের বিপদ নিবারণের ক্ষমতা রাখে, না ওটা অন্যের দিকে সোপর্দ করার।

(اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ) এরা অর্থাৎ ফিরিশতা সম্প্রদায়, তাঁরাই যারা স্বীয় প্রভুর ইবাদত করে থাকে (يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ) এবং এর মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর নৈকট্য ও মর্যাদা অন্বেষণ করে (اَيُّهُمْ اَقْرَبُ) যে, তাঁদের মধ্যে কে আল্লাহ্ তা'আলার অধিক নৈকট্যের অধিকারী হতে পারে, (وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ) এবং তাঁরা তাঁর অনুগ্রহ অর্থাৎ, বেহেশেতর প্রত্যাশা করে (وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا) এবং তাঁরা তার শাস্তিকে ভয় করে থাকে। নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর শাস্তি ভয়াবহ। তাঁরা এর থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায়নি।

(وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ) আর এমন কোন জনপদ নেই যার অধিবাসীদের আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে মৃত্যু ঘটাব না (اَوْمُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا) অথবা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করব না তরবারি অথবা বিভিন্ন রোগের মাধ্যমে। (كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا) এই ধ্বংস ও শাস্তি প্রদান "লাউহে মাহ্ফূযে" লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(٥٩) وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَاٰتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ○

(٦٠) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىٓ أَرَيْنٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيٰنًا كَبِيرًا ○

(٦١) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ○

৫৯. পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ সামূদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, অতঃপর তারা তার প্রতি যুলুম করেছিল। আমি কেবল ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

৬০. স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু এটা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

৬১. স্মরণ কর, যখন ফিরিশতাদেরকে বললাম 'আদমকে সিজ্‌দা কর', তখন ইব্‌লীস ব্যতীত সকলেই সিজ্‌দা করল। সে বলেছিল, 'আমি কি তাকে সিজ্‌দা করব যাকে আপনি কর্দম হতে সৃষ্টি করেছেন।

(وَمَا مَنَعَنَآ أَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ) আর ওদের পূর্ববর্তীরা নিদর্শনাবলী অস্বীকার করার কারণে আমি এদের প্রতি নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি না। অর্থাৎ অবিশ্বাস করলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিব। যেভাবে পূর্ববর্তীদেরকেও অবিশ্বাসের কারণে ধ্বংস করেছি। (وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً) আর আমি 'সামূদ জাতিকে' সালিহ (আ)-এর নবুওয়াত এর নিদর্শন স্বরূপ, অন্তঃসত্তা উটনী প্রদান করেছিলাম। (فَظَلَمُوْا بِهَا) অনন্তর তারা অস্বীকার করল তারপর তাকে হত্যা করে দিল। (وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا) আর আমি বিভিন্ন নিদর্শন শুধু শাস্তির ভয় প্রদর্শন কল্পে প্রেরণ করে থাকি, যেন তারা তার প্রতি ঈমান না আনলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিই।

(وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ) আর আপনি সেই সময়টি স্মরণ করুন, যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, নিশ্চয়ই, আপনার প্রভু মানব মণ্ডলীকে পরিবেষ্টন করে আছেন, অর্থাৎ তিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে কে ঈমান আনবে এবং কে ঈমান আনবে না তা অবগত আছেন। (وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ)। এবং আমি আপনাকে 'মি'রাজে' যে দৃশ্যটি প্রদর্শন করিয়েছি তা মক্কাবাসীদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ ছিল। (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ) এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও অর্থাৎ 'যাক্কুম' বৃক্ষটি ও মানুষের পরীক্ষার জন্য। এখানে আয়াতের দু'টি অংশের মধ্যে পূর্বের অংশটি পরে এবং পরের অংশটি পূর্বে প্রয়োগ করা হয়েছে আসলে, (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ) পূর্বে এবং (اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ) পরে ছিল। (وَنُخَوِّفُهُمْ) আর আমি তাদেরকে 'যাক্কুম' বৃক্ষের ভীতি প্রদর্শন করি (فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا)। কিন্তু ভয় প্রদর্শন তাদের মধ্যে চরম অবাধ্যতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

(وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لاٰدَمَ) আর আমি যখন জমিনে অবস্থানরত ফিরেশতাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদম (আ)-কে সম্মানার্থে সিজ্দা কর (فَسَجَدُوْٓا اِلآَّ اِبْلِيْسَ) তখন 'ইব্লীস' ছাড়া তাঁরা সকলেই সিজ্দা করল (قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا) সে বলল, আমি কি তাঁকে সিজ্দা করব, যাকে আপনি মৃত্তিকা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?

(٦٢) قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ۝
(٦٣) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ۝
(٦٤) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝
(٦٥) اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ۝

৬২. সে বলেছিল, 'আপনি কি বিবেচনা করেছেন, আপনি আমার উপর এই ব্যক্তিকে মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তা হলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরগণকে অবশ্যই কর্তৃত্বাধীন করে ফেলব।
৬৩. আল্লাহ্ বললেন, 'যাও, তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তবে জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি, পূর্ণ শাস্তি।
৬৪. 'তোমার আহ্বানে তাদের মধ্যে যাকে পার পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও ও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।
৬৫. নিশ্চয়ই 'আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই।' কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

(قَالَ اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ) সে আরো বলেছিল, আচ্ছা বলুন তো, একে আপনি সিজ্দা করিয়ে কেন আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন? (لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) যদি আপনি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেন (لاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلاَّ قَلِيْلاً) তবে আমি তাদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া অবশ্যই তাঁর সমুদয় বংশধরকে পদস্খলিত করব এবং আমার কর্তৃত্বাধীন করব।

(قَالَ اذْهَبْ) আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন যাও তুমি জেনে রেখো (فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ) তারপর তাদের মধ্যে যারা তোমার মতাবলম্বী হবে (فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا) তবে নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ণাঙ্গ শাস্তি হবে জাহান্নাম।

(وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ) আর তুমি তাদের মধ্যে যাকে পার তোমার আহবানে পদস্খলিত কর। অন্য বর্ণনায় আছে, তোমার আহবানে অর্থাৎ বাদ্য-ধ্বনি, কণ্ঠ-সঙ্গীত এবং যাবতীয় নিন্দনীয় বস্তুর দ্বারা পদস্খলিত কর। (وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ) এবং তোমায় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী তাদের উপর পরিচালনা কর। ব্যাখ্যান্তরে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাও। এখানে শয়তানের অশ্বারোহী

এবং পদাতিক বাহিনী উদ্দেশ্য। (وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ) আর তাদের হারাম ধন-সম্পদ ও অবৈধ সন্তান সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও। (وَعِدْهُمْ) এবং তাদেরকে বেহেশত ও দোযখের অস্তিত্ব নেই বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান কর। (وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلاَّ غُرُوْرًا) আর শয়তান তাদেরকে কেবল ভিত্তিহীন প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে।

(اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا) নিশ্চয়ই আমার ঐ সকল বান্দারা যারা তোমার ষড়যন্ত্র হতে নিরাপদ, তারা এভাবে যে, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা এবং আধিপত্য চলবে না। (وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلاً) আর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির জন্য দায়ী হিসেবে বা বান্দাদের প্রতিরক্ষক হিসেবে আপনার প্রভুই যথেষ্ট।

(٦٦) رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

(٦٧) وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝

(٦٨) اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ۝

৬৬. **তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। তিনি তো তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।**

৬৭. **সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।**

৬৮. **তোমরা কি নির্ভয় হয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে সহ কোন অঞ্চল ধ্বংসিয়ে দিবেন না অথবা তোমাদের উপর শিলা বর্ষণকারী ঝাঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাবে না।**

(رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ) তিনিই তোমাদের প্রভু যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রে জলযানসমূহ পরিচালিত করেন, (لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ) যেন তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকার অংশ বিশেষ অন্বেষণ করতে পার। ব্যাখ্যান্তরে যেন তোমরা তার জ্ঞানের অংশ বিশেষ অন্বেষণ করতে পার। (اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا) নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু যেহেতু তিনি শাস্তি বিলম্বে প্রদান করেন। ব্যাখ্যান্তরে তিনি তোমাদের মধ্যে তাওবাকারীদের জন্যে অনুগ্রহশীল (وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ) আর যখন সমুদ্রে তোমাদেরকে সংকট ও ভীতি স্পর্শ করে (ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ) তখন তোমাদের আহুত সকলেই অন্তর্হিত হয়ে যায় একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া, তখন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই মুক্তির প্রার্থনা করে থাক; তোমাদের উপাস্য প্রতিমা বর্জন কর এবং তার নিকট মুক্তির প্রার্থনা কর না। (فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ)। তারপর যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থল ভাগে উপনীত করেন, তখন তোমরা কৃতজ্ঞতা ও একত্ববাদ হতে বিমুখ হয়ে যাও। (وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا) বস্তুত মানুষ অর্থাৎ কাফির সম্প্রদায় আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ।

(اَفَامِنْتُمْ) হে মক্কাবাসীরা! তোমরা কি এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছ (اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ) যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগেই ধসিয়ে দিবেন না যেমন কারুনকে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন? (اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا) অথবা তোমাদের উপর শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করবেন না যেমন লূত (আ)-এর জাতীর উপর তা করেছেন? (ثُمَّ لَاتَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا) তারপর তোমরা নিজেদের জন্যে কোন শাস্তি নিবারক কর্মবিধায়ক পাবে না।

(٦٩) اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ۝

(٧٠) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝

(٧١) يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

(٧٢) وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৬৯. অথবা তোমরা কি নির্ভয় হয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে আর একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের কুফরী করার জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না।

৭০. আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

৭১. স্মরণ কর, সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব। যাদের দক্ষিণ হস্তে তাদের 'আমলনামা' দেয়া হবে, তারা তাদের 'আমলনামা' পাঠ করবে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না।

৭২. আর যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।

(اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى) অথবা (হে মক্কাবাসীরা!) তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে সমুদ্রে পুনরায় নিয়ে যাবেন না? (فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ) তারপর তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত করবেন না? (فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ) অবশেষে তোমদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তদীয় অনুগ্রহের প্রতি অবিশ্বাসের পরিণতি স্বরূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত করবেন না? (ثُمَّ لَاتَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا) তখন তোমরা নিজেদের নিমজ্জনের জন্যে আমার প্রতিশোধ গ্রহণকারী বা পশ্চাদ্ধাবনকারী কাউকে পাবে না।

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ) আর আমি নিশ্চয়ই আদম (আ)-এর বংশ ধরকে হস্তপদ প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেছি; (وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) আমি তাদেরকে স্থল ভাগে পশুপৃষ্ঠে এবং সমুদ্রে জলযানে আরোহণ করিয়েছি (وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ) এবং আমি তাদেরকে প্রীতিকর জীবিকা প্রদান করেছি। আমি তাদের খাদ্য পশুর খাদ্যের তুলনায় অধিক কোমল এবং রুচিকর করেছি (وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ

(خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) আর আমি তাদেরকে আমার অনেক সৃষ্টি অর্থাৎ, পশু শ্রেণীর উপর সুশ্রী এবং হস্তপদের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।

(يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ) সেই কিয়ামত দিবসে আমি সকল মানুষকে আহবান করব তাদের পরিচালক সহ অর্থাৎ তাদের নবী অথবা আমলনামা অথবা সৎ পথের অথবা কুপথের আহবায়কসহ (فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ) তারপর যাদের আমলনামা তাদের দক্ষিণ হস্তে প্রদান করা হবে, তারা স্বীয় আমলনামায় লিপিবদ্ধ পূর্ণ তালিকা পাঠ করবে (وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا) এবং তারা স্বল্প পরিমাণেও অত্যাচারিত হবে না খেজুর দানার ফাটলে অবস্থিত কোষ অথবা দুই আঙ্গুলের পরস্পর ঘর্ষণে সৃষ্ট আবর্জনার ন্যায় নগণ্য পরিমাণ ও তাদের পূণ্য হতে হ্রাস করা অথবা পাপের অংশে বৃদ্ধি করা হবে না।

(وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا) আর যে কেউ এই সমস্ত অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা হতে অন্ধ থাকবে সে পরকালে বেহেশেতর সম্পদ রাশির বিষয়ে অন্ধ ও অধিক পথভ্রষ্ট হবে। ব্যাখ্যান্তরে যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে যুক্তি ও ব্যাখ্যা হতে অন্ধ থাকবে, সে পরকালে যুক্তি প্রমাণ হতে অধিক অন্ধ ও পথ ভ্রষ্ট হবে।

(৭৩) وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ○

(৭৪) وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ○

(৭৫) إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ○

৭৩. আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে তারা পদস্খলন ঘটাবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করেছিল যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন কর; তবেই তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত।

৭৪. আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পড়তে;

৭৫. তা হলে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতে না।

(وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ) আর বস্তুত তারা আপনাকে সেই প্রত্যাদেশ হতে প্রায় বিমুখ ও পদস্খলিত করেছিল, যা আমি আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি অর্থাৎ, তাদের উপাস্যসমূহ চুরমার করে দেয়ার প্রত্যাদেশ হতে। (لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ) যেন আপনি আমার ব্যাপারে তদ্ব্যতীত অন্য কথা বলেন অর্থাৎ, উপাস্যসমূহ চুরমান করে দেওয়ার প্রত্যাদেশের প্রতিকূলে কথা বলেন। (وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا) তখন তারা আপনাকে অবশ্যই অন্তরঙ্গ বন্ধু করে নিত, আপনি তাদের অনুকরণ করার প্রতিদান স্বরূপ। এই আয়াতটি "সাকীফ" সম্প্রদায় সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ) আর আমি যদি আপনাকে অবিচলিত না রাখতাম অর্থাৎ, আপনার সংরক্ষণ না করতাম (لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا) তবে আপনি নিশ্চয়ই তাদের কাম্য বিষয়ের সমর্থনে তাদের প্রতি প্রায় কিঞ্চিত ঝুঁকে পড়তেন।

(اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ) যদি আপনি তাদের কামনা পূর্ণ করতেন তবে আমি ইহজীবনে এবং পরকালে আপনাকে অবশ্যই দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করতাম। (ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا) তারপর আপনি নিজের জন্যে আমার বিরুদ্ধে কোনই সাহায্যকারী পেতেন না।

(وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ) আর নিশ্চয়ই ইয়াহুদী সম্প্রদায় আপনাকে মদীনা হতে উৎখাত করতে উদ্যত হয়েছিল (لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا) যেন তারা আপনাকে যেখান থেকে সিরিয়ার দিকে বহিষ্কার করতে পারে। (وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا) আর তারা যদি আপনাকে মদীনা হতে বহিষ্কার করত তবে তারাও আপনার বিরুদ্ধে মাত্র স্বল্প সময় অবস্থান করতে পারত তারপর তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম।

(٧٦) وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝
(٧٧) سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝
(٧٨) اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝
(٧٩) وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

৭৬. তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেথা হতে বহিষ্কার করার জন্য; তা হলে তোমার পর তারাও সেথায় অল্প কাল টিকে থাকত।
৭৭. আমার রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না।
৭৮. সূর্য হেলিয়ে পড়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়।
৮৯. এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।

(سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا) আমার রসূলগণের মধ্যে আপনার পূর্বে যাদের পাঠিয়ে ছিলাম তাঁদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল যে, যখনই তাঁরা স্ব স্ব জাতির মধ্য হতে বের হয়ে গেছেন তখনই আমি ঐ সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا) আপনি আমার শাস্তি সংক্রান্ত নীতির কোনই পরিবর্তন পাবেন না।

(اَقِمِ الصَّلٰوةَ) হে মুহাম্মদ ﷺ। আপনি পরিপূর্ণভাবে নামায আদায় করতে থাকেন (لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ) সূর্য ঢলে পড়ার পর যুহর ও আসর (اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ) এবং রজনীর উপস্থিতির পর মাগরিব ও ইশা (وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ) আর ফজরের সালাত (اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا) নিশ্চয়ই ফজরের সালাতের সময় দিন ও রাতের উভয় দলের ফিরেশতারা উপস্থিত হয়।

(وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ) আর রজনীর একাংশেও কুরআন পাঠ সহ তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন, (نَافِلَةً لَّكَ) নিদ্রার পর এই তাহাজ্জুদ আপনার জন্যে অতিরিক্ত, ব্যাখ্যান্তরে, এটা আপনার জন্যে স্বতন্ত্র। (عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا) নিশ্চয়ই আপনার প্রভু আপনাকে প্রশংসিত স্থানে দণ্ডায়মান

করবেন আর তা হবে সুপারিশের প্রশংসিত স্থান। সেই স্থানে দণ্ডায়মান পর্যন্ত আগত সকলেই আপনার প্রশংসা করতে থাকবে।

(৮০) وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّي مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ۝

(৮১) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

(৮২) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

(৮৩) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝

৮০. বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে নিক্রান্ত করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার নিকট হতে আমাকে দান করিও সাহায্যকারী শক্তি।

৮১. এবং বল, 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে,' মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।

৮২. আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

৮৩. আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।

(وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ) আর আপনি এই প্রার্থনা করুন, হে আমার প্রভু। আমাকে মদীনায় সত্যের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট করুন তখন তিনি মদীনার বাহিরে ছিলেন (وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ) এবং আমাকে মদীনাতে অবস্থানের পর সেখান থেকে সত্যের ভিত্তিতে বহির্গত করে মক্কায় প্রবিষ্ট করুন। অন্য বর্ণনায় আছে যে, আমাকে কবরে সত্য সহকারে প্রবেশ করান এবং কিয়ামত দিবসে সত্য সহকারে বহির্গত করুন। (وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا) আর আমাকে আপনার পক্ষ হতে প্রতিরক্ষাকারী বিজয়ের অধিকারী করুন যার সাথে কোন অপমান থাকবে না এবং কোন কথার প্রত্যাখ্যানও করা হবে না।

(وَقُلْ جَاۤءَ الْحَقُّ) আর আপনি বলে দিন, সত্য সমাগত হয়েছে মুহাম্মদ ﷺ কুরআন সহ আবির্ভূত হয়েছেন। ব্যাখ্যান্তরে, ইসলাম বিজয় লাভ করেছে এবং মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করেছে (وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) এবং অসত্য বিলুপ্ত হয়েছে শয়তান শিরক এবং মুশরিকরা ধ্বংস হয়েছে। (اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا) নিশ্চয়ই অসত্য অর্থাৎ, শয়তান, শিরক এবং মুশরিক সম্প্রদায় ধ্বংস হবারই।

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ) আর আমি কুরআনে এমন বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করি যা আরোগ্যজনক জ্ঞানের দৃষ্টিহীনতা থেকে। ব্যাখ্যান্তরে, কুফ্‌র, শিরক এবং মুনাফিকীর ব্যাখ্যা দান করে (وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ) এবং মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্যে অনুগ্রহ স্বরূপ শাস্তি হতে মুক্তি দাতা। (وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا) পক্ষান্তরে কুরআনে অবতীর্ণ বিষয় দিয়ে মুশরিকদের ক্ষতিই বৃদ্ধি লাভ করে।

(وَاِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰبِجَانِبِهٖ) আর যখন আমি কাফির ব্যক্তিকে প্রচুর অর্থ এবং জীবিকা দিয়ে অনুগৃহীত করি তখন সে প্রার্থনা এবং কৃতজ্ঞতা থেকে বিমুখ হয় এবং ঈমান হতে দূরে সরে

পড়ে। (وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا) আর যখন তার উপর বিপদ এবং অভাব আসে তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ে যায়। এই আয়াতটি "উতবাহ ইবন্ রাবীআহ" সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়ে ছিল।

(٨٤) قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۠

(٨٥) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

(٨٦) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۙ

(٨٧) اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا

(٨٨) قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

৮৪. 'বল, 'প্রত্যেকেই নিজ পৃকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল।

৮৫. তোমাকে তারা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ্' আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে সামান্যই।

৮৬. ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম; তা হলে এই বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পাইতে না।

৮৭. এটা প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাঁর মহাঅনুগ্রহ।

৮৮. বল, 'যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন্ন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না।'

(قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলে দিন যে, তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ উদ্দেশ্যে ও পন্থায় কার্য সম্পাদন করে থাকে। ব্যাখ্যান্তরে, নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ ও স্বভাব অনুসারে কার্য নির্বাহ করে থাকে (فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا) কিন্তু তোমাদের প্রভুই সঠিক পথে অর্থাৎ দীনের উপরস্থিত ব্যক্তি সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

(وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ) হে মুহাম্মদ ﷺ মক্কাবাসী আবু জাহ্‌ল এবং তার সহচররা আপনাকে 'আত্মা' সম্পর্কে প্রশ্ন করে (قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ) আপনি বলে দিন, আত্মা আমার প্রভুর বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। ব্যাখ্যান্তরে আত্মার বিষয়টি আমার প্রভুর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। (وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا) আর তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অবস্থিত জ্ঞান হতে কিঞ্চিত মাত্র প্রদান করা হয়েছে।

(وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ) এবং যদি আমি ইচ্ছা করি তবে জিব্রাঈলের মাধ্যমে যা আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি তা বিস্মৃত করে দিতে পারি। (ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا) তারপর আপনি এই ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিভাবক অথবা প্রতিরক্ষক পাবেন না।

(اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ) কিন্তু আপনার অন্তরে কুরআন সংরক্ষিত রাখা আপনার প্রভুরই অনুগ্রহ। (اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا) নিশ্চয়ই নবুওয়াত এবং ইসলামের মাধ্যমে আপনার প্রতি তাঁর বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে।

(قُلْ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলে দিন (لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ) যদি সমস্ত জিন ও মানব এই কুরআন সদৃশ আদেশ, নিষেধ, পুরস্কার এর প্রতিশ্রুতি, শাস্তির হুমকি, রহিতকারী, রহিত, মুহ্‌কাম (সুস্পষ্ট), মুতাশাবিহ (রূপক) আয়াতসমূহ এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদ সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তথাপি তারা অনুরূপ পেশ করতে সক্ষম হবে না, (وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا) যদিও তারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী হয়।

(৮৯) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ○

(৯০) وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ۙ

(৯১) اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۙ

(৯২) اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۙ

(৯৩) اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۠

৮৯. 'আর অবশ্যই আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফ্‌রী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হল না।'

৯০. এবং তারা বলে, 'আমরা কখনই তোমাতে ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে।

৯১. 'অথবা তোমার খেজুরের ও আংগুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদী-নালা।

৯২. 'অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশ্‌তাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে।

৯৩. 'অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও ঈমান আনব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ না করবে যা আমরা পাঠ করব। বল, 'পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো হচ্ছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।'

(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) আর নিশ্চয়ই আমি মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে এই কুরআনে প্রতিশ্রুতি ও হুমকি উভয় পন্থায় বর্ণনা প্রদান করেছি। (فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا) তথাপি অধিকাংশ লোক অস্বীকারই করেছে এবং অবিশ্বাসের উপর বহাল রয়েছে।

(وَقَالُوْا) আর তারা অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমাইয়া মাখ্‌যুমী। এবং তার সহচররা বলে থাকে (لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا) আমরা কখনও আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না যে পর্যন্ত আপনি আমাদের জন্যে মক্কার ভূমি বিদীর্ণ করে প্রস্রবণ ও নদীসমূহ প্রবাহিত না করেন।

(اَوْتَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا) অথবা আপনার জন্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান না হয়, তদুপরি আপনি তন্মধ্যে ভূমি বিদীর্ণ করে স্রোতস্বিনী সমূহ যথাযথ প্রবাহিত না করেন।

(اَوْتُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا) অথবা আপনার বক্তব্য অনুসারে আমাদের উপর আসমানকে খণ্ড খণ্ড করে শাস্তি সহকারে নিক্ষেপ না করেন (اَوْتَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا) অথবা আপনার বক্তব্যের স্বাক্ষী স্বরূপ আল্লাহ্ এবং ফিরিশতাদেরকে উপস্থিত না করেন।

(اَوْيَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ) অথবা আপনার জন্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত একটি গৃহ স্থাপিত না হয় (اَوْتَرْقٰى فِى السَّمَاءِ) অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করে আমাদের নিকট ফিরিশ্তাদেরকে উপস্থিত না করেন যারা এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আপনি আমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল। (وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ) আর আমরা আপনার আকাশে আরোহণও কদাচ বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত আপনি আল্লাহ্র পক্ষ হতে আমাদের নিকট একটি লিখিত নিদর্শন পেশ না করেন, যা আমরা পাঠ করে এই তত্ত্ব লাভ করব যে, আপনি আমাদের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত মহাপুরুষ। (قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলে দিন আমি আমার প্রভুকে সন্তান-সন্ততি এবং অংশীদার হতে পবিত্র জানি। (هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا) অন্যান্য রাসূলগণের মত আমিও একজন মানুষ ও রাসূল।

(৯৪) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ○

(৯৫) قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○

৯৪. যখন তাদের নিকট আসে পথনির্দেশ তখন লোকদেরকে ঈমান আনা হতে বিরত রাখে তাদের এই উক্তি, 'আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন।'

৯৫. বলুন ফিরিশ্তাগণ যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতে তবে আমি আকাশ হতে ফিরিশতাই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম।

(وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا) আর যখন মক্কাবাসীদের কাছে মুহাম্মদ ﷺ কুরআন সহকারে আগমন করেন, তখন তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হতে বিরত রাখে তাদের এ উক্তি আল্লাহ্ তা'আলা কি একজন মানুষকে আমাদের কাছে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন?

(قُلْ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলুন। (لَوْكَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ) যদি পৃথিবীতে কতিপয় ফিরিশ্তাও নিশ্চিন্ত হয়ে বিচরণ করত এবং বসতি স্থাপন করত (لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا) তবে আমি তাদের প্রতিও আসমান হতে একজন ফিরিশ্তাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করতাম। কারণ আমি ফিরিশ্তাদের প্রতি ফিরেশতা এবং মানুষের প্রতি মানুষ দিয়েই বাণী প্রেরণ করে থাকি।

(٩٦) قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○

(٩٧) وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ۚ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ○

(٩٨) ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ○

৯৬. বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি তো তাঁর বান্দাদের সবিশেষ জানেন ও দেখেন।

৯৭. আল্লাহ্ যাদেরকে পথনির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কাকেও তাদের অভিভাবক পাবে না। কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখনই তাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দিব।

৯৮. এটাই তাদের প্রতিফল, কারণ তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল, "অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও আমরা কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব?"

(قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলুন, আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূল হওয়ার ব্যাপারে আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। (اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا) নিশ্চয়ই, তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি রাসূল প্রেরণের পর ঈমান আনয়নকারী এবং প্রত্যাখ্যান কারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।

(وَمَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) আর যাকে আল্লাহ্ স্বীয় দীনের প্রতি পথপ্রদর্শন করেন সেই দীনের পথ প্রাপ্ত হয়। (وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ) এবং যাদেরকে স্বীয় দীন হতে বিপথগামী করেন আপনি সেই সমস্ত মক্কাবাসীদের জন্যে হিদায়াতের সুযোগ দান কল্পে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী কখনও পাবেন না। (وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا) আর তাদেরকে আমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডলের উপর অন্ধ, বোবা ও বধির করে জাহান্নাম অভিমুখে হেঁচড়ে নিয়ে যাব। তারা কিছুই দেখতে, বলতে শুনতে এবং করতে পারবে না (مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمْ) তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। (كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا) জাহান্নাম এবং তার অগ্নিদাহ যখনই নিস্তেজ হবে, তখনি আমি তাদের জন্যে দাহিকা শক্তি বর্ধিত করে দিব।

(ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا) এই শাস্তিই তাদের প্রতিফল যেহেতু তারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন তথা আমার নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করেছিল। (وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا) এবং মক্কার কাফির সম্প্রদায় বলেছিল, তবে আমরা যখন বিচূর্ণ অস্থিপুঞ্জে এবং বিকৃত মৃত্তিকায় পরিণত হব, তার পরেও কি আমরা নব সৃষ্টিরূপে পুনরুজ্জীবিত হব? আমাদের মধ্যে কি নতুনভাবে আত্মা প্রদান করা হবে? এটা কোন কালেই হবে না।

(৯৯) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ○

(১০০) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ○

(১০১) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ○

(১০২) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ○

৯৯. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান? তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাতে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি সীমালংঘনকারীরা কুফরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হল না।

১০০. বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে, তবুও 'ব্যয় হয়ে যাবে' এই আশংকায় তোমরা তা ধরে রাখতে; মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।

১০১. তুমি বনী ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম; যখন সে তাদের নিকট এসেছিল, ফির'আওন তাকে বলেছিল, হে মূসা! "আমি মনে করি তুমি তো জাদুগ্রস্ত।'

১০২. মূসা বলেছিল, 'তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন– প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফির'আওন! আমি তো দেখছি তোমার ধ্বংস আসন্ন।'

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) মক্কাবাসীরা কি এতটুকুও উপলব্ধি করে না যে যেই আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের সাদৃশ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতেও সক্ষম? (وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ) আর তিনি তাদের জন্যে এমন একটি সময় স্থির করে রেখেছেন যাতে মু'মিনদের কোন সন্দেহ নেই। (فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا) কিন্তু অনাচারীরা অর্থাৎ মুশ্‌রিক সম্প্রদায় শুধু অস্বীকারই করল তার সত্যকে গ্রহণ না করে কুফরের উপর অটল থেকে গেল।

(قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي) হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা আমার প্রভুর নিকট অবস্থিত জীবিকার চাবিকাঠির অধিকারী হতে (إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ) তবে অভাবের আশংকায় তোমরা ব্যয় হতে বিরত থাকতে (وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا) বস্তুত কাফির ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ ও অর্থকাতর।

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) আর নিশ্চয়ই আমি মূসা (আ)-কে নয়টি প্রকাশ্য মু'জিযা প্রদান করেছিলাম শুভ্র হস্ত, যষ্টি, ঝটিকা, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, দুর্ভিক্ষ এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস হওয়া (فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ) অতএব, আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন, যখন তাদের নিকট মূসা (আ) আগমন করেছিলেন (فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا) তখন ফির'আউন তাকে বলেছিল হে মূসা! আমি নিশ্চয় তোমাকে যাদুগ্রস্থ বিবেকহারা মনে করি।

(قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ) মূসা (আ) তাকে বললেন, হে ফির'আউন! নিশ্চয়ই তুমি অবগত আছ (مَا اَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرَ) যে, আমার প্রতি এই সমস্ত নিদর্শন একমাত্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিপতিই অবতরণ করেছেন, আমার নবুওয়াতের ব্যাখ্যাও প্রমাণ স্বরূপ (وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا) আর হে ফির'আউন! আমি তোমাকে অভিশপ্ত কাফির হিসেবে জানি এবং মনে করি।

(١٠٣) فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ۙ
(١٠٤) وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ؕ
(١٠٥) وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۘ
(١٠٦) وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ○

১০৩. অতঃপর ফির'আওন তাদেরকে দেশ হতে উচ্ছেদ করার সংকল্প করল; তখন আমি ফির'আওন ও তার সংগীগণ সকলকে নিমজ্জিত করলাম।

১০৪. এরপর আমি বনী ইস্রাঈলকে বললাম, তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্র করে উপস্থিত করব।

১০৫. আমি সত্য-সহই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্য-সহই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।

১০৬. আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা ক্রমশ অবতীর্ণ করেছি।

(فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ) তারপর সে তাদেরকে জর্দান ও ফিলিস্তিন ভূমিতে গমনে বাধা দিতে ইচ্ছা করল। (فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا) অনন্তর আমি তাকে তার সমস্ত দলবল সহ সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিলাম।

(وَقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ) এবং আমি তার ধ্বংসের পর বনী ইসলাঈলকে বলে দিলাম, (اسْكُنُوا الْاَرْضَ) তোমরা জর্দান ও ফিলিস্তিন ভূমিতে অবতরণ কর (فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ) তারপর যখন মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সময় অন্য বর্ণনায় ঈসা ইব্ন মারইয়ামের অবতরণ কাল উপস্থিত হবে (جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا) যখন আমি তোমাদেরকে এক যোগে উপস্থিত করব।

(وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ) আর আমি জিব্রাঈল (আ)-কে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি সত্য সহকারে অবতরণ করেছি। অর্থাৎ কুরআন সহকারে (وَبِالْحَقِّ نَزَلَ) এবং সেও সত্য সহকারে অর্থাৎ কুরআন সহকারে অবতরণ করেছে। (وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا) আর হে মুহাম্মদ ﷺ আমি আপনাকে বিহিশ্তের সুসংবাদদাতা এবং দোযখ থেকে সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করেছি।

(وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ) আর আমি জিব্রাঈল (আ)-কে এমন কুরআন সহকারে পাঠিয়েছি যাতে আমি হালাল-হারাম, আদেশ নিষেধের বর্ণনা প্রদান করেছি। (لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ) যেন তা আপনি ধীরকণ্ঠে গুরুগম্ভীরভাবে এবং ক্রমশ লোক সমক্ষে আবৃত্তি করেন (وَنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا) এবং আমি একে বিশদ

ভাবে বর্ণনা করেছি। ব্যাখ্যান্তরে আমি জিব্রাঈল (আ)-কে কুরআনের একটি, দু'টি, তিনটি এবং ততোধিক আয়াত সহকারে বিভিন্ন সময়ে পাঠিয়েছি।

(১০৭) قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ

(১০৮) وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا

(১০৯) وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۩

(১১০) قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

১০৭. বল, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ে।

১০৮. তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে।

১০৯. 'এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।'

১১০. বল, 'তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহ্বান কর বা 'রাহ্মান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। তোমরা সালাতে স্বরউচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না; এবং দু'য়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।'

(قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর বা না কর এটা তাদের প্রতি একটি হুমকি। (اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ) নিশ্চয়ই কুরআনের পূর্বে যাদেরকে মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলী বিশিষ্ট 'তাওরাতের' জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল, (اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ) যখন তাদের নিকট কুরআন আবৃত্তি করা হতে থাকে (وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا) তখন তারা অবনত আননে আল্লাহ্ তা'আলাকে সিজ্দা করে।

(وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا) এবং তারা বলে, আমাদের প্রভু সন্তান-সন্ততি এবং অংশীদার হতে পবিত্র। (اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا) নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রেরণ সম্বন্ধে আমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী ও সত্য।

(وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ) আর তারা সিজ্দায় কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে। (وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا) এবং এটা তাদের নম্রতা বৃদ্ধি করে দেয়। এই আয়াতটি আব্দুল্লাহ্ ইবন সালাম এবং তাঁর সহচর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা আল্লাহ্ নামে আহ্বান কর বা রাহ্মান নামে আহ্বান কর, যে নামেই আহ্বান করবে (তা উত্তম কেননা) তাঁরই জন্যে সমস্ত শীর্ষস্থানীয় গুণ যেমন, জ্ঞান, শক্তি, শ্রবণ ও দর্শন। অতএব তাঁকে এই সমস্ত গুণ সম্বলিত নামে আহ্বান করো। (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ) আর আপনি সালাতে উচ্চকণ্ঠে কুরআন আবৃত্তি করবেন না। যেন মুশরিক সম্প্রদায় আপনাকে কষ্ট না দেয়। (وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) এবং কুরআন আবৃত্তি এমন মৃদু স্বরেও করবেন না যাতে

আপনার সহচররা শ্রবণ করতে না পারে। (وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً) বরং উচ্চরব এবং মৃদুস্বরের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করুন।

(١١١) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝

১১১. বল, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।'

(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا) আর আপনি বলুন, সমস্ত কৃতজ্ঞতা এবং প্রভুত্ব সেই আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে, যিনি ফিরেশ্‌তা সম্প্রদায় এবং মানব জাতি হতে কোন সন্তান-সন্ততি পরিগ্রহণ করেননি। সুতরাং কেউ তাঁর রাজত্বে উত্তরাধিকারী হতে পারে না। (وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ) এবং তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই– সুতরাং কেউ তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে পারে না (وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ) আর মানব জাতির সর্বাধিক অপমানিত সম্প্রদায় ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্য হতে তাঁর কোন সাহায্যকারীও নেই। ব্যাখ্যান্তরে, তিনি কখনও অপমানিত হয়ে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে হতে কোন সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী হন না। (وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا) আর আপনি ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের বক্তব্য হতে তাঁর বিশেষ মহত্ত্ব ঘোষণা করুন। আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর কিতাবের রহস্যসমূহ সম্বন্ধে সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

سُوْرَةُ الْكَهْفِ

সূরা কাহ্ফ

যে সূরায় গুহা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে, তা সম্পূর্ণ মক্কী, কিন্তু "ওয়াইনাহ ইবন্ হিস্ন ফযারীর আলোচনা বিশিষ্ট আয়াতদ্বয় মাদানী। এই সূরায় মোট আয়াত, ১১০, এবং মোট শব্দ, ১৫৬৭ ও মোট অক্ষর, ৬৪৬০।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

উপরোক্ত সনদে ইবন আব্বাস (রা) হতে নিম্নরূপ তাফসীরসমূহ বর্ণিত আছে।

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ
(٢) قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ
(٣) مّٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি।
২. একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য, এবং মু'মিনগণ, যারা সৎকর্ম করে, তাদেরকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য যে, তাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার।
৩. যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী।

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) সমস্ত কৃতজ্ঞতা এবং প্রভুত্ব সেই আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে (الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ)। যিনি স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি কুরআন সহকারে জিবরাঈল (আ)-কে অবতীর্ণ করেছেন। (وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا) এবং সেখানে কোন বক্রতার স্থান দেননি অর্থাৎ, একত্ববাদ এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলী ও প্রশংসার ক্ষেত্রে একে তাওরাত, ইঞ্জিল এবং অন্যান্য (খোদা প্রদত্ত) গ্রন্থের পরিপন্থী অবতীর্ণ করেন নি। ইয়াহুদীরা যখন বলেছিলে কুরআন অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিপরীত ও পরিপন্থী তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

(قَيِّمًا) সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে। ব্যাখ্যান্তরে অন্যান্য কিতাবসমূহের প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে অন্য বর্ণনায় আছে, সঠিকভাবে। (لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ) যেন মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথ থেকে

কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন (وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا) এবং যেন মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের মাধ্যমে ঐ সমস্ত খাঁটি মু'মিনদেরকে যারা স্বীয় প্রভুর নির্দেশাবলী পালন করে, এই সু-সংবাদ প্রদান করেন যে, তাদের জন্যে জান্নাতে উত্তম প্রতিদান রয়েছে (مَاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا) যাতে তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে থাকবে। তাদের সেখানে মৃত্যুও ঘটবে না এবং সেখান থেকে কখনও বহিষ্কৃতও হবে না।

(٤) وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝
(٥) مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝
(٦) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝
(٧) اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝

৪. এবং সতর্ক করার জন্য তাদেরকে যারা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।
৫. এই বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কী সাংঘাতিক! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।
৬. তারা এ বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবত তাদের পিছনে ঘুরে তুমি দুঃখে আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বে।
৭. পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি, মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।

(وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا) এবং যেন মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের মাধ্যমে ঐ সমস্ত লোককে ভয়প্রদর্শন করেন, যারা বলে থাকে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং কতিপয় মুশরিক লোক।

(مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ) এই উক্তির পক্ষে তাদের নিকট কোন প্রমাণ ও যুক্তি নেই এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকটও প্রমাণ ছিল না অর্থাৎ এ সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না। (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ) তাদের মুখ নিঃসৃত এই শিরকের বাক্য কী সাংঘাতিক। (اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا) তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি শুধু মিথ্যা কথাই বলছে।

(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ) তবে হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি সম্ভবত তাদের কারণে স্বীয় জীবন বিনাশ করে ফেলবেন। (اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا) যদি তারা এই কুরআন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, সেই দুঃখে।

(اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا) নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর অন্তর্গত পুরুষ ও নারী সমাজকে পৃথিবীর শোভা করেছি (لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا) যেন আমি পরীক্ষা করে দেখি যে, তাদের মধ্যে কে কর্ম সম্পাদনে অধিক খাঁটি। ব্যাখ্যান্তরে, আমি পৃথিবীর তৃণলতা, বৃক্ষরাজি, পশুশ্রেণী এবং অন্যান্য সম্পদকে পৃথিবীর জন্যে সৌন্দর্য স্বরূপ সৃষ্টি করেছি; যেন আমি পরীক্ষা করে নিতে পারি তাদের মধ্যে কে দুনিয়ার প্রতি অধিক আকৃষ্ট এবং কে অধিক দুনিয়া ত্যাগী।

(٨) وَإِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝

(٩) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝

(١٠) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

(١١) فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝

(١٢) ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا أَمَدًا ۝

৮. তার উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মসৃণ ময়দানে পরিণত করব।

৯. তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?

১০. যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় লইল তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।'

১১. অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম।

১২. পরে আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোনটি তাদের অবিস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

(وَإِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا) এবং আমি নিশ্চয়ই পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্যকে বিকৃত করে তৃণ লতাহীন মসৃণ মৃত্তিকায় পরিণত করব।

(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا) হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি কি এই ধারণা পোষণ করেন যে, গুহা পর্বতবাসী এবং স্মৃতি ফলক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের বিস্ময়কর ছিল? অথচ, সূর্য, চন্দ্র, আসমান, জমীন, নক্ষত্ররাজি, পর্বতমালা এবং সমুদ্রসমূহ ততোধিক বিস্ময়কর। প্রকাশ থাকে যে, 'কাহ্ফ' ঐ পর্বতকে বলা হয় যার মধ্যে গুহা থাকে এবং 'রাকীম' হল ঐ নির্মিত ফলকটি যাতে যুবকদের নাম ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ ছিল। মতান্তরে, 'রাকীম' হল উক্ত গুহা বিশিষ্ট পর্বত সংলগ্ন প্রান্তরটি। কারো মতে 'রাকীম' শহরের নাম ছিল।

(إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً) তারপর যারা গুহায় প্রবেশ করে বলল, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে আপনার নিকট হতে অনুগ্রহ প্রদান করুন অর্থাৎ, আপনার দীনের উপর অটল রাখুন। (وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا) এবং আমাদেরকে আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার উপায় করে দিন।

(فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا) অনন্তর, আমি উক্ত পর্বতে তাদের উপর নিদ্রা অবতীর্ণ করে তাদেরকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বছরসমূহে নিদ্রামগ্ন রাখলাম। তাহল ৩০৯ বছর।

(ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ) তারপর আমি তাদেরকে সেই অবস্থায় সচেতন করলাম, যে অবস্থায় তারা নিদ্রা গমন করেছিল। (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا أَمَدًا) যেন আমি দেখে নিতে পারি যে, মু'মিন এবং কাফির সম্প্রদায়দ্বয়েরকে তাদের পর্বতে অবস্থানের নির্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে অধিক স্মৃতি সম্পন্ন।

(١٣) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ۝

(١٤) وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰـهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ۝

(١٥) هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۢ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝

১৩. আমি তোমার নিকট তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি ঃ তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম।

১৪. এবং আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল, 'আমাদের প্রতিপালক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহ্‌কে আহ্বান করব না; যদি করে বসি, তবে তা অতিশয় গর্হিত হবে।

১৫. 'আমাদেরই এই স্বজাতিগণ, তাঁর পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করেছে। তারা এই সমস্ত ইলাহ্ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে?'

(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ) আমিই আপনাকে কুরআন এর মাধ্যমে তাদের সংবাদ জ্ঞাপন করছি। (اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى) বস্তুত তারা ছিল এমন কতিপয় যুবক যারা স্বীয় প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে স্বীয় দীন সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম। ব্যাখ্যান্তরে, আমি তাদেরকে স্বীয় দীনের উপরে অটল রেখেছিলাম। অপর ব্যাখ্যা মতে আমি তাদেরকে ঈমানের উপর দৃঢ়তা প্রদান করেছিলাম।

(وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ) আর আমি সেই মুহূর্তে তাদের হৃদয়সমূহ ঈমান দিয়ে সংরক্ষণ করেছিলাম ব্যাখ্যান্তরে, সেই সময় আমি তাদেরকে ধৈর্য্য শক্তি প্রদান করেছিলাম। (اِذْ قَامُوْا) যখন তারা কাফির সম্রাট দকয়ানূসের নিকট হতে প্রস্থান করেছিল (فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) তারপর তারা বলছিল, আমাদের প্রভু তো তিনিই যিনি আসমানসমূহ ও জমীনের অধিপতি। (لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰـهًا) আমরা কখনো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন প্রভুর উপাসনা করব না। (لَقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا) অন্যথা আমরা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মিথ্যা এবং বাতিল উক্তি করে ফেলব।

(هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً) এই যে, আমাদের জাতি, তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য প্রভুর অর্থাৎ প্রতিমাসমূহের উপাসনা করে আসছে। (لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۢ بَيِّنٍ) তারা কেন ঐগুলির উপাসনার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অনুরূপ আদেশ প্রদান করেছেন। (فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا) তবে যে আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে অংশীদার সাব্যস্ত করে তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তাদের অপেক্ষা অধিক অনাচারী আর কেউ নেই।

(١٦) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ فَأْوُا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ○

(١٧) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ○

(١٨) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ○

১৬. তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের হতে ও তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের হতে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।

১৭. তুমি দেখতে পেতে তারা গুহায় প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহায় দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়ে যায় এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করে বামপার্শ্ব দিয়ে, এই সমস্ত আল্লাহ্র নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখন তার কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।

১৮. তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডান দিকে ও বাম দিকে এবং তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি পিছন ফিরিয়ে পলায়ন করতে ও তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

(وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ) আর তোমরা যখন তাদেরকে ও তাদের দীনকে এবং তারা আল্লাহ্ ছাড়া যে সমস্ত প্রতিমার উপাসনা করে সেগুলিকে বর্জন করেছ; তখন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। (فَاْوٗا اِلَى الْكَهْفِ) অতএব, তোমরা এই পর্বত গুহায় প্রবেশ কর (يَنْشُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهٖ) তখনই তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ দান করবেন- (وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا) তোমাদের কাজকর্ম ফলপ্রসূ করার ভবিষ্যতের জন্যে ব্যবস্থা করে দিবেন।

এ সব ছিল ঐ যুবকদের বক্তব্য (وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ) আর আপনি পরিদর্শন করবেন যে, সূর্য উদয়কালে তাদের পর্বত গুহা হতে দক্ষিণে সরে যায় (وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ) এবং অস্ত গমনের সময় গুহার বাম দিকে থেকে তাদের কে পরিত্যাগ করে (وَهُمْ فِىْ فَجْوَةٍ مِنْهُ) আর তারা অবস্থান করছিল গুহার একপার্শ্বে। ব্যাখ্যান্তরে, তারা ছিল পর্বতের এক আলোকচ্ছটা বিশিষ্ট প্রশস্ত স্থানে (ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ) আমার বর্ণনাকৃত তাদের এই ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। (مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) আল্লাহ্ যাকে স্বীয় দীনের পথ প্রদর্শন করেন, সেই তার দীনের পথ প্রাপ্ত হয় (وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا) এবং যাকে স্বীয় দীন হতে বিপথগামী করেন, তার জন্যে আপনি হিদায়াতের সুযোগ সরবরাহকারী কোন সহায়ক পাবেন না।

(وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ) আর হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে জাগ্রত ধারণা করতেন, অথচ, তারা নিদ্রাভিভূত ছিল। (وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ) আর আমি বছরে একবার তাদেরকে ডানদিকে এবং বাম দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়ে দিতাম যেন জমীন তাদের গোস্ত ভক্ষণ করতে না পারে। (وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ) এবং তাদের 'কিতমীর' নামী কুকুরটি দ্বার প্রান্তে স্বীয় থাবাদ্বয় প্রসারিত করে শুয়েছিল। (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا) যদি আপনি ঐ অবস্থায় তাদের প্রতি তাকাতেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি তাদের নিকট হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করতেন এবং তাদের কারণে ভীত হয়ে পড়তেন।

(১৯) وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ۝

১৯. এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল, 'তোমরা কত কাল অবস্থান করেছ?' কেউ কেউ বলল, 'আমরা অবস্থান করেছি এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।' কেউ কেউ বলল, তোমরা কত কাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর। সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম ও তা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাকেও কিছু জানতে না দেয়।

(وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ) আর এভাবে আমি তিনশত নয় বছর অতিক্রম হওয়ার পর তাদেরকে নিদ্রা থেকে উত্থিত করেছিলাম (لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ) যেন তারা পরস্পর আলোচনা করতে পারে (قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ) তাদের মধ্যে জনৈক বক্তা অর্থাৎ তাদের নেতা এবং মহোত্তম ব্যক্তি 'মুকসালমীনা' প্রশ্ন করল, (كَمْ لَبِثْتُمْ) তোমার নিদ্রার পর অত্র গুহায় কতকাল অবস্থান করেছ? (قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا) তারা উত্তর করল, আমরা একদিন অবস্থান করেছি। তারপর যখন তারা বহির্দেশে পদার্পণ করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখল যে, তা অস্তমিত হওয়ার সময় কিছুমাত্র বাকি আছে। তখন তারা বলল, (اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) অথবা একদিনের কিয়দাংশ। (قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ) তারা অর্থাৎ 'মুকসালমীনা' বলল, তোমাদের প্রভুই এই বিষয়ে অধিক অবগত আছেন যে, তোমরা নিদ্রার পর কত কাল অবস্থান করেছ। (فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ) (اِلَى الْمَدِيْنَةِ) এখন তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি 'তামলীখা'কে তোমাদের এই দিরহামগুলোসহ 'ইফসোস' শহরে প্রেরণ কর। (فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا) সে পরীক্ষা করে দেখবে যে, কোন খাদ্যটি প্রচুর। ব্যাখ্যান্তরে সে দেখবে, উৎকৃষ্ট রুটি ও হালাল গোস্ত কোনটি। (فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ) তারপর সে তা হতে তোমাদের নিকট কিছু খাদ্য নিয়ে আসবে (وَلْيَتَلَطَّفْ) আর সে ক্রয় কালে নম্রতা অবলম্বন করবে (وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا) এবং সে 'মাজুসী' (অগ্নিপূজক বা সূর্য পূজক) সম্প্রদায়ের কাউকে যেন তোমাদের বিষয় অবগত না করে।

(٢٠) إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ○

(٢١) وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ○

(٢٢) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ○

২০. 'তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে লইবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনও সাফল্য লাভ করবে না।

২১. এভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করতেছিল তখন অনেকে বলল, 'তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর।' তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয় ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল, 'আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করব।

২২. কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর' এবং কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর', অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।' বল, 'আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন', তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করিও না এবং এদের কাকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না।

(إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ أَوْيُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ) নিশ্চয়ই ঐ মাজূসীরা যদি তোমাদের সন্ধান পেয়ে যায় তাহলে হয় তোমাদের হত্যা করবে অথবা তাদের মাজূসী ধর্মে প্রত্যাবর্তিত করবে (وَلَنْ تُفْلِحُوْا إِذًا أَبَدًا) এবং তোমরা যদি তাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন কর, তাহলে কখনো আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি হতে মুক্তি পাবে না।

(وَكَذٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ) আর এভাবে আমি 'ইফসোস' নগরীর মু'মিন এবং কাফির সম্প্রদায়কে তাদের সম্বন্ধে অবগত করেছিলাম। তখন তাদের সম্রাট ছিল 'ইউস্তফাদ' নামক জনৈক মুসলমান এবং তারপূর্বে তাদের মাজূসী সম্রাট 'দকয়ানূস' এর জীবনাবসান ঘটে ছিল। (لِيَعْلَمُوْا أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ) যেন তারা অর্থাৎ, মু'মিন ও কাফিররা উপলব্ধি করতে পারে যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্বন্ধে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী (وَأَنَّ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيْهَا) এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। (إِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ) সেই সময়টি স্মরণীয়, যখন তারা স্ব-স্ব বক্তব্যে পরস্পর বিবাদ করছিল (فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ

(بُنْيَانًا) তখন তারা অর্থাৎ, কাফির সম্প্রদায় বলল, তাদের পার্শ্বে একটি মন্দির নির্মাণ কর। কারণ তারা আমাদের ধর্মাবলম্বী ছিল। (رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ) তাদের প্রভুই তাদের সম্বন্ধে অধিক অবগত ছিলেন (قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ) যারা স্বীয় বক্তব্যে জয়ী হয়েছিল। অর্থাৎ মু'মিন সম্প্রদায় তারা বলল, (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا) আমরা তাদের পার্শ্বে অবশ্যই একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিব। কারণ তারা আমাদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাদের বিবাদ ও এই বিষয়ে ছিল।

(سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ) নাজরান এলাকার খ্রিস্টান সম্প্রদায় বলবে, তারা তিনজন, তাদের চতুর্থ হল তাদের কুকুর 'কিতমীর' এই উক্তি হল তাদের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী 'সৈয়দ' এবং তার সহচরদের। তারা হল, 'নাস্‌তুরিয়া' সম্প্রদায়। (وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ) এবং পরবর্তী পদের অধিকারী "আকিব' এবং তার অনুসারীরা তথা "মারইয়া কবিয়াহ্" সম্প্রদায় বলবে, তারা পাঁচজন তাদের ষষ্ঠ হল তাদের কুকুর। (رَجْمًا بِالْغَيْبِ) তারা অদৃশ্যের প্রতি অনুমান করে এবং সঠিক জ্ঞান ছাড়া এভাবে উক্তি করছে (وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) আর সম্রাটের অনুসারীরা তথা 'মালিকানিয়াহ' সম্প্রদায় বলবে তারা সাত জন তাদের অষ্টম হল তাদের কিতমীর (قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আমার প্রভুই তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে অধিক অবগত। (مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ) তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে সল্প সংখ্যক মু'মিন লোকই অবগত রয়েছে। ইবন আব্বাস (রা) বলছেন যে, আমি সেই অল্প সংখ্যক এর মধ্যে একজন। তাঁরা হল কুকুর ছাড়া আটজন। (فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا) অতএব, আপনি গুহাবাসীদের সম্বন্ধে তাদের সাথে তর্ক করবেন না। তাদের নিকট প্রকাশ্যে কুরআন আবৃত্তি করা ছাড়া (وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا) আর আপনি গুহাবাসীদের সংখ্যা সম্বন্ধে তাদের কারো কাছে জিজ্ঞাসা করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যা বর্ণনা করেছেন, তাই আপনার জন্যে যথেষ্ট।

(٢٣) وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَاْىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۙ

(٢٤) اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۡوَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۝

২৩. কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিও না, 'আমি তা আগামী কাল করব–

২৪. 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এই কথা না বলে।' যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালকে স্মরণ করিও এবং বলিও, 'সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এটা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করবেন।'

(وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا) আর হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি কোন বিষয়ে এভাবে বলবেন না যে, আমি নিশ্চয়ই আগামীকাল এটা করব বা বলব।

(اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ) কিন্তু আপনি বলতে পারেন, 'ইন্‌শা আল্লাহ্' যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ) আর আপনি যখন বিস্মৃত হন, তখনও 'ইনশা আল্লাহ্' বলে স্বীয় প্রভুকে স্মরণ করবেন যদিও তা কিছুক্ষণ পরে হয়। (وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا) এবং আপনি বলে দিন, আমি আশা করি, আমার প্রভু আমাকে এটা অপেক্ষাও অধিক সঠিক বিষয়ের প্রতি পথপ্রদর্শন করবেন। এই

আয়াতটি আল্লাহ্র নবী ﷺ -এর সম্বন্ধে তখনই অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন মক্কাবাসী মুশরিক সম্প্রদায় তাকে রূহ্ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন যে, আগামীকাল তোমাদেরকে উত্তর প্রদান করব, কিন্তু 'ইনশাআল্লাহ্' বলেছিলেন না।

(٢٥) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا○
(٢٦) قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ۗ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۚ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا○
(٢٧) وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا○
(٢٨) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا○

২৫. তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শত বছর, আরও নয় বছর।

২৬. তুমি বল, 'তারা কত কাল ছিল তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ব্যতীত তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই। তিনি কাকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।

২৭. তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব হতে পাঠ করে শুনাও। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাবে না।

২৮. তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে লইও না। তুমি তার আনুগত্য করিও না– যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।

(وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا) আল্লাহ্ তাদেরকে নিদ্রা হতে উত্থিত করার পূর্বে তারা স্বীয় গুহায় তিনশত বছর এবং আরও নয় বসর যাবৎ ছিল।

(قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলে দিন, তারপর তাদের অবস্থান কাল সম্বন্ধ আল্লাহ্ই অধিক অবগত রয়েছেন (لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের অদৃশ্য-জ্ঞান তাঁরই নিকট। 'গাইব' হল ঐ বিষয়টি যা বান্দাদের নিকট অদৃশ্য। (اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ) তিনি তাদের বিষয়ে এবং তাদের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্ময়কর পরিদর্শক ও বিস্ময়কর শ্রবণকারী। (مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ) আল্লাহ্ ছাড়া তাদের এমন কোন সাহায্যকারী নেই যে, তাদের প্রতিরক্ষা করতে পারে। ব্যাখ্যান্তরে, মক্কাবাসীদের জন্যে আল্লাহ্র শাস্তি হতে রক্ষা করার নিমিত্ত এমন কোন আত্মীয় নেই যে, তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারে (وَلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖ اَحَدًا) এবং তিনি স্বীয় অদৃশ্যের আদেশে কাউকে অংশীদার করেন না।

(وَاتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ) আর আপনি সেই কিতাবটি আবৃত্তি করুন, যা আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে অর্থাৎ, আপনি তাদের নিকট কুরআন আবৃত্তি করুন এবং তার মধ্যে হ্রাস

বৃদ্ধি করবে না। (لَامُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ) তাঁর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই (وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا) এবং আপনি আল্লাহ্ ছাড়া কোন আশ্রয় স্থল কখনও পাবেন না।

(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ) আর আপনি নিজেকে তাদের সাথে নিবদ্ধ রাখুন যারা সকালে ও সন্ধ্যায় স্বীয় প্রভুর ইবাদত করতে থাকে, অর্থাৎ, সালমান (রা) এবং তাঁর সাথীরা। (يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَاتَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) এবং আপনার চক্ষুদ্বয় যেন, পার্থিব জীবনের আড়ম্বর কামনায়, তাদের হতে সরে না পড়ে। (وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا) আর আপনি সেই ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ হতে অর্থাৎ, আমার একত্ববাদ হতে উদাসীন করে রেখেছি (وَاتَّبَعَ هَوٰهُ) এবং যে প্রতিমার উপাসনায় স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে (وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا) এবং তার কার্যকলাপ বিনষ্ট হয়েছে। এই আয়াতটি ওয়াইনাহ্ ইব্‌ন হিস্‌ন ফযারী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(٢٩) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾
(٣٠) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

২৯. বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী, তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে; এটা নিকৃষ্ট পানীয়! আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।

৩০. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে– আমি তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না– যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে।

(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ) আর আপনি 'ওয়াইনাহ'কে বলে দিন, সত্য অর্থাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর' বাণী তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতেই আগত। (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) অতএব, যার ইচ্ছা ঈমান আনয়ন করুক এবং যার ইচ্ছা কাফির থাকুক। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে একটি সতর্ক বাণী। ব্যাখ্যান্তরে, যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ ঈমানের ইচ্ছা করেছেন সে ঈমান এনেছে, এবং যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ কুফরের ইচ্ছা করেছেন সে কাফির রয়ে গিয়েছে। (اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا) নিশ্চয়ই আমি সেই অনাচারী 'ওয়াইনাহ' এবং তার অনুসারীদের জন্যে এমন অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার আবরণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিবে (وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ) আর যদি তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পানির সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে তেলের গাদার ন্যায় পানি দিয়ে সাহায্য করা হবে, ব্যাখ্যান্তরে তাদেরকে বিগলিত রৌপ্যের ন্যায় পানি দিয়ে সাহায্য করা হবে, যা মুখমণ্ডলসমূহকে ঝলসিয়ে দিবে (بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا) ওটা কতই নিকৃষ্ট পানীয় এবং সেই দোযখ কতই নিকৃষ্ট বাসস্থান হবে। অর্থাৎ, তাদের শয়তান ও কাফির সাথীদের বাসস্থান অত্যন্ত নিকৃষ্ট হবে।

(إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) নিশ্চয়ই যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি অনুসারে সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে (إِنَّا لَا نُضِيْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) নিশ্চয়ই আমি এভাবে নিখুঁত কর্ম সম্পাদকদের প্রতিদান বিনষ্ট করব না।

(৩১) أُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٔيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝
(৩২) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝
(৩৩) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۝

৩১. তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও তথায় সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল।

৩২. তুমি তাদের নিকট পেশ কর দুই ব্যক্তির উপমা ঃ তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি দ্রাক্ষা-উদ্যান এবং এই দু'টিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র।

৩৩. উভয় উদ্যানই ফলদান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করত না আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর।

(أُولٰئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ) এহেন লোকদের জন্যে করুণাময় কর্তৃক সংরক্ষিত প্রাসাদসমূহ রয়েছে যার বৃক্ষরাজি এবং বাসস্থান সমূহের নিম্নদেশে শরাব, পানি, মধু এবং দুধের স্রোতসিনীসমূহ প্রবাহিত থাকবে। (يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) তাদেরকে জান্নাতে স্বর্ণের হার সমূহ পরিহিত করা হবে (وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ) এবং তারা সবুজ বর্ণের মিহিও পুরু রেশমী বস্ত্রসমূহ পরিধান করবে। (مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ) তারা জান্নাতে সুসজ্জিত পালঙ্ক সমূহের উপর সমাসীন থাকবে (نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا) জান্নাত কতই উত্তম প্রতিদান এবং উৎকৃষ্ট বাসস্থান। অর্থাৎ তাঁদের সাথী নবীদের এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের বাসগৃহ অতি উৎকৃষ্ট।

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ) আর আপনি মক্কাবাসীদের নিকট বণী ইসরাঈলের অপর দুই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করুন। এদের একজন মু'মিন ছিল এবং তার নাম ছিল 'য়াহুযা'। দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফির ছিল এবং তার নাম ছিল 'আবূ ফাতরূস', (جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ) যাদের একজন অর্থাৎ কাফির ব্যক্তিকে আমি আঙ্গুরের দু'টি বাগান প্রদান করে ছিলাম (وَحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ) এবং দু'টিকেই খেজুর বৃক্ষ দিয়ে পরিবেষ্টিত করে ছিলাম। (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا) আর আমি দু'টি বাগানের মাঝখানে শস্যক্ষেত্রও করে দিয়ে ছিলাম।

(٣٤) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا
(٣٥) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا
(٣٦) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا
(٣٧) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا
(٣٨) لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا

৩৪. এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল, অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলিন, ধন-সম্পদের আমি তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী।
৩৫. এভাবে নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে;
৩৬. 'আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।
৩৭. তদুত্তরে তার বন্ধু তাকে বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তার পর পূর্ণাংগ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে?'
৩৮. 'কিন্তু তিনিই আল্লাহ্, আমার প্রতিপালক এবং আমি কাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করব না।'

(وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا) (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا) উভয় বাগানই প্রতি বছর ফল প্রদান করত এবং ফল প্রদানে কোন ত্রুটিও করত না। (وَفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا) আর আমি উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত করেছিলাম।

(وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ) এবং সেই ব্যক্তির নিকট অন্যান্য সম্পদও ছিল। ثَمَرًا এর ث তে পেশ দিয়ে পড়লে এই অর্থ হবে। আর যবর সহকারে পড়লে অর্থ হবে, তার নিকট বাগানের ফলরাশি সঞ্চিত হয়েছিল। (فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗ) তারপর সে আলোচনা প্রসঙ্গে সম্পদের গর্ব প্রকাশ করে তার মু'মিন সাথী য়াহুযাকে বলতে লাগল (اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا) আমি তোমার অপেক্ষা ধন সম্পদ ও জনবলে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী।

(وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ) আর সে কুফরের কারণে নিজের প্রতি অনাচারী সাব্যস্ত হয়ে স্বীয় বাগানে প্রবেশ করল (قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا) বলতে লাগল, আমি তো ধারণা করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হতে পারে।

(وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً) এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে বলে মনে করি না। (وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا) আর যদি তোমার বক্তব্য অনুসারে আমি আমার প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়েই যাই, তবে অবশ্যই আমি এই বাগান অপেক্ষা অধিক উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল লাভ করব।

(قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ) তার মু'মিন সাথী তাকে কুফরী থেকে ফিরানোর উদ্দেশ্যে বলল (اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰكَ رَجُلًا) তুমি কি সেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কুফরী করছ? যিনি তোমাকে আদম (আ) হতে এবং আদম (আ)-কে মৃত্তিকা হতে তারপর তোমাকে তোমার

পিতার শুক্র হতে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর তোমাকে তিনি একজন পরিপূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট মানুষে পরিণত করেছেন।

(لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّىْ وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًا) কিন্তু আমি তো বলি যে, সেই আল্লাহ্ তা'আলাই আমার প্রভু সৃষ্টিকর্তা এবং জীবিকা সরবরাহকারী। আর আমি আমার প্রভুর সাথে কোন প্রতিমাকে অংশীদার সাব্যস্ত করব না।

(٣٩) وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۚ

(٤٠) فَعَسٰى رَبِّيْٓ أَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۙ

(٤١) أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ۝

(٤٢) وَأُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ أَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ أَحَدًا ۝

৩৯. 'তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, 'আল্লাহ্ যা চাহেন তাই হয়, আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই?' তুমি যদি ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে কর–

৪০. 'তবে হয়ত আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হতে নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করবেন, যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে।

৪১. অথবা উহার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও উহার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।

৪২. তার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য আক্ষেপ করতে লাগল যখন তা মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, 'হায়, আমি যদি কাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম।'

(وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ) আর তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ কালে এভাবে কেন বলনি? যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই হয় এটাও আল্লাহ্ প্রদত্ত; আমার কিছু নয় আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তির উৎস নেই এটাও আল্লাহ্র শক্তিতে হয়েছে; আমার শক্তিতে নয়। (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا) যদিও তুমি আমাকে দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পরিচায়কের ক্ষেত্রে তোমা অপেক্ষা হীন দেখছ।

(فَعَسٰى رَبِّىٓ أَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ) তবে অবশ্যই পরকালে তিনি আমাকে তোমার এই দুনিয়ার বাগান অপেক্ষা অনেক উত্তম উদ্যান প্রদান করবেন عَسٰى শব্দটি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা বুঝায়। (وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا) আর তোমার বাগানে আকাশ হতে অগ্নি বর্ষণ করবেন। অনন্তর, তা উদ্ভিদ শূণ্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে।

(أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا) অথবা তার জলরাশি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে ডোলের নাগালের নিচে নেমে যাবে, যাতে করে তুমি কোন কৌশল করে ও তার সন্ধান পাবে না।

(وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ) অবশেষে তার ফলপুঞ্জ ধ্বংস হয়ে গেল। ثمر এর ث অক্ষরে যবর দিলে এই অর্থ হবে। আর পেশ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে, তার যাবতীয় সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ) তারপর সে আক্ষেপে এক হাত দিয়ে আরেক হাতের উপর আঘাত হানতে লাগল। (عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا) উক্ত বাগানে ব্যয়কৃত অর্থের জন্যে; ব্যাখ্যান্তরে, উক্ত বাগানের শস্যের জন্যে (وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا) আর বাগানটি মাচানসহ ভূমিস্যাত হয়ে গেল। (وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا) এবং সে কিয়ামত দিবসে বলবে, হায়! যদি আমি আমার প্রভুর সাথে প্রতিমাসমূহের কোনটিকে অংশীদার সাব্যস্ত না করতাম।

(٤٣) وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۝
(٤٤) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۭ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ۝
(٤٥) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

৪৩. আর আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না।
৪৪. এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানেও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।
৪৫. তাদের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের ঃ এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন হয়, অতঃপর বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

(وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ) আর তার পক্ষে এমন কোন প্রতিরক্ষক দল থাকবে না যারা তাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে মুক্তি দানে সাহায্য করতে পারবে ((وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا)) এবং সে নিজেও আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

(هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ) সেখানে, অর্থাৎ, কিয়ামত দিবসে, প্রশাসন এবং ক্ষমতা একমাত্র ন্যায় সঙ্গত উপাস্যের নিকট থাকবে। (هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا) তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিময়দাতা এবং সর্বশেষ্ট প্রতিদান প্রদানকারী।

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) আর আপনি মক্কাবাসীদেরকে পার্থিব জীবনের স্থায়িত্ব এবং ধ্বংসের উপমা বিবৃত করেন। (كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ) ওটা সেই বৃষ্টির ন্যায় যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি; অনন্তর বৃষ্টির পানি জমিনের উদ্ভিদের সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ উক্ত পানির সাহায্যে উদ্ভিদ উদ্‌গত হয়। (فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ) তারপর ওটা শুষ্ক হয়ে যায়; অবশেষে বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তার কোন অংশই অবশিষ্ট থাকে না। তদ্রূপ, দুনিয়াও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তার কোন অংশই অবশিষ্ট থাকবে না। (وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا) আর আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার ধ্বংস সাধন এবং আখিরাতের স্থায়িত্ব দান তথা প্রতি বিষয়ে সক্ষম।

(٤٦) اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝
(٤٧) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝
(٤٨) وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ۗ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝
(٤٩) وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

৪৬. ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসাবেও উৎকৃষ্ট।

৪৭. স্মরণ কর, যেদিন আমি পর্বতমালাকে করব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাদের সকলকে আমি একত্র করব এবং তাদের কাকেও অব্যাহতি দিব না।

৪৮. এবং তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে, তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ, অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি কখনও উপস্থিত করব না।

৪৯. এবং উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধিদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! তা তো সমস্ত হিসাব রেখেছে।' তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি যুলুম করেন না।

তারপর দুনিয়ার চাকচিক্য উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা মাত্র। এগুলো শুষ্ক উদ্ভিদের ন্যায় একদিন বিলীন হয়ে যাবে। (وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ) পক্ষান্তরে, স্থায়ী সৎকর্মসমূহ অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্তের সালাতসমূহ অন্য বর্ণনায় 'বাকিয়াত' অর্থ ঐ সমস্ত কর্ম যে গুলির প্রতিদান স্থায়ী হবে এবং 'সালিহাত' অর্থ—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

(خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا) আপনার প্রভুর নিকট প্রতিদানে অতি উত্তম এবং আশা আকাঙ্খায় অতীব উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ, বান্দাদের উত্তম প্রতিদানের জন্যে আকাঙ্খিত কর্মসমূহের মধ্যে সালাতই সর্বোৎকৃষ্ট।

(وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ) আর সেই দিনটি স্মরণীয়, যে দিন আমি পর্বতমালাকে ভূপৃষ্ঠ হতে স্থানচ্যুত করব (وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً) এবং আপনি জমীনকে পর্বতমালার নিম্ন হতে অপসৃত হতে দেখবেন। ব্যাখ্যান্তরে আপনি জমীনকে উন্মুক্ত দেখতে পাবেন। (وَحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا) আর আমি তাদেরকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে একত্রিত করব। তারপর তাদের মধ্যে কাউকে ছাড়ব না।

(وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا) এবং তাদেরকে একযোগে আপনার প্রভুর নিকট পরিচালিত করা হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, (لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ) তোমরা এতক্ষণে

তো সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিহীন অবস্থায় আমার সমক্ষে উপস্থিত হয়েছ; যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করে ছিলাম। (بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا) বরং তোমরা দুনিয়াতে বলেছিলে যে, আমি কখনও তোমাদের জন্যে পুনরুত্থানের কোন সময় নির্ধারণ করব না।

(وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ) আর আমলনামা দক্ষিণে এবং বামে উপস্থিত করা হবে। আমলনামাগুলো বরফের মত সকল মানুষের হস্তে উড়ে এসে পড়বে। (فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ) তারপর আপনি অপরাধী মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে আমলনামার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের কারণে ভীত সন্ত্রস্ত দেখবেন (وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا) এবং তারা বলবে, হায়! আমাদের দুর্দশা! এই আমলনামার কি বিস্ময়কর অবস্থা; এটা কোন মহাপাপ বা লঘুপাপ সংরক্ষিত এবং লিপিবদ্ধ না করে ছাড়েনি। এটাও বলা হয় যে, 'সাগীরাহ্' হল মুচকি হাসি এবং 'কাবীরাহ্' হল অট্টহাসি। (وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا) আর তারা ভাল-মন্দ যা কিছু করেছে তা সমস্তই লিপিবদ্ধ পাবে (وَلَايَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا) এবং আপনার প্রভু কাউকে অবিচার করবেন না অর্থাৎ, কারো পুণ্য হতে হ্রাস এবং পাপে বৃদ্ধি করবেন না। বর্ণনান্তরে, কোন মু'মিনের পুণ্য হতে হ্রাস এবং কোন কাফিরের পাপ হতে কোন অংশ পরিত্যাগ করবেন না।

(٥٠) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا○

(٥١) مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا○

৫০. এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফিরিশ্তাগণকে বলেছিলাম, 'আদমের প্রতি সিজ্দা কর', তখন তারা সকলেই সিজ্দা করল ইব্লীস ব্যতীত; সে জিন্দের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতেছ? তারা তো তোমাদের শত্রু। যালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট।

৫১. আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে ডাকি নি এবং তাদের সৃজনকালেও নয়, আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করার নই।

(وَاِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ) আর আমি যখন জমিনের ফিরিশ্তাদেরকে এই আদেশ প্রদান করলাম যে, তোমরা আদম (আ)-কে সম্মানসূচক সিজ্দা কর, (فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْس) তখন তাদের নেতা ইব্লীস ছাড়া সকলেই সিজ্দা করল। (كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ) সে জিন্ জাতির অন্তর্গত ছিল সুতরাং, সে স্বীয় প্রভুর আদেশ পালনে অহঙ্কার এবং সীমালঙ্ঘনপূর্বক আদম (আ)-কে সিজ্দা করতে অস্বীকার করল। (اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ) তবে তোমরা কি আমি আল্লাহ্কে ত্যাগ করে তাকে এবং তার শিষ্যদেরকে প্রভু হিসেবে উপাসনা করছ? অথচ, তারা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا) এটা মুশরিকদের জন্যে উপাসনার ক্ষেত্রে এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট। ব্যাখ্যান্তরে, তাদের আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের পরিবর্তে শয়তানের উপাসনা করাটা কতই নিকৃষ্ট। অপর এক ব্যাখ্যানুসারে, তাদের আল্লাহ্র বন্ধুত্বের পরিবর্তে শয়তানের বন্ধুত্ব গ্রহণ করা কতই না নিকৃষ্ট!

(مَا أَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ) আমি ফিরিশতা সম্প্রদায় এবং শয়তানদেরকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকালে এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টিকালে উপস্থিত রাখিনি ব্যাখ্যান্তরে, আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টিকালে ফিরিশতা সম্প্রদায় ও শয়তানদের কোন সাহায্য গ্রহণ করিনি। (وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا) আর আমি কাফির সম্প্রদায়, ইয়াহুদী খ্রিস্টান ও প্রতিমা পূজারী তথা কোন পথভ্রষ্ট দলকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করি না।

(৫২) وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا

(৫৩) وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا

(৫৪) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

(৫৫) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا

৫২. এবং সেই দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে আহ্‌বান কর।' তারা তখন তাদেরকে আহ্‌বান করবে কিন্তু তারা তাদের আহ্‌বানে সাড়া দিবে না এবং তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস-গহ্বর।

৫৩. অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে, তারা তথায় পতিত হচ্ছে এবং তারা তা হতে কোন পরিত্রাণস্থল পাবে না।

৫৪. আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।

৫৫. যখন তাদের নিকট পথনির্দেশ আসে তখন মানুষকে ঈমান আনা এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হতে বিরত রাখে কেবল এটা যে, তাদের নিকট পূর্ববর্তীদের বেলায় অনুসৃত রীতি আসুক অথবা আসুক তাদের নিকট সরাসরি আযাব।

(وَيَوْمَ يَقُوْلُ) আর সেই কিয়ামত দিবসটি স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিমার উপাসকদেরকে বলবেন, (نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ) তোমরা সেই উপাস্যদেরকে আহ্‌বান কর যাদেরকে তোমরা পূজা করতে এবং আমার অংশীদার সাব্যস্ত করেছিলে যেন তারা তোমাদেরকে আমার শাস্তি হতে রক্ষা করে (فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا) তখন তারা তাদেরকে আহ্‌বান করবে কিন্তু, তারা তাদের আহ্‌বানে সাড়া দিবে না। (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا لَهُمْ) এবং আমি উপাসক এবং উপাস্যের মধ্যে জাহান্নামের একটি উপত্যকা অন্তরায় করে দিব। অথবা অর্থ এই হবে যে, দুনিয়াতে উভয়ের মধ্যস্ত সম্পর্ক এবং ভালবাসাকে আমি আখিরাতে ধ্বংসের কারণে পরিণত করব।

(وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ) আর অপরাধীরা মুশরিকরা জাহান্নাম অবলোকন করবে (فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ) (مُّوَاقِعُوْهَا) তখন তারা অবগত হবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করবে যে, তারা সেখানে অর্থাৎ, জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবেই (وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا) এবং তারা সেখান থেকে পালায়নের কোন পথ পাবে না।

(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) আর নিশ্চয়ই, আমি এই কুরআনে মক্কাবাসীদের জন্যে প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কতার সর্বাধিক বিষয় বর্ণনা করেছি যেন তারা উপদেশ লাভ করে ঈমান আনে। (وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً) এবং মানুষ অর্থাৎ, উবাই ইবন্ খালফ জুমাহী বাতিল বিষয়ে সর্বাধিক বিবাদ প্রিয়। ব্যাখ্যান্তরে, মানুষ অপেক্ষা অধিক বিবাদ প্রিয় আর কেউ নেই।

(وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَاۤءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ) আর 'বদর' দিবসে আক্রান্ত মক্কাবাসীদের নিকট কুরআন সহকারে হযরত মুহাম্মদ ﷺ আগমন করার পরও তাদেরকে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং কুফ্র হতে স্বীয় প্রভুর নিকট তাওবা করে ঈমান আনতে আর কিছুই বিরত রাখেনি (اِلاَّ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ) এটা ছাড়া যে, তাদের প্রতিও পূর্ববর্তীদের ন্যায় শাস্তি স্বরূপ ধ্বংস নেমে আসুক। (اَوْيَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً) অথবা তাদের নিকট বদর দিবসে সামনা সামনি তরবারী যুদ্ধের শাস্তি উপস্থিত হোক।

(٥٦) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْۤا اٰيٰتِيْ وَمَاۤ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ○

(٥٧) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْۤا اِذًا اَبَدًا ○

৫৬. আমি কেবল সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলগণকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু কাফিররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিবার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্দারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সমস্তকে তারা বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে।

৫৭. কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে লয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তবে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা আঁটিয়ে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনও সৎপথে আসবে না।

(وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ) আর আমি রাসূলদেরকে শুধু মু'মিনদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং কাফিরদের জন্যে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করে থাকি। (وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ) এবং কিতাবসমূহ ও রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাসী সম্প্রদায় বাতিল (শিরক) নিয়ে বিবাদ করে থাকে। (لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ) যেন তারা বাতিল দিয়ে সত্য ও হিদায়াতকে বাতিল করে দেয় (وَاتَّخَذُوْۤا اٰيٰتِيْ وَمَاۤ اُنْذِرُوْا هُزُوًا) আর তারা আমার, নিদর্শনসমূহ আমার কিতাব ও রাসূলদেরকে এবং ভয় প্রদর্শিত শাস্তিকে বিদ্রূপের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে।

(وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ) এবং সেই ব্যক্তির চেয়ে আর কেউ অধিক অনাচারী নেই, যাকে স্বীয় প্রভুর নিদর্শনসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রদান করা হলে (فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ) সে

অস্বীকৃতি জ্ঞাপন পূর্বক তৎসমূদয় হতে বিমুখ হয়ে থাকে। এবং তার স্বহস্তে সম্পাদিত পাপরাশি ভুলে যায়। (اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا) আমি তাদের অন্তরসমূহে যবনিকা এবং কর্ণসমূহে বধিরতা প্রদান করেছি; যেন তারা সত্য ও হিদায়াতের বাণী উপলব্ধি ও শ্রবণ না করে। (وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْۤا اِذًا اَبَدًا) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি যদি তাদেরকে একত্ববাদে আহবান ও করেন তথাপি তারা এহেন পরিস্থিতিতে কখনও ঈমান আনয়ন করবে না।

(৫৮) وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۗ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا

(৫৯) وَتِلْكَ الْقُرٰۤى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ۧ

৫৮. এবং তোমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান, তাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইতেন, তবে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যা হতে তারা কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

৫৯. ঐসব জনপদ– তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমালংঘন করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

(وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُوالرَّحْمَةِ) আর আপনার প্রভু পরম ক্ষমাশীল তিনি অতিশয় দয়ালু আযাবকে বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে। (لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ) যদি তিনি তাদেরকে শিরকের অপরাধে ধৃত করতেন তবে নিশ্চয়ই তাদেরকে দুনিয়াতে সত্বর শাস্তি প্রদান করতেন. (بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا) বরং তাদের ধ্বংসের জন্যে একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে তারা কখনো আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে পলায়ন করে অন্যত্র আশ্রয়স্থল পাবে না।

(وَتِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا) আর সেই অতীতের জনপথগুলোকে আমি তখনই ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা কুফর অবলম্বন করে ছিল। (وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا) এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্যে একটি সময় নির্ধারণ করেছিলাম।

[পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা (আ) এবং খিযির (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মূসা (আ)-এর অন্তরে এই প্রতীতি জন্মেছিল যে, পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নেই। অনন্তর, আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে মূসা (আ) নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আমার এমন এক বান্দা আছে যিনি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও ইবাদতকারী। তিনি হলেন, খিযির (আ)। মূসা (আ) প্রার্থনা করলেন যে, হে প্রভু! তাঁর সন্ধান আমাকে প্রদান করুন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বললেন যে, আপনি একটি লোনা মৎস্য সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের তীরে তীরে ভ্রমণ আরম্ভ করুন। তখন আপনি এমন একটি বিরাট আকার শিলা খণ্ডের সম্মুখীন হবেন, যার নিকটে 'আবে হায়াত'– অবস্থিত রয়েছে। আপনি সেখান থেকে কিছু পানি মৎস্যের উপর ছিটিয়ে দিলে মৎস্যটি জীবিত হয়ে যাবে। আর সেখানেই খিযির (আ)-এর দর্শন লাভ করবেন। এতদুপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(مَا أَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ) আমি ফিরিশতা সম্প্রদায় এবং শয়তানদেরকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকালে এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টিকালে উপস্থিত রাখিনি ব্যাখ্যান্তরে, আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টিকালে ফিরিশতা সম্প্রদায় ও শয়তানদের কোন সাহায্য গ্রহণ করিনি। (وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا) আর আমি কাফির সম্প্রদায়, ইয়াহুদী খ্রিস্টান ও প্রতিমা পূজারী তথা কোন পথভ্রষ্ট দলকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করি না।

(৫২) وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا۝

(৫৩) وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا۝

(৫৪) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۝

(৫৫) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۝

৫২. এবং সেই দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর।' তারা তখন তাদেরকে আহ্বান করবে কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস-গহ্বর।

৫৩. অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে, তারা তথায় পতিত হচ্ছে এবং তারা তা হতে কোন পরিত্রাণস্থল পাবে না।

৫৪. আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।

৫৫. যখন তাদের নিকট পথনির্দেশ আসে তখন মানুষকে ঈমান আনা এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হতে বিরত রাখে কেবল এটা যে, তাদের নিকট পূর্ববর্তীদের বেলায় অনুসৃত রীতি আসুক অথবা আসুক তাদের নিকট সরাসরি আযাব।

(وَيَوْمَ يَقُوْلُ) আর সেই কিয়ামত দিবসটি স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিমার উপাসকদেরকে বলবেন, (نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ) তোমরা সেই উপাস্যদেরকে আহবান কর যাদেরকে তোমরা পূজা করতে এবং আমার অংশীদার সাব্যস্ত করেছিলে যেন তারা তোমাদেরকে আমার শাস্তি হতে রক্ষা করে (فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا) তখন তারা তাদেরকে আহবান করবে কিন্তু, তারা তাদের আহবানে সাড়া দিবে না। (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا لَّهُمْ) এবং আমি উপাসক এবং উপাস্যের মধ্যে জাহান্নামের একটি উপত্যকা অন্তরায় করে দিব। অথবা অর্থ এই হবে যে, দুনিয়াতে উভয়ের মধ্যস্ত সম্পর্ক এবং ভালবাসাকে আমি আখিরাতে ধ্বংসের কারণে পরিণত করব।

(وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ) আর অপরাধীরা মুশরিকরা জাহান্নাম অবলোকন করবে (فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا) তখন তারা অবগত হবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করবে যে, তারা সেখানে অর্থাৎ, জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবেই (وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا) এবং তারা সেখান থেকে পালায়নের কোন পথ পাবে না।

আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে। (وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا) এবং সেই মাছটি আশ্চর্য উপায়ে শুষ্ক অবস্থায় স্বীয় পথ করে নিয়েছিল।

(٦٤) قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ۙ

(٦٥) فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝

(٦٦) قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝

(٦٧) قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

(٦٨) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ۝

৬৪. মূসা বলল, 'আমরা তো সেই স্থানটির অনুসন্ধান করতেছিলাম।' অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল।

৬৫. অতঃপর তারা সাক্ষাত পেল আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।

৬৬. মূসা তাকে বলল, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন, এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি?'

৬৭. সে বলল, আপনি কিছুতেই আমার সংগে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।

৬৮. 'যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে?'

(قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ) মূসা (আ) বললেন, ওটাই সেই স্থান যা আমরা অনুসন্ধান করতে ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে খিযির (আ)-এর সন্ধান লাভের জন্য (فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا) অনন্তর, উভয়ে সেই পদাঙ্ক অনুসরণে পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

(فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا) তখন তাঁরা সেই শিলা খণ্ডের নিকট আমার জনৈক বান্দা খিযির (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করলেন, (اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا) যাকে আমি আমার পক্ষ হতে অনুগ্রহ দান করে ছিলাম অর্থাৎ, নবুওয়াতের পদে সম্মানিত করেছিলাম। (وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا) এবং আমার নিকট হতে সৃষ্টি রহস্যের জ্ঞান দান করেছিলাম।

(قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ) মূসা (আ) তাঁকে বললেন, হে খিযির (আ) আমি কি আপনার সাহচর্য লাভ করতে পারি? (عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا) এই শর্তে যে, আপনি আপনার শিক্ষালব্ধ সঠিক এবং হিদায়াতের জ্ঞান হতে আমাকেও শিক্ষা দান করবেন।

(قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا) তিনি বললেন, হে মূসা (আ) আপনি আমার সাহচর্যে থেকে ধৈর্যধারণে সক্ষম হবেন না। অর্থাৎ আমার থেকে প্রকাশিত এমন কাজ দেখবেন যাতে আপনার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব হবেন না। মূসা (আ) বললেন, আমি ধৈর্যধারণ করব।

খিযির (আ) বললেন, (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا) হে মূসা (আ) আপনি কিভাবে এমন বিষয়ে ধৈর্যধারণ করবেন, যার ব্যাখ্যা আপনার জ্ঞানের বাইরে।

(٦٩) قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝

(٧٠) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْـَٔلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

(٧١) فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًا ۝

(٧٢) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

(٧٣) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝

৬৯. মূসা বলল, "আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।

৭০. সে বলল, 'আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করবেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।'

৭১. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল, পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে তা বিদীর্ণ করে দিল। মূসা বলল, 'আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দিবার জন্য তা বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।'

৭২. সে বলল, 'আমি কি বলি নি যে, আপনি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?'

৭৩. মূসা বলল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।'

(قَالَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا) তিনি বললেন, হে খিযির (আ)! আমি আপনার থেকে যা কিছু দেখবেন তাতে ইন্শা আল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন (وَلَاۤ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا) এবং আমি আপনার কোন আদেশ উপেক্ষা করব না।

(قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) খিযির (আ) বললেন, হে মূসা (আ)! আপনি যদি একান্তই আমার সাহচর্য গ্রহণ করেন, তবে আমার কোন কাজ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত আমি নিজেই তার ব্যাখ্যা আপনাকে অবগত না করি।

(فَانْطَلَقَا) তারপর, মূসা (আ) এবং খিযির (আ) উভয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে (حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا)। যখন নদী উত্তরণের সময় নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন খিযির (আ) নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন (قَالَ اَخَرَقْتَهَا) মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কি নৌকাটি তার আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেয়ার জন্যে ছিদ্র করে দিলেন? এখানে দু'টি কিরাত আছে। একটি কিরাত হল (لِيَغْرَقَ) আর একটি কিরাত হল لِتُغْرِقَ যদি لِيَغْرَقَ পড়া হয় তার অর্থ হবে তার আরোহীরা যেন নিমজ্জিত হয়। আর যদি لِتُغْرِقَ পড়া হয় তখন অর্থ হবে তার আরোহীদের নিমজ্জিত করে দেওয়ার জন্য। (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا) নিশ্চয়ই আপনি এই লোকদের সাথে এক অবাঞ্ছিত এবং মারাত্মক আচরণ করলেন।

(قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا) খিযির (আ) তাঁকে বললেন হে মূসা (আ)! আমি কি বলেছিলাম না? যে, আপনি আমার সঙ্গে থেকে ধৈর্য রক্ষা করতে পারবেন না।

(قَالَ لَاتُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ) মূসা (আ) বললেন, আপনার উপদেশ ভুলক্রমে উপেক্ষা করার জন্যে আপনি আমাকে ধৃত করবেন না। (وَلَاتُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا) এবং আমার এই ব্যাপারে আমার প্রতি কঠোরতাও অবলম্বন করবেন না।

(৭৪) فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ۝

(৭৫) قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

(৭৬) قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ ۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ۝

(৭৭) فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝

৭৪. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল, চলতে চলতে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাত হলে সে তাকে হত্যা করল। তখন মূসা বলল, 'আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।"

৭৫. সে বলল, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?

৭৬. মূসা বলল, 'এরপর, যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সংগে রাখবেন না; আমার ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।

৭৭. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল; চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইল; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তথায় তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে তাকে সুদৃঢ় করে দিল। মূসা বলল, 'আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।'

(فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ) তারপর যখন উভয়ে অগ্রসর হয়ে দু'টি জনপদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বালকের সাক্ষাত লাভ করলেন, তখন খিযির (আ) বালকটিকে হত্যা করে দিলেন। (قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ) মূসা (আ) বললেন, হে খিযির (আ)! আপনি কি কারো হত্যার বিনিময় ছাড়া একটি নিষ্পাপ প্রাণকে সংহার করলেন? (لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا) নিশ্চয়ই আপনি গুরুতর অন্যায় কাজে লিপ্ত হলেন।

(قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا) খিযির (আ) বললেন, হে মূসা (আ) আমি কি আপনাকে বলেছিলাম না যে, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য্যধারণ করতে পারবেন না? আপনি আমার থেকে এখন কিছু ঘটনা দেখতে পারেন যাতে আপনার পক্ষে ধৈর্য্যধারণ করা সম্ভব হবে না।

(قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ ۢ بَعْدَهَا) মূসা (আ) বললেন, হে খিযির (আ)! এই প্রাণ সংহারের পরও যদি আমি কোন বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করি তবে আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখবেন না। (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا) নিশ্চয়ই আপনি আমাকে সংগে না রাখার মত সংগত অযুহাত এগিয়ে গেছেন।

(فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةِ اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا) তারপর উভয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে যখন "আন্তাকিয়া" নামক জনপদের অধিবাসীদের কাছে উপনীত হলেন, তখন তারা সেখানকার অধিবাসীদের কাছে খাদ্য হিসেবে রুটি চাইলেন। (فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا) কিন্তু তারা তাদের আহার দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল, (فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ) এর মধ্যে তারা সেখানে একটি হেলে যাওয়া প্রাচীর পেলেন, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, (فَاَقَامَهٗ) তখন খিযির (আ) ওটাকে সোজা করে দিলেন, (قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا) মূসা (আ) বললেন, হে খিযির (আ)! আপনি ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই, এর বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক অর্থাৎ রুটি গ্রহণ করতে পারতেন, যা আমরা আহার করতাম।

(٧٨) قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا
(٧٩) اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا
(٨٠) وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا
(٨١) فَاَرَدْنَا اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا

৭৮. সে বলল, 'এখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল; যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।
৭৯. 'নৌকাটির ব্যাপার– এটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে; কারণ তাদের পশ্চাতে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে নৌকা সকল ছিনিয়ে নিত।
৮০. 'আর কিশোরটি, তার পিতামাতা ছিল মু'মিন। আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে।
৮১. 'অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেমন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হতে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।

(قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ) খিযির (আ) বললেন হে মূসা, এটা আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়। (سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا) অচিরেই আমি আপনাকে ঐ সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করব যাতে আপনি ধৈর্য্যধারণ করতে পারেন নি।

(اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ) সেই যে আমার ছিদ্র করা তরী, ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, যারা সমুদ্রে পরিশ্রম করে জনসাধারণকে পার করে দিত (فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا) অতএব, আমি ওটাকে ত্রুটিযুক্ত করতে ইচ্ছা করলাম, (وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا) আর তাদের সামনে ছিলে জলন্দীর নামক জনৈক নৃপতি, যে প্রত্যেক তরী বলপূর্বক ছিনিয়ে নিত। এজন্যেই আমি ওটাকে ছিদ্র করে দিয়েছি।

(وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ) আর ঐ যে বালক যাকে আমি হত্যা করেছি, তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার এবং ঐ জনপদের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় লোক। (فَخَشِيْنَا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا) তখন

আমার আশঙ্কা হল, অর্থাৎ, আপনার প্রভু অবগত ছিলেন যে, সে স্বীয় অবাধ্যতা ও মিথ্যা শপথ দিয়ে দুষ্কর্ম করে উভয়কে বিব্রত করবে। ঐ কারণে আমি তাকে হত্যা করেছি।

(فَارَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا) অতএব আমি ইচ্ছা করেছি যে, তাদের প্রভু তাহাদেরকে তার পরিবর্তে এমন এক সন্তান প্রদান করেন যে তার চেয়ে পবিত্রতর, অধিক সৎ কর্মশীল এবং ভক্তিতে ঘনিষ্ঠতর হয়। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে একটি কন্যা সন্তান দান করেন। একজন নবী তাঁকে বিবাহ করে তার গর্ভে একজন নবীর জন্ম হয়। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানব সমাজের একদলকে হিদায়াত করেন। অথচ, সে বালকটি হত কাফির, চোর এবং জঘন্য খুনী। এই জন্য খিযির (আ) তাকে হত্যা করেন। তার নাম ছিল 'জাইসুর'।

(٨٢) وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ۗ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۗ

(٨٣) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ۗ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۗ

৮২. 'আর ঐ প্রাচীরটি, এটা ছিল নগরবাসী দু'পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিকট হতে কিছু করি নি; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা।

৮৩. তারা তোমাকে যুল-কারনায়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমি তোমাদের নিকট তার বিষয় বর্ণনা করব।'

(وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ) ঐ যে প্রাচীর যা আমি সোজা করে দিয়েছি, ওটা ছিল 'আন্তাকিয়া' শহরের দুইজন ইয়াতীম বালকের। তাদের নাম ছিল 'আসরম' ও 'সারীম' (وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا) আর ঐ প্রাচীরের নিচে ছিল তাদের কিছু গুপ্তধন। সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বলিত একটি স্বর্ণ ফলক ছিল। তাতে লিপিবদ্ধ ছিল "রাহমান রাহীম আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।" আমি ঐ ব্যক্তির জন্য বিস্মিত হই যে, মৃত্যুর প্রতি বিশ্বাসী সে কিভাবে আনন্দিত হয়। আর আমি তাক্‌দীরের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তিকে পরিদর্শন করে বিস্মিত হই। সে কিভাবে উদ্বিগ্ন। আমি দুনিয়ার বিলুপ্তি এবং স্বীয় অধিবাসীসহ উহার ধ্বংসে বিশ্বাসী ব্যক্তির কারণে বিস্মিত হই। সে কিভাবে দুনিয়া দ্বারা শান্তি লাভ করে। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই; মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল। (وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا) আর তাদের পিতা ছিলেন সৎলোক ও আমানতদার ব্যক্তি। তার নাম ছিল 'কাশিহ্' (فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا) অতএব আপনার প্রভু ইচ্ছা করলেন যে, তারা যেন সাবালক হয়। (وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا) এবং স্বীয় প্রোথিত ধন অর্থাৎ ফলকটি বের করে নেই। (رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ) উভয়ের প্রতি আপনার প্রভুর অনুগ্রহ হিসাবে। ব্যাখ্যান্তরে ওটা আমি আপনার প্রভুর প্রত্যাদেশেই করেছি। (وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ) আর আমি ওটা নিজস্ব মতে করিনি। (ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا) এটাই ঐ সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা যাতে আপনি ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি।

(وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ) আর হে মুহাম্মদ ﷺ মক্কাবাসীরা আপনার কাছে 'যুল-কারনাইনের' তথ্য জিজ্ঞাসা করে। (قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا) আপনি বলে দিন, আমি শীঘ্রই তোমাদের কাছে তার তথ্য বর্ণনা করছি।

(٨٤) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا
(٨٥) فَأَتْبَعَ سَبَبًا
(٨٦) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا
(٨٧) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا

৮৪. আমি তো তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।
৮৫. অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করল।
৮৬. চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছল তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখল এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমি বললাম, 'হে যুল-কারনায়ন। তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা এদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।
৮৭. সে বলল, 'যে কেউ সীমালংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিব, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

(اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ) আমি তাকে পৃথিবীতে ক্ষমতাশীল করেছিলাম। (وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا) এবং আমি তাকে সড়ক ও অবতরণ স্থলসহ প্রত্যেক বিষয়ের পরিচয় প্রদান করেছিলাম। (فَاَتْبَعَ سَبَبًا) অনন্তর তিনি একটি সড়ক অনুসরণ করলেন।

(حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ) এরপর যখন তিনি সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছিলেন, (عَيْنٍ حَمِئَةٍ) তখন তিনি সূর্যকে উত্তপ্ত পানিতে নিমজ্জমান পেলেন, মতান্তরে « حَمِئَةٍ » শব্দের অর্থ কালো দুর্গন্ধময় কাদা। এ অর্থ হবে পড়লে অর্থাৎ হামযা বাদ দিয়ে পড়লে। (وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا) আর সেখানে তিনি এক কাফির জাতির সাক্ষাৎ লাভ করলেন। (قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا) আমি যুল-কারনাইকে ইলহামের মাধ্যমে বললাম যে, আপনি এদেরকে হয় শাস্তিস্বরূপ হত্যা করুন যে পর্যন্ত না এরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে, না হয় এদের প্রতি সদ্ব্যবহার স্বরূপ ক্ষমা প্রদর্শন করুন এবং তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন।

(قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا) তিনি বললেন, যে আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাসী থাকবে তাকে আমরা অচিরেই দুনিয়াতে হত্যার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করব। তারপর পরকালে তাকে তার প্রভুর কাছে হাযির করা হবে। অনন্তর তিনি তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

(٨٨) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝

(٨٩) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۝

(٩٠) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝

(٩١) كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝

(٩٢) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۝

(٩٣) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝

(٩٤) قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

৮৮. 'তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব।'

৮৯. আবার সে এক পথ ধরল।

৯০. চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছল তখন সে দেখল তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যতাপ হতে কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নি।

৯১. প্রকৃত ঘটনা এটাই, তার নিকট যা কিছু ছিল আমি সম্যক অবগত আছি।

৯২. আবার সে এক পথ ধরল।

৯৩. চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছল তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা কোন কথা বুঝার মত ছিল না।

৯৪. তারা বলল, হে যুল-কারনায়ন! ইয়াজূজ ও মাজূজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে আমরা কি আপনাকে খরচ দিব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবেন?

(وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا) আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বিশুদ্ধ আমল করবে (فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا) তার জন্য পরকালে উত্তম প্রতিদান স্বরূপ বেহেশ্‌ত রয়েছে এবং অচিরেই আমরা স্বীয় আচরণে তার সাথে সুন্দর সহজ বাক্য উচ্চারণ করব। (ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا) তারপর তিনি প্রাচীর একটি সড়ক অবলম্বন করলেন।

(حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا) অনন্তর যখন তিনি সূর্যোদয়ের স্থানে পৌঁছলেন, তখন সূর্যকে এমন এক জাতির উপর উদীয়মান পেলেন যাদের মধ্যে এবং সূর্যের মধ্যে আমি কোন অন্তাল রাখি নি, না পর্বত, না বৃক্ষ, বা বস্ত্র। তারা ছিল সত্য হতে অন্ধ ও শূন্য। তাদেরকে 'তারেজ' 'তাভীল' ও 'মুনিভ' বলা হত।

(كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا) তিনি যে রূপ পাশ্চাত্যের পৌঁছলেন অনুরূপ প্রাচ্যে পৌঁছেন। আর তার নিকট যা ছিল উহার সমুদয় তথ্য ও বর্ণনা আমি অবগত আছি। (ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا) তারপর তিনি প্রাচ্যের 'রোম' অভিমুখে আর একটি সড়কের অনুসরণ করলেন।

(حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا) অনন্তর তিনি যখন দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন তখন পর্বতদ্বয়ের এক পার্শ্বে এমন এক জাতির সাক্ষৎ লাভ করলেন যারা অন্য কোন লোকের কথা বুঝতেন।

(قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ) তারা দোভাষীর সাহায্যে বলল, হে যুল-কারনাইন! নিশ্চয়ই ইয়াজূজ মাজূজের দল এদেশে উৎপাত করে। তারা আমাদের তাজা শস্যসমূহ ভক্ষণ করে শুকগুলো বহন করে নেয় এবং আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলে। ইয়াজূজ ও মাজূজ ইয়াসিস বংশের দুই ব্যক্তি ছিল। মতান্তরে তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদেরকে ইয়াজূজ ও মাজূজ বলা হত। (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا) অতএব আমরা কি আপনাকে কিছু সম্মানী প্রদান করব? মতান্তরে, আমরা কি আপনাকে কিছু প্রতিদান দেব যদি " خَرْجًا " এর 'রা' এর পর 'আলিফ' না পড়া হয়। (عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক প্রাচীর নির্মাণ করে দিন।

(৯৫) قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۙ
(৯৬) اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ؕ

৯৫. সে বলল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তাই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়ে দিব।

৯৬. 'তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আনয়ন কর,' অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হল তখন সে বলল, 'তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক।' যখন তা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হল, তখন সে বলল, 'তোমরা গলিতে তাম্র আনয়ন কর, আমি তা ঢালিয়ে দেই এরর উপর।'

(قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ) তিনি উত্তর দিলেন, আমার প্রভু আমাকে যে সম্পদের অধিকারী করেছেন এবং যে সম্পদ দান করেছেন তোমাদের প্রস্তাবিত সম্মানী অপেক্ষা উত্তম। (فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ) অতএব তোমরা আমাকে শক্তি দ্বারা সাহায্য কর। তারা জিজ্ঞাসা করল. আপনি কোন ধরনের শক্তি কামনা করেন? তিনি বললেন, কর্মকারদের অস্ত্র। (اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا) আমি তোমাদের এবং তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিব।

(اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ) তোমরা আমাকে লৌহ খণ্ডসমূহ এনে দাও। (حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ)। অবশেষে যখন তিনি পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান সমান করে দিলেন, (قَالَ انْفُخُوْا) তখন তিনি তাদেরকে বললেন যে, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক, অতএব তারা সেখানে দম দিয়ে আগুন জ্বালাতে থাকল। (حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا) অনন্তর যখন ওটাকে অগ্নী তুল্য করে ফেলল। অর্থাৎ লোহা অগ্নি সাদৃশ হয়ে তার অংশগুলি পরস্পর পরস্পরে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। (قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا) তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে গলিত তাম্র রাশি উপস্থিত কর, যেন আমি তা প্রাচীরের উপর ঢেলে দিতে পারি।

(৯৭) فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ۝

(৯৮) قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۝

(৯৯) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۝

(১০০) وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ۝

(১০১) الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ۝

(১০২) اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْۤ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ۝

৯৭. এরপর তারা তা অতিক্রম করতে পারল না এবং তা ভেদও করতে পারল না।

৯৮. সে বলল, 'এটা আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।'

৯৯. সেই দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব এই অবস্থায় যে, একদল আর একদলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্র করব।

১০০. এবং সেই দিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব কাফিরদের নিকট।

১০১. যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম।

১০২. যারা কুফরী করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।

(فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا) তারপর তারা না ওটার উপর আরোহন করতে পারত, না ওটার নিম্নদেশে ছিদ্র করতে পারত।

(قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ) তিনি বললেন, এই প্রাচীর তোমাদের জন্য আমার প্রভুর পক্ষ হতে একটি অনুগ্রহ। (فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ) তারপর যখন ইয়াজূজ মাজূজের আবির্ভাবের জন্য আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি আসবে, তখন তিনি ওটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন (وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا) আর তাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য ও অবশ্যম্ভাবী।

(وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ بَعْضٍ) আর আবির্ভাবে দিবসে আমি তাদেরকে এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন করব যে, তারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে চক্কর দিতে থাকবে। ব্যাখ্যান্তরে আমি যুল-কারনাইনের রোম ত্যাগের দিন যখন তারা প্রাচীর হতে বের হতে পারেনি, তাদেরকে এমন অবস্থায় উপনীত করেছিলাম যে, তারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে তরঙ্গের ন্যায় পতিত হচ্ছিল। (وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا) এবং যখন সিঙ্গায় ফুঁৎকার প্রদান করা হবে তখন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব।

(وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا) আর আমি কিয়ামত দিবসে সকল কাফির সম্প্রদায়ের জন্য জাহান্নামকে উপস্থিত করব, তারা সেখানে প্রবেশ করার সময়ের পূর্বেই উন্মুক্ত করে রাখব।

(الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ) যাদের চক্ষুগুলো আমার স্মরণ অর্থাৎ আমার তাওহীদ ও আমার গ্রন্থ হতে বিশেষ আবরণ ও অন্ধত্বের মধ্যে অবস্থিত ছিল। (وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا) এবং তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি শত্রুতার কারণে কুরআন পাঠের প্রতি কর্ণপাত করতে পারত না।

(اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۤ اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْۤ اَوْلِيَاۤءَ) তবে কি মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা ধারণা করে যে তারা আমাকে পরিত্যাগ করে আমার বান্দাগণকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দাতা প্রভু হিসাবে গ্রহণ পূর্বক তাদের উপাসনা করবে? মতান্তরে « اَفَحَسْبُ » শব্দটি 'বা' এর পেশ ও 'সীন' এর জযম সহকারে পঠিত হবে এবং অর্থ হবে, তবে ইহাই কি কাফিরদের জন্য যথেষ্ট যে, তারা আমার ইবাদত বর্জন পূর্বক আমার বান্দাগণকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে তাদের ইবাদত করবে? (اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا) নিশ্চয়ই আমি কাফিরদের আবাসস্থল প্রস্তুত রেখেছি।

(١٠٣) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا

(١٠٤) اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

(١٠٥) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

(١٠٦) ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْۤا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا

১০৩. বল, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের?'

১০৪. তারাই তারা, 'পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্মই করছে।

১০৫.'তারাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়; সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোন ব্যবস্থা রাখব না।

১০৬. 'জাহান্নাম– এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয়স্বরূপ।'

(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে আখিরাতে কৃতকর্মে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের বিষয় অবগত করব।

(اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) তারা ঐসব ব্যক্তি যাদের এই পার্থিব জীবনে সম্পাদিত সমস্ত কৃতকর্ম বিফল হয়েছে। তারা 'খারেজী' সম্প্রদায় এবং মতান্তরে, গির্জার অনুসারীরা। (وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا) অথচ তারা ধারণা করে যে, তারা সৎকর্ম সম্পাদন করছে।

(اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ) তারাই তো স্বীয় প্রভুর নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন এবং মৃত্যুর পর উত্থানকে অবিশ্বাস করে। (فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا) ফলে তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে। অতএব, আমি কিয়ামত দিবসে তাদের আমলসমূহের জন্য কোন তুলাদণ্ড স্থাপন করব না। ব্যাখ্যান্তরে, কিয়ামত দিবসে তাদের আমলসমূহের মধ্য হতে বিন্দু পরিণামেরও পরিমাপ করা হবে না।

(ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْۤا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا) তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম। কারণ তারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে অবিশ্বাস করেছিল এবং আমার কিতাব অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ এবং অন্যান্য রাসূলগণকে ও রাসূলদের বিদ্রূপের বস্তুতে পরিণত করেছিল।

(১০৭) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

(১০৮) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

(১০৯) قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

(১১০) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

১০৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান।

১০৮. সেথায় তারা স্থায়ী হবে, তা হতে স্থানান্তর কামনা করবে না।

১০৯. বল, 'আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে– আমরা এর সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও।'

১১০. বল, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাকেও শরীক না করে।'

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا) নিশ্চয়ই যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং স্বীয় প্রভুর ইচ্ছানুসারে সৎকর্ম ও ইবাদত করেছে তাদের জন্য বাসস্থান স্বরূপ ফিরদাউসের উদ্যানসমূহ রয়েছে। যাহা হল জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান।

(خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বাস করবে। সেখান হতে তারা অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে ইচ্ছা করবে না।

(قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ) হে মুহাম্মদ ﷺ, আপনি ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে বলে দিন, যদি আমার প্রভুর জ্ঞান লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমার প্রভুর জ্ঞান এবং মতান্তরে, আমার প্রভুর 'কৌশল' শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্রই নিঃশেষ হয়ে যাবে। (وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا) যদিও আমি তৎসদৃশ আরো অধিক উপস্থিত করে দেই।

(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলে দিন আমি তোমাদেরই মত আদম সন্তান। (يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ) জিব্রীলের মাধ্যমে আমার নিকট এই ওহি প্রেরিত হয় যে, তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ, তিনি হলেন সন্তানহীন ও অংশীদারহীন। (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) অতএব যে স্বীয় প্রভুর সাক্ষাৎকারের ভয় রাখে অর্থাৎ মৃত্যুর পর উত্থানের ভয় রাখে, সে যেন আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারে নিখুঁত সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং স্বীয় প্রভুর ইবাদতে অন্য কাউকেও অংশীদার না করে। অর্থাৎ রিয়া ও লোক দেখানের নিয়্যত করে স্বীয় প্রভুর ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে ও শরীক না করে। মতান্তরে স্বীয় প্রভুর আদেশ অনুসরণে অন্য কাউকেও শরীক না করে। এই আয়াতটি জুন্দুব ইব্ন যুহাইর আমিরী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

سورۃ مریم

সূরা মার্‌ইয়াম

সূরা মারইয়াম, অর্থাৎ যে সূরায় মারইয়াম (আ)-এর বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কী! এই সূরায় মোট ৯৮ টি আয়াত, ৯৬২টি শব্দ এবং ৩৩০২টি অক্ষর রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়,পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

পূর্বে উল্লেখিত সনদে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে নিম্ন লিখিত তাফসীরসমূহ বর্ণিত আছে।

(١) كٓهٰيٰعٓصٓ
(٢) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا
(٣) اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا
(٤) قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا

১. কাফ্-হা-য়া- আয়ন-সাদ;
২. এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি।
৩. যখন সে তার প্রতিপালকের আহ্‌বান করেছিল নিভৃতে।
৪. সে বলেছিল, 'হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্‌বান করে আমি কখনও ব্যর্থকাম হইনি।

(كٓهٰيٰعٓصٓ) এই অক্ষরগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রশংসা করেছেন। তিনি « ك » দ্বারা « كاف » অর্থাৎ যথেষ্ট, « ه » দ্বারা « هاد » অর্থাৎ পথ প্রদর্শক « ع » দ্বারা عالم অর্থাৎ জ্ঞানী এবং « ص » দ্বারা « صادق » অর্থাৎ সত্যবাদী উদ্দেশ্য করেছেন। মতান্তরে এটাও বলা হয়, « ك » দ্বারা كاف لخلقه , ه দ্বারা هاد ی দ্বারা خلقه , بل الله على خلقه « ع » দ্বারা عالم بامره এবং ص দ্বারা صادق بوعده বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ও পথ প্রদর্শক, সমস্ত সৃষ্টির উপর তার ক্ষমতা বিস্তৃত, তাদের যাবতীয় বিষয় তিনি অবগত এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যবাদী। মতান্তরে, « ك » দ্বারা كريم (অনুগ্রহশীল), « ه » দ্বারা « هاد » (পথ প্রদর্শক), « ع » দ্বারা عليم (জ্ঞানী), এবং « ص » দ্বারা صَادِقٌ বা صدوق (সত্যাবদী) বুঝানো হয়েছে। মতান্তরে এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কসম ও শপথ করেছেন।

(ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا) এটা আপনার প্রভু কর্তৃক স্বীয় বান্দা 'যাকারিয়া' (আ)-কে সন্তান দ্বারা অনুগ্রহ করার বিবরণ। এখানে শব্দের প্রয়োগ আগে পরে করা হয়েছে।

(اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا) যখন যাকারিয়া (আ) স্বীয় জাতি হতে অত্যন্ত সংগোপনে স্বীয় প্রভুকে মেহ্‌রাবের মধ্যে আহ্বান করলেন।

(قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا) . তিনি বললেন, হে প্রভু, নিশ্চয়ই আমার অস্থিসমূহ অর্থাৎ আমার সমস্ত দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং মস্তক অর্থাৎ মাথার চুল শুভ্রতায় সমুজ্জ্বল হয়ে গেছে। (وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا) হে প্রভু, আমি আপনার দরবারে প্রার্থনা করে অকৃতকার্য হইনি।

(٥) وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝
(٦) يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝
(٧) يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۣ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

৫. 'আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী।

৬. 'যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়া'কূবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে করিও সন্তোষভাজন।'

৭. তিনি বললেন, 'হে যাকারিয়্যা! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া; এই নামে পূর্বে আমি কারও নামকরণ করি নি।

(وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ) আর আমি আমার পরবর্তী উত্তরাধিকারদের সম্বন্ধে আশঙ্কা করছি যে, আমার পর এমন কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না যে আমার পরে (فَهَبْ لِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا) مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যায় পরিণত হয়েছে। আর স্ত্রী ছিল 'হান্না' অর্থাৎ মারইয়াম বিনতে ইমরান ইব্‌ন মাসানের খালা। আমার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী ও আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। যদি خفت এর 'খা' অক্ষরে 'যবর' ও 'ফা' অক্ষরে 'যের' দেয়া হয় তবে অর্থ হবে, আমি আমার উত্তরাধিকারীর সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্তির আশঙ্কা করছি।

(يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) অতএব, আপনি আপনার পক্ষ হতে আমাকে এমন এক সন্তান দান করুন যে আমার নবুওয়াত ও আমার স্থানের উত্তরাধিকারী হয় এবং ইয়াকুবের বংশের ও উত্তরাধিকারী হয়, যদি তাদের মধ্যে নবুওয়াত ও রাজত্ব থাকে। ইয়াকুবের বংশ ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর মামার বংশ ছিল। وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا এবং প্রভু আপনি যেন তাকে পছন্দনীয় ও সৎ করে নেন। অনন্তর জিব্‌রীল (আ) তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

(يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۣ اسْمُهٗ يَحْيٰى) হে যাকারিয়া! আমি আপনাকে এক সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করছি। যার নাম হবে 'ইয়াহ্‌ইয়া'। তার নাম ইয়াহ্‌ইয়া এ জন্যই সাব্যস্ত করা হবে যে, সে স্বীয় জননীর গর্ভাশয়কে পুনরুজ্জীবিত করবে। (لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا) আমি যাকারিয়াকে ইয়াহ্‌ইয়ার পূর্বে এই নামের কোন সন্তান প্রদান করিনি। বলা হয় ইয়াহ্‌ইয়ার পূর্বে এই নামের কোন ব্যক্তি ছিল না।

(৮) قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ○

(৯) قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ○

(১০) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ○

(১১) فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ○

(১২) يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ○

৮. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।'

৯. তিনি বললেন, 'এরূপই হবে।' তোমার প্রতিপালক বললেন, 'এটা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।'

১০. যাকারিয়া বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কারও সাথে তিন দিন বাক্যালাপ করবে না।'

১১. অতঃপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল।

১২. 'হে ইয়াহ্ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর।' আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান।

(قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ) যাকারিয়া (আ) জিব্‌রীল (আ)-কে বললেন, হে আমার মুরব্বী! কোথা হতে আমার সন্তান হবে? (وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا) অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যায় পরিণত হয়েছে এবং আমিও বার্ধক্যের চরমে উপনীত হয়েছি। ব্যাখ্যান্তরে, আমার বয়সও ৭২ উপনীত হয়েছে, এ অর্থ হবে যদি عِتِيًّا শব্দের 'আইন' অক্ষরে 'যের' পড়া হয়।

(قَالَ كَذٰلِكَ) জিব্‌রীল (আ) বললেন, আমি আপনাকে যা বলেছি অনুরূপই হবে। (قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ) আপনার প্রভু বলেন, তাকে সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ। (وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا) অথচ হে যাকারিয়া! আমি আপনাকে ইয়াহ্ইয়ার পূর্বে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করেছি যখন আপনি কিছুই ছিলেন না।

(قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً) তিনি বললেন, হে আমার প্রভু, আপনি আমার স্ত্রীর গর্ভধারণের কোন একটি নিদর্শন নির্ধারণ করুন। (قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا) তিনি বললেন, আপনার নিদর্শন এই যে, আপনি সুস্থ থেকে এবং বোবা বা রোগাক্রান্ত না হয়েও তিনি রজনী পর্যন্ত লোকের সাথে কথা বলতে সক্ষম হবেন না।

(فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ) তারপর তিনি মসজিদ হতে স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে বের হয়ে আসলেন। (فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا) অনন্তর তিনি তাদেরকে ইঙ্গিতে বললেন যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সকালে ও বিকালে সালাত আদায় কর। বলা হয়, তিনি মাটিতে লিখে তাদেরকে এই নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

(يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ) ইয়াহ্ইয়া (আ) সাবালক ও যৌবনে উপনীত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, হে ইয়াহ্ইয়া! তাওরাত কিতাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি অনুসারে পূর্ণোদ্যমে এবং অবিরত

আমল করতে থাকুন। (وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) আর আমি ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-কে শৈশবেই বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রদান করে ছিলাম।

(١٣) وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ۙ

(١٤) وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ○

(١٥) وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ○

(١٦) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ

(١٧) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۚ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ○

(١٨) قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ○

১৩. এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মুত্তাকী।

১৫. পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিল না উদ্ধত ও অবাধ্য।

১৬. বর্ণনা কর এই কিতাবের উল্লিখিত মার্‌ইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল।

১৭. অতঃপর এদের হতে সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহ্‌কে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।

১৮. মার্‌ইয়াম বলল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর যদি তুমি মুত্তাকী হও, আমি তোমা হতে দয়াময়ের শরণ নিচ্ছি।

(وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً وَكَانَ تَقِيًّا) এবং আমি আমার পক্ষ হতে তাকে স্বীয় পিতামাতার প্রতি বিনম্রতা ও দানশীলতা (মতান্তরে দ্বীনি যোগ্যতা) প্রদান করে ছিলাম।

(وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ) আর তিনি ছিলেন স্বীয় প্রভুর অনুগত এবং স্বীয় পিতামাতার প্রতি বিনম্র। (وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا) তদুপরি তিনি দ্বীনী ব্যাপারে চরমপন্থী, ক্রোধের বশবর্তী ও স্বীয় প্রভুর অবাধ্য ছিলেন না।

(وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا) আর আমার পক্ষ হতে ইয়াহ্‌ইয়ার প্রতি রয়েছে তার জন্ম দিনে, মৃত্যুদিনে ও কবর হতে পুনরুত্থান দিনে শান্তি, ক্ষমা ও সৌভাগ্য।

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ) আর হে মুহাম্মদ ﷺ এই কুরআনে আপনি মারইয়ামের ঘটনা ও স্মরণ করুন; (اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا) যখন সে স্বীয় পরিজনবর্গ হতে তাদের বাটির পূর্বাংশে আলাদা হয়ে নিরালায় অবস্থান নিয়েছিল।

(فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا) অনন্তর সে ঋতুস্রাবের গোসলের জন্য স্বীয় পরিজনের লোকদের থেকে পর্দার আড়ালে চলে গেল। (فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا) তারপর গোসল শেষ করলে আমি তার কাছে আমার দূত জিবরীল (আ)-কে প্রেরণ করলাম (فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا) এবং সে তার কাছে একজন নিখুঁত যুবকের বেশ ধারণ করে উপস্থিত হল।

(قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ كُنْتَ تَقِيًّا) মারইয়াম বলল, আমি তোমার হতে পরম করুণাময়ের কাছে আশ্রয় কামনা করি, যদি তুমি পরম করুণাময়ের অনুগত হও। মতান্তর, 'তাক্বী' এক খারাপ লোকের নাম ছিল। অতএব সে তাকে সেই লোক মনে করে তা হতে আশ্রয় কামনা করেছিল।

(১৯) قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوۡلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ○

(২০) قَالَتۡ اَنّٰى يَكُوۡنُ لِىۡ غُلٰمٌ وَّلَمۡ يَمۡسَسۡنِىۡ بَشَرٌ وَّلَمۡ اَكُ بَغِيًّا ○

(২১) قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجۡعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحۡمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمۡرًا مَّقۡضِيًّا ○

(২২) فَحَمَلَتۡهُ فَانْتَبَذَتۡ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ○

(২৩) فَاَجَآءَهَا الۡمَخَاضُ اِلٰى جِذۡعِ النَّخۡلَةِ ۚ قَالَتۡ يٰلَيۡتَنِىۡ مِتُّ قَبۡلَ هٰذَا وَكُنۡتُ نَسۡيًا مَّنۡسِيًّا ○

১৯. সে বলল, 'আমি তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।

২০. মার্‌ইয়াম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই।'

২১. সে বলল, 'এরূপই হবে।' তোমার প্রতিপালক বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এজন্য করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।'

২২. তৎপর সে গর্ভে তাকে ধারণ করল; অতঃপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল।

২৩. প্রসব-বেদনা তাকে এক খর্জুর-বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, 'হায়, এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম ও লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।'

(قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوۡلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا) জিব্‌রাঈল (আ) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এক সৎকর্মশীল সন্তান দান করার জন্য তোমার প্রভু কর্তৃকই প্রেরিত।

(قَالَتۡ اَنّٰى يَكُوۡنُ لِىۡ غُلٰمٌ) মারইয়াম জিব্‌রাঈল (আ)-কে বলল, কোথা হতে আমার সন্তান হবে? (وَلَمۡ يَمۡسَسۡنِىۡ بَشَرٌ وَّلَمۡ اَكُ بَغِيًّا) অথচ কোন পুরুষ স্বামী রূপে আমার নৈকট্য লাভ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই।

(قَالَ كَذٰلِكِ) জিব্‌রাঈল (আ) তাকে বললেন, ঐ রূপেই হবে যে রূপ আমি তোমাকে বলেছি। (قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ) তোমার প্রভু বলেন, পিতা ব্যতীত মাতা হতে সন্তান সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ (وَلِنَجۡعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحۡمَةً مِّنَّا) আর যেন আমি তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য বিনা পিতায়, সন্তান সৃষ্টি করার একটি নিদর্শন ও উপদেশ এবং তাহার প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য অনুগ্রহের কারণ স্বরূপ করে রাখি। (وَكَانَ اَمۡرًا مَّقۡضِيًّا) আর এই পিতা ব্যতীরেকে সন্তান জন্ম লাভ করা একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়।

(فَحَمَلَتۡهُ فَانْتَبَذَتۡ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا) তারপর মারইয়াম তাকে গর্ভে ধারণ করল। তার গর্ভ ধারণের মেয়াদ নয় মাস এবং মতান্তরে একদিন ছিল। অনন্তর সে উক্ত সন্তান প্রসবের জন্য লোকজন হতে দূরবর্তী এক স্থানে পৃথক হয়ে গেল।

(فَجَآءَهَا الۡمَخَاضُ اِلٰى جِذۡعِ النَّخۡلَةِ) তৎপর, প্রশব বেদনা তাকে একটি শুষ্ক খেজুর গাছের গোড়ায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। (قَالَتۡ يٰلَيۡتَنِىۡ مِتُّ قَبۡلَ هٰذَا وَكُنۡتُ نَسۡيًا مَّنۡسِيًّا) সে বলল, হায়! আমি যদি এই সন্তানের (মতান্তরে এই দিনের) পূর্বেই মরে যেতাম এবং বিস্মৃত পরিত্যক্ত বস্তুতে পরিণত হতাম; ব্যাখ্যান্তরে, নিক্ষিপ্ত ঋতুস্রাবের নেকড়া বা গর্ভপাতের অপরিণত বাচ্চায় পরিণত হতাম।

(٢٤) فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

(٢٥) وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

(٢٦) فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا

(٢٧) فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا

(٢٨) يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا

২৪. ফিরিশ্‌তা তার নিম্নপার্শ্ব হতে আহ্‌বান করে তাকে বলল, 'তুমি দুঃখ করোও না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন।

২৫. 'তুমি তোমার দিকে খর্জুর-বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা তোমাকে সুপক্ব তাজা খর্জুর দান করবে।

২৬. সুতরাং আহার কর, পান কর ও চক্ষু জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাকেও যদি তুমি দেখ তখন বলিও 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করব না।'

২৭. অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল; তারা বলল, হে মার্‌ইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ।

২৮. 'হে হারূন-ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতা ছিল না ব্যাভিচারিণী।'

(فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلاَّ تَحْزَنِيْ) অনন্তর, জিবরাঈল (আ) তাঁর নিম্ন দিক হতে তাঁকে আহ্বান করে "বললেন, হে মারইয়াম! তুমি ঈসা (আ)-এর জন্মে উদ্বিগ্ন হইও না (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا) তোমার প্রভু তো তোমার থেকে একজন নবী সৃষ্টি করেছেন। ব্যাখ্যান্তরে, ঈসা (আ) নিম্ন দিক হতে মারইয়ামকে বললেন, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না; তোমার প্রভু তোমার নিম্ন দেশে একটি ক্ষুদ্র নদী সৃষ্টি করেছেন। এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করলে « مِنْ تَحْتِهَا » এর « مِنْ » শব্দের 'মীমে' 'যবর' হবে।

(وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ) আর ঐ খেজুর গাছের কাণ্ডটি নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ঝাঁকি দাও। (تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا) ওটা তোমার প্রতি তাজা খোরমা নিক্ষেপ করবে।

(فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا) অতএব, তুমি খোরমা হতে ভক্ষণ কর, নদী হতে পান কর এবং ঈসা (আ) জন্মে আনন্দিত হও। (فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا) এই দিনের পর তুমি আদম সন্তানদের মধ্যে কাউকে অবলোকন করলে বলবে, আমি পরম করুণাময়ের জন্য রোযা মানত করেছি। অতএব, আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। তৎপর তুমি নীরবতা অবলম্বন কর। তোমার ওজরের বিষয়ে ঈসা (আ)-ই বক্তব্য রাখবেন।

(فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ) তারপর মারইয়াম ঈসা (আ)-কে কোলে নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে আসলেন। তখন ঈসা (আ) এর বয়স ছিল ৪০ দিন। (قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا) তারা বলে উঠল, হে মারইয়াম! তুমি মহাপাপ করেছ।

(يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ) হে হারুনের ভগ্নি! অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে হারুন সদৃশ্য। হারুন ছিলেন একজন সৎকর্মশীল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। মতান্তরে হারুন ছিল একজন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি। সুতরাং তারা তার তাকে হারুনের সাথে মারইয়ামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا) তোমার পিতা কোন ব্যাভিচারী লোক ছিলেন না। এবং তোমার মাতাও কোন অসতী মহিলা ছিলেন না।

(٢٩) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

(٣٠) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

(٣١) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

(٣٢) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

(٣٣) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

২৯. অতঃপর মারইয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করল। তারা বলল, 'যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব।'

৩০. সে বলল 'আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন।'

৩১. 'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছে যত দিন জীবিত থাকি তত দিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।

৩২. 'আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেন নি উদ্ধত ও হতভাগ্য।'

৩৩. 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হব।'

(فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ) তখন তিনি ঈসা (আ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন যে, তোমরা তার সাথে কথা বল, (قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) তারা তাকে বলল, আমরা চল্লিশ দিন বয়স্ক ক্রোড়ে এবং মতান্তরে দোলনায় শায়িত শিশুর সাথে কিরূপে কথা বলব? শেষ পর্যন্ত তারা ঈসা (আ)-এর সাথে কথা বলল।

(قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ) তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, তিনি আমাকে মাতৃগর্ভে তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা প্রদান করেছেন। (وَجَعَلَنِي نَبِيًّا) এবং আমাকে নবুওয়াত দ্বারা সম্মানিত করেছেন (وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ) এবং আমাকে মঙ্গলময় অর্থাৎ কল্যাণের শিক্ষাদাতা করেছেন। যেখানেই আমি থাকি ও অবস্থান করি।

(وَأَوْصَانِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ مَادُمْتُ حَيًّا) আর আমাকে আজীবন সালাত সম্পাদন ও সাদাকা আদায় করতে আদেশ প্রদান করেছেন।

(وَبَرًّا بِوَالِدَتِي) এবং তিনি আমাকে আমার মাতার প্রতি বিনম্র করেছেন। (وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا) আর তিনি আমাকে স্বীয় দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্রোধের বশে হত্যকারী এবং স্বীয় প্রভুর অবাধ্য করেননি।

(وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) আর তিনি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন, জন্ম দিবসে শয়তানের আক্রমণ হতে, মৃত্যু দিবসে কবরের চাপ সৃষ্টি হতে এবং কবর হতে জীবিত হয়ে পুনরুত্থানের সময়।

(٣٤) ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○

(٣٥) مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

(٣٦) وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

(٣٧) فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

(٣٨) اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৩৪. এই-ই মার্‌ইয়াম-তনয় ঈসা। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে।

৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র কাজ নয়, তিনি পবিত্র মহিমময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।

৩৬. আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর, এটাই সরল পথ।

৩৭. অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল, সুতরাং দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য মহাদিবস আগমন কালে।

৩৮. তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেই দিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! কিন্তু যালিমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

(ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ) এটা ঈসা (আ)-এর সংবাদ। (قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ) আমি সত্য সংবাদ পরিবেশন করছি। সে ঈসা (আ)-এর যার বিষয়ে তাহারা অর্থাৎ খৃস্টান সম্প্রদায় সন্দেহ পোষণ করছে। তাদের কেউ বলে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্। কেউ বলে, তিনি আল্লাহ্ পুত্র। আবার কেউ বলে, তিনি আল্লাহ্‌র অংশীদার।

(مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ) কোন সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র জন্য উপযোগী নয়। (سُبْحٰنَهٗ) তাঁর সত্তা সন্তান ও অংশীদার হতে মুক্ত (اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ) তিনি যখন পিতা ব্যতিরেকে সন্তান সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন তার উদ্দেশ্যে কেবল এতটুকু বলেন, 'যে, "হয়ে যাও" তৎক্ষণাৎ ঈসা (আ)-এর মত পিতা ব্যতিরেকে সন্তান হয়। তারপর ঈসা (আ) যখন নিজ সম্প্রদায়ের কাছে রিসালাত সহকারে উপস্থিত হলেন, তখন বললেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং মাসীহ্।

(وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ) আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলাই আমার এবং তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। অতএব, তোমরা তার একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান কর। (هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ) আমার নির্দেশিত এই তাওহীদই সরল পথ অর্থাৎ তার সন্তুষ্টি প্রাপ্ত দ্বীন। এটাই ইসলাম।

(فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ) তারপর কাফির সম্প্রদায়গুলো নিজেদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করল। কেউ বলল, তিনি আল্লাহ্। কেউ বলল, আল্লাহ্‌র পুত্র এবং কেউ বলল, তিনি আল্লাহ্‌র অংশীদার। (فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ) অতএব, ঈসা (আ) সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টিকারী কাফিরদের জন্য মহাদিবসের আগমন হবে, অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের শাস্তির মাধ্যমে, ভীষণ দুর্দশা রয়েছে।

(وَيْلٌ) শব্দের অর্থ কারও মতে জাহান্নামের মধ্যে পুঁজ ও রক্তে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা। কারও মতে এটা জাহান্নামের একটি গর্ত বিশেষ। কার ও মতে এটার অর্থ কঠিন শাস্তি।

(أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا) যে দিন তারা আমার কাছে আগমন করবে সে দিন অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে ঈসা (আ) আল্লাহ্ বা আল্লাহ্র পুত্র বা অংশীদার না হওয়ার বিষয়ে কত না শ্রবণকারী ও দর্শনকারী হয়ে যাবে। (لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِىْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ) কিন্তু অনাচারী মুশ্‌রিক সম্প্রদায় আজ দুনিয়াতে প্রকাশ্য ভুল ও অবিশ্বাসে রয়েছে। কারণ তারা বলে যে, ঈসা (আ) স্বয়ং আল্লাহ্ বা তাঁর সন্তান বা অংশীদার।

(٣٩) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝
(٤٠) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۝
(٤١) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِبْرٰهِيْمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝
(٤٢) إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ۝

৩৯. তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এখন তারা গাফিল এবং তারা বিশ্বাস করে না।

৪০. নিশ্চয় পৃথিবীর ও তার উপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমারই রইবে এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে।

৪১. স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইব্‌রাহীমের কথা; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী।

৪২. যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা! তুমি তার ইবাদত কর কেন যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোনই কাজে আসে না?'

(وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ) আর হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে লজ্জা দিবসের ভয় প্রদর্শন করুন, (إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ) যখন শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক হিসাব নিকাশ সমাপ্ত হবে; জান্নাতীদেরকে জান্নাতে ও জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করা হবে এবং মৃত্যুকে যবেহ্ করে দেওয়া হবে। (وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ) অরি তারা তো এ বিষয়ে মূর্খ ও অন্ধ এবং তারা মুহাম্মদ ﷺ কুরআন ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না।

(إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا) নিশ্চয়ই আমি পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের মালিক। ব্যাখ্যান্তরে আমি পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে মৃত্যদান করে পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের উত্তরাধিকারী হব। আমি তাদেরকে মৃত্যু দেব এবং জীবিতও করব। (وَإِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ) আর কিয়ামত দিবসে তারা আমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হবে। তারপর আমি তাদের সৎকর্মের প্রতিদান শুভ এবং মন্দ কর্মের প্রতিদান মন্দই প্রদান করব।

(وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ إِبْرٰهِيْمَ) আর আপনি এই কিতাবে ইব্‌রাহীম (আ)-এর সংবাদ স্মরণ করুন। (إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا) নিশ্চয়ই তিনি স্বীয় ঈমানে সত্যবাদী প্রমাণিত হয়ে ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সংবাদদাতা রাসূল ছিলেন।

(إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا) যখন তিনি তাঁর পিতা 'আযর'-কে বললেন, হে আমার পিতা! আপনি আল্লাহ্ ব্যতিরেকে এমন জিনিসের উপাসনা কেন করেন? যা না আপনার আহ্বান শ্রবণ করে, না আপনাকে দেখতে পায়, না আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে রক্ষার ব্যাপারে আপনার কোন উপকার করতে পারে।

(٤٣) يَٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا

(٤٤) يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا

(٤٥) يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا

(٤٦) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا

(٤٧) قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا

৪৩. 'হে আমার পিতা! আমার নিকট তো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসে নি; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব।

৪৪. 'হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য।

৪৫. 'হে আমার পিতা! আমি তো আশংকা করি যে, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, তখন তুমি হয়ে পড়বে শয়তানের বন্ধু।'

৪৬. পিতা বলল, 'হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও।'

৪৭. ইব্‌রাহীম বলল, তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।

(يَٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ) হে আমার পিতা! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আমার কাছে এমন তথ্য এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি। তা হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করবেন। (فَاتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا) অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে আমার অনুসরণ করুন; আমি আপনাকে সরল ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রাপ্ত পথ প্রদর্শন করব। তা হল ইসলাম

(يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَٰنَ إِنَّ الشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا) হে আমার পিতা! আপনি প্রতিমা পূজার মাধ্যমে শয়তানের অনুগত হবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান পরম করুণাময়ের প্রতি অবিশ্বাসী।

(يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا) হে আমার পিতা! আমি অবগত আছি যে, আপনার কাছে পরম করুণাময়ের শাস্তি আসবে, যদি আপনি তার প্রতি অবিশ্বাস করেন; ফলে আপনি জাহান্নামে শয়তানের সাথী হবেন।

(قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ) 'আযর' বলল হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি আমার দেবতাদের উপাসনা হতে বিমুখ হয়ে যাচ্ছ? (لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا) যদি তোমার বক্তব্য হতে বিরত না থাক, তবে আমি নিশ্চয়ই তিরস্কার করব। মতান্তরে, আমি তোমাকে হত্যা করব এবং আমি যে পর্যন্ত জীবিত থাকব সে পর্যন্ত তুমি আমা হতে দূরে অবস্থান করবে। ব্যাখ্যান্তরে, তুমি আমাকে বর্জন কর এবং আমার সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলবে না। অপর এক ব্যাখ্যা মতে, তুমি সর্বকালে আমাকে পরিত্যাগ করবে।

(٤٨) وَ اَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ○
(٤٩) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ○
(٥٠) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ○
(٥١) وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰۤى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ○

৪৮. 'আমি তোমাদের হতে ও তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদের হতে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হব না।'

৪৯. অতঃপর সে যখন তাদের হতে ও তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত সেই সকল হতে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়া'কুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম।

৫০. এবং তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগ্রহ ও তাদের নাম-যশ সমুচ্চ করলাম।

৫১. স্মরণ কর, এই কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল বিশেষ মনোনীত এবং সে ছিল রাসূল, নবী।

(قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا) ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, আপনার প্রতি আমার সালাম; আমি শীঘ্রই আপনার জন্য আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার ব্যাপারে অবগত আছেন, যদি তিনি আমার প্রার্থনা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন।

(وَاَعْزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ) আর আমি আপনাদেরকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আপনাদের উপাস্য প্রতিমাসমূহকে পরিত্যাগ করছি। (وَاَدْعُوْا رَبِّىْ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَاۤءِ رَبِّىْ شَقِيًّا) আর আমি আমার প্রভুর ইবাদত করব। আমি আশা করি যে, আমি আমার প্রভুর ইবাদত করে অকৃতকার্য হব না এবং ক্ষতিগ্রস্তও হব না। « عَسٰى » শব্দটি আল্লাহ্র পক্ষ হতে বলা হলে তার অর্থ হয় 'অবশ্যই'।

(فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ) তারপর যখন তিনি তাদেরকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের উপাস্য প্রতিমাসমূহকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে ইস্‌হাক্ ও ইয়াকূবকে দান করলাম। اسحق শব্দের অর্থ হল, হাস্যরত। ইয়াকূব ছিলেন ইব্রাহীম (আ)-এর পৌত্র। (وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا) আর আমি ইব্‌রাহীম (আ) ইস্‌হাক ও ইয়া'কূব (আ) তাদের সবাইকে নবুওয়াত ও ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করে ছিলাম।

(وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا) আর আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহে নেক সন্তান ও হালাল মাল দান করলাম। (وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا) তদুপরি আমি উত্তম প্রশংসা দ্বারা সম্মানিত করলাম।

(وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰى) আর আপনি এই কিতাবে মূসা (আ) এর বৃত্তান্ত স্মরণ করুন। (اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا) নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন কুফ্‌র, শিরক্ এবং অশ্লীল কর্মসমূহ হতে সংরক্ষিত। ব্যাখ্যান্তরে, তিনি ছিলেন, ইবাদত ও তাওহীদের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান। যদি « مُخْلِصًا » শব্দের 'লাম' এ 'যের' হয়। (وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا) আর তিনি বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সংবাদ প্রদান করতেন।

(٥٢) وَنَادَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا

(٥٣) وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَٰرُونَ نَبِيًّا

(٥٤) وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا

(٥٥) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا

(٥٦) وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا

(٥٧) وَرَفَعْنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا

৫২. তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম।

৫৩. আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারূনকে নবীরূপে।

৫৪. স্মরণ কর, এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা, সে ছিল তো প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নবী।

৫৫. সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।

৫৬. স্মরণ কর, এই কিতাবে ইদ্‌রীসের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী।

৫৭. এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।

(وَنَادَيْنَٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمَنِ) আর আমি তাকে তার দক্ষিণ পাশে অবস্থিত 'তূর' পর্বত হতে আহ্বান করে ছিলাম। (وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا) আমি তাঁকে আমার নিকটবর্তী করেছিলাম। এমন কি তিনি কলমের শব্দ শুনতে পেতেন। ব্যাখ্যান্তরে, আমি অতি নিকট থেকে তার সাথে কথা বলেছিলাম।

(وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا) আর আমি নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারূনকে তার সহকারী (নবী) করে দিয়েছিলাম।

(وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ) আর আপনি এই কিতাবে ইসমাঈল সংবাদ স্মরণ করুন। (اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا) নিশ্চয়ই তিনি অঙ্গীকার পূরণে সত্যবাদী ছিলেন; যখনই অঙ্গীকার করতেন তা পূরণ করতেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সংবাদ প্রদান করতেন।

(وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ) আর স্বীয় সম্প্রদায়কে সালাত সম্পাদন করতে এবং যাকাত ও সাদাকা আদায় করতে আদেশ করতেন। (وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) আর তিনি স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সৎ কর্মশীল ছিলেন।

(وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ) আর আপনি এই কিতাবে ইদ্রীস এর সংবাদ উল্লেখ করুন। (اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا) নিশ্চয়ই তিনি স্বীয় ঈমানে সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছিলেন এবং স্বীয় প্রভুর পক্ষ হতে সংবাদ প্রদান করতেন।

(وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا) এবং তাকে আমি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি।

(৫৮) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩

(৫৯) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

(৬০) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

৫৮. এরাই তারা, নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, আদমের বংশ হতে ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম এবং ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথনির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম; তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ত ক্রন্দন করতে করবে।

৫৯. তাদের পরে আসল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করল ও লালসা-পরবশ হল। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

৬০. কিন্তু তারা নয়– যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

(أُولَٰئِكَ) তারা, অর্থাৎ ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইস্হাক, ইয়াকূব, মূসা হারূন, ঈসা এবং ইদ্রীস (আ) ও সমস্ত নবীগণ (الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ) ঐ সব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নবুওয়াত রিসালাত ও ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন (مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ) আদম (আ)-এর বংশধর হতে এবং ঐ সব লোকদের হতে যাঁদেরকে আমি নূহ্ (আ)-এর সংগে জাহাজে আরোহণ করিয়েছিলাম, অর্থাৎ নূহ্ (আ)-এর বংশধর হতে তাঁর সন্তানগণকে। (وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ) এবং ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর হতে ইস্মাঈল ও ইস্হাক (আ)-কে এবং ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর থেকে ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইগণকে। (وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا) আর ঐ সব লোকদেরকে যাঁদের আমি ঈমান দ্বারা সম্মানিত করেছি এবং ইসলাম ও নবী ﷺ-এর অনুসরণের জন্য মনোনীত করেছি। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম ও তাঁর সাথীগণ। (إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا) যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত আয়াতগুলো পাঠ করা হত তখন তারা আল্লাহ্র ভয়ে সিজ্দায় পতিত হতেন এবং ক্রন্দন করতেন।

(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) অনন্তর নবীগণ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের পর এমন অসৎ বংশধর অবশিষ্ট ছিল (أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ) যারা সালাত পরিত্যাগ করেছে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করেছে এবং কুপ্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ দুনিয়াতে বিভিন্নরূপে উপভোগে লিপ্ত হয়েছে, এমনকি বৈমাত্রেয় ভগ্নীকে ও বিবাহ করেছে। এরা হচ্ছে ইয়াহূদী সম্প্রদায় (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) তারা অচিরেই জাহান্নামের 'গাই' নামক উপত্যকায় নিক্ষিপ্ত হবে।

(إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا) কিন্তু ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা তাওবা করেছে, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুসারে নিখুঁত কর্ম সম্পাদন করেছে, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং তাদের প্রতি

জান্নাতে কোন যুলম করা হবে না। অর্থাৎ তাদের পুণ্যসমূহ হতে হ্রাস করা হবে না এবং পাপ রাশিতে বৃদ্ধি করা হবে না। তারপর, আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, তাদের জন্য কোন্ জান্নাত রয়েছে।

(٦١) جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا

(٦٢) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ۭ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ○

(٦٣) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ○

(٦٤) وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ○

(٦٥) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ۭ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ○

৬১. এটা স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী।

৬২. সেথায় তারা 'শান্তি' ব্যতীত কোন আসার বাক্য শুনবে না এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ।

৬৩. এই সেই জান্নাত, যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে।

৬৪. 'আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করব না; যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে ও যা এই দুই-এর অন্তর্বর্তী তা তাঁরই এবং আপনার প্রতিপালক ভুলার নয়।'

৬৫. তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু, তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক। তুমি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাকেও জান?

(جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ) তাদের জন্য রয়েছে চিরকাল অবস্থানের জান্নাতসমূহ, যেগুলোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন পরম করুণাময় স্বীয় বান্দাদের জন্য, অদৃশ্যে থেকে। (اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا) নিশ্চয়ই তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী।

(لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا) তারা জান্নাতে কোন নিরর্থক কসম শ্রবণ করবে না। তারা পরস্পর পরস্পরকে সম্মানার্থে সালাম করবে (وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا) এবং জান্নাতে দুনিয়ার সকাল ও বিকালের সমদূরত্বে তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা থাকবে।

(تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا) এটাই সেই জান্নাত যেখানে আমি স্থান দান করব আমার বান্দাদের মধ্য হতে সে সকল লোককে যারা কুফ্‌র ও শিরক্ হতে বিরত থাকে। ব্যাখ্যান্তরে, যারা স্বীয় প্রভুর বাধ্য থাকে।

(وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ) আর হে মুহাম্মদ ﷺ আমি আকাশ হতে আপনার প্রভুর আদেশ ব্যতীত পুনঃ পুনঃ অবতরণ করতে পারি না। এটা জিব্রাঈল (আ), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তখন বলেছিলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছ হতে অহী স্থগিত রেখে ছিলেন এবং অন্যদিকে কুরাইশ সম্প্রদায় তাকে রূহ, যুল-কারনাইন এবং আসহাবে কাহ্ফ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল। (لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) তাঁরই অধিকারে, আমাদের সম্মুখে অবস্থিত পরকালের বিষয়, আমাদের

পশ্চাতে অবস্থিত দুনিয়ার বিষয় এবং এটার মধ্যবর্তী, অর্থাৎ শিঙ্গার দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী বিষয়। (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) আর আপনার প্রভু যখন হতে আপনার প্রতি ওহি প্রেরণ করেছেন, তখন হতে আপনাকে ভুলে যাননি।

(رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) আকাশসমূহের, জমিনসমূহের এবং তন্মধ্যস্থ সৃষ্টি ও বিস্ময়কর বস্তুসমূহের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্। (فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا) অতএব, আপনি তার অনুগত থাকুন এবং তার ইবাদতে ধৈর্যধারণ করুন। আপনি কি আল্লাহ্‌র সমগুণ সম্পন্ন অন্য কাউকে জানেন?

(٦٦) وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ○
(٦٧) اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ○
(٦٨) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ○
(٦٩) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ○
(٧٠) ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ○

৬৬. মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হব?'
৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না?
৬৮. সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি তো তাদেরকে এবং শয়তানদেরকেসহ একত্র সমবেত করবই ও পরে আমি তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই।
৬৯. অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবই।
৭০. এবং আমি তো তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামের প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয় ভাল জানি।

(وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا) আর মানুষ অর্থাৎ উবাই ইবন খলফ জুমাহী পুনরুত্থানের বিষয় অস্বীকার করে বলে, আমার মৃত্যুর পরে সত্যই কি আমাকে কবর হতে জীবিতাবস্থায় বের করা হবে? এটা কখনও হবে না।

(اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا) মানুষ, অর্থাৎ উবাই ইবন্ খালফ জুমাহী কি এটাতে উপদেশ লাভ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে দুর্গন্ধযুক্ত শুক্র হতে সৃষ্টি করেছি, অথচ সে কিছুই ছিল না। অতএব, আমি তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম।

(فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا) আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তার কসম করে বলছেন, তবে তোমার প্রভুর শপথ আমি কিয়ামত দিবসে তাদেরকে, অর্থাৎ উবাই ও তার সাথীদেরকে এবং শয়তানদেরকে অবশ্যই একত্রিত করব। অনন্তর আমি অবশ্যই তাদের সকলকে জাহান্নামের মধ্যখানে উপস্থিত করব।

(ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا) তারপর আমি সকল ধর্মাবলম্বীগণ হতে ঐ সব লোককে বহিষ্কার করব। যারা পরম করুণাময়ের প্রতি অর্থাৎ কুরআনের প্রতি অধিকতর দুঃসাহসী।

(ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا) তারপর আমি নিশ্চয়ই অবগত আছি ঐ সমস্ত লোকের বিষয় যারা সেখানে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য অধিক উপযোগী।

(৭১) وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

(৭২) ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

(৭৩) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا ۙ اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا

(৭৪) وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا

(৭৫) قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا

৭১. এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

৭২. পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দিব।

৭৩. তাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্ত হলে কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে, "দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসাবে উত্তম?"

৭৪. তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি- যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

৭৫. বল, 'যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর ঢিল দিবেন যতক্ষণ না তারা, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করবে, তা শাস্তি হোক অথবা কিয়ামতই হোক। অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল।

(وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا) আর তোমাদের মধ্যে নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত এমন কেউ নেই যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। (كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا) এটার বাস্তবায়ন আপনার প্রভুর কাছে অবশ্যম্ভাবী ও জরুরী সিদ্ধান্ত।

(ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا) এরপর আমি কুফর শিরক ও অশ্লীল বিষয়সমূহ হতে বিরত ব্যক্তিগণকে মুক্তি প্রদান করব এবং সকল মুশরিকদেরকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে পরিত্যাগ করব।

(وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ) আর যখন তাদের অর্থাৎ নসর ও তার সাথীদের কাছে আমার আদেশ নিষেধ সংশ্লিষ্ট সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পঠিত হয় (قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا) তখন মুহাম্মদ ﷺ কুরআন ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীরা অর্থাৎ নসর ও তার সাথীরা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে অর্থাৎ আবু বকর رضي الله عنه ও তাঁর সাথীগণের কাছে বলে, (اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا) তোমাদের ও আমাদের উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোন দলটির বাসস্থান উত্তম এবং কোন দলটি মজলিস উত্তম?

(وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءيًا) আর আমি এই কুরাইশের পূর্বে অতীতের এমন কতিপয় সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যারা ধন সম্পদে ও সন্তান সন্ততিতে এবং বহির্দৃশ্যে উত্তম ছিল। (قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলে দিন, যে ব্যক্তি কুফ্‌র ও শিরকে নিপতিত রয়েছে তাকে পরম করুণাময় ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি করে দেন। অতএব, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনিও তাদেরকে অবকাশ দিন। (حَتّٰى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُوْنَ) অবশেষে তারা তাদের প্রতিশ্রুত শাস্তি বদর যুদ্ধ দিবসে তরবারির মাধ্যমে কিংবা কিয়ামত দিবসে জাহান্নামে পরিদর্শন করবে। (مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا) তখন তারা অচিরেই উপলব্ধি করবে যে, কোন্ ব্যক্তি আখিরাতে বাসস্থানের দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর দলবলে দুর্বলতর।

(٧٦) وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝
(٧٧) اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ۝
(٧٨) اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

৭৬. এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদেরকে অধিক হিদায়াত দান করেন; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

৭৭. তুমি কি লক্ষ্য করেছ সে ব্যক্তিকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে বলে, 'আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই।'

৭৮. সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?

(وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى) আর আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের হিদায়াত বিভিন্ন আহ্‌কাম দ্বারা বর্ধিত করে থাকেন। ব্যাখ্যান্তরে, আল্লাহ্ তা'আলা রহিতকারী আয়াত দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে রহিত আয়াতের উপর অতিরিক্ত হিদায়াত প্রদান করেন। (وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا) আর স্থায়ী সৎকর্মসমূহ, অর্থাৎ আপনার প্রভুর কাছ থেকে সালাতের যে পুরস্কার দেওয়া হবে তা অতি উত্তম। (وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا) এবং আখিরাতে প্রতিদান হিসাবে ও তা শ্রেষ্ঠ।

(اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا) তবে আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন যে আমার নিদর্শনসমূহ, অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে অবিশ্বাস করে। সে হল আস ইবন্ ওয়ায়েল সাহমী। (وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا) এই আস ইব্‌ন ওয়ায়েল সাহমী হযরত খাব্বাব ইব্‌ন আরাত্ত (রা)-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলেছিল আখিরাত সম্বন্ধে মুহাম্মদ ﷺ-এর বক্তব্য যদি সত্যই হয়ে থাকে, তবে আমাকে আখিরাতে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রদান করা হবে। অতএব, তার উক্তি প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا) সে কি 'লাওহে মাহফূযে' পরিদর্শন করেছে সে যা বলছে তা সে পাবে? কিংবা সে কি পরম করুণাময়ের কাছে প্রদত্ত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'তে বিশ্বাস করেছে? যার দরুণ সে যা বলছে তা পাবে?

(৭৯) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا
(৮০) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا
(৮১) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا
(৮২) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا
(৮৩) أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا
(৮৪) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا

৭৯. কখনই নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।
৮০. সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারের এবং সে আমার নিকট আসবে একা।
৮১. তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করে এজন্য যাতে তারা তাদের সহায় হয়।
৮২. কখনই নয়, তারা তো তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।
৮৩. তুমি কি লক্ষ্য কর নি যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য।
৮৪. সুতরাং তাদের বিষয়ে তুমি তাড়াতাড়ি করিও না। আমি তো গণনা করতেছি তাদের নির্ধারিত কাল।

(كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا) আল্লাহ্ তা'আলা তার কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, কখনই সে যা বলছে তা পাবেন না। আমি তার মিথ্যা উক্তি সাথে সাথে সংরক্ষণ করছি এবং আমি তার শাস্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করব।

(وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا) আর জান্নাতে তার কথিত বস্তুসমূহের অধিকারী আমিই থাকব এবং আমি তাকে তা দান না করে মু'মিনদেরকে দান করব। পক্ষান্তর সে কিয়ামত দিবসে আমার কাছে ধন-সম্পদ, পুত্র-কন্যা ও কল্যাণহীন অবস্থায় একাকী উপস্থিত হবে।

(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) আর মক্কাবাসীরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যসমূহের, অর্থাৎ প্রতিমা সমূহের উপাসনা করে, যেন ঐ সমস্ত প্রতিমা তাদের জন্য আল্লাহ্র শাস্তি হতে প্রতিরক্ষক হয়।

(كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) তাদের ধারণা রদ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদের জন্য আল্লাহ্র শাস্তি হতে কোন প্রতিরক্ষক কখনই থাকবে না। ঐ প্রতিমাসমূহ তো কাফিরদের উপাসনার কথা অস্বীকার করবে এবং ঐ প্রতিমাসমূহ কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদের শাস্তির সহায়ক হবে।

(أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনাকে কি সংবাদ প্রদান করা হয়নি যে, আমি শয়তানদেরকে কাফিরদের উপর ক্ষমাতশীল করেছি? তারা তাদেরকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত এবং প্রলুব্ধ করতে থাকে?

(فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا) অতএব, আপনি তাদের শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করবেন না। আমি তো তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস পরিসংখ্যান করছি।

(٨٥) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا

(٨٦) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

(٨٧) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا

(٨٨) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا

(٨٩) لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا

(٩٠) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا

(٩١) أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا

(٩٢) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا

৮৫. যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব।

৮৬. এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।

৮৭. যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অন্য কারও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।

৮৮. তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।'

৮৯. তোমরা তো এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতারণা করেছ;

৯০. যাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে।

৯১. যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে।

৯২. অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়।

(يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا) যে কিয়ামত দিবসে আমি কুফর, শিরক ও অশ্লীল বিষয়াবলী হতে বিরত ব্যক্তিদেরকে উষ্ট্রারোহী অবস্থায় পরম করুণাময়ের জান্নাতে একত্রিত করব।

(وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا) এবং অপরাধী মুশ্‌রিদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।

(لَايَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا) ফিরিশ্‌তারা কারও জন্য সুপারিশ করতে পারবে না, কিন্তু সে ব্যক্তি যে, পরম করুণাময়ের কাছে প্রদত্ত 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ্' এর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

(وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا) আর ইয়াহুদী সম্প্রদায় বলে, আল্লাহ্ তা'আলা 'ওযাইর' (আ)-কে সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন। (لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا) তোমরা নিশ্চয়ই বিভৎস উক্তি করেছে।

(تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا) তাদের সে উক্তির দরুণ কিছুই বিচিত্র নয় যে, নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে যায়, ভূমণ্ডল খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায় এবং পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে অপসৃত হয়ে যায়।

(اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا) কারণ, তারা 'ওযাইর' (আ)-কে পরম করুণাময়ের সন্তান সাব্যস্ত করেছে।

(وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا) অথচ 'ওযাইর' (আ)-কে সন্তানরূপে গ্রহণ করা পরম করুণাময়ের জন্য শোভনীয় নয়।

(٩٣) إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا
(٩٤) لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا
(٩٥) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا
(٩٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا
(٩٧) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا
(٩٨) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

৯৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।
৯৪. তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন।
৯৫. এবং কিয়ামতের দিবস তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থান।
৯৬. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় অবশ্যই তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।
৯৭. আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তা দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে তা দ্বারা সতর্ক করতে পার।
৯৮. তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি। তুমি কি তাদের কাকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও?

(اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কাফির ব্যতীত এমন কেউ নেই যে, পরম করুণাময়ের দাসত্ব স্বীকার করে তার বাধ্য হয়ে উপস্থিত হবে না।

(لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا) তিনি অবশ্যই তাদেরকে সংরক্ষণ করেছেন এবং তাদের পরিসংখ্যান করেছেন। অর্থাৎ তাদের সংখ্যা অবগত আছেন।

(وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا) আর কিয়ামত দিবসে তাদের প্রত্যেকেই ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি ব্যতীরেকে একাকী আল্লাহ্ তা'আলার কাছে উপস্থিত হবে।

(اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا) নিশ্চয়ই যারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাদের প্রভু কর্তৃক নির্দ্ধারিত সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে, অচিরেই পরম করুণাময় তাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। তিনি তাদেরকে ভালবাসবেন এবং মু'মিনদের কাছে তাদেরকে প্রিয় করে দিবেন।

(فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَبِهٖ قَوْمًا لُّدًّا) তারপর, আমি আপনার জন্য কুরআন পাঠ সহজ করেছি, যেন আপনি কুরআনের মাধ্যমে কফুর, শিরক ও অশ্লীলতা হতে বিরত ব্যক্তিদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেন এবং এই কুরআন দ্বারা বাতিল বিষয় নিয়ে কলহকারী সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করেন।

(وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ) হে মুহাম্মদ ﷺ আমি আপনার এ জাতির পূর্বে অতীতের বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا) আপনি কি ধ্বংসের পর তাদের একজনকেও দেখতে পান? অথবা ধ্বংস বা বিলীন হওয়ার পর তাদের কোন শব্দ শুনতে পান?

سورة طه

সূরা তাহা

সম্পূর্ণ মক্কী এর প্রারম্ভে 'তাহা' রয়েছে এই সূরার মোট আয়াত ১৩২,
মোট শব্দ ১৩০১ এবং মোট অক্ষর ৫২৪৩।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

পূর্বে উল্লেখিত সনদে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে নিম্নের তাফসীরসমূহ বর্ণিত আছে।

(١) طٰهٰ ۚ

(٢) مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰىٓ ۙ

(٣) اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۙ

(٤) تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۗ

(٥) اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

১. তা-হা,
২. তুমি ক্লেশ পাবে এজন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।
৩. বরং যে ভয় করে কেবল তার উপদেশার্থে।
৪. যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট হতে এটা অবতীর্ণ।
৫. দয়াময় আর্‌শে সমাসীন।

(طٰـهٰ ـ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى) হে মুহাম্মদ ﷺ আমি আপনার প্রতি কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, আপনি কুরআন দ্বারা কষ্ট ভোগ করেন। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে নবী ﷺ রাত্রির সালাতে এত অধিক পরিশ্রম করতেন যে, তার পদযুগল স্ফীত হয়ে যেত। তারপর এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি আদেশ সহজ করে দেন এবং বলেন, 'তাহা' অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ। মক্কার ভাষায় তাহা শব্দের অর্থ হে মানুষ।

(اِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى) আমি আপনার প্রতি কুরআন সহকারে জিব্‌রাঈল (আ)-কে এমন ব্যক্তির উপদেশ প্রদানের জন্য অবতীর্ণ করেছি যে, ভয় করে, অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে। আমি আপনার কষ্ট ভোগের জন্য ওটা অবতীর্ণ করিনি। এখানে পূর্বের বাক্য পরে এবং পরের বাক্য পূর্বে স্থাপন করা হয়েছে।

(تَنْزِيْلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى) এটা তাঁরই বক্তব্য যিনি ভূমণ্ডল এবং উচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন। আসমানসমূহের একটিকে অপরটির উপর উচ্চতা প্রদান করেছেন।

(اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى) তিনি পরম করুণাময় আরশের উপর অবস্থিত। ব্যাখ্যান্তরে, তিনি আরশে পরিপূর্ণ। আবার কারও মতে এ আয়াতটি এমন 'মুতাশাবিহ্' যার ব্যাখ্যা প্রদান অসম্ভব।

(٦) لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

(٧) وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى

(٨) اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

(٩) وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى

(١٠) اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّىْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

৬. যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী ও ভূগর্ভে তা তাঁরই।
৭. যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল, তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন।
৮. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই।
৯. মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁছিয়েছে কি?
১০. সে যখন আগুন দেখল তখন তাঁর পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা এখানে থাক আমি আগুন দেখছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা হতে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা আমি আগুনের নিকটে কোন পথনির্দেশ পাব।

(لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى) নভোমণ্ডলেও ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যাবতীয় সৃষ্টি ও বিস্ময়কর বস্তুসমূহ এবং মাটির নিচে অবস্থিত বস্তু তাঁরই অধিকার ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা মাটির নিচে অবস্থিত বস্তুও অবগত আছেন।

(وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى) আর (হে শ্রোতা), তুমি যদি প্রকাশ্যে কথা বল ও কাজ কর তা তিনি অবগত আছেন, কারণ, তিনি তো গুপ্ত কথা ও কাজ এবং গুপ্ত অপেক্ষা ও অধিক গুপ্ত এমন সব বিষয়ে অবগত আছেন যা তোমার দ্বারা প্রকাশিত হবে, কিন্তু এখনও হয়নি।

(اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى) আল্লাহ্ এরূপ যে তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি একক এবং তার কোন অংশীদার নেই। তাঁর উচ্চ গুণাবলী রয়েছে। এগুলো দ্বারা তাঁকে আহ্বান কর।

(وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى) হে মুহাম্মদ ﷺ, আপনার কাছে কি মূসার সংবাদ পৌঁছেছে? অর্থাৎ আপনার কাছে প্রথমে মূসার এর সংবাদ পৌঁছেনি পরে পৌঁছেছে।

(اِذْ رَاٰ نَارًا) যখন তিনি স্বীয় বাম দিকে আগুন দেখলেন (فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا) তখন তিনি স্বীয় পরিবার পরিজনকে বললেন, তোমরা নিজ স্থানে অবস্থান কর। আমি অগ্নি দেখেছি। (لَعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى) হয়ত আমি তোমাদের কাছে অগ্নি হলকা আনয়ন করব তখন ছিল শীতকালীন প্রবল ঠাণ্ডা অথবা আমি অগ্নির সান্নিধ্যে কোন পথ প্রদর্শকের সন্ধান লাভ করব।

(১১) فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى ۝
(১২) اِنِّىْٓ اَنَا۠ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝
(১৩) وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۝
(১৪) اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝
(১৫) اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ۝

১১. অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসল তখন আহ্বান করে বলা হল, হে মূসা।
১২. আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেল, কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছ।
১৩. 'এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহী প্রেরণ করা হয়েছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর।'
১৪. 'আমিই আল্লাহ্, আমার ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।'
১৫. 'কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে।'

(فَلَمَّآ اَتٰىهَا) অনন্তর, যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, একটি সবুজ বৃক্ষ হতে শুভ্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে (نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) তখন আহ্বান করা হল, হে মূসা (আ) নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রভু। অতএব আপনি স্বীয় পাদুকা খুলে রাখুন। কারণ, তাঁর পাদুকাদ্বয় মৃত গর্দভের চর্মে প্রস্তুত ছিল। (اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى) আপনি তো 'তুয়া' নামক পবিত্র উপত্যকায় রয়েছেন, 'তুয়া' একটি উপত্যকার নাম। ব্যাখ্যান্তরে 'তুয়া' অর্থ এমন স্থান যাকে ইতিপূর্বে অন্যান্য নবীরা অতিক্রম করেছেন। ব্যাখ্যান্তরে, তা একটি কূপের নাম, যা উক্ত উপত্যকায় প্রস্তর দ্বারা ঢাকা পড়ে গেছে এবং সেখানে বৃক্ষের জন্ম হয়েছে।.

(وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى) আর আমি আপনাকে রাসূলরূপে ফিরা'আউনের প্রতি গমনের জন্য মনোনীত করেছি। অতএব, আপনি যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা শ্রবণ করুন, অর্থাৎ আদেশানুসারে কার্য সম্পাদন করুন।

(اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ) নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্। আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। অতএব, আমার অনুগত থাকুন। আর আপনি আমার অনুগত থাকুন। (وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ) আর আপনি আমার স্মরণে সালাত প্রতিষ্ঠা করুন। অর্থাৎ যদি আপনি কোন সালাত ভুলে যান তবে তা স্মরণ হওয়ার সময় আদায় করে নিন।

(اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا) নিশ্চয়ই কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্বর তা প্রকাশ করব। ব্যাখ্যান্তরে আমি তা নিজেই গোপন রেখেছি; অতএব কিরূপে অন্যের কাছে তা প্রকাশ করব। (لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى) যেন সৎ ও অসৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বীয় ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিদান দেওয়া হয়।

(١٦) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى

(١٧) وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى

(١٨) قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى

(١٩) قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى

(٢٠) فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى

(٢١) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى

১৬. 'সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

১৭. 'হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে তা কি?'

১৮. সে বলল, 'তা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দেই এবং এটা দ্বারা আঘাত করি আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।'

১৯. আল্লাহ্ বললেন, 'হে মূসা! তুমি এটা নিক্ষেপ কর।'

২০. অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করল, সংগে সংগে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল,

২১. তিনি বললেন, 'তুমি একে ধর, ভয় করিও না, আমি এটাকে এর পূর্বরূপে ফিরিয়ে দিব।'

(فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰى) অতএব আপনাকে তাঁর স্বীকৃতি হতে সে ব্যক্তি যেন বিরত রাখতে না পারে যে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং অস্বীকৃতি ও প্রতিমা পূজার মাধ্যমে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, যাতে আপনি ধ্বংস না হন।

(وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى) আর হে মূসা! আপনার দক্ষিণ হাতে ওটা কি?

(قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَارِبُ اُخْرٰى) তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি; আমি ক্লান্ত হলে এটার উপর ভর দিয়া থাকি এবং এটা দ্বারা আমি আমার ছাগল পালের জন্য বৃক্ষ পত্র পেড়ে থাকি, এবং এটার সাথে আমার আরও বিভিন্ন প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট রয়েছে।'

(قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى) আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে মূসা! আপনি ওটা আপনার হস্ত হতে নিক্ষেপ করুন।

(فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى) অনন্তর, তিনি তা তাঁর হাত হতে নিক্ষেপ করলেন। তৎক্ষণাৎ তা এক মস্তক উত্তোলিত ধাবমান সর্পে পরিণত হল। তখন হযরত মূসা (আ) ওটার কাছে হতে পালায়নের উদ্দেশ্যে পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

(قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى) আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, হে মূসা (আ) আপনি এটাকে স্পর্শ করুন এবং ভীত হবেন না; আমি এটাকে প্রত্যাবর্তীত করে পূর্ববৎ লাঠিতে পরিণত করব।

(٢٢) وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى

(٢٣) لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى

(٢٤) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

(٢٥) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

(٢٦) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

(٢٧) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي

(٢٨) يَفْقَهُوا قَوْلِي

(٢٩) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي

(٣٠) هَارُونَ أَخِي

২২. 'এবং তোমার হাত তোমার বগলের রাখ, এটা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নির্দশনস্বরূপ।'
২৩. এটা এজন্য যে, আমি তোমাকে দেখাব আমার মহানিদর্শনগুলোর কিছু।
২৪. ফিরা'আউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে।'
২৫. মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও।
২৬. এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও।
২৭. আমার জিহ্‌বার জড়তা দূর করে দাও–
২৮. যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।
২৯. আমার জন্য করে দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে;
৩০. আমার ভ্রাতা হারূনকে।'

(وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ) আর আপনি আপনার হাত স্বীয় বগলে প্রবিষ্ট করুন। এটা লাঠির সাথে দ্বিতীয় নিদর্শন। (تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى) কোন রোগ ছাড়া তা জ্যোতির্ময় হয়ে বের হবে।

(لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى) যেন আমি আপনাকে আমার কতিপয় বৃহত্তর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করি।

(اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى) আপনি ফিরা'আউনের কাছে গমন করুন; নিশ্চয়ই সে দাম্ভিক, অহংকারী ও অবিশ্বাসী হয়ে গেছে।

(قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) তিনি বললেন, হে প্রভু, আপনি আমার অন্তর বিনম্র করে দিন, আমি ফির'আউনকে যেন ভয় না করি;

(وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي) আপনি আমার জন্য আমার প্রতি অর্পিত ফিরা'আউনের কাছে রিসালাত প্রচারের কাজ সহজ করে দিন;

(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي - يَفْقَهُوا قَوْلِي) আপনি আমার রসনা হতে জড়তা উন্মোচন করে দিন, যেন তারা আমার বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারে।

(وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ هٰرُوْنَ اَخِي) এবং আমার পরিবার হতে আমার ভ্রাতা হারুনকে আমার সহকারী করে দিন।

(٣١) اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ۙ
(٣٢) وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ۙ
(٣٣) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۙ
(٣٤) وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۙ
(٣٥) اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۙ
(٣٦) قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ۙ
(٣٧) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ۙ (٣٨) اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ۙ

৩১. তা দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর।
৩২. ও তাকে আমার কর্মে অংশী কর।
৩৩. যাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচুর।
৩৪. এবং তোমাকে স্মরণ করতে পারি অধিক।
৩৫. তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।
৩৬. তিনি বললেন, হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল।
৩৭. এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।
৩৮. যখন আমি তোমার মাতাকে জানিয়েছিলাম যা ছিল জানাবার।

(اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ) আপনি তার দ্বারা আমার শক্তি বাড়িয়ে দিন এবং হে প্রভু, আপনি ফিরা'আউনের কাছে রিসালাত পৌঁছানোর কাজে তাকে আমার অংশীদার করে দিন।

(كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا) যেন আমরা আপনার জন্য অধিক পরিমাণ সালাত সম্পাদন করতে এবং অন্তরে ও মুখে অধিক পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি।

(اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا) নিশ্চয়ই আপনি আমাদের বিষয়ে যথাযথ অবগত রয়েছেন।

(قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى) আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে মূসা (আ) আপনি যা চেয়েছেন তা আপনাকে দেওয়া হল।

অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তর প্রশস্ত করে দিলেন, তাঁর কাজ সহজ করে দিলেন; তাঁর রসনার জড়াত উন্মোচিত করলেন এবং হারুনকে তাঁর সহযোগী নিযুক্ত করলেন।

(وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى) আর আমি এছাড়াও আপনার প্রতি আর একবার অনুগ্রহ করে ছিলাম।

(اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى اُمِّكَ مَا يُوْحٰى) যখন আমি আপনার মাতার প্রতি সে বিষয়ে গায়বী নির্দেশ প্রদান করে ছিলাম যা গায়বী নির্দেশ প্রদানের পর্যায়ে ছিল।

(٣٩) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝

(٤٠) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ۝

(٤١) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۝

(٤٢) اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۝

৩৯. যে তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও যাতে দরিয়া তাকে তীরে ঠেলিয়ে দেয়, তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে। আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

৪০. যখন তোমার ভগ্নী এসে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব কে এই শিশুর ভার নিবে?' তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দেই, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদ্‌ইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে, হে মূসা! এর পরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে।

৪১. এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি।

৪২. তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করিও না।

(اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ) যে, তুমি শিশুটি কে কাঠের তৈরী বাক্সে স্থাপন কর। (فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ) অনন্তর বাক্সটি নদীতে নিক্ষেপ কর। (فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ) তারপর নদী তাকে তীরে নিক্ষেপ করবে। (يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَ عَدُوٌّ لَّهُ) তাকে এমন এক ব্যক্তি উত্তোলন করে নিবে যে দীনের ক্ষেত্রে আমার শত্রু এবং হত্যার ক্ষেত্রে তাঁর শত্রু। অর্থাৎ ফির'আউন। (وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ) আর হে মূসা! আমি আপনার প্রতি আমার পক্ষ হতে মোহব্বত ঢেলে দিলাম যেন প্রত্যেক দর্শক আপনাকে স্নেহ করে। (وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ) এবং যেন আপনি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। আপনার সাথে যা-ই করা হয় তা যেন আমার নজরে থাকে।

(اِذْ تَمْشِىْ اُخْتُكَ) যখন আপনার ভগ্নী পদচারণ করতে করতে ফিরা'আউনের প্রাসাদে প্রবেশ করল (فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ) তখন সে বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক মহিলার সন্ধান প্রদান করব যিনি তাকে দুগ্ধ পান করাবেন? (فَرَجَعْنٰكَ اِلٰى اُمِّكَ) অনন্তর আমি আপনাকে আপনার মাতার নিকট ফিরিয়ে দিলাম। (كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ) যেন তার অন্তর সন্তুষ্ট হয় এবং তিনি স্বীয় সন্তানের ধ্বংসের উদ্বেগে পতিত না হন। (وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا) আর আপনি একজন কিবতী ব্যক্তির প্রাণ নাশ করে ছিলেন। অনন্তর আমি আপনাকে প্রতি শোধের উদ্বেগ হতে মুক্তি দান করলাম এবং আপনাকে বার বার বিপদাপদে লিপ্ত করে পরীক্ষা করলাম। (فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ) তারপর

আপনি দশ বছর কাল মাদইয়ান বাসীদের মধ্যে অবস্থান করলেন। (ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى) তারপর হে মূসা! আপনি আমার কথোপকথন এবং ফিরা'আউনের প্রতি রিসালাত বহনের এক বিশেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছলেন।

(وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ) এবং আমি আপনাকে রিসালাতের মাধ্যমে আমার জন্যে মনোনীত করলাম। (اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ) আপনি এবং আপনার ভ্রাতা হারুন আমার নিদর্শনাবলী অর্থাৎ হাত ও লাঠির মু'জিযা সহকারে যাত্রা করুন। (وَلَاتَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ) আর আপনারা উভয়ে ফিরা'আউনের কাছে আমার রিসালাত প্রচারে দুর্বল, অক্ষম ও শিথিল হবেন না।

(٤٣) اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

(٤٤) فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

(٤٥) قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى

(٤٦) قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى

(٤٧) فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

৪৩. তোমরা উভয়ে ফিরা'আউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে।
৪৪. তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে,
৪৫. তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে।'
৪৬. তিনি বললেন,'তোমরা ভয় করিও না, আমি তো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।
৪৭. সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল, সুতরাং আমাদের সাথে বনী ইস্রাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার নিকট এনেছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা অনুসরণ করে সৎপথ।

(اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى) আপনারা উভয়ে ফিরা'আউনের কাছে গমন করুন, নিশ্চয়ই সে দাম্ভিক, অহংকারী ও অবিশ্বাসী।

(فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا) অনন্তর, আপনারা তার কাছে নম্র বাক্য অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পেশ করুন। ব্যাখ্যান্তরে, আপনারা তাকে উপাধির মাধ্যমে সম্বোধন করুন। (لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى) হয়রত সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ইসলাম গ্রহণ করবে।

(قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى) তারা উভয়ে বললেন, হে আমাদের প্রভু! আমরা ভয় করি যে, সে আমাদেরকে অতির্কিত প্রহার করবে অথবা হত্যার স্পর্দ্ধা দেখাবে।

(قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى) আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে বললেন, আপনারা প্রহার ও হত্যার আশংকা করবেন না, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সহায়ক রয়েছি; আমি আপনাদের প্রতি তার প্রতি উত্তর শুনব করব এবং তার আচরণ পর্যবেক্ষণ করব।

(فَاتِيَاهُ فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ) অতএব আপনারা উভয়ে তার কাছে গিয়ে বলুন, আমরা উভয়ে তোমার প্রভু কর্তৃক তোমার কাছে প্রেরিত। (فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ) সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে ছেড়ে দাও যেন আমরা তাদেরকে তাদের নিজস্ব ভূ-খণ্ডে নিয়ে যেতে পারি এবং তাদেরকে শ্রম, শত্রু হত্যা ও নারীদেরকে দাসী নিয়োগ করার মাধ্যমে কষ্ট প্রদান করো না। কারণ তারা স্বাধীন (قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ) আমরা তোমার প্রভুর পক্ষ হতে একটি নিদর্শন অর্থাৎ হাতের মু'জিযা নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি। এটাই ছিল সর্বপ্রথম নিদর্শন, যা আল্লাহ্ তা'আলা ফিরা'আউনকে দেখিয়ে ছিলেন। (وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى) আর সেই ব্যক্তির জন্যে নিরাপত্তা রয়েছে যে একত্ববাদের অনুসরণ করে।

(٤٨) اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى
(٤٩) قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى
(٥٠) قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى
(٥١) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى
(٥٢) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى

৪৮. আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তো তার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে লয়।
৪৯. ফিরা'আউন বলল, 'হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক?
৫০. মূসা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন।'
৫১. ফিরা'আউন বলল, তাহা হলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী?
৫২. মূসা বলল, 'এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রয়েছে, আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।'

(اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى) আমাদের প্রতি এই প্রত্যাদেশ এসেছে যে তাওহীদে অবিশ্বাসী ও ঈমান হতে বিমুখ ব্যক্তির উপর চিরস্থায়ী শাস্তি হবে।

(قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى) ফিরা'আউন বলল, তবে হে মূসা! তোমাদের প্রভু কে?

(قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ) তিনি বললেন, তিনিই আমাদের প্রভু যিনি প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় সাদৃশ জুড়ি প্রদান করেছেন। যেমন, পুরুষ মানুষের জন্যে নারী মানুষ, উষ্ট্রের জন্যে উষ্ট্রী, গর্দভের জন্যে গর্দভী এবং ছাগলের জন্যে ছাগী (ثُمَّ هَدٰى) তারপর পানাহার ও সঙ্গমের প্রণালী অবগত করেছেন।

(قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى) ফিরা'আউন মূসা (আ)-কে বলল, তবে তোমার কাছে পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংসের কি সংবাদ আছে? তারা কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল?

(قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ) মূসা (আ) বললেন, তাদের ধ্বংসের জ্ঞান আমার প্রভুর কাছে একটি দফতরে অর্থাৎ লাওহে মাহ্‌ফূযে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى) আমার প্রভু ভুল করেন না

তাদের বিষয় তাকে এড়াতে পারে না। এবং তিনি তাদের কোন বিষয় ভুলে যান না, তিনি তাদের শাস্তি পরিত্যাগ করবেন না।

(৫৩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ

(৫৪) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ

(৫৫) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

(৫৬) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ

৫৩. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।

৫৪. তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।

৫৫. আমি মৃত্তিকা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা হতে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব।

৫৬. আমি তো তাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে।

(الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا) যিনি তোমাদের জন্যে জমীনকে শয্যা করেছেন এবং তোমাদের গমনাগমনের জন্যে জমীনে বিভিন্ন রাস্তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) আর তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেছেন। (فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى) তারপর আমি বৃষ্টি দিয়ে রং বেরং-এর নানা প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।

(كُلُوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ) যা তোমরা আহার কর এবং যার তৃণ ক্ষেত্রে তোমাদের গবাদি পশু চারণ কর। (فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى) নিশ্চয়ই, এই উদ্ভিদের প্রকারভেদ ও রংএর তার জন্যে বুদ্ধিমান মানুষের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

(مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى) এই জমীন হতেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে আদম (আ) হতে আদম (আ)-কে মৃত্তিকা হতে এবং মৃত্তিকাকে জমীন হতে সৃষ্টি করেছি; আমি জমীনেই তোমাদেরকে সমাহিত করব এবং আমি জমীনের সমাধিগুলো হতেই মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুত্থান কল্পে আবার বহির্গত করব।

(وَلَقَدْ أَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا) আর আমি ফির'আউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন প্রদর্শন করেছি; অর্থাৎ হস্ত, যষ্ঠি, ঝটিকা, পঙ্গপাল, কীট, ভেক, শোণিত, দুর্ভিক্ষ এবং শস্য হ্রাস করন। (فَكَذَّبَ وَأَبٰى) অনন্তর সে নিদর্শনগুলো অবিশ্বাস করে বলল যে, এগুলি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নয় এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করল। সে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল।

(٥٧) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَٰمُوسَىٰ
(٥٨) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِۦ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى
(٥٩) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى
(٦٠) فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ
(٦١) قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ

৫৭. সে বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট এসেছে তোমার জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করে দিবার জন্য?

৫৮. 'আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ জাদু, সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় এক মধ্যবর্তী স্থানে, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না।

৫৯. মূসা বলল, 'তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে।'

৬০. অতঃপর ফিরা'আউন উঠে গেল এবং পরে তার কৌশলসমূহ একত্র করল, অতঃপর আসল।

৬১. মূসা তাদেরকে বলল, 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না। করলে, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সেই ব্যর্থ হয়েছে।'

(قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى) সে মূসা-কে বলল, হে মূসা! তুমি তোমার জাদু ক্রিয়া দিয়ে আমাদেরকে আমাদের দেশ মিসর হতে বহিষ্কৃত করার জন্যে আমাদের কাছে এসেছে?

(فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ) তবে আমরাও তোমার যাদুর অনুরূপ জাদু দিয়ে তোমার মোকাবেলা করব। (فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى) অতএব, হে মূসা, তুমি আমাদের ও তোমার মধ্যে অন্যত্র একটি নির্দ্ধারিত সময় স্থির কর, যার না আমরা বরখেলাফ করব এবং না তুমি। ব্যাক্যান্তরে তুমি আমাদের ও তোমার মধ্যে এমন একটি স্থানে নির্দ্ধারিত সময় স্থির কর যা হবে নিরপেক্ষ এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান। এই ব্যাখ্যা তখন হবে যদি «سُوًى» শব্দটির সীন এ পেশ পড়া হয়।

(قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ) মূসা বললেন, তোমাদের নির্দ্ধারিত সময় হল বাজারের দিবস। ব্যাখ্যান্তরে মেলার দিন বা নববর্ষ দিবস। (وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى) এবং সেখানে বিভিন্ন নগরী হতে লোকজন যেন পূর্বাহ্নেই সমবেত হয়।

(فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ النَّاسُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ) তারপর ফিরা'আউন স্বীয় পরিবারে প্রত্যাবর্তন করল এবং তার সকল ষড়যন্ত্র ও ৭২ জন জাদুকর একত্রিত করল (ثُمَّ اَتٰى) তারপর সে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হল।

(قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ) মূসা যাদুকর দলকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে তোমাদের জন্য সংকীর্ণ করে দিন। (لَاتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ) তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করো না, অন্যথা তিনি তোমাদেরকে স্বীয় শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করবেন। (وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى) আর আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

(٦٢) فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ

(٦٣) قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ

(٦٤) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ

(٦٥) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ

(٦٦) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ

৬২. তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করল এবং তারা গোপনে পরামর্শ করল।

৬৩. তারা বলল, এ দু'জন অবশ্যই জাদুকর, তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-ব্যবস্থা ধ্বংস করতে।

৬৪. 'অতএব তোমরা তোমাদের জাদুক্রিয়া সংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হবে সেই সফল হবে।'

৬৫. তারা বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।'

৬৬. মূসা বলল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' তাদের জাদু-প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হল তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে।

(فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) এরপর তারা স্বীয় বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, যদি মূসা (আ) আমাদের উপর জয়ী হন তবে আমরা তার প্রতি ঈমান আনব। (وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ) এবং তারা এ আলোচনা ফিরা'আউন হতে গোপন রাখল।

(قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ) তারপর তারা প্রাকশ্যে বলল, নিশ্চয়ই এ দুইজন জাদুকর। এখানে «وَهَٰذَانِ» বনী হারিস ইব্‌ন কা'বের ভাষা অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটা আরবী ব্যাকরণ ভিত্তিক প্রয়োগ নয়, বরং আরবী ভাষী বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রচলিত ব্যবহার ভিত্তিক প্রয়োগ। ব্যাখ্যান্তরে, জাদুকর দলকে ফিরা'আউন বলল, নিশ্চয় এই মূসা ও হারুন উভয়েই জাদুকর। (يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ) এই মূসা ও হারুন তোমাদেরকে স্বীয় ইন্দ্রজালে তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট দ্বীন ও লোকজনকে অপসারিত করতে ইচ্ছা করে। আরবীতে বিবেক সম্পন্ন ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে «مُثْلَى» বলা হয়।

(فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا) অতএব, তোমরা স্বীয় কৌশল, জাদুকর দল ও জ্ঞানী লোকদেরকে একত্রিত করে একযোগে উপস্থিত হও। (وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ) আর অদ্য যে জয়ী হতে পারবে সে সফলকাম হবে।

(قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ) জাদুকররা মূসাকে বলল, হে মূসা, আপনি স্বীয় যষ্ঠি প্রথম ভূমিতে নিক্ষেপ করবেন, না আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হব?

(قَالَ بَلْ أَلْقُوا) মূসা (আ) তাদেরকে বললেন, বরং তোমরাই প্রথম নিক্ষেপ কর। তৎক্ষণাৎ তারা ৭২টি যষ্ঠি ও ৭২টি রজ্জু নিক্ষেপ করল। (فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ) অনতিবিলম্বে, তাদের জাদুর প্রভাবে মূসা (আ)-এর মনে হতে লাগল যে, তাদের রজ্জু ও যষ্ঠিসমূহ বিচরণ করছে।

(٦٧) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ○

(٦٨) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ○

(٦٩) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ○

(٧٠) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ○

(٧١) قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ○

৬৭. মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল।

৬৮. আমি বললাম, 'ভয় করিও না, তুমিই প্রবল।'

৬৯. 'তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কৌশল। জাদুকর যেথায়ই আসুক, সফল হবে না।'

৭০. অতঃপর জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হল ও বলল, 'আমরা হারুন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।'

৭১. ফির'আউন বলল, 'কী, আমি তোমাদেরক অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে: দেখছি, সে তো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করবই এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবই এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।'

(فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسٰى) তখন মূসা (আ) স্বীয় অন্তরে কিঞ্চিৎ ভয় অনুভব করলেন। এবং সে ভয় গোপন রাখলেন তিনি আশংকা করলেন যে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে না। ফলে তারা তার প্রতি বিশ্বাসী লোকদেরকে নিহত করা হবে।

(قُلْنَا لَاتَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى) আমি মূসাকে বললাম, আপনি ভয় করবেন না, নিশ্চয়ই আপনি তাদের উপর জয়ী হবেন।

(وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا) আর হে মূসা, আপনি স্বীয় দক্ষিণ হস্তে অবস্থিত বস্তুটি ভূমিতে নিক্ষেপ করুন, এটা তাদের নিক্ষিপ্ত যষ্টিসমূহ রজ্জুসমূহ গ্রাস করে ফেলবে। (اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ) তাদের নিক্ষিপ্ত বস্তু জাদুকরের জাদু ক্রিয়া ব্যতীত কিছুই নয়। (وَلَايُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى) আর জাদুকর যে স্থানে থাকুক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি হতে নিরাপত্তা ও মুক্তি লাভ করে না এবং কৃতকার্য হয় না।

(فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا) সুতরাং জাদুকররা সিজ্‌দায় নিক্ষিপ্ত হল। অর্থাৎ, তারা সিজ্‌দা করল এবং দ্রুত সিজ্‌দায় গমনের কারণে তারা যেন সিজ্‌দায় নিক্ষিপ্ত হল। (قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى) জাদুকররা বলল, আমরা মূসা ও হারুনের প্রভুর প্রতি ঈমান আনলাম।

(قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ) তাদেরকে ফিরা'আউন বলল, তোমরা আমার আদেশ প্রাপ্তির আগেই তার প্রতি ঈমান আনলে? (اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) নিশ্চয়ই, সেতো তোমাদের চেয়ে

শ্রেষ্ঠ জাদুবিদ্ সে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে। (فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ) সুতরাং আমি তোমাদের হস্ত ও পদগুলো বিপরীতভাবে অর্থাৎ, দক্ষিণ হস্ত ও বাম পা কেটে দিচ্ছি। (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) আর শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে খেজুর বৃক্ষের উপর শূলবিদ্ধ করব (وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ) এবং তোমরা অবগত হবে যে মূসা ও হারুন এর প্রভু এবং আমি এতদুভয়ের মধ্যে কারো শাস্তি কঠরতর ও দীর্ঘস্থায়ী।

(٧٢) قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
(٧٣) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
(٧٤) إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ
(٧٥) وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ
(٧٦) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ

৭২. তারা বলল, 'আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না। সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার।'
৭৩. 'আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ তা। আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।
৭৪. যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেথায় সে মরবেও না, বাঁচতেও না।
৭৫. এবং যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা–
৭৬. স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই, যারা পবিত্র।

(قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا) জাদুকররা ফিরা'আউনকে বলল, আমরা কস্মিনকালেও আমাদের কাছে নিদর্শনাদি অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ, কিতাব রাসূল ও অন্যান্য নিদর্শনগুলো আসার পর আমাদের স্রষ্টার উপাসনা পূর্বক তোমার উপাসনা ও আনুগত্য অবলম্বন করব না (فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ) অতএব, তুমি যা ইচ্ছা কর এবং আমাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ কর। (إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) তুমি এই পার্থিব জীবনে ব্যাপারেই কেবল হুকুম চালাতে পারবে। কিন্তু পরকালে আমাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না।

(إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ) আমরা আমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি; যেন তিনি আমাদের শির্কের পাপগুলো এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু শিক্ষা করতে বাধ্য করছে, তাও ক্ষমা করেন (وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ) আর আল্লাহ্ তা'আলা এর কাছে যে পুরস্কার ও মর্যাদা রয়েছে তা তোমার দেওয়া সম্পদ অপেক্ষা।

(إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ) নিশ্চয়ই, যে কিয়ামত দিবসে স্বীয় প্রভু সকাশে শিরকের অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্যে জাহান্নাম রয়েছে (لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ) সে সেখানে না মৃত্যুবরণ করবে, যাতে সে সুখ লাভ করতে পারে এবং না লাভজনক জীবন সহকারে জীবিত থাকবে।

(وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ) আর যারা কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র কাছে খাঁটি ঈমান সহকারে তাঁর আদেশ অনুসারে সৎকর্ম সম্পাদন করে উপস্থিত হবে (فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ) তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতে উচ্চমর্যাদা। তারপর তাদের জন্যে কোন্ জান্নাত রয়েছে সে প্রসঙ্গে বলেন।

(جَنَّاتُ عَدْنٍ) তাহল 'আদন' নামী জান্নাত। এটা পরম করুণাময়ের সেই বাসস্থান যা তিনি স্বহস্তে ও স্বীয় ক্ষমতায় অন্যান্য মধ্যখানে সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য জান্নাত এরই জান্নাতের আশেপাশে অবস্থিত। (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) যার বৃক্ষ ও বাসস্থানের নিম্নদেশে শরাব, সলিল, মধু ও দুধের নদী সমূহ প্রবাহিত থাকবে (خَالِدِينَ فِيهَا) তারা চিরকাল জান্নাতে অবস্থান করবে। তারা না মৃত্যুবরণ করবে এবং না বহিষ্কৃত হবে। (وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ) আর এই জান্নাত ও স্থায়ীত্বই হল একত্ববাদী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের প্রতিদান।

(৭৭) وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ○

(৭৮) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ○

(৭৯) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ

৭৭. আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রজনীযোগে বহির্গত হও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুষ্কপথ নির্মাণ কর। পশ্চাৎ হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে– এই আশংকা করিও না এবং ভয়ও করিও না।

৭৮. অতঃপর ফির'আউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, অতঃপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল।

৭৯. আর ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায় নি।

(وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي) আর আমি মূসা এর প্রতি এই প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলাম যে, আপনি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের প্রথম ভাগে বেরিয়ে যান। (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا) তারপর তাদেরকে সমুদ্রে সম্পূর্ণ শুষ্ক পথের সংবাদ দিন। (لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ) তোমার জন্যে না ফিরা'আউনের কর্তৃক দৃত হওয়ার ভয় আছে না সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা আছে।

(فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ) অনন্তর, ফিরা'আউন স্বীয় দলবলসহ তাদের পিছনে উপস্থিত হল (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ) তখন তাদেরকে সমুদ্র যেভাবে আচ্ছাদিত করার ছিল- সেভাবেই আচ্ছাদিত করল।

(وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ) আর ফিরা'আউন স্বীয় সম্প্রদায়কে সমুদ্রে ধ্বংস করল এবং নিমজ্জন হতে রক্ষা করতে পারল না। ব্যাখ্যান্তরে, সে তাদেরকে আল্লাহ্‌র দীন হতে বিভ্রান্ত করেছে এবং সঠিক পথের সন্ধান প্রদান করিনি।

(٨٠) يٰبَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ قَدْ أَنجَيْنٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى

(٨١) كُلُوا مِن طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوٰى

(٨٢) وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى

(٨٣) وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يٰمُوسٰى

(٨٤) قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلٰىٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى

৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদেরকে শত্রু হতে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সাল্‌ওয়া প্রেরণ করেছিলাম।

৮১. তোমাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ভাল বস্তু আহার কর এবং এই বিষয়ে সীমালংঘন করিও না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।

৮২. এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।

৮৩. হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলিয়ে তোমাকে ত্বরা করতে বাধ্য করল কিসে?

৮৪. সে বলল, 'এই তো তারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার নিকট আসলাম, তুমি সন্তুষ্ট হবে এজন্য।

(يٰبَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ) হে ইয়াকূবের বংশধরগণ! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু ফির'আউন হতে উদ্ধার করেছি। (وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ) এবং আমি তোমাদেরকে কিতাব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বের যা মূসা (আ)-এর ডান দিকে অবস্থিত ছিল। (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى) আর আমি 'তীহ' উপত্যাকায় তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করলাম।

(كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ) তোমরা তোমাদের জন্য আমার প্রদত্ত 'মান্না' ও সাল্‌ওয়া ইত্যাদি হালাল বস্তুসমূহ হতে ভক্ষণ কর এবং সে বিষয়ে অকৃতজ্ঞ হয়ো না। ব্যাখ্যান্তরে, আগামী কালের জন্য সঞ্চয় করে রেখ না। (فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ) অন্যথায় তোমাদের জন্য আমার অসন্তুষ্টি ও শাস্তি জরুরী হয়ে পড়বে। ব্যাখ্যান্তরে, শাস্তি অবতীর্ণ হবে, যদি «يَحِلُّ» এর 'হা' অক্ষরে পেশ দেয়া হয়? (وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى) আর যার উপর আমার গযব, অসন্তুষ্টি ও শাস্তি জরুরী হয়, সে ধ্বংস হয়।

(وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا) আর আমি পরম ক্ষমাশীল সে ব্যক্তির জন্য যে, শিরক হতে তাওবা করে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নিষ্কলুস কার্য সম্পাদন করে। (ثُمَّ اهْتَدٰى) সে

সুপথ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সে তার কার্যের পুরস্কারকে সত্য সত্যই দেখতে পাবে। ব্যাখ্যান্তরে সে সুন্নাত ও জামা'আতের পথ প্রাপ্ত হয় এবং এর উপরই তার মৃত্যু হয়। তারপর মূসা (আ) সত্তর জন লোক নিয়ে নির্দ্ধারিত স্থানের দিকে যাত্রা কর তখন ঐ সত্তর জনের সকলেই প্রতিশ্রুত স্থানে পৌছে গেলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন।

(وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسٰى) হে মূসা, আপনি স্বীয় সম্প্রদায়ের আগেই কেন আগমন করলেন।

(قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلٰى أَثَرِيْ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى) তিনি উত্তর দিলেন, তারা আমার অনুসরণে অগ্রসর হচ্ছে এবং প্রভু, আমি আপনার অধিক সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তড়িঘড়ি করে চলে এসেছি।

(٨٥) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ○

(٨٦) فَرَجَعَ مُوسٰى إِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُّمْ أَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ ○

(٨٧) قَالُوْا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ○

৮৫. তিনি বললেন, 'আমি তো তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলিয়েছি তোমার চলে আসার পর এবং সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।

৮৬. অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নি? তবে কি প্রতিশ্রুতিকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ তোমাদের প্রতি আপতিত হউক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?

৮৭. তারা বলল, 'আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে।

(قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ) আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে মূসা, আপনি তূর পর্বতে রওয়ানা করার পর আমি আপনার সম্প্রদায়কে গোবৎস পূজার মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছি এবং সামিরী তাদেরকে ঐ কাজের আদেশ করে বিভ্রান্ত করেছে।

(فَرَجَعَ مُوسٰى إِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ أَسِفًا) তারপর, যখন মূসা (আ) সত্তর জনসহ স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন ফিৎনার আওয়াজ শুনে ক্রোধান্বিত ও দুঃখিত হলেন। (قَالَ يٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রভু কি তোমাদের সত্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন নি? (أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ) তোমাদের নির্দ্ধারিত সময় সীমা কি অতিবাহিত হয়েছিল? (أَمْ أَرَدْتُّمْ أَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ) না তোমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও শাস্তি জরুরী হওয়া কামনা করে? যে জন্য তোমরা আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ।

(قَالُوْا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا) তারা বলল, হে মূসা, আমরা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি, (وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا) বরং আমরা ফিরা'আউন

সম্প্রদায়ের যে অলংকারাদি বয়ে এনেছিলাম তারই অশুভ প্রভাব আমাদেরকে গোবৎস পূজায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তারপর আমরা উক্ত অলংকার আগুনে নিক্ষেপ করলাম। (فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِىُّ) যে রূপ আমরা নিক্ষেপ করেছি, অনুরূপ সামিরী ও নিক্ষেপ করল।

(৮৮) فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۥ فَنَسِىَ ۝

(৮৯) اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۝

(৯০) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ ۝

(৯১) قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ۝

(৯২) قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۝

(৯৩) اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۗ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ ۝

৮৮. 'অতঃপর সে উহাদের জন্য গড়ল এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যা হাম্বা রব করত। তারা বলল, এটা তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসার ও ইলাহ্, কিন্তু মূসা ভুলে গিয়েছে।

৮৯. তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে, তা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না?

৯০. হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এটা দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।'

৯১. তারা বলেছিল, 'আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই বিরত হব না।'

৯২. মূসা বলল, 'হে হারূন" তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল–

৯৩. 'আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?

(فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ) অনন্তর আগুনে নিক্ষিপ্ত স্বর্ণ অলংকার হতে সামিরী প্রাণহীন ক্ষুদ্র দেহ বিশিষ্ট শব্দকারী এক গোবৎস প্রস্তুত করল। (فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِىَ) তারপর তারা বলল, এটি কোন বস্তু? তখন সামিরী তাদের বলল, এ হচ্ছে মূসা এবং তোমাদের ইলাহ্। এভাবে সামেরী আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও আদেশ বর্জন করল। ব্যাখ্যান্তরে, সামিরী বলল, মূসা সঠিক পথ পরিত্যাগ করত ভুল করেছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

(اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا) সামিরী ও তার সাথীরা কি এটা দেখেনি যে, গোবৎস তাদের কোন কথার প্রত্যুত্তর করে না এবং তা তাদের কোন ক্ষতি প্রতিরোধ করতে বা কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখে না?

(وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ) অবশ্য, হারুন মূসা (আ)-এর প্রত্যাবর্তনের আগেই তাদেরকে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তো গোবৎসের শব্দ এবং পূজার মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছ। ব্যাখ্যান্তরে তোমরা গোবৎস পূজার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়েছ। (وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ)

(فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ) আর নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু হলেন পরম করুণাময়। সুতরাং তোমরা তার দীনের খাতিরে আমাকে অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ ও উপদেশের অনুগত হও।

(قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى) তারা বলল, আমরা আমাদের কাছে মূসা (আ) প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত গোবৎস পূজায় অটল থাকব। তারপর যখন মূসা (আ) প্রত্যাবর্তন করলেন। (قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا اَلَّا تَتَّبِعَنِ) তখন তিনি হারুনকে বললেন, হে হারুন, যখন তুমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন আমার উপদেশ অনুসরণ করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কোন্ বিষয়টি তোমাকে বিরত রেখেছে? (اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ) তবে তুমি কি আমার উপদেশ বর্জন করেছ?

(৯৪) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَأْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ۝

(৯৫) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ۝

(৯৬) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ۝

৯৪. হারূন বলল, 'হে আমার সহোদর! আমার শুশ্রু ও কেশ ধরিও না। আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, 'তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নি।'

৯৫. মূসা বলল, 'হে সামিরী! তোমার ব্যাপার কী?'

৯৬. সে বলল, 'আমি দেখেছিলাম যা তারা দেখে নি, অতঃপর আমি সেই দূতের পদচিহ্ন হতে একমুষ্টি নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম; আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিল এরূপ করা।'

(قَالَ يَبْنَؤُمَّ) হারুন (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, হে আমার মাতৃ নন্দন, (এখানে মূসা (আ)-এর নম্র ব্যবহার ও করুণ আকর্ষণ করার জন্য মাতার উল্লেখ করেছেন। (لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَأْسِيْ) তুমি আমার দাড়ি ও মাথার চুল স্পর্শ করো না। (اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ) আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে যে, তুমি যুদ্ধ শুরু করে বনী ইসরাঈল এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করনি। সুতরাং আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি। তারপর মূসা (আ) সামিরীর কাছে গিয়ে।

(قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ) বললেন, হে সামিরী! তুমি কেন গোবৎস পূজায় উৎসাহিত হলে?

(قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ) সামিরী বলল, আমি যা দেখেছিলাম তা বনী ইসরাঈল দেখেনি। মূসা (আ) তাকে বললেন, তুমি এমন কি দেখেছ যা তারা দেখেনি? সে বলল, আমি জিব্‌রাঈল (আ)-কে এমন একটি শুভ্র কৃষ্ণ ঘোটকীর উপর আরোহী অবস্থায় দেখে ছিলাম। যা ছিল প্রাণ সঞ্চারিনী। (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا) তখন আমি জিব্‌রাঈল (আ)-এর ঘোটকীর পদচিহ্ন হতে এক মুষ্টি

মৃত্তিকা নিয়ে ছিলাম। তারপর তাকে আমি গোবৎসের মুখে এবং পশ্চাতে প্রবিষ্ট করেছি। অনন্তর, গোবৎস আওয়াজ দিতে শুরু করল। (وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ) আমার কুপ্রবৃত্তি এ কার্যটি আমার কাছে সুসজ্জিত করে তুলেছে।

(৯৭) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۖ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ○

(৯৮) إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

(৯৯) كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنٰكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا

(১০০) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا

(১০১) خٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا

৯৭. মূসা বলল, 'দূর হও; তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রহিল যে, তুমি বলবে, 'আমি অস্পৃশ্য, এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা তাকে জ্বালিয়ে দিবই, অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করিবই।'

৯৮. তোমাদের ইলাহ্ তো কেবল আল্লাহ্ই যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।

৯৯. পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হতে তোমাকে দান করেছি উপদেশ।

১০০. এটা হতে যে বিমুখ হবে সে কিয়ামতের দিনে মহাভার বহন করবে।

১০১. তাতে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য কত মন্দ।

(قَالَ فَاذْهَبْ فَانَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَامِسَاس) মূসা (আ) তাকে বললেন, হে সামিরী, আচ্ছা যাও, তোমার জন্য আজীবন এ শাস্তি রইল যে, তুমি বলে বেড়াবে, আমাকে কেউ স্পর্শ করবে না অর্থাৎ তুমি কারও সংস্পর্শে এবং কেউ তোমার সংস্পর্শে আসতে পারবে না, (وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ) আর কিয়ামতের দিন তোমার জন্য এক নির্দ্ধারিত সময় রয়েছে। যা তুমি অতিক্রম করতে পারবে না। (وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا) আর তোমরা ঐ উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য কর যার উপাসনায় অটল ছিলে। (لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِى الْيَمِّ نَسْفًا) তাকে অবশ্যই আমি অনল দগ্ধ করব। ব্যাখ্যান্তরে, আমি তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলব এরপর আমি তাকে সাগরে নিক্ষেপ করব।

(اِنَّمَا اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) আল্লাহ্ই তোমাদের ইলাহ্। তিনি ব্যতীত সন্তানহীন ও শরীক বিহীন কোন ইলাহ্ নেই। (وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) তিনি স্বীয় জ্ঞানে প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

(كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ) হে মুহাম্মদ ﷺ এই ভাবে আমি আপনার কাছে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের সংবাদ সহকারে জিব্রাঈল (আ) অবতীর্ণ করে থাকি। (وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا) আর

আমি আপনাকে আমার পক্ষ হতে এক উপদেশ লিপি প্রদান করেছি। অর্থাৎ আমি আপনাকে সে কুরআন দ্বারা সম্মানিত করেছি যার মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সংবাদ রয়েছে।

(مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا خٰلِدِيْنَ فِيْهِ) যারা তা হতে বিমুখ হবে তারা কিয়ামত দিবসে শিরকের বোঝা বহন করবে, যে বোঝার শাস্তিতে চিরকাল থাকবে। (وَسَاۤءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا)। এবং কিয়ামত দিবসে তাদের এ পাপের বোঝা নিকৃষ্টতম বস্তু হবে।

(١٠٢) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝

(١٠٣) يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ۝

(١٠٤) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝

(١٠٥) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ۝

(١٠٦) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝

(١٠٧) لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا ۝

১০২. যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং যেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব।

১০৩. সেদিন তারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে, ' তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে।'

১০৪. আমি ভাল জানি তারা কি বলবে, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবে, 'তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।'

১০৫. তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমার প্রতিপালক তাদেরকে সমূহে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।

১০৬. 'অতঃপর তিনি তাকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে।'

১০৭. যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না।

(يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا) যে দিন সিঙ্গায় সর্বশেষ ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন আমি শিরকের অপরাধীদেরকে অন্ধাবস্থায় একত্রিত করব।

(يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ عَشْرًا) তারা পরামর্শরত অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে বলবে, তোমরা কবরে মাত্র দশদিন অবস্থান করেছ।

(نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ) তারা পুনরুত্থান সম্বন্ধে যা কথোপকথন করবে সে বিষয় আমি অবগত আছি। (اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ يَوْمًا) যখন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, সর্বাপেক্ষা সঠিক মতের অধিকারী এবং সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী ব্যক্তি বলবে, তোমরা কবরে মাত্র একদিন ব্যতীত অবস্থান করনি।

(وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ) আর হে মুহাম্মদ ﷺ সকীব বংশের লোকজন আপনাকে কিয়ামত দিবসে পর্বতমালার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। (فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا) অতএব, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলুন, আমার প্রভু ঐ গুলিকে সম্পূর্ণ উত্তোলিত করে দিবেন।

(فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا) অনন্তর জমীনকে সমতল মসৃণ ও উদ্ভিদহীন করবেন। (لَا تَرٰى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا) সেখানে না তুমি কোন উপত্যকা বা ফাটল দেখবে না, ভূমিতে কোন উঁচু বস্তু বা উদ্ভিদ লক্ষ্য করবে।

(১০৮) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

(১০৯) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

(১১০) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

(১১১) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

(১১২) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

১০৮. সে দিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এই ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবে না। দয়াময়ের সম্মুখে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে; সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না।

১০৯. দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পসন্দ করবেন সে ব্যতীত কারও সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না।

১১০. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না।

১১১. চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারকের নিকট সকলেই হবে অধোবদন এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে যুলুমের ভার বহন করবে।

১১২. এবং যে সৎকর্ম করে মু'মিন হয়ে, তার কোন আশংকা নেই অবিচারের এবং অন্য কোন ক্ষতির।

(يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ) সেই কিয়ামত দিবসে তারা আহ্বানকারীর উদ্দেশ্যে দ্রুত অগ্রসর হবে, ডানে ও বামে আকৃষ্ট হবে না। (وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ) পরম করুণাময়ের ভয়ে সমস্ত ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যাবে। (فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا) সুতরাং হে মুহাম্মদ ﷺ। আপনি উটের পদধ্বনির মত ক্ষীন পদধ্বনি ছাড়া কিছুই শ্রবণ করবেন না।

(يَوْمَئِذٍ لَّاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا) সেদিন ফিরিশ্তারাও কারো জন্যে সুপারিশ করবে না, কিন্তু ঐ ব্যক্তির জন্যে যার ব্যাপারে পরম করুণাময় সুপারিশের অনুমতি প্রদান করবেন এবং যার কথায় তিনি রাজি হবেন, অর্থাৎ, যার পক্ষ হতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' গ্রহণ করবেন।

(يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا) আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাদের সম্মুখও পরকালের বিষয় এবং তাদের পিছনের পার্থিব বিষয় অবগত আছেন। এবং তারা স্বীয় অগ্র পশ্চাতের কিছুই অবগত নয়। কিন্তু যাকে আল্লাহ্ তা'আলা অবগত করেন, অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণকে।

(وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ) আর দুনিয়াতে সিজ্দার মাধ্যমে সমস্ত মুখমণ্ডল অবিনশ্বর চিরঞ্জীব ও অনাদী ও চিরস্থায়ী সত্তার সামনে অবনমিত থাকে। ব্যাখ্যান্তরে, কিয়ামত দিবসে অবনমিত থাকবে। (وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا) আর যে শিরকের অনাচার বহন করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবেই।

(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا) পক্ষান্তরে, যে আল্লাহ্ নির্দেশানুসারে খাঁটি ঈমানদার হয়ে সৎকর্ম সম্পাদন করবে সে তার সম্পূর্ণ আমল বিলীন হওয়ার বা আমলের কিয়দংশ হ্রাস প্রাপ্তির আশংকা করবে না।

(১১৩) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا○

(১১৪) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا○

(১১৫) وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا○

১১৩. এরূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী যাতে তারা ভয় করে অথবা এটা হয় তাদের জন্য উপদেশ।

১১৪. আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানের সমৃদ্ধ কর।'

১১৫. আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।

(وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا) আর এভাবে, আমি প্রচলিত আরবী ভাষা বিশিষ্ট কুরআন সহকারে জিব্‌রাঈল (আ)-কে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছি। (وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ) এবং কুরআনে আমি শুভ প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শনের বর্ণনা প্রদান করেছি। (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ) যেন তারা কুফর, শিরক ও অশ্লীল বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকে। (اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا) অথবা কুরআন তাদের জন্যে কিঞ্চিত বোধ শক্তির উদ্ভব করে। ব্যাখ্যান্তরে, তাদের জন্যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে, যদি তারা তাওহীদে বিশ্বাসী হয়। ব্যাখ্যান্তরে, তাদের জন্যে শাস্তি রয়েছে যদি তারা অবিশ্বাসী থেকে যায়।

(فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ) অতএব, প্রকৃত বাদশাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান ও অংশীদার হতে পবিত্র। (وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ) আর হে মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের প্রত্যাদেশ অবতরণ সমাপ্ত করার আগে কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবে না। অর্থাৎ, আপনার কাছে জিবরাঈল (আ) কুরআন পাঠ শেষ করার আগেই আপনি কুরআন পাঠের জন্যে ব্যতিব্যস্ত হবেন না। ঘটনা ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জিব্‌রাঈল (আ) যখন কোন আয়াত নিয়ে অবতরণ করতেন তখন জিবরাঈল (আ) সেই আয়াতের শেষাংশ পর্যন্ত তিলাওয়াত করার আগেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিস্মৃতি হওয়ার আশংকায় ঐ আয়াতের শুরু হতে পাঠ করা আরম্ভ করে দিতেন। তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, (وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا) বরং হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলুন, হে প্রভু! আপনি আমার স্মৃতি বোধ শক্তি এবং কুরআন অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দিন।

(وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ) আর আমি আদম (আ)-কে নিদৃষ্ট বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করার আগেই সেই বৃক্ষ হতে ভক্ষণ না করার আদেশ প্রদান করেছিলাম। ব্যাখ্যান্তরে, মুহাম্মদ ﷺ-এর আবির্ভাবের আগে সেই বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলাম, (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا) কিন্তু তিনি বিস্মৃত হয়ে প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘন করলেন এবং আমি তার মধ্যে পুরুষোচিত দৃঢ় সংকল্প পাইনি।

(١١٦) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ أَبٰى ۝

(١١٧) فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ۝

(١١٨) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۝

(١١٩) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۝

(١٢٠) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ۝

(١٢١) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۝

১১৬. স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাগণকে বললাম, 'আদমের প্রতি সিজ্‌দা কর,' তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজ্‌দা করল; সে অমান্য করল।

১১৭. অতঃপর আমি বললাম, 'হে আদম! নিশ্চয়ই এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে।

১১৮. 'তোমার জন্য এটাই রহিল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্থও হবে না ও নগ্নও হবে না।

১১৯. এবং সেথায় পিপসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।'

১২০. অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?'

১২১. অতঃপর তারা উভয়ে তা হতে ভক্ষণ করল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজদেরকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হয়।

(وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ) আর আমি যখন জমিনের ফিরিশ্‌তাদেরকে বললাম যে, তোমরা আদম (আ)-কে সম্মান সূচক সিজ্‌দা কর, (فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى) তখন তাদের নেতা ইব্‌লীস ছাড়া তারা সবাই সিজ্‌দা করল সে আদম (আ)-কে সিজ্‌দা করতে দম্ভ প্রকাশ করল।

(فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ) তখন আমি বললাম, হে আদম! নিশ্চয়ই, সে আপনার এবং আপনার স্ত্রী 'হাওয়ার' শত্রু। (فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى) অতএব, সে যেন আপনাদের উভয়কে নিজের অনুগত করে বেহেশ্‌ত হতে বহিষ্কৃত করে, পেরেশানীতে না ফেলে।

(اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى) নিশ্চয়ই, আপনার জন্যে এই সুবিধা রয়েছে যে, আপনি বেহেশ্‌তে না খাদ্যাভাবে ক্ষুধার্ত হবেন এবং না বস্ত্রহীন হবেন।

(وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى) আর নিশ্চয়ই, আপনি সেখানে না তৃষ্ণার্ত হবে, না আপনাকে সূর্যের তাপ স্পর্শ করবে। ব্যাখ্যান্তরে, সেখানে আপনি ঘর্মাক্ত হবেন না।

(فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ) তারপর শয়তান তাকে সেই বৃক্ষ হতে ভক্ষণের জন্যে কুমন্ত্রণা প্রদান করল। (قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى) সে বলল হে আদম (আ)! আমি কি আপনাকে চির স্থায়ীত্বের বৃক্ষ (অর্থাৎ, যে বৃক্ষ হতে ভক্ষণকারী ব্যক্তি চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর হয়,) এবং অক্ষয় রাজত্বের সন্ধান প্রদান করব?

(فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا) অনন্তর, তারা উভয়েই সেই বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করলেন। ফলে উভয়ের সম্মুখে উভয়ের গুপ্ত অঙ্গ প্রকাশিত হয়ে গেল। (وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ) এবং উভয়ে স্ব স্ব গুপ্ত অঙ্গের উপর বেহেশ্‌তের ত্বীন বৃক্ষের পত্রগুলো সংযুক্ত করতে লাগলেন। যতবারই উভয়ে পত্রগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করতেন, ততবারই সেগুলো স্খলিত হয়ে যেত। (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) এভাবে আদম বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করে স্বীয় প্রভুর অবাধ্যচরণ করলেন। অর্থাৎ তিনি হিদায়াতের পথ পরিত্যাগ করলেন। সুতরাং তার বৃক্ষ হতে ভক্ষণের উদ্দেশ্য সফল হল না।

(١٢٢) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۝

(١٢٣) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۝

(١٢٤) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝

(١٢٥) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝

১২২. এর পর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার তাওবা কবূল করলেন ও তাকে পথনির্দেশ করলেন।

১২৩. তিনি বললেন, 'তোমরা উভয়ে একই সংগে জান্নাত হতে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না।

১২৪. 'যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উথিত করব অন্ধ অবস্থায়।'

১২৫. সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উথিত করলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।'

(ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى) পুনরায় তাকে তার প্রভু তাওবার জন্যে মনোনীত করলেন। সুতরাং তাকে ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে তাওবার পথ প্রদর্শন করলেন।

(قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا) আল্লাহ্ বললেন, তোমরা আদম ও হাওয়া (আ) উভয়েই সাপ ও ময়ূর সহ এক যোগে বেহেশ্‌ত হতে অবতরণ কর। (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) তোমরা পরস্পর পরস্পরের জন্য শত্রু হবে। সাপ আদম সন্তানের জন্যে এবং আদম সন্তান সাপের জন্যে শত্রু হবে, (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى) হে আদম এর বংশধর। তারপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ হতে হিদায়াত; কিতাব ও রাসূলকে উপস্থিত হবে. (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى) যখন যে, আমার কিতাব ও রাসূলের অনুসরণ করবে, যে দুনিয়াতে এতদুভয়ের অনুসরণের কারণে পথভ্রষ্ট হবে না এবং পরকালেও হতভাগ্য হবে না।

(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا) আর যে আমার তাওহীদ হতে বিমুখ হবে, ব্যাখ্যান্তরে, আমার কিতাব ও রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী হবে, তার জন্যে কবরে এবং ব্যাখ্যান্তরে জাহান্নামে

নিশ্চয়ই কঠোর শাস্তি হবে। (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى) এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ করে সমুত্থিত করব।

(قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا) সে বলবে, হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে অন্ধ করে কেন উত্থিত করলেন? অথচ আমি দুনিয়াতে চক্ষুষ্মান ছিলাম।

(١٢٦) قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ۝

(١٢٧) وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ۝

(١٢٨) اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ۝

(١٢٩) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

(١٣٠) فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝

১২৬. তিনি বলবেন, 'এরূপই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে।

১২৭. এবং এভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।

১২৮. এটাও কি তাদেরকে সৎপথ দেখাল না যে, আমি এদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? অবশ্যই এতে বিবেক সম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শন।

১২৯. তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত একটা কাল নির্ধারিত না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত আশু শাস্তি।

১৩০. সুতরাং তারা যা বলে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, এবং দিবসের প্রান্তসমূহে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।

(قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا) আল্লাহ্ বলবেন, এভাবেই, কারণ তোমার কাছে আমার কিতাব ও রাসূল উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু তুমি কিতাব অনুসারে আমল ও রাসূলের প্রতি স্বীকৃতি বর্জন করেছ। (وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى) এরকম আজ তোমাকেও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে।

(وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ) এরকম, আমি প্রতিফল প্রদান করি ঐ ব্যক্তিকে যে শিরকে লিপ্ত হয় এবং স্বীয় প্রভুর নিদর্শনগুলো অর্থাৎ কিতাব ও রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী হয়। (وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى) আর নিশ্চয়ই পরকালের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর এবং দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী।

(اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ) তবে মক্কাবাসীদের কাছে এটা কি সুস্পষ্ট হয়নি যে আমি তাদের পূর্বে অতীতের অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের বাসস্থানগুলোতে তারা যাতায়াত করে থাকে, (اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى) নিশ্চয়ই আমি তাদের সাথে যা করেছি তাতে বুদ্ধিমান মানুষের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

(وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى) আর যদি তোমার প্রভুর পক্ষ হতে তাদের শাস্তি বিলম্বিত হওয়ার পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত এবং এই উম্মাতের জন্যে একটি সময় নির্ধারিত না থাকত তবে তাদের ধ্বংসের জন্য অবশ্যই শাস্তি আসত।

(فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ) অতএব হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদের তিরস্কার ও মিথ্যারোপের ধৈর্য্যধারণ করুন। এই আয়াতটি যুদ্ধের আয়াত দিয়ে রহিত হয়ে গিয়েছে। (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি স্বীয় প্রভুর আদেশে সালাত আদায় করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজরের সালাত) এবং সূর্যাস্তের পূর্বে (যোহর ও আসরের) নামায আর রজনী আগমনের পর (মাগরিব ও ইশার) এবং দিবা ভাগের উভয় প্রান্তে (যোহর ও আসরের) সালাত আদায় করুন, (لَعَلَّكَ تَرْضٰى) যেন আপনি সুপারিশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন।

(১৩১) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

(১৩২) وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

(১৩৩) وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى

১৩১. তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করো না তার প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি, তদ্দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

১৩২. এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও তাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

১৩৩. তারা বলে, 'সে তার প্রতিপালকের নিকট হতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন?' তাদের নিকট কি আসে নি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে?

(وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ) আর আমি বনী কুরায়যাহ্ ও বনি নযীরের কতিপয় ব্যক্তিকে পার্থিব জীবনের চাকচিক্য হিসেবে প্রদত্ত সম্পদ ও জনবল পরীক্ষাকল্পে যা প্রদান করেছি তার প্রতি আপনি সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করবেন না। (وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى) আর আপনার প্রভুর দান জান্নাতই শ্রেষ্ঠ ও তাদের পার্থিব ধন সম্পদ অপেক্ষা অধিক দীর্ঘস্থায়ী।

(وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا) আর আপনি বিপদের সময় স্বীয় অনুসারীদেরকে সালাতের আদেশ করুন এবং নিজেও তাতে ধৈর্য্যধারণ করুন, (لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا) আমি আপনার ও আপনার পরিজনের সম্বন্ধে আপনাকে দায়ী করব না, (نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى) জীবিকা তো আমিই প্রদান করব, আর শুভ পরিণাম অর্থাৎ, জান্নাত তো কুফর, শিরক ও অশ্লীল বিষয়গুলো হতে বিরত ব্যক্তিদের জন্যেই।

(وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ) আর মক্কাবাসীরা বলে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের কাছে স্বীয় প্রভুর পক্ষ হতে একটি নিদর্শন কেন উপস্থিত করে না, (اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى) তাদের

কাছে কি পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের বিবরণ উপস্থিত হয়নি? এতদুভয়ের মধ্যে তো মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলী ও প্রশংসা বর্ণিত রয়েছে।

(١٣٤) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ○

(١٣٥) قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ○

১৩৪. যদি আমি তাদেরকে ইতিপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে তারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার পূর্বে তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম।

১৩৫. বল, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করতেছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে।

(وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ) যদি আমি মক্কাবাসীকে তাদের কাছে কুরআন সহকারে মুহাম্মদ ﷺ আগমন করার পূর্বে কোনভাবে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করতাম। (لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى) তবে তারা কিয়ামতের দিন বলত, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের প্রতি একজন রাসূল কেন প্রেরণ করেন নি? তাহলে আমরা বদরের দিন নিহত হয়ে অপমানিত হওয়া এবং কিয়ামতের দিন শাস্তির মাধ্যমে লজ্জিত হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনগুলোর অনুসারী হতাম। অর্থাৎ, আপনার রাসূলের অনুগত হতাম এবং আপনার কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী হতাম।

(قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ) হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে বলে দিন আমাদের প্রত্যেকে কিংবা তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় প্রতিপক্ষের ধ্বংসের প্রতীক্ষায় রয়েছে। (فَتَرَبَّصُوْا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى)। অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর। শীঘ্রই তোমরা কিয়ামত দিবসে শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় অবগত হবে যে তোমাদেরও আমাদের মধ্যে কে সরল পথের অধিকারী ও ঈমানের পথপ্রাপ্ত ছিল।

سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ

সূরা আম্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১২ আয়াত, ১১৩৮ শব্দ, ৪৮৬০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١) اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

(٢) مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ

(٣) لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ

(٤) قٰلَ رَبِّىْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

১. মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।
২. যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নতুন-উপদেশ আসে তারা তা শুনে থাকে কৌতুকের ছলে।
৩. তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী। সীমালংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে, 'এতো তোমাদের মতো একজন মানুষই, তবুও কি তোমরা দেখে শুনে জাদুর কবলে পড়বে'?
৪. সে বলল 'আকাশরাজি ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ'।

(اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ) [১] মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, অর্থাৎ মক্কার অধিবাসীদের জন্যে কুরআনে প্রতিশ্রুত আযাব ও শাস্তির সময় ঘনিয়ে এসেছে। (فِىْ غَفْلَةٍ) কিন্তু তারা রয়েছে উদাসীনতায়, এ থেকে (فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ) রয়েছে মুখ ফিরিয়ে, সেটিকে মিথ্যা বলছে এবং তা বর্জন করছে।

(مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ) যখনই তাদের নিকট প্রেরিত নবীর নিকট আগমন করেছেন জিব্‌রাঈল (مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ) তাদের প্রতিপালক থেকে নতুন কোন উপদেশ নিয়ে, কুরআন মজীদ নিয়ে এক এক

---

১. মূলগ্রন্থে এভাবেই মুদ্রিত রয়েছে।

আয়াতের পর নতুন অন্য আয়াত, এক সূরার পর অন্য সূরা নিয়ে। সুতরাং জিব্রাঈলের প্রতিবার আগমন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বারবার পঠন এবং তাদের বারবার শোনা এগুলো নতুন বটে কুরআন মজীদ নতুন নয়। (اِلاَّ اسْتَمَعُوْهُ) তখন তারা তা শুনতে থাকে, মক্কার অধিবাসীরা কুরআন মজীদ ও মুহাম্মদ ﷺ-এর তিলাওয়াত শোনে (وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ) কৌতুকাচ্ছলে, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে নিয়ে উপহাস করে।

(لاَهِيَةً قُلُوْبُهُمْ) তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী, আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন। (وَاَسَرُّوا النَّجْوَى) এবং গোপনে পরামর্শ করে, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন অস্বীকারের বিষয়টি নিজেদের মাঝে সীমিত রাখে, (الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا) সীমালংঘনকারীরা, যারা যুলুম করেছে শিরক করেছে আবূ জাহ্ল ও তার সঙ্গী সাথীরা। নিজেদের মাঝে বলাবলি করে (هَلْ هٰذَا) এতো, অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ (اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) তোমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র, আদম সন্তান (اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ) তোমরা কি জাদুর কবলে পড়বে, এ জাদু ও মিথ্যাচার কি তোমরা সত্য বলে গ্রহণ করবে? (وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ) অথচ তোমরা দেখছ, তোমরা জান, এটি নিশ্চিত জাদু ও মিথ্যাচার।

(قَلْ) বলুন, তাদেরকে, হে মুহাম্মদ ﷺ (قَلْ رَبِّىْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ) আকাশ রাজী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন, আকাশে বসবাসকারী ও পৃথিবীর অধিবাসী সকলের গোপন আলাপ ও কর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত। (وَهُوَ السَّمِيْعُ) তিনি শোনেন, আবূ জাহ্ল ও তার সঙ্গীদের কথাবার্তা (الْعَلِيْمُ) জানেন, তাদের অবস্থান ও পরিণাম ফল।

(٥) بَلْ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَاۤ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ

(٦) مَاۤ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ

৫. তারা এটিও বলে, 'এই সমস্ত অলীক কল্পনা, হয় সে তা উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে নিয়ে আসুক আমাদের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ প্রেরিত হয়েছিল- পূর্ববর্তীগণ।'

৬. তাদের পূর্বে সে সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীরা ঈমান আনে নি, তবে কি- তারা ঈমান আনবে?

(بَلْ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ) বরং তারা বলে, তাদের কেউ কেউ বলে; এতো অলীক কল্পনা, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের নিকট যা জেনেছে তা মির্থা স্বপ্নের অসার বিবরণ (না হয় সে উদ্ভাবন করেছে) তাদের কেউ বলে (بَلِ افْتَرٰهُ) এ কুরআন মুহাম্মদ ﷺ নিজেই রচনা করে এনেছে। (بَلْ هُوَ شَاعِرٌ) না হয় সে একজন কবি, আর কেউ বলে সে একজন কবি। (فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ) অতএব সে নিয়ে আসুক আমাদের নিকট এক নিদর্শন, প্রমাণ (كَمَاۤ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ) যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ। তার বর্ণনা মুতাবিক পূর্ববর্তী রাসূলগণ নিদর্শন ও মু'জিযা সহকারে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন (مَاۤ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ) ঈমান আনেনি তাদের পূর্বে, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার সম্প্রদায়ের পূর্বে ঈমান আনেনি নিদর্শনাদি ও মু'জিযাগুলোতে (مِّنْ قَرْيَةٍ) সে সকল জনপদ, জনপদের অধিবাসীরা (اَهْلَكْنٰهَا) যাদের আমি ধ্বংস করেছি, নিদর্শনাদি প্রত্যাখ্যান করার পরিণতিতে। (اَفَهُمْ)

(يُؤْمِنُوْنَ) তবে কি তারা ঈমান আনবে? তবে আপনার সম্প্রদায় কি নিদর্শনাদিতে ঈমান আনবে? না, তারাও ঈমান আনবে না।

(৭) وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۖ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(৮) وَمَا جَعَلْنَٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا۟ خَٰلِدِينَ

(৯) ثُمَّ صَدَقْنَٰهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَٰهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ

(১০) لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

৭. আপনার পূর্বে আমি ওহী সহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর।

৮. এবং আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে আহার করত না, তারা চিরস্থায়ীও ছিল না।

৯. তারপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, যথাঃ আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং যালিমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস।

১০. আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্যে উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

(وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ) আমি প্রেরণ করেছিলাম আপনার পূর্বে, রাসূলরূপে (إِلاَّ رِجَالاً) পুরুষগণকে, আপনার ন্যায় মানুষদেরকে (نُوْحِىْ إِلَيْهِمْ) আমি তাদের প্রতি ওহী করতাম। ফিরিশ্‌তাদেরকে পাঠাতাম ওহীসহ যেমন পাঠাই আপনার নিকট, (فَسْئَلُوْآ أَهْلَ الذِّكْرِ) তোমরা জিজ্ঞেস কর জ্ঞানীদেরকে, তাওরাত ও ইন্‌জীল কিতাবের অনুসারীদেরকে (إِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ) যদি তোমরা না জান, যে আল্লাহ্‌ তা'আলা একমাত্র মানব জাতি থেকেই রাসূল প্রেরণ করেছেন।

(وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا) তাদেরকে আমি এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি, নবীগণকে (لاَّ يَأْكُلُوْنَ) যে তারা আহার করত না, এবং পানীয় পান করতো না। (وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ) তারা চিরস্থায়ীও ছিল না, দুনিয়াতে বরং স্বাভাবিকভাবে তাঁরা খাওয়া দাওয়া ও পানাহার করতেন এবং মৃত্যুবরণ করতেন। কাফিররা যখন বলেছিল এ কেমন রাসূল খাওয়া দাওয়া করে, হাট বাজারে যায়? তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

(ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ) তারপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করলাম, নবীগণকে (আ) মুক্তি দেওয়ার অঙ্গীকার আমি বাস্তবায়ন করেছি (فَاَنْجَيْنٰهُمْ) মুক্তি দিয়েছি তাদেরকে, অর্থাৎ নবীগণকে (وَمَنْ نَّشَاءُ) এবং অন্য যাদেরকে ইচ্ছা করেছি, রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে যারা তাদেরকে (وَأَهْلَكْنَا) (الْمُسْرِفِيْنَ) এবং যালিমেদরকে করেছিলাম ধ্বংস, বিনাশ করেছি মুশরিকদেরকে।

(لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ) আমি নাযিল করেছি তোমাদের প্রতি, তোমাদের নবীর প্রতি (كِتٰبًا) কিতাব, জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেছি কিতাবসহ (فِيْهِ ذِكْرُكُمْ) যাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে উপদেশ, সেটির প্রতি ঈমান আনলে তোমাদের মান সম্মান ও মর্যাদাবান হওয়ার কথা রয়েছে তাতে (اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ) তবুও কি তোমরা বুঝবে না? তোমাদের ইয্‌যত ও মর্যাদার কথা সত্য বলে গ্রহণ করবে না?

(১১) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ
(১২) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ
(১৩) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ
(১৪) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
(১৫) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ

১১. আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।
১২. তারপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই তারা জনপদ হতে পলায়ন করতে লাগল।
১৩. তাদের বলা হয়েছিল, পলায়ন করো না এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাসগৃহে হয়ত এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।
১৪. তারা বলল, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম যালিম।
১৫. তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকে আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নেভানো আগুনের মত না করা পর্যন্ত।

(وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ) আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ, বিনাশ করেছি কত জনপদের অধিবাসীদেরকে (كَانَتْ ظَالِمَةً) যারা ছিল যালিম, জনপদের অধিবাসীরা ছিল কাফির ও মুশরিক (وَأَنْشَأْنَا) তারপর আমি সৃষ্টি করেছি, সৃজন করেছি (بَعْدَهَا) তাদের পরে, ওই জনপদ ধ্বংস করার পর (قَوْمًا آخَرِينَ) অপর জাতি, তারপর তারা বসবাস করেছে ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের ঘর-দোর ও আঙ্গিনায়।

(فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا) তারপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তাদের ধ্বংসের জন্য প্রেরিত আমার আযাব দেখল (إِذَا هُمْ مِنْهَا) তখন তারা তা হতে, আমার শাস্তি হতে (يَرْكُضُونَ) পলায়ন করতে লাগল, তারা পা নাড়াতে লাগল। অপর ব্যাখ্যায় বলেছেন পলায়নও করতে লাগল। তখন ফিরিশ্তাগণ তাদের উদ্দেশ্যে বলল।

(لَا تَرْكُضُوا) পলায়ন করো না, পালিয়ে যেও না (وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ) এবং ফিরে আস তোমাদের ভোগ সম্ভারের দিকে, বিশাল বিত্তের দিকে (وَمَسَاكِنِكُمْ) এবং তোমাদের আবাস গৃহে, বাসস্থানসমূহে (لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ) হয়ত তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, যেন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় ঈমান বর্জন সম্পর্কে, অপর ব্যাখ্যায় সংশ্লিষ্ট নবীকে খুন করা সম্পর্কে।

(قَالُوا يَا وَيْلَنَا) তারা বলল, নবীকে খুন করার পর অথবা তাদের উপর শাস্তি আপতিত হওয়ার সময় হায়, দুর্ভোগ আমাদের! (إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) আমরা তো ছিলাম যালিম, নবী হত্যার দুষ্কর্মে।

(فَمَا زَالَتْ) অনবরত এই ছিল, অনুশোচনা ও আর্তনাদই ছিল (تِلْكَ دَعْوَاهُمْ) তাদের আহ্বান, বক্তব্য (حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا) যতক্ষণ না আমি তোদেরকে কর্তিত শস্যের ন্যায়, তরবারির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ফসলের ন্যায় (خَامِدِينَ) এবং নিভে যাওয়া আগুনের মত না করি, মৃত, অসাড় ও নিশ্চল না করি। ইয়ামানের পার্শ্ববর্তী হাযূর নামক এক জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা

তাদের নিকট একজন নবী প্রেরণ করেছিলেন। উক্ত নবীকে তারা হত্যা করে ফেলেন। "বখত নসর" (নেবুকাদনেজার) নামক এক অত্যাচারী শাসককে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেন। সে নির্বিচারে হত্যা করে তাদের সবাইকে। তাদের কেউই তার হাত থেকে রেহাই পায়নি।

(١٦) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

(١٧) لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ

(١٨) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۗ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ

(١٩) وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ

(٢٠) يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ

১৬. আকাশ ও পৃথিবী এবং যা তাদের অন্তর্বর্তী তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।

১৭. আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তবে আমার নিকট যা আছে তা নিয়ে তা করতাম; আমি তা করিনি।

১৮. কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের। তোমরা যা বলছ তার জন্যে।

১৯. আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই, তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহঙ্কারবশে তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না।

২০. তারা দিন রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে তারা অলসতাও করে না।

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا) আকাশ ও পৃথিবী এবং এতগুলোর অন্তর্বর্তী সৃষ্টি জগত (لٰعِبِيْنَ) আমি খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি। কোন আদেশ-নিষেধ ব্যতিরেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করিনি। তারা বলে বেড়াত, "ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র কন্যা" এ উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন।

(لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا) আমি যদি খেলার উপকরণ চাইতাম, কন্যা সন্তান, অন্য ব্যাখ্যায় স্ত্রী এবং অপর এক ব্যাখ্যায় সন্তান সন্ততি চাইতাম (لَاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا) তবে আমার নিকট যা আছে সেটি নিয়েই তা করতাম, আমার নিকট যা রয়েছে সেই টানাটানা চোখবিশিষ্ট হূরীগণ থেকেই তা করতাম (اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ) আমি তা করি নাই।

(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ) কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি, সত্যকে নিক্ষেপ করি (عَلَى الْبَاطِلِ) মিথ্যার উপর, অপর ব্যাখ্যায় সত্য ও মিথ্যা সুস্পষ্ট করে দেই, (فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ) ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়, বিনাশ করে দেয় (وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ) এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ওই মিথ্যা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। সুতরাং তোমাদের জন্য হে কাফিরগণ! (দুর্ভোগ) কঠিন শাস্তি (যা বলছ তার জন্য "ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র কন্যা" এ বক্তব্যের কারণে।

(وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যারা আছে, যত সৃষ্টি আছে তারা তাঁরই তাঁর দাস ও দাসী (وَمَنْ عِنْدَهٗ) তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে, ফিরিশ্তাকুল (لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ) তারা অহংকার করে না, নিজেদেরকে উর্ধ্বে মনে করে না (عَنْ عِبَادَتِهٖ) তাঁর ইবাদত থেকে, তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের

স্বীকৃতি থেকে (وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ) এবং ক্লান্তিও বোধ করে না, আল্লাহ্‌র ইবাদত সম্পাদনে দুর্বলতা প্রকাশ করে না।

(يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) তারা দিবারাত্র তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণ করে, রাত ও দিনে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে (لَا يَفْتُرُوْنَ) তারা অলসতা করে না, আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁর স্বীকৃতি প্রদানে বিরক্তি বোধ করে না।

(২১) أَمِ اتَّخَذُوٓا ءَالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ○

(২২) لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○

(২৩) لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ○

(২৪) أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَٰنَكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ○

২১. তারা মৃত্তিকা হতে তৈরি যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম?

২২. যদি আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।

২৩. তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।

২৪. তারা কি তাঁকে ব্যতীত বহু ইলাহ্ গ্রহণ করেছে? বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটাই, আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য।' কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(أَمِ اتَّخَذُوْا اٰلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ) তারা কি মাটি থেকে তৈরী এমন দেবতা গ্রহণ করেছে। মক্কাবাসীরা পৃথিবীতে এমন উপাস্য গ্রহণ করেছে (هُمْ يُنْشِرُوْنَ) যে ওগুলো মৃতকে জীবিত করতে পারে? জীবন দান করতে পারে? অপর ব্যাখ্যায় কিছু সৃষ্টি করতে পারে?

(لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ) যদি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ থাকত এ দুই জগতে, আকাশ ও পৃথিবীতে যদি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ থাকত (لَفَسَدَتَا) তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত, উভয় জগতের অধিবাসীগণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত (فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ) অতএব আরশের অধিপতি আল্লাহ্, কুদরতী আসনের মালিক আল্লাহ্ (عَمَّا يَصِفُوْنَ) মহান ও পবিত্র তারা যা বলে তা হতে, আল্লাহ্‌র সন্তান ও শরীক আছে- ইত্যাদি তাদের অসত্য উক্তি থেকে।

(لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ) তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বক্তব্য নির্দেশ ও কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না (وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ) বরং তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, বান্দাগণকে জবাবদিহি করতে হবে তাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে।

(أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اٰلِهَةً) তারা কি তাঁকে ব্যতীত কোন ইলাহ্ গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিমাগুলোর ইবাদত করে (قُلْ) বলুন, তাদেরকে হে মুহাম্মদ ﷺ (هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ) তোমরা তোমাদের

প্রমাণ উপস্থিত কর, ও গুলোর ইবাদতের পক্ষে দলীল প্রমাণ নিয়ে এস (هٰذَا) এই, কুরআন (ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ) আমাদের সাথে যারা আছে তাদের আলোচনা, আমার সাথীদের সংবাদ (وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِى) এবং আমার পূর্ববর্তীদের আলোচনা, আমার পূর্বেকার ঈমানদার ও কাফিরদের সংবাদ। আল্লাহ্ তা'আলার কোন সন্তান সন্ততি ও শরীক আছে, এমন কথা তার মধ্যে নেই। (بَلْ اَكْثَرُهُمْ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই, সকলেই (لَايَعْلَمُوْنَ) প্রকৃত সত্য জানে না, এবং কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য বলে গ্রহণ করে না (الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ) ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রত্যাখ্যান করে।

(٢٥) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ۝
(٢٦) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ۝
(٢٧) لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ۝
(٢٨) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ۝
(٢٩) وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ۝

২৫. আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই; সুতরাং আমারই ইবাদত কর।'
২৬. তারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা।
২৭. তারা আগে বাড়িয়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।
২৮. তাদের সম্মুখে পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।
২৯. তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমিই ইলাহ্ তিনি ব্যতীত,' "তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম; এভাবেই আমি যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

(وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ) আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করিনি, হে মুহাম্মদ ﷺ (مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ)। এমন কোন রাসূল তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত, অর্থাৎ তাকে বলেছি যে, আপন সম্প্রদায় কেবলে যাও যতক্ষণ না তারা বলে (اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ) আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর" তোমরা আমার একত্ব স্বীকার কর, একত্ববাদ মেনে নাও।

(وَقَالُوْا) তারা বলে, মক্কার অধিবাসীরা বলে (اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا) দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন, ফিরিশ্‌তাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন (سُبْحٰنَهٗ) তিনি পবিত্র মহান, সন্তান ও শরীক থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন (بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ) তারা তো তার সম্মানিত বান্দা, তারা বরং আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা আপন আনুগত্যের সুযোগ দিয়ে তিনি তাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন।

(لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ) তারা তাঁর আগ বাড়িয়ে কথা বলে না, অর্থাৎ কোন কথা বলে না জিব্‌রাঈল (আ) মিকাঈল (আ)-এর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এবং কোন কাজ ও করেন না। (وَهُمْ) এবং তারা, ফিরিশ্‌তাগণ (بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ) তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ করে থাকে, এবং কথা বলে থাকেন।

(يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ) তিনি অবগত সে সম্পর্কে যা তাদের সামনে রয়েছে, আখিরাতের বিষয়াদি (وَمَا خَلْفَهُمْ) এবং যা তাদের পেছনে, পার্থিব বিষয়সমূহ (وَلَا يَشْفَعُوْنَ) তারা সুপারিশ করে, ফিরিশ্‌তাগণ সুপারিশ করেন (اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى) শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তাওহীদ অবলম্বনের প্রেক্ষিতে তাওহীদ পন্থী যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট (وَهُمْ) এবং তারা, ফিরিশ্‌তাগণ (مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ) তাঁর ভয়ে তাঁর ভীতিতে (সন্ত্রস্ত) শংকিত।

(وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ) তাদের মধ্যে যে বলবে, অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে যে বলতে অপর ব্যাখ্যায় সৃষ্টি জগতের যে কেউ বলে (اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ) আমিই ইলাহ্ তিনি ব্যতীত, আল্লাহ্ ছাড়া (فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ) তাকে আমি প্রতিফল দেব জাহান্নাম, এ অপরাধের প্রতিফলরূপে তাকে জাহান্নাম-দেব (كَذٰلِكَ) এ ভাবেই, এরূপেই (نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ) আমি যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাক। কাফিরদের শাস্তি দেই।

(٣٠) اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَیْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(٣١) وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۪ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

(٣٢) وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚۖ وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ○

৩০. যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী মিলে ছিল ওতপ্রোতভাবে। তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

৩১. এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এ দিক ওদিক ঢলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

৩২. এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا) যারা কুফরী করে, মুহাম্মদ ﷺ -কে এবং কুরআন মজীদকে অস্বীকার করে, তারা কি ভেবে দেখে না? তারা কি জানে না (اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا) সে আকাশরাজি ও পৃথিবী মিশে ছিল, পরস্পর সংযুক্ত ছিল, আকাশ থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টি ও আমি বর্ষণ করতাম না আর ভূমিতে উৎপাদিত হত না কোন উদ্ভিদ (فَفَتَقْنٰهُمَا) এরপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, বিচ্ছিন্ন করে দিলাম, একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করে দিলাম একটিতে দিলাম বৃষ্টি, অপরটিতে উদ্ভিদ (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَیْءٍ حَيٍّ) এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে, পানির প্রতি মুখাপেক্ষী এমন সবকিছুকে সৃষ্টি করেছি নর ও নারীর বীর্য থেকে (اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ) তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না, অর্থাৎ মক্কার অধিবাসীগণ কি মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনে ঈমান আনবে না?

(وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ) আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, কীলকরূপে অবিচল পর্বত মালা (اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ) যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী এদিক ওদিক ঢলে না যায়, কম্পমান না হয়। (وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا) আর আমি তাতে করে দিয়েছি, পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি (سُبُلًا) প্রশস্ত পথ, পাহাড়ী উপত্যকা

ও বিস্তৃত সড়ক, (لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ) যাতে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে, আনাগোনা ও যাতায়াতে সঠিক পথনির্দেশ না লাভ করে।

(وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا) আমি আকাশকে করেছি ছাদ, পৃথিবীর ওপর সুরক্ষিত পতনের আশংকামুক্ত। অপর ব্যাখ্যায় উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপের সাহায্যে শয়তানদের উর্ধ্বারোহন থেকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। (وَهُمْ) কিন্তু তারা, মক্কার অধিবাসীরা (اٰيٰتِهَا) আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি ইত্যাদি নিদর্শন থেকে (مُعْرِضُوْنَ) মুখ ফিরিয়ে নেয়, প্রত্যাখ্যান করে, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করে না।

(٣٣) وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

(٣٤) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاۡئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ۝

(٣٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝

(٣٦) وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۤ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৩৩. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

৩৪. আমি আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে?

৩৫. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে আমি তোমাদেরকে মন্দও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা ফিরে আসবে।

৩৬. কাফিররা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে তারা বলে "এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের দেব-দেবীগুলোর সমালোচনা করে" অথচ তারাই তো রাহমান এর উল্লেখের বিরোধিতা করে।

(وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র, অধীনস্থ করে দিয়েছেন সূর্য ও চন্দ্র, (كُلٌّ) প্রত্যেকেই, চন্দ্র-সূর্য উভয়ের প্রত্যেকটিই (فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ) নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করে, ঘূর্ণায়মান থাকে নিজ নিজ চলার পথে।

(وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ) আপনার পূর্বে কোন মানুষকে আমি দেইনি, কোন নবীকে আমি প্রদান করিনি অনন্ত জীবন দুনিয়াতে (اَفَائِنْ مِّتَّ) সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে, হে মুহাম্মদ ﷺ (فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ)। তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? দুনিয়াতে। তারা বলত আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি। তাঁর মৃত্যু হলে আমরা শান্তি পাব'। এ উপলক্ষে আয়াতটি নাযিল হয়।

(كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ) জীবমাত্রই প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে, মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে (وَنَبْلُوْكُمْ) আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি, যাচাই করে থাকি (بِالشَّرِّ) মন্দও ভাল দ্বারা, সুখ ও দুঃখ দ্বারা (وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) বিশেষ পরীক্ষা, সুখ ও দুঃখ দুটোই আল্লাহ্র তরফ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ (وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ) এবং আমারই নিকট তোমরা ফিরে আসবে মৃত্যুর পর। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল প্রদান করা হবে।

(وَاِذَا رَاٰكَ) আপনাকে যখন দেখে, 'হে মুহাম্মদ ﷺ (الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا) কাফিররা, আবূ জাহ্‌ল ও তার সঙ্গীরা (اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ) তখন তারা আপনাকে হে মুহাম্মদ ﷺ (اِلَّا هُزُوًا) কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ কর, আপনাকে লক্ষ্য করে তাদের কথাবার্তা দ্বারা। তাদের একে অন্যকে বলে। (اَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ) একি সেই বক্তি যে তোমাদের দেবদেবীগুলোর সমালোচনা করে, দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে (وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ) অথচ-তারাই-তো 'রাহমান-এর উল্লেখের বিরোধীতা করে, প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলত 'একমাত্র মুসায়লিমা কায্‌যাব ব্যতীত 'রাহ্‌মান' বলে অন্য কাউকে আমরা চিনি না।

(٣٧) خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ۝

(٣٨) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(٣٩) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

(٤٠) بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

৩৭. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা প্রবণ শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব, সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলো না।

৩৮. এবং তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে?'

৩৯. হায় যদি কাফিররা সেই সময়ের কথা জানত, যখন তারা তাদের সামন ও পেছন হতে আগুন ঠেকাতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না।

৪০. বস্তুত তা তাদের উপর আসবে অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে, ফলে তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

(خُلِقَ الْاِنْسَانُ) মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অর্থাৎ আদম (আ)-কে সৃজন করা হয়েছে (مِنْ عَجَلٍ) ত্বার প্রবণ করে, অধৈর্য চিত্তসহ, অপর ব্যাখ্যায় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ নাদর ইব্‌ন হারিসকে সৃষ্টি করা হয়েছে "ত্বরা প্রবণ করে" অর্থ ত্বরিৎ শাস্তি কামনাকারী রূপে (سَاُرِيْكُمْ اٰيٰتِىْ) শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব আমার নিদর্শনাবলী, সারা বিশ্বে বিদ্যমান আমার একত্ববাদের প্রমাণাদি। অপর ব্যাখ্যায় আমার নিদর্শনাবলী দেখার অর্থ তরবারী সংশ্লিষ্ট আমার শাস্তি দেখাব বদর যুদ্ধের দিন (فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ) সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলো না, শাস্তির নির্দিষ্ট সময় আগমনের পূর্বেই শাস্তি প্রেরণের কথা বলো না।

(وَيَقُوْلُوْنَ) এবং তারা বলে, অর্থাৎ মক্কার কাফিররা বলে (مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? হে মুহাম্মদ ﷺ যে প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ?

(لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ) কাফিরেরা যদি জানত, মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে এবং কুরআন সম্পর্কে যারা কুফরী করছে তারা যদি উপলব্ধি করতে পারত কী ভীষণ শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তবে তারা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলত না (لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ) যখন তারা তাদের সামনে পেছন হতে আগুন ঠেকাতে পারবে না, অর্থাৎ শাস্তির সময় বাধা দিতে পারবে না। (وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ) এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না, তাদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে না।

(بَلْ تَأْتِيْهِمْ) এবং তাদের ওপর তা আসবে, কিয়ামত আসবে (بَغْتَةً) অতর্কিতভাবে, আচমকা হঠাৎ (فَتَبْهَتُهُمْ) এবং তাদের হতভম্ব করে দিবে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলবে (فَلَايَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا) ফলে তারা তা রোধ করতে পারবে না, নিজেদের থেকে প্রতিহত করতে পারবে না (وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ) এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না, শাস্তি বিলম্বিত করা হবে না।

(٤١) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ۟

(٤٢) قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ۝

(٤٣) اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ۝

(٤٤) بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ۝

৪১. আপনার পূর্বে ও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা বিদ্রূপ কারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।

৪২. বলুন, রাহ্‌মান হতে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে রাতে ও দিনে? তবুও তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৩. তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন দেব-দেবীও আছে যারা তাদের রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারীও থাকবে না।

৪৪. বস্তুত আমিই তাদের এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ সম্ভার দিয়েছিলাম; তাছাড়া তাদের আয়ুও হয়েছিল দীর্ঘ। তারা কি দেখছে না যে, আমি তাদের দেশকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি। তবুও কি তারা বিজয়ী হবে?

(وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ) বস্তুত আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছিল অর্থাৎ তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল, যেমন হে মুহাম্মাদ ﷺ আপনাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে আপনার সম্প্রদায়। (فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ) পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, যে শাস্তি নিয়ে হাসা-হাসি করত (مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ) তা বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল, যারা নবীগণকে নিয়ে বিদ্রূপ করত। অপর ব্যাখ্যায় তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে তাদের ওপর আমার শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ ! মক্কার অধিবাসীদেরকে (مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ) কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে, কে তোমাদেরকে হিফাযত করবে (بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ) রাতেও দিনে রাহ্‌মান থেকে, দয়াময় প্রভুর শাস্তি থেকে, অপর ব্যাখ্যায় রাহ্‌মান ব্যতীত অন্য কে আছে যে, তাঁর শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে? (بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ) তবুও তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে, প্রতিপালকের তাওহীদ-একত্ববাদ ও তাঁর কিতাব থেকে (مُّعْرِضُوْنَ) মুখ ফিরিয়ে নেয়, ওগুলো প্রত্যাখ্যান করে, করে বর্জন।

(اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا) তবে কি আমা-ব্যতীত তাদের এমন কোন দেব দেবী আছে, উপাস্য আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? আমার শাস্তি থেকে (لَايَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ) এ গুলো তো

নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না, অর্থাৎ ওই তথাকথিত উপাস্যরা নিজেদের ওপর আপতিত শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারে না। তাহলে অপরের ওপর আপতিত শাস্তি কিভাবে প্রতিরোধ করবে? (وَلَاهُمْ مِنَّا يُصْحَبُوْنَ) এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারীও থাকবে না, আমার শাস্তি থেকে তারা নিজেরাই রক্ষা পাবে না অন্যকে কীভাবে তার রক্ষা করবে?

(بَلْ مَتَّعْنَا) বরং আমিই ভোগ সম্ভার দিয়েছিলাম, জীবন যাপনের অবকাশ দিয়েছিলাম (هٰؤُلَاءِ) তাদেরকে, পূর্ববর্তী লোকদেরকে (وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) অবশেষে তাদের আয়ুকাল হয়েছিল দীর্ঘ, ওই জীবনকাল হয়েছিল সুদীর্ঘ (اَفَلَا يَرَوْنَ) তারা কি দেখছে না, মক্কাবাসীরা কি অবলোকন করছে না (اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ) আমি পৃথিবীকে পাকড়াও করেছি, ধরেছি (نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا) চারদিক থেকে তা সংকুচিত করছি; চতুর্দিক হতে হ্রাস করে আনছি (اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ) তবুও কি তারা বিজয়ী হবে? এ সত্ত্বেও কি তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারবে?

(٤٥) قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ○

(٤٦) وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

(٤٧) وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ○

৪৫. বলুন, আমি তো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি? কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা সতর্কবাণী শুনে না।

৪৬. আপনার প্রতিপালকের শাস্তির কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা নিশ্চয় বলে উঠবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম যালিম।'

৪৭. এবং কিয়ামতের দিনে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং আমল। যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! (اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ) আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করি কেবল ওহী দ্বারা, যা কুরআনরূপে অবতীর্ণ হয়। (وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ) কিন্তু যারা বধির তারা আহ্বান শুনে না, আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান থেকে যারা স্বেচ্ছায় বধিরতার ভান করে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান শুনে না। অপর ব্যাখ্যায় এসেছে, যারা স্বেচ্ছায় বধিরতা অর্জন করে আপনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আহ্বান শুনাতে পারবেন না। س শব্দকে 'তা' যোগে سمع পাঠ করলে এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায়। (اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ) যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়, ভীতি প্রদর্শন করা হয়। যদি তাদেরকে স্পর্শ করে তাদের ওপর আপতিত হয়।

(وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ) আপনার প্রতিপালকের শাস্তির কিছুমাত্র, সামান্য অংশ (لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ) তবে তারা বলে, হায় দুর্ভোগ! আমরা তো ছিলাম যালিম, আল্লাহ্‌র প্রতি কুফরী করে আমরা আমাদের সত্তার প্রতি যুলুম করেছি।

(وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ) আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, ন্যায়বিচার অনুষ্ঠান করব (لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ) কিয়ামতের দিনে, কিয়ামতের দিনে, একটি নিক্তি স্থাপন করা হবে সেটির থাকবে একটি দণ্ড এবং দু'টো পাল্লা। তা শুধু পাপাচার পরিমাপে ব্যবহৃত হবে। (فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا) সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না, কারও পুণ্য হ্রাস করা হবে না কিংবা কারও পাপ বর্ধিত করা হবে না। (وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا)এবং আমল যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয়, সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব, সেখানে হাযির করব অপর ব্যাখ্যায় আমি তার প্রতিদান দেব (وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ) হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট, সংরক্ষণকারী হিসেবে, অবগত হওয়ার দিক থেকে অপর ব্যাখ্যায় প্রতিদান প্রদানকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।

(٤٨) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ
(٤٩) الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ○
(٥٠) وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○
(٥١) وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۚ

৪৮. আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম ফুরকান, জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্যে।
৪৯. যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত।
৫০. এ কল্যাণময় উপদেশ, আমি তা অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা তা অস্বীকার কর?
৫১. আমি তো এর পূর্বে ইব্‌রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।

(وَلَقَدْ اٰتَيْنَا) আমি দিয়েছিলা, প্রদান করেছিলাম (مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ) মূসা ও হারূনকে ফুরকান, যা তাদেরকে সংশয়ের অন্ধকার থেকে বের করে আনবে। অপর ব্যাখ্যায় ফিরা'আউনের বিরুদ্ধে সাহায্য ও রাজত্ব দান করে ছিলাম। (وَضِيَآءً) এবং জ্যোতি, যা ভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার রক্ষাকবচ, (وَذِكْرًا) এবং উপদেশ, নসীহত (لِّلْمُتَّقِيْنَ) মুত্তাকীদের জন্য, যারা কুফরী, শিরকী ও অশ্লীলতা পরিহার করে।

(الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, প্রতিপালকের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কাজ করে (بِالْغَيْبِ) না দেখেও, প্রতিপালক তাদের দৃষ্টির অতীত থাকলেও (وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ) এবং কিয়ামত সম্পর্কে, কিয়ামতের আযাব সম্পর্কে (مُشْفِقُوْنَ) তারা ভীত সন্ত্রস্ত।

(وَهٰذَا) আর এটি, কুরআন (ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ) কল্যাণময় উপদেশ, তাতে রয়েছে রহমত এবং ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা (اَنْزَلْنٰهُ) আমি তা অবতীর্ণ করেছি, সেটি সহ জিব্‌রাঈলকে প্রেরণ করেছি (اَفَاَنْتُمْ لَهٗ) তবুও কি তোমরা, হে মক্কাবাসীগণ! (مُنْكِرُوْنَ) তা অস্বীকার কর, প্রত্যাখ্যান কর?

(وَلَقَدْ اٰتَيْنَا) আমি দিয়ে ছিলাম, প্রদান করেছিলাম (اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ) ইব্‌রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান ও অনুধাবন শক্তি (مِنْ قَبْلُ) ইতোপূর্বে, তার সাবালকত্ব লাভের পূর্বে। অপর ব্যাখ্যায় নবুওয়াত দিয়ে তাকে মর্যাদাবান করেছি মূসা ও হারূন (আ)-এর পূর্বে। অপর ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ﷺ-এর পূর্বে। (وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ) এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অবহিত, যে, সে এর যোগ্য।

(৫২) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ○
(৫৩) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ○
(৫৪) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○
(৫৫) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ○
(৫৬) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ○
(৫৭) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ○
(৫৮) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ○

৫২. যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, এই মূর্তিগুলো কী? যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ।
৫৩. তারা বলল 'আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে।
৫৪. সে বলল, 'তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা ও রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।'
৫৫. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ? না তুমি কৌতূক করছ?'
৫৬. সে বলল, 'না তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশরাজি ও পৃথিবীর প্রতিপালক যিনি ওগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম স্বাক্ষী।'
৫৭. শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব।
৫৮. তারপর সে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে তাদের প্রধানটি ব্যতীত, যাতে তারা তার দিক ফিরে আসে।

(إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ) যখন সে বলল তার পিতাকে, আযরকে (وَقَوْمِهِ) এবং তার সম্প্রদায়কে, নমরূদ ইবন কিন'আন ও তার অনুসারীদেরকে (مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ) এই মূর্তিগুলো কী? প্রতিমাগুলো কী? (الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ) যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছে, উপাসনা করে যাচ্ছে।

(قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ) তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে ওগুলোর পূজা করতে দেখেছি, তাই আমরাও সে গুলোর উপাসনা করছি।

(قَالَ) সে বলল, ইব্‌রাহীম (আ) তাদেরকে বললেন, (لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ) তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল (فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে, কুফরী ও সুস্পষ্ট ভুলের রয়েছে।

(قَالُوا) তারা বলল, ইব্‌রাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্যে (أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ) 'তুমি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, হে ইব্‌রাহীম! তুমি আসলে সত্য কথা বলছ (أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ) না তুমি কৌতূক করছ, আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ?

(قَالَ) সে বলল, ইব্‌রাহীম (আ) বললেন (بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ) না তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশরাজি ও পৃথিবীর পরিচালক, যিনি ওগুলো সৃষ্টি করেছেন, সৃজন করেছেন (وَأَنَا عَلَىٰ) এবং এ বিষয়ে, যা আমি বলছি সে বিষয়ে (ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) আমি অন্যতম স্বাক্ষী।

(وَتَاللّٰهِ) আল্লাহ্‌র শপথ, আপন মনে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম (لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ) আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করব, অবশ্যই ভেঙ্গে ফেলব (بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ) তোমাদের মূর্তিগুলো কে তোমাদের চলে যাওয়ার পর, আনন্দ মেলায় যাওয়ার পর। তারা যখন মেলায় গমন করল- এবং ইব্‌রাহীম (আ)-কে শহরে রেখে গেলে তখন তিনি মূর্তি ঘরে প্রবেশ করলেন।

(فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا) তারপর সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন, ভেঙ্গে চুরমার করে ফেললেন (اِلَّا كَبِيْرًا) তাদের প্রধানটি ব্যতীত, সেটি ভাঙ্গেননি (لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ) যাতে তারা সেটির দিকে ফিরে আসে মেলা থেকে ফিরে আসার পর এবং সেটিকে জিজ্ঞেস করে।

(٥٩) قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٦٠) قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ۝

(٦١) قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ۝

(٦٢) قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۝

(٦٣) قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۝

(٦٤) فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৫৯. তারা বলল, 'আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী।'
৬০. কেউ কেউ বলল 'এক যুবককে এগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি তাকে বলা হয় ইব্‌রাহীম।'
৬১. তারা বলল, 'তাকে উপস্থিত কর লোকদের সামনে, যাতে সাক্ষ্য দিতে পারে।'
৬২. তারা বলল 'হে ইব্‌রাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করেছ?'
৬৩. সে বলল বরং এদের এই প্রধান, সে-ই তো এটি করেছে। এগুলোকে জিজ্ঞেস কর যদি তারা কথা বলতে পারে।'
৬৪. তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপর-কে বলতে লাগল তোমরাই তো সীমালংঘনকারী।

(قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ) তারা বলল, আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী, আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি যুলুমকারী।

(قَالُوْا سَمِعْنَا) তারা বলল, আমরা শুনেছি, তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল আমি শুনেছি (فَتًى) (يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرٰهِيْمُ) এক যুবককে সে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছিল, এগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার এবং সে এগুলোর সমালোচনা করছিল। তাকে বলা হয় ইব্‌রাহীম'।

(قَالُوْا) তারা বলল, তাদের উদ্দেশ্যে নমরূদ বলল, (فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ) তাকে উপস্থিত কর লোক সমুখে, জনসাধারণের সামনে (لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ) যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে, তার কর্মের বিরুদ্ধে। অপর ব্যাখ্যায় তার বক্তব্য সম্পর্কে। অপর ব্যাখ্যায় তার শাস্তি সম্পর্কে।

(قَالُوْا) তারা বলল, নমরূদ বলল (اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا) 'হে ইব্‌রাহীম তুমিই কি এরূপ করেছ?' এই ভাঙ্গচুর করেছ (بِاٰلِهَتِنَا يٰاِبْرٰهِيْمُ) আমাদের উপাস্যগুলোকে নিয়ে?

(قَالَ) সে বলল, ইব্‌রাহীম (আ) বললেন '(بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا)' সেই তো এটি করেছে, এই তো এগুলোর প্রধান, যার কাঁধে রয়েছে কুঠার (فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ) এগুলোকে জিজ্ঞেস কর যদি তারা কথা বলতে পারে বক্তব্য রাখতে পারে, তাহলে তারাই বলে দেবে কে তাদেরকে ভেঙ্গেছে।

(فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ) তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল, তারা নিজেদের সমালোচনা করল (فَقَالُوْٓا) তারপর তারা বলল, তাদের রাজা নমরূদ তাদেরকে বলল (اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ) তোমরাই সীমালংঘনকারী, ইব্‌রাহীমের প্রতি যুলুমকারী।

(٦٥) ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ۝
(٦٦) قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۝
(٦٧) اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝
(٦٨) قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝
(٦٩) قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۝

৬৫. তারপর তাদের মাথা নত হয়ে গেল এবং তারা বলল 'তুমি তো জানই যে এগুলো কথা বলে না।'
৬৬. ইব্‌রাহীম বলল, "তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না?
৬৭. ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদেরকে। তবে কি তোমরা বুঝবে না?"
৬৮. তারা বলল, "তাকে পুড়িয়ে দাও, এবং সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলোকে তোমরা যদি কিছু করতে চাও।"
৬৯. আমি বললাম, 'হে আগুন! তুমি ইব্‌রাহীমের জন্যে শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।'

(ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ) তারপর তাদের মাথা অবনত হয়ে গেল, তাদের বক্তব্যের দিকে ফিরে গেল এবং নমরূদ বলল, '(لَقَدْ عَلِمْتَ) তুমি তো জানই, হে ইব্‌রাহীম! (مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ) এগুলো কথা বলে না, মূর্তিগুলো বলতে পারে না কে ওগুলো ভেঙ্গেছে।

(قَالَ) সে বলল, ইব্‌রাহীম (আ) বললেন (اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا) তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, তোমরা সেগুলোর ইবাদত করলে (وَلَا يَضُرُّكُمْ) এবং তোমাদের ক্ষতিও করতে পারে না, যদি তোমরা সেগুলোর ইবাদত বর্জন কর।

(اُفٍّ لَّكُمْ) ধিক তোমাদেরকে, ঘৃণা তোমাদের জন্যে। অপর ব্যাখ্যায় ধ্বংস তোমাদের জন্যে (وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ) এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যেগুলোর ইবাদত কর সেগুলোর জন্য তবে কি তোমরা বুঝবে না? মনুষ্যত্বের প্রতিভা কি তোমাদের নেই যে, তোমরা বুঝবে, যা কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধন করতে পারে না তার ইবাদত করা যায় না।

(قَالُوْا) তারা বলল, তাদের বাদশাহ নমরূদ তাদের বলল, (حَرِّقُوْهُ) একে পুড়িয়ে ফেল, আগুন দ্বারা (وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ) এবং সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলোকে, দেবতাগুলোর পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ) যদি তোমরা কিছু করতে চাও, তার সম্বন্ধে। তারপর তারা তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল।

(قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا) আমি বললাম হে আগুন! তুমি শীতল হয়ে যাও, তোমার তাপ পরিত্যাগ করে ঠাণ্ডা হয়ে যাও (عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ) এবং নিরাপদ হয়ে যাও, ক্ষতিকর শৈত্য থেকে মুক্ত হয়ে যাও ইব্‌রাহীমের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা যদি শান্তিময় হওয়ার নির্দেশ না দিতেন তবে ওই আগুন এমন ঠাণ্ডা হত যে ঠাণ্ডা ইব্‌রাহীমকে ধ্বংস করে ফেলত।

(٧٠) وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۚ
(٧١) وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝
(٧٢) وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۝
(٧٣) وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۚ

৭০. তারা তার ক্ষতি সাধানে ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।
৭১. আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে পৌঁছিয়ে দিলাম সেই দেশে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্বাবাসীর জন্যে।
৭২. এবং আমি ইব্‌রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকূব, আর প্রত্যেককেই করে ছিলাম সৎকর্মপরায়ণ;
৭৩. এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত; তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে; তারা আমারই ইবাদত করত।

(وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا) তারা তাঁর ক্ষতি করার ইচ্ছা করেছিল, পুড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল (فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ) আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, পরাজিত।

(وَنَجَّيْنٰهُ) এবং আমি উদ্ধার করেছিলাম তাকে, অগ্নিকুণ্ড থেকে (وَلُوْطًا) এবং লূতকে উদ্ধার করেছিলাম, ভূমিতে প্রেথিত হওয়া থেকে (اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا) তাদের উভয়কে আমি পৌঁছিয়েছিলাম সে দেশে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি, পানি ও গাছপালা সমাহারে (لِلْعٰلَمِيْنَ) বিশ্ববাসীর জন্যে। ওই স্থান হল বায়তুল মুকাদ্দাস ফিলিস্তিন ও জর্দান।

(وَوَهَبْنَا لَهٗٓ) আমি দান করেছিলাম তাকে, ইব্‌রাহীম (আ)-কে (اِسْحٰقَ) ইসহাক, পুত্ররূপে (وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً) এবং অতিরিক্ত হিসাবে ইয়াকূব, পুত্রের অতিরিক্ত পৌত্ররূপে (وَكُلًّا) এবং প্রত্যেককে অর্থাৎ ইব্‌রাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের বংশধরদেরকে (جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ) করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ, তাদের দীনের ক্ষেত্রে, এবং করেছিলাম রাসূল।

(وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً) এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা, সৎকর্মে অগ্রসেনানী (يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا) তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করত, সৃষ্টি জগতকে আমার নির্দেশ পালনের প্রতি আহ্বান করতে (وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ) এবং তাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, আমার আনুগত্য সহ কাজ করতে অপর ব্যাখ্যায় 'লা–ইলাহা ইল্লাহ্'-এর দাওয়াত দিতে (وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ) সালাত কায়েম করতে, পরিপূর্ণরূপে সালাত আদায় করতে (وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ) এবং যাকাত প্রদান করতে, যাকাত দিতে (وَكَانُوْا عٰبِدِيْنَ) তারা আল্লাহ্রই ইবাদত করত, অনুগত ছিল।

(٧٤) وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۙ

(٧٥) وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ

(٧٦) وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۚ

(٧٧) وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৭৪. এবং লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে; তারা ছিল-এক মন্দ সম্প্রদায় সত্যত্যাগী।

৭৫. এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম; সে ছিল সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।

৭৬. স্মরণ কর, নূহকে পূর্বে সে যখন আহ্বান করেছিল তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম তার আহ্বানে এবং তাকেও তার পরিজনবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

৭৭. এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়।

(وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا) এবং লূতকেও দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা, অনুধাবন শক্তি (عِلْمًا) ও জ্ঞান, নবুওয়াত (وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ) এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে, সাদূম-জনপদের জনগণের হাত থেকে (الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ) যে লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে, যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল সমকামিতায় (اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ) তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, কুফরী অবলম্বন করত মন্দের অনুসরণ করত। পাপাচারে লিপ্ত ছিল।

(وَاَدْخَلْنٰهُ) আমি তাকে প্রবেশ করিয়েছিলাম, লূতকে প্রবেশ করার আখিরাতে (فِىْ رَحْمَتِنَا) আমার রহমতের ভেতরে, আমার জান্নাতে অপর ব্যাখ্যায় দুনিয়াতে নবুওয়াত প্রদান করে আমি তাকে মর্যাদাবান করেছি (اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ) সে ছিল সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত, নিজেদের দীন পালনে যাঁরা সৎ ছিলেন এবং যাঁরা ছিলেন রাসূল।

(وَنُوْحًا) এবং নূহকে, নবুওয়াত দ্বারা মর্যাদাবান করেছি (اِذْ نَادٰى) যখন সে আহ্বান করেছিল, আপন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে তাঁর প্রভুর নিকট দু'আ করেছিল (مِنْ قَبْلُ) ইতিপূর্বে, লূত (আ)-এর পূর্বে (فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ) তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম তাঁর আহ্বানে, দু'আ কবুল করেছিলাম (وَاَهْلَهٗ مِنَ

(الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ) এরপর উদ্ধার করেছিলাম তাঁকেও তাঁর পরিজনবর্গকে, এবং যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল তাদেরকে (মহা সংকট থেকে) ঝড় ও মহা প্লাবনে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে।

(وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ) এবং তাঁকে সাহায্য করেছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, সাদ (ص) বর্ণে তাশদীদ যোগে نَصَّرْنَاهُ পাঠ করলে অর্থ হবে তাকে উদ্ধার করেছিলাম সেই সম্প্রদায়ের হাত থেকে (الَّذِيْنَ)। (كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا) যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, আমার কিতাব ও আমার রাসূল নূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল (اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ) তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, তাদের কুফরীতে লিপ্ত থাকায় (فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ) এজন্যে তাদের সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম, ঝড় ও মহাপ্লাবন দ্বারা।

(৭৮) وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ○
(৭৯) فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۖ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ○
(৮০) وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ○

৭৮. এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে রাতের বেলা প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের ভেড়া; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার।
৭৯. এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ে মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, যেন তারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; আমিই ছিলাম এ সময়ের কর্তা।
৮০. আমি তাকে তোমাদের জন্যে বর্ম তৈরি শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে সেটি তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?

(وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ) এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানের কথা, নবুওয়াত ও প্রজ্ঞা দিয়ে আমি তাঁদেরকেও মর্যাদাবান করেছিলাম (اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ) যখন তাঁরা বিচার করছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে, এক সম্প্রদায়ের আঙ্গুর ক্ষেত সম্পর্কে (اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ) তাতে প্রবেশ করেছিল, রাতের বেলায় সেখানে ঢুকে ক্ষেত নষ্ট করেছিল (غَنَمُ الْقَوْمِ) অন্য সম্প্রদায়ের মেষ, ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেড়া বকরী (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ) তাদের বিচারের ব্যাপারে, দাউদ ও সুলায়মানের মীমাংসার ব্যাপারে (شٰهِدِيْنَ) আমি স্বাক্ষী ছিলাম, অবগত ছিলাম।

(فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ) এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, বিচারও ফায়সালায় কোমলতা-অবলম্বনের চেতনা দান করেছিলাম (وَكُلًّا) এবং তাদের প্রত্যেককে, দাউদ ও সুলায়মানকে (اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম, অনুধাবন প্রতিভা ও নবুওয়াত প্রদান করেছিলাম (وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ) আমি পাহাড়কে নিয়োজিত করে দিয়েছিলাম দাউদের সাথে যেন তাসবীহ্ পাঠ করে, দাউদ (আ)-এর সাথে যখন তিনি তাসবীহ্ পাঠ করেন (يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ) এবং পাখিকূলকে) পাখীকুলকে ও সেরূপ করে দিয়েছিলাম (وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ) আমিই ছিলাম এসবের কর্তা, তাদের জন্যে এ ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম।

(وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ) আমি তাকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, অর্থাৎ যুদ্ধকালীন পোশাক (لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ) যাতে সেটি তোমাদেরকে রক্ষা করে, হিফযত করে (তোমাদের যুদ্ধে) শত্রুর অস্ত্রাঘাত থেকে (فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ) সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? যুদ্ধ বর্ম নির্মাণ শিখিয়ে যিনি অনুগ্রহ করলেন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

(٨١) وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ۝

(٨٢) وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ۝

(٨٣) وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

(٨٤) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ۝

৮১. এবং সুলায়মানের জন্য বশীভূত করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে, সেটি তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হত।

৮২. এবং শয়তানদের মধ্যে কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এটি ব্যতীত অন্য কাজও করত। আমি সেগুলোর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।

৮৩. এবং স্মরণ কর আইউব-এর কথা যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

৮৪. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মত আরো দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশস্বরূপ।

(وَلِسُلَيْمٰنَ) এবং সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছি, অনুগত করে দিয়েছিলাম (الرِّيْحَ عَاصِفَةً) উদ্দাম বায়ুকে, প্রচণ্ড ঝড় ঝঞ্ঝাকে (تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ) তার আদেশক্রমে তা প্রবাহিত হত, আল্লাহর আদেশক্রমে চলাচল করত। অপর ব্যাখ্যায় হযরত সুলায়মানের (আ) নির্দেশক্রমে চলত, তাঁর বাসস্থান ইসতাখার (اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا) থেকে সেই দেশের যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি, জলবায়ু দিয়ে গাছ-পালা দিয়ে। সেটি হল পবিত্র স্থান সিরিয়া জর্দান ও ফিলিস্তিন অঞ্চল। (وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ) প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে, যা যা আমি তাঁর বশীভূত করেছি, আমি সম্যক অবগত।

(وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ) এবং শয়তানদের মধ্যে কতক, কতক শয়তানকেও আমি তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম (وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ) তারা তার জন্যে ডুবুরীর কাজ করত। সুলায়মান (আ)-এর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিত এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে মণিমুক্তা তুলে আনত (ذٰلِكَ) এবং এটা ছাড়াও, ডুবুরীর কাজ ব্যতীত অন্য কাজ ও করত যেমন প্রাসাদ অট্টালিকা নির্মাণ (وَكُنَّا لَهُمْ) আমি তাদের প্রতি, শয়তানদের প্রতি (حٰفِظِيْنَ) সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম, যাতে তখন তাদের একে অন্যের উপর সীমালংঘন করতে না পারে।

(وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ) এবং স্মরণ করুন, আইয়ুবের কথা যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল, আপন প্রভুকে ডেকে বলেছিলেন (مَسَّنِىَ الضُّرُّ) আমি দুঃখ কষ্টে পড়েছি, আমার দেহ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে সুতরাং আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে মুক্তি দিন। (وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ) আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, প্রার্থনা কবুল করলাম (فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ) তার দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, যে সকল দুঃখ সে ভোগ করছিল (وَاٰتَيْنٰهُ) এবং তাকে দান করেছি, প্রদান করেছি (اَهْلَهٗ) পরিবার পরিজন, জান্নাতে, দুনিয়াতে যারা ইন্‌তিকাল করে গেছেন জান্নাতে তাদেরকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ) এবং তাদের সংগে তাদের মত আরো, সন্তান-সন্ততি। তাঁর যে সকল বংশধর মৃত্যুবরণ করেছিল দুনিয়াতে তাদের অনুরূপ সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দুনিয়াতে প্রদান করেছিলেন (رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا) আমার বিশেষ রহমত স্বরূপ, অনুগ্রহরূপে (وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ) এবং ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ রূপে, ঈমানদারদের জন্যে নসীহতরূপে।

(৮৫) وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ
(৮৬) وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ
(৮৭) وَ ذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ
(৮৮) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

৮৫. এবং স্মরণ কর, ইসমাঈল, ইদ্‌রীস ও যুলকিফ্‌ল -এর কথা তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল।
৮৬. এবং তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।
৮৭. এবং স্মরণ কর যুন্‌নূন-এর কথা যখন সে ক্রোধ ভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করব না। তারপর সে অন্ধকার থেকে আহ্বান করেছিল। 'তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তুমি পবিত্র মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী'।
৮৮. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে ছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা থেকে এবং এভাবেই আমি মু'মিনগণকে উদ্ধার করে থাকি।

(وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ) এবং স্মরণ কর, ইসমাঈল, ইদ্‌রীস ও যুল-কিফ্‌লের কথা তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে এবং দুঃখ কষ্টের ক্ষেত্রে।

(وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا) এবং আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহ ভাজন করেছিলাম, অপর ব্যাখ্যায় আখিরাতে প্রবেশ করাব আমার রহমতের মধ্যে অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে (اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ) তারা ছিল সৎ কর্মপরায়ণ, রাসূল। অবশ্য যুল-কিফ্‌ল সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন নবী নয়।

(وَذَا النُّوْنِ) এবং স্মরণ করুন যুন-নূন এর কথা, মাছের সঙ্গী ব্যক্তি অর্থাৎ ইউনুস ইব্‌ন মাত্তার কথা (اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا) যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল, ক্ষুব্ধ হয়ে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল (فَظَنَّ) এবং

মনে করেছিল, অর্থাৎ সে ধারণা করেছিল (اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ) সে আমি তার জন্যে নির্ধারিত করব না, শাস্তি (فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ) তারপর সে অন্ধকারসমূহের মধ্য থেকে আহ্বান করেছিল, সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার, মাছের পেটের অভ্যন্তরের অন্ধকার, এবং তদুপরি নাড়ি ভুঁড়ির ভেতরের অন্ধকার থেকে সে বলেছিল (اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ) তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তুমি পবিত্র মহান, আমি তোমার নিকট তাওবা করছি, ফিরে এসেছি (اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ) আমি তো সীমালংঘনকারী। আমার প্রতি অবিচারকারী, যেহেতু তোমার নির্দেশের প্রতি অখুশি হয়েছিলাম।

(فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, প্রার্থনা কবুল করেছিলাম (وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ) এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা থেকে, অন্ধকারে অবস্থানের দুঃখ থেকে (وَكَذٰلِكَ) এবং এভাবেই এরূপেই (نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ) আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি, দু'আ ও প্রার্থনার সময়।

(৮৯) وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝

(৯০) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝

(৯১) وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

৮৯. এবং স্মরণ কর, যাকারিয়ার কথা যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।

৯০. তারপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎকর্মের প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।

৯১. এবং স্মরণ কর, সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, তারপর তার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকেও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্যে এক নিদর্শন।

(وَزَكَرِيَّآ) এবং স্মরণ করুন, যাকারিয়ার কথা, হে মুহাম্মদ ﷺ! নবী যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন (اِذْ نَادٰى) যখন সে আহ্বান করেছিল, দু'আ করেছিল (رَبَّهٗ) তাঁর প্রভুকে, প্রভুর নিকট (رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে রেখে দিও না, ছেড়ে দিও না একা, সাহায্যকারী বিহীন একাকী (وَاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ) তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী, শ্রেষ্ঠ সহায্যকারী।

(فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ) তারপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম, তার দু'আ কবুল করেছিলাম (وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى) এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া, পুণ্যবান সন্তান (وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ) এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করে দিয়েছিলাম, গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব যোগ্য করে দিয়েছিলাম (اِنَّهُمْ كَانُوْا) নিশ্চয় তারা, অর্থাৎ নবীগণ (আ) অপর ব্যাখ্যায় যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আ) (يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ) সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হত (وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا) এবং তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে, এভাবে, ওভাবে, অপর ব্যাখ্যায় জান্নাতের আশায়

এবং জাহান্নামের ভয়ে তাঁরা আমার ইবাদত করত (وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ) এবং তাঁরা ছিল আমার নিকট বিনীত, বিনয়ী ও অনুগত্য।

(وَالَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) এবং স্মরণ করুন সেই নারীকে যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিল, জামার খোলা অংশকে সযত্নে রক্ষা করেছিল (فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا) তারপর তার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম, আমার নির্দেশে জিব্‌রাঈল (আ) তার জামার ফাঁক দিয়ে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিল (وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا اٰيَةً) এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম নিদর্শন, প্রতীক ও শিক্ষণীয় বিষয় (لِّلْعٰلَمِيْنَ) বিশ্ববাসীর জন্যে, ইসরাঈলীদের জন্যে যে, পিতাবিহীন পুত্র এবং মিলন ব্যতীত সন্তানের সৃষ্টিতে ও আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম।

(৯২) اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۝
(৯৩) وَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۝
(৯৪) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ۝
(৯৫) وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَاۤ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝

৯২. এই যে, তোমাদের জাতি এটি তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত কর।

৯৩. কিন্তু তারা নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই ফিরে আসবে আমার নিকট।

৯৪. সুতরাং কেউ যদি মু'মিন হয়ে সৎকর্ম করে তার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না এবং আমি তো তা লিখে রাখি।

৯৫. সে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তার অধিবাসীরা ফিরে আসবে না।

(اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً) এই যে তোমাদের জাতি এটি তো একই জাতি, তোমাদের দীন তো একই দীন আল্লাহ্‌র মনোনীত দীন, (وَاَنَا رَبُّكُمْ) আমি তোমাদের প্রতিপালক, একক প্রতিপালক (فَاعْبُدُوْنِ) অতএব আমারই ইবাদত কর, আমার আনুগত্য কর।

(وَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) কিন্তু তারা নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, দীনের ক্ষেত্রে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ ইয়াহূদী, খৃস্টান ও অগ্নি পূজারীরা ভিন্ন ভিন্ন দীন গ্রহণ করেছে (كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ) প্রত্যেকেই, প্রত্যেক দলই ফিরে আসবে আমার নিকট।

(فَمَنْ يَّعْمَلْ) সুতরাং কেউ যদি মু'মিন হয়ে, ঈমানে সত্যবাদী হয়ে (مِنَ الصّٰلِحٰتِ) সৎকর্ম করে, তারও তার প্রতিপালকের মধ্যকার সম্পর্কে আনুগত্যের কাজ করে (وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ) তার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না, তার কাজের প্রতিফলের কথা ভুলে যাওয়ার অবকাশ নেই, বরং তার প্রতিদান দেওয়া হবে (وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ) এবং আমি তো তা লিখে রাখি, তার প্রতিদান প্রদান করি, বিনিময় প্রদান করি, অপর ব্যাখ্যার সংরক্ষণ করি।

(وَحَرَامٌ عَلٰى قَرْيَةٍ) যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, কুফরীর পন্থার দ্বারা লাঞ্ছিত করেছি অর্থাৎ আবু জাহল ও তার সাথীদের বাসস্থান মক্কার জনপদ (اَهْلَكْنٰهَا) তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, সুযোগ ও সামর্থ প্রাপ্তির নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, (اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ) তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না, কুফরী ছেড়ে ঈমানের দিক প্রত্যাবর্তন করবে না। অপর ব্যাখ্যায় হত্যা ও প্রাণহানি দ্বারা বদর যুদ্ধের দিন যে জনপদকে বিধ্বস্ত করেছি তার অধিবাসীদের জন্যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তারা দুনিয়াতে ফিরে আসবে না।

(٩٦) حَتّٰۤى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ○

(٩٧) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

(٩٨) اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ○

(٩٩) لَوْ كَانَ هٰۤؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(١٠٠) لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ○

৯৬. এমন কি যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে।
৯৭. অমোঘ প্রতিশ্রুতির কাল আসন্ন হলে হঠাৎ কাফিরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে হায় দুর্ভোগ, আমাদের আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন। না, আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম।
৯৮. তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সকলে তার মধ্যে প্রবেশ করবে।
৯৯. যদি তারা ইলাহ্ হত তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না, সেগুলোর সবই তার স্থায়ী হবে।
১০০. সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।

(حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاجُوْجُ وَمَاجُوْجُ) অবশেষে যখন ইয়াজূজ মাজূজকে মুক্তি দেওয়া হবে, তখন তারা বের হবে (وَهُمْ) এবং তারা, অর্থাৎ ইয়াজূজ মাজূজ (كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ) প্রতি উঁচু ভূমি থেকে পর্বতরাজিও উচ্চ ভূমি থেকে ছুটে আসবে, বেরিয়ে আসবে।

(وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ) অমোঘ প্রতিশ্রুতিকাল ঘনিয়ে আসবে, যখন তারা প্রাচীর থেকে বেরিয়ে আসবে তখন কিয়ামতের দিন নিকটবর্তী হবে (فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ) অকস্মাৎ চোখ স্থির হয়ে যাবে, হীন হয়ে যাবে পলক ফেলতে পারবে না (كَفَرُوْا) কাফিরদের, যারা কুফরী করেছে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন সম্পর্কে। তারা বলবে (يٰوَيْلَنَا) হায় আমাদের দুর্ভোগ, আক্ষেপ (قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ) আমরা তো উদাসীন ছিলাম, অজ্ঞ ছিলাম (مِّنْ هٰذَا) এ সম্পর্কে, এ দিন সম্পর্কে (بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ) না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন প্রত্যাখ্যানকারী ছিলাম।

(اِنَّكُمْ) তোমরা, হে মক্কার অধিবাসীরা! (وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর, দেব-দেবী (حَصَبُ جَهَنَّمَ) জাহান্নামের ইন্ধন হবে, জাহান্নামের জ্বালানী হবে। হাবশী ভাষায় حطب অর্থ حطب জ্বালানী তোমরা হে মক্কাবাসীগণ এবং যে সকল দেব দেবীর তোমরা পূজা কর সবাই (اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ) তার মধ্যে প্রবেশ করবে, জাহান্নামে ঢুকে পড়বে।

(لَوْ كَانَ) তারা যদি, দেব-দেবীগুলো যদি (هٰؤُلَاءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا) ইলাহ্ হতো, তবে তারা সেখানে প্রবেশ করত না, জাহান্নামে যেত না (وَكُلٌّ) তারা সকলেই, উপাস্য এবং উপাসক সবাই (فِيْهَا) তার মধ্যে, জাহান্নামে প্রবেশ করে (خٰلِدُوْنَ) স্থায়ী হবে, চিরকাল অবস্থান করবে।

(لَهُمْ فِيْهَا) সেখানে থাকবে, জাহান্নামে থাকবে (زَفِيْرٌ) তাদের আর্তনাদ, গাধার চীৎকারের ন্যায় কর্কশ আহাজারি (وَّهُمْ فِيْهَا) আর তারা সেখানে, জাহান্নামে পরস্পরের সাহায্য কামনা করবে (لَا يَسْمَعُوْنَ) কিছুই শুনতে পাবে না, দয়ার শব্দ, সুপারিশের বাণী, বের হওয়ার নির্দেশ, শান্তির ঘোষণা কিছুই শুনবে না এবং কিছুই দেখতে পাবে না।

(١٠١) إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰىٓ ۙ أُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۙ
(١٠٢) لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ۚ
(١٠٣) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۗ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ
(١٠٤) يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ۗ وَعْدًا عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ

১০১. যাদের জন্য আমার নিকট আগে থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে।

১০২. তারা সেটার ক্ষীনতম শব্দও শুনবে না এবং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে।

১০৩. মহাভীতি তাদেরকে বিপদাপন্ন করবে না এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এ বলে এই তোমাদের সেইদিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

১০৪. সেইদিন আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটিয়ে ফেলা হয় লিখিত দফতর, যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই।

(اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى) যাদের জন্যে আমার নিকট থেকে পূর্ব থেকেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে, নির্ধারিত রয়েছে জান্নাত অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) ও উযায়র (আ) (اُولٰئِكَ) তাদেরকে উহা থেকে, জাহান্নাম থেকে (عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ) দূরে রাখা হবে, তারা জান্নাতপ্রাপ্ত হবে।

(لَا يَسْمَعُوْنَ) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না, আওয়াজ শুনবে না (حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِيْ مَا) (اشْتَهَتْ) এবং সেখানে তারা তাদের মন যা চায়, যা কামনা করে (اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ) চিরকাল তা ভোগ করবে, জান্নাতে অবস্থান করবে।

(لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ) মহাভীতি তাদেরকে বিপদ ক্লিষ্ট করবেন, যখন জাহান্নামকে পরিপূর্ণভাবে ভর্তি করা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তীস্থানে মৃত্যুকেও যবাই করে দেয়া হবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করবে, জান্নাতের দরজায় সুসংবাদ দিবে (هٰذَا يَوْمُكُمُ) (الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ) এই বলে "এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়ে ছিল, দুনিয়াতে"। (وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) থেকে (كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ) পর্যন্ত আয়াতগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ

-এর সাথে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাব'আরীর বিতর্ক উপলক্ষে নাযিল হয়। সে দেব-দেবীর পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখে যুক্তি-তর্ক পেশ করছি।

(يَوْمَ) সেই দিন ক্বিয়ামতের দিন (نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ) আকাশরাজীকে আমি গুটিয়ে ফেলব, কুদরতী ডান হাত দ্বারা (لِلْكُتُبِ) যেভাবে গুটান হয় লিখিত দপ্তর, রেজিষ্ট্রার যেমন তার খাতা গুটায় (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ) যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, এতে বীর্য থেকে তাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু করা দিকে ইঙ্গিত রয়েছে (وَعْدًا عَلَيْنَا) সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব, মাটি থেকে পুনরুত্থান করব (اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ) প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমার দায়িত্ব আমি তা করবই, তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করবই।

(١٠٥) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ۝

(١٠٦) اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ۝

(١٠٧) وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

(١٠٨) قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

১০৫. আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।

১০৬. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে বাণী সেই সম্প্রদায়ের জন্যে যারা ইবাদত করে।

১০৭. আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।

১০৮. বলুন, 'আমার প্রতি ওহী হয় যে ইলাহ একই ইলাহ্ সুতরাং তোমরা হয়ে যাও আত্মসমর্পণকারী'।

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ) আমি কিতাবে লিখে দিয়েছি, হযরত দাউদ (আ)-এর উপর অবতীর্ণ যাবুর কিতাবে লিখেছি (مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ) উপদেশের পর, তাওরাতের পর। অপর ব্যাখ্যায় যাবুরে লিখা অর্থ নবীগণের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহে লিখেছি আর "যিক্‌র এর পর" অর্থ-লাওহে মাহফূযে লেখার পর (اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا) যে পৃথিবীর অধিকারী হবে, জান্নাতের অধিকারী হবে (عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ) আমার সৎ কর্মশীল বান্দাগণ, তাওহীদপন্থী একত্ববাদীগণ। অপর ব্যাখ্যায় পৃথিবীর পবিত্র অঞ্চলের অধিকারী হবে? অর্থ সেখানে অবতরণ করবে পুণ্যবান বান্দাগণ অর্থ বনী ইসরাঈলের সৎকর্মশীল বান্দাগণ। অপর ব্যাখ্যায় পুণ্যবান বান্দাগণ অর্থ শেষ যুগের পুণ্যবান বান্দাগণ।

(اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا) এতে রয়েছে কুরআন মজীদে রয়েছে (বাণী) পর্যাপ্ত আলোচনা অপর ব্যাখ্যায় উপদেশ আদেশ ও নিষেধ (لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ) ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে, একত্ববাদী বান্দাদের জন্যে।

(وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ) আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি, হে মুহাম্মদ ﷺ (اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ) বিশ্বজগতের প্রতি, জিন-ইনসান যারা আপনার প্রতি ঈমান এনেছে তাদের জন্যে রহমতরূপে, শাস্তি থেকে মুক্তির উপায়রূপে, অপর ব্যাখ্যায় নি'আমত ও অনুগ্রহরূপে।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ (اِنَّمَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ) আমার প্রতি ওহী হয়, এই কুরআনে (اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ) যে, তোমাদের ইলাহ্ একই ইলাহ্, সন্তানাদি ও শরীক সমতুল্য বিহীন (فَهَلْ اَنْتُمْ) (وَّاحِدٌ) সুতরাং তোমরা

কি, হে মক্কার অধিবাসীরা! (مُّسْلِمُوْنَ) আত্মসমর্পণকারী হবে? স্বীকৃতিদানকারী নিষ্ঠাবান ইবাদতকারী ও নির্ভেজাল একত্ববাদী হবে?

(١٠٩) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۚ وَإِنْ أَدْرِيْٓ أَقَرِيْبٌ أَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ○
(١١٠) إِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ○
(١١١) وَإِنْ أَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ ○
(١١٢) قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ○

১০৯. তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনি বলবেন 'আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আমি জানি না, তা আসন্ন না দূরে।

১১০. তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত কর এবং যা তোমরা গোপন কর ।

১১১. আমি জানি না হয়ত এটি তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা এবং জীবনের উপভোগ কিছুকালের জন্য' ।

১১২. বলে দিন, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দিও। আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময় তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই।'

(فَاِنْ تَوَلَّوْا) তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, ঈমান ও ইখলাস থেকে (فَقُلْ) তবে আপনি বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ (اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَاۤءٍ) আমি তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি, অবগত করে দিয়েছি এখন আমি আর তোমরা বর্ণনা ও ব্যাখ্যার স্পষ্ট স্তরে পৌঁছে গেলাম, এখন কারো জন্যে কিছু গোপন নেই। (وَاِنْ اَدْرِيْٓ) এবং আমি জানি না, অবহিত নই (اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ) তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা আসন্ন, না দূরবর্তী?

(اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ) তিনি জানেন যে কথা সশব্দে বল এবং সে সকল কাজ তোমরা প্রকাশ্যে কর (مَا تَكْتُمُوْنَ) এবং যা তোমরা গোপন কর, যে কথা গোপনে বল, যে কাজ অপ্রকাশ্যে কর এবং তিনি এও জানেন তোমাদের শাস্তি কখন অনুষ্ঠিত হবে।

(وَاِنْ اَدْرِيْ) আমি জানি না, অবগত নই (لَعَلَّهٗ) হয়ত এটি, অর্থাৎ শাস্তি বিলম্বিত করা (فِتْنَةٌ لَّكُمْ) তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা, যাচাই প্রক্রিয়া (وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ) এবং জীবনোপভোগ কিছুকালের জন্যে শাস্তির আগমন পর্যন্ত।

(قٰلَ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! (رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ) হে আমার প্রতিপালক! আপনি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দিন, আমার ও মক্কাবাসীদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দিন। (وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ) আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে সকল মিথ্যাচার করছ (الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ) সে বিষয়ে তিনিই একমাত্র সহায়স্থল, আমি তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

سُوْرَةُ الْحَجِّ
সূরা হাজ্জ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

পাঁচটি আয়াত ব্যতীত সম্পূর্ণ সূরা মাক্কী وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ থেকে দুই আয়াত, اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا থেকে দুই আয়াত এবং শেষ পর্বের সিজ্‌দার আয়াত মোট পাঁচটি আয়াত মাদানী। কুরআন মজীদে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا সম্বোধনবিশিষ্ট আয়াতগুলো মাদানী এবং يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ সম্বোধনবিশিষ্ট আয়াতগুলোর কতক মাক্কী ও কতক মাদানী। يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا সম্বোধনের কোন আয়াত মাক্কীরূপে পাওয়া যাবে না। সূরাটির মধ্যে ৭৮ [১] টি আয়াত, ১২৯১ শব্দ ৫১৩৫ বর্ণ।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ

(١) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ

(٢) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ

১. হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, কিয়ামতের কাঁপন এক ভয়ানক ব্যাপার,

২. যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক বুকের দুধ খাওয়ানো নারী ভুলে যাবে তার দুধ খাওয়া শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, মানুষকে দেখবে মাতালের মত যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।

(يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ) হে মানুষ! বিশেষ বিশেষ মানুষ ও সাধারণ মানুষ উভয় অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে সর্বসাধারণ তথা সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে (اتَّقُوْا رَبَّكُمْ) ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, নিজেদের প্রভুকে ভয় কর এবং তাঁর আনুগত্য কর (اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ) কিয়ামতের প্রকম্পন, কিয়ামত অনুষ্ঠান (شَيْءٌ عَظِيْمٌ) এক ভয়ংকর ব্যাপার, সেটার ভয়াবহতা প্রচণ্ড।

(يَوْمَ تَرَوْنَهَا) যেদিন তোমরা সেটি প্রত্যক্ষ করবে, শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সময় তোমরা যখন তা দেখবে (تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ) প্রত্যেক দুধ মা বিস্মৃত হবে, সকল মাতা ভুলে থাকবে (تَذْهَلُ) (كُلُّ مُرْضِعَةٍ) তার দুধ খাওয়া শিশুকে, তার সন্তান (وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا) এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, গর্ভবতী মহিলাগণ তার উদরস্থ সন্তান প্রসব করে ফেলবে (وَتَرَى النَّاسَ)

১. মূল গ্রন্থে ৭৫ আয়াত

মানুষকে দেখবে মাতাল, দাঁড়ানো, নেশাগ্রস্ত (سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى) যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়, সুরা পানে মাতাল নয় (وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ) বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন, এ কারণেই তারা হত বিহ্বল কিংকর্তব্যবিমূঢ়, যেন তারা মাতাল।

(٣) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۝
(٤) كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝
(٥) يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ
مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا
يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۗ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ۢ بَهِيْجٍ ۝

৩. মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।
৪. তার সম্বন্ধে এই নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে দাউদাউ করা আগুনের শাস্তির দিকে।
৫. হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিহান হও তবে খেয়াল কর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে তারপর বীর্য থেকে তারপর আলাক থেকে তারপর পূর্ণ কিংবা অপূর্ণ গোশ্‌ত পিণ্ড থেকে তোমাদের নিকট ব্যক্ত করবার জন্যে, আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্যে মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি। তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে ফিরিয়ে নেয়া হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর উহাতে আমি বৃষ্টিপাত ঘটালে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সব ধরনের সুদৃশ্য উদ্ভিদ।

(وَمِنَ النَّاسِ) মানুষের মধ্যে কতক, অর্থাৎ নাসর ইব্‌ন হারিস (مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ) আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, আল্লাহ্‌র দীন ও কিতাব সম্পর্কে বিতর্ক করে। (بِغَيْرِ عِلْمٍ) অজ্ঞানতাবশত না জেনে, বিনা প্রমাণে এবং বিনা দলীলে (وَّيَتَّبِعُ) এবং সে অনুসরণ করে, আনুগত্য করে (كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ) প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের, সত্যত্যাগী গোঁড়া এবং অভিশপ্ত শয়তানের।

(كُتِبَ عَلَيْهِ) তার সম্বন্ধে এই নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে, শয়তানের জন্যে এটি বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে যে, (اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ) যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করলে, তার আনুগত্য করলে (فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ) সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে, হিদায়াত ও সৎপথ থেকে বিচ্যুৎ করবে (وَيَهْدِيْهِ) এবং তাকে পরিচালিত করবে, আহ্বান জানাবে (اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ) প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে, যে কাজ-কর্মের দ্বারা আগুনে দহনের শাস্তি বাধ্যতামূলক সে কাজের প্রতি।

(يَاَيُّهَا النَّاسُ) হে লোক সকল! অর্থাৎ হে মক্কার অধিবাসীগণ! (اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ) তোমরা যদি সন্দিগ্ধ হও, সন্দিহান হও (مِّنَ الْبَعْثِ) পুনরুত্থান সম্বন্ধে, মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে, তবে তোমাদের সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে ভেবে দেখ, কারণ তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা তোমাদের প্রথম সৃষ্টি থেকে কঠিন নয়। (فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ) আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তোমাদেরকে আদম থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে (ثُمَّ) তারপর-এর পর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি (مِنْ مُّضْغَةٍ) বীর্য থেকে তারপর পূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড, পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট সৃষ্টি (مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ) অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড থেকে অপূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট সৃষ্টি অর্থাৎ অপূর্ণ গর্ভপাত (لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ) তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্যে, কুরআন মজীদে, তোমাদের সৃষ্টির সূচনা ও সৃষ্টিক্রম (وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ) এবং আমি মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, গর্ভপাত থেকে রক্ষা করি, অপর ব্যাখ্যায় মাতৃগর্ভে রেখে দিই (مَا نَشَاۤءُ) যা ইচ্ছা করি, শিশু বাচ্চা (اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى) এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, নির্ধারিত কতক মাস পর্যন্ত (ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ) তারপর তোমাদেরকে আমি বের করি, মাতৃগর্ভ থেকে (طِفْلًا) শিশুরূপে, ছোট্ট ও ক্ষুদ্ররূপে (ثُمَّ) তারপর, তোমাদেরকে আমি ছেড়ে দিই (لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ) যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও, ১৮ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত (وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى) তোমাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু ঘটান হয়, সাবালকত্ব অর্জনের পূর্বেই প্রাণ ছিনিয়ে নেয়া হয় (وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ) আর তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে ফিরিয়ে নেয়া হয়, প্রত্যানীত করা হয় (الْعُمُرِ لِكَيْلَا) হীনতম বয়সে, বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর পূর্বতন অবস্থায়, (لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ) যার ফলে সে জানতে পারে না, অবশেষে সজ্ঞান থাকে না (عِلْمٍ شَيْـًٔا) যা কিছু সে জানত সে সম্পর্কে, অর্থাৎ ইতোপূর্বে যা সে জানত সে তাও স্মরণ রাখতে পারে না, মনে করতে পারে না। (وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً) তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, ফাটা-চৌচির নিষ্প্রাণ (فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۤءَ اهْتَزَّتْ) তারপর আমি যখন তাতে বারি বর্ষণ করি তখন সে আন্দোলিত হয়। শস্য-শ্যামল হয়ে, অপর ব্যাখ্যায় স্পন্দিত হয় এবং পানি পেয়ে তৃপ্ত হয়। (وَرَبَتْ) এবং স্ফীত হয়, শস্য উৎপাদনের জন্যে কেঁপে ফুলে মোটা সোটা হয়ে উঠে (وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ) এবং উদ্‌গত করে, পানির সাহায্যে উৎপন্ন করে, সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম দৃশ্য, রঙ-বেরঙের সুন্দর দৃশ্যাবলী।

(٦) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

(٧) وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

৬. তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান।

৭. এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ্ নিশ্চয় পুনরুত্থিত করবেন।

(ذٰلِكَ) এটি, তোমাদের ক্রম বিবর্তনে আল্লাহ্ তা'আলার এই ক্ষমতা ও উল্লিখিত ব্যাপারগুলো (بِاَنَّ) এজন্যে যে, তোমরা যেন স্বীকার কর এবং জানতে পার যে, (اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ) আল্লাহ্-ই সত্য, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতই সত্য ইবাদত (وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى) এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করবেন,

পুনরুত্থানের জন্যে, (وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ) এবং তিনিই সব বিষয়ে, জীবন দানে মৃত্যু সংঘটনে (قَدِيْرٌ) শক্তিমান।

(وَّاَنَّ السَّاعَةَ) এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, অবশ্যই অনুষ্ঠিতব্য (لَّارَيْبَ فِيْهَا) তাতে কোন সন্দেহ নেই, তার অনুষ্ঠানে কোন সংশয় নেই (وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ) এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত করবেন, প্রতিদান ও শাস্তি প্রদানের জন্য।

(৮) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۙ

(৯) ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

(১০) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

(১১) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ○

৮. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে। তাদের না আছে জ্ঞান না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

৯. সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাঁকিয়ে লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করার জন্যে। তার জন্যে লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামতের দিনে আমি তাকে আস্বাদ করাব দহন যন্ত্রণা।

১০. সেদিন তাকে বলা হবে, ইহা তোমার কৃতকর্মের ফল, কারণ আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।

১১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে তার মঙ্গল হলে তাতে তার মন প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতেও আখিরাতে, এতো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, আল্লাহ্‌র দ্বীন কিতাব নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় (بِغَيْرِ عِلْمٍ) জ্ঞান ছাড়া, বিদ্যা ব্যতীত (وَّلَا هُدًى) পথ নির্দেশনা ছাড়া, প্রমাণ ব্যতীত (وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ) এবং দীপ্তিমান কোন কিতাব ছাড়া, তার বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন স্পষ্ট কিতাব ব্যতীত।

(ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ) সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাঁকিয়ে, গর্দান বাঁকা করে, নিদর্শনাদি থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে অস্বীকার করে (عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করার জন্যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার জন্যে (لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ) তার জন্যে লাঞ্ছনা আছে দুনিয়াতে, বদর যুদ্ধের দিনে অসহায়ভাবে নিহত হওয়া (وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ) এবং কিয়ামতের দিনে আমি তাকে আস্বাদ করাব দহন যন্ত্রণা, জাহান্নামের শাস্তি, অপর ব্যাখায় কঠোর শাস্তি।

(ذٰلِكَ) এটি, বদর যুদ্ধের দিনে অসহায়ভাবে নিহত হওয়া (بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ) তোমার কৃত কর্মেরই ফল, তোমার শিরকী কর্মের ফল। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ থেকে এই পর্যন্ত আয়াতগুলো নাদ্‌র

ইব্‌ন হারিসকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। (وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ) আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না, অপরাধ ব্যতীত শাস্তি দেন না।

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে, পরীক্ষাস্বরূপ, সন্দেহপ্রবণ হয়ে। বানূ আসাদ ও বানূ গাতফান গোত্রের অন্তর্গত বানূ হাল্লাফ গোত্রীয় মুনাফিকদের উপলক্ষ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। (فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرٌ) তার মঙ্গল হলে, নি'আমত ও অনুগ্রহ এলে (اطْمَاَنَّ بِهٖ) তার চিত্ত প্রশান্তি হয়, মুখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে (وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ) আর কোন বিপর্যয় ঘটলে, বালা মুসিবত ও দুঃখ কষ্ট এলে (انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ) সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়, তার সাবেক ধর্ম শিরকবাদে ফিরে যায়। (خَسِرَ الدُّنْيَا) সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে, পার্থিব কল্যাণ হারিয়ে প্রতারিত হয় (وَالْاٰخِرَةَ) এবং আখিরাতে, প্রতারিত হয় জান্নাত হারিয়ে (ذٰلِكَ) এই, প্রতারিত হওয়া (هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ) সুস্পষ্ট ক্ষতি, দুনিয়াও আখিরাত হারানোর প্রেক্ষিতে এর ক্ষতিকর দিকটি সুস্পষ্ট।

(١٢) يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۟

(١٣) يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۟

(١٤) اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۟

১২. সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোন উপকার করতে পারে না অপরকারও করতে পারে না, এটিই চরম বিভ্রান্তি।

১৩. সে ডাকে এমন কিছুকে যার ক্ষতিই তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর।

১৪. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করাবেন জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।

(يَدْعُوْ) সে ডাকে, বানূ হাল্লাফ গোত্রের লোকেরা ইবাদত করে (مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর যা তার কোন অপকার করতে পারে না, যদি সেটির ইবাদত না করে। (وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ) এবং তার উপকারও করতে পারে না, যদি সেটির ইবাদত করে (ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ) এটিই চরম বিভ্রান্তি, সত্য ও হিদায়াত থেকে বহু দূরত্বে অবস্থিত ভুল।

(يَدْعُوْا) সে ডাকে, বনূ হাল্লাফ গোত্র ইবাদাত করে (لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ) এমন কিছুকে যার ক্ষতি তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর, অর্থাৎ যার ক্ষতি নিকটবর্তী আর কল্যাণ বহুদূর (لَبِئْسَ الْمَوْلٰى) কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক, উপাস্য (وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ) এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর, সাথী ও বন্ধু অর্থাৎ যে উপাস্যের ইবাদত করলে পরে ইবাদতকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে উপাস্য কতই না নিকৃষ্ট ও মন্দ।

(اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা ঈমান আনে, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ) এবং সৎকর্ম করে, তাদেরও তাদের প্রতিপালকের মধ্যকার সম্পর্কে আনুগত্য বজায় রাখে,

আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, উদ্যানসমূহে (تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ) যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যার বৃক্ষরাজি ও সুসংবদ্ধ-ঘর বাড়ীর নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। মদের ঝর্ণা, পানির ঝর্ণা, দুধের ঝর্ণা ও মধুর ঝর্ণা। (اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ) আল্লাহ্ যা চান তা করেন, সৌভাগ্যবান করেন ও হতভাগ্য করেন। পরবর্তী আয়াত ও তাদেরকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে, তারা বলেছিল আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, দুনিয়ার জীবনে মুহাম্মদ ﷺ কোন সাহায্য পাবে না, তার নিকট সাহায্য আসবে না, ফলে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করলে আমাদের কোন লাভ হবে না, তাছাড়া আমাদের মাঝে এবং ইয়াহূদীদের মাঝে যে বন্ধুত্ব রয়েছে তাও বিনষ্ট হবে, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(١٥) مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ○

(١٦) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ ○

(١٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

১৫. যে কেউ মনে করে আল্লাহ্ তাকে কখনই দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করবেন না সে আকাশের দিকে একটি রশি ঝুলিয়ে নিক পরে সেটি বিচ্ছিন্ন করুক, তারপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশের হেতু দূর করে কিনা!

১৬. এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে তা অবতীর্ণ করেছি, আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

১৭. যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে যারা সাবিয়ী, খৃস্টান ও আগুনের পূজারী এবং যারা মুশরিক হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী।

(مَنْ كَانَ يَظُنُّ) যে কেউ মনে করে, ধারণা করে (اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ) যে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন না, অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-কে বিজয়ী করে সাহায্য করবেন না (فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ) দুনিয়াতে এবং আখিরাতে, অক্ষমতা ও ওযর আপত্তি গ্রহণ করে (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ) সে আকাশের দিকে একটি রশি লম্বা করে টানিয়ে দিক, তার ঘরের ছাদের সাথে একটি রশি বেঁধে দিক (ثُمَّ لْيَقْطَعْ) তারপর বিচ্ছিন্ন করুক, সে আপন গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিক (فَلْيَنْظُرْ) তারপর সে দেখুক, আপন মনে ভেবে দেখুক (তার প্রচেষ্টা) তার গলায় ফাঁস লাগানো (هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ) তার আক্রোশের হেতুটি দূর করে কিনা? মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি তার ক্ষোভের উপশম করে কিনা? অপর ব্যাখ্যায় যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, দুনিয়াতে জীবিকা প্রদান করে এবং আখিরাতে সাওয়াব প্রদান করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন না তবে সে আকাশের দিকে একটি রশি লম্বা করে টানিয়ে দিক অর্থাৎ তার গৃহের ছাদের সাথে একটি রশি বেঁধে দিক তারপর তা কেটে দিক, তারপর আপন মনে ভেবে দেখুক তার এই প্রচেষ্টা অর্থাৎ ফাঁসিতে আত্মহত্যার পদক্ষেপ তার জীবিকা সম্পর্কিত ক্ষোভকে বিদূরীত করে কিনা?

(وَكَذٰلِكَ) এভাবেই, এরূপেই (اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ) এটা অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে, জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেছি হালাল-হারাম সম্পর্কিত সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি সহ (وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ) আর আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন, তাঁর দীনের পথ দেখান (مَنْ يُّرِيْدُ) যাকে ইচ্ছা করেন, যে ওই দ্বীন গ্রহণের উপযুক্ত।

(اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা ঈমান এনেছে, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (وَالَّذِيْنَ هَادُوْا) এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে, মদীনায় বসবাসরত ইয়াহূদীরা (وَالصّٰبِـِٔيْنَ) যারা সাবিঈ, ধর্মত্যাগী এরা খৃস্টানদেরই একটি উপদল (وَالنَّصٰرٰى) খৃস্টান, অর্থাৎ নাজরানের অধিবাসী সাইয়েদ ও আকিব উপাধিধারী খৃস্টানরা (وَالْمَجُوْسَ) অগ্নিপূজ, সূর্য ও অগ্নি উপাসক (وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا) এবং যারা মুশরিক হয়েছে, আরবের শিরকবাদীরা (اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ) আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন, বিচার করবেন (يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ) কিয়ামতের দিন। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর, তাদের সকল মতভেদ ও সকল কর্মের (شَهِيْدٌ) সর্বক প্রত্যক্ষকারী, অবগত ও অবহিত।

(১৮) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩

১৮. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আকাশরাজিতে ও পৃথিবীতে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতমালা গাছপালা, জীবজন্তু, এবং সিজ্‌দা করে মানুষের মধ্যে অনেকে আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা করেন।

(اَلَمْ تَرَ) আপনি কি দেখেন না, হে মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের সাহায্যে আপনাকে কি জানানো হয়নি (اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ) আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আকাশরাজিতে, যত সৃষ্টি রয়েছে সেখানে (وَمَنْ فِى الْاَرْضِ) এবং যা কিছু রয়েছে পৃথিবীতে, ঈমানদার বান্দা বান্দীগণ (وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ) এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি গাছপালা জীবজন্তু, এর সবই আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে (وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ) এবং মানুষের মধ্যে অনেক, তাদের জন্যে অবধারিত রয়েছে জান্নাত অর্থাৎ ঈমানদাগণ (وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ) আর অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি, এ জাহান্নামের শাস্তি, অর্থাৎ কাফিরগণ। (وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ) আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন, দূর্ভাগ্য দ্বারা (فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ) তার সম্মানদাতা কেউই নেই। যে তাকে সৌভাগ্যবান করবে তাকে সম্মানিত করবে। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অপরিচিতি দ্বারা হেয় করেন তাকে পরিচিত করে কেউ মর্যাদাবান করতে পারে না (اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন, তাঁর সৃষ্টিকে ভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্য বানানো কিংবা তাঁর পরিচিতির প্রদান ও তা থেকে বঞ্চিত করতে চান তাই করেন।

(١٩) هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۝

(٢٠) يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝

(٢١) وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۝

(٢٢) كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

(٢٣) اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۭ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۝

১৯. এরা দু'টো বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে। যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি,

২০. যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে।

২১. এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার মুদগর।

২২. যখনই, তারা যন্ত্রণা-কাতর হয়ে জাহান্নাম বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে, তাদেরকে বল হবে 'আস্বাদন কর দহন যন্ত্রণা'।

২৩. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছেদ হবে রেশমের।

(هٰذٰنِ خَصْمٰنِ) এরা দু'টো বিবদমান পক্ষ, দু'ধরনের অনুসারী একদিকে মুসলিমগণ অপরদিকে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা (اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ) তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে, প্রতিপালকের দেয়া দ্বীন সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের প্রত্যেকেই দাবী করে এবং বলে আমিই আল্লাহ্‌র ও তাঁর দ্বীনের বেশী কাছাকাছি, অধিক ঘনিষ্ঠ তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিয়ে বললেন (فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ) যারা কুফরী করে, মুহাম্মদ ﷺ -কে এবং কুরআনকে অস্বীকার করে অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানগণ (لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ) তাদের জন্যে, প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, আগুনের জামা ও আলখেল্লা (يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ) তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেওয়া হবে, মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে (الْحَمِيْمُ) ফুটন্ত পানি, গরম পানি।

(يُصْهَرُ بِهٖ) সেটি দ্বারা বিগলিত হবে, ফুটন্ত পানির ক্রিয়ায় বিগলিত হয়ে বেরিয়ে পড়বে (مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ) যা তাদের পেটে আছে, চর্বি ইত্যাদি (وَالْجُلُوْدُ) এবং তাদের চর্ম, চামড়াও অন্যান্য কিছু গলে যাবে।

(وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ) এবং তাদের জন্যে থাকবে লৌহ মুদগর, অত্যন্ত গরম মুগুর সেটি দ্বারা আঘাত করা হবে তাদের মাথায়।

(كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ) যখনই তারা যন্ত্রণা কাতর হয়ে, শাস্তির ব্যথায় অস্থির হয়ে সেখান থেকে বের হতে চাইবে, জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, (اُعِيْدُوْا فِيْهَا) তখনই তাদেরকে

ফিরিয়ে দেওয়া হবে সেখানে, ফিরিয়ে দেয়া হবে জাহান্নামের ভেতরে মুগুর মেরে (وَذُوْقُوْا) এবং আস্বাদ কর, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে ভোগ কর (عَذَابَ الْحَرِيْقِ) দহন যন্ত্রণা, কঠোর শাস্তি।

(اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ) যারা ঈমান আনে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি এবং সৎ কর্ম করে, নিজেদেরও তাদের প্রতিপালকের মধ্যকার সম্পর্কে আনুগত্য বজায় রাখে আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন বাগানসমূহে (تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ) যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে, বৃক্ষরাজি ও প্রসাদসমূহের তলদেশে প্রবহমান থাকবে (الْاَنْهٰرُ) নদীসমূহ, সুরা, পানি, মধু ও দুধের ঝর্ণা (يُحَلَّوْنَ فِيْهَا) সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে, জান্নাতে তাদেরকে পরিধান করানো হবে (مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا) সোনার কংকন, সোনার বালাসমূহ ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে, জান্নাতে (وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ) তাদের পোশাক পরিচ্ছেদ হবে রেশমের, যার গুণ ও মান বর্ণনাতীত।

(২৪) وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ۝

(২৫) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ۗ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

২৪. তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল- পরম প্রশংসা-ভাজন আল্লাহ্‌র পথে।

২৫. যারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ও মসজিদুল হারাম থেকে যা আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্যে সমান, আর যে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করে সেখানে পাপ কার্যের, তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মান্তিক শাস্তি।

(وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ) তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল, দুনিয়াতে তাদেরকে পবিত্র কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল (وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ) এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসা ভাজন আল্লাহ্‌র পথে, তাদেরকে পথ দেখানো হয়েছিল আপন আচার অনুষ্ঠানে প্রশংসার্হ দ্বীনের প্রতি। অপর ব্যাখ্যায় তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছিল প্রশংসাকারীর পথে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র একত্বের স্বীকৃতি দেয় আল্লাহ্‌র তার প্রশংসা করেন। ঈমানদার, ইয়াহূদী ও খৃস্টানের মধ্যকার বিবাদ বিতর্কের ক্ষেত্রে এই আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা ও নির্দেশনা।

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যারা কুফরী করে, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে অস্বীকার করে অর্থাৎ আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীরা। তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হয়েছে এজন্যে যে এ আয়াত নযিল হওয়ার সময় তিনি ঈমানদার ছিলেন না। (وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ থেকে, বিরত রাখে আল্লাহ্‌র দ্বীন ও আনুগত্য থেকে (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) এবং মসজিদুল হারাম থেকে, হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদেরকে মসজিদুল হারাম উমরা পালনে বাধা দিচ্ছিল (الَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ) সেটিকে আমি মানুষের জন্যে সমান করেছি, সম্মানিত হারাম শরীফ ও কিবলারূপে, (الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ) স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্যে সমান, অর্থাৎ মুকীমও মুসাফির সবার জন্যে সম বিধান (وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ)

আর যে ইচ্ছা করে, অগ্রসর হয় (بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ) সীমালংঘন করত সেখানে পাপ কার্যের ও অথ্যাচারের, অন্যের উপর যুলুম করার (نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ) তবে আমি আস্বাদন করাব মর্মান্তিক শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, এমন প্রচণ্ডভাবে প্রহার করব যাতে কোন দিন অন্য কারো প্রতি যুলুম না করে।

অপর ব্যাখ্যায় রয়েছে যে আয়াতটি নাযিল হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আনাস ইব্ন হানযালকে উপলক্ষ করে। মদীনায় এক আনসারী ব্যক্তিকে সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছিল। তারপর ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে পালিয়ে মক্কায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে উপলক্ষ করেই নাযিল হল, যে ব্যক্তি সেখানে অবতরণ করে অর্থাৎ আশ্রয় নেয় অপরাধ সংঘটন করত অর্থাৎ নরহত্যা যুলুম ও শির্ক করে, আমি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করাব, যে সেখানে তার নিকট খাদ্য পৌঁছানো যাবে না, পানীয় সরবরাহ করা হবে না, এবং আশ্রয় থাকবে না যাতে বাধ্য হয়ে সে হারাম শরীফ থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর তার উপর দণ্ড কার্যকর করা হবে।

(٢٦) وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝

(٢٧) وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝

২৬. এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহীমের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম আমার সাথে কোন শরীক স্থির না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাদের জন্যে যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাত দাঁড়ায় রুকূ ও সিজ্দা করে।

২৭. এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্ব ধরনের কৃশকায় উটের পিঠে, তারা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।

(وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ) এবং স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহীমের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, বর্ণনা করে দিয়েছিলাম (مَكَانَ الْبَيْتِ) সেই গৃহের স্থান, মসজিদুল হারামের স্থান একটুকরা মেঘ দ্বারা। মেঘ খণ্ডটি গৃহের সোজা-সুজি উপরে স্থির ছিল আর সেটির বরাবর ইব্রাহীম (আ) গৃহনির্মাণ করলেন। আমি তখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করে বললাম (اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا) আমার সাথে শরীক স্থির করো না, দেব দেবী ও প্রতিমা ইত্যাদিকে (وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ) এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো, মসজিদকে পবিত্র রেখো মূর্তি প্রতিমা থেকে (لِلطَّآئِفِيْنَ) তাওয়াফকারীদের জন্যে, এর চারিদিক (وَالْقَآئِمِيْنَ) এবং যারা দাঁড়ায়, তার মধ্যে ইবাদত করে তাদের জন্যে (وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ) এবং যারা রুকূ' ও সিজদা করে তাদের জন্যে, অর্থাৎ সকল দিকের সকল দেশের সকল সালাত আদায় কারীর জন্যে।

(وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ) এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করে দাও। তোমার সন্তান সন্ততিদের মাঝে প্রচার করে দাও হজ্জের কথা (يَاْتُوْكَ رِجَالًا) তারা তোমার নিকট আসবে, আগমন করবে, পদব্রজে পায়ে হেঁটে ও (وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ) সর্ব প্রকারও ক্ষীণকায় উটের পিঠে, ক্ষীণকায় ও সবল সকল প্রকারের উটে আরোহণ করে, সেগুলো আসবে, উপস্থিত হবে, দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে, দূরে বহু দূরের মাঠ ঘাট পেরিয়ে।

(٢٨) لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ۞

(٢٩) ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۞

(٣٠) ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۞

২৮. যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যা রিযিক হিসেবে দান করেছেন তার ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে। তারপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।

২৯. তারপর তারা যেন তাদের ময়লা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের।

৩০. এটিই বিধান এবং কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্যে এটাই উত্তম। তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু এগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শুনানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে।

(لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ) তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে। যেখানে রয়েছে তাদের যুগপৎভাবে পার্থিব পরকালীন কল্যাণ। দু'আ ও ইবাদতের দ্বারা অর্জিত হয় পরকালীন কল্যাণ আর ব্যবসায় বাণিজ্যের মুনাফা দ্বারা অর্জিত হয় পার্থিব কল্যাণ। (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ) এবং যাতে তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে, আল্লাহ্‌র বরকতময় নাম উল্লেখ করতে পারে (فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ) (مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আইয়ামে তাশরীকের নির্ধারিত দিনগুলোতে তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যা রিযক হিসেবে দান করেছেন সেগুলোর উপর, কুরবাণীর নির্ধারিত পশু প্রাণী যবেহ্ করার সময় তারপর তোমরা তা হতে আহার কর যবাইকৃত কুরবাণীর পশু থেকে আহার কর (فَكُلُوْا مِنْهَا) এবং আহার করা ও প্রদান কর (وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ) দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্থদেরকে, অন্ধ, পঙ্গু, অভাবীদেরকে।

(ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ) তারপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, মাথা ন্যাড়া করা, কংকর নিক্ষেপ, নখ কাটা ইত্যাদি হজ্জের বিধানগুলো পালন করে (وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ) এবং তাদের মানত পূর্ণ করে, নিজেদের জন্যে যা অনিবার্য করে নিয়েছে তা পূরণ করে (وَلْيَطَّوَّفُوْا) এবং তাওয়াফ করে, ওয়াজিব তাওয়াফ (بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ) মুক্ত ও স্বাধীন গৃহের, যে ঘর তার অভ্যন্তরে প্রবেশকারী সকল দুরাচারীর কবল থেকে মুক্ত থেকেছে। অথবা বলা যেতে পারে যে, হযরত নূহ্ (আ)-এর যুগের মহাপ্লাবন থেকে যে ঘর মুক্ত থেকেছে। অপর ব্যাখ্যায় প্রাচীন গৃহ কারণ এটিই সর্বপ্রথম নির্মিত গৃহ অথবা এও বলা যেতে পারে যে, যে কেউ এ গৃহের চতুর্দিকে তাওয়াফ করে সেই পাপ তাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

(ذٰلِكَ) এটিই বিধান, যে সকল কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করা হলো সেগুলো সম্পাদন করা তাদের কর্তব্য (وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ) কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করলে হজ্জের বিধি বিধানগুলোর সম্মান করলে। (فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ) তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্যে উত্তম, সাওয়াব পাবে। (وَاُحِلَّتْ لَكُمُ) তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে, তোমাদের জন্যে অনুমোদন রয়েছে (الْاَنْعَامُ) চতুষ্পদ জন্তু, যবেহ্কৃত চতুষ্পদ প্রাণী, সেগুলোর গোশ্ত খাওয়া (اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ) ওগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শুনানো হয়েছে, মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস ইত্যাদি যা সূরা মায়িদাতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ) সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা, পরিত্যাগ কর মদ্যপান ও প্রতিমা পূজা (وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ) এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন থেকে, বর্জন কর অসত্য ও মিথ্যা কথা। কারণ জাহিলী যুগে হজ্জ সম্পদনের সময় তারা তালবিয়া পাঠের সময় বলত ঃ

« لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ الاَّشَرِيْكَ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَامَلَكَ »

"হে আল্লাহ্! আমি হাজির আমি হাজির, আপনার কোন শরীক নেই তবে একজন শরীক আছে যা আপনারই অধীনস্থ, আপনি সেটির মালিক সেটি কোন কিছুর মালিক নয়।" অথবা সেটি যা কিছুর মালিক আপনি তারও মালিক। আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাদের এরূপ মিথ্যা ভাষণ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বারণ করলেন।

(٣١) حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝

(٣٢) ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝

৩১. আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন শরীক না করে। এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, তারপর পাখী তাকে ছোঁ মেড়ে নিয়ে গেল কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।

৩২. এটাই আল্লাহ্‌র বিধান এবং কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহ্‌ভীতি প্রসূত।

(حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ) আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, হাজ্জ ও তা'লবিয়ায় নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত হয়ে (مُشْرِكِيْنَ بِهٖ) তাঁর কোন শরীক স্থির না করে, হাজ্জ ও তালবিয়াতে আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক নির্ধারিত না করে (وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ) এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, পতিত হল (فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ) তারপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, যেখানে ইচ্ছা তাকে নিয়ে উড়ে গেল (اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ) অথবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করল এক দূরবর্তী স্থানে, দুস্তর দূরান্তে।

(ذٰلِكَ) এই আল্লাহ্‌র সাথে শরীক নির্ধারণকারীদের জন্যে এই ব্যবধান ও বিচ্ছেদ। (وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ) এবং কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে, হজ্জের কাজ

কর্মগুলোকে সম্মান দেখালে আর এই সূত্রে মোটাতাজা ও বলবান জন্তু কুরবানী দিলে তা তো তার হৃদয়ের তাক্ওয়া সঞ্জাত, এই মোটাতাজা জন্তু কুরবানী দেওয়া তার অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও ব্যক্তিত্বের একনিষ্ঠতার পরিচায়ক।

(৩৩) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝
(৩৪) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝
(৩৫) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

৩৩. এই সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুতে (আন'আমে) তোমাদের জন্যে নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্টকালের জন্যে, অতঃপর সেগুলোর কুরবাণীর স্থান প্রাচীন ঘরের নিকট।

৩৪. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে তারা আল্লাহ্র দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্ সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে।

৩৫. যাদের হৃদয় ভয় কম্পিত হয় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।

(لَكُمْ فِيهَا) এগুলোর মধ্যে, এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে (مَنَافِعُ اِلَى) তোমাদের জন্যে নানাবিধ উপকার রয়েছে, বাহনরূপে ব্যবহার করা এবং দুগ্ধ পান করা (اَجَلٍ مُسَمًّى) এক নির্দিষ্টকালের জন্যে, হজ্জ উপলক্ষে কুরবানীর জন্তুরূপে চিহ্নিত করণের উদ্দেশ্যে কিলাদা বা হার পরিধান করানো এবং হাদ্য়ি নামকরণের পূর্ব পর্যন্ত (ثُمَّ مَحِلُّهَا) তারপর সেগুলোর কুরবানীর স্থান, যবেহ্ করার স্থান (اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) প্রাচীন গৃহের নিকট। উমরা উপলক্ষে হলে বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকট আর হজ্জ উপলক্ষে হলে মিনা প্রান্তরে।

(وَلِكُلِّ اُمَّةٍ) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে, মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্যে (جَعَلْنَا مَنْسَكًا) কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি, তাদের হজ্জ ও উমরাতে কুরবানীর স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছি (لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ) যাতে তারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে যে চতুষ্পদ জন্তু তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ রূপে দিয়েছেন তার উপর, যবেহ্কৃত পশুর উপর (فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ) তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, তাঁর সন্তানাদি ও নেই শরীক সমকক্ষও নেই, (فَلَهٗ اَسْلِمُوْا) সুতরাং তাঁর নিকটই আত্মসমর্পণ কর, ইবাদত একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্যেই নিবেদন কর এবং নির্ভেজাল-একত্ববাদ অবলম্বন কর (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ) এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে, একনিষ্ঠ পরিশ্রমকারীগণকে সুসংবাদ দিন জান্নাতের।

(اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ) যাদের হৃদয় ভয় কম্পিত হয়, শংকিত হয়, আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হলে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন আদেশে আদিষ্ট হলে (وَالصّٰبِرِيْنَ) এবং ধৈর্যশীলদেরকে, ধৈর্যধারণকারীদেরকে ও জান্নাতের সুসংবাদ দিন (عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ) যারা ধৈর্যধারণ করে বিপদ আপদে,

কায়-ক্লেশ ও দুঃখ যাতনায় (وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ) এবং সালাত কায়েমকারীদেরকে, যারা উযূসহ, রুকূ, সিজ্‌দাসহযোগে এবং যথাযথ ওয়াক্ত মুতাবিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তাদেরকে ও সুসংবাদ দিন জান্নাতের। (وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ) এবং আমি তাদেরকে রিয্‌ক দিয়েছি, ধন সম্পদ দান করেছি (يُنْفِقُوْنَ) তা হতে ব্যয় করে, দান খয়রাত ও সাদাকা করে এবং সেগুলোর যাকাত আদায় করে।

(৩৬) وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ○

(৩৭) لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ○

(৩৮) اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ○

৩৬. এবং উটকে করেছি আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্যতম তোমাদের জন্যে সেটিতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় সেগুলোর উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম লও। যখন সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে, এভাবে আমি সেগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৩৭. আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায় না সেগুলোর গোশ্‌ত এবং রক্ত বরং পৌঁছায় তোমাদের তাক্‌ওয়া। এভাবে তিনি সেগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্যে যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন। সুতরাং আপনি সুসংবাদ দিন সৎ কর্মপরায়ণদেরকে।

৩৮. আল্লাহ্ রক্ষা করেন মু'মিনদেরকে তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

(وَالْبُدْنَ) এবং উটকে, অর্থাৎ উট ও গরুকে (جَعَلْنٰهَا لَكُمْ) করেছি তোমাদের জন্যে, অনুগত করেছি তোমাদের জন্যে (مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ) আল্লাহ্‌র অন্যতম নিদর্শন, হজ্জের পালনীয় বিষয়ভুক্ত যাতে তোমরা তা যবেহ্ করতে পার (فِيْهَا) তোমাদের জন্যে তাতে রয়েছে, কুরবানীর জন্তুগুলোতে রয়েছে (خَيْرٌ) কল্যাণ, সাওয়াব সুতরাং নিখুঁত ওই পশুগুলোর উপর ত্রুটিহীন কুরবানী পশুগুলোর উপর। অপর ব্যাখ্যায় বাম পা, বাঁধা তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা পশুগুলোর উপর (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র নাম লও, যবেহ্ করার সময়, নূন বর্ণে পেশ সহকারে وَالْبُدْنُ পাঠ করাও জায়িয। (صَوَآفَّ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا) যখন সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যায়, যবেহ্ করার পর একদিকে ঢলে পড়ে (فَكُلُوْا مِنْهَا) তখন তোমরা তা হতে আহার কর, কুরবানীর জন্তু থেকে ভক্ষণ কর (وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ) এবং আহার করাও, প্রদান কর (وَالْمُعْتَرَّ) তুষ্ট অভাবগ্রস্তকে, স্বল্প পেয়েও পরিতৃপ্ত ভিখারীকে এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে, যে নিজেকে তোমার সম্মুখে পেশ করে বটে কিন্তু মুখ ফুটে কিছু চায় না। (كَذٰلِكَ) এভাবে, সে রূপ আমি তোমাদের নিকট উল্লেখ করলাম (سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ) সেগুলোকে আমি তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, বাধ্য করে দিয়েছি (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমত ও তাঁর দেয়া সুযোগের শুকরিয়া প্রকাশ কর।

(لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ) আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায় না, আল্লাহ্‌র তা'আলা পর্যন্ত মোটেও গমন করে না (لُحُوْمُهَا) (وَلَا دِمَاۤؤُهَا) সেগুলোর গোশ্‌ত এবং রক্ত, জাহিলী যুগের লোকেরা কুরবানীর গোশ্‌তকে রক্ত মাখা করে দেবতার উদ্দেশ্যে গৃহ প্রাচীরের ওপর রেখে দিত। আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াত দ্বারা তাদেরকে তা থেকে বারণ করলেন। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোর গোশ্‌ত ও রক্ত গ্রহণ করেন না (وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ) (التَّقْوٰى مِنْكُمْ) বরং তাঁর নিকট পৌঁছায় তোমাদের তাক্‌ওয়া, বরং তিনি গ্রহণ করেন তোমাদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর্ম ও আমল (كَذٰلِكَ) এরূপে, এভাবে (سَخَّرَهَا لَكُمْ) সেগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, বাধ্য করে দিয়েছেন (لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ) যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশ কর (عَلٰى مَا هَدٰكُمْ) এজন্যে যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করছেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে তাঁর দ্বীন ও বিধানের দিশা দিয়েছেন (وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ) সুতরাং আপনি সংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদেরকে, কথায় ও কাজে সৎ যারা তাদেরকে সুসংবাদ দিন জান্নাতের অপর ব্যাখ্যায় যবেহ্ ও কুরবাণীতে নিষ্ঠাবান যারা তাদেরকে সুসংবাদ দিন।

(اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) আল্লাহ্ রক্ষা করেন মু'মিনদেরকে, যারা ঈমান আনয়ন করে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনে তাদেরকে রক্ষা করেন মক্কার কাফিরদের হাত থেকে (اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ) তিনি পসন্দ করেন না কোন বিশ্বাসঘাতক, খিয়ানতকারী (كَفُوْرٍ) অকৃতজ্ঞকে, আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারী কাফিরকে।

(৩৯) اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰي نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُۨ

(৪০) الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۭ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

৪০. তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টান সংসার বিরাগীদের উপসনার স্থান গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

(اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ) যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে মু'মিনদেরকে অনুমতি দেওয়া হল (بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا) কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, মক্কার কাফিরেরা তাদের প্রতি অত্যাচার করেছে (وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতেন, শত্রুর বিরুদ্ধে মু'মিনদেরকে সাহায্য করতে (لَقَدِيْرٌ) সম্পূর্ণ সক্ষম।

(اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ) তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, মক্কার কাফির বা ঈমানদারদেরকে তাদের ঘর হতে বহিষ্কার করেছে (بِغَيْرِ حَقٍّ) অন্যায়ভাবে, বেআইনীভাবে এবং কোন

অপরাধ ব্যতীত (اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ) শুধু এ কারণে যে, তারা বলে; আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, অর্থাৎ একটি মাত্র কারণ আর তা হল তারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" বলে। (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অপর দল দ্বারা রক্ষা না করতেন, তিনি নবীগণের উসিলায় মু'মিনদেরকে রক্ষা করেছেন, মু'মিনদের উসিলায় কাফিরদের রক্ষা করেছেন, মুজাহিদের খাতিরে বিনা ওযরে যুদ্ধে অনুপস্থিত যারা তাদেরকে রক্ষা করেছেন, এমন যদি না হত (لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ) তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টীয় উপাসনাস্থান খৃষ্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনালয় (গীর্জা) (وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ) ইয়াহুদীদের উপসানালয় (সিনাগগ) আগুন পূজারীদের পূজা মণ্ডপ। কারণ এসবগুলো মুসলিমদের সংরক্ষিত ও নিরাপদ এলাকায় অবস্থিত (وَمَسٰجِدُ) এবং বিধ্বস্ত হত মসজিদসমূহ, মুসলমানদের ইবাদতের স্থান (يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا) যেখানে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম, তাক্বীর, তাহ্লীল তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও আল্লাহ্ আকবার ইত্যাদির মাধ্যমে (وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সাহায্য করেন, তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে (مَنْ يَّنْصُرُهٗ) যে তাঁকে সাহায্য করে। জিহাদের মাধ্যমে যে আল্লাহ্র নবীকে সাহায্য করে (اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, তাঁর নবীকে সাহায্য প্রদানে এবং যে তাঁর নবীকে সাহায্য করে তাকে সাহায্য প্রদানে (عَزِيْزٌ) পরাক্রমশালী, তাঁর নবীর শত্রু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে।

(٤١) اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

(٤٢) وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ۝

(٤٣) وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ۝

(٤٤) وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝

৪১. আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, সকল কাজের। পরিণাম আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে।

৪২. এবং লোকে যদি আপনাকে অস্বীকার করে তবে তাদের পূর্বে তো নূহ্, আ'দ ও সামূদের সম্প্রদায়–

৪৩. ইব্রাহীম ও লূতের সম্প্রদায়–

৪৪. এবং মাদ্য়ানবাসীরা তাদের নবীগণকে অস্বীকার করেছিল এবং অস্বীকার করা হয়েছিল মূসাকেও। আমি কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম ও পরে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি!

(اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ) আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে, মক্কায় বসবাসের ব্যবস্থা করলে (اَقَامُوا الصَّلٰوةَ) তারা সালাত কায়েম করবে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে (وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ) যাকাত দিবে, নিজেদের ধনসম্পদের যাকাত আদায় করবে (وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ) এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে, (وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ) এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে, কুফরী, শিরক ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিরোধিতা করতে নিবৃত্ত করবে (وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ) সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্র ইখতিয়ারে, সকল কর্মের পরিণাম আখিরাতে আল্লাহ্র নিকট ফিরে যাও।

(وَاِنْ يُكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ) এবং তারা যদি আপনাকে অস্বীকার করে তবে তাদের পূর্বে তো আপনার সম্প্রদায়ের পূর্বে তো (قَوْمُ نُوْحٍ) প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, নূহ্ (আ)-কে (আ'দ সম্প্রদায়) হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়ও প্রত্যাখ্যান করেছিল হূদ (আ)-কে (وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ) সামূদ সম্প্রদায়, সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল হযরত সালিহ্ (আ)-কে।

(وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ) ইব্রাহীমের সম্প্রদায়, হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে (وَقَوْمُ لُوْطٍ) লূতের সম্প্রদায়, লূত (আ)-কে।

(وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ) এবং মাদয়ানবাসীগণ, শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছে হযরত শু'আয়ব (আ)-কে (وَكُذِّبَ مُوْسٰى) অস্বীকার করা হয়েছিল মূসা (আ)-কেও, তাঁকে অস্বীকার করেছিল তাঁর সম্প্রদায় কিবতীগণ (فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ) আমি কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের কুফরী কাজে ছেড়ে দিয়েছিলাম (ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ) তারপর তাদেরকে ধরেছিলাম, শাস্তি প্রদান সূত্রে (فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ) তারপর কেমন ছিল আমার শাস্তি। হে মুহাম্মদ ﷺ! ভেবে দেখুন, তাদের প্রতি আমার শাস্তি ছিল কত নির্মম।

(٤٥) فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ۝
(٤٦) اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَاۤ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ۝

৪৫. আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেইগুলোর বাসিন্দা ছিল যালিম। এইসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কুয়ো পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও!
৪৬. তারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়ও শক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে বুকের মধ্যেকার হৃদয়।

(فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ) আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ, প্রচুর জনপদ আযাব ও শাস্তি দ্বারা (اَهْلَكْنٰهَا) (وَهِيَ ظَالِمَةٌ) যেগুলোর বস-বাসকারী ছিল যালিম, যেগুলোর অধিবাসীরা ছিল মুশরিক-কাফির (فَهِيَ) (خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا) এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ বিধ্বস্ত হয়েছিল, ছাদসহ উল্টে গিয়েছিল (وَبِئْرٍ) (مُّعَطَّلَةٍ) এবং কত কুয়ো পরিত্যক্ত হয়েছিল, মালিকগণ সেগুলো পরিত্যাগ করেছিল, তত্ত্ব-তালাশের কেউ নেই, (وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ) এবং কত সুদৃঢ় দালান কোঠাও, সুদীর্ঘ সুরক্ষিত বিশাল অট্টালিকা অথচ বসবাসের কেউ নেই। মীম বর্ণে যবরসহ 'মাশীদ' পাঠ করলে উপরোক্ত অর্থ আর মীম বর্ণে পেশ ও ইয়া বর্ণে তাশদীদ সহকারে পাঠ করলে অর্থ হবে, চুনকামকৃত।

(اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ) তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? ব্যবসায় উপলক্ষে মক্কাবাসীরা কি দেশ বিদেশে সফর করেনি (فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا) তাহলে তারা অধিকারী হত এমন হৃদয়ের যা ওইসব অনুধাবন করতে পারত, অন্যদের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তা দেখলে এবং সে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলে তার তাৎপর্য এবং সতর্ককরণ উপলব্ধি করতে পারত (اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا) এবং এমন কানের অধিকারী হত যেগুলো শ্রবণ করে, সত্য ও সতর্কবাণী শোনে। (فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ) বস্তুত এ

ক্ষেত্রে চোখ তো অন্ধ নয়, উপদেশ গ্রহণ ব্যতীত শুধু দেখছে। অপর ব্যাখ্যায় শিরকবাদী বক্তব্য থেকে তাদের চোখ অন্ধ হয় না (وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ) বরং অন্ধ হচ্ছে বুকের মধ্যকার হৃদয় সত্য দর্শন ও সঠিক পথ প্রাপ্তি থেকে।

(٤٧) وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝
(٤٨) وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ ۝
(٤٩) قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝
(٥٠) فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝
(٥١) وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِىْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

৪৭. তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ্গ করেন না, তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বৎসরের সমান।

৪৮. এবং আমি অবকাশ দিয়েছি, কত জনপদকে যখন তারা ছিল যালিম, তারপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং ফিরে আসা আমারই নিকট।

৪৯. বলুন, 'হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্যে এক স্পষ্ট সতর্ককারী,

৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা,

৫১. এবং যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।'

(وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ) তারা তোমাকে, হে মুহাম্মদ ﷺ শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, সাদ ইব্‌ন হারিস নির্ধারিত সময়ের পূর্বে শাস্তির নিয়ে আসার দাবী করেছিল (وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ) অথচ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ্গ করেন না, শাস্তির অঙ্গীকার বরখেলাপ করনে না (وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ) আপনার প্রতিপালকের নিকট একদিন, সেদিনগুলোতে তাদের শাস্তি অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেগুলোর একদিন (كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ) তোমাদের গণনায় সহস্র বছরের সমান, দুনিয়ার বছরের হিসেবে হাজার বছরের সমান।

কত জনপদকে জনপদের অধিবাসীদেরকে। (وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا) আমি অবকাশ দিয়েছি, নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছি (وَهِىَ ظَالِمَةٌ) যখন সেটি যালিম, জনপদের অধিবাসীগণ ছিল কাফির মুশরিক (ثُمَّ اَخَذْتُهَا) তারপর আমি পাকড়াও করেছি তাদেরকে, শাস্তি দিয়েছি দুনিয়াতে (وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ) আর প্রত্যাবর্তন আমার নিকটই, আখিরাতের দিকে আসা আমার নিকটই।

(قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ) বলুন হে মানুষ! হে মক্কা বাসীরা (اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ) আমি তো তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ) স্পষ্ট সতর্ককারী, স্পষ্টভাবে সাবধানকারী, এমন ভাষায় সাবধানকারী যা তোমরা জান।

(فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) সুতরাং যারা ঈমান আনে, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) এবং সৎকর্ম করে, নিজেদের এবং নিজেদের প্রতিপালকের মধ্যকার কাজগুলো সঠিকভাবে পালন করে (لَهُمْ)

(مَغْفِرَةٌ) তাদের জন্যে আছে ক্ষমা, পাপরাশির দুনিয়াতে (وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ) ও সম্মানজনক জীবিকা, মনোরম প্রতিদান জান্নাতে।

(وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْ اٰيٰتِنَا) যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, আমার নিদর্শন মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন প্রত্যাখ্যান করে (مُعٰجِزِيْنَ) পরাজিত করার মানসে, নবী ও ঈমানদারদেরকে হারিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা আমার শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না (اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ) তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী, দোযখে বসবাসকারী।

(৫২) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

(৫৩) لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ

(৫৪) وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

৫২. আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি তাদের কেউ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু মিশ্রণ করেছে, কিন্তু শয়তান যা মিশ্রণ করে আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫৩. এটা এ জন্যে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে তিনি তাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের জন্যে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যারা পাষাণ হৃদয়। নিশ্চয়ই যালিমরা দুস্তর মতভেদ রয়েছে।

৫৪. এবং এই জন্যেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা তোমার প্রতিপাকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য, তারপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি অনুগত হয়। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন।

(وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ) আমি আপনার পূর্বে, হে মুহাম্মদ ﷺ যত রাসূল, রিসালত প্রাপ্ত রাসূল (وَّلَا نَبِيٍّ) কিংবা নবী, সংবাদদাতা নবী, যিনি রাসূল নন, প্রেরণ করেছি (اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰى) তাদের কেউ যখন কিছু আকাংখা করেছে, রাসূল যখন কিছু পাঠ করেছেন কিংবা নবী যখন কোন সংবাদ প্রদান করেছেন (اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْ اُمْنِيَّتِهٖ) তখনই শয়তান তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে, রাসূলের পঠনে এবং নবীর বক্তব্যে কিছু ধুম্র-জাল প্রক্ষিপ্ত করেছে (فَيَنْسَخُ اللّٰهُ) কিন্তু আল্লাহ্ বিদূরতি করে দেন, স্পষ্ট করে দেন (مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ) শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, নবীর বক্তব্যে, যাতে নবী তা বাস্তবায়ন না করেন (ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ) তারপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন তাঁর নবীর নিকট যাতে নবী তা বাস্তবায়িত করেন (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ) আল্লাহ্ অবগত, সে সম্পর্কে তাঁর নবীর ভাষণে শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়, শয়তানের প্রক্ষিপ্ত বিষয় বিদূরিত করার ব্যবস্থা করেছেন।

(لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً) যেন শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, নবীর ভাষণে, তিনি সেটিকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন, পরীক্ষার বিষয়রূপে নির্ধারণ করেন (لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ) তাদের জন্যে যাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, সন্দেহ ও বিরোধিতা যাতে তারা সেটাই বাস্তবায়ন করে (وَالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ) এবং তাদের জন্যে যাদের হৃদয় পাষাণ, আল্লাহ্র যিক্র থেকে (وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ) যালিমগণ, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা ও তার সঙ্গী-সাথী মুশরিকরা (لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ) দুস্তর মতভেদে রয়েছে, সত্য ও হিদায়াত থেকে বহুদূরে এবং ভীষণ বিরোধিতা ও শত্রুতায় রয়েছে।

(وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ) এবং এজন্যে ও যে, যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, যুগপৎভাবে কুরআন ও তাওরাতের জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে যেমন আব্দুল্লাহ্ ইব্নে সালাম ও তাঁর সাথীগণ (اُوْتُوا الْعِلْمَ) তাঁরা যেন জানতে পারে, অনুধাবন করতে পারে আল্লাহ্র বর্ণনা (যে, এটিই) অর্থাৎ বর্ণিত সত্যই (اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ) (رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ) তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত সত্য। তারপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ্র বর্ণনা ও ব্যাখ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করে (قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ) এবং তাদের অন্তর যেন আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়, আল্লাহ্র ব্যাখ্যার প্রতি নিষ্ঠাবান হয় এবং তা গ্রহণ করে (فَتُخْبِتَ لَهٗ لَهَادِ) (الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا) যারা ঈমান আনয়ন করে, মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের প্রতি (اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) আল্লাহ্ তাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে, অবিচল রাখেন তাঁর মনোনীত দ্বীনের উপর, ইসলামের উপর।

(৫৫) وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ۝

(৫৬) اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

(৫৭) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

৫৫. যারা কুফরী করেছে তারা তাতে সন্দেহ পোষণ হতে বিরত হবে না, যতক্ষণ না তাদের নিকট কিয়ামত এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, অথবা এসে পড়বে এক নিষ্ফল দিনের শাস্তি।

৫৬. সেই দিন আল্লাহ্রই আধিপত্য, তিনিই তাদের বিচার করবেন। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা অবস্থান করবে নিয়ামতপূর্ণ কাননে।

৫৭. আর যারা কুফরী করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরই জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

(وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যারা কুফরী করে, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি যেমন ওয়ালিদ ইব্ন মুগীরা ও তার সাথীরা (فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ) তারা তাতে সন্দেহ পোষণ হতে বিরত হবে না, কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ পরিহার করে না, তবে হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদেরকে অবকাশ দিন (حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ) (السَّاعَةُ بَغْتَةً) যতক্ষণ না তাদের নিকট কিয়ামত এসে পড়ে, কিয়ামত অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়ে পড়ে অকস্মাৎ আচমকা (اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ) অথবা এসে পড়ে এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি, যেদিনে শাস্তি থেকে উদ্ধারের কোন উপায় থাকবে না, অর্থাৎ বদর দিবস।

সেদিন, কিয়ামতের দিন (اَلْمُلْكُ) আধিপত্য, বিচার কর্তৃত্ব (يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) আল্লাহ্‌র, তিনি তাদের মাঝে বিচার করেন, ঈসা নবী ও কাফিরদের মাঝে মীমাংসা করবেন (فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) সুতরাং যারা ঈমান আনে, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) এবং সৎকর্ম করে, নিজের ও নিজেদের প্রতিপালকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আনুগত্য প্রদর্শন করে (فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ) তারা অবস্থান করবে সুখময় জান্নাতে, হাদিয়া তোহ্‌ফা ও উপঢৌকন দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করা হবে।

(وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا) আর যারা কুফরী করে এবং অস্বীকার করে আমার নিদর্শনসমূহকে, আমার কিতাব ও রাসূলকে (فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ) তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, তা দ্বারা তাদেরকে অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা হবে। অপর ব্যাখ্যায় তাদের জন্যে রয়েছে– কঠিন শাস্তি।

(٥٨) وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

(٥٩) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○

(٦٠) ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

৫৮. এবং যারা হিজরত করেছে আল্লাহ্‌র পথে এরপর নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ্‌ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তিনিই তো সর্বোৎকৃষ্ট রিয্‌কদাতা।

৫৯. তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন যা তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্‌ তো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল।

৬০. এটাই হয়ে থাকে, কোন ব্যক্তি নিঃপীড়িত হয়ে তুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্‌ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

(وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) এবং যারা হিজরত করেছে আল্লাহ্‌র পথে, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে মক্কা থেকে মদীনায় (ثُمَّ قُتِلُوْٓا) এবং পরে নিহত হয়েছে, আল্লাহ্‌র পথে তারা নিহত হয়েছে শত্রুর হাতে (اَوْ مَاتُوْا) অথবা মৃত্যুবরণ করেছে, প্রবাসে কিংবা গৃহবাসে (لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا) আল্লাহ্‌ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন, মৃতদেরকে জান্নাতে উত্তম প্রতিদান করবেন আর জীবিতগণকে দুনিয়াতে হালাল ও পরিচ্ছন্ন গণীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রদান করবেন (وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ) এবং আল্লাহ্‌ তিনিই তো সর্বোৎকৃষ্ট রিয্‌কদাতা, সর্বোত্তম খাদ্য সরবরাহকারী দুনিয়াতে এবং আখিরাতে।

(لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ) তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন যা তারা পসন্দ করবে, নিজেদের জন্যে অপর ব্যাখ্যায় যা তারা বরণ করে নিবে অর্থাৎ জান্নাত (وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ) এবং আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত, তাদের সাওয়াব ও মর্যাদা সম্পর্কে (حَلِيْمٌ) পরম সহনশীল, যারা তাদেরকে হত্যা করল তাদের শাস্তি বিলম্বে।

(مَا عُوْقِبَ بِهٖ) তুল্য প্রতিশোধ, অর্থাৎ তার নিকটাত্মীয়দেরকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল সেভাবে (ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ) তারপর যদি তার উপরও অত্যাচার করা হয়, তার উপর নির্যাতনের ধৃষ্টতা দেখায় (لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ) তবে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন, অর্থাৎ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতকে সাহায্য করবেন। তারপর হত্যাকারীকে মৃত্যু-দণ্ড দেওয়া হবে দিয়ত বা রক্তপণ গ্রহণ করবে না। অথবা কোন ব্যক্তি যার নিকটাত্মীয়কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে তারপর হত্যাকারীকে হত্যা না করে সে হত্যাকারী থেকে দিয়ত বা রক্তপণ গ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে একই হত্যাকারী পূর্বে নিহত ব্যক্তির এই আত্মীয়কে নির্যাতন করল এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করে ফেলল, তা হলে এবার হত্যাকারী থেকে দিয়ত বা রক্তপণ গ্রহণ করা যাবে না বরং একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই তার শাস্তি। (اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, তাওবাকারীর অপরাধ মোচনকারী (غَفُوْرٌ) ক্ষমাশীল, যারা তাওবাসহ মৃত্যুবরণ করে তাদের প্রতি।

(٦١) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ ۢ بَصِيْرٌ

(٦٢) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ

(٦٣) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

(٦٤) لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ

৬১. তা এই জন্যে যে, আল্লাহ্ রাতকে প্রবিষ্ট করান দিনের মধ্যে এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতের মধ্যে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা,

৬২. এই জন্যেও যে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য, এবং আল্লাহ্ তিনিই তো সমুচ্চ, মহান।

৬৩. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করেন আকাশ হতে যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে পৃথিবী? আল্লাহ্ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত।

৬৪. আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহ্ তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

(ذٰلِكَ) এটি, হত্যাকারীর এই শাস্তি (بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ) এজন্যে যে, আল্লাহ্ রাতকে প্রবিষ্ট করান দিনের মধ্যে, রাতের নির্ধারিত অংশকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেন, ফলে রাতের চাইতে দিন দীর্ঘ হয় (وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ) আর দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে, দিনের নির্ধারিত অংশকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেন ফলে দিনের চাইতে রাত দীর্ঘ হয়। (وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শ্রোতা, তাঁর সৃষ্টি জগতের কথাবার্তা (بَصِيْرٌ) সম্যক দ্রষ্টা, তাদের কাজ কর্মের ।

(ذٰلِكَ) এটি এজেন্যে, এই কুদরত ও ক্ষমতা, এজন্যে, যাতে তোমরা স্বীকার কর এবং জানতে পার (بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ) যে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য, অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত করাই সত্য এবং আল্লাহ্ই সর্বশক্তিমান (وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ) আর তাঁর পরিবর্তে যাকে তোমরা ডাক, আল্লাহ্ ব্যতীত যার

ইবাদত কর (هُوَ الْبَاطِلُ) তা অসত্য, শক্তিহীন (وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ) এবং আল্লাহ্ই সমুচ্চ, সর্বোচ্চ (الْكَبِيْرُ) মহান, শ্রেষ্ঠ।

(اَلَمْ تَرَ) আপনি লক্ষ্য করেন না যে, হে মুহাম্মদ ! কুরআন সূত্রে আপনি কি অবগত হন না যে, (اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً) আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন (فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً) যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে পৃথিবী, উদ্ভিদও লতাগুল্ম (اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ) আল্লাহ্ দয়ালু, উদ্ভিদ ও ফল-ফসল সৃষ্টি করেন (خَبِيْرٌ) পরিজ্ঞাত, উৎপাদন স্থল সম্পর্কে।

(لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ) আকাশ জগত ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই, যত সৃষ্টি আছে সবগুলো তাঁরই মালিকানাধীন (وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ) এবং আল্লাহ্ তিনিই তো অভাবমুক্ত, সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন (الْحَمِيْدُ) প্রশংসার্হ, আপন কর্মে। অপর ব্যাখ্যায় তিনি প্রশংসা করেন যে ব্যক্তি তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করে তার।

(٦٥) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَاۤءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

(٦٦) وَهُوَ الَّذِىْۤ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۝

৬৫. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবকিছুকেই এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে চলাচলকারী নৌযানসমূহকে এবং আকাশকে তিনিই স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তার অনুমতি ব্যতীত? আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

৬৬. এবং তিনিই তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদের জীবন দান করবেন। মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

(اَلَمْ تَرَ) আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, হে মুহাম্মদ ﷺ ! কুরআন সূত্রে আপনি কি অবগত হন না যে, (اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ) আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, তোমাদের জন্যে অনুগত করে দিয়েছেন (مَّا فِى الْاَرْضِ) পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই, বৃক্ষলতা, পশু প্রাণী সবই (وَالْفُلْكَ) এবং নৌযানসমূহকে, অর্থাৎ অনুগত করে দিয়েছেন নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি নৌযানসমূহকে তাঁর নির্দেশে, অনুমতিতে (تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَيُمْسِكُ السَّمَاۤءَ) সে সমুদ্রে বিরচণ করে এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন, বিরত রাখেন (اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ) যাতে তা পৃথিবীর উপর পতিত না হয় অনুমতি ব্যতীত, তাঁর নির্দেশ ব্যতীত কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যেন না পড়ে (اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি, ঈমানদারদের প্রতি (لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ) দয়াবান, পরম দয়ালু।

(وَهُوَ الَّذِىْۤ اَحْيَاكُمْ) তিনি তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, যখন তোমরা ছিলে মায়ের গর্ভে সেই ক্ষুদ্রাকৃতির (ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ) তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, কাউকে অল্প বয়সে কাউকে অধিক বয়সে (ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ) তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করবেন, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন

(إِنَّ الْإِنْسَانَ) মানুষ, অর্থাৎ বুদায়ল ইব্‌নে ওয়ারাকা খুযাঈ প্রমুখ কাফির (لَكَفُورٌ) অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ, আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারী।

(٦٧) لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ○

(٦٨) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

(٦٩) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

(٧٠) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○

৬৭. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছি ইবাদত পদ্ধতি যা তারা অনুসরণ করে, সুতরাং তারা যেন আপনার সাথে বিতর্ক না করে এই ব্যাপারে। আপনি তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন, আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত।

৬৮. তারা যদি আপনার সাথে বিতণ্ডা করে তবে বলে দিন, 'তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

৬৯. তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে দেবেন।

৭০. তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ্ তা অবগত আছেন? এই সকলই আছে এক কিতাবে, নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্‌র নিকট সহজ।

মৃত্যু পরবর্তী পুনরুজ্জীবন এবং মুসলমানদের যাবেহ্‌কৃত পশু প্রত্যাখ্যানকারী। (لِكُلِّ أُمَّةٍ) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য, প্রত্যেক ধর্মানুসারীর জন্য। (جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ) আমি নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদত পদ্ধতি, যবেহ্ করার স্থান। অপর ব্যাখ্যায় উপাসনালয় যা তারা অনুসরণ করে, নিজ নিজ ধর্মানুসারে তারা সেখানে যবেহ্ করে (فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ) সুতরাং তারা যেন আপনার সাথে বিতর্ক না করে, আপনার বিরোধিতা না করে এবং আপনাকে বাধা প্রদান না করে (এই ব্যাপারে) পশু যবেহ্ করার এবং একত্ববাদের ব্যাপারে (وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ) আপনি তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন, আপনার প্রতিপালকের একত্ববাদের দাওয়াত দিন (إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ) আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত, সত্য ধর্মের উপর রয়েছেন যা তিনি পছন্দ করেন। অর্থাৎ ইসলামের উপর।

(وَإِنْ جَادَلُوكَ) তারা যদি আপনার সাথে বিতণ্ডা করে, তাওহীদ সম্পর্কে এবং তাদের যুক্তি "আল্লাহ্ নিজে যা যবেহ্ করেছেন তোমাদের ছুরি দ্বারা যবেহ্ করা পশুর চাইতে সেটি অধিক হালাল" দ্বারা যদি যবেহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে (فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ) তবু আপনি বলুন, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন, যবাই সম্পর্কে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তোমাদের দীনের নামে তোমরা যার কর তার সবগুলো সম্পর্কে।

(اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) আল্লাহ্ বিচার করবেন, মীমাংসা করবেন (يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) তোমাদের মাঝে কিয়ামতের দিন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ, তাওহীদ ও যবেহ্ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধিতা করছ।

(اَلَمْ تَعْلَمْ) আপনি কি জানেন না, হে মুহাম্মাদ ﷺ ! (اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ) যে, আল্লাহ্ অবগত আছেন সে বিষয়ে যা রয়েছে আকাশে, আকাশ জগতে যে সকল কল্যাণকর ঘটনা ঘটে (وَالْاَرْضِ) এবং যা রয়েছে পৃথিবীতে। পৃথিবীর অধিবাসীদের মাঝে সে সকল কল্যাণ ও অকল্যাণ সংঘটিত হয় (اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ) এ সবই লিপিবদ্ধ রয়েছে এক কিতাবে, লিখিত রয়েছে লাওহে মাহফূযে (اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ) এটি, লিখন ব্যতীত ও এগুলো সংরক্ষিত রাখা, আল্লাহর নিকট সহজ, অতি স্বাভাবিক।

(৭১) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝
(৭২) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۗ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۗ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ اَلنَّارُ ۗ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৭১. এবং তারা ইবাদত করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর যার সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেন নি, এবং যার সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুত যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

৭২. এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে আপনি কাফিরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখতে পাবেন। যারা তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বলুন, তবে কি আমি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব? তা হলো আগুন এ বিষয়ে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফিরদেরকে এবং এটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

(وَيَعْبُدُوْنَ) এবং তারা ইবাদত করে, অর্থাৎ মক্কার কাফিরেরা পূজা করে (مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর যা সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেন নি, কোন কিতাব কিংবা উযর আপত্তি গ্রাহ্য হওয়ার কোন বিধান অবতীর্ণ করেন নি (وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ) এবং যা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই, কোন যুক্তি ও ব্যাখ্যা নেই (وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ) যালিমদের, মুশরিকদের কোন সাহয্যকারী নেই, আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাকারী নেই।

(وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ) তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে, সুস্পষ্ট আদেশ নিষেধ সম্বলিত কুরআন মজীদ পাঠ করা হলে, আপনি দেখবেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ ! (فِىْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ) কাফিরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ, কুরআন তিলাওয়াতের কারণে কুরআনের প্রতি ঘৃণার ভাব (يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ) তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, প্রহার করতে ও ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় (الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا) তাদের উপর যারা আমার আয়াত তিলাওয়াত করে, কুরআন পাঠ করে (قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মাদ ﷺ ! মক্কার অধিবাসীদেরকে (اَفَاُنَبِّئُكُمْ) তবে আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব, অবগত করব (بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ) এটি অপেক্ষা মন্দ কিছুর, দুনিয়াতে তোমরা মুসলমানগণ সম্পর্কে যে উক্তি কর তার চেয়ে নিকৃষ্ট কিছুর, মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে তারা বলত তোমাদের চেয়ে দুর্ভাগা কম অংশ প্রাপ্ত কোন ধর্মাবলম্বী আমরা দেখিনি। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন হে মুহাম্মাদ ﷺ। তাদেরকে বলুন, আর সেই মন্দ কিছু হল– (اَلنَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا)

আর সেটি হল আগুন। এটির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ্ কাফিরদেরকে, যারা মুহাম্মাদ ﷺ ও কুরআন অস্বীকারকারী তাদেরকে, আর তোমরা তো মুহাম্মাদ ﷺ ও কুরআনকে অস্বীকার কর (وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ) এবং এটি কত নিকৃষ্ট ফিরে যাওয়ার স্থান, যে দিকে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

(৭৩) يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

(৭৪) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

(৭৫) اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

৭৩. হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে মনোযোগ সহ তা শোন। তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হলেও। এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হতে তাও তারা তার নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়ে কতই দুর্বল।

৭৪. তারা আল্লাহ্র যোগ্য মর্যাদা উপলব্ধি করে না, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান পরাক্রমশালী।

৭৫. আল্লাহ্ ফিরিশতাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ) হে মানুষ! অর্থাৎ মক্কার অধিবাসীগণ! (ضُرِبَ مَثَلٌ) একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, তোমাদের উপাস্যদের একটি উদাহরণ বর্ণনা করা হচ্ছে (فَاسْتَمِعُوا لَهُ) মনোযোগ সহ তা শ্রবণ কর, এবং তা গ্রহণ কর (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, সে সকল দেব-দেবী ও প্রতিমার উপাসনা কর (لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا) তারা তো কখনও একটি ও সৃষ্টি করতে পারবে না, একটি মাছি সৃষ্টিতেও সক্ষম হবে না (وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ) এই উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হলেও অর্থাৎ উপাসক ও উপাস্য সবাই একত্রিত হয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালালেও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না (وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا) আর মাছি যদি ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের থেকে, দেব-দেবীও প্রতিমাগুলো থেকে, কোন কিছু যথা দেব-দেবীর মূর্তির উপর ছিটানো মধু ইত্যাদি (لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ) তারা তাদের নিকট হতে তাও উদ্ধার করতে পারবে না, দেব-দেবীগুলো ওই মধুটুকুন মাছির হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না (ضَعُفَ الطَّالِبُ) কতই দুর্বল অন্বেষণকারী, অর্থাৎ দেব-দেবীর মূর্তি (وَالْمَطْلُوبُ) আর কতই না দুর্বল অন্বেষিত, অর্থাৎ মাছি। অপর ব্যাখ্যায় দুর্বল অন্বেষণকারী অর্থ উপসনাকারী আর অন্বেষিত অর্থ উপাস্য।

(مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) তারা আল্লাহ্র যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না, এই সূত্রে তারা আল্লাহ্র প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে না। ইয়াহূদীরা বলত, উযায়ের (আ) আল্লাহ্র পুত্র, আল্লাহ্ ফকীর আর আমরা ধনী, আল্লাহ্র হাত রুদ্ধ, আকাশ ও পৃথিবী সৃজনের পর আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্রাম নিয়েছিলেন, তাদের একল অশালীন বক্তব্য ও মন্তব্যের প্রেক্ষিতে مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বক্তব্যসমূহের সমুচিত জবাব দিলেন (إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান তাঁর শত্রুদের মুকাবিলায় (عَزِيزٌ) পরাক্রমশালী, ইয়াহূদীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে অপ্রতিরোধ্য।

(اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ) আল্লাহ্ মনোনীত করেন, বেছে নেন (مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا) ফিরিশ্‌তাদের মধ্য থেকে বাণীবাহক, রিসালাত পৌঁছানোর জন্যে অর্থাৎ জিব্‌রাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল মৃত্যুদূত আযরাঈল (আ)-কে। (وَّمِنَ النَّاسِ) এবং মানুষের মধ্য হতেও, যেমন মুহাম্মদ ﷺ ও সকল নবী রাসূল (اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ) আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, তাদের বক্তব্যসমূহের যখন তারা বলে এ কেমন রাসূল সে আর করে এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে (بَصِيْرٌ) সর্বদ্রষ্টা, তাদের পরিণাম সম্পর্কে।

(٧٦) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

(٧٧) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۩ ۝ سجدة

(٧٨) وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۖۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

৭৬. তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে যাবে।

৭৭. হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ' কর সিজ্‌দা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং সৎকাজ কর যাতে সফলকাম হতে পারে।

৭৮. এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে যে ভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপরে কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি। এটা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে অবলম্বন কর, তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

(يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ) তাদের সামনে যা আছে, আখিরাতের ব্যাপারসমূহ (وَمَا خَلْفَهُمْ) এবং পেছনে যা আছে, পার্থিব ব্যাপারসমূহ, অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাদের সামনে ও পেছনের বিষয়সমূহ জানেন। (وَاِلَى اللّٰهِ) (تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ) এবং আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সকল কিছু, আখিরাতে সব কাজের পরিণাম।

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا) হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ' কর সিজ্‌দা কর, সালাতের মধ্যে (وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ) তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, আনুগত্য কর (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) এবং সৎকর্ম কর, ভাল কাজ কর (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) যাতে সফল হতে পার, আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব থেকে রক্ষা পেতে পার।

(وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ) এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে কাজ করো যেরূপ কাজ করা উচিত। (هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ) তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন, তাঁর দীনের জন্যে বেছে নিয়েছেন (فِى الدِّيْنِ) তিনি দীনের ব্যাপারে, দীনি

কর্মকাণ্ডে (مِنْ حَرَجٍ) তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি, সংকটজনক কোন ব্যবস্থা দেননি। যেমন কেউ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারলে বসে আদায় করবে। বসে আদায় করতে সমর্থ না হলে শুয়ে-শুয়ে ইশারায় আদায় করতে। (مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ) এটি তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত, তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ কর (هُوَ سَمّٰكُمُ) তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের নামকরণ করেছেন (الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ) মুসলিম এটির পূর্বে, এই কুরআনের পূর্বে অন্যান্য নবীদের কিতাবে (وَفِىْ هٰذَا) এবং এটিতেও, এই কুরআনে ও (الرَّسُوْلُ) যাতে রাসূল, মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের জন্যে (شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ) সাক্ষীস্বরূপ হন, পরিশুদ্ধকারী এবং তোমাদের সত্যায়নকারী হন। আর তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানুষদের বিরুদ্ধে। নবীদের (আ) পক্ষে (فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ) সুতরাং তোমরা সালাত আদায় কর, উযূ সহকারে, রুকূ, সিজদা ও অন্যান্য ওয়াজিব পালন করো যথা সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পূর্ণভাবে আদায় কর, (وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ) যাকাত দাও, তোমাদের ধন ঐশ্বর্যের যাকাত প্রদান কর (وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ) এবং আল্লাহ্‌কে অবলম্বন কর, আল্লাহর দীন ও কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর (هُوَ مَوْلٰكُمْ) তিনিই তোমাদের অভিভাবক, রক্ষক হেফাযতকারী, (فَنِعْمَ الْمَوْلٰى) কত উত্তম অভিভাবক তিনি, হেফাযতকারী তিনি। (وَنِعْمَ النَّصِيْرُ) এবং কত উত্তম সাহায্যকারী, প্রতিরক্ষক।

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ

সূরা মু'মিনুন

সূরা মু'মিনূন-মক্কায় অবতীর্ণ ১১৮ (১) আয়াত ১৯৪০ শব্দ ৪৮০১ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ

(١) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ
(٢) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ
(٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ
(٤) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ

১. অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ।
২. যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে।
৩. যারা অসার কাজকর্ম হতে বিরত থাকে।
৪. যারা যাকাত দানে সক্রিয়।

(قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ) অবশ্যই সফল কাম হয়েছে মু'মিনগণ, একত্ববাদীগণ সফল কাম, কৃতকার্য ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তারাই জান্নাতের অধিকারী হবে কাফিরগণ নয়। অপর ব্যাখ্যায় ঈমানে সত্যবাদী যারা সেই সকল ঈমানদার সফলকাম ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে। সফলতা দুই প্রকারের, লক্ষ্য অর্জিত হওয়া এবং তা স্থায়ী থাকা। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন, এবং বললেন ঃ

(اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ) যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে, বিণয়ী ও অনুগত; ডানে বামে তাকায় না এবং সালাতের মধ্যে উপরের দিকে হাত উত্তোলন করে না।

(وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ) যারা অসার কাজ হতে বিরত থাকে, বাতিল ও অসত্য কার্যকর্ম এবং অযথা শপথ পরিত্যাগ করে।

(وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ) যারা যাকাত দানে সক্রিয়, নিজেদের সম্পদের যাকাত প্রদান করে–

(৫) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

(৬) اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ

(৭) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ

(৮) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ

(৯) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ

(১০) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ

(১১) الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۭ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

৫. যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে।
৬. নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভূক্ত দাসিগণ ব্যতীত এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।
৭. এবং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী।
৮. এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।
৯. এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে।
১০. তারাই হবে অধিকারী।
১১. অধিকারী হবে ফিরদাওসের যাতে তারা স্থায়ী হবে।

(وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ) যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে, হারাম ও অবৈধ ব্যবহার থেকে জননাঙ্গকে মুক্ত রাখে।

(اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ) নিজেদের স্ত্রী, চারজন পর্যন্ত (اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ) এবং অধিকারভূক্ত দাসীগণ ব্যতীত, যত সংখ্যক ইচ্ছা ক্রীতদাসী ভোগ করতে পারে (فَاِنَّهُمْ غَيْرُ) কারণ তাতে তারা নিন্দনীয় নয়, হালাল পথে ব্যবহার সমালোচনা যোগ্য নয়। এবং কেউ এগুলো ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, কেউ হালাল ব্যতীত অন্য কাউকে ব্যবহার করতে চাইলে (مَلُوْمِيْنَ) তারা হবে সীমালংঘনকারী, হালালের সীমা অতিক্রম করে হারামে প্রবেশকারী।

(وَالَّذِيْنَ هُمْ الامنتهم) এবং যারা তাদের আমানতসমূহ, যথা সাওম, উযু, ফরয গোসল এবং গচ্ছিত ধনসমূহ ইত্যাদি (وَعَهْدِهِمْ) এবং প্রতিশ্রুতি, তাদের ও তাদের প্রভূর মধ্যকার প্রতিশ্রুত কিংবা তাদের অন্যান্য মানুষের মধ্যেকার প্রতিশ্রুতি (الْعٰدُوْنَ।) রক্ষা করে, পালন করে, হিফাযত করে।

(وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ) এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান হয়, ওয়াক্ত মুতাবিক সালাত আদায় করে, (يُحَافِظُوْنَ) তা সংরক্ষণ করে।

(اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ) তারাই হবে অধিকারী, এগুণাবলীতে গুণবান লোকেরা হবে অবস্থানকারী।

(الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ) অধিকারী হবে 'ফিরদাওসের', বসবাসকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাওসের, পরম দয়াময়ের দেওয়া শাহী প্রাসাদের। রোমান ভাষায় ফিরদাউস অর্থ জান্নাত। (هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ) যাতে তারা স্থায়ী হবে, জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে মৃত্যু হবে না। সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।

(১২) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۝

(১৩) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

(১৪) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

(১৫) ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝

(১৬) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۝

(১৭) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝

১২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে।
১৩. তারপর আমি তাকে শুক্র বিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।
১৪. পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, তারপর আলাককে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে, তারপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবেশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান!
১৫. এরপর তোমরা নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করবে।
১৬. তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।
১৭. আমি তো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সাতস্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই।

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ) আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি, বনী আদম সৃষ্টি করেছি (مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ) মাটির উপাদান হতে, মাটির নির্যাস হতে আর সেই মাটি হলো হযরত আদম (আ)।

(ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً) তারপর সেটিকে আমি স্থাপন করি, অর্থাৎ নির্যাস পানিকে আমি স্থাপন করি (فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ) শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ আধারে, সুরক্ষিত স্থানে মায়ের জরায়ুতে। তারপর ৪০ দিন বীর্যরূপে অবস্থান করে

(ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً) তারপর আমি পরিণত করি, পরিবর্তিত করি (فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ) শুক্রবিন্দুকে আলাকরূপে, রক্ত পিণ্ডরূপে তারপর রক্ত পিণ্ডরূপে এটি ৪০ দিন অবস্থান করে। (فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ مُضْغَةً عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا) তারপর আলাককে পরিণত করি, পরিবর্তিত করি মাংস পিণ্ডে, গোশতে এভাবে থাকে ৪০ দিন (ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ) এরপর পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে, গোশতহীন পাড়ে, এরপর অস্থি পঞ্জরকে ঢেকে দিই গোশত দ্বারা ধমনী শির উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি দ্বারা। তারপর সেটিকে গড়ে তুলি এক অন্য সৃষ্টিরূপে তাতে রূহ্ প্রদান করি (فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ) অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান। শ্রেষ্ঠ রূপায়নকারী।

(ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ) এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে, মারা যাবে।

(ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ) তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ) আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাদের উর্ধ্বে সাত স্তর, সাত আসমান, একটি অপরটির উপরে গম্বুজ আকারে। (وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ) সৃষ্টি বিষয়ে আমি অসতর্ক নই, বিধি নিষেধ পালনের বাধ্যবাধকতা ব্যতীত তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার নই।

(১৮) وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ○
(১৯) فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○
(২০) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ ○
(২১) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○
(২২) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ○

১৮. এবং আমি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, তারপর আমি তা যমীনে সংরক্ষিত করি, আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম।
১৯. তারপর আমি তা দিয়ে তোমাদের জন্যে খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করি, এতে তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল আর তা থেকে তোমরা আহার করে থাক।
২০. এবং সৃষ্টি করি এক গাছ যা জন্মায় সিনাই পাহাড়ে, এতে উৎপন্ন হয় তেল এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন।
২১. এবং তোমাদের জন্যে অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে 'আন'আমে' তোমাদেরকে আমি পান করাই সেগুলোর পেটে যা আছে তা হতে এবং তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রচুর উপকারিতা তোমরা তা থেকে আহার কর।
২২. এবং তোমরা তাতে এবং নৌযানে আরোহনও করে থাক।

(وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) এবং আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, বারি বর্ষণ করি (بِقَدَرٍ) পরিমিতভাবে, জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাণ অনুসারে (فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ) তারপর আমি তা সংরক্ষণ করি, ঢুকিয়ে মাটিতে এবং সেখান থেকে কূপ, ঝর্ণা, নদ-নদী ও পুকুর সৃষ্টি করি (لَقٰدِرُوْنَ) আমি সেগুলো অপসারিত করতেও, মাটিতে স্থিত পানি শুকিয়ে ফেলতে ও সক্ষম।

(فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ) তারপর আমি তা দ্বারা সৃষ্টি করি, সৃজন করি অপর ব্যাখ্যায় উৎপন্ন করি ওই পানি দ্বারা (جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ) তোমাদের জন্যে খেজুর ও আংগুরের বাগানসমূহ, গাছপালার বাগানসমূহ (এটিতে) এই বাগানসমূহে তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রচুর ফল নানা রঙের নানাজাতের ফল (لَكُمْ فِيْهَا) এবং সেটি থেকে, নানা জাতীয় ফলমূল থেকে (وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْا) তোমরা আহার করে থাক।

(وَشَجَرَةً) এবং বৃক্ষ, বৃষ্টি দ্বারা উদগত হয় বৃক্ষ অর্থাৎ যায়তুন বৃক্ষ (تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ) যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, বৃক্ষরাজি সমৃদ্ধ পর্বতে। নবাতী ভাষায় তুর (طُوْرٌ) অর্থ পাহাড় আর ইথিওপীয় ভাষায় সাইনা سَيْنَاءَ অর্থ প্রচুর বৃক্ষ সমৃদ্ধ পর্বত (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ) এটা উৎপাদন করে ভোজনকারীদের জন্যে তেল, সরবরাহ করে তেল এবং ব্যঞ্জন, তরকারী, ভোজনকারী খাদ্যের সহযোগীরূপে যা আহার করে।

(وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ) এবং তোমাদের জন্যে আন'আমের মধ্যে, উটের মধ্যে (لَعِبْرَةً) অবশ্যই রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়, প্রমাণ (نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا) তোমাদেরকে আমি পান করাই সেগুলোর পেটে যা আছে, দুধ, গোবর ও রক্ত অতিক্রম করে খাঁটি দুধরূপে বের হয় এবং সেটিতে সে গুলোতে আরোহণ করা, মালপত্র বহন করা ইত্যাদি সুযোগ লাভে (مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ) তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা এবং তোমরা সেটি হতে, সেগুলোর গোশত, দুধ ও বাচ্চা ইত্যাদি (وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ) আহার কর।

(وَعَلَيْهَا) তোমরা তাতে, অর্থাৎ স্থল পথে উটের পিঠে ও (وَعَلَى الْفُلْكِ) নৌযানে, জলপথে জাহাজ নৌকা ইত্যাদিতে (تُحْمَلُوْنَ) আরোহন করে থাক, ভ্রমণ করে থাকে।

(٢٣) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ
(٢٤) فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۖۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ
(٢٥) اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ

২৩. আমি তো নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট, সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?
২৪. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরী করেছিল, তারা বলল। এতো তোমাদের মত একজন মানুষই, তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাইছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফিরিশ্‌তাই পাঠাতেন, আমরা তো আমাদেব পূর্ব-পুরুষগণের কালে এরূপ ঘটেছে বলে শুনি নি।
২৫. এ তো এমন লোক যাকে উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে, সুতরাং তার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর।

(وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ) আমি তো নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি, সে বলেছিল, তার সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে (يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ) হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রকাশ কর (مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ) তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই, যাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্যে আমি আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই (اَفَلَا تَتَّقُوْنَ) তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা পরিহার করবে না।

(فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ) তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কুফরী করেছিল তারা বলল, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বলল (مَا هٰذَاۤ) এতো, অর্থাৎ নূহ্ (আ) তো (اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) তোমাদের মত একজন মানুষই, আদম সন্তান (يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ) সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে, রিসালাত ও নবুওয়াতের দাবী করে (وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করতে চাইলে (لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً) ফিরিশতাই পাঠাতেন। ফিরিশ্‌তাদের মধ্য থেকে কোন একজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করতেন (مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْۤ اٰبَآئِنَا) আমাদের পূর্ব পুরুষগণের কালে, যুগে এরূপ ঘটেছে, নূহ্ (আ) যা বলছে সেরূপ ঘটনা ঘটেছে, একথা আমরা শুনি নি।

(اِنْ هُوَ اِلاَّ رَجُلٌ بِهٖ) সে তো এমন লোক, অর্থাৎ নূহ্ (আ) তো এমন লোক (جِنَّةٌ) যাকে উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে, উম্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে (فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ) সুতরাং তার সম্পর্কে অপেক্ষা কর, প্রতীক্ষায় থাক কিছুকাল, তার মৃত্যু পর্যন্ত।

(٢٦) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ○
(٢٧) فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ○
(٢٨) فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰىنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

২৬. নূহ্ বলেছেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ তা । আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।
২৭. তারপর আমি তার নিকট ওহী পাঠালাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানেও আমার ওহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর, তারপর যখন আমাদের আদেশ অনুসারে ও উনুন উথলে উঠবে তখন তুলে নাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার পরিজনকে, তাদেরকে ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না যারা যুলুম করছে, তারা তো নিমজ্জিত হবে।
২৮. যখন তুমি ও তোমার সংগীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবে তখন বলো সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে।

(قَالَ) সে বলেছিল, নূহ্ (আ) বলেছিলেন (رَبِّ انْصُرْنِىْ) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন, অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের উপর শাস্তি নাযিল করে (بِمَا كَذَّبُوْنِ) কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে, রিসালাতের ব্যাপারে।

(فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ) তারপর আমি তার নিকট ওহী করলাম, তাঁর নিকট জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করলাম (اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ) যে তুমি নৌযান তৈরি কর, নৌযান নির্মান শুরু কর (بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا) আমার তত্ত্বাবধানে, আমার দৃশগোচর থেকে, এবং আমার ওহী অনুযায়ী, তোমার প্রতি আমার নির্দেশানুসারে (فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا) তারপর যখন আমার নির্দেশ আসবে, আমার নির্ধারিত শাস্তির সময় আসবে (وَفَارَ التَّنُّوْرُ) এবং উনুন উথলে উঠবে, উনুন থেকে পানি উৎসারিত হবে অপর ব্যাখ্যায় ফজর যখন উদিত হবে, ভোর হবে) (فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) তখন তার মধ্যে উঠিয়ে নিও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া, প্রত্যেক প্রকার প্রাণীর দু'টো করে নর ও মাদি (وَاَهْلَكَ) এবং তোমার পরিবার পরিজনকে, নৌযানে তুলে নাও তোমার পরিবার পরিজনকে ও অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা তোমার প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে (اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ) অবশ্য তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদেরকে নয়, শাস্তির অনিবার্যতা সম্পর্কে যাদের ব্যাপারে ফায়সালা হয়েছে তাদেরকে নয় (وَلاَ تُخَاطِبْنِىْ فِىْ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا) যালিমদের সম্পর্কে, মুক্তি সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না, পুনঃ দু'আ করো না (اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ) তারা তো নিমজ্জিত হবেই, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও তুফান দ্বারা।

(فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ) যখন তুমি ও তোমার সংগীরা, ঈমানদারেরা (عَلَى الْفُلْكِ) নৌযানে আসন গ্রহণ করবে, নৌকাতে আরোহণ করবে (فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ) তখন বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি (نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ) যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে, কাফিরদের হাত থেকে।

(২৯) وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

(৩০) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ

(৩১) ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ

(৩২) فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

(৩৩) وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ

(৩৪) وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ

২৯. আরও বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।

৩০. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।

৩১ তারপর তাদের পর অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম।

৩২. এবং তাদের একজনকে উহাদের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছি, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

৩৩. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা কুফরী করেছিল ও আখিরাতের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তারা বলেছিল এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ তোমরা যা আহার কর সে তো তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে।

৩৪. যদি তোমরা তোমাদের মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(وَقُلْ) এবং বলো, যখন নৌকা থেকে অবতরণ করবে (اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا) হে আমার প্রতিপালক! আমাকের নামিয়ে দাও বরকতময়স্থানে, পানি ও বৃক্ষে সমৃদ্ধ স্থানে (وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ) আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী, দুনিয়া ও আখিরাতে এতে, তাদের প্রতি আমি যে আচরণ করেছি তাতে (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ) অবশ্যই রয়েছে অনেক নিদর্শন, প্রমাণ ও শিক্ষণীয় বস্তু মক্কাবাসীদের জন্যে যাতে তারা ওদের পথে না যায় (وَاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ) আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। বিপদাপদ দিয়ে অপর ব্যাখ্যায় যাচাই করেছিলাম শাস্তি দিয়ে।

(ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ) তারপর আমি সৃষ্টি করেছিলাম তাদের পর, সৃজন করে ছিলাম নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর (قَرْنًا اٰخَرِيْنَ) অন্য এক সম্প্রদায় অন্য এক জাতি।

(فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ) এবং তাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করে ছিলাম তাদেরই একজনকে, তাদের বংশভূক্ত এক জনকে (اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, আল্লাহ্‌র একত্ব ঘোষণা কর (مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ) তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই, যাঁর প্রতি ঈমান আনতে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (اَفَلاَ تَتَّقُوْنَ) তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা পরিহার করবে না?

(وَقَالَ الْمَلاُ مِنْ قَوْمِهِ) এবং তার সম্প্রদায়ের, রাসূলের সম্প্রদায়ের প্রধানরা নেতারা (الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) যারা কুফরী করেছিল এবং আখিরাতের সাক্ষাত করাকে অস্বীকার করেছিল (وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ), মৃত্যুর পরবর্তী পুরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল (وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ সম্ভার, প্রদান করেছিলাম ধন-সম্পদ ও সম্পদ ও সন্তান সন্ততি (مَا هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) তারা বলেছিল এতো অর্থাৎ এই রাসূল তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আদম সন্তানই (يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ) তোমরা যা আহার কর সে তো তাই আহার করে, তোমরা যেমন আহার কর তেমন আহার করে (وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ) এবং তোমরা যা পান কর সেও তা-ই পান করে তোমরা যেমন পান কর সেও তেমন পান করে।

(وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ) যদি তোমরা আনুগত্য কর তোমাদের মত একজন মানুষের, বনী আদমের (اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ) তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, মূর্খদের দলভূক্ত এবং প্রতারিত হবে।

(٣٥) اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۝
(٣٦) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۝
(٣٧) اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝

৩৫. সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?
৩৬. অসম্ভব তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অসম্ভব।
৩৭. একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরিবাঁচি এইখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না।

(اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ) সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, এই রাসূল কি তোমাদেরকে এ ওয়াদা দেয় যে (اِذَا مِتُّمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا) তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হলে, মৃত্যুর পর মাটি ও শীর্ণ হাড্ডিতে পরিণত হলে (اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ) তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

(هَيْهَاتَ) অসম্ভব, এটি বহুদূর অকল্পনীয় (هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ) তোমাদেরকে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অসম্ভব, কখন ও বাস্তবায়িত হবে না।

(اِنْ هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا) (الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا) একমাত্র পার্থিব জীবনই, দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন আমরা মরি বাঁচি এখানেই, ক্রমান্বয়ে পিতৃকুল মৃত্যুবরণ করে পুত্র কুল জীবিত থাকে (وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ) আমরা পুনরুত্থিত হব না, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হব না।

(٣٨) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ

(٣٩) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ

(٤٠) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ

(٤١) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(٤٢) ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ

(٤٣) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ

৩৮. সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই।

৩৯. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।

৪০. আল্লাহ্ বললেন, অচিরে তারা অনুতপ্ত হবে!

৪১. তারপর সত্যসত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ তাড়িত আবর্জনার মত করে দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল যালিম সম্প্রদায়।

৪২. তারপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি।

৪৩. কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না।

(إِنْ هُوَ) সে তো অর্থাৎ এই রাসূল তো (إِلاَّ رَجُلٌ) এমন এক ব্যক্তি যে মিথ্যা উদ্ভাবন করছে। মিথ্যা রচনা করেছে (افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) আল্লাহ্ সম্বন্ধে, তার বক্তব্যে বিবৃতিতে (وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ) আমরা তার প্রতি ঈমান আনয়নকারী নই, তার কথায় বিশ্বাস স্থাপনকারী নই।

(قَالَ) সে বলল, রাসূল বললেন (رَبِّ انْصُرْنِي) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, তাদের উপর আযাব নাযিল করে আমাকে সাহায্য করুন (بِمَا كَذَّبُوْنِ) কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, রিসালাতের দাবীতে।

(قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ) তিনি বললেন, আল্লাহ্ বললেন, অচিরেই, অনতিবিলম্বে (لَيُصْبِحُنَّ نَدِمِيْنَ) তারা অনুতপ্ত হবে, মিথ্যাবাদী বলাও অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে যখন তাদের উপর নাযিল হবে আযাব।

(فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ) তারপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল, অর্থাৎ আযাব সহকারে হযরত জিবরাঈলের বিকট চিৎকার, (فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً) তারপর তাদেরকে আমি পরিণত করলাম, ধ্বংসের পর তৃণের ন্যায়, শুকানো ঘাসের ন্যায় (فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ) সুতরাং বঞ্চনা, ধ্বংস ও আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য, যালিম সম্প্রদায়ের জন্যে, কাফিরদের জন্যে।

(ثُمَّ أَنْشَأْنَا) তারপর আমি সৃষ্টি করেছি, সৃজন করেছি (مِنْ بَعْدِهِمْ) তাদের পরে, তাদের বিনাশ হওয়ার পর (قُرُوْنًا أَخَرِيْنَ) বহুজাতি, এক প্রজন্মের পর অপর প্রজন্ম। ১৮ বছরে এক কারণ বা যুগ। মতান্তরে ৮০ বছরে এক যুগ।

(مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا) কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বারান্বিত করতে পারে না, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে না, (وَمَا يَسْتَأْخِرُوْنَ) এবং বিলম্বিতও করতে পারে না, নির্ধারিত মেয়াদ থেকে।

(٤٤) ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ○

(٤٥) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ○

(٤٦) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ○

(٤٧) فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ○

(٤٨) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ○

৪৪. তারপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির নিকট কোন রাসূল এসেছিল তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। তারপর আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করলাম। আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা!

৪৫. তারপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তার ভাই হারূনকে পাঠালাম।

৪৬. ফিরা'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট। কিন্তু তারা অহংকার করল, তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।

৪৭. তারা বলল, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মত এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?

৪৮. তারপর তারা তাদেরকে অস্বীকার করল ফলে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হল।

(ثُمَّ أَرْسَلْنَا) তারপর আমি একের পর এক রাসূল প্রেরণ করেছি, একের পেছনে এক পরস্পর লাগাতার (رُسُلَنَا تَتْرَا) যখন কোন জাতির নিকট তার রাসূল এসেছেন, জনগণের নিকট তাদের জন্যে নির্ধারিত রাসূল আগমণ করেছেন (كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ) তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলত, ওই রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে (فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا) তারপর আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করলাম, বিনাশ করলাম (وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) এবং তাদেরকে পরিণত করেছি কাহিনীর বিষয়, পরবর্তী যুগের লোকদের আলোচন্য বিষয় (فَبُعْدًا) সুতরাং বঞ্চনা, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে থাকা (لِّقَوْمٍ) (لَّا يُؤْمِنُونَ) বে-ঈমানদের জন্যে, যারা বিশ্বাস করে না মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনকে।

(ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) তারপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে প্রেরণ করেছি নিদর্শনাবলী নয়টি নির্দশন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রকাশ্য যুক্তিসহ।

(إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ) ফিরাউন ও তার পরিষবর্গের নিকট, তার সম্প্রদায়ের নিকট (فَاسْتَكْبَرُوا) কিন্তু তারা অহংকার করল, মূসা (আ)-এর প্রতি এবং নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে দম্ভ দেখাল, ঈমান আনল না (وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ) তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়, মূসা (আ)-এর প্রতিপক্ষ্য ঈমান বিমুখ।

(فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا) তারা বলল, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব, দুই মানুষের প্রতি অর্থাৎ মূসা ও হারুনের প্রতি ঈমান আনব (وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ) যারা আমাদেরই মতন এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদেরই দাসত্ব করে, আনুগত্য করে।

(فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا) তারপর এরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলল, রিসালাতের দাবীতে (مِنَ الْمُهْلَكِينَ) ফলে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হল, সমুদ্রে নিমজ্জিত হল।

(٤٩) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ
(٥٠) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ
(٥١) يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۗ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ
(٥٢) وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ
(٥٣) فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۗ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ

৪৯. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা সৎপথ পায়।

৫০. এবং আমি মারইয়াম তনয়ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশষ্ট উচ্চ ভূমিতে।

৫১. হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকাজ কর তোমরা যা কর সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।

৫২. এবং তোমাদের এই যে জাতি এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমাকে ভয় কর।

৫৩. কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত ।

(وَلَقَدْ اٰتَيْنَا) আমি দিয়েছিলাম, প্রদান করেছিলাম (مُوْسَى الْكِتٰبَ) মূসাকে কিতাব অর্থাৎ তাওরাত (لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ) যাতে তারা সৎপথ পায়, সেটি অবলম্বনে ভ্রান্তি থেকে সত্যের পথে আসে।

(وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ) এবং আমি মারইয়াম তনয় ঈসা (আ)- (وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً) ও তার জননীকে করে ছিলাম নিদর্শন, প্রমাণ ও শিক্ষনীয় বিষয় পিতা ছাড়া পুত্র এক যৌনমিলন ব্যতীত সন্তান (وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى) (رَبْوَةٍ) এবং আমি তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক উচ্চ ভূমিতে, উচুস্থানে যা ছিল স্থির, সমতল, ভোগ-বিলাস উপকরণ বিশিষ্ট (ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ) এবং ঝর্ণা বিশিষ্ট, প্রবাহমান ঝর্ণা বিশিষ্ট।

(يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ) হে রাসূলগণ! অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! (كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ) তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর, হালাল বস্তু খাও (وَاعْمَلُوْا صَالِحًا) এবং সৎকর্ম কর, নিজেরও নিজের প্রতিপালকের মধ্যকার সম্পর্কে পুণ্যবান হও (اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) তোমরা যা কর, অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি যে ভাল কাজ করেন এবং তারা যা ভাল কাজ করে (عَلِيْمٌ) আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত, তার সাওয়াব ও প্রতিদান সম্পর্কে অবগত।

(وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً) এবং তোমাদের এই যে, জাতি এটি তো একটি জাতি, তোমাদের দল একই দল তোমাদের দ্বীন একই দ্বীন যা আল্লাহ্র মনোনীত ও পছন্দনীয় (وَّاَنَا رَبُّكُمْ) আর আমি তোমাদের প্রতিপালক একক প্রতিপালক এ দ্বীন প্রদান করে আমি তোমাদেরকে মর্যাদাবান করেছি। (فَاتَّقُوْنِ) অতএব আমাকে ভয় কর, আমার আনুগত্য কর।

(فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا) কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের বিষয়টিকে বহুধা বিভক্ত করেছে, নিজেদের মধ্যে নিজেদের দ্বীনকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করেছে তারা ইয়াহূদী, খৃস্টান, মুশরিক ও

অগ্নিপূজারী দলে বিভক্ত হয়েছে (كُلُّ حِزْبٍ) প্রত্যেক দলই, প্রত্যেকজন গোষ্ঠী ও দ্বীন অনুসারী (بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ) তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত, খুশী, তৃপ্ত।

(٥٤) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِيْنٍ ۝
(٥٥) أَيَحْسَبُوْنَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ۝
(٥٦) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝
(٥٧) إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۝
(٥٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝
(٥٩) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ۝

৫৪. সুতরাং কিছুকালের জন্যে তাদেরকে নিজ নিজ বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও।
৫৫. তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দান করি তা দিয়ে।
৫৬. আমি তাদের জন্যে সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না,তারা বুঝে না।
৫৭. যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত।
৫৮. যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনা বলীতে ঈমান আনে,
৫৯. যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করে না।

(فَذَرْهُمْ) সুতরাং তাদেরকে থাকতে দাও, ছেড়ে দাও (فِيْ غَمْرَتِهِمْ) তাদের বিভ্রান্তিতে, তাদের অজ্ঞতায় (حَتّٰى حِيْنٍ) কিছুকালের জন্যে, শাস্তির দিন বদর যুদ্ধের দিনের জন্যে।

(اَيَحْسَبُوْنَ) তারা কি মনে করে যে, বহুধা বিভক্ত এ দ্বীন অনুসারীরা কি ধারণা করে যে, (اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ) আমি তাদেরকে সাহায্য সূত্রে যে সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দান করি, প্রদান করি।

(نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ) তাদের জন্যে সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি, তাদেরকে দুনিয়ার সঠিক কল্যাণ প্রদানে আমি ত্বরান্বিত করছি অপর ব্যাখ্যায় আখিরাতের কল্যাণ প্রদানে (بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ) না, তারা বুঝে না, অনুধাবন করতে পারছে না যে দুনিয়াতে আমি তাদেরকে মর্যাদা প্রদান করছি, কিন্তু আখিরাতে করব লাঞ্ছিত। তারপর ইহজীবনে কারা সৎকর্মে ও কল্যাণ লাভে অগ্রসরমান তার বর্ণনা প্রদান করে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

(اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ) যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে, প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে (مُّشْفِقُوْنَ) সন্ত্রস্ত, ভীত, তাদের জন্যেই রয়েছে আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ প্রদানে ত্বরা।

(وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাদিতে, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনে (يُؤْمِنُوْنَ) ঈমান আনে, বিশ্বাস করে, সত্যরূপে গ্রহণ করে তাদের জন্যে রয়েছে আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ প্রদানে ত্বরা।

(وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করে না, দেব দেবী ও মূর্তিগুলোকে, তাদের জন্যে রয়েছে আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ প্রদানে ত্বরা।

(٦٠) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ
(٦١) أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
(٦٢) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
(٦٣) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ
(٦٤) حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ

৬০. এবং যারা তারে প্রতিপালকের নিকট প্রত্যার্বতন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে।
৬১. তারাই দ্রত সম্পাদন করে কল্যাণ কর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়।
৬২. আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।
৬৩. বরং এই বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এছাড়া তাদের আরও কাজ আছে যা তারা করে থাকে।
৬৪. আর আমি যখন তাদের সম্পদশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করি তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে।

(وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ) এবং যারা যা দান করার তা দান করে, যা সাদাকা করার তা সাদাকা করে। আল্লাহ্র পথে যে ধন সম্পদ ব্যয় করার তা ব্যয় করে অপর ব্যাখ্যায় পুণ্যকর্ম করে (مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ) এমতাবস্থায় যে তাদের অন্তর থাকে সন্ত্রস্ত, ভীত (اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ) এ বিশ্বাসে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, আখিরাতে, না জানি এগুলো কবুল হয়নি।

(اُولٰٓئِكَ) তারাই, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যারা তারাই (يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ) দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ, পুন্যকর্মে দ্রুত অগ্রসর হয় (وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ) এবং তারাই তাতে অগ্রগামী হয়, এগিয়ে যায়।

(وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না, সামর্থের অতিরিক্ত কাজ কর্ম চাপিয়ে দেই না (وَلَدَيْنَا) এবং আমার নিকট আছে, আমার কাছে আছে (كِتٰبٌ) এক কিতাব, এ হচ্ছে রক্ষী ফিরিশ্তাদের দফতর, বান্দাদের পাপ ও পুণ্য সব লিপিবদ্ধ তাতে (يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ) যা সত্য ব্যক্ত করে, সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে তাদের জন্যে সাক্ষ্য দিবে (وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ) তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না, পুণ্য হ্রাস কিংবা পাপ বর্ধিত করা হবে না।

(بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ) বরং তাদের অন্তর, অর্থাৎ মক্কাবাসীদের তথা আবু জাহ্ল ও তার সঙ্গী-সাথীদের অন্তর (مِّنْ هٰذَا) এ বিষয়ে, উক্ত কিতাব সম্পর্কে অপর ব্যাখ্যায় কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন রয়েছে, অজ্ঞতা ও উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে (وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ) এতদ্ব্যতীত তাদের অন্য কাজ আছে, হে মুহাম্মদ ﷺ তাদেরকে সে কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন সেই ভাল কাজ ব্যতীত তাদের জন্যে নির্ধারিত তাক্দীরে লিপিবদ্ধ অন্য কাজ রয়েছে (هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ) তারা তা করে যাবে দুনিয়াতে, তাদের জন্যে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।

(حَتّٰى اِذَا اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ) আর আমি যখন তাদের সম্পদশালী লোকদেরকে, স্বৈরাচারী দাম্ভিক নেতৃবর্গকে অর্থাৎ আবু জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগীরা মাখযূমী, আস ইব্‌ন ওয়াইল সাহ্‌মী, উতবা, শায়বা ও তাদের সাথীদেরকে (بِالْعَذَابِ) ধৃত করি শাস্তি দ্বারা, সাত বছরব্যাপী দুর্ভিক্ষ দ্বারা (اِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ) তখন তারা আর্তনাদ করে উঠে, আহাজারী করতে থাকে। হে মুহাম্মদ ﷺ! তাদেরকে বলে দিন।

(٦٥) لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ
(٦٦) قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ
(٦٧) مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ
(٦٨) اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ
(٦٩) اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ
(٧٠) اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ

৬৫. তাদেরকে বলা হবে, আজ আর্তনাদ করো না তোমরা আমার সাহায্য পাবে না।
৬৬. আমার আয়াত তো তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হত; কিন্তু তোমরা পিছন ফিরে সরে পড়তে—
৬৭. দম্ভভরে এই বিষয়ে অর্থহীন গল্পগুজব করতে করতে।
৬৮. তবে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করে না? অথবা তাদের কাছে কি এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট আসেনি?
৬৯. অথবা তারা কি তাদের রাসূলকে চিনে না বলে তাঁকে অস্বীকার করে?
৭০. তারা কি বলে 'সে উন্মাদ'? বস্তুত সে তাদের নিকট সত্য এনেছে এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপসন্দ করে।

(لَاتَجْئَرُوْا الْيَوْمَ) আজ আর্তনাদ করো না, শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে আহাজারী করো না (اِنَّكُمْ مِّنَّا) তোমরা আমার থেকে, আমার শাস্তি থেকে (لَاتُنْصَرُوْنَ) সাহায্য পাবে না, রক্ষা পাবে না।

(قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ) আমার আয়াতগুলোতে পাঠ করা হত, পেশ করা হত (فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ) কিন্তু তোমরা পিছন ফিরে সরে পড়তে।

(مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ) এ নিয়ে দম্ভ প্রদর্শন করে, বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ নিয়ে অহংকার প্রদর্শন করে তোমরা বলতে যে, আমরাই এই ঘরের তত্ত্বাবধায়ক (سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ) উহার আশেপাশে গল্প গুজব ও গালি গালাজ করতে করতে, বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের আশেপাশে রাতের বেলায় গাল গল্প করতে করতে এবং মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর সাথীবৃন্দ ও কুরআনকে গালি দিতে দিতে।

(اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ) তবে কি তারা এ বাণী অনুধাবন করে না, কুরআন মজীদ সম্পর্কে এবং তাতে বর্ণিত শাস্তির বাণী সম্পর্কে তারা কি ভেবে দেখে না (مَّا لَمْ يَاْتِ) কিংবা তাদের নিকট কি এমন কিছু এসেছে, মক্কাবাসীদের নিকট কি মুক্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত এমন কোন ঘোষণা এসেছে (اٰبَآءَهُمُ) (الْاَوَّلِيْنَ) যা তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট আসেনি।

(اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ) অথবা তারা কিতাদের রাসূলকে চিনতে পারেনি, তাদের রাসূলের বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানেনি (فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ) আর তাই তাকে অস্বীকার করছে? প্রত্যাখ্যান করছে।

(اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ) অথবা তারা কি বলে? বরং তারা বলেই থাকে (جِنَّةٌ) যে সে উম্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ (بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ) বস্তুত সে তাদের নিকট সত্য এনেছে, মুহাম্মদ ﷺ তাদের নিকট কুরআন, তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী নিয়ে এসেছেন (وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ) অথচ তাদের অধিকাংশ সত্যকে, কুরআনকে অপসন্দ করে, অস্বীকার করে।

(٧١) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ؕ

(٧٢) اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

(٧٣) وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

(٧٤) وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ۝

(٧٥) وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

৭১. সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত তবে বিশৃংখল হয়ে পড়ত আকাশরাজি পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই। পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৭২. অথবা আপনি কি তাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই? আপনার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা।

৭৩. আপনি তো তাদেরকে সরলপথে আহ্বান করছেন।

৭৪. যারা আখিরাত বিশ্বাস করে না তারা তো সরল পথ হতে বিচ্যুত,

৭৫. আমি তাদেরকে দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে।

(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ) সত্য যদি তাদের কামনা বাসনার অনুগামী হত, তাদের কামনা অনুসারে যদি আকাশে একজন ইলাহ্ এবং পৃথিবীতে একজন ইলাহ্ থাকত (اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ) তবে বিশৃংখল হয়ে পড়ত আকাশরাজি, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সব কিছুই, সৃষ্টিগত (وَمَنْ فِيْهِنَّ) (بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ) পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, তাদের নবীর নিকট জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেছি কুরআনসহ, তাতে রয়েছে তাদের মর্যাদা ও সম্মান (فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ) কিন্তু তারা উপদেশ থেকে, তাদের মর্যাদাও সম্মান থেকে (مُّعْرِضُوْنَ) মুখ ফিরিয়ে নেয়, প্রত্যাখ্যান করে।

(اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا) অথবা আপনি চান, হে মুহাম্মদ ﷺ মক্কার অধিবাসীদের নিকট (فَخَرَاجُ) কোন প্রতি দান, পারিশ্রমিক আর সে কারণে তারা আপনার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না? (رَبِّكَ خَيْرٌ) আপনার প্রতিপালকের প্রতিদানই, জান্নাতে প্রাপ্য আপনার প্রতিপালকের দেওয়া বিনিময়ই শ্রেষ্ঠ দুনিয়াতে তাদের যা আছে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট (وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ) তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা, দুনিয়াতে এবং আখিরাতে সর্বোত্তম দাতা-দানশীল।

(وَإِنَّكَ) আর আপনি তো, হে মুহাম্মদ ﷺ ! (لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) তাদেরকে আহ্বান করছেন সরল পথের দিকে, আল্লাহ্‌র মনোনয়ন প্রাপ্ত দীন-ই-ইসলামের প্রতি।

(وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থানে ঈমান আনে না (عَنِ الصِّرَاطِ) তারা তো সরল পথ থেকে, আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে (لَنَاكِبُونَ) বিচ্যুত, স্খলিত।

(وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ) আমি যদি তাদেরকে দয়া করি, অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে (وَكَشَفْنَا) এবং তাদের দুঃখ দৈন্য দূর করি, দুর্ভিক্ষ-অভাব প্রত্যাহার করি (مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ) তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায়, কুফরী ও ভ্রান্তির মধ্যে (يَعْمَهُونَ) উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে, সত্য ও সৎপথ দেখবে না।

(٧٦) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

(٧٧) حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

(٧٨) وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

(٧٩) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

৭৬. আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, কিন্তু তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনত হল না এবং কাতর প্রার্থনাও করে না।

৭৭. অবশেষে যখন আমি তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই তখনই তারা এতে হতাশা হয়ে পড়ে।

৭৮. তিনিই তোমাদের জন্যে কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করে দিয়েছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

৭৯. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্র করা হবে।

(وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ) আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করলাম, অভাব ও দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা পাকড়াও করলাম (فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হল না, তাওহীদ ও একত্ববাদ গ্রহণ করত তাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করল না।

(حَتَّىٰ) অবশেষে, হে মুহাম্মদ ﷺ (إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ) যখন আমি তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির দরজা খুলে দিই, অভাব ও দুর্ভিক্ষ চালু করে দিই (إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) তখন তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়ে, নিরাশ হয়ে পড়ে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে।

(وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ) তিনিই তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, হে মক্কাবাসীরা, তোমাদের জন্যে সৃজন করেছেন (السَّمْعَ) কান, সেটির সাহায্যে তোমরা শুনতে পাও (وَالْأَبْصَارَ) চোখ, সেটির সাহায্যে দেখতে পাও (وَالْأَفْئِدَةَ) এবং অন্তর, অর্থাৎ হৃদয় সেটির সাহায্যে অনুধাবন কর (قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ) তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক, আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা করেন তার তুলনায় তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিতান্তই অল্প।

(وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন, সৃষ্টি করেছেন (وَإِلَيْهِ) (تُحْشَرُونَ) এবং তোমাদেরকে তাঁর নিকট একত্র করা হবে, মৃত্যুর পর অতঃপর তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।

(৮০) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

(৮১) بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ○

(৮২) قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ○

(৮৩) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○

(৮৪) قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

(৮৫) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

৮০. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই অধিকারে রাত ও দিনের পরিবর্তন। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

৮১. তা সত্ত্বেও তারা বলে, যেমন বলেছিল পূর্ববর্তীগণ।

৮২. তারা বলে আমাদের মৃত্যু ঘটলেও আমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?

৮৩. আমাদেরকে তো এই বিষয়েই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও। এটা তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৮৪. জিজ্ঞেস কর, 'এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার, যদি তোমরা জান'?

৮৫. তারা বলবে, আল্লাহ্‌র বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

(وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيِي) তিনিই জীবিত করবেন, পুনরুত্থানের জন্যে (وَيُمِيْتُ) এবং মৃত্যু ঘটাবেন, দুনিয়াতে (وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) রাত ও দিনের পরিবর্তন তাঁরই অধিকারে, দিন ও রাতের পরিবর্তন আগমন ও নির্গমন, বৃদ্ধি ও হ্রাস, রাত্রির অন্ধকার এবং দিনের আলোকরশ্মি এইসব কিছু তোমাদের জন্যে প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তা'আলা মৃতকে জীবিত করতে পারেন। (اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ) তবুও কি তোমরা বুঝবে না, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানে বিশ্বাস করবে না।

(بَلْ قَالُوْا) তা সত্ত্বেও তারা বলে, অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত মক্কার কাফিরেরা বলে (مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ) যেমন বলেছিল পূর্ববর্তীগণ, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থনকে যেমন অস্বীকার করেছিল পূর্ববর্তীগণ।

(قَالُوْآ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا) তারা বলে, 'আমরা যখন মৃত্যুবরণ করব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব, পঁচা মাটি ও জীর্ণ হাড্ডিতে পরিণত হব, তখনও কি (ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ) আমরা পুনরুত্থিত হব? মৃত্যুর পরে জীবিত হব?

(لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ) আমাদেরকে তো এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও, যে বিষয়ে হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, (اِنْ هٰذَآ) এটি তো, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি যা বলছেন তা তো সকলের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়, প্রাচীনকালের প্রাচীন (اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ) লোকদের মিথ্যা ও খারাপ কথা ব্যতীত কিছু নয়।

(قُلْ) জিজ্ঞেস করুন, 'হে মুহাম্মদ ﷺ মক্কার কাফিরদেরকে (لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ) এই পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা আছে, যে সৃষ্টি রয়েছে সেগুলো কার? (اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) উত্তর দাও যদি তোমরা জান।

(سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ) তারা বলবে আল্লাহ্র! বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ ঃ (اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ) তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? উপদেশ গ্রহণ করবে না? তারপর আল্লাহ্র আনুগত্য করবে না?

(٨٦) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

(٨٧) سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

(٨٨) قُلْ مَنْ ۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

(٨٩) سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ۝

(٩٠) بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

৮৬. জিজ্ঞেস কর সাত আসমান এবং মহা আরশের অধিপতি?
৮৭. তারা বলবে 'আল্লাহ্'। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?
৮৮. জিজ্ঞেস কর 'সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং তাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জান?
৮৯. তারা বলবে, আল্লাহ্র।' বল, তুবও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?।
৯০. বরং আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তারা তো নিশ্চিত মিথ্যাবাদী।

(قُلْ) জিজ্ঞেস করুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! এও জিজ্ঞেস করুন যে, (مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ) কে অধিপতি, সৃষ্টিকর্তা, এই সপ্ত আকাশ ও মহা আরশের? মহিমান্বিত মহা আসনের।

(سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ) তারা বলবে, আল্লাহ্, আল্লাহ্ই সেগুলো সৃজন করেছেন (قُلْ) বলুন, 'মুহাম্মদ ﷺ! তাদেরকে (اَفَلاَ تَتَّقُوْنَ) তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের উপাসনা পরিহার করবে না?

(قُلْ) জিজ্ঞেস করুন হে মুহাম্মদ ﷺ! তাদেরকে (مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ) সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? সব কিছুর ভাণ্ডার কার হাতে? (وَهُوَ يُجِيْرُ) যিনি কার্য পরিচালনা করেন, ফায়সালা করেন (وَلاَيُجَارُ عَلَيْهِ) এবং যার উপর পরিচালনাকারী নেই, ফায়সালাদাতা নেই। অপর ব্যাখ্যায় যিনি আশ্রয় দেন অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি জগতকে তাঁর শাস্তি থেকে মুক্তি দেন এবং যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই 'অর্থাৎ সৃষ্টির কেউ কাউকে তাঁর শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে না, (اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) যদি তোমরা জান তবে উত্তর দাও।

(سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ) তারা বলবে, "আল্লাহ্র, এসব কিছুই আল্লাহ্র হাতে, আল্লাহ্র কুদরাতের অধীন (قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ তাদেরকে (فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ) তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ? কেমন করে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যাচার করছ? অপর ব্যাখ্যায় হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি চেয়ে দেখুন তারা মিথ্যা অবলম্বন করে কীভাবে ফিরে যাচ্ছে।

(بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ) বরং আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি, কুরআন সহ জিব্রাঈল (আ)-কে নবীর নিকট প্রেরণ করেছি তাতে বিধৃত আছে যে, আল্লাহ্র কোন শরীক সমকক্ষ নেই, নেই কোন সন্তান সন্ততি (وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ) কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী, তাদের বক্তব্যে যে, ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র কন্যা।

(٩١) مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۙ

(٩٢) عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۟

(٩٣) قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ

(٩٤) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٩٥) وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۝

৯১. আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ্ নেই, যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ্ কত পবিত্র!

৯২. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

৯৩. বলুন, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হচ্ছে, আপনি যদি তা আমাকে দেখাতে চান,

৯৪. 'তবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

৯৫. আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি, আমি তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।

(مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ) আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, মানব সন্তানদের থেকে এবং সন্ততি বা কন্যা ও গ্রহণ করেন নি ফিরিশ্‌তাকুল থেকে (وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ) তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ্ নেই, কোন শরীক ও সমতুল্য নেই, যদি থাকত তারা যেরূপ বলছে সেরূপ অন্য ইলাহ্ যদি থাকত (اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ) তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত, নিজের সাথে নিয়ে যেত এবং প্রত্যেক ইলাহ্ তার নিজ সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব বজায় রেখে চলত। (وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ) এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত, একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করত তারা যা বলে, যে সকল মিথ্যা আরোপ করে (سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ) তাহতে আল্লাহ্ কত পবিত্র! আল্লাহ্ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করলেন, অপর ব্যাখ্যায় তাহতে আল্লাহ্ কত উর্ধ্বে।

(عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) তিনি পরিজ্ঞাত অদৃশ্য সম্পর্কে, অর্থাৎ বান্দার দৃষ্টি থেকে যা অগোচর সে সম্পর্কে অপর ব্যাখ্যায় ভবিষ্যতে যা সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে এবং দৃশ্য সম্পর্কে, বান্দা যা অবগত আছে সে সম্পর্কে অপর ব্যাখ্যায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে সে সম্পর্কে তারা যা শরীক করে, তার সাথে দেব-দেবী ও প্রতিমা তিনি তার উর্ধ্বে, তা থেকে মুক্ত।

(قُلْ) বল, হে মুহাম্মদ ﷺ (رَبِّ) হে আমার প্রতিপালক! ওগো প্রভু (اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ) যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হচ্ছে, যে শাস্তি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তুমি যদি তা আমাকে দেখাতে চাও।

(رَبِّ) হে আমার প্রতিপালক! ওগো প্রভু (فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ) তবে আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না, বদর যুদ্ধের দিনে কাফিরদের সাথী করো না। ওদের ন্যায় পরিণতি করো না।

(وَاِنَّا عَلٰى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ) আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি, বদর যুদ্ধের দিনে আসন্ন যে শাস্তির ঘোষণা দিচ্ছি হে মুহাম্মদ ﷺ! (لَقٰدِرُوْنَ) তা আপনাকে দেখাতে, আমি সক্ষম।

(৯৬) اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ

(৯৭) وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ

(৯৮) وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

(৯৯) حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ

(১০০) لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

৯৬. মন্দের মুকাবিলা করুন যা উত্তম তা দ্বারা, তারা যা বলে আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।
৯৭. বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে।
৯৮. হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে।
৯৯. যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর।
১০০. যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি।" না এটা হবার নয়। এটা তো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত।

(اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) মন্দের মুকাবিলা করুন যা উত্তম তা দ্বারা, অর্থাৎ আবু জাহ্‌ল ও তার সঙ্গী সাথীদের শিরকী উক্তি প্রতিহত ও প্রতিরোধ করুন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' দ্বারা অপর ব্যাখ্যায় তাদের মন্দ কথার জবাবে আপনি সালাম দিন। (نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ) তাবা যা বলে, মিথ্যা উক্তি করে, সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবহিত।

(وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ) এবং বলুন হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকি (هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ) শয়তানদের প্ররোচনা থেকে, কুমন্ত্রণা থেকে যার দ্বারা সে মানুষকে কুপোকাৎ করে।

(وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ) হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তাদের উপস্থিতি হতে, অর্থাৎ আমার সালাত আদায়কালে, কুরআন অধ্যয়নের সময় এবং মৃত্যুর মুহূর্তে আমার নিকট শয়তানদের উপস্থিতি হতে।

(حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ) যখন তাদের কার ও মৃত্যু উপস্থিত হয়, অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের কারও নিকট মৃত্যুদূত (মালাকুল মাওত) ও তার সহযোগীগণ উপস্থিত হন তার জান কবয করার জন্যে (قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ) তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন, দুনিয়ার দিকে।

(لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا) যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, এবং আপনার প্রতি ঈমান আনতে পারি (فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا) যা আমি পূর্বে করিনি, যা ইতিপূর্বে বর্জন ও অস্বীকার করেছিলাম (اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا) না,

তা হওয়ার নয়, নিশ্চিত দুনিয়ার দিকে তার আর প্রত্যাবর্তন হবে না। এটি তো এই প্রত্যাবর্তনের আকাংখা তো তার একটি উক্তি মাত্র, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা ব্যক্ত করবে কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না (وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ) তাদের সম্মুখে, সামনে (بَرْزَخٌ) বারযাখ থাকবে, অর্থাৎ কবর (اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ) পুরুত্থান দিন পর্যন্ত, কবর থেকে উঠা পর্যন্ত।

(١٠١) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝

(١٠٢) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(١٠٣) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝

(١٠٤) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۝

(١٠٥) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝

(١٠٦) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝

১০১. এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নেবে না,

১০২. এবং যাদের পাল্লা ভার হবে তারাই হবে সফলকাম,

১০৩. এবং যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

১০৪. আগুন তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে ফেলবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়!

১০৪. তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হত না? অথচ তোমরা সেই সকল অস্বীকার করতে।

১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়।

(فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ) এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, পুনরুত্থানের ফুৎকার (فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ) সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, সেই কিয়ামতের দিনে আত্মীয়তার বন্ধন কোন উপকারে আসবে না (وَلَا يَتَسَآءَلُوْنَ) এবং তারা একে অপরের খোঁজখবর নিবে না, এই সম্পর্কে তত্ত্ব তালাশ নিবে না।

(فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ) যাদের পাল্লা ভারী হবে, পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে (فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ) তারা হবে সফলকাম, আল্লাহ্‌র গযব অসন্তুষ্টি ও আযাব থেকে মুক্তি পাবে।

(وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه) আর যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে, পুণ্যের পাল্লা হাল্‌কা হবে (فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا) তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ) তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে, চিরদিন অবস্থান করবে, তাদের মৃত্যু ও হবে না এবং সেখান থেকে বেরও হতে পারবে না।

(تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ) আগুন তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে, প্রচণ্ড আগুন তাদের চেহারায় আঘাত করবে, অস্থি মজ্জা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে এবং তাদের গোশ্‌ত ভক্ষণ (وَهُمْ فِيْهَا) আর তারা সেথায় থাকবে, জাহান্নামে থাকবে (كٰلِحُوْنَ) বীভৎস চেহারায়, কালো কুচকুচে মুখমণ্ডল এবং নীলাভ চোখবিশিষ্ট হয়ে।

(اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ) তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, দুনিয়ার জীবনে তোমাদের নিকট কি আমার কুরআন (تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا) আবৃত্তি করা হত না? অথচ তোমরা সেই সকল আয়াতগুলো (تُكَذِّبُوْنَ) অস্বীকার করতে, প্রত্যাখ্যান করতে।

(قَالُوْا) তারা বলবে, জাহান্নামে অবস্থানরত কাফিররা বলবে' (رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল, যা আপনি লাওহে মাহফূযে আমাদের জন্যে লিপিবদ্ধ-অনিবার্য করে দিয়েছেন। ফলে আমরা ঈমান আনি নি (وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ) এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়, কাফির সম্প্রদায়।

(١٠٧) رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ

(١٠٨) قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ

(١٠٩) اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

(١١٠) فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ

(١١١) اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ

১০৭. হে আমাদের প্রতিপালক! 'এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর, তারপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব'।

১০৮. আল্লাহ্ বলবেন, তোরা হীন অবস্থায় এইখানেই থাক, এবং আমার সাথে কোন কথা বলিস্ না।

১০৯. আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

১১০. কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছি। তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।

১১১. আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।

(رَبَّنَآ) হে আমাদের প্রতিপালক! তা হতে জাহান্নামের আগুন হতে (اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا) আমাদেরকে রক্ষা করুন এরপর আমরা যদি পুনরায় ফিরে যাই কুফরীতে (فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ) তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব, নিজের প্রতি অবিচারকারী হব।

(قَالَ) তিনি বলবেন, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন' (اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ) তোরা হীন অবস্থায় এখানে থাক, অপদস্থ অবস্থায় জাহান্নামেই থাক, আমার সাথে কোন কথা বলিস্ না, জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার কোন নিবেদন পেশ করবি না আমার নিকট।

(اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ) আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল, ঈমানদার বান্দাগণ (يَقُوْلُوْنَ) তারা বলত, (رَبَّنَآ اٰمَنَّا) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, আপনার প্রতি, আপনার কিতাব ও রাসূলের প্রতি (فَاغْفِرْ لَنَا) আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের পাপরাশি (وَارْحَمْنَا) আমাদের প্রতি দয়া করুন আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না (وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ) আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু, জন্মদাতা পিতামাতার চাইতেও আপনি উত্তম দয়ালু।

(فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا) কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে, উপহাস কটুক্তি করতে (حَتّٰى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ) যে, তার তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল, তোমাদের সেই উপহাস তোমাদেরকে বিস্তৃত করে ছিল আমার একত্ববাদ ও আনুগত্যের কথা (وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ) তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে, কৌতুকচ্ছলে হাসাহাসি করতে।

(اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا) আমি আজ তাদের ধৈর্যের কারণে, আমার আনুগত্য ও তোমাদের নির্যাতনে ধৈর্য অবলম্বনের কারণে তাদেরকে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম, জান্নাত দিলাম (اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ) যে, তারাই হল সফলকাম, জান্নাত লাভে তারা ধন্য হয়েছে, এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েছে। হযরত সালমান (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতি আবূ জাহ্ল ও তার সাঙ্গ পাঙ্গদের কটুক্তি ও তিরস্কারের প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।

(١١٢) قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ۝
(١١٣) قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ۝
(١١٤) قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
(١١٥) اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۝

১১২. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?'

১১৩. তারা বলবে 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ আপনি না হয়, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন।

১১৪. তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে!

১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে যে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট ফিরে আসবে না?

(قَالَ) তিনি বলবেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন (كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ) পৃথিবীতে কবরে তোমরা কত বছর, কতদিন কত মাস (عَدَدَ سِنِيْنَ) অবস্থান করেছিলে?

(قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا) তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন, তারপর তাদের সন্দেহ সৃষ্টি হবে এবং বলবে, (اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) অথবা দিনের কিছু অংশ। তারপর তারা বলবে না এ ব্যাপারে আমাদের কিছু জানা নেই (فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ) বরং গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন, প্রহরী ফিরিশ্‌তাগণকে অপর ব্যাখ্যায় মালাকুল মাউত ও তাঁর সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করুন।

(قَالَ) তিনি বলবেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, (اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا) তোমরা অল্প কালই অবস্থান করেছিলে কবরে, তোমাদের জাহান্নামে অবস্থানের তুলনায় (لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) যদি তোমরা জানতে, অর্থাৎ যদি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন দুনিয়ায় অবস্থানকালে তোমরা যদি আমার নবীগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে, মেনে নিতে তবে তোমরা অবশ্যই জানতে যে, কবরে তোমরা অল্পকাল মাত্র অবস্থান করেছ। আয়াতে কিছুটা পূর্বাপর রয়েছে।

(اَفَحَسِبْتُمْ) তোমরা কি মনে করেছিলে, হে মক্কার অধিবাসীগণ! তোমরা কি ধারণা করেছিলে যে, (اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا) আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি, আদেশ নিষেধও পুরস্কার-শাস্তি ব্যতিরেকে অর্থহীন সৃজন করেছি (وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ) এবং তোমরা আমরা নিকট ফিরে আসবে না? মৃত্যুর পর।

(١١٦) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○

(١١٧) وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○

(١١٨) وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○

১১৬. মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি।

১১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে ডাকে অন্য ইলাহ্‌কে ঐ বিষয়ে তার নিকট কোন সনদ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না।

১১৮. বল হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ) মহিমান্বিত আল্লাহ্ই সন্তান-সন্ততি ও শরীক-সমতুল্য থেকে যিনি পবিত্র ও উর্ধ্বে (لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ) তিনি প্রকৃত মালিক তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি, মনোরম আসনের তিনি মালিক।

(وَمَنْ يَّدْعُ) যে ব্যক্তি ডাকে, উপাসনা করে (مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ) আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে, দেব-দেবী ও প্রতিমাকে (لَابُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ) ওই বিষয়ে তার নিকট কোন সনদ নেই, আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপাসনা করছে সেগুলোর সত্যায়নের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই (فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ) তার হিসাব, তার শাস্তি (عِنْدَ رَبِّهٖ) তার প্রতিপালকের নিকট থেকে, আখিরাতে (اِنَّهٗ لَايُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ) নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না, আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তি থেকে তারা মুক্তি পাবে না এবং নিরাপদ থাকবে না।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ (رَبِّ اغْفِرْ) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন, অর্থাৎ আমার উম্মাতের গুনাহ্ মাফ করে দিন (وَارْحَمْ) এবং দয়া করুন, আমার উম্মাতের প্রতি তাদেরকে শাস্তিও আযাব দিবেন না, (وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ) আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু, অনন্য করুণাময়।

سُوْرَةُ النُّوْرِ

সূরা নূর

মদীনায় অবতীর্ণ, ৬৪ আয়াত, ১৩১৬ শব্দ, ৫৯৮০ অক্ষর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ঃ

(١) سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

(٢) اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১. এটি একটি সূরা এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এটির বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

২. ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ কশাঘাত করবে, আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌ এবং পরকালের বিশ্বাস হও মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

(سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا) 'এটি একটি সূরা এটি আমি অবতীর্ণ করেছি' সম্পর্কে তিনি বলেন, অর্থাৎ আমি জিবরাঈল (আ)-কে এই সূরা সহ প্রেরণ করেছি, আয়াতে 'হা (ه) সর্বনাম দ্বারা সূরা বুঝানো হয়েছে, এবং এটির বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি। সূরার মধ্যে হালাল ও হারামের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি (وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا) এতে আমি অবতীর্ণ করেছি খোলাখুলি বর্ণনা করেছি (اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, আদেশ-নিষেধ, ফরযসমূহ ও দণ্ডবিধি সম্বলিত আয়াতসমূহ (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর, আদেশ নিষেধের ঘোষণা শুনে উপদেশ গ্রহণ কর এবং নির্ধারিত সীমালংঘন না কর।

(اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ) ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী, উভয়ে যদি অবিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় (فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا) তাদের প্রত্যেককে, ব্যভিচারের দায়ে (مِائَةَ جَلْدَةٍ) একশত কশাঘাত করবে,

চাবুক মারবে, আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগে (وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ) তাদের প্রতি দয়া যেন কোমলতা যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে দণ্ড প্রতিষ্ঠায় (اِنْ كُنْتُمْ) যদি তোমরা, মূলত তোমরা (تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) আল্লাহ্‌ে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপনকারী হও (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ) তাদের শাস্তি যেন প্রত্যক্ষ করে, তাদের উপর শাস্তি কার্যকরী করণের সময় যেন উপস্থিত থাকে (مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের এক দল, একজন হউক কিংবা দু'জন কিংবা তার অতিরিক্ত; যাতে তারা শাস্তির যথার্থ প্রয়োগ-নিশ্চিত করে।

(٣) اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٤) وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৩. ব্যভিচারী-ব্যভিচারিনীকে অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণী-তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিয়ে করে না মু'মিনদের জন্যে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪. যারা স্বাধীন রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না তারই তো সত্যত্যাগী।

(اَلزَّانِىْ) ব্যভিচারী, কিতাবী তথা ইয়াহূদী-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রকাশ্যে ব্যভিচারী পুরুষ (لَا يَنْكِحُ) বিবাহ করে না, বিয়ে করে না (اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً) ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক নারী ব্যতীত, কিতাবী সম্প্রদায়ের ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক সম্প্রদায়ের নারী ব্যতীত অন্য কাউকে (وَالزَّانِيَةُ) এবং ব্যভিচারিণী নারীকে, কিতাবী সম্প্রদায় কিংবা মুশরিক সম্প্রদায়ের ব্যভিচারিণী মহিলাকে (لَا يَنْكِحُهَا) বিবাহ করে না, বিয়ে করে না (اِلَّا زَانٍ) ব্যভিচারী পুরুষ, কিতাবী ব্যভিচারী পুরুষ (اَوْ مُشْرِكٌ) অথবা মুশিরিক ব্যতীত অন্য কেউ, আরবের শিরকবাদী পুরুষ ব্যতীত অন্য কেউ। (وَحُرِّمَ) এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ কিতাবী ব্যভিচারিণী মহিলা এবং মুশরিক মহিলাদের বিবাহ করা করানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের জন্যে।

মদীনায় এককালে কতক কিতাবী ও মুশরিক ব্যভিচারিণী মহিলা বসবাস করত। তারা প্রকাশ্যে কদর্য পতিতা বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। তাদের অর্থ উপার্জন ও সচ্ছলতা দেখে কতক সাহাবী তাদেরকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবা-ই-কিরাম তাঁদের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। অপর ব্যাখ্যায়, ব্যভিচারী পুরুষ মুসলমান হউক আর কিতাবী হউক ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তার মতই ব্যভিচারে অভ্যস্ত রমণীর সাথে। সে রমণী মুসলিমও হতে পারে। কিতাবীও হতে পারে কিংবা শিরকবাদীও হতে পারে। আর ব্যভিচারিণী মহিলা হউক কিংবা কিতাবী কিংবা শিরকবাদী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় অন্য এক ব্যভিচারিণী পুরুষের সাথে পুরুষটি মুসলিমও হতে পারে কিতাবী কিংবা শিরকবাদীও হতে পারে। এই যিনা ব্যভিচার ঈমানদারদের জন্যে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ) যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সতী স্বাধীন মুসলমান মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ جَلْدَةً) এবং চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত করে না, ন্যায়পরায়ণ চারজন মুসলমান স্বাক্ষী উপস্থিত করে না (فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ) তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে, অপবাদের শাস্তিস্বরূপ (جَلْدَةً وَّلَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا) এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না (وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ) এরাই তো সত্যত্যাগী, ব্যভিচারের অপবাদ তৈরী করে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়।

(৫) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(৬) وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ

(৭) وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

(৮) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ

৫. তবে যদি এরপর তারা তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে-আল্লাহ্ তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৬. এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দেয় অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন স্বাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে সে অবশ্যই সত্যবাদী,
৭. এবং পঞ্চম বারে বলবে, যে সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র লা'নত।'
৮. তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।

(اِلَّا الَّذِيْنَ) তবে যদি এরপর, অপবাদ আরোপের পর (تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا) তারা তাওবা করে এবং সংশোধন করে, তাদের ও তাদের প্রতিপালকের মধ্যকার সম্পর্ক পরিশুদ্ধ করে (فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ) আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল. তাওবাকারীর প্রতি (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু, তাওবার উপর যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের প্রতি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ও তার সাথীদেরকে উপলক্ষ করে আয়াতটি শুরু থেকে এ পর্যন্ত নাযিল হয়েছে।

(وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ) যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, স্ত্রীদেরকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়। (وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ) অথচ নিজেদের ব্যতীত তাদের কোন স্বাক্ষী নেই, তাদের বক্তব্যের পক্ষে (فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ) তবে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করবে যে, সে পুরুষ লোকটি একে একে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে যে, সেই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই যে, আমি (اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ) অবশ্যই সত্যবাদী, স্ত্রী সম্পর্কিত বক্তব্যে।

(وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ) এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার উপর লা'নত নেমে আসবে, পঞ্চমবারে বলবে যে, সে ব্যক্তির নিজের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত অবতীর্ণ হবে (اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ) যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, স্ত্রী সম্পর্কিত বক্তব্যে।

(وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ) তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে, অর্থাৎ বিচারক সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর রজম বা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি রহিত করে দিবেন (اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ) যদি সেই মহিলা চার বার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, স্ত্রীটি যদি চারবার বলে, সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই যে, (اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ) সে অর্থাৎ তার স্বামী মিথ্যাবাদী, তার সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তব্যে।

(৯) وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٩﴾

(১০) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

(১১) اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١﴾

৯. এবং পঞ্চমবারে বলে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র গযব।

১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না, এবং সাক্ষী তাওবা কবুলকারী ও প্রজ্ঞাময়।

১১. যারা এ অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল, এটাকে তোমরা তোমাদের জন্যে অনিষ্টকর মনে করো না বরং এটা তো তোমাদের জন্যে কল্যাণকর তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপ কাজের ফল। এবং তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্যে আছে কঠিন মহা শাস্তি।

(اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ) (وَالْخَامِسَةَ) এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার উপর মহিলার নিজের উপর আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসবে (اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ) যদি সে, তার স্বামী সত্যবাদী হয়, তার সম্পর্কে প্রদত্ত স্বামীর বক্তব্যে।

(وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুগ্রহও দয়া না থাকলে, তোমাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী তা তিনি প্রকাশ করে দিতেন সুস্পষ্টভাবে (وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ) এবং আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, যারা তাওবা করে তাদের পাপ মোচনকারী ও (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়, ব্যভিচারে মিথ্যা অপবাদের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে লি'আন বিধি তথা পরস্পর অভিসম্পাতের বিধান প্রবর্তন করেছেন। আয়াতটি নাযিল হলো আসিম ইব্‌ন আ'দী আনসারী (রা)-কে উপলক্ষ করে। তিনি এ সমস্যায় পড়েছিলেন।

(اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ) যারা এই অপবাদ রচনা করেছে, মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে (بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ) তারা তো তোমাদেরই একটি দল, তোমাদের মধ্যেই একদল লোক। আয়াতটি নাযিল হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল মুনাফিক, হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর খালাত ভাই মিসতাহ ইব্‌ন উসাসা (রা), আব্‌বাদ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব, হামনা বিন্‌ত জাহ্‌শ আসাদী প্রমুখ পুরুষ ও মহিলাকে উপলক্ষ করে। তারা হযরত আয়েশা (রা) ও সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন

মুআত্তাল (রা)-কে কেন্দ্র করে যে মিথ্যা রটনা করেছিল সে উপলক্ষে। এটিকে তোমরা অর্থাৎ হযরত আয়েশা ও সাফ্ওয়ান (রা) সম্পর্কিত রটনাকে তোমরা তোমাদের জন্যে আখিরাতে (لَاتَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ) অনিষ্টকর মনে করো না বরং তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, সাওয়াব প্রাপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে (خَيْرٌ لَّكُمْ) (لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ) তাদের প্রত্যেকের জন্যে আছে, হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত সাফ্ওয়ান (রা)-কে নিয়ে যারা বিরূপ মন্তব্য করেছে তাদের প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে (مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ) তাদের কৃত পাপ কর্মের ফল, নিজ নিজ কুকর্ম অনুযায়ী (وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ) এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এটির ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছে এবং চরম অশালীন মন্তব্য করেছে অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই (لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ) তার জন্যে কঠিন শাস্তি, দুনিয়াতে আইনানুযায়ী দণ্ড ভোগ আর আখিরাতে জাহান্নাম।

(١٢) لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ
(١٣) لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ
(١٤) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

১২. যখন তারা একথা শুনল তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীগণ কেন নিজ লোকদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা করেনি এবং বলিনি, 'এটি' তো সুস্পষ্ট অপবাদ'।

১৩. তারা কেন এই ব্যাপারে চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত করে নি যেহেতু তারা স্বাক্ষী উপস্থিত করে নি, সে কারণে তারা আল্লাহ্র নিকট মিথ্যাবাদী।

১৪. দুনিয়াও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্যে কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত।

(لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ) একথা শোনার পর, হযরত আয়েশা (রা) ও সাফ্ওয়ান (রা) সম্পর্কিত মিথ্যা অপবাদ শ্রবণ করার পর (ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ) মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে, তাদের মাতাদের বিষয়ে (خَيْرًا) সৎধারণা করেনি, অর্থাৎ হে মু'মিনগণ তোমরা নিজেদের মায়ের ব্যাপারে এ ধরনের মিথ্যা সংবাদ শ্রবণ করলে যেমন তা অবিশ্বাস কর সৎধারণা করতে মু'মিন কুল জননী হযরত আয়েশা (রা)-এর ক্ষেত্রে তোমরা সেরূপ ধারণা করলে না কেন? (وَّقَالُوْا) এবং বলনি, তোমরা কেন বলনি (هٰذَآ) এটি তো, এই অপবাদ তো (اِفْكٌ مُّبِيْنٌ) স্পষ্ট মিথ্যা, প্রকাশ্য মিথ্যা।

(بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ) (لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ) তারা কেন উপস্থিত করেনি এই ব্যাপারে, তাদের বক্তব্যের পক্ষে চারিজন সাক্ষী, ন্যায়পরায়ণ তাহলে সাক্ষীগণ তাদের সত্যায়ন করত। (فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ) যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, চারজন সাক্ষী আনেনি (فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ) সে কারণে তারা আল্লাহ্র বিধানে মিথ্যাবাদী। তারপর যে সকল লোক হযরত আয়েশা (রা) ও সাফ্ওয়ান (রা) সম্পর্কে অপবাদ রটায়নি বটে কিন্তু কানাঘুষা ও সমালোচনা করেছে তাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে যে।

(وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ) দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র দয়া, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত না থাকলে যাতে তোমরা লিপ্ত ছিলে, হযরত আয়েশা

(রা) ও হযরত সাফ্‌ওয়ানের (রা) সমালোচনায় লিপ্ত ছিলে (لَمَسَّكُمْ فِى مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ) সেজন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করত, আপতিত হত (عَذَابٌ عَظِيْمٌ) কঠিন শাস্তি, দুনিয়া ও আখিরাতে ভীষণ শাস্তি।

(١٥) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ

(١٦) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

(١٧) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

(١٨) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

১৫. যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়িয়েছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা এটাকে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহ্‌র নিকট এটি ছিল গুরুতর বিষয়।

১৬. এবং তোমরা যখন এটা শুনতে পেলে তখন কেন বললে না। 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়, আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!'

১৭. আল্লাহ্ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মু'মিন হও, তবে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করে না।

১৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ) যখন তোমরা মুখে মুখে এটি ছড়াচ্ছিলে, একের থেকে অন্যে নিয়ে আবার তৃতীয়জনের নিকট বর্ণনা করছিলে (مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) এবং মুখে ব্যক্ত করছিলে, এমন একটি বিষয় যার কোন জ্ঞান তোমাদের নিকট ছিল না, ছিল না কোন দলীল দস্তাবিজ (تَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا) আর তোমরা এটিকে, অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত সাফ্‌ওয়ান (রা) সম্পর্কিত অপবাদকে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, ক্ষুদ্র পাপ মনে করেছিলে (وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ) যদিও আল্লাহ্‌র নিকট এটি ছিল গুরুতর, শাস্তি প্রদানের, দৃষ্টিকোণ থেকে।

(وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ) এবং তোমরা যখন এটি শ্রবণ করলে, হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত সাফ্‌ওয়ান (রা) সম্পর্কিত অপবাদ শুনলে (قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنَ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا) তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা, এ মিথ্যা নিয়ে আলোচনা করা আমাদের উচিত নয়, আমাদের জন্যে জায়িয নয় (سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ) আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। এটি তো এক গুরুতর অপবাদ, জঘন্য মিথ্যা।

(يَعِظُكُمُ اللّٰهُ) আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, সতর্ক করে দিচ্ছেন এবং নিষেধ করে দিচ্ছেন (اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖ اَبَدًا) যে, কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না, এ ধরনের আচরণ পুনরায় করো না (اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক, অর্থাৎ যেহেতু তোমরা ঈমানদার বিশ্বাস স্থাপনকারী।

(وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত (عَلِيْمٌ) এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তোমাদের কথাবার্তা সম্বন্ধে অবগত (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়, তোমাদের জন্যে দণ্ড বিধির বিধান ঘোষণায়।

(১৯) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(২০) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

(২১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

১৯. যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্যে আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না।

২০. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না এবং আল্লাহ্ দয়াবান ও পরম দয়ালু।

২১. হে মু'মিনগণ তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার, প্রচার-প্রকাশ কামনা করে অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ও তার সাথীরা (لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى) তাদের জন্যে আছে মর্মান্তিক শাস্তি দুনিয়াতে, (الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ) কশাঘাত ও আখিরাতে, আগুনে দহন, বিশেষত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এর জন্যে (وَاللّٰهُ يَعْلَمُ) এবং আল্লাহ্ জানেন, যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ও হযরত সাফ্ওয়ান (রা) ব্যভিচারে লিপ্ত হননি (وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ) তোমরা জানান তা।

(وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, যারা হযরত আয়েশা (রা) ও সাফ্ওয়ান (রা) সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করেনি তাদের উপর যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না, (وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ) আল্লাহ্ দয়াবান ও পরম দয়ালু, মু'মিনদের প্রতি। তারপর তাদের শয়তানের অনুসরণ থেকে বারণ করত আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে মু'মিনগণ! যারা ঈমান এনেছে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (لَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ) তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। শয়তানের শোভন আকর্ষণ ও কুমন্ত্রণার অনুসরণ করো না (وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ) কেউ শয়তানের পদাংক, শোভন ও কুমন্ত্রণার অনুসরণ করলে শয়তান তো নির্দেশ দেয় অশ্লীতার কুকর্মের ও কুকথার (فَاِنَّهُ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) এবং মন্দ কাজের, যা শরী'আত ও সুন্নাত মুতাবিক সৎ নয় সে কাজের। (وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র দয়াও অনুগ্রহ না থাকলে, সততার ও সৎকর্মের তাওফীক প্রদান সম্পর্কিত অনুগ্রহ না থাকলে (مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا) তোমাদের কেউ এখনও পবিত্র হতে পারতে না, একত্ববাদ গ্রহণ ও সৎকর্মশীল হতে পারতো না (وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ) তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপযুক্ত তাকে, পবিত্র করে থাকেন, সৎ-কাজের তাওফীক দান করেন সৎকর্মশীল বানিয়ে দেন (وَاللّٰهُ

(سَمِيْعٌ) এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, শোনেন তোমাদের কথাবার্তা (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ) অবগত তোমাদের সম্পর্কে এবং তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে। হযরত মিসতাহ্ (রা) ও তাঁর সাথীগণ হযরত আয়েশা (রা)-এর সমালোচনায় অংশগ্রহণ করায় হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর এ সকল আত্মীয়দের প্রতি দান-খয়রাত, সাহায্য সহযোগিতা করবেন না বলে শপথ করেছিলেন, এই প্রেক্ষাপটে তাঁকে উপলক্ষ করে পরবর্তী আয়াত নাযিল হয় ঃ

(٢٢) وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(٢٣) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

২২. তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ করে না যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৩. যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যে আছে মহাশাস্তি।

(وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী, ধন সম্পদের মালিক তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে, এ ব্যাপারে শপথ গ্রহণ তাদের উচিত নয় (أَنْ يُؤْتُوا) যে, তারা কিছুই দিবে না আত্মীয় স্বজনকে, কিছুই দান করবে না, ব্যয় করবে না আত্মীয়দের (أُولِي الْقُرْبَىٰ) জন্যে। মিসতাহ ইব্ন উসাদা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর খালাতো ভাই ছিলেন। (وَالْمَسَاكِيْنَ) অভাব গ্রস্তকে, মিসতাহ (রা) অভাবগ্রস্ত ছিলেন (وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا) এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে, আল্লাহ্র আনুগত্যে যারা দেশত্যাগ করেছে তাদেরকে, মিসতাহ (রা) মুহাজির ছিলেন, তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে, ছেড়ে দেয় এবং উপেক্ষা করে দোষ ত্রুটি মার্জনা করে দেয় (اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ) তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? হে আবূ বকর (রা)! তুমি কি চাও না যে আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করেন? (وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ) এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু, তাওবাকারীদের প্রতি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই হযরত আবূ বকর (রা) বলে উঠলেন, হ্যাঁ অবশ্যই হে আমার প্রতিপালক! আমি তা চাই, এখন থেকেই আমি আমার আত্মীয়দের প্রতি আবার সহানুভূতিশীল হব এবং তাদের উপকার করব। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ও তার সাথী যারা হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত সাফওয়ান (রা) সম্পর্কে সমালোচনা করেছিল তাদেরকে উপলক্ষ করে নাযিল হল।

(اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ) যারা অপবাদ আরোপ করে, যিনা ব্যভিচারের, সাধ্বী, স্বাধীন সরল মনা, যিনা ব্যভিচার সম্পর্কে কোন ধারণাই যাদের মনে নেই (الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ) পবিত্রা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি, আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনকারিণী মহিলার প্রতি অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি

(لُعِنُوْا) তারা অভিশপ্ত হবে,. শাস্তিপ্রাপ্ত হবে (فِى الدُّنْيَا) দুনিয়াতে, কশাঘাত ও বেত্রদণ্ড ভোগ করে (وَالْاٰخِرَةِ) ও আখিরাতে, জাহান্নামে দগ্ধ হয়ে, অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই এর এই পরিণতি হবে, (وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ) এবং তাদের জন্যে আছে মহাশাস্তি, দুনিয়ার শাস্তির অপেক্ষা মহা কঠিন শাস্তি।

(٢٤) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(٢٥) يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

(٢٦) اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

২৪. যে দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।

২৫. সেই দিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক,

২৬. দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্যে দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিতা নারীর জন্যে, সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্যে লোকে যা বলে তারা তা থেকে পবিত্র। তাদের জন্যে আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

(يَوْمَ) সে দিন, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন (تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (اَلْسِنَتُهُمْ) তাদের জিহ্বা, তাদের কথাবার্তা সম্পর্কে (وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে, দুনিয়াতে যা করেছে সে সম্বন্ধে।

(يَوْمَئِذٍ) সে দিন, কিয়ামতের দিন (يُوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ) আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন, ন্যায়পরায়ণতার সাথে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দিবেন (وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ) এবং তারা জানবে, আল্লাহ্ই, অর্থাৎ তাদের দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্ তা'আলা যা যা বলেছিলেন তার সবই (هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ) সুস্পষ্ট সত্য, তাদেরকে উপলক্ষ করে আরও নাযিল হল।

(اَلْخَبِيْثٰتُ) কদর্যগুলো, কদর্য কথা ও কাজ (لِلْخَبِيْثِيْنَ) মন্দলোকদের জন্যে, পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে অপর ব্যাখ্যায় ওইগুলো এদের জন্যেই সাজে (وَالْخَبِيْثُوْنَ) এবং মন্দলোকগুলো, পুরুষ মহিলা (لِلْخَبِيْثٰتِ) কদর্যগুলোর জন্যে, কদর্য কথা ও কাজের জন্যে, তারা এগুলোই অনুসরণ করে। অপর ব্যাখ্যায় তাদের জন্যে এ কদর্য গুলোই যথোপযুক্ত। অপর ব্যাখ্যায় দুশ্চরিত্রা নারী অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় অংশগ্রহণকারিণী হামনা বিন্‌ত জাহ্‌শ হলো দুশ্চরিত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই এবং তার সাথীরা এবং হাসসান ইব্‌ন সাবিতের জন্যে অর্থাৎ তাদের সাথে তুলনীয়া। আর দুশ্চরিত্র পুরুষগণ অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ও তার সাথীরা দুশ্চরিত্রা মহিলাদের জন্যে যারা হযরত আয়েশা (রা)-এর কুৎসা রটনা করেছিল অর্থাৎ তাদের সাথে তুল্য। (وَالطَّيِّبٰتُ) আর ভালগুলো, ভাল কথাও কাজ (لِلطَّيِّبِيْنَ) ভাল-লোকদের জন্যে, ভাল পুরুষ ও ভাল নারীদের জন্যে অপর ব্যাখ্যায় এগুলো তাদের জন্যেই মানায়

(وَالطَّيِّبُوْنَ) এবং ভাল লোকগুলো, ভাল পুরুষ ও নারী (لِلطَّيِّبٰتِ) ভাল বিষয়ের জন্যে, ভাল কথার জন্যে তা এ গুলোরই অনুসরণ করে অপর ব্যাখ্যায় এরা সেগুলোরই উপযুক্ত। অপর ব্যাখ্যায় সচ্চরিত্রা মহিলা অর্থাৎ হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা) সচ্চরিত্র পুরুষের জন্যে অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর জন্যে এবং তাঁর সাথে তুলনীয়া। এবং সচ্চরিত্র পুরুষ অর্থাৎ নবী কারীম ﷺ সচ্চরিত্রা মহিলাদের জন্যে অর্থাৎ হযরত আয়েশার (রা) জন্যে এবং তাঁর সাথেই তুলনীয়। (اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ) তারা, অর্থাৎ হযরত আয়েশা ও সাফ্ওয়ান (রা) লোকে যা বলে, তাদের স্পর্কে যে মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করে তা থেকে, (لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ) এদের জন্যে আছে ক্ষমা, তাদের পাপরাশির দুনিয়ায় (وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ) এবং আছে সম্মানজনক জীবিকা, জান্নাতের মধ্যে। ব্যাখ্যায় এসেছে যে, কেউ যদি কোন নারী ও পুরুষের সুনাম করে ওই নারী-পুরুষ বাস্তবে ও এরূপ সুনাম পাওয়ার যোগ্য হয় তবে সত্যবাদী। যে বা যারা শুনবে তারা বলবে নিশ্চয়ই ওই দু'জনের চরিত্র তাই। আর যখন কেউ কোন মন্দ পুরুষ ও মন্দ রমণীর সমালোচনা করে মূলত তারা সেই সমালোচনার যোগ্য তবে সে সত্যবাদী যারা তা শুনবে তারা বলবে হ্যাঁ তাই।

(২৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

(২৮) فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

২৭. হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

২৮. যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও তা হলে সেখানে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না, তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'ফিরে যাও', তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমরা যা তোমাদের জন্য উত্তম এবং কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বিনানুমতিতে একের ঘরে অপরের প্রবেশ নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) হে ঈমানদারগণ! যারা ঈমান এনছে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি (لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ) তোমাদের নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করো না, তোমাদের জন্যে অন্যের ঘরে প্রবেশ করা বৈধ নয় (حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا) গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে, অর্থাৎ প্রথমে সালাম করবে তারপর অনুমতি চেয়ে বলবে, 'আসতে পারি কি?' আয়াতে আগ-পর হয়েছে। (ذٰلِكُمْ) এটিই, সালাম প্রদান ও অনুমতি গ্রহণ (خَيْرٌ لَّكُمْ) তোমাদের জন্যে শ্রেয়, এবং অধিক কল্যাণকর (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ) যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর, শিক্ষা গ্রহণ কর, তারপর বিনানুমতিতে একের ঘরে অন্যজন প্রবেশ না কর।

(فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا) যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও, গৃহে কাউকে না পাও যে অনুমতি দিতে পারে (فَلَاتَدْخُلُوْهَا) তাহলে তাতে প্রবেশ করো না, অনুমতি ছাড়া (حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ) যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়, প্রবেশ করার (وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا) যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে

যাও, অর্থাৎ যদি তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয় (فَارْجِعُوْا) তবে তোমরা ফিরে যাবে, মানুষের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে না, (هُوَ) এটিই, ফিরে যাওয়াটাই (اَزْكٰى لَكُمْ) তোমাদের জন্যে উত্তম, অধিক কল্যাণকর মানুষের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে। তোমরা যা কর, অনুমতি গ্রহণ ও অন্যান্য সকল কর্ম (وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ) সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত, অতঃপর কেউ বসবাস করে না অন্যের এমন গৃহে বিনানুমতিতে প্রবেশ অনুমোদন করলেন। এগুলো হল সরাইখানা ও মুসাফির খানা জাতীয় গৃহ। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

(২৯) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝

(৩০) قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

(৩১) وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

২৯. যে গৃহে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের জন্যে দ্রব্য সমাগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনও পাপ নেই এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

৩০. মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, এটাই তাদের জন্যে উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত।

৩১. মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে তারা নে যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্ দিকে ফিরে এসো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারে।

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) আমাদের কোন পাপ নেই, দোষ নেই (اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا) যে গৃহে কেউ বাস করে না সে গৃহে প্রবেশে, অর্থাৎ সে গৃহে সুনির্দিষ্ট কোন বসবাসকারী নেই। যেমন সরাইখানা ইত্যাদি (غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ) সেখানে তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী থাকলে, এবং তোমাদের জন্যে কল্যাণকর কিছু থাকলে যেমন গ্রীষ্মকালে গরম থেকে রক্ষা পাওয়া এবং শীতকালে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাওয়া, (وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ) এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর, অনুমতি প্রার্থনা ও সালাম প্রদান (وَمَا تَكْتُمُوْنَ) এবং যা তোমরা গোপন কর, সালামের উত্তর প্রদান ও অনুমতি দান, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দৃষ্টিশক্তির ও যৌনাঙ্গের অপব্যবহার থেকে সংরক্ষণের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ

(قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদেরকে বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! (يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ) তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, নিষিদ্ধ ও হারাম দর্শন থেকে দৃষ্টিকে বিরত রাখে এবং আলাপকালে অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত থেকে রক্ষা করে (وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ) এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, নিষিদ্ধ ব্যবহার থেকে (ذٰلِكَ) এটিই, যৌনাঙ্গ ও দৃষ্টিশক্তির হিফাযত করা (اَزْكٰى لَهُمْ) তাদের জন্যে উত্তম, উৎকৃষ্ট ও অধিক কল্যাণকর (اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ) তারা যা করে, ভাল ও মন্দ আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত।

(وَقُلْ) এবং বলুন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! (لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ) মু'মিন নারীদেরকে তারা যেন সংযত রাখে, বিরত রাখে (مِنْ اَبْصَارِهِنَّ) তাদের দৃষ্টিকে, হারাম ও নিষিদ্ধ দর্শন থেকে, পর পুরুষের দিকে তাকানো এবং আলাপকালে অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত প্রদান থেকে (وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ) এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, হারাম ও নিষিদ্ধ ব্যবহার থেকে (وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ) এবং তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে, জামা-কাপড় তা ব্যতীত তাদের আভরণ, বাজুবন্দ, চুড়ি, গয়না (اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) প্রকাশ না করে, প্রদর্শন না করে (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ) এবং তারা যেন ছড়িয়ে দেয় তাদের মাথার কাপড়, প্রলম্বিত করে দেয় উড়না (وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ) তাদের গলা ও বুকের উপর, ঘাড়ে ও বুকে এবং তা ভাল করে জড়িয়ে নেয়, তারপর পুনরায় সাজসজ্জা সম্পর্কে বলছেন, তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পতি (اَوْ اٰبَآئِهِنَّ) পিতা, জন্মদাতা হোক কিংবা দুধপান সম্পর্কীয় (اَوْ اٰبَآءِ) (بُعُوْلَتِهِنَّ) শ্বশুর, স্বামীর পিতা (اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ) পুত্র, জন্মসূত্রে কিংবা দুধ পান করানো সূত্রে (اَوْ اَبْنَآءِ) (بُعُوْلَتِهِنَّ) স্বামীর পুত্র, স্বামীর অন্য পুত্র (اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ) ভাই রক্তসূত্রে কিংবা দুধপান সূত্রে ভাতিজা রক্তসূত্রে কিংবা দুধপান সূত্রে ভাগনে রক্ত সূত্রে কিংবা দুধপান সূত্রে (اَوْ نِسَآئِهِنَّ) আপন নারীগণ, আপন ধর্মাবলম্বী মুসলিম মহিলাগণ, কারণ ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক মহিলাদের জন্যে ঈমানদার মহিলাকে বিবস্ত্র দেখা জায়িয নয় (اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ) তাদের মালিকানাধীন দাসী, ক্রীতদাসী, ক্রীতদাস এবর অন্তর্ভুক্ত নয় (اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ, যারা তাদের স্বামীর সেবায় নিয়োজিত থাকে অর্থাৎ খোজা ও অশীতিপর বৃদ্ধ (اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ) এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক, নাবালক ছেলে, বয়স স্বল্পতার কারণে যারা মহিলাদের সাথে সঙ্গম করতে পারে না এবং মহিলাগণও তাদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারে না, নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গোপন বিষয় সম্পর্কে যারা মোটেই অবগত নয় (وَلَايَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ) ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, কোন অসৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত উপরোক্ত লোকের নিকট আভরণ প্রকাশে মহিলাদের কোন দোষ নেই। তারা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, নুপুরে নুপুরে ঠোকাঠুকি লেগে শব্দ হওয়ার জন্যে এক পা দ্বারা যেন অপর পায়ে আঘাত না করে গোপন আভরণ লুক্কায়িত শোভা অর্থাৎ নুপুর ও কংকন প্রকাশের জন্যে। (وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ) হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর ছোট বড় সকল পাপ থেকে আল্লাহ্র নিকট তাওবা কর (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার, আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করতে পার। তারপর যাদের স্বামী কিংবা স্ত্রী নেই সে সকল ছেলে-মেয়ে ভাই বোনের বিবাহের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

(৩২) وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(৩৩) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীহীন পুরুষ (আইয়িম) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দিবেন, আল্লাহ্ নিজ আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।

৩৩. যাদের বিবাহের সামর্থ নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। তোমাদের দাসীগণ সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না, আর যে তাদের বাধ্য করে তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(وَأَنْكِحُوْا) বিবাহ সম্পাদন করে দাও, বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও (الْأَيَامٰى مِنْكُمْ) তোমাদের মধ্যে যারা 'আইয়িম' তাদের, স্বামীবিহীন কন্যা ও ভাগ্নিদের অপর ব্যাখ্যায় স্ত্রীহীন তোমাদের ছেলে ও ভাইদের (وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদের, বিবাহের ব্যবস্থা কর তোমাদের পুণ্যবান দাস-দাসীদের অভাবগ্রস্ত হলে, অর্থাৎ স্বাধীন লোকজন দরিদ্র হলে (إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ) আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন আপন অনুগ্রহে, তাঁর জীবিকা সরবরাহ করে (وَاللّٰهُ وَاسِعٌ) আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, দাস-মালিক সবার রিযক ও জীবিকা সরবরাহ করেন (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ, অবগত আছেন তাদের রিযক সম্বন্ধে।

(وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا) যাদের বিবাহের সামর্থ নেই, বিয়ে করার মত অর্থ সংগতি নেই, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যিনা ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করে (حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ) যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে, জীবিকা সরবরাহ করে, অভাব মুক্ত করে দেন, হুওয়াইব ইবন আবদুল উয্যা এর জনৈক ক্রীতদাস তার নিকট 'চুক্তিবদ্ধ দাসে' পরিণত হওয়ার আবেদন করেছিল কিন্তু তিনি তাকে সেই সুযোগ দেননি, এ উপলক্ষে নাযিল হল (وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (فَكَاتِبُوْهُمْ) এবং তোমাদের দাস-দাসীদের, ক্রীত দাসদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চাইলে, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا) তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও যদি তোমরা তাদের মধ্যে মংগলের সন্ধান পাও, কল্যাণ ও চুক্তি পূরণের আভাস পাও (وَآتُوْهُمْ) এবং তোমরা তাদেরকে দান কর, অর্থাৎ হে লোক সকল। তোমরা ওই চুক্তিবদ্ধ দাসদেরকে দান কর (مِنْ مَّالِ

(اللّٰه الَّذِىْ اٰتٰكُمْ) আল্লাহ্ আমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তা হতে, যাতে তারা তাদের চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে পারে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এতে মালিক পক্ষকে চুক্তিপণের $\frac{1}{৩}$ অংশ ক্ষমা করে দিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই মুনাফিক ও তার সাথীদের কতক ক্রীতদাসী ছিল। ক্রীতদাসীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের মাধ্যমে এবং তাদের ছেলে মেয়েদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের লোভে তারা ক্রীত দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করত। এ প্রেক্ষিতে এ অপকর্মকে হারাম ঘোষণা করে এবং তাদেরকে এটি থেকে বারণ করে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন (وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ) তোমাদের যুবতীদেরকে, দাসীদেরকে বাধ্য করো না, জবরদস্তি করো না ব্যভিচারিণী হতে, যিনা ও অবৈধ কর্মে লিপ্ত হতে (اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا) যদি তারা সততা রক্ষণ করতে চায়, যিনা থেকে পবিত্র থাকতে চায় (لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) পার্থিব জীবনের ধন লালসায়, তাদেরও তাদের ছেলে মেয়েদের মাধ্যমে অর্থ-উপার্জনের লোভে (وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ) আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, দাসীদেরকে জোরপূর্বক যিনা ব্যভিচারে নিয়োজিত করে (فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ) তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর এবং তাদের তাওবা করার পর (غَفُوْرٌ) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু, তাদের প্রতি তাদের মৃত্যুর পরও।

(٣٤) وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

(٣٥) اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۭ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ۭ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْۗءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۭ نُوْرٌ عَلٰي نُوْرٍ ۭ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

৩৪. আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।

৩৫. আল্লাহ্ আকাশরাজি ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপধার যার মধ্যে আছে এক বাতি, বাতিটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল তারকার মত। এটা জ্বালানো হয় পূত পবিত্র যায়তূন গাছের তেল দ্বারা। যা পূর্বমুখীও নয়, পশ্চিমমুখীও নয়। আগুন তাঁকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

(وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ) আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত, অর্থাৎ আমি জিব্‌রাঈলকে তোমাদের নবীর নিকট প্রেরণ করেছি হালাল-হারাম আদেশ এবং ব্যভিচার, অশ্লীলতা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত সুস্পষ্ট আয়াত সহ (وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ) এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত, তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার ও কাফিরদের স্বভাব-চরিত্র আচার আচরণের বর্ণনা (وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ) এবং মুত্তাকীদের জন্যে উপদেশ, অশ্লীলতা ও ব্যাভিচারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা।

(اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আল্লাহ্ আকাশরাজি ও পৃথিবীর জ্যোতি, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের হিদায়াতকারী আল্লাহ্ দুই রীতিতে হিদায়াত করে থাকেন। এক লক্ষ্যবস্তু সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়া দুই লক্ষ্যবস্তুর পরিচয় প্রদান করা। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা সুসজ্জিতকারী আকাশকে সুশোভিত করেন তারকারাজি, নক্ষত্রমণ্ডলী দ্বারা, আর পৃথিবীকে তরুলতা উদ্ভিদ ও প্রাণি দ্বারা। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ আকাশের অধিবাসীদের এবং পৃথিবীর অধিবাসী ঈমানদারদের অন্তকরণসমূহ জ্যোতির্ময়কারী (مَثَلُ نُوْرِهٖ) তাঁর জ্যোতির্ময় উপমা, ঈমানদারদের জ্যোতির্ময় উপমা আর ব্যাখ্যায় ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহ্র জ্যোতির উপমা (كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ) যেমন একট দীপাধার, তাক (اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ) যার মধ্যে আছে একটি বাতি, আয়াতে পূর্বাপর রয়েছে। বলা হয়েছে যে মিশকাত শব্দটি মিসবাহ্-এর ন্যায়। মিসবাহ্ অর্থ বাতি। (প্রদীপটি) বাতিটি (اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا) একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, হীরক নির্মিত ফানুসের মধ্যে রক্ষিত (কাঁচের আবরণটি) ফানুসটি স্থাপিত তাকের মধ্যে। হাবশী ভাষায় 'মিশ্কাত' হল নিশ্ছিদ্র তাক। (كَوْكَبٌ) উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত, বুধ (উজরিদ) বৃহস্পতি (মুশতারী) শুক্র (যুহরা), বাহরাম ও শনি (যুহল) এই আলোক উজ্জ্বল পাঁচটি গ্রহের একটির ন্যায় (دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ) এটি প্রজ্বলিত করা হয় পূত পবিত্র যায়তূন বৃক্ষের তেল দ্বারা। এই প্রদীপের জন্যে তেল সংগ্রহ করা হয় বরকতময় যায়তূন বৃক্ষের তেল থেকে (لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ) যা পূর্বেরও নয় পশ্চিমেরও নয়, বৃক্ষটি অবস্থিত পর্বতের চূড়ায় সমতল ভূমিতে যেখানে পূর্ব দিকেরও ছায়া পড়ে না পশ্চিম দিকেরও ছায়া পড়ে না। অপর ব্যাখ্যায় বৃক্ষটি এমন অবস্থানে অবস্থিত যেখানে সকালেও সূর্যের তাপ পৌছে না বিকালেও নয়। আগুন সেটিকে স্পর্শ না করলে যেন সেটির তেল, ওই বৃক্ষের তেল (يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ) উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, খোসার নিচে হতে জ্যোতির উপর জ্যোতি, এট হলো জ্যোতির উপর জ্যোতি। প্রদীপ তো জ্যোতির্ময়, ফানুসটিও জ্যোর্তিময়। সর্বোপরি তেলও জ্যোতির্ময়। আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতির দিকে পথ নির্দেশ করেন। তাঁর জ্যোতি অর্থাৎ মারিফাত ও পরিচিতি দ্বারা ভূষিত করেন।

অপর ব্যাখ্যায় তাঁর দীন দ্বারা সম্মানিত করেন (مَنْ يَّشَآءُ) যাকে ইচ্ছা, যে তার যোগ্য অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাঁর জ্যোতির উপমা, অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-এর জ্যোতির উপমা, তাঁর পূর্ব পুরুষগণের পৃষ্ঠদেশে তাঁর জ্যোতির এরূপেই বিদ্যমান ছিল। "এটি প্রজ্বলিত করা হয় বরকতময় বৃক্ষ থেকে" অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ) এর পৃষ্ঠদেশে অবস্থানকালে ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর নূর বা জ্যোতি নিষ্ঠাবান ও মুসলিমরূপে ছিল। যায়তূন অর্থাৎ সত্য দীন। "পূর্বের ও নয় পশ্চিমেরও নয়" অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ) ইয়াহূদীও ছিলেন না খৃষ্টানও ছিলেন না। "সেটির তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে" অর্থাৎ পিতার পৃষ্ঠদেশে অবস্থানকালে ও হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর আমল ও কর্ম এভাবে প্রদীপ্ত ছিল। "বরকতময় বৃক্ষ থেকে প্রজ্বলিত হয়" অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ-এর নূর ও জ্যোতি এমন যে, "আগুন স্পর্শ না করলেও" অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ) নবী না হলেও তাঁর জ্যোতি এরূপ থাকতই। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, "আগুন স্পর্শ না করলে" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ) কে যদি মর্যাদা দান না করতেন তবে তিনি এ নূর পেতেন না। অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে এ নূর দ্বারা মর্যাদাবান না করতেন সে এ নূর পেত না। (وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ) আল্লাহ্ মানুষের জন্যে উপমা দিয়ে থাকেন, এ ভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নিকট তাঁর পরিচিতি প্রকাশ করে থাকেন (وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ) আল্লাহ্ সব বিষয়ে, বান্দাকে মর্যাদাবান ও সম্মানিত করা সম্পর্কে (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞ, অবগত। এটি একটি উপমা, আল্লাহ্ তাঁর পরিচিতি প্রকাশের জন্যে এটি

ব্যবহার করেছেন। এটা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মারিফাত ও পরিচিতি লাভের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন এবং এর প্রশংসা উৎকৃষ্টতা বর্ণনা করেছেন যাতে এটি অর্জন করে তারা আল্লাহ্‌র শোকর প্রকাশ করে। অর্থাৎ প্রদীপ যেমন নূর ও আলো এটি দ্বারা পথের সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি মারিফাত বা আল্লাহ্‌র পরিচিতি হচ্ছে নূর– আলো, এটি দ্বারা সত্য পথের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার ফানুস বা লণ্ঠন যেমন উপকারী আলো, আল্লাহ্‌র মা'রিফাতও এক প্রকারের নূর ও আলো এর সাহায্যে হিদায়াত তথা সত্য পথ পাওয়া যায়। আবার উজ্জ্বল নক্ষত্র দ্বারা যেমন জলে-স্থলে অন্ধকারে সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায় তেমনি আল্লাহ্‌র মা'রিফাত দ্বারা কুফরী আর শিরকের অন্ধকারে সঠিক ও সত্য পথের সন্ধান পাওয়া যায়। লণ্ঠনের তেল যেমন বরকতময় যায়তূন বৃক্ষ থেকে আসে তেমনি বান্দার নিকট মা'রিফাত ও আসে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। যায়তূন বৃক্ষ যেমন পূর্বেরও নয় পশ্চিমেরও নয়, তেমনি ঈমানদানের দীন ও সত্যনিষ্ঠ দ্বীন ইয়াহূদীবাদও নয় খৃস্টানবাদও নয়। যায়তূন বৃক্ষের তেল যেমন আগুন ছাড়াও দেদীপ্যমান তেমনি ঈমানদার লোকদের ঈমানের কাঠামোগুলোও প্রশংসার্হ গ্রহণীয়, সেগুলোর সাথে অতিরিক্ত ফযীলত সংযোজিত না হলেও। প্রদীপ লণ্ঠন এবং তাক যেমন জ্যোতির উপর জ্যোতি তেমনি আল্লাহ্‌র মা'রিফাতের জ্যোতি, মু'মিনের অন্তরের জ্যোতি, মু'মিনের হৃদয়ের জ্যোতি, মারিফাতের প্রবেশ পথ জ্যোতি, নির্গমন পথ জ্যোতি এসব জ্যোতির উপর জ্যোতি। "আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে" অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইহার যোগ্য আল্লাহ্ তাকে এই নূর ও জ্যোতি প্রদান করত মহিমান্বিত করেন। এই হলো আল্লাহ্ তা'আলার মারিফাত ও পরিচিতির বর্ণনা।

(٣٦) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

(٣٧) رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

৩৬. সেই সকল গৃহ যাকে সমুন্নত করতে এবং যাকে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

৩৭. সেই সব লোক যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য এর কেনা-বেচা আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্থ হয়ে পড়বে।

(فِىْ بُيُوْتٍ) সেই সকল গৃহে, অর্থাৎ এই লণ্ঠনগুলো ঝুলন্ত রয়েছে সেই সকল গৃহে। অপর ব্যখ্যায় এই সকল গৃহ (اَذِنَ اللّٰهُ) যাকে সমুন্নত করতে, নির্মল করতে, (اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا) এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে, অর্থাৎ মসজিদগুলোতে তাঁর একত্ববাদ আলোচনা করতে (اسْمُهٗ) আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, আদেশ করেছেন (يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا) তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা হয়, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা হয় (بِالْغُدُوِّ) সেগুলোতে মসজিদ গুলোতে সেকালে, প্রত্যুষে ফজরের সালাত (وَالْاٰصَالِ) এবং সন্ধ্যায়, বিকেলে যুহর, আসর, মাগরিব ও ই'শার সালাত।

(رِجَالٌ لَّاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ) সেসব লোক যাদের ব্যবসা বাণিজ্য, লাভজনক লেনদেন (وَّلَابَيْعٌ) এবং ক্রয়-বিক্রয়, নগদ নগদ আদান প্রদান বিরত রাখে না, উদাসীন, করতে পারে না (عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র যিকর থেকে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে। অপর ব্যাখ্যায় পাঁচ ওয়াক্তের সালাত থেকে (وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ) এবং

সালাত কায়েম থেকে, উযু, রুকু, সিজ্‌দা এবং আনুষঙ্গিক অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া সহ যথা সময়ে সালাত আদায় থেকে (وَاِيْتَاۤءِ الزَّكٰوةِ) ও যাকাত প্রদান থেকে, তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করা থেকে (يَخَافُوْنَ يَوْمًا) তারা ভয় করে সেদিনকে, সেদিনের শাস্তিকে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের শাস্তি (تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ) যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, ক্ষণে, ক্ষণে, তারা অন্যকে চিনতে পারবে, পরক্ষণে আবার চিনতে পারবে না।

(٣٨) لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(٣٩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاۤءً حَتّٰۤى اِذَا جَاۤءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

(٤٠) اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ

৩৮. যাতে তারা যে আমল করে সেজন্য আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

৩৯. যারা কুফরী করে তাদের আমল মরুভূমির মরীচিকার মত, পিপাসার্ত যাকে পনি মনে করে থাকে, কিন্তু সে তার নিকট উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছু নয় এবং সে পাবে সেখানে আল্লাহ্‌কে, তারপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৪০. অথবা তাদের আমল গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকারের মত যাকে আচ্ছন্ন করে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকার পুঞ্জ স্তরের উপর স্তর এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্যে কোন জ্যোতিই নেই।

(لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا) যাতে তারা যে কর্ম করে তার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন, দুনিয়াতে যা কর্ম করে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেন (وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ) এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন, তাঁর দানশীলতার প্রেক্ষিতে একের বদলে নয় করে প্রদান করেন (وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিসীম জীবিকা দান করেন, কোন সীমা পরিসীমায় এবং কোন প্রকারের খোঁটা দেয়া ব্যতীত।

(وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا) যারা কুফরী করে, মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে এবং কুরআন সম্পর্কে (اَعْمَالُهُمْ) তাদের কর্ম, আখিরাতে তাদের কর্মের উপমা হলো (كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ) মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পৃথিবীর অংশ বিশেষে মরীচিকার ন্যায় (يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاۤءً) পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দূর থেকে সেটিকে পানি মনে করে (حَتّٰۤى اِذَا جَاۤءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا) কিন্তু সে সেটির নিকট উপস্থিত হলে দেখে সেটি কিছু নয়, পান করার মত কিছু নয়, তেমনি কাফির ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাঁর কর্মের কোন সাওয়াব পাবে না। (وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ حِسَابَهٗ) এবং সে পাবে সেখানে আল্লাহ্‌কে, এবং সে আল্লাহর নিকট পাবে তার পাপের শাস্তি, অপর ব্যাখ্যায় সে আল্লাহ্‌কে পাবে এমন অবস্থায় সে, আল্লাহ্ তাকে শাস্তিদানের জন্যে

প্রস্তুত। তারপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দিবেন, পরিপূর্ণ প্রান করবেন (وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ) আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তাৎপর, কঠিন শাস্তিদাতা অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ যখন হিসাব গ্রহণ করবেন তখন দ্রুত হিসাব কর্ম সমাধা করবেন।

(اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ) অথবা গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকারের ন্যায়, অর্থাৎ কাফির হৃদয়ে সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রবৃত্তি যেন গভীর সমুদ্রের সুগভীর তলদেশের অন্ধকার (لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ) যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, সমুদ্রকে আচ্ছাদিত করে রাখে ঢেউয়ের উপর ঢেউ একের পেছনে অপর ঢেউ (مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ) যার উর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, কাফির লোকের হৃদয়ও অনুরূপ, এর হৃদয়ে সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রবৃত্তি হলো সমুদ্র তলদেশের অন্ধকারে ন্যায়। তার হৃদয়ে যেন গভীর সমুদ্র তার বুক ভয়ংকর তরঙ্গের মত এবং তার মন্দ কাজ কর্ম মেঘমালা তুল্য। ফলে ওই হৃদয় দ্বারা সে কোন উপকার লাভ করতে পারে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ـ

আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর করে দিয়েছেন তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে এরূপ (ظُلُمٰتٌ) (بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا) অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর এমন কি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না, গহীন অন্ধকারের কারণে। তেমনি কাফির ব্যক্তি তার অন্তরের ঘন নিকষ কালো অন্ধকারের কারণে সত্য ও হিদায়াত দেখতে পাবে না (وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا) আল্লাহ্ যাকে জ্যোতিদান করেন না, দুনিয়ার জীবনে তার মা'রিফাত ও পরিচিতি দান করেন না (فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ) তার জন্যে কোন জ্যোতি নেই, আখিরাতেও সে মা'রিফাত লাভ করতে পারবে না। অপর ব্যাখ্যায় দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ঈমান দ্বারা বিভূষিত করবে না আখিরাতেও সে ঈমান লাভ করতে পরবে না।

(٤١) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

(٤٢) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

৪১. তুমি কি দেখ না যে, আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখিগুলো আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার ইবাদতের এবং পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

৪২. আকাশরাজি ও পৃথিবীর সর্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাওয়ার স্থান।

(اَلَمْ تَرَ) আপনি কি দেখেন না, কুরআনের মাধ্যমে অবগত হননি হে মুহাম্মাদ ﷺ (اَنَّ لِلسَّمٰوٰتِ) (يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ) যে, আকাশরাজিতে যারা আছে, ফিরিশতাকুল (صَلَاتَهٗ) এবং পৃথিবীতে যারা আছে, ঈমানদার বান্দাগণ, তারা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সালাত নিবেদন করে এবং উড়ন্ত পাখি কুল, ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখিকুল মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্র প্রত্যেকেই, এদের জানে তাঁর প্রার্থনার পদ্ধতি যার জন্যে সালাত নিবেদন করা হয় তাঁর সালাতের (وَتَسْبِيْحَهٗ) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি, যার মহিমা ঘোষণা করা হয় তার জন্যে

নিবেদিত মহিমার পদ্ধতি, অপর ব্যাখ্যায় যারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সালাত নিবেদন করে এবং মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্ তাদের সালাত ও তাসবীহ্ সম্পর্কে অবগত (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ) তারা যা করে ভাল ও মন্দ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আকাশরাজি ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব, আকাশের ভাণ্ডার বৃষ্টি এবং পৃথিবীর ভান্ডার উদ্ভিদরাজি আল্লাহ্ তা'আলারই মালিকানাধীন (وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ) এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন, মৃত্যুর পর ফিরে যাওয়ার স্থান।

(٤٣) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۝

(٤٤) يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ۝

(٤٥) وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৪৩. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তারপর সেগুলোকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জিভূত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য হতে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা আকাশের শিলা স্তুপ হতে, তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং তা দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

৪৪. আল্লাহ্ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্যে।

৪৫. আল্লাহ্ সমস্ত জীবন সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, উহা তাদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

(اَلَمْ تَرَ) আপনি কি দেখেন না, কুরআনের মাধ্যমে আপনি কি অবগত হননি হে মুহাম্মদ ﷺ! (اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا) আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন, পরিচালিত করেন মেঘমালাকে (ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ) তারপর তাদেরকে একত্রিত করেন, মেঘমালাকে পরস্পর মিলিত করেন (ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا) তারপর পুঞ্জীভূত করেন, এক খণ্ডকে অপর খণ্ডের উপর স্থাপন করেন, অপর ব্যাখ্যায় প্রথমত পুঞ্জীভূত করেন তারপর একত্রিত করেন আয়াতে আগপর রয়েছে। (فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ) তারপর আপনি দেখতে পান তার মধ্য থেকে নির্গত হয়, মেঘমালার মধ্য থেকে বর্ষিত হয়, বারিধারা বৃষ্টি (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا) আকাশস্থিত শিলাস্তুপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা, অর্থাৎ আকাশে বিদ্যমান শিলা-পর্বত থেকে নাযিল করেন শিলা গুঁড়ি (مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ) এবং এটি দ্বারা তিনি আঘাত করেন, আল্লাহ্ তা'আলা শিলা দ্বারা শাস্তি দেন (مَنْ يَّشَآءُ) যাকে ইচ্ছা, যে এরূপ শাস্তির যোগ্য (وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ) এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর থেকে এটি অন্য দিকে সরিয়ে দেন, যার থেকে ইচ্ছা এই শাস্তি সরিয়ে নেন। (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ) এটির বিদ্যুৎ ঝলক, মেঘের বিদ্যুৎ চমক (يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ) দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়, প্রচণ্ড আলোক রশ্মির প্রভাবে।

(يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ) আল্লাহ্ দিবস ও রাতের পরিবর্তন ঘটান, রাতের অবসান করিয়ে দিনকে উপস্থিত করেন আবার দিনকে নিয়ে রাত আনেন, এই হল দিন রাতের পরিবর্তন। (اِنَّ فِى ذٰلِكَ) এর মধ্যে রয়েছে, দিন রাতের পরিবর্তন ও উপরোল্লেখিত অন্যান্য বর্ণনার মধ্যে রয়েছে (لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ) অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্যে শিক্ষা, দীনদারদের জন্যে অপর ব্যাখ্যায় চক্ষুষ্মানদের জন্যে নিদর্শন।

(وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ) আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবী পৃষ্ঠে বিদ্যমান সকল প্রাণী সৃজন করেছেন (مِّنْ مَّآءٍ) পানি থেকে, নর ও নারীর বীর্য থেকে (فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ) সেগুলোর কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, যেমন সাপ ইত্যাদি (وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ) কতক দুপায়ে চলে, যেমন মানুষ ইত্যাদি (وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ) আর কতক চলে চারি পায়ে, চতুষ্পদ জন্তু (يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ) আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করেন (اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ) আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান, সৃজন ও অন্যান্য সকল কার্যে সক্ষম।

(٤٦) لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۗ وَ اللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝
(٤٧) وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۗ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৪৬. আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।
৪৭. তারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করলাম, কিন্তু এর পর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, বস্তুত তারা মু'মিন নয়।

(لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ) আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত আয়াত সহ জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেছি (وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, যে যোগ্য (صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, মজবুত সুদৃঢ় ও তাঁর মনোনীত দীনের পথ দেখান এবং তা দিয়ে সম্মানিত করেন, অর্থাৎ দীন-ই-ইসলামের প্রতি পরিচালিত করেন। কোন এক সময় হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) এর মাঝে এক খণ্ড জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। বিবাদ মীমাংসার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে যাওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হলে হযরত উসমান (রা) -এর পক্ষের লোকেরা তাঁকে বলেছিল মীমাংসার জন্যে হযরত আলীর (রা) সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে যাবেন না। কেননা তিনি ﷺ আলী (রা)-এর কিছুটা ঝুঁকে যেতে পারেন। তাই উসমান (রা)-এর পক্ষের লোকদের সমালোচনায় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন।

(وَيَقُوْلُوْنَ) তারা বলে, হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর গোত্রের লোকেরা বলে (اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ) আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনে আমরা অকপট সত্যবাদী (وَاَطَعْنَا) এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করলাম, যে সকল ব্যাপারে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে সে কল বিষয়ে (ثُمَّ) কিন্তু এরপর, এ স্বীকৃতি প্রদানের পর (يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ) তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ্‌র বিধান থেকে (وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ) বস্তুত তারা মু'মিন নয়, ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী নয়।

(٤٨) وَإِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ
(٤٩) وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
(٥٠) أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ ۚ بَلْ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
(٥١) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

৪৮. এবং যখন তাদেরকে আহবান করা হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেওয়ার জন্যে তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৯. আর যদি তাদের প্রাপ্য থাকে তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটে আসে।

৫০. তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে? না তারা সন্দেহ পোষণ করে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন? বরং তারাই তো যালিম।

৫১. মু'মিনদের উক্তি তো এই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর তারাই তো সফলকাম।

(وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ) যখন তাদেরকে আহবান করা হয় আল্লাহ্‌র দিকে, আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে (وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا) এবং তাঁর রাসূলের দিকে তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্যে, যে রাসূল ﷺ আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিবেন (فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ) তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলে ﷺ-এর ফায়সালা থেকে (مُّعْرِضُوْنَ)।

(وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ) আর যদি তাদের প্রাপ্য থাকে, ফায়সালা যদি উসমান (রা)-এর লোকদের পক্ষে যায় (يَأْتُوْٓا اِلَيْهِ) তাহলে তারা তাঁর নিকট ছুটে আসে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ছুটে আসে (مُذْعِنِيْنَ) বিনীতভাবে, অনুগত হয়ে দ্রুতগতিতে।

(اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ) তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, সন্দেহ ও কপটতা আছে। (اَمِ ارْتَابُوْٓا) না তারা সংশয় পোষণ করে, বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ সম্পর্কে তারা সংশয় পোষণ করে (اَمْ يَخَافُوْنَ) না তারা ভয় করে যে, শংকাবোধ করে যে, (اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন, ফায়সালা প্রদানের সময় (بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ) বরং তারাই তো যালিম, নিজেদের ক্ষতি সাধনকারী। মূলত ঈমানের দাবীতে তারা ছিল মুনাফিক ও খাঁটি মু'মিনদের কথা আলোচনা করছেন।

(اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের উক্তি তো এই, খাঁটি মু'মিন যারা তাদের উক্তি তো এই, যেমন হযরত আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে হযরত উসমান (রা) বলেছিলেন, "আমি বরং আপনার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে যাব এবং তাঁর ফায়সালা সানন্দচিত্তে মেনে নেব," এ প্রেক্ষিতে তাঁর প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, নিষ্ঠাবান মু'মিনদের বক্তব্য এই (اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ) যখন তাদেরকে আহবান করা হয় আল্লাহ্‌র দিকে, আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে (وَرَسُوْلِهٖ) এবং তাঁর রাসূলের দিকে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাহ্ এর দিকে (لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেওয়ার জন্য, যে আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবিক আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিবেন (اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا)

তখন তারা বলে "আমরা শুনলাম, সাড়া দিলাম গ্রহণ করলাম" (وَأَطَعْنَا) এবং মেনে নিলাম আমাদেরকে যা আদেশ করা হলো তা মেনে নিলাম (وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) আর তারাই তো সফলকাম, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে মুক্তি লাভকারী। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা)। হযরত উসমান (রা) প্রিয় নবী ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আপনি যদি চান তবে আমার সব সম্পদ আমি আল্লাহ্‌র পথে দান করে দিব," এ প্রেক্ষিতে হযরত উসমান (রা)-কে উপলক্ষ করে নাযিল হলো।

(٥٢) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

(٥٣) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(٥٤) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

৫২. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।

৫৩. তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তারা বের হবে আপনি বলুন শপথ করো না, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৫৪. বলুন, আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী, এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়া।

(وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, মীমাংসার ক্ষেত্রে (وَيَخْشَ اللَّهَ) আল্লাহ্‌কে ভয় করে, অতীত বিষয়ে (وَيَتَّقْهِ) এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে, ভবিষ্যতের কাজ কর্মে (فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) তারাই সফলকাম, জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ ও জান্নাত পেয়ে ধন্য হবে।

(وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র শপথ করে, হযরত উসমান (রা) সুদৃঢ় শপথ করে বলেছিলেন (لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ) আপনি যদি তাদেরকে আদেশ করেন তবে বের করে দিবে, হযরত উসমান (রা) দিয়ে দিবেন তাঁর সকল সম্পদ (قُلْ) বল, হে মুহাম্মাদ ﷺ! তাদেরকে লক্ষ্য করে (لَا تُقْسِمُوا) শপথ করবেন না, কসম করবেন না (طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) যথার্থ আনুগত্যই কাম্য, শপথ করাটা ভাল আনুগত্য বলে যদি তা বাস্তবায়িত করেন তবে তোমরা সেই সুন্দর সুনির্দিষ্ট আনুগত্য প্রদর্শন কর যা আমি তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছি। তোমরা যা কর, ভাল ও মন্দ (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ অবগত।

(قُلْ) বল, হে মুহাম্মাদ ﷺ! হযরত উসমান (রা)-এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا) তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, ফরয তথা অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলোতে (الرَّسُولَ) এবং রাসূলের আনুগত্য

কর, সুন্নাতসমূহে এবং বিচারের মীমাংসায় (فَاِنْ تَوَلَّوْا) তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে (فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ) তবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তিনি দায়ী, তাবলীগ প্রচারের জন্যে তিনি এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমাদেরকে তাঁর আহবান ও ডাকে সাড়া দেয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে ত্রুটির জন্যে তোমরা দায়ী (وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ) এবং তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা নির্দেশ করেছেন তা পালন করলে (تَهْتَدُوْا) সৎপথ পাবে, গোমরাহী ও ভ্রান্তি থেকে (وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ) রাসূলের কাজ তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে।

(৫৫) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ○

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুত দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্য তাদের জন্যে সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্যে পসন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, তারপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।

(وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে, হে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণ (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) এবং সৎকর্ম করে, নিজেদের প্রতিপালকের সাথে সুসম্পর্ক রাখে (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ) আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, এক পক্ষের পরে আরেক পক্ষকে (كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে, বনী ইসরাঈলের ইউশা ইব্‌ন নূন, কালিব ইব্‌ন ইউহান্না প্রমুখকে। অপর ব্যাখ্যায় তাদেরকে আমি মক্কা ভূমিতে পৌছিয়ে দেব। যেমন তাদের পূর্বে বনী ইসরাঈলকে পৌছিয়ে দিয়েছিলাম তাদের জন্মভূমিতে তাদের শত্রু ধ্বংস করার পর। (وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ) এবং তাদের জন্যে অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন, প্রকাশিত করবেন (الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ) তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন, নির্ধারিত করেছেন এবং তাদের জন্যে সে দীনের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন (وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ) এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে, মক্কায় শত্রু ভীতির পরিবর্তে (اَمْنًا) তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন, তাদের শত্রু পক্ষকে ধ্বংস করার পর (يَعْبُدُوْنَنِىْ) তারা আমার ইবাদত করবে, অর্থাৎ মক্কায় পৌছে তারা যেন আমার ইবাদত করতে পারে (لَا يُشْرِكُوْنَ) এবং আমার কোন শরীক স্থির করবে না, দেব দেবীগণকে (وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ) এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, দীনকে সুদৃঢ়করণ এবং ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা দানের পর কেউ কুফরী করলে (فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ) তারা তো সত্যত্যাগী, নাফরমান পাপাচারী।

(٥٦) وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(٥٧) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوٰهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

(٥٨) يٰأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوّٰفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৫৬. সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার।

৫৭. তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না। তাদের আশ্রয়স্থল আগুন; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!

৫৮. হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তারা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ তখন এবং ইশার সালাতের পর, এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্যে এবং তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের একজে অপরের নিকট তো যাতায়াত করতে হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ) সালাত কায়েম কর, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, (وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ) যথাযথভাবে যাকাত আদায় কর, (وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ) এবং রাসূলের আনুগত্য কর, বিচার মীমাংসায় (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ) যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার, করুণা প্রাপ্ত হতে পার, যাতে শাস্তি ভোগকারী না হও।

(لَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ) তুমি, হে মুহাম্মাদ ﷺ কাফিরদেরকে মক্কার কাফিরদেরক পৃথিবীতে প্রবল মনে করবেন না, আল্লাহর শাস্তি থেকে তারা নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবে এমন মনে করবেন না (وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ) তাদের আশ্রয়স্থল, প্রত্যাবর্তনস্থল (النَّارُ) আগুন, আখিরাতে (وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ) কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম, শয়তানদের সাথে তারা সেখানে প্রত্যাবর্তন করবে। আয়াতটি আবূ জাহল ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়।

হযরত উমার (রা) বলেছিলেন আমি এ কথাটি পছন্দ করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাদের ছেলেদের এবং সেবকদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন তারা যেন তিনটি গোপনীয়তার সময়ে অনুমতি ব্যতিরেকে আমাদের গৃহে প্রবেশ না করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন।

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمْ) হে ঈমানদারগণ! মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি যারা ঈমান এনছে (الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ) তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ক্রীতদাসগণ (وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি, স্বাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ তারা যেন তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে, তোমাদের গৃহে প্রবেশের জন্যে (ثَلٰثَ مَرّٰتٍ) তিন

সময়ে, বিশেষ তিনটি সময়ে. (مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ) ফজরের সালাতের পূর্বে, সুবহি সাদিক থেকে ফজরের সালাত আদায় না পর্যন্ত (وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ) দুপুরে তোমরা যখন তোমাদের পোষাক খুলে রাখ, দিবা নিদ্রার সময় থেকে যুহরের সালাত আদায় না করা পর্যন্ত (وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ) এবং ইশার সালাতের পর, ইশার সালাত আদায়ের পর থেকে সুবহি সাদিক না হওয়া পর্যন্ত (ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ) এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়, নির্জনে থাকার সময়। তারপর উল্লিখিত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের অনুমোদন দিয়ে বললেন (لَيْسَ عَلَيْكُمْ) তোমাদের জন্যে, গৃহবাসীদের জন্যে (وَلَا عَلَيْهِمْ) এবং তাদের জন্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অল্প বয়স্ক সেবকদের জন্যে, বড়রা নয় (جُنَاحٌ) কোন দোষ নেই, ক্ষতি নেই (بَعْدَهُنَّ) এই তিন সময় ব্যতীত, গোপনীয়তা ও নির্জনতার উল্লিখিত তিন সময় ব্যতীত। (طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ) তোমাদের একে অপরের নিকট তো যাতায়াত করবেই, সেবার জন্যে, একে অন্যের নিকট অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করবেই, তবে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র এবং দাসগণের জন্যে মালিক ও পিতামাতার নিকট যেতে সর্বদাই অনুমতি গ্রহণ করতে হবে (كَذٰلِكَ) এভাবেই, এরূপেই (يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ) আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁর আয়াতগুলো, আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যেমন এখানে বর্ণনা করেছেন (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, কিসে তোমাদের কল্যাণ তা জানেন (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়। তাই গোপনীয়তার তিন সময়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর ছোটদের জন্যে নয় বড়দের বিধান বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

(৫৯) وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

(৬০) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ۭ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

৫৯. এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়োঃজ্যেষ্ঠগণ। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৬০. বৃদ্ধা নারী যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের জন্যে অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে, তবে তা হতে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

(وَاِذَا الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, স্বাধীন সন্তান-সন্ততি কিংবা দাসদাসী (فَلْيَسْتَاْذِنُوْا) তারা ও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে, সর্বদা (كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের পূর্ববর্তীগণ, ইতিপূর্বে উল্লিখিত তাদের ভাইয়েরা (كَذٰلِكَ) অনুরূপভাবে, এভাবে (يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ) আল্লাহ তাঁর নিদর্শন, আদেশ নিষেধ (اٰيٰتِهٖ) তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেমন করেছেন এখানে (وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ) আল্লাহ্ জ্ঞাত, কিসে তোমাদের কল্যাণ সে সম্পর্কে (حَكِيْمٌ) প্রজ্ঞাময়, তাই বড়দের জন্যে সর্বদা অনুমতি প্রার্থনার বিধান করেছেন।

(الَّتِيْ) বৃদ্ধ নারী যারা, ঋতুস্রাব হওয়া থেকে নিরাশ হয়েছে এবং যারা (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ) (لَايَرْجُوْنَ نِكَاحًا) বিবাহের আশা রাখে না, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না এবং স্বামী গ্রহণ প্রয়োজন মনে করে না (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ) তাদের জন্যে, সে সকল বৃদ্ধার জন্যে (جُنَاحٌ) দোষ নেই, অপরাধ নেই তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, সাজসজ্জা প্রদর্শন না করে অপর ব্যাখ্যায় অলংকার গয়না প্রদর্শন না করে (اَنْ يَّضَعْنَ) (ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ) তাদের বস্ত্র খুলে রাখা, অর্থাৎ চাদর জাতীয় বহির্বাস খুলে রাখা (وَاَنْ (يَّسْتَعْفِفْنَ) তবে এটি হতে বিরত থাকা, এক বর্ণনায় চাদর না খোলা (خَيْرٌ لَّهُنَّ) তাদের জন্যে উত্তম, খুলে রাখার চাইতে (وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ) আল্লাহ্ শ্রবণকারী, তাদের কথাবার্তা (عَلِيْمٌ) জ্ঞাত, তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে। "হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আহার করো না" আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণ একত্রে বসে একসাথে খাওয়া দাওয়া করতে ইতস্ততবোধ করতেন, এই ভয়ে যে, সঙ্গী কারও চেয়ে বেশী খেলে তার প্রতি যুলুম ও অন্যায় হয়ে যায় নাকি? এই প্রেক্ষিতে পরস্পর একত্রে খাওয়ার অনুমতি দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন এবং বললেন ঃ

(٦١) لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۟

৬১. অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খোঁড়ার জন্যে দোষ নেই, রুগ্নের জন্যে দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করা তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে, মাতাদের গৃহে, ভাইদের গৃহে, বোনদের গৃহে, চাচাদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মামাদের গৃহে খালাদের গৃহে অথবা সেইসব গৃহে যারা চাবির মালিক তোমরা অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে, তোমরা আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্যে কোন অপরাধ নেই, তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনের প্রতি সালাম করবে অভিবাদনস্বরূপ যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

(لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ) অন্ধের জন্যে দোষ নেই, অর্থাৎ যারা অন্ধের সাথে একত্রে আহার করে তাদের জন্যে দোষ নেই, পাপ নেই (وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ) খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, যারা খঞ্জের সাথে একত্রে আহার করে তাদের কারো দোষ ও পাপ নেই (وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ) রুগ্নের জন্যে দোষ নেই, যারা রুগ্ন লোকের সাথে আহার করে তাদের দোষ নেই (وَلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ) এবং তোমাদের নিজেদের জন্যেও দোষ নেই আহার করা তোমাদের গৃহে, অর্থাৎ তোমাদের পুত্রদের গৃহে তাদের অনুমতি ব্যতীত আহার করণ। তবে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে (اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ (بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ) অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভাইদের গৃহে সহোদর ভাইদের গৃহে

(أَوْ بُيُوْتِ أَخَوٰتِكُمْ) বোনদের গৃহে, সহোদরা বোনদের গৃহে (أَوْ بُيُوْتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ) চাচাদের গৃহে, মামাদের গৃহে, মায়ের ভাইদের গৃহে (أَوْ بُيُوْتِ أَخْوَالِكُمْ) খালাদের গৃহে, মায়ের বোনদের গৃহে (أَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗ) অথবা সেই সব গৃহে যার চাবির মালিক তোমরা, যে কোষাগারের চাবির মালিক তোমরা অর্থাৎ তোমাদের দাসদাসীদের গৃহে (أَوْ صَدِيْقِكُمْ) অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে, একত্রে আহার করতে। "অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে" অংশটি নাযিল হয়েছে, হযরত মালিক ইব্‌ন যায়ন ও হারিস ইবুন আম্মার (রা)-কে উপলক্ষ করে তাঁরা দু'জনে বন্ধু ছিলেন। (أَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا) তোমরা একত্রে আহার কর, ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সম্মিলিতভাবে আহার কর (أَوْ أَشْتَاتًا) কিংবা পৃথকভাবে আহার কর, আলাদা আলাদাভাবে খাও (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, দোষ ও পাপ নেই। এ আয়াতের বিধানে অন্ধ খঞ্জ, ও রুগ্ন ব্যক্তি ও অন্তর্ভুক্ত। (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا) তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, অর্থাৎ তোমাদের গৃহে অথবা মসজিদে এবং তাতে কোন লোকজন না থাকে (فَسَلِّمُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ) তবে তোমাদের নিজেদের প্রতি সালাম দিবে, তোমরা বলবে اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا অর্থাৎ "আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।" (تَحِيَّةً) অভিবাদন স্বরূপ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি মর্যাদা স্বরূপ (مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً) যা কল্যাণময়, সাওয়াব লাভের দৃষ্টিকোণ থেকে (طَيِّبَةً) পবিত্র, ক্ষমা লাভ দ্বারা (অনুরূপভাবে) এভাবে (كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তাঁর নিদর্শন, আদেশ নিষেধ বিশদভবে বিবৃত করেন, যেমন করেছেন এখানে (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ) যাতে তোমরা বুঝতে পার, অনুধাবন করতে পার আদিষ্ট বিষয়সমূহ।

(٦٢) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৬২. মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তা অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না, যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্যে আপনার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা আপনি অনুমতি দেবেন এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ) তারাই মু'মিন, ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী (الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ) যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে ঈমান আনে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে (وَإِذَا كَانُوْا مَعَهٗ) এবং তাঁর সাথে, নবী কারীম ﷺ -এর সাথে (عَلٰٓى أَمْرٍ جَامِعٍ) সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে, জুমু'আর দিনে কিংবা যুদ্ধ উপলক্ষে তাঁর অনুমতি ব্যতীত, নবী করীম ﷺ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত (لَمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ) সরে পড়ে না, মসজিদ থেকে বের হয় না এবং যুদ্ধ থেকে ফিরে যায় না, (إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَ) যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে, হে মুহাম্মদ ﷺ তাবূক যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়ার জন্যে, হযরত উমার (রা)

যথাযথ ওযরের প্রেক্ষিতে তাবূক যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার জন্যে নবী করীম ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) তাঁরাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী, গোপনে ও প্রকাশ্যে। অতএব তাঁরা নিষ্ঠাবান ঈমানদারেরা তাদের কোন কাজে, কোন প্রয়োজনে (فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ) বাহিরে যাওয়ার জন্যে আপনার নিকট অনুমতি চাইলে, হে মুহাম্মদ ﷺ (فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ) তবে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, নিষ্ঠাবান ঈমানদারদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনি অনুমতি দিবেন (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ) এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তারা যে চলে গেল সে জন্যে (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, তাওবাকারীর জন্যে (رَّحِيمٌ) পরম দয়ালু, তাওবার উপর মৃত্যুবরণকারীর প্রতি।

(٦٣) لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(٦٤) أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

৬৩. রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করো না, তোমাদের মধ্যে যারা চুপিচুপি সরে পড়ে আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি।

৬৪. জেনে রাখ আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই, তোমরা যাতে ব্যাপৃত। তিনি তা জানেন। যেদিন তারা তাঁর নিকট ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা কিছু করত। আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

(لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অন্যের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করো না, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর নাম ধরে "হে মুহাম্মদ ﷺ" বলে ডেকো না, বরং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো, শ্রদ্ধা জানাও এবং মর্যাদা নিবেদন করো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ইয়া নবী আল্লাহ্ ও ইয়া আবাল কাসিম বলে সম্বোধন করো, (قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا) তোমাদের মধ্যে যারা চুপিচুপি সরে পড়ে, গোপনে একে অন্যের আড়ালে লুকিয়ে মসজিদে থেকে বেরিয়ে পড়ে, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন, মুনাফিকগণ যখন মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেত তখন বিনা অনুমতিতে কেউ যেন না দেখে সেভাবে বের হয়ে পড়ত (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) সুতরাং যারা তাঁর আদেশের, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আদেশের অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে (أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ) তারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয়, বালা-মুসীবত ও পরীক্ষা (أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) তাদের ওপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি, প্রহার ও আঘাত জনিত।

(اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) জেনে রাখ, আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, যে সৃষ্টি রয়েছে (قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ) তা আল্লাহ্‌রই, তোমরা যাতে ব্যাপৃত আছে, কুফরীতে কি ঈমানে, সত্যায়নে কি প্রত্যাখ্যানে, নিষ্ঠায় কি কপটতায় এবং অবিচলতায় কি দ্বিধা দ্বন্দ্বে তা তিনি জানেন, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন (وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا) যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন-সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ তাদেরকে অবগত করাবেন (وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ) তারা যা করত, দুনিয়াতে আল্লাহ্ সব বিষয়ে, তাদের সকল কর্ম সম্পর্কে (عَلِيْمٌ) সম্যক অবগত।

سُوْرَةُ الفُرْقَانِ

সূরা ফুরকান

মক্কায় অবতীর্ণ ৭৭ [১] আয়াত ৩৯২ শব্দ, ৩৭৬০ বর্ণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(١) تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ

(٢) الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝

১. কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারেন?

২. যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন সঠিক অনুপাতে।

(تَبٰرَكَ الَّذِىْ) কত মহান তিনি, অর্থাৎ কত বরকতময় এর ব্যাখ্যায় বলেন, অপর ব্যাখ্যা কত উর্ধ্বে ও কত পবিত্র সন্তান সন্ততি ও শরীক সমকক্ষ থেকে (نَزَّلَ الْفُرْقَانَ) যিনি কুরআন নাযিল করেছেন, কুরআন সহকারে জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেছেন। (عَلٰى عَبْدِهٖ) তাঁর বান্দার প্রতি, মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি (لِيَكُوْنَ) যাতে সে, মুহাম্মদ ﷺ (لِلْعٰلَمِيْنَ) বিশ্ব জগতের জন্যে। জিন্ন ইনসান সবার জন্যে (نَذِيْرًا) সতর্ককারী হতে পারেন, কুরআনের সাহায্যে সতর্ককারী রাসূলে পরিণত হতে পারেন।

(الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) যিনি আকাশরাজী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের মালিক, আকাশের সম্পদ-বৃষ্টি ও পৃথিবীর সম্পদ ক্ষেত, খামার, উদ্ভিদের মালিক (وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا) তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি। ইয়াহূদী ও খৃষ্টানগণ যেমন বলে থাকে (وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ) এবং সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। যেমন আরবের মুশরিকরা বলে থাকে যে তাঁর সাথে বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি করবে।

---

১. মূল গ্রন্থে আয়াত সংখ্যা ৯৭ মুদ্রিত রয়েছে।

(وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো তাঁর ইবাদত করে না সেগুলোও (فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا) এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে, অর্থাৎ সকলের জন্যে তা নির্ধারিত করেছেন তাদের জীবন কাল তাদের জীবিকা এবং তাদের কর্মসমূহ অপর ব্যাখ্যায় প্রত্যেক পুরুষের জন্যে একেজন মহিলা নির্ধারিত করেছেন।

(٣) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝
(٤) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۝
(٥) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝
(٦) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

৩. আর তারা তাঁর পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে অপরকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।

৪. কাফিররা বলে, এটা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এই ব্যাপরে সাহায্য করেছে। এরূপে তারা অবশ্যই যুলম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে।

৫. তারা বলে, 'এইগুলো তো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে এইগুলো সকাল-সন্ধ্যা তাঁর নিকট পাঠ করা হয়।'

৬. বলুন, এটি তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً) আর তারা, আবূ জাহ্ল ও তার সাথী মক্কার কাফিরেরা, তাঁর পরিবর্ত আল্লাহ্র পরিবর্তে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করেছে অপরকে, তারা সেগুলোর উপসনা করে (لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا) যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, কোন কিছু সৃষ্টির সামর্থ রাখে না (وَهُمْ يُخْلَقُونَ) বরং সেগুলো নিজেরাই সৃষ্ট, ওই উপাস্যগুলো নিজেরাই খোদিত হয়ে নির্মিত হয়েছে। অর্থাৎ মূর্তি-প্রতিমাগুলো (وَلَا يَمْلِكُونَ) তারা ক্ষমতা রাখে না, অর্থাৎ প্রতিমাগুলো সামর্থ রাখে না (لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا) নিজেদের অপকার, প্রতিরোধ করার (وَلَا نَفْعًا) ও উপকারের, নিজেদের কিংবা অপরের কল্যাণ সাধনের ক্ষমতা রাখে না (وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا) এবং তারা ক্ষমতা রাখে না মৃত্যুর, জীবনকাল হ্রাস করার (وَلَا حَيَاةً) ও জীবনের, জীবন বৃদ্ধি করার অপর ব্যাখ্যায় মৃত্যুর ক্ষমতা রাখে না অর্থ বীর্য সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে না এবং জীবনের ক্ষমতা রাখে না অর্থ তাতে প্রাণ সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে না (وَلَا نُشُورًا) এবং তারা ক্ষমতা রাখে না পুরুত্থানের, মৃত্য পরবর্তী পুনর্জীবন দানের।

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) কাফিররা বলে, মক্কার কাফিররা বলে (إِنْ هَٰذَا) এটি, এই কুরআন (إِلَّا إِفْكٌ) মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়, বানোয়াট ব্যতীত কিছুই নয় সে এটি উদ্ভাবন করেছে, (افْتَرَاهُ) মুহাম্মদ ﷺ-ই এটি

নিজে রচনা করেছেন (وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ) এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে, জাবার, ইয়াসার, আবূ ফুকায়হ রুমী প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাকে এটি উদ্ভাবনে সাহায্য করেছে (فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا) এরূপে তারা যুলুম, শিরক ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে।

(وَقَالُوا) এবং তারা বলে, নাদ্‌র ও তার সাথীগণ বলেছে (أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) এগুলো তো সেকালের উপকথা। এই কুরআন তো প্রাচীন যুগের প্রাচীন লোকের উপকথা ও মিথ্যাচার (اكْتَتَبَهَا) যা সে লিখে নিয়েছে। জাবর ও ইয়াসার থেকে মুহাম্মদ ﷺ পড়িয়ে নিয়েছে (فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) এগুলো তাঁর নিকট্ পঠিত হয় সেকালে ও সন্ধ্যায়, ভোরে ও বিকালে।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! তাদেরকে (أَنزَلَهُ) এটি তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, অর্থাৎ কুরআনসহ জিব্‌রাঈলকে (আ) তিনিই প্রেরণ করেছেন (الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবীর সকল রহস্য অবগত আছেন, (إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا) তিনি ক্ষমাশীল, তাদের মধ্যে যারা তাওবা করে তাদের প্রতি (رَّحِيمًا) দয়াময়) যারা তাওবার উপর মৃত্যুবরণ করে তাদের প্রতি।

(٧) وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

(٨) أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝

(٩) انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

৭. তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে, তার নিকট কোন ফিরিশ্‌তা কেন অবতীর্ণ করা হলো না, যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারীরূপে।

৮. অথবা তাকে ধন ভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, যা হতে সে আহার করতে পারে? সীমালংঘনকারীরা আরও বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।

৯. দেখুন, তারা আপনার কী উপমা দেয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ফলে তারা পথ পাবে না।

(وَقَالُوا) তারা বলে, আবূ জাহ্‌ল ও তার সঙ্গী সাথী, নাদর ও তার সঙ্গী সাথী এবং উমাইয়া ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা বলে (مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ) এ কেমন রাসূল, এ লোক কেমন ধরনের রাসূল (يَأْكُلُ الطَّعَامَ) সে আহার করে, যেমন আমরা আহার করি (وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ) এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে, ঘুরাফেরা করে পথে ঘাটে, হাঁটা চলা করে যেমন আমরা চলাফেরা করি) لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ (مَعَهُ نَذِيرًا) তাঁর নিকট কোন ফিরিশ্‌তা কেন অবতীর্ণ করা হলো না যে তাঁর সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে, তার ক্ষতি সাধনের কোন পরিকল্পনা করা হলে তা তাঁকে অবহিত করত।

(أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ) অথবা তাকে ধন ভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন, তাকে ধন সম্পদ প্রদান করা হয় না কেন তা হলে সে অর্থকড়ি দিয়ে সাহায্য লাভ করতে পারত (أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ) অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, উদ্যান নেই কেন (يَأْكُلُ مِنْهَا) যা হতে সে আর সংগ্রহ করতে পারে? সাধ মিটিয়ে খেতে পারে (وَقَالَ الظَّالِمُونَ) সীমালংঘনকারীরা আরও বলে, আবূ জাহ্‌ল, নাদর, উমাইয়া ও তাদের সাথীরা আরও

বলে। (اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْرًا) তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ, তোমরা যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসরণ করে থাক তবে তোমরা উম্মাদ অপকৃতিস্থ এক লোকের অনুসরণ করছ।

(اُنْظُرْ) দেখুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! (كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الاَمْثَالَ فَضَلُّوْا) তারা আপনার কী উপমা দেয়, কেমন করে আপনার কথা আলোচনা করে, কেমনতর নামে আপনাকে আখ্যায়িত করে যাদুকর, গণক, মিথ্যাবাদী, কবি, উম্মাদ ইত্যাদি নামে ডাকছে অপর ব্যাখ্যায় দেখুন কী ভাবে আপনাকে 'যাদুগ্রস্ত' লোকের সাথে তুলনা করছে। ফলে তারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের সকল কৌশল ব্যর্থ হয়েছে, তাই সুনিশ্চিত যে, তারা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে (فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً) এবং তারা আর সঠিক পথ পাবে না, আপনার সম্বন্ধে যা বলেছে তা প্রত্যাহারের কোন পথ পাবে না এবং তার সপক্ষে কোন প্রমাণও পেশ করতে পারবে না।

(১০) تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۝

(১১) بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۟ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۚ

(১২) اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ۝

(১৩) وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ۝

১০. কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে দিতে পারেন এটি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু, বাগানসমূহ যার তলদেশে নদীনালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন দালানসমূহ।

১১. কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।

১২. দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পারে তার ক্রুদ্ধ গর্জন এবং চীৎকার।

১৩. যখন তাদেরকে নিক্ষিপ্ত করা হবে সেটির কোন সংকীর্ণ স্থানে শিকলে বাঁধা অবস্থায় তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে।

(تَبٰرَكَ) কত মহান তিনি, অর্থাৎ কত ঊর্ধ্বে ও উচ্চে তিনি (الَّذِيْ اِنْ شَآءَ) যিনি ইচ্ছা করলে, ইচ্ছা করেছেন বটে (جَعَلَ لَكَ خَيْرًا) আপনাকে দিতে পারেন এটি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু, তাদের দাবীর চেয়ে উত্তম বস্তু (مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ) উদ্যানসমূহ, আখিরাতে বাগানসমূহ (تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا) যার নিচ দিয়ে, বৃক্ষরাজি ও গৃহসমূহের নিচে দিয়ে (الاَنْهٰرُ) নদীনালা প্রবাহিত, সুরার নদী, পানি মধু ও দুধের নদী (وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا) এবং দিতে পারেন দালানসমূহ, বস্তুত তারা যা বলেছে তারচেয়ে উৎকৃষ্ট, সোনা ও রূপা সুরম্য প্রাসাদসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্যে তৈরী করে রেখেছেন। এসব দুনিয়াতে হওয়ার চেয়ে আখিরাতে দেওয়া আপনার জন্যে অধিক কল্যাণকর। অপর ব্যাখ্যায় প্রাসাদ, উদ্যান সম্পর্কিত যে সকল কথা তারা বলেছে আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে দুনিয়াতে তা আপনাকে দিতে পারেন অর্থাৎ কাফিরদের মুখে চুন কালি দিয়ে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে তাদের সকল দুর্গ ও শহর-নগর আপনার করতলগত করে দিতে পারেন।

(بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ) কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে, তারা কিয়ামত অনুষ্ঠানের কথা অস্বীকার করে (وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا) তাদের জন্যে আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন, প্রজ্বলিত আগুন।

(اِذَاۤ رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا) দূর হতে, পাঁচশ বছরের দূরত্ব থেকে সেটি যখন, আগুন যখন তাদেরকে দেখবে যেন তারা শুনতে পারে তার আগুনের (تَغَيُّظًا) ক্রুদ্ধগর্জন, মানুষের গর্জনের ন্যায় (وَّ زَفِيْرًا) এবং চীৎকার, গাধার চীৎকারের ন্যায় এবং (وَاِذَاۤ اُلْقُوْا مِنْهَا) যখন তাদেরকে নিক্ষিপ্ত করা হবে সেটির কোন সংকীর্ণ স্থানে, জাহান্নামের কোন ক্ষুদ্রস্থানে যা তীরের লৌহ শলাকার ন্যায় (مَكَانًا ضَيِّقًا) শৃংখলিত অবস্থায়, শিকল পরানো অবস্থায় শয়তানদের সাথে (مُّقَرَّنِيْنَ) তখন তারা সেখানে, ওই সংকীর্ণ স্থানে (دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا) ধ্বংস কামনা করবে, বিনাশ কামনা করবে, তারা বলবে, ওহ্ ধ্বংস! ওহ্ বিনাশ! আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাদেরকে বলবেন :

(١٤) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۝

(١٥) قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ۝

(١٦) لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ۝

(١٧) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰۤؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ۝

১৪. তাদেরকে বলা হবে, আজ তোমরা একবারের জন্যে কামনা করো না বরং বহুবার ধ্বংস কামনা কর।

১৫. বলুন, এটিই উত্তম না স্থায়ী জান্নাত যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে। এটিই তো তাদের পুরস্কার ও ফিরে যাওয়ার স্থান।

১৬. সেখানে তারা পাবে যা তারা কামনা করবে এবং তারা সেখানে স্থায়ী হবে। এই প্রতিশ্রুতি পূরণ আপনার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।

১৭. এবং যেদিন তিনি একত্র করবেন, তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপাসনা করত তাদেরকে, সেদিন। তিনি জিজ্ঞেস করবেন তোমরা কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথ ভ্রষ্ট হয়েছিল?

(لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا) আজ তোমরা একবারের জন্যে ধ্বংস কামনা করো না, মাত্র একবার ধ্বংস কামনা করো না (وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا) বরং বহুবার ধ্বংস কামনা কর, যে শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হয়েছে সে প্রেক্ষিতে।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথী সঙ্গী প্রমুখ মক্কাবাসীদেরকে (اَذٰلِكَ خَيْرٌ) এটিই শ্রেয়, উপরোল্লেখিত ধ্বংস, বিনাশ কামনা ও জ্বলন্ত অগ্নি ভাল (اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ) না স্থায়ী জান্নাত, যা রয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদের জন্যে (الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ) যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে, কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতা বর্জনকারীদেরকে (كَانَتْ لَهُمْ) এটিই তো তাদের, এই স্থায়ী জান্নাতই হবে তাদের (جَزَآءً وَّمَصِيْرًا) পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল, আখিরাতে।

(لَهُمْ فِيْهَا) সেখানে তারা পাবে, জান্নাতে তারা পাবে (مَا يَشَآءُوْنَ) যা তারা কামনা করবে, যা আগ্রহ বাসনা করবে (خٰلِدِيْنَ) এবং তারা সেখানে স্থায়ী হবে, জান্নাতে চিরস্থায়ীরূপে অবস্থান করবে। মৃত্যুও হবে

না, সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না। (كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا) এই প্রতিশ্রুতিপূরণ আপনার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব তারা তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছিল, তিনি তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

(وَيَوْمَ) এবং যেদিন, কিয়ামতের দিন (يَحْشُرُهُمْ) তিনি একত্র করবেন তাদেরকে, প্রতিমা পূজারীদেরকে (وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপাসনা করতে তাদেরকে, প্রতিমাগুলোকে (فَيَقُوْلُ) সেদিন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন প্রতিমা ও দেব-দেবীগুলোকে অপর ব্যাখ্যায় ফিরিশতাদেরকে (ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ) তোমরা কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করে ছিলে, আমার ইবাদত ও আনুগত্য থেকে এবং তোমাদের উপসান করার নির্দেশ দিয়েছিলে? (اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ) না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করত সত্য বর্জন করেছে এবং তোমাদের উপাসনা করেছে?

(১৮) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِىْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًاۢ بُوْرًا

(১৯) فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا

১৮. তারা বলবে, পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না। বরং তুমিই তো ভোগ সম্ভার দিয়েছিলে তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পরিণামে তারা উপদেশ ভুলে গিয়েছিল। এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।

১৯. (আল্লাহ্ বলবেন) তোমরা যা বলতে তারা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও পাবে না। তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘন করবে আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাব।

(قَالُوْا) তারা বলবে, প্রতিমা ও দেবদেবীরা বলবে (سُبْحٰنَكَ) পবিত্র ও মহান তুমি! তারা আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করবে (مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ) তোমার পরিবর্তে আমরা কাউকে অভিভাবকরূপে প্রভুরূপে ইবাদত করার জন্যে গ্রহণ করতে পারি না, তা আমাদের জন্যে সংগত নয়। আমাদের জন্যে জায়িয নেই যে, আপনার পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রতিপালকরূপে ইবাদত করার (وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ) বরং তুমিই তো ভোগ সম্ভার দিয়েছিলে তাদেরকে, কুফরী কর্মে অবকাশ দিয়েছিলে (وَاٰبَآءَهُمْ) এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে, তাদের পূর্বে (حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ) পরিণামে তারা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল, একত্ববাদও তোমার আনুগত্য বর্জন করেছিল (وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا) এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে, আত্মবিনাশী নষ্টা হৃদয়ের জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিমা পূজারীদেরকে বলবেন ঃ

(فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا) তোমরা যা বলতে তারা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে সুতরাং তোমরা, অর্থাৎ হে কাফিরগণ। প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না, ফিরিশ্তাদেরকে অপর ব্যাখ্যায় প্রতিমাদেরকে তাদের সাক্ষ্য থেকে ফিরাতে পারবে না অথবা তোমাদের থেকে শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না (এবং সাহায্যও পাবে না) রক্ষণকারীও পাবে না। (وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ) তোমাদের মধ্যে যে

সীমালংঘন করবে, হে মুসলিমগণ! তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে অপর, ব্যাখ্যায় হে কাফিরগণ! তোমাদের মধ্যে যে কুফরীতে অবিচল ও অটল থাকবে (نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا) আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাব জাহান্নামে।

(২০) وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۟

(২১) وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا

২০. আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই তো আহার করত এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করত, আমি তোমাদের মধ্যে একক অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি, তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? আপনার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন।

২১. যারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না তারা বলে, আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করা হয় না-কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে।

(وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ) আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি। হে মুহাম্মদ ﷺ! (اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ) তারা সকলেই তো আহার করতেন, যেমন তোমরা আহার কর, এটি কাফিরদের অভিযোগ "এ কেমন রাসূল যে আহার করে?" এর উত্তর, (وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ) এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করত, রাস্তা ঘাটে হাঁটাচলা করত যেমন তোমরা হাঁটাচলা কর (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً) আমি তোমাদের মধ্যে একক অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি, যাচাইয়ের উপকরণ করেছি - অনারব দিয়ে আরবকে, নিচ দিয়ে উঁচুকে এবং দরিদ্র দিয়ে ধনীকে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বলছেন (اَتَصْبِرُوْنَ) তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? ধৈর্যসহকারে মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথী সালমান ও অন্যান্যদের সাথে বসে থাকতে পারবে কি? তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে দ্বীনের ক্ষেত্রে এবং কার্যক্ষেত্রে তোমরা তাদের সমমর্যাদা অর্জন করতে পারবে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বস। (وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا) তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন, যে, আবূ জাহ্‌ল প্রমুখগণ এ বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না অপর ব্যাখ্যায় হে মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ! তোমরা কি তাদের অত্যাচার নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করতে পারবে? তাহলে আমি তোমাদেরকে ধৈর্যশীলদের সাওয়াব দান করব, তোমার প্রতিপালক দেখেন অর্থাৎ তাদের মধ্যে কে ঈমান আনছে আর কে ঈমান আনছে না তা তিনি দেখছেন।

(وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا) যারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না, মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থান কামনা করে না অর্থাৎ আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীরা (لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ) তারা বলে, আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? তাহলে তারা আমাদের নিকট সাক্ষাৎ দিত যে, আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন (اَوْ نَرٰى رَبَّنَا) অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ

করি না কেন? তাহলে আমরা আপনার সম্পর্কে প্রতিপালকের নিকট জিজ্ঞেস করতাম, তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে, ঈমান আনয়নে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ঈমান আনে নাঠ। অপর ব্যাখ্যায় তারা প্রতিপালককে দেখার আবদার জানানোর মত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে (لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ) (عُتُوًّا كَبِيْرًا) এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে, জঘন্যরূপে অস্বীকার করেছে ঈমান আনয়নে। অপর ব্যাখ্যায় চরম ধৃষ্টতা দেখিয়েছে যে তাদের নিকট ফিরিশ্‌তা অবতরণের আবদার জানিয়েছে।

(٢٢) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَ يَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝

(٢٣) وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ۝

(٢٤) اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ۝

(٢٥) وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ۝

(٢٦) اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ۣالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ۝

২২. যেদিন তারা ফিরিশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্যে সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে 'রক্ষা কর রক্ষা কর।'

২৩. আমি তাদের কাজ কর্মগুলোর প্রতি লক্ষ্য করব, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব।

২৪. সেদিন হবে জান্নাতবাসীদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল মনোরম।

২৫. যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফিরিশ্‌তাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে।

২৬. সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং কাফিরদের জন্যে সেদিন হবে কঠিন।

(يَوْمَ) যেদিন, কিয়ামতের দিন (يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ) তারা ফিরিশ্‌তাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে, মৃত্যুর সময় (لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ) সেদিন অপরাধীদের জন্যে সুসংবাদ থাকবে না, ফিরিশ্‌তাগণ তাদের উদ্দেশ্যে বলবে, মুশরিকদের জন্যে জান্নাতের কোন সুসংবাদ নেই (وَيَقُوْلُوْنَ) এবং তারা বলবে, অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণ বলবেন (حِجْرًا مَّحْجُوْرًا) বঞ্চনা বঞ্চনা, কাফিরদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ হারাম ও নিষিদ্ধ। অপর ব্যাখ্যায় ফিরিশ্‌তাদেরকে দেখে কাফিররা বলবে সরে যাও সরে যাও, আমাদের আর তোমাদের মাঝে দুস্তর দূরত্ব বজায় রাখ।

(وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا) আমি তাদের কৃতকর্মগুলো, দুনিয়ার জীবনে কৃত সৎকাজগুলো বিবেচনা করব (مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا) সে গুলোর দিকে দৃষ্টি দেব তারপর সেগুলোকে, আখিরাতে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব ঘোড়ার ক্ষুর উৎক্ষিপ্ত ধুলো বালিতে পরিণত করব। অপর ব্যাখ্যায় দেয়ালের গায়ে অবস্থিত উন্মুক্ত জানালা সূর্য রশ্মিতে বিচরণশীল ধুলিকণা যা দেখা যায় বটে কিন্তু স্পর্শ করা যায় না সেরূপ ধুলিকণাতে পরিণত করব।

(اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ) সেদিন, কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদের, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদের (يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا) বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট, বাসগৃহ উত্তম (وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا) এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম, শয়ন ক্ষেত্র উত্তম, আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীদের বাসগৃহ থেকে।

(وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ) যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে, মেঘপুঞ্জ সরিয়ে ফেটে যাবে আল্লাহ্ তা'আলার কুদ্‌রতী অবর্ণনীয় তাজাল্লীর জন্যে (وَنُزِّلَ الْمَلَٰئِكَةُ تَنْزِيلًا) এবং ফিরিশ্‌তাগণকে নামিয়ে দেয়া হবে পর্যায়ক্রমে।

(٢٧) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

(٢٨) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

(٢٩) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا

(٣٠) وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

(٣١) وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

২৭. যালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজের হাত দুইটি দংশন করতে করতে বলবে হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম!

২৮. হায় দুর্ভোগ! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!

২৯. আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার নিকট উপদেশ পৌঁছবার পর শয়তান তো মানুষের জন্যে মহা প্রতারক।

৩০. রাসূল বলবেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।'

৩১. আল্লাহ্ বলেন, এইভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে। আপনার জন্যে আপনার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।

(اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ) সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে, ন্যায়পরায়ণতা সহকারে বিচারের ক্ষমতা থাকবে (لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا) দয়াময়ের এবং কাফিরদের জন্যে সেই দিন হবে কঠিন, কাফিরদের জন্যে সেই দিনকে ভীষণ কঠোর দিনে পরিণত করা হবে।

(وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ) জালিম ব্যক্তি, কাফির উকবা ইব্‌ন আবূ মু'আয়ত (عَلٰى يَدَيْهِ) সেদিন আপন হাত দুইটি, আঙুলের ডগা (يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا) দংশন করতে থাকবে আর বলবে হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম, রাসূলের আনীত দীনে অবিচল থাকতাম।

(يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا) হায়, দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। উবাই ইব্‌ন খালফ জুমাহ্ দিকে ধর্মীয় বন্ধুরূপে না নিতাম।

(لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ) আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল উপদেশ থেকে, একত্ববাদ ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে (بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ) আমার নিকট উপদেশ আসার পর, মুহাম্মদ ﷺ একত্ববাদের দাওয়াত নিয়ে আমার নিকট আসার পর (وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا) শয়তান তো মানুষের জন্যে মহা প্রতারক, প্রয়োজনের সময় সে মানুষকে অপদস্থ করে।

(وَقَالَ الرَّسُوْلُ) রাসূল বললেন, মুহাম্মদ ﷺ বললেন, (يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا) হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে, বর্জনযোগ্য মনে করে, তারা এটি পাঠও করে না আমলও করে না।

(وَكَذٰلِكَ) এভাবেই, আবূ জাহ্‌ল-কে যেমন আপনার শত্রু করেছি। (جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ) প্রত্যেক নবীর জন্যে, আপনার পূর্বেকার সকল নবীর জন্যে (عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ) আমি অপরাধীদেরকে, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মুশরিকদেরকে শত্রু করেছিলাম। (وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا) আপনার পথ প্রদর্শকরূপে হিফাযতকারীরূপে এবং সাহায্যকারীরূপে আপনার উদ্দেশ্যে পরিচালিত ক্ষতি থেকে রক্ষাকারীরূপে আপনার জন্যে আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

(٣٢) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۝

(٣٣) وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ۝

(٣٤) اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৩২. কাফিররা বলে, গোটা কুরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হল না কেন?' এইভাবেই অবতীর্ণ করেছি আপনার হৃদয়কে তার দ্বারা মযবুত করবার জন্যে এবং ক্রমেক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।

৩৩. তারা আপনার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করিনি।

৩৪. যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তারা স্থানের দিক দিয়ে অতি নিকৃষ্ট এবং অধিক পথভ্রষ্ট।

(وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) কাফিররা বলে, আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীগণ বলে (لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ) সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হল না কেন? যেমন একবারে নাযিল হয়েছিল (جُمْلَةً وَّاحِدَةً) মূসা (আ)-এর নিকট তাওরাত ঈসা (আ)-এর নিকট ইন্‌জীল এবং দাউদ (আ)-এর নিকট যাবূর। (كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ) এভাবে অবতীর্ণ করেছি আমি, অর্থাৎ কুরআনের পৃথক পৃথক অংশ দিয়ে জিব্‌রাঈল (আ)-কে আমি আপনার নিকট প্রেরণ করেছি আপনার হৃদয়কে মজবূত করার জন্যে। এতে আপনার মন যেন আনন্দিত হয় এবং আপনার হৃদয় যেন তা সংরক্ষণ করে নেয় (وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا) এবং ক্রমেক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি, আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা পেশ করেছি। অপর ব্যাখ্যায় এক আয়াতের পর অপর আয়াত দিয়ে বারবার জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেছি।

(وَلَا يَأْتُوْنَكَ) তারা আপনার নিকট, হে মুহাম্মদ ﷺ! (بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ) এমন কোন সমস্যা উথাপন করেনি, এমন কোন বর্ণনা, প্রমাণ, যুক্তি উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান (وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا) ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি দান করিনি, যার মুকাবিলায় উত্তম ও উৎকৃষ্ট প্রমাণ, যুক্তি ও ব্যাখ্যা প্রদান করে আমি সেটি বাতিল করে দেইনি।

(اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ) যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, কিয়ামতের দিনে ওই অবস্থায় টেনে টেনে নেয়া হবে অর্থাৎ আবূ জাহ্‌ল ও তার

সাথীরা (اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا) তাদের স্থান অতি নিকৃষ্ট, তাদের আখিরাতের বাসস্থান এবং দুনিয়ার কর্ম অতি মন্দ (وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا) এবং তারাই পথভ্রষ্ট, সত্য ও হিদায়াত থেকে।

(٣٥) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝
(٣٦) فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝
(٣٧) وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝
(٣٨) وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝
(٣٩) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ؗ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۝

৩৫. আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার ভাই হারূনকে তার সাহায্যকারী করেছিলাম।
৩৬. এবং বলেছিলাম, "তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে।" তারপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম।
৩৭. নূহ্-এর সম্প্রদায়কেও যখন তারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানব জাতির জন্যে নিদর্শনরূপে রাখলাম। যালিমদের জন্যে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।
৩৮. আমি ধ্বংস করেছিলাম, আদ, সামূদ, রাস্‌সবাসী এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও,
৩৯. আমি তাদের প্রত্যেকের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, আর তাদের সবাইকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।

(وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ) আমি দান করেছিলাম, প্রদান করেছিলাম মূসাকে কিতাব, তাওরাত (وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا) এবং তার ভাই হারূনকে তার সাথে সাহায্যকারী করেছিলাম, সহায়তাকারী করেছিলাম।

(فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا) এবং বলেছিলাম তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলীকে। নয়টি নিদর্শনকে অর্থাৎ ফির'আওন ও তার সম্প্রদায় কিবতীরা, নিদর্শন অস্বীকার করে, তারা ঈমান আনেনি (فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا) তারপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম, সমুদ্রে নিমজ্জিত করে সমূলে ধ্বংস করেছিলাম।

(وَقَوْمَ نُوْحٍ) এবং নূহের সম্পদায়, তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম (لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ) যখন তারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল। নূহ্ (আ)-কে এবং সমগ্র রাসূল সম্প্রদায়কে প্রত্যাখ্যান করল (اَغْرَقْنٰهُمْ) তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম, ঝড় প্লাবন দ্বারা (وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً) এবং তাদেরকে মানব জাতির জন্যে নির্দশনরূপে রেখে গেলাম, শিক্ষা স্বরূপ রাখলাম, যাতে তারা তাদের পদাংক অনুসরণ না করে (وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ) যালিমদের জন্যে, মক্কার মুশরিকদের জন্যে (عَذَابًا اَلِيْمًا)আমি প্রস্তুত করে রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি জাহান্নামে।

(وَّعَادًا) এবং আ'দ সম্প্রদায়কে, হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়, তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি (وَّثَمُوْدَ) সামূদ, সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায় (الرَّسِّ) এবং রাস্‌স বাসী– শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায় (وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ)

(كَثِيْرًا) এবং তাদের অন্তবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কে, যাদের নাম আমি উল্লেখ করিনি, সকলকে আমি ধ্বংস করেছি।

(وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ) তাদের প্রত্যেকের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট তাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকদের শাস্তি ও ধ্বংসের কথা বর্ণনা করেছিলাম, তা সত্ত্বেও ও তারা ঈমান আনেনি (وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا) আর তাদের সকলকেই আমি ধ্বংস করেছিলাম।

(٤٠) وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۭ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا

(٤١) وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا

(٤٢) اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۭ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا

৪০. তারা তো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি, তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুত তারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না।

৪১. তারা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন?

৪২. সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের হতে দূরে সরিয়ে দিত যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে অধিক পথভ্রষ্ট।

(وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ) তারা তো মক্কার কাফিরেরা তো সেই জনপদ দিয়ে যাতায়াত করেছে, লূত (আ)-এর জনপদ দিয়েই (اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ) যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি, অর্থাৎ পাথর বৃষ্টি (اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا) তবে কি তারা এটি দেখে না, ওই জনপদ ও জনপদবাসীর কি পরিণতি হয়েছে। তারপর তাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তোমার বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের প্রবণতা ত্যাগ করে না কেন? (بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا) বস্তুত তারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না, মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থানের ভয়ে ভীত হয় না।

তারা যখন মক্কার কাফিরেরা (وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا) আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে, কাযাবার্তা বলে কৌতুক ও উপহাস ছলে, তারা বলে (اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا) এ-ই-কি সে, আল্লাহ্ যাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন, আমাদের নিকট।

(اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا) সে তো আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিত, ফিরিয়ে দিত (عَنْ اٰلِهَتِنَا) আমাদের দেবতাগুলো থেকে, উপস্যদের উপাসনা থেকে (لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا) যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত থাকতাম, ওইগুলোর উপসানায় অবিচল থাকতাম (وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ) তারা অতি সত্বর জানতে পারবে, এটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি শাস্তির প্রতিশ্রুতি (حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا) যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে যে, কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট, দ্বীনের দিক থেকে এবং প্রমাণের দিক থেকে।

(٤٣) اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۙ

(٤٤) اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۠

(٤٥) اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۙ

(٤٦) ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۝

(٤٧) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ۝

৪৩. তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মাবিধায়ক হবে?

৪৪. তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারা তো পশুরই মত, বরং তারা আরও অধিক পথভ্রষ্ট।

৪৫. তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য রাখ না কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে এটিকে স্থির রাখতে পারতেন পরে আমি সূর্যকে করেছি এটার নির্দেশক।

৪৬. তারপর আমি একে আমার দিকে ধীরেধীরে গুটিয়ে আনি।

৪৭. এবং তিনিই তোমাদের জন্যে রাতকে করেছেন আবরণস্বরূপ, বিশ্রামের জন্যে তোমাদের দিয়েছেন সুনিদ্রা এবং বাইরে যাওয়ার জন্যে দিয়েছেন দিন।

(اَرَءَيْتَ) আপনি কি দেখেন না, হে মুহাম্মদ ﷺ! (مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ) তাকে যে তার কামনা বাসানকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে, প্রবৃত্তির অনুসরণে যে তার উপাস্যের উপাসনা করে অর্থাৎ নাদর ও তার সাথীগণ (اَفَاَنْتَ) তবুও কি আপনি, হে মুহাম্মদ (تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا) তার কর্মবিধায়ক হবে? এ ধরনের ফাসাদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি উদ্দেশ্যে তার অগ্রসর হওয়া থেকে তাকে নিবারণকারী হবে? জিহাদের আয়াত দ্বারা এটি রহিত হয়ে গিয়েছে। অপর ব্যাখ্যায় আপনি কি তার শাস্তির জিম্মাদার হতেন?

(اَمْ تَحْسَبُ) আপনি কি মনে করেন, হে মুহাম্মদ ﷺ (اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ) তাদের অধিকাংশ শোনে, সত্য বাণী (اَوْ يَعْقِلُوْنَ) ও বুঝে, সত্য বিষয় যখন তারা আপনার বক্তব্য শোনে (اِنْ هُمْ) তারা তো, সত্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে (اِلَّا كَالْاَنْعَامِ) পশুর মত, চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, যারা পানাহার ছাড়া অন্য কিছু বুঝে না তারাও সত্য শোনার ক্ষেত্রে সেরূপ (بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا) বরং তারা আরও অধম, দীন ও দলীল সম্পর্কে, কারণ চতুষ্পদ জন্তুর তো আর পথ ও প্রমাণ বুঝার দায়িত্ব নেই।

(اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ) তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না, তোমার প্রতিপালকের সৃষ্টি কর্মের প্রতি তাকিয়ে দেখ না (كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেছেন, সুবহি সাদিক শুরু হওয়ার পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে কিরূপে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ছায়া প্রলম্বিত করেন (وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا) তিনি ইচ্ছা করলে এটিকে স্থির রাখতেন, এ অবস্থায় ছেড়ে দিনে অর্থাৎ এ ছায়া রেখে দিয়ে সূর্য আচ্ছাদিত না করে। (ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ) কিন্তু আমি সূর্যকে করেছি তার, ছায়ার (دَلِيْلًا) নির্দেশক, অর্থাৎ যেখানেই রোদ থাকবে তার পূর্বে সেখানে ছায়া থাকবেই। অপর ব্যাখ্যায় সূর্যকে করেছি ছায়ার প্রমাণ অর্থাৎ ছায়ার পেছনে পেছনে রোদ থাকবেই।

(ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا) তারপর আমি ইহাকে, অর্থাৎ ছায়াকে (قَبْضًا يَّسِيْرًا) ধীরে ধীরে আমার দিকে গুটিয়ে আনি, নম্রতার সাথে, অপর ব্যাখ্যায় সংগোপনে।

(وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا) এবং তিনি তোমাদের জন্যে রাতকে করেছেন আবরণ স্বরূপ, আচ্ছাদনকারী রাতের মধ্যে সবকিছু আচ্ছাদিত ও ঢেকে যায়। (وَّ النَّوْمَ سُبَاتًا) এবং বিশ্রামের জন্যে তোমাদেরকে দিয়েছেন নিদ্রা, দৈহিক প্রশান্তি লাভের জন্যে (وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا) এবং সমুথানের জন্যে দিয়েছেন দিন, জীবিকা সংগ্রহের সময়রূপে দিলেন দিন।

(٤٨) وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۙ

(٤٩) لِّنُحْـىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ○

(٥٠) وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ○

(٥١) وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۖ○

৪৮. তিনিই নিজ অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।

৪৯. যা দিয়ে আমি মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীব-জন্তু ও মানুষকে তা পান করাই।

৫০. এবং আমি এই পানি তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

৫১. আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম।

(وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ) তিনিই আপন অনুগ্রহের প্রাক্কালে, বৃষ্টির কিঞ্চিৎ পূর্বে (بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ) সুসংবাদবাহীরূপে, আনন্দের বাহনরূপে বায়ু প্রেরণ করেন। (وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا) এবং আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। যে পানি অন্যকে পবিত্র করে ওই পানিকে পবিত্র করার প্রয়োজন হয় না।

(لِّنُحْـىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ) যা দিয়ে আমি মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি, ঘাসপাতাহীন স্থানকে সজীব করি (مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا) এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহুজীব জন্তুকে, পশু পাখীকে ও (وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا) মানুষকে পান করাই বহুসংখ্যক মানুষকে পান করাই।

(وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ) আমি এটিকে তাদের মধ্যে বিতরণ করি, বৃষ্টি তাদের মাঝে বর্ষণ করি বছরের পর বছর (بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا) যাতে তারা স্মরণ করে, তা দিয়ে উপদেশ গ্রহণ করে (فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا) কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে, উপদেশ গ্রহণ করে না বরং আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর নি'আমতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশে অবিচল থাকে।

(وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا) আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে, জনপদের অধিবাসীদের নিকট একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম, কিন্তু আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি যাতে আপনি সাওয়াব ও সম্মান ও উভয়টি লাভ করে গৌরবান্বিত হতে পারেন।

(٥٢) فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝

(٥٣) وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝

(٥٤) وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۝

(٥٥) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ۝

(٥٦) وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝

৫২. সুতরাং আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না বরং আপনি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যান।

৫৩. তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিঠা, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রেখেছেন এক অন্তরায়, এক দুর্ভেদ্য আড়াল।

৫৪. এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; তারপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

৫৫. তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদেরকে উপকার করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না; কাফির তো নিজ প্রতিপালকের বিরোধী।

৫৬. আমি তো আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।

(فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ) সুতরাং আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না, আবূ জাহ্ল ও তার সাথী সঙ্গীদের নির্দেশ মেনে (وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ) এবং আপনি এটি দ্বারা, কুরআন দ্বারা (جِهَادًا كَبِيْرًا) তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যান, তরবারীর সাহায্যেও।

(وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, দুই দরিয়াকে চলমান করেছেন (هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ) একটি মিষ্টি সুপেয়, সুস্বাদু মজাদার (وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ) আর অপরটি লোনা খর, তিক্ত লবণাক্ত (وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا) উভয়ের মাঝে, মিষ্টি ও লবণাক্ত উভয় দরিয়ার মাঝে (بَرْزَخًا) রেখে দিয়েছেন আড়াল, প্রতিবন্ধক ও (وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا) এক অনতিক্রম্য ব্যবধান, নিষিদ্ধ প্রতিরোধক, যাতে এটি অপরিচিত স্বাদ বিঘ্নিত করতে না পারে।

(وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ) তিনি পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, নর ও নারীর বীর্য থেকে সৃজন করেছেন, মানুষকে অগণিত মানব সন্তান (بَشَرًا فَجَعَلَهٗ وَّصِهْرًا) তারপর তিনি তাদের বংশগত সম্বন্ধ, বিবাহ নিষিদ্ধ আত্মীয়তার সম্বন্ধ এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ, বিবাহ বৈধ আত্মীয়তা ও অনাত্মীয়তার সম্বন্ধের ব্যবস্থা করেছেন (وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا) আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান, সক্ষম হালাল সম্পর্ক ও হারাম সম্পর্ক নির্ধারণে।

(وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, মক্কার কাফিরেরা এমন কিছুর উপাসনা করে (مَا لَا يَنْفَعُهُمْ) যা তাদের উপকার করতে পারে না, যার উপাসনা ও আনুগত্য দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কোন উপকারে আসে না (وَلَا يَضُرُّهُمْ) এবং অপকারও করতে পারে না, যার অবাধ্যতা ও উপাসনা পরিত্যাগ দুনিয়াও আখিরাতে তাদের কোন ক্ষতির কারণ হয় না (وَكَانَ الْكَافِرُ) কাফির তো, আবূ

জাহল তো (عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا) আপন প্রতিপালকের বিরোধী, অপর ব্যাখ্যায় সে কুফরী দ্বারা আপন প্রতিপালকের বিরুদ্ধে অন্যান্য কাফিরদের সহযোগিতাকারী।

(وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ) আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি, হে মুহাম্মাদ ﷺ মক্কাবাসীদের নিকট (اِلَّا مُبَشِّرًا) সুসংবাদদাতা, জান্নাতের (وَّ نَذِيْرًا) এবং সতর্ককারীরূপে, জাহান্নামের ব্যাপারে।

(٥٧) قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ○
(٥٨) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرَا ۚ ○
(٥٩) الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ○
(٦٠) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۩ ○

৫৭. বলুন, 'আমি তোমাদের নিকট তার জন্যে কোন প্রতিদান চাই না, তবে, যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।'

৫৮. আপনি নির্ভর করুন তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।

৫৯. তিনি আকাশরাজি পৃথিবীও সেগুলোর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই রাহ্‌মান, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

৬০. যখন তাদেরকে বলা হয়, 'সিজদাবনত হও 'রাহ্‌মান'-এর প্রতি'। তখন তারা বলে, 'রাহ্‌মান' আবার কে? তুমি কাউকে সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করব?' এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ মক্কাবাসীদেরকে এর জন্যে তাওহীদ ও কুরআন প্রচারের জন্যে (مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ) আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, (اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا) তবে যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। ঈমানের পথ অবলম্বন করুক, অপর ব্যাখ্যায় তবে যে তাওহীদ গ্রহণের ইচ্ছা করে তারপর এই তাওহীদ সূত্রে তার প্রতিপালকের পথ– তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনের পথ অবলম্বন করুক তবে সে সাওয়াব পাবে।

(وَتَوَكَّلْ عَلَى) আপনি নির্ভর করুন, হে মুহাম্মদ (الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ) তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই, সে সকল জীবিত লোকের উপর নির্ভর করবেন না যাদের মৃত্যু হবে। যেমন আবূ তালিব, হযরত খাদীজা (রা) আর সে সকল প্রাণহীন মৃতের উপর ও নির্ভর করবেন না যারা নড়াচড়াও করতে পারে না। (وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ) এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, তাঁর নির্দেশ মুতাবিক। সালাত আদায় কর (وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ) তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে তিনি, আল্লাহ্‌ (خَبِيْرًا) যথেষ্ট অবগত, অবহিত।

(الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ) তিনি আকাশরাজি, পৃথিবী ও উহার মধ্যবর্তী সবকিছু, সৃষ্টিজগত ও বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহ (وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ) সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, দুনিয়ার সূচনাকালীন দিন

সমূহের ছয়দিনে, সে সময় ৬টি দিনের পরিমাণ ছিল তোমাদের গণনা মুতাবিক হাজার বছর। ছয়দিনের প্রথম দিন ছিল রোববার এবং শেষ দিন জুমাবার। (ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ) তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন, অবস্থান নেন অপর ব্যাখ্যা (امْلَأَ بِهِ الْعَرْشِ) তাঁর দ্বারা আরশ পরিপূর্ণতা লাভ করে (اَلرَّحْمٰنُ) তিনি রাহমান। আয়াতে তারপর রয়েছে, অর্থাৎ রহমান দয়াময় প্রভু আরশে সমাসীন হলেন (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيْرًا) তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস কর, আল্লাহ্ সম্পর্কে যে জ্ঞাত তাকে জিজ্ঞেস কর। অপর ব্যাখ্যায় আলিমদের নিকট আল্লাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর তারা তোমাকে অবগত করাবেন।

(وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ) যখন তাদেরকে বলা হয়, মক্কার কাফিরদেরকে বলা হয় (اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ) সিজদাবনত হও রাহমানের প্রতি, একত্ববাদ গ্রহণ করে দয়াময় প্রভুর প্রতি বিনীত হও (قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ) তখন তারা বলে, রাহমান আবার কে? মুসায়লামা কায্‌যাব ব্যতীত 'রাহমান' নামে আমরা আর কাউকে চিনি না (اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا) তুমি কাউকে সিজ্‌দা করতে বললেই কি সিজ্‌দা করব এতে রাহমানের আলোচনা দ্বারা, অপর ব্যাখ্যায় কুরআনের আলোচনা দ্বারা, অপর ব্যাখ্যায় নবী কারীম ﷺ-এর দাওয়াত দ্বারা (وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا) তাদের বিমূখতাই বৃদ্ধি পায়, ঈমান থেকে দূরে সরে যাওয়াই বৃদ্ধি পায়।

(٦١) تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
(٦٢) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا
(٦٣) وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا

৬১. কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং সেখানে স্থাপন করেছেন বাতি ও দীপ্তিময় চাঁদ!

৬২. এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্যে তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে।

৬৩. রাহ্‌মানের বান্দা তারাই যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'।

(تَبٰرَكَ الَّذِيْ) কত মহান তিনি, বরকতময় (جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا) যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র, নক্ষত্ররাজি অপর ব্যাখ্যায় অট্টালিকা (وَجَعَلَ فِيْهَا) এবং সেখানে স্থাপন করেছেন, আকাশে স্থাপন করেছেন (سِرٰجًا) প্রদীপ, প্রদীপ্ত সূর্য, দিনের বেলায় মানবজাতির জন্যে কিরণ ছড়ায় (وَقَمَرًا مُّنِيْرًا) এবং জ্যোতির্ময় চাঁদ, রাতের বেলায় মানুষের জন্যে আলো ছড়ায়।

(وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً) তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে অনুগামী রূপে, একটির পর অপরটি আগমন করে (لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ) তাদের জন্যে যারা উপদেশ গ্রহণ করতে, এগুলোর বিবর্তন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে (اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا) এবং কৃতজ্ঞ হতে চায়, সৎকর্ম করতে চায়। রাতের বেলা যা সম্পন্ন করতে পারেনি দিনের বেলায় তা পূর্ণ করে নেয় এবং দিনের বেলায় যা অপূর্ণ থেকে যায় রাতে তা পূরণ করে নেয়।

(وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ) রাহ্‌মানের বান্দা, বিশেষ বান্দা (الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا) তারা যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে, আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীতভাবে হাঁটা চলা করে (وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ)

এবং তাদের যখন সম্বোধন করে অজ্ঞ ব্যক্তিরা, কাফির ও পাপাচারী ব্যক্তিরা যখন তাদের সাথে কথাবার্তা বলে (قَالُوْا سَلٰمًا) তখন তারা বলে সালাম, মার্জিতভাবে তাদের উত্তর দেয় এবং সত্য কথা বলে।

(٦٤) وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

(٦٥) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

(٦٦) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

(٦٧) وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

(٦٨) وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

(٦٩) يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا

৬৪. এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হয়েও দাঁড়িয়ে থেকে,

৬৫. এবং তারা বলে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, সেটির শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।

৬৬. আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট–

৬৭. এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে উভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।

৬৮. এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।

৬৯. কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।

(وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ) এবং তারা রাত যাপন করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে, সালাত আদায় করে (سُجَّدًا وَّقِيَامًا) সিজ্‌দাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে, রাতের সালাতে।

(اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا) এবং তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, সেটির শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ, অনিবার্য যন্ত্রণাদায়ক ও তিক্ত।

(اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا) আশ্রয়স্থল হিসেবে, গৃহ হিসেবে এবং বসতি হিসেবে, স্থায়ী ঠিকানারূপে সেটি কত নিকৃষ্ট। তারপর তাদের ব্যয় সম্পর্কিত বর্ণনা দিলেন এবং বললেন ঃ

(وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا) এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার পথে ব্যয় করে না, (وَلَمْ يَقْتُرُوْا) এবং কার্পণ্যও করে না, যথাযথ প্রাপ্য পরিশোধে (وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا) বরং তারা আছে এ দু'য়ের মাঝে মধ্য পন্থায়, অপব্যয় ও কার্পণ্যের মাঝামাঝি পন্থায়।

(وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ) এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে ডাকে না, আল্লাহ্‌র সাথে ইবাদত করে না (اِلٰهًا اٰخَرَ) অন্য কোন ইলাহকে, দেব-দেবী প্রতিমাকে (وَلَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ) আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন তারা যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে, রজম- প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা দণ্ড, কিসাস বা নরহত্যার দণ্ড এবং ধর্মত্যাগের দণ্ড ব্যতিরেকে (الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَايَزْنُوْنَ) তাকে হত্যা করে না, এবং তাকে হত্যা করা বৈধ মনে করে না। এবং ব্যভিচার করে না, ব্যভিচারী হওয়া বৈধও মনে করে না, (وَمَنْ يَّفْعَلْ)

(ذٰلِكَ) যে ব্যক্তি এগুলো করে, বৈধ জ্ঞানে (يَلْقَ اَثَامًا) সে শাস্তিভোগ করবে। জাহান্নামের 'আসাম' নামক উপত্যকায় অবস্থান করবে। অপর ব্যাখ্যায় 'আসাম' নামক কুপায় অবস্থান করবে।

(٧٠) اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

(٧١) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ○

(٧٢) وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ○

(٧٣) وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ○

(٧٤) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○

৭০. তারা নয়, যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭১. যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিমুখী হয়।

৭২. এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার কার্যকলাপের সম্মুখীন হলে নিজ মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে।

৭৩. এবং যারা, তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ এবং বধিরের মত আচরণ করে না,

৭৪. এবং যারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে এমন স্ত্রী ও সন্তান দান কর যারা হবে আমাদের জন্যে চোখ জুড়ানো এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর।

(يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ) কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে, শাস্তির মধ্যে (وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا) সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়, অপদস্থ অবস্থায়।

(اِلَّا مَنْ تَابَ) তবে তারা নয় যারা তাওবা করে, কুফরী থেকে (وَاٰمَنَ) এবং ঈমান আনে, আল্লাহ্র প্রতি (وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا) এবং সৎকর্ম করে, ঈমান আনয়নের পর খাঁটি আমল করে (فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ) আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দেবেন পুণ্য দ্বারা। আল্লাহ্ তাদের ফিরিয়ে আনবেন কুফরী থেকে ঈমানের দিকে, অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে, প্রতিমা পূজা থেকে তাঁর ইবাদতের দিকে এবং মন্দ থেকে ভালোর দিকে (وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, যে তাওবা করে তার জন্যে (رَّحِيْمًا) পরম দয়ালু, সে তাওবার উপর মৃত্যুবরণ করে তার জন্যে।

(وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا) যে ব্যক্তি তাওবা করে, পাপাচার থেকেও সৎকর্ম করে অন্তরের দিক খাঁটি ও নির্ভেজাল হয়ে তার ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। (فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى غَفُوْرًا) (رَّحِيْمًا) সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিমুখী হয়, উপদেশ গ্রহণ করে। অপর ব্যাখ্যায় এর সাওয়াব সে আল্লাহ্র নিকট পাবে।

(وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ) এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, মিথ্যার আসরে উপস্থিত হয় না (وَاِذَا مَرُّوْا) এবং অসার ক্রিয়া কলাপের সম্মুখীন হলে, বাতিল ও অসত্য সভা সমিতির পাশ দিয়ে গেলে (بِاللَّغْوِ مَرُّوْا) (كِرَامًا) নিজ মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে, ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে, তাদের উপদেশ দান করলে সেটির প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি (لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا) অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করে না যে, সে কিছু শোনে না এবং কিছু দেখে না। বরং তারা সব দেখে সব শোনে।

(وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ) এবং যারা প্রার্থনা করে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে এমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দান কর যারা আমাদের জন্যে নয়ন প্রীতিকর, অর্থাৎ তারা বলে আমাদেরকে দান করুন পুণ্যবান সৎকর্মশীল স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি যাতে তাদেরকে পেয়ে আমাদের নয়ন মন সন্তুষ্ট হয় (وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا) এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর, আমাদেরকে সৎকর্মশীল ও পুণ্যবান কর যাতে তারা আমাদের অনুসরণ করে।

(٧٥) اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا

(٧٦) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

(٧٧) قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا

৭৫. তাদেরকে প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহ।

৭৬. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট!

৭৭. বলুন 'তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না। তোমরা অস্বীকার করেছ, ফলে অচিরে নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি।

(اُولٰٓئِكَ) তাদেরকে, এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদেরকে (يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ) প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হবে জান্নাত, জান্নাতের সুউচ্চ স্তর (بِمَا صَبَرُوْا) যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে, দারিদ্র্যে এবং কষ্টকর স্থানসমূহে সেখানে তাদেরকে জান্নাতে তাদেরকে (وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا) অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালামসহ, তারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম ও অভিবাদন জানিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে।

(خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) সেখানে তারা স্থায়ী হবে, চিরদিন জান্নাতে অবস্থান করবে, সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না (حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا) এটা কত উৎকৃষ্ট আশ্রয় স্থল হিসেবে, বাসস্থান হিসেবে (وَّمُقَامًا) এবং বসতি হিসাবে, ঠিকানা হিসেবে।

(قُلْ) বলুন, হে মুহাম্মদ ﷺ! মক্কার কাফিরদেরকে (مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ) আমার প্রতিপালকের কিছু আসে যায় না, অর্থাৎ তোমাদের দেহ আর আকৃতি দিয়ে আমার প্রভু কি করবেন (لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ) যদি তোমরা না ডাক তাঁকে, যখন তোমাদেরকে একত্ববাদের নির্দেশ দেয়া হয় (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ) তোমরা তো অস্বীকার করেছ, মুহাম্মদ ﷺ-কে এবং কুরআনকে (فَسَوْفَ) অচিরে নেমে আসবে এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি শাস্তির হুঁশিয়ারী (يَكُوْنُ لِزَامًا) অপরিহার্য শাস্তি, বদর যুদ্ধের দিনের শাস্তি। আঘাত হত্যা ও বন্দী করা, অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নবীকে প্রত্যাখ্যান করেছ, ভতি সত্ত্বর অনিবার্যভাবে শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।

سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ

সূরা শু'আরা

মক্কায় অবতীর্ণ, তবে وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ থেকে শেষ পর্যন্ত মদীনায় অবতীর্ণ। ২২৭ আয়াত[১], ১২৬৭ শব্দ, ৫৫৪২ বর্ণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ নামে

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ

(١) طٰسٓمٓ○

(٢) تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ○

(٣) لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ○

(٤) اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ○

১. তা-সীন-মীম
২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।
৩. তারা মু'মিন হচ্ছে না বলে আপনি হয়ত মনোকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বেন।
৪. আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম ফলে, তাদের ঘাড় নত হয়ে পড়ত সেটির প্রতি।

(طٰسٓمٓ) তা-সীন-মীম, "তা, দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাঁর মাওল অর্থাৎ আল্লাহ্র অসীমত্ব ও অসীম শক্তি, সীন, দ্বারা তাঁর "সানা" «سَنَآء» অর্থাৎ জ্যোতি ও মাহাত্ম্য আর "মীম" দ্বারা তাঁর মূলক «مُلْك» বা সার্বভৌমত্ব। অপর ব্যাখ্যায় এটি একটি শপথ বাক্য এতে আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন।

(تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করে বললেন যে, এ সূরাটি কুরআন মজীদের আয়াত সমষ্টি। যে কুরআন হালাল-হারাম ও আদেশ নিষেধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করে।

(لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ) আপনি হয়ত মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন, হে মুহাম্মদ! আপনি হয় নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে দিবেন তাদের দুঃখময় পরিণতিতে ব্যথিত হয়ে। (اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ) এ

১. মূল গ্রন্থে আয়াত সংখ্যা ২২৬ মুদ্রিত রয়েছে

দুঃখে যে, তারা মু'মিন হচ্ছে না, অর্থাৎ কুরায়শরা ঈমান আনছে না, তাদের ঈমান আনয়নের আশায় তিনি উদগ্রীব ছিলেন, তারা ঈমান আনয়ন করুক। তিনি তাই কামনা করতেন।

(٥) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ○
(٦) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبٰؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ○
(٧) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ○
(٨) إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ○
(٩) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

৫. যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নূতন উপদেশ আসে তখনই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
৬. তারা তো অস্বীকার করেছে। সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার প্রকৃত বার্তা তাদের নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে।
৭. তারা কি যমীনের প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি!
৮. নিশ্চয় তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।
৯. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(إِنْ نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ اٰيَةً) আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট নাযিল করতে পারতাম এক নিদর্শন, প্রমাণ (فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ) ফলে সেটির প্রতি তাদের ঘাড় বিনত হয়ে পড়ত, তারা অনুগত হয়ে পড়ত।

(وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ) যখনই তাদের নিকট কোন নতুন উপদেশ আসে, একের পর এক কুরআনের বাণী নিয়ে তাদের নবীর নিকট জিবরাঈল (আ) আসে (إِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ) তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কুরআন প্রত্যাখ্যান করে।

(فَقَدْ كَذَّبُوْا) তারা তো অস্বীকার করেছে, মুহাম্মদ ﷺ -কে এবং কুরআনকে (فَسَيَأْتِيْهِمْ أَنْبٰؤُا مَا) (كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ) সুতরাং তাদের নিকট অতিসত্বর আসবে যা নিয়ে তারা হাসি ঠাট্টা করত, যে শাস্তি নিয়ে হাসাহাসি করত তার প্রকৃতবার্তা, অপর ব্যাখ্যায় অতিসত্বর আসবে মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন অস্বীকার করার শাস্তি বা সংবাদ।

(أَوَلَمْ يَرَوْا) (إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا) তারা কি দৃষ্টিপাত করে না, মক্কার কাফিরেরা কি দেখে না পৃথিবীর প্রতি আমি তাতে (فِيْهَا) প্রত্যেক প্রকারের, প্রত্যেক বর্ণের (مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ) কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ, সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি।

(إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ) নিশ্চয় তাতে আছে, উদ্ভিদের বর্ণবৈচিত্র্যে রয়েছে (لَاٰيَةً) নিদর্শন, প্রমাণ ও শিক্ষা (وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়, ঈমান আনেনি। বদর যুদ্ধে দিন যারা নিহত হয়েছে তাদের সকলেই ছিল কাফির।

(وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ) তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী, তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে (الرَّحِيْمُ) পরম দয়ালু ঈমানদারদের প্রতি।

(١٠) وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰۤى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

(١١) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝

(١٢) قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ؕ

(١٣) وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ۝

(١٤) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۚ

(١٥) قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَاۤ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۝

১০. স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন, 'তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও।'
১১. ফির'আওন সম্প্রদায়ের নিকট তারা কি ভয় করে না?
১২. তখন সে বলেছি, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে তারা আমাকে অস্বীকার করবে।'
১৩. এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে, আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নয়। সুতরাং, হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও।
১৪. আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে, আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করবে।
১৫. আল্লাহ্ বললেন, না, কখনও নয়, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তো তোমাদের সাথে আছি, শ্রবণকারী।

(وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ) স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ডাকলেন, আহ্বান করলেন (مُوْسٰى) মূসাকে, অপর ব্যাখ্যায় আপনার প্রতিপালক যখন নির্দেশ দিলেন মূসাকে (اِنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ) তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও, কাফিরদের নিকট গমন কর।

(قَوْمَ فِرْعَوْنَ) ফির'আওন সম্প্রদায়ের নিকট, বাক্যাংশটি পূর্বোল্লিখিত সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা (اَلَا يَتَّقُوْنَ) তারা কি ভয় করে না, তাদেরকে গিয়ে বল, তোমরা কি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের উপাসনা পরিত্যাগ করবে না।

(قَالَ) সে বলল, মূসা (আ) বললেন (رَبِّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ) হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে, রিসালাতের দাবীতে।

(وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ) এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে, তাদের পক্ষ থেকে আমাকে প্রত্যাখ্যানের কারণে, অপর ব্যাখ্যায় আমার হৃদয় সাহসহীন হয়ে পড়ছে (وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ) আর আমার জিহ্বাতে সাবলীল নয়, এই আশংকার কারণে আমার জিহ্বা সুস্থির থাকে না (فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ) সুতরাং হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও, আমার সাথে হারূন (আ)-কে প্রেরণ কর যাতে সে আমার সহকারী হতে পারে, অপর ব্যাখ্যায় হারূনের (আ) নিকটও জিবরাঈল (আ)-কে ওহী নিয়ে পাঠাও যাতে সে আমার সাহায্যকারী হতে পারে।

(وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ) আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে, জনৈক কিবতীকে হত্যার দায়ে আমার বিরুদ্ধে তাদের মৃত্যু দণ্ডের দাবী আছে (فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করবে, সেই কিবতীর বিনিময়ে।

(قَالَ) তিনি বললেন, আল্লাহ্ বললেন (كَلَّا) না কখনই নয়, হে মূসা (আ)! এটি সুনিশ্চিত যে, তোমাদের দু'জনকে হত্যা করার কোন ক্ষমতা আমি তাদেরকে প্রদান করব না। (فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا) অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, শুভ্র হাত, লাঠি, ঝড়, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, ফসলহানি ও দুর্ভিক্ষ এই নয়টি নিদর্শন নিয়ে যাও (إِنَّا مَعَكُمْ) আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমাদের সাহায্যকারীরূপে (مُسْتَمِعُونَ) শ্রবণকারীরূপে, তারা তোমাদেরকে যা বলবে তা শুনব।

(١٦) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(١٧) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ إِسْرَآءِيْلَ ۝

(١٨) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۝

(١٩) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(٢٠) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

১৬. অতএব তোমরা উভয়ে ফির'আওনের নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।'

১৭. 'আর আমাদের সাথে যেতে দাও বনী ইসরাঈলকে।'

১৮. ফির'আওন বলল। 'আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ।

১৯. তুমি তো তোমার কাজ যা করার তা করেছ; তুমি অকৃতজ্ঞ।

২০. মূসা বলল, আমি তো একটা এটা করেছিলাম তখন যখন আমি ছিলাম পথহারা।

(فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) অতএব তোমরা উভয়ে ফির'আওনের নিকট যাও এবং বল "আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি তোমার নিকট এবং তোমার সম্প্রদায়ের নিকট।

(أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ) আর আমাদের সাথে যেতে দাও, বনী ইসরাঈলকে আর তাদেরকে নির্যাতন করো না। তখন ফির'আওন মূসা (আ)-এর দিকে তাকাল।

(قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا) ফির'আওন বলল, 'আমি কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন পালন করিনি? ছোটকালে হে মূসা! তোমাকে লালন করিনি? (وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ) এবং তুমি তো তোমার জীবনের বহু বৎসর, ত্রিশ বৎসর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ, অবস্থান করেছ।

(وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ) তুমি তোমার কর্ম যা করার করেছ, তোমার হাতে নিহত ব্যক্তিটিকে হত্যা করেছ (وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ) তুমি অকৃতজ্ঞ। এখন তুমি আমার অনুগ্রহ সম্পর্কে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ।

(قَالَ) সে বলল, মূসা (আ) বললেন (فَعَلْتُهَا اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ) আমি তো এটি করেছিলাম তখন যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ, আমার প্রতি তোমার অবদান সম্পর্কে অজ্ঞাত।

(٢١) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

(٢٢) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

(٢٣) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٢٤) قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○

(٢٥) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ○

(٢٦) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২১. তারপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন আমি তোমাদের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূল করেছেন।
২২. আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছ, তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ।
২৩. ফির'আওন বলল, জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কি?
২৪. মূসা বলল, 'তিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।'
২৫. ফির'আওন তার পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা শুনছ তো'!
২৬. মূসা বলল, 'তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।'

(فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ) তারপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তোমরা আমাকে হত্যা করবে এ আশংকায় শংকিত হলাম, তখন আমি তোমাদের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম, পলায়ন করেছিলাম (فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ) তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন, অনুধাবন শক্তি, জ্ঞান ও নবুওয়াত দান করেছেন (مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ) এবং আমাকে রাসূল করেছেন, রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন তোমার নিকট এবং তোমার সম্প্রদায়ের নিকট।

(وَتِلْكَ نِعْمَةٌ) এটি তো তোমার অনুগ্রহ, এটি তোমার অবদান বটে (تَمُنُّهَا عَلَىَّ) যা তুমি আমার নিকট উল্লেখ করছ, হে ফির'আওন! কিন্তু আমার প্রতি তোমার যে যুলুম ও অত্যাচার তাতো উল্লেখ করছ না, তা হলো (اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ) তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ, দাস বানাতে চেয়েছ।

(قَالَ فِرْعَوْنُ) ফির'আওন বলল, মূসা (আ)-এর উদ্দেশ্যে (وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ) জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কি? হে মূসা (আ)! জগতসমূহের প্রতিপালক, সে আবার কে? তুমি কি এতদ্বারা আমার কথা বলেছ?

(قَالَ) সে বলল, মূসা (আ) বললেন (رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) তিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, অর্থাৎ বিশ্ব প্রতিপালক হলেন তিনি যিনি

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক এবং এ দুয়ের মাঝে অবস্থিত সকল সৃষ্টি ও অভিনব বিষয়ের মালিক (اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ) যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। যদি বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন।

(قَالَ) সে বলল, ফির'আওন বলল (لِمَنْ حَوْلَهُ) তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে, তার সভাসদদের উদ্দেশ্যে (اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ) তোমরা শুনছ তো, মূসা (আ) কি বলছে, তার পার্শ্বে তখন ২৫০ জন সভাসদ উপবিষ্ট, সোনার কারুকাজযুক্ত রেশমী জামা পরিহিত। এরা ছিল ফির'আওনের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা। তারা বলল, হে মূসা (আ)! তুমি আমাদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছ সেই আসমান ও যমীনের প্রতিপালক কেমন? কে?

(قَالَ) সে বলল, মূসা (আ) বললেন, (رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ) তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক।

(٢٧) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ○
(٢٨) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ○
(٢٩) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ○
(٣٠) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ○
(٣١) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

২৭. ফির'আওন বলল, "তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি তো নিশ্চয়ই পাগল।'
২৮. মূসা বলল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং সেগুলোর মধ্যবর্তী সকল কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝতে।'
২৯. ফির'আওন বলল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব"।
৩০. মূসা বলল, 'আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করলেও?'
৩১. ফির'আওন বলল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তা উপস্থিত কর।'

(قَالَ) সে বলল, ফির'আওন তার সভাসদদের উদ্দেশ্যে বলল (اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ) তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল তো নিশ্চয়ই পাগল, তারা বলল, হে মূসা (আ)! তুমি আমাদেরকে যার দিকে আহ্বান করছ এবং আমাদেরও আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক কে?

(قَالَ) সে বলল, মূসা (আ) বললেন (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং সেগুলোর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক (اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ) যদি তোমরা বুঝতে, এটি সত্য বলে মেনে নিতে।

(قَالَ) সে বলল, ফির'আওন বলল মূসার উদ্দেশ্যে (لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ) তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর, অন্যের ইবাদত কর, হে মূসা! (لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ) তবে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব, কারাগারে বন্দীদের সাথে থাকার ব্যবস্থা করব। তার কারাগার ছিল

হত্যার চেয়েও কষ্টদায়ক। কাউকে কারারুদ্ধ করলে পরে তাকে নির্জন প্রকোষ্ঠ একাকী থাকতে দেয়া হত সেখানে কিছুই শুনতে পেত না এবং কিছুই দেখতে পেত না। তাতে তার জন্যে এক ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি করা হত।

(قَالَ) সে বলল, মূসা (আ) বললেন (أَوَلَوْ جِئْتُكَ) আমি তোমার নিকট, হে ফির'আওন (بِشَيْءٍ مُّبِينٍ) স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করলেও আমার বক্তব্যের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এলেও।

(قَالَ) সে বলল, ফির'আওন বলল (فَأْتِ بِهِ) তুমি তা উপস্থিত কর, হে মূসা (আ)! (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) যদি তুমি সত্যবাদী হও, এ বক্তব্যে যে, তুমি আমার প্রতি এবং আমার সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছ।

(٣٢) فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ
(٣٣) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
(٣٤) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ
(٣٥) يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
(٣٦) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
(٣٧) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ

৩২. তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হল।
৩৩. এবং মূসা হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।
৩৪. ফির'আওন তার পরিষদবর্গকে বলল, 'এতো এক সুদক্ষ যাদুকর।!
৩৫. এ, তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তারা যাদু বলে বহিষ্কার করতে চায়! এখন তোমরা কি করতে বল?
৩৬. তারা বলল, 'তাকেও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও,
৩৭. 'যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।"

(فَأَلْقَىٰ) তারপর সে, মূসা (আ) (عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ সেটি এক সাক্ষাত অজগর পরিণত হল, হলুদ বর্ণের সাপে পরিণত হল, যা সম্ভাব্য সর্ববৃহৎ সাপের চাইতে বহুগুণ বড়। এটা দেখে ফির'আওন বলল, 'এটি একটি স্পষ্ট নিদর্শন বটে, এটি ভিন্ন অন্য কিছু আছে কি?

(وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ) এবং সে হাত বের করল তৎক্ষণাৎ সেটি দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল, তাঁর হাত সূর্যের কিরণের ন্যায় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল, যা দর্শকদেরকে আকর্ষণ করে।

(قَالَ) সে বলল, ফির'আওন বলল (لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ) তার পরিষদবর্গকে এতো, এই রাসূল তো (إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ) সুদক্ষ যাদুকর, যাদু বিদ্যায় পারদর্শী।

(يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ) এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে, মিসর থেকে (مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ) (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) যাদুবলে বহিষ্কার করতে চায় এখন তোমরা কী করতে বল?' তার সম্পর্কে কি পরামর্শ দাও?

(قَالُوْٓا اَرْجِهْ) তারা বলল, তাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও, কারারুদ্ধ কর (وَاَخَاهُ) এবং তার ভ্রাতাকেও, এ মুহূর্তে তাদেরকে হত্যা করো না (وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ) এবং নগরে নগরে, জাদুকরগণ যে সকল শহরে নগরে বসবাস করে সে গুলোতে (حٰشِرِيْنَ) পাঠাও সংগ্রাহকদেরকে, নিরাপত্তারক্ষীদেরকে।

(يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ) যেন তারা তোমার নিকট সুদক্ষ জাদুকরদের উপস্থিত করে, অভিজ্ঞ যাদুকর ঐন্দ্রজালিক উপস্থিত করে। তারপর মূসা যা প্রদর্শন করে তারাও যেন তা প্রদর্শন করে।

(٣٨) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝
(٣٩) وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۝
(٤٠) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝
(٤١) فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۝
(٤٢) قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝
(٤٣) قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝
(٤٤) فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

৩৮. তারপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদের কে একত্র করা হল,
৩৯. এবং লোকদেরকে বলা হলো, 'তোমরাও সমবেত হচ্ছ কি?'
৪০. যেন আমরা যাদুকরদেরকে অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।'
৪১. তারপর যাদুকরেরা এসে ফির'আওনকে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদের জন্যে পুরস্কার থাকবে তো?'
৪২. ফির'আওন বলল, 'হ্যাঁ তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্টদের শামিল হবে।'
৪৩. মূসা তাদেরকে বলল, 'তোমাদের যা, নিক্ষেপ করবার তা নিক্ষেপ কর।'
৪৪. তারপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তারা বলল 'ফির'আওনের ইয্যতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব।'

(فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ) তারপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বাজারের দিনে অপর ব্যাখ্যায় ঈদের দিনে অন্য এক ব্যাখ্যায় নববর্ষের প্রথম দিনে যাদুকরদেরকে একত্র করা হল, তারা সংখ্যায় ছিল ৭২ জন।

(وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ) এবং লোকজনকে বলা হল, তোমরা সমবেত হচ্ছ কি?

(لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ) যেন, আমরা যাদুকরদের, যাদুকরদের ধর্মের (اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ) অনুসরণ করতে পারি যদি তারা বিজয়ী হয়, মূসার (আ) বিরুদ্ধে।

(فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا) তারপর যাদুকরেরা এসে ফির'আওনকে বলল আমাদের জন্যে পুরস্কার থাকবে কি, আর্থিক কোন পারিশ্রমিক থাকবে কি (اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ) যদি আমরা বিজয়ী হই, মূসার (আ) বিরুদ্ধে।

(قَالَ) সে বলল, ফির'আওন বলল : (نَعَمْ) হ্যাঁ, আমার নিকট তোমরা তা তো পাবেই (وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ) তখন তোমরা আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে', মান-মর্যাদা ও আমার দরবারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে।

(قَالَ لَهُمْ مُّوْسَى) মূসা তাদেরকে বলল, জাদুকরদের কে বলল (اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ) তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।

(فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ) তারপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল, ৭২টি রশি এবং ৭২টি লাঠি নিক্ষেপ করল। (وَقَالُوْا) এবং তারা বলল, যাদুকরগণ বলল (بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ) ফির'আওনের ইজ্জতের শপথ, তার শক্তিমত্তার কসম (اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ) আমরাই বিজয়ী হব, মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে।

(٤٥) فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۝

(٤٦) فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۝

(٤٧) قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٤٨) رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

(٤٩) قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۬ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৪৫. তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।
৪৬. তখন যাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হয়ে পড়ল।
৪৭. এবং বলল। 'আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি
৪৮. যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক'।
৪৯. ফির'আওন বলল, কী! আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তাতে বিশ্বাস করলে? এই তো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করবই'।

(فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ) তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, সহসা সেটি গোগ্রাসে গিলতে লাগল, গলাধঃকরণ করতে লাগল (يَاْفِكُوْنَ) তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে, জাদুবলে তৈরী প্রাণীগুলোকে।

(فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ) তখন জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হয়ে পড়ল, এতদ্রুত তারা সিজ্‌দাবনত হয়েছে যে, যেন তাদের নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে যখন তাদের লাঠিসমূহ ও রজ্জুগুলো উবে গেল তখন তারা নিশ্চিত জেনে নিল যে, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে।

(قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) এবং বলল, 'আমরা ঈমান আনয়ন করলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি। ফির'আওন বলল, 'জগতের প্রতিপালক বলে তোমরা কি আমাকে উদ্দেশ্য করেছ? তখন তারা বলল –

(رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ) যিন মূসা ও হারূনের প্রতিপালক'।

(قَالَ) সে বলল, ফির'আওন বলল (اٰمَنْتُمْ لَهٗ) তোমরা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করলে, তাকে সত্যরূপে বিশ্বাস করলে (قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ) আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বে, নির্দেশ দেওয়ার আগে? (اِنَّهٗ) সে তো, মূসা (আ) তো (لَكَبِيْرُكُمُ) তোমাদের প্রধান, তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান (الَّذِىْ। عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ) সে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা জানতে পরবে, আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করি, (لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ) নিশ্চয়ই আমি কর্তন করব তোমাদের হাত পা, এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করবই, মিসরের নদীর তীরে।

(٥٠) قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ

(٥١) اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ

(٥٢) وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ

(٥٣) فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ

(٥٤) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ

(٥٥) وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ

(٥٦) وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ

৫০. তারা বলল, 'কোন ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।
৪৯. আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন, কারণ আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী।
৫২. আমি মূসার প্রতি ওহী করেছিলাম এই মর্মে; আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বের হও, তোমাদের তো পিছু ধাওয়া করা হবে।
৫৩. তারপর ফির'আওন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল,
৫৪. এই বলে,'তারা তো ক্ষুদ্র একটি দল,
৫৫. তারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে।
৫৬. এবং আমরা তো সকলেই সব সময় শংকিত।

(قَالُوْا لَا ضَيْرَ) তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই, দুনিয়াতে তুমি আমাদেরকে নিয়ে যাই কর না কেন তাতে আমাদের আখিরাতের কোন ক্ষতি হবে না (اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ) আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব, আল্লাহ্র প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত সাওয়াবের প্রতি পত্যাবর্তন করব।

(اِنَّا نَطْمَعُ) আমরা আশা করি, প্রত্যাশ্যা করি (اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَا) যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ, শিরক মার্জনা করবেন, (اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ) কারণ আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী, মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে প্রথম।

(وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ) আমি মূসার প্রতি ওহী করেছিলাম এ মর্মে যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বেরিয়ে পড়। বনী ইসরাঈলের যারা তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে তাদেরকে

নিয়ে রাতের বেলা যাত্রা শুরু কর (اِنَّكُمْ مُتَّبَعُوْنَ) তোমাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হবে, ফির'আওন ও তার সম্প্রদায় তোমাদেরকে ধরার জন্যে তোমাদের পেছনে ছুটবে।

(فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنَ فِى الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ) তারপর ফির'আওন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করব।

(اِنَّ هٰؤُلَاءِ) এই বলে যে এরা তো, মূসা (আ)-এর সাথীরা তো (لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ) ক্ষুদ্র একটি দল, ছোট্ট একটি দল।

(وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُوْنَ) তারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে, আমাদেরকে বিক্ষুব্ধ করেছে আমাদেরকেও উত্তেজিত করেছে।

(وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ) আমরা তো এক দল সদা সতর্ক, সর্বদা সশস্ত্র অবস্থায় থাকি।

(٥٧) فَأَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ
(٥٨) وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ
(٥٩) كَذٰلِكَ ۗ وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ
(٦٠) فَأَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ
(٦١) فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ أَصْحٰبُ مُوْسٰٓى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ
(٦٢) قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ

৫৭. পরিণামে আমি ফির'আওন গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করলাম তাদের বাগানগুলো ও প্রস্রবণ হতে।
৫৮. এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য দালানকোঠা হতে।
৫৯. এইরূপই ঘটেছিল এবং বনী ইসরাঈলকে করেছিলাম এই সকলের অধিকারী।
৬০. তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পেছনে এসে পড়ল।
৬১. তারপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সংগীরা বলল, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!'
৬২. মূসা বলল, 'কিছুতেই নয়!' আমার সংগে আছেন আমার প্রতিপালক, সত্বর তিনি আমাকে পথ-নির্দেশ করবেন।'

(فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ) পরিণামে আমি তাদেরকে বহিষ্কৃত করলাম উদ্যানরাজি থেকে তাদের বাগানসমূহ থেকে ঝর্ণা থেকে, নির্মল জল-ধারা থেকে।

(وَّكُنُوْزٍ) এবং ধন ভাণ্ডার, ধন সম্পদ। (وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ) ও সুরম্য সৌধমালা থেকে, মনোরম বাসস্থান সমূহ থেকে।

(كَذٰلِكَ) এরূপই ঘটেছিল, যারা আমার অবাধ্য হয় তাদেরকে আমি এরূপই করি এবং এ সমুদয়ের, মিসর দেশের (وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ) অধিকারী করেছিলাম বনী ইসরাঈলকে, ফির'আওন ও তার অনুসারীদেরকে ধ্বংস করার পর।

(فَاَتْبَعُوْهُمْ مُشْرِقِيْنَ) তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পেছনে এসে পড়ল।

(قَالَ اَصْحٰبُ) (فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ) তারপর যখন দু'দল, মূসা (আ) এর দল এবং ফির'আওনের দল পরস্পরকে দেখল একে অপরের দৃষ্টিগোচর হল, মূসার সংগীরা বলল (مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ) 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম, অর্থাৎ হে মূসা (আ) তারা তো আমাদেরকে প্রায় ধরে ফেলল।

(قَالَ) সে বলল, মূসা (আ) বললেন, (كَلَّا) কিছুতেই নয়, মোটেই নয় তারা আমাদেরকে ধরতে পারবে না (اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ) আমার সংগে আছেন আমার প্রতিপালক, সত্বর তিনি আমায় পথনির্দেশ করবেন, তাদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দিবেন, মুক্তির উপায় বাতলে দিবেন।

(٦٣) فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۗ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ۚ

(٦٤) وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ۚ

(٦٥) وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۚ

(٦٦) ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۗ

(٦٧) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(٦٨) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۚ

৬৩. তারপর মূসার প্রতি ওহী করলাম। 'তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর'। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল;
৬৪. আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে
৬৫. এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তার সংগীগণকে।
৬৬. তারপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে।
৬৭. তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।
৬৮. তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

(فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ) তারপর মূসার প্রতি ওহী করলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, তিনি আঘাত করলেন এটি বিভক্ত হয়ে গেল, এবং সমুদ্রের মধ্যে বারটি পথ সৃষ্টি হয়ে গেল (فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ) প্রত্যেক ভাগ, প্রত্যেক পথ বিশার পর্বতের মত হয়ে গেল, বিরাট পাহাড় সম হয়ে গেল।

(وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ) আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে, অর্থাৎ ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়কে আমি আবদ্ধ করে রাখলাম, পানির স্রোতের মধ্যে অপর ব্যাখ্যায় সমুদ্রে এদের সকলে ছিল আবদ্ধ।

(وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ) আমি উদ্ধার করলাম মূসাও তার সংগী সকলকে, ডুবে যাওয়া থেকে।

(ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ) তারপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলকে, ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়কে গভীর সমুদ্রে।

(اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً) এতে অবশ্যই রয়েছে তাদের সাথে আমি যে আচরণ করেছি তাতে রয়েছে, (وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) নিদর্শন প্রমাণ ও শিক্ষা কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়, ঈমানদার ছিল না।

(وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ) তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী, কাফিরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে (الرَّحِيْمُ) পরম দয়ালু, মু'মিনদের প্রতি, তাই তো তাদের ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করলেন।

(٦٩) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ
(٧٠) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ
(٧١) قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ
(٧٢) قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ
(٧٣) اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ
(٧٤) قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ
(٧٥) قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ
(٧٦) اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ

৬৯. তাদের নিকট ইব্‌রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।
৭০. সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলে ছিল, । 'তোমরা কিসের ইবাদত কর?'
৭১. তারা বলল, 'আমরা প্রতিমা পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের পূজায় নিরত থাকব।'
৭৮. সে বলল, 'তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে?
৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে?'
৭৪. তারা বলল, না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এইরূপই করতে দেখেছি।'
৭৫. সে বলল, 'তোমরা কি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ যার পূজা করছ,
৭৬. তোমরা এবং তোমাদের অতীত পূর্বপুরুষগণ?

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ) তাদের নিকট বর্ণনা করুন, আপনার সম্প্রদায় কুরায়শদের নিকট পাঠ করুন (نَبَا اِبْرٰهِيْمَ) ইব্‌রাহীমের বৃত্তান্ত, কুরআনে উল্লিখিত ইব্‌রাহীম (আ) এর বর্ণনাগুলো,

(اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ) যখন সে তার পিতা, আযর (وَقَوْمِهٖ) এবং তার সম্প্রদায়কে, মূর্তিপূজারীদেরকে বলেছিল, (مَا تَعْبُدُوْنَ) তোমরা কিসের ইবাদত কর?

(قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا) তারা বলল, 'আমরা প্রতিমার পূজা করি, তাদেরকে উপাস্য জ্ঞানে (فَنَظَلُّ لَهَا) (عٰكِفِيْنَ) এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে সেগুলোর পূজায় নিরত থাকব, আমরা সেগুলোর উপাসনা করে থাকি এবং আজীবন সেগুলোর উপাসনায় অবিচল থাকব।'

(قَالَ) সে বলল, তাদের উদ্দেশ্যে ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, (هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ) 'তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে? অর্থাৎ তোমরা যদি তাদেরকে ডাক তোমাদের উপাস্যগুলো কি তখন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়?

(اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ) অথবা সেগুলো কি তোমাদের উপকার করে, তোমরা তাদের আনুগত্য করলে পরে তোমাদের জীবন যাপনে তারা কি তোমাদের কোন উপকার করতে পারে? (اَوْ يَضُرُّوْنَ) কিংবা অপকার করতে পারে? তোমাদের জীবন যাপনে, যদি তোমরা সেগুলোর অবাধ্য হও।

(قَالُوْا) তারা বলল, 'না, (بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ) বরং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে আমরা এরূপই করতে দেখেছি, তারা এগুলোর উপাসনা করত, 'তাদের অনুসরণে আমরা ও সেগুলোর উপাসনা করছি।'

(قَالَ) সে বলল, ইব্রাহীম (আ) বললেন (اَفَرَءَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ) তোমরা কি ভেবে দেখেছ সেটি সম্পর্কে তোমরা যার পূজা করছ।

(اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ) তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা, তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা কি ভেবে দেখেছে তারা যেগুলোর ইবাদত করে।

(٧٧) فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْۤ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ
(٧٨) الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ
(٧٩) وَ الَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ
(٨٠) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ
(٨١) وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ
(٨٢) وَالَّذِيْۤ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ
(٨٣) رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ

৭৭. তারা সকলেই আমার শত্রু, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত,
৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ-প্রদর্শন করেন।
৭৯. তিনিই আমাকে দান করেন আহার ও পানীয়।
৮০. এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন;
৮১. এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর পুনর্জীবিত করবেন।
৮২. এবং আশা করি তিনি কিয়ামতের দিনে আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।
৮৩. 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানদান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদের শামিল কর।'

(فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ) ওই সবই আমার শত্রু, এতে তিনি ওগুলোর সাথে সম্পর্ক হীনতার ঘোষণা দিলেন (اِلَّا) (رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ) জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত, তাদের মধ্যে যারা বিশ্ব প্রতিপালকের ইবাদত করে।

(اَلَّذِيْ خَلَقَنِيْ) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, বীর্য থেকে (فَهُوَ يَهْدِيْنِ) তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, দীনের উপর অবিচল থাকতে হিফাযত করেন এবং আমাকে সত্য ও হিদায়াতের পথপ্রদর্শন করেন।

(وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ) যিনি আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়, আমি ক্ষুধার্ত হলে আমাকে খাদ্য দান করেন এবং পরিতৃপ্ত করেন এবং আমি তৃষ্ণার্ত হলে পানীয় পান করান।

(وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ) এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন, রোগ থেকে।

(وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ) তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, দুনিয়াতে (ثُمَّ يُحْيِيْنِ) তারপর পুনর্জীবিত করবেন, কিয়ামতের দিন।

(وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ) এবং আশা করি তিনি কিয়ামতের দিনে, হিসাব নিকাশের দিনে আমার বিচ্যুতিসমূহ মার্জনা করবেন। তাঁর বিচ্যুতি হলো এই, তিনি বলেছিলেন ইন্নি সাকীম, "অর্থাৎ আমি অসুস্থ" এবং তার বক্তব্যে বরং ওদের বড়টাই একাজ করেছে। এবং তাঁর স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন 'এটি আমার বোন'।

(رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানদান কর, অনুধাবন শক্তি ও জ্ঞান (وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ) এবং সৎ কর্মশীলদের শামিল কর, জান্নাতে অবস্থানরত আমার পিতৃপুরুষ রাসূলগণের সাথে।

(٨٤) وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۙ
(٨٥) وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۙ
(٨٦) وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّاۗلِّيْنَ ۙ
(٨٧) وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۙ
(٨٨) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۙ
(٨٩) اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۭ

৮৪. আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর,
৮৫. এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।
৮৬. আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন।
৮৭. এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না পুনরুত্থানের দিনে।
৮৮. 'যে-দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন কাজে আসবে না;
৮৯. সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্‌র নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।'

(وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ) আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর, আমার পরে যারা থাকবে তাদের মাঝে আমার প্রশংসা স্থায়ী কর।

(وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ) এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।

(وَاغْفِرْ لِاَبِىْ) আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, আমার পিতাকে সৎপথ দেখাও, (اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ) সে তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিল, ছিল পথভ্রষ্ট কাফির।

(وَلَا تُخْزِنِىْ) আর আমাকে লাঞ্ছিত করো না, শাস্তি দিওনা (يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ) পুনরুত্থান দিবসে, যে দিন পুনরুত্থিত হবে কবর থেকে। (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ) সেদিন ধন সম্পদ, অঢেল অর্থ-সম্পদ (وَّلَا بَنُوْنَ) ও সন্তান-সন্ততি। বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ে কান কাজে আসবে না।

(اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ) সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্‌র নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে, পাপাচার ও দুনিয়াপ্রীতি থেকে মুক্ত মন নিয়ে। অপর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ থেকে মুক্ত মন নিয়ে।

(৯০) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝
(৯১) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ۝
(৯২) وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۝
(৯৩) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝
(৯৪) فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۝
(৯৫) وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۝

৯০. মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত;
৯১. এবং পথভ্রষ্টদের জন্যে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম;
৯২. তাদের বলা হবে; 'তারা কোথায় তোমরা যাদের ইবাদত করতে।
৯৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?'
৯৪. তারপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অধোমুখী করে।
৯৫. এবং ইব্‌লীসের বাহিনীর সকলকেও।

(وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ) মুত্তাকীদের– কুফরী, শির্‌ক, এবং অশ্লীলতা পরিহারকারীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত, তারপর সেটি তাদের বাসস্থানরূপে গণ্য হবে।

(وَبُرِّزَتِ) এবং পথভ্রষ্টদের জন্যে, কাফিরদের জন্যে (الْجَحِيْمُ) উন্মোচিত করা হবে, প্রকাশ করা হবে অপর ব্যাখ্যায় উন্মোচিত হবে (لِلْغٰوِيْنَ) জাহান্নাম, তারপর সেটি তাদের বাসস্থানে পরিণত হবে।

(وَقِيْلَ لَهُمْ) তাদেরকে বলা হবে, মূর্তি পূজারীদেরকে বলা হবে (اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ) তারা কোথায় তোমরা যাদের ইবাদত করতে।

(مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে, দুনিয়াতে অর্থাৎ দেব-দেবী ও মূর্তি। (هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ) তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। (اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ) অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম।

(فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا) তারপর তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে সেখানে, জাহান্নামে। এবং জাহান্নামে একত্রিত করা হবে (هُمْ) তাদেরকে, মক্কার কাফিরদেরকে এবং সকল কাফির মানুষকে (وَالْغَاوٗنَ) এবং পথভ্রষ্টদেরকে, কাফির জিনদেরকে এবং তাদের উপাস্যদেরকে।

(وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ) আর ইব্‌লীস বাহিনীর সকলকে ও ইব্‌লীসের বংশধরগণ তথা শয়তানদেরকে।

(٩٦) قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۝ (٩٧) تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝
(٩٨) اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (٩٩) وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۝
(١٠٠) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۝ (١٠١) وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۝
(١٠٢) فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
(١٠٣) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝
(١٠٤) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

৯৬. তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে
৯৭. 'আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম,
৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম।
৯৯. আমাদেরকে দুষ্কৃতিকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল।
১০০. পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।
১০১. এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই!
১০২. হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হতো তা হলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম!
১০৩. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মু'মিন নয়।
১০৪. তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(قَالُوْا) তারা বলবে, কাফিররা বলবে (وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ) সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে, জাহান্নামের মধ্যে তাদের উপাস্যদের সাথে, নেতৃবর্গের সাথে, এবং ইব্লীসের সন্তান-সন্ততিদের সাথে। বিতর্কে লিপ্ত হয়ে।

(تَاللّٰهِ) আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্র কসম। (اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিলাম, দুনিয়ায় প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিলাম।

(اِذْ نُسَوِّيْكُمْ) যখন আমরা তোমাদেরকে সমক্ষ গণ্য করতাম, সমান মনে করতাম- (بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) বিশ্ব প্রতিপালকের, ইবাদতে ও উপাসনায়।

(وَمَآ اَضَلَّنَآ) আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, ঈমান ও আনুগত্য থেকে সরিয়ে রেখেছিল (اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ) দুষ্কৃতিকারীরাই আমাদের পূর্বেকার মুশরিকরা। আমরা তাদের অনুসরণ করেছিলে।

(فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ) পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই, ফিরিশ্তা, নবীগণ কিংবা সৎ কর্মশীলদের কেউ নেই যে, আমাদের জন্যে সুপারিশ করবে।

(وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ) এবং কোন সুহৃদ বন্ধু নেই, এমন কোন নিকটাত্মীয় নেই, আমাদের দুঃখে যে বিচলিত হবে।

(فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً) হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত, দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের অবকাশ মিলত (فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

(إِنَّ فِي ذَٰلِكَ) এতো তাদের অবস্থা আমি আলোচনা করেছি তার মধ্যে রয়েছে (لَآيَةً) নিদর্শন, প্রমাণ ও শিক্ষা (وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়, ঈমান আনয়ন করত না, দুনিয়াতে ফিরে এলেও। অপর ব্যাখ্যায় তারা মু'মিন ছিল না, বরং সবাই ছিল কাফির।

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, তাদেরকে থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে (الرَّحِيمُ) পরম দয়ালু, ঈমানদারদের প্রতি।

(١٠٥) كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

(١٠٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

(١٠٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

(١٠٨) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

(١٠٩) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(١١٠) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

১০৫. নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।
১০৬. যখন তাদের ভাই নূহ্ তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না?
১০৭. আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল,
১০৮. অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
১০৯. আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কেন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।
১১০. সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

(كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ) নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, প্রত্যাখ্যান করে ছিল নূহ (আ) কে এবং তিনি যে সকল রাসূলের নাম উল্লেখ করেছিলেন তাঁদের সবাইকে।

(إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ) যখন তাদের ভাই নূহ, তাদের নবী নূহ্ (আ) তাদেরকে বলল, নূহ্ (আ) তাঁদের দীনি ভাই ছিলেন না বরং আত্মীয়তার সূত্রে ভাই ছিলেন, (أَلَا تَتَّقُونَ) তেমরা কি সাবধান হবে না, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের ইবাদত পরিত্যাগ করবে না।

(إِنِّي لَكُمْ) আমি তো তোমাদের জন্যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে (رَسُولٌ أَمِينٌ) এক বিশ্বস্ত রাসূল। রিসালাতের দায়িত্ব পালনে আস্থাভাজন রাসূল। অপর ব্যাখ্যায় ইতিপূর্বে তো তোমাদের নিকট আমি বিশ্বস্ত ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলাম, আজ তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদীর অপবাদ দিচ্ছ কিরূপে?

(فَاتَّقُوا اللَّهَ) অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর, তোমাদেরকে তাওবা করা ও ঈমান আনয়নের যে নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেছেন তা পালনে আল্লাহ্কে ভয় কর (وَأَطِيعُونِ) এবং আমার আনুগত্য কর, আমার নির্দেশ পালন ও আমার আনিত দীনের অনুসরণ কর।

(وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ) আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাই না, জীবিকা চাই না (إِنْ أَجْرِيَ) আমার পুরস্কার তো, জীবিকা তো (إِلَّا عَلَىٰ) (رَبِّ الْعَالَمِينَ) জগতসমুহের প্রতিপালকের নিকটে আছে।

(فَاتَّقُوا اللّٰهَ) সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাওবা করও ঈমান আনয়ন সম্পর্কিত নির্দেশ পালনে। (وَاَطِيْعُوْنَ) এবং আমার আনুগত্য কর আমার উপদেশ গ্রহণ কর।

(١١١) قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۝
(١١٢) قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
(١١٣) اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۝
(١١٤) وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
(١١٥) اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝
(١١٦) قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۝

১১১. তারা বলল, 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ ইতর জনেরা তোমার অনুসরণ করছে?'
১১২. নূহ্ বলল, 'তারা কি করত তা আমার জানা নেই।
১১৩. তাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকের কাজ; যদি তোমরা বুঝতে।
১১৪. মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়।
১১৫. আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।
১১৬. তারা বলল, 'হে নূহ্! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তুমি অবশ্যই পাথরের আঘাতে নিহতদের শামিল হবে।'

(قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ) তারা বলল, 'আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করব, হে নূহ্ (আ)! তোমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করব (وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ) অথচ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে। আমাদের মধ্যে দুর্বল ও ছোট লোক যারা তারা তোমার অনুসরণ করছে, তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দাও, তবে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব।

(قَالَ) সে বলল, নূহ্ (আ) বললেন (وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) তারা কী করত তা আমার জানা নেই, তোমাদেরকে সৎকর্মের তাওফীক দান করা হবে না তাদেরকে তা আমার জানা নেই।

(اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ) তাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ, তাদের কাজ-পেশা নির্ধারণ এবং হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব তো আল্লাহ্ তা'আলার হাতে (لَوْ تَشْعُرُوْنَ) যদি তোমরা বুঝতে, তা জানতে।

(وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া, আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিরত রাখা আমার কাজ নয়।

(اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ) আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী, আমি তো তোমাদের প্রতি প্রেরিত একজন রাসূল, তোমাদের ভাষায় তোমাদেরকে সতর্ক করে দেই।

(قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ) তারা বলল, হে নূহ্! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তোমার বক্তব্য থেকে দাওয়াত প্রদান থেকে (لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ) তবে তুমি পাথরের আঘাতে নিহতদের শামিল হবে। তুমি নিহত হবে যেমন আমরা হত্যা করেছি তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারী নিঃস্ব লোককে।

(১১৭) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ

(১১৮) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

(১১৯) فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

(১২০) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ

(১২১) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

(১২২) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

১১৭. নূহ্ বলল 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করছে।

১১৮. সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দাও এবং আমাকেও আমার সাথে যেসব মু'মিন আছে তাদেরকে রক্ষা কর।'

১১৯. তারপর আমি তাকে ও তার সংগে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই নৌযানে।

১২০. তারপর অবশিষ্ট সকরকে নিমজ্জিত করলাম।

১২১. এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১২২. এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(قَالَ) সে বলল, নূহ্ (আ) বললেন, (رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ) হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করছে, রিসালাতের দাবীতে। আর আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারী নিঃস্ব লোকদেরকে হত্যা করছে।

(فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا) সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দাও, তাদের ও আমার মধ্যে ন্যায়বিচার কর দাও, (وَنَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) এবং আমাকে ও আমার সাথে যে সব মু'মিন আছে তাদেরকে রক্ষা কর, তাদের নির্যাতন থেকে।

(فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ) তারপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল, ঈমানদার (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ) তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই নৌ-যানে, পূর্ণরূপে প্রস্তুত, পরিপূর্ণ ভর্তি-নৌযানে যাতে সব কিছুই ভর্তি করা হয়েছিল।

(ثُمَّ) তারপর, নৌযানে নূহ্ (আ) আরোহণ করার পর (أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِيْنَ) আমি নিমজ্জিত করেছিলাম অবশিষ্ট সকলকে, তাঁর সম্প্রদায়ের।

(إِنَّ فِي ذَٰلِكَ) এতে অবশ্যই রয়েছে, আমি তাদের সাথে যে আচরণ করেছি তাতে রয়েছে (لَآيَةً) নিদর্শন, পরবর্তীদের জন্যে প্রমাণ ও শিক্ষা (وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) তাদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়, তাদের কেউ ঈমানদার ছিল না, বরং সবাই ছিল কাফির।

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ) এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে, তাই তো ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে তাদেরকে ধ্বংস করলেন (الرَّحِيْمُ) পরম দয়ালু, মু'মিনদের প্রতি। তাদেরকে উদ্ধার করেছেন সমুদ্রগর্ভ থেকে।

(১২৩) كَذَّبَتْ عَادُ ۨ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

(١٢٤) اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

(١٢٥) اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝

(١٢٦) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

(١٢٧) وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(١٢٨) اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۝

১২৩. আ'দ-সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে।
১২৪. যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বলল! তোমরা কি সাবধান হবে না?
১২৫. আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল।
১২৬. অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
১২৭. আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।
১২৮. তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছ?

(كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِيْنَ) আ'দ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করে ছিল, অর্থাৎ হূদ (আ)-এর সম্প্রদায় হূদ (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং হূদ (আ) যে সকল নবী-রাসূলের কথা তাদের নিকট উল্লেখ করেছেন তাঁদেরকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

(اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ) যখন তাদের ভাই তাদের নবী আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি সাবধান হবে না আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের ইবাদত পরিত্যাগ করবে না।

(اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ) আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল, হূদর পক্ষ থেকে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে বিশ্বাস ভাজন রাসূল।

(فَاتَّقُوا اللّٰهَ) অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর, তাওবা ও ঈমান আনয়ন সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ পালন কর (وَاَطِيْعُوْنِ) এবং আমার আনুগত্য কর, আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেই তা পালনে।

(وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ) আমি তোমাদের নিকট এটি জন্যে, তাওহীদের বাণী প্রচারের বিনিময়ে চাই না (مِنْ اَجْرٍ) কোন প্রতিদান, পারিশ্রমিক (اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) আমার পুরস্কার তো, সাওয়াব তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।

(اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে নির্মাণ করছ স্মৃতিস্তম্ভ। প্রতিটি সড়কে-পথে নিদর্শন নির্মাণ করছ, নিরর্থক পথচারী মুসাফিরদেরকে মারধর করে তাদের জামা কাপড় লুট করার জন্যে? এরা পথিমধ্যে তাঁবু খাটিয়ে ট্যাক্স আদায় করে অপর ব্যাখ্যায় তোমরা কি প্রত্যেক বাজারে ফলক ও চিহ্ন স্থাপন করছ যাতে সেখানে অবস্থান করত নিরীহ পথচারীদেরকে উত্যক্ত ও উপহাস করতে পার?

(وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ) আর তোমরা প্রসাদ নির্মাণ করছ, গৃহ অট্টালিকা ও পুকুর-দীঘি খনন করছ (لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ) এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে? যেন তোমরা চিরদিন বেঁচে থাকবে দুনিয়াতে। তা, হবার নয়। চিরদিন থাকতে পারবে না।

(١٢٩) وَ تَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ
(١٣٠) وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ
(١٣١) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ
(١٣٢) وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ
(١٣٣) اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ
(١٣٤) وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ
(١٣٥) اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ
(١٣٦) قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ

১২৯. আর তোমরা দালান নির্মাণ করছ এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে।
১৩০. এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে।
১৩১. তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
১৩২. 'ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সেই সমুদয় যা তোমরা জান।
১৩৩. তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন 'আন'আম ও সন্তান-সন্ততি,
১৩৪. বাগান ও ঝর্না,
১৩৫. আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।'
১৩৬. তারা বলল 'তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান।

(وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ) এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে। যখন কাউকে শাস্তি দিতে থাক কারও উপর আক্রমণ করতে থাক তখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে স্বৈরাচার ও যুলুমবাজের ন্যায় প্রহার করতে এবং হত্যা করতে থাক।

(فَاتَّقُوا اللّٰهَ) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তাওবা ও ঈমান আনয়নের নির্দেশ পালনে তাঁকে ভয় কর (وَاَطِيْعُوْنِ) এবং আমার আনুগত্য কর, আমার নির্দেশ অনুসরণ কর।

(وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ) ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, প্রদান করেছেন (بِمَا تَعْلَمُوْنَ) সেই সমুদয় যা তোমরা জান, তারপর তাদেরকে কি কি দান করেছেন তার ফিরিস্তি দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

(اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ) তোমাদেরকে দিয়েছেন 'আন'আম' ও সন্তান-সন্ততি, চতুষ্পদ জন্তু ও ছেলে মেয়ে।

(وَجَنّٰتٍ) উদ্যান, বাগান (وَعُيُوْنٍ) ও ঝর্না, স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন পানি সম্পদ ।

(اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ) আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করি, আমি জানি যে তোমাদের উপর আপতিত হবে (عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ) মহাদিবসের শাস্তি, জাহান্নামের শাস্তি যদি না তোমরা কুফরী, শিরক ও প্রতিমা পূজা পরিহার কর।

(قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ) তারা বলল, 'তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও, ওই সকল কর্ম থেকে আমাদেরকে বারণ কর (اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ) কি না-ই দাও, বারণ না কর উভয়ই আমাদের জন্যে সমান।

(١٣٧) اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ

(١٣٨) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۚ

(١٣٩) فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(١٤٠) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

(١٤١) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ

(١٤٢) اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ

(١٤٣) اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ

১৩৭. এটা তো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব।
১৩৮. আমরা শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নই।
১৩৯. তারপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম। এতে অবশ্যই আছে নির্দশন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।
১৪০. এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
১৪১. সামুদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।
১৪২. যখন তাদের ভাই সালিহ্ তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না?
১৪৩. আমি তো তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল।'

(اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ) এটি তা আমরা যা করে যাচ্ছি তাতো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব পূর্বপুরুষদের দীন আমাদের আদি পুরুষদের দীন। অপর ব্যাখ্যায় এটি তো অর্থাৎ আপনি যা বলছেন তাতো পূর্ববর্তীদের আবিষ্কার অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের উদ্ভট উদ্ভাবন।

(وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ) আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল নই, আপনি যে বলছেন এই দীনে অটল থাকলে আমরা শাস্তিভোগ করব, তা নয়।

(فَكَذَّبُوْهُ) তারপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল। রিসালাতের বিষয়ে এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে দেয়া তাঁর বক্তব্যে (فَاَهْلَكْنٰهُمْ) এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম, ঝড়-তুফান দিয়ে (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ) এতে অবশ্যই রয়েছে, তাদের সাথে আমার কৃত আচরণে রয়েছে (لَاٰيَةً) নিদর্শন, পরবর্তীদের জন্যে প্রমাণ ও শিক্ষা (وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়, ঈমানদার ছিল না বরং তারা ছিল কাফির সত্য বর্জনকারী।

(وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ) এবং তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী, কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদানে (الرَّحِيْمُ) পরম দয়ালু, ঈমানদারদের প্রতি তাই ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে তিনি তাদেরকে মুক্তি দিলেন।

(كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ) সামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল রাসূলগণকে, অর্থাৎ হযরত সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায় হযরত সালিহ্ (আ)-কে এবং হযরত সালিহ্ (আ) যত রাসূল সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন সবাইকে অস্বীকার করেছিল।

(اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ) যখন তাদের ভাই সালিহ্, তাদের নবী সালিহ্ (আ) তাদেরকে বলেছিল তোমরা কি সাবধান হবে না? আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের উপাসনা পরিত্যাগ করবে না?

(اِنِّىْ لَكُمْ) আমি তো আমাদের জন্য, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ) এক বিশ্বস্ত রাসূল, বিশ্বাস ভাজন রিসালাতের ক্ষেত্রে।

(١٤٤) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

(١٤٥) وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(١٤٦) اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ

(١٤٧) فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ

(١٤٨) وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ

(١٤٩) وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ

১৪৪. অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর,
১৪৫. আমি তোমাদের নিকট তার জন্যে কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।
১৪৬. তোমাদেরকে কি নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে, যা এখানে আছে তাতে,
১৪৭. বাগানে, ঝর্নায়
১৪৮. ও শস্যক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে?
১৪৯. তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ।

(فَاتَّقُوا اللّٰهَ) অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর, তাওবা ও ঈমান আনয়নের নির্দেশ পালনে আল্লাহ্কে ভয় কর (وَاَطِيْعُوْنِ) এবং আমার আনুগত্য কর, আমার নির্দেশ ও দীনে আমার অনুসরণ কর।

এর জন্যে তাওহীদ বাণী প্রচারের বিনিময়ে (وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ) আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, বিনিময় ও পারিশ্রমিক চাই না। (اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) আমার পুরস্কার, সাওয়াব আমার প্রতিপালকের নিকটই আছে।

(اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا) তোমাদেরকে কি ছেড়ে রাখা হবে নিরাপদে, মৃত্যু ধ্বংস ও শাস্তি বিহনে (هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ) যা এখানে আছে তাতে এ সকল ভোগ বিলাসে।

(فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ) বাগানসমূহে ও ঝর্না, স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন পানি সম্পদে।

(وَّزُرُوْعٍ) শস্যক্ষেত্রে, কৃষি ক্ষেত্রে (وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ) এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে, বিনম্র তুলতুলে পরিপক্ক ফলবিশিষ্ট খেজুর বাগিচায়।

(وَتَنْحِتُوْنَ) তোমরা কি নৈপুণ্যের সাথে, দক্ষতার সাথে অপর ব্যাখ্যায় নিজ নিজ কর্মে অহংকারী হয়ে (مِنَ الْجِبَالِ) পাহাড় কেটে, পাহাড়ের মধ্যে (بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ) গৃহ নির্মাণ করছ فٰرِهِيْنَ শব্দটিকে আলিফ বিহীন পাঠ করলে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে।

(١٥٠) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ
(١٥١) وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ
(١٥٢) الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ
(١٥٣) قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ
(١٥٤) مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ
(١٥٥) قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ

১৫০. তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
১৫১. এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না,
১৫২. যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।'
১৫৩. তারা বলল, 'তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম।
১৫৪. তুমি, তো আমাদের মত একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।
১৫৫. সালিহ্ বলল, 'এই যে উটনী-এর জন্য আছে পানি পানের পালা, নির্ধারিত একদিনে।'

(فَاتَّقُوْا اللّٰهَ) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ পালনে (وَاَطِيْعُوْنِ) এবং আমার আনুগত্য কর, আমার নির্দেশ ও উপদেশ পালনে আমার অনুসরণ কর।

(وَلَاتُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ) এবং আদেশ মান্য করো না সীমালংঘনকারীদের, মুশরিকদের।

(الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ) যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, কুফরী, শিরকী এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের উপসানার প্রতি আহ্বান করত (وَلَايُصْلِحُوْنَ) এবং শান্তি স্থাপন করে না, সত্য ও সততার নির্দেশ দেয় না।

(قَالُوْٓا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ) তারা বলে তুমি যাদুগ্রস্তদের অন্যতম, ফিরিশ্‌তাও নও নবীও না।

(مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا) তুমি তো গঠনের দিক থেকে আমাদের মত একজন মানুষ। আদম সন্তান, আহার কর পান কর যেমন আমরা পানাহার করি (فَاْتِ بِاٰيَةٍ) নিজেই তুমি একটি নিদর্শন উপস্থিত কর, তোমার বক্তব্যের সমর্থয়ে একটি প্রমাণ নিয়ে আস (اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ) যদি সত্যবাদী হও, আমাদের উপর শাস্তি আগমনের বক্তব্যে এবং তুমি আমাদের প্রতি রাসূল এই দাবীতে।

(قَالَ) সে বলল, হযরত সালিহ্ (আ) তাদেরকে বললেন (هٰذِهٖ نَاقَةٌ) এটি একটি উটনী, আমার নবুওয়াতের সমর্থনে তোমাদের নিকট প্রমাণ (لَّهَا شِرْبٌ) এটির জন্যে আছে পানি পানের পালা, একদিন

(وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ) এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা নির্ধারিত এক একদিনে, পালাক্রমে একদিন সেটির জন্যে একদিন তোমাদের জন্যে।

(١٥٦) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○
(١٥٧) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ○
(١٥٨) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ○
(١٥٩) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○
(١٦٠) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ○
(١٦١) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ○
(١٦٢) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○
(١٦٣) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○

১৫৬. এবং তার কোন অনিষ্ট সাধন করো না। করলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।'

১৫৭. কিন্তু তারা তাকে বধ করল। যা পরিণামে তারা অনুতপ্ত হল।

১৫৮. তারপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

১৫৯. তোমার প্রতিপালক তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১৬০. লূতের সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল রাসূলগণকে।

১৬১. যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিল তোমরা কি সাবধান হবে না।

১৬২. আমি তো তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল।

১৬৩. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

(وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ) এটির কোন অনিষ্ট সাধন করো না, আঘাত কিংবা হত্যার মাধ্যমে (فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ) করলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে, গুরু দিনের শাস্তি আসবে।

(فَعَقَرُوْهَا) কিন্তু তারা সেটিকে বধ করল, হত্যা করল (فَأَصْبَحُوْا نَادِمِيْنَ) পরিণামে তারা লজ্জিত হল, হত্যার কারণে।

(فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ) তার শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল, তিন দিন পর (إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ) এতে অবশ্যই রয়েছে, তাদের প্রতি আমার কৃত আচরণে রয়েছে (لَآيَةً) নিদর্শন, পরবর্তীদের জন্যে শিক্ষা ও প্রমাণ (وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়, ঈমানদার ছিল না বরং তারা ছিল কাফির।

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ) এবং আপনার প্রতিপালক, হে মুহাম্মদ! (الْعَزِيْزُ) পরাক্রমশালী কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদানে (الرَّحِيْمُ) পরম দয়ালু, মু'মিনদের প্রতি।

(كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ الْمُرْسَلِيْنَ) লূতের সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল রাসূলদেরকে। লূত (আ)-কে এবং লূত (আ) যত রাসূল সম্পর্কে, সংবাদ প্রদান করেছিলেন তাদের সবাইকে।

(اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ) যখন তাদের ভাই লূত, তাদের নবী, লূত (اَلاَ تَتَّقُوْنَ) তাদেরকে বলেছিল তোমরা কি সাবধান হবে না, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের উপাসনা পরিহার করবে না।

(اِنِّىْ لَكُمْ) আমি তো তোমাদের জন্যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ) এক বিশ্বস্ত রাসূল, রিসালতে বিশ্বাসভাজন রাসূল।

(فَاتَّقُوا اللّٰهَ) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তাওবা ও ঈমান আনয়ন সম্পর্কিত নির্দেশ পালনে আল্লাহ্কে ভয় কর (وَاَطِيْعُوْنِ) এবং আমার আনুগত্য কর, আমার দীন ও নির্দেশের অনুসরণ কর।

(١٦٤) وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
(١٦٥) اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ
(١٦٦) وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ
(١٦٧) قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ
(١٦٨) قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ

১৬৪. এটির বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।
১৬৫. সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি কেবল পুরুষের সাথে উপগত হও।
১৬৬. এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তা তোমরা বর্জন করছ তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।
১৬৭. তারা বলল 'হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।'
১৬৮. সে বলল 'আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি।'

এটির বিনিময়ে, তাওহীদের বাণী প্রচারের বিনিময়ে (وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ) আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, পারিশ্রমিক ও পুরস্কার চাই না (اِنْ اَجْرِىَ) আমার পুরস্কার তো, সাওয়াব তো (اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) জগতসমূহের প্রতি পালকের নিকটই আছে।

সৃষ্টির মধ্যে, সৃষ্টিজগতের মধ্যে (اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ) তোমরা কি কেবল পুরুষের সাথে উপগত হও, পুরুষের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হও?

(وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ) এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তা তোমরা বর্জন করছ? তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়, হালালের সীমালংঘন করে হারামের দিকে যাচ্ছ, বৈধতার গণ্ডি অতিক্রম করে অবৈধতায় প্রবেশ করছ।

(قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ) তারা বলল 'হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তোমার কথাবার্তা থেকে (لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ) তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে, আমাদের দেশ 'সাদূম' থেকে।

(قَالَ) সে বলল, লূত (আ) বললেন (اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ) আমি তোমাদের এই কর্মকে, অপকর্মকে (مِّنَ الْقَالِيْنَ) ঘৃণা করি, অপছন্দ করি।

(١٦٩) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ

(١٧٠) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ

(١٧١) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ

(١٧٢) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

(١٧٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ

(١٧٤) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

(١٧٥) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

১৬৯. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে তারা যা করে তা হতে রক্ষা কর।

১৭০. তারপর আমি তাকে এবং তার পরিবার পরিজন সকলকে রক্ষা করলাম।

১৭১. এক বৃদ্ধা ব্যতীত যে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

১৭২. তারপর অপর সকলকে আমি ধ্বংস করলাম

১৭৩. তাদের উপর আমি শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সতর্ককৃত এই লোকদের জন্যে এই বৃষ্টি কত নিকৃষ্ট?

১৭৪. এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন ছিল না।

১৭৫. তোমাদের প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

(رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে তারা যা করে তা হতে রক্ষা কর।

(فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اَجْمَعِيْنَ) তারপর আমি তাকে এবং তাঁর পরিবার পরিজন সকলকে রক্ষা করলাম।

(اِلاَّ عَجُوْزًا) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, তাঁর মুনাফিক ও কপট বিশ্বাসী স্ত্রী ব্যতীত (فِى الْغٰبِرِيْنَ) যে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত, ধ্বংসশীলদের সাথে সে পেছনে থেকে গিয়েছিল।

(ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ) তারপর অপর সকলকে আমি ধ্বংস করলাম, তাঁর সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদেরকে বিনাশ করলাম।

তাদের উপর তাদের দল দু'টি ও পথযাত্রীদের উপর (وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا) আমি শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম (فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ) সর্তককৃত এই লোকদের জন্যে এই বৃষ্টি কত নিকৃষ্ট! লূত (আ) যাদেরকে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু তারা ঈমান আনেনি তাদের জন্যে এই পাথর বৃষ্টি কতই না মন্দ ছিল।

(اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ) এতে অবশ্যই রয়েছে, আমি তাদের সাথে যে আচরণ করেছি তাতে অবশ্যই রয়েছে (لَاٰيَةً) নিদর্শন, পরবর্তীদের জন্যে শিক্ষা ও প্রমাণ (وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন ছিল না, ঈমানদার ছিল না বরং সবাই ছিল কাফির।

(وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ) তোমরা প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী, কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদানে (الرَّحِيْمُ) পরম দয়ালু, মু'মিনদের প্রতি।

(١٧٦) كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ

(١٧٧) اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ

(١٧٨) اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ

(١٧٩) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ

(١٨٠) وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

(١٨١) اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۚ

(١٨٢) وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ

১৭৬. আয়কা-বাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।
১৭৭. যখন শু'আয়ব তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি সাবধান হবে না?
১৭৮. আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল।
১৭৯. সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।
১৮০. 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।'
১৮১. 'মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে; যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।
১৮২. এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়।'

(كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ) আয়কাবাসীগণ রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল, হযরত শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায় হযরত শু'আয়ব (আ) এবং সকল রাসূলকে অস্বীকার করেছিল।

(اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ) যখন শু'আয়ব তাদেরকে বলেছিল তোমরা কি সাবধান হবে না? আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের উপাসনা পরিত্যাগ করবে না?

(اِنِّىْ لَكُمْ) আমি তো তোমাদের জন্যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ) এক বিশ্বস্ত রাসূল, রিসালাতের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ভাজন রাসূল।

(فَاتَّقُوا اللّٰهَ) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাওবা ও ঈমান আনয়নের নির্দেশ পালনে তাঁকে ভয় কর (وَاَطِيْعُوْنِ) এবং আমার আনুগত্য কর, আমার নির্দেশ ও উপদেশের অনুসরণ কর।

এটির জন্যে তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্যে (وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ) আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, কোন পারিশ্রমিক চাই না (اِنْ اَجْرِىَ) আমার পুরস্কার, আমার সাওয়াব (اِلَّا عَلٰى) (رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

(وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ) (أَوْفُوا الْكَيْلَ) তোমরা মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে, ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি দিবে (الْمُخْسِرِيْنَ) যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, ওজন ও পরিমাপে কম প্রদান করে যারা তাদের দলভুক্ত হয়ো না। এই সম্প্রদায় ওজনেও পরিমাপে কারচুপি করত।

(وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ) এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, সমান নিক্তিতে।

(١٨٣) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝
(١٨٤) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ۝
(١٨٥) قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝
(١٨٦) وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝
(١٨٧) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝
(١٨٨) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

১৮৩. লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটবে না।
১৮৪. এবং ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।
১৮৫. তারা বলল, 'তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।
১৮৬. তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ, আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।
১৮৭. তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের একখণ্ড আমাদের উপরে ফেলে দাও।
১৮৮. সে বলল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন তোমরা যা কর।'

(وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না, ওজন ও পরিমাপে মানুষের অধিকারে ত্রুটি ঘটাইও না (وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ) এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, পৃথিবীতে পাপাচার করো না এবং ওজন পরিমাপে কম দিয়ে, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের উপসানার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিপর্যয় বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না।

(وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ) এবং ভয় কর তাঁকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে।

(قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ) তারা বলল, তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত, গঠনের দিক থেকে তুমি তো আমাদের মত মানুষ তুমি ফিরিশতাও নও, নবীও নও।

(وَمَا اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا) তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ, একজন আদম সন্তান, তুমি পানাহার কর যেমন আমরা পানাহার করি (وَاِنْ نَّظُنُّكَ) আমরা মনে করি, ধারণা করি (لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ) তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত, তোমার বক্তব্যে।

(فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ) কাজেই আকাশের একটি খণ্ড, শাস্তির অংশরূপে আমাদের উপর ফেলে দাও (اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ) যদি তুমি সত্যবাদী হও, শাস্তি আগমনের সংবাদ প্রদানে।

(قال) সে বলল, হযরত শু'আয়ব (আ) বললেন (رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) আমার প্রতিপালক ভাল জানেন যা তোমরা কর, কুফরী ও অন্যান্য অপকর্ম। এবং তিনি অবগত তোমাদের সম্পর্কে এবং তোমাদের শাস্তি সম্পর্কে।

(১৮৯) فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ
(১৯০) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
(১৯১) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ
(১৯২) وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
(১৯৩) نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ
(১৯৪) عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ

১৮৯. তারপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল। এই তো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি।

১৯০. এটিতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

১৯১. এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১৯২. আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।

১৯৩. জিব্‌রাঈল এটি নিয়ে অবতরণ করেছেন।

১৯৪. আপনার হৃদয়ে যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন।

(فَكَذَّبُوْهُ) তারপর তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল, রিসালতের দাবীতে মিথ্যাবাদী বলল (فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ) পরে তাদেরকে গ্রাস করল মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি, নির্ধারিত শাস্তি মেঘের ন্যায় তাদের মাথার উপর অবস্থান করল এবং প্রচণ্ড তাপদাহ তাদেরকে পুড়িয়ে মারল (اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ) এটি ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি, কঠোর দিনের শাস্তি।

(اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ) এতে রয়েছে, তাদের প্রতি আমার যে আচরণ তাতে রয়েছে (لَاٰيَةً) নিদর্শন, পরবর্তীদের জন্যে শিক্ষা ও প্রমাণ (وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়, ঈমানদার ছিল না, বরং সবাই ছিল কাফির।

(وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ) এবং তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী, কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদানে, (الرَّحِيْمُ) পরম দয়ালু, ঈমানদারদের প্রতি।

(وَاِنَّهٗ) এটি অর্থাৎ কুরআন মজীদ (لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) জগতসমূহের প্রতিপালক হতে অবতীর্ণ, প্রতিপালকের বাণী।

(نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ) জিব্‌রাঈল এটি নিয়ে অবতরণ করেছে, নবীদের (আ) প্রাপ্ত রিসালাত বহনে বিশ্বস্ত ফিরিশ্‌তা হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন নিয়ে প্রেরণ করেছেন।

(عَلٰى قَلْبِكَ) আপনার হৃদয়ে, আপনার স্মরণ শক্তির পরিমাণ অনুসারে। অপর ব্যাখ্যায় যখন জিব্‌রাঈল (আ) আপনার নিকট তা তিলাওয়াত করে তখন (لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ) যাতে সতর্ককারী হতে পারেন, কুরআনযোগে সাবধানকারী হতে পারেন।

(١٩٥) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ
(١٩٦) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ
(١٩٧) أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
(١٩٨) وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ
(١٩٩) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
(٢٠٠) كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ

১৯৫. অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।
১৯৬. পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই একটি উল্লেখ আছে।
১৯৭. বনী ইসরাঈলের পণ্ডিতগণ এটি অবগত আছে-এটি কি তাদের জন্যে নিদর্শন নয়?
১৯৮. আমি যদি এটি কোন আজমীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম,
১৯৯. এবং তা সে তাদের নিকট পাঠ করত, তবে তারা তাতে ঈমান আনত না,
২০০. এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি।

(بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ) অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়, অর্থাৎ কুরআন নাযিল করা হয়েছে আরবী ভাষায়। অপর ব্যাখ্যায় হে মুহাম্মদ ﷺ! তাদেরকে সতর্ক করুন তাদের ভাষায়।

(وَاِنَّهٗ) এতে রয়েছে, অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের পরিচয় পরিচিতি লিপিবদ্ধ রয়েছে (لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, আপনাব পূর্বের নবীদের কিতাবসমূহে। (اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً) এটি কি তাদের জন্যে নিদর্শন নয়? মক্কাবাসীদের জন্যে মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়াতের প্রমাণ নয়?

(اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ) বনী ইসরাঈলের জ্ঞান বিশারদ ব্যক্তিগণ তো তাদেরকে অবগত করিয়েছে, তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে যখন মক্কাবাসীগণ মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের জ্ঞানীদের নিকট জানতে চেয়েছে তখন তারা তাদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করিয়েছে।

(وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ) আমি যদি এটি অবতীর্ণ করতাম, কুরআনসহ জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করতাম (عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ) কোন আজমীর প্রতি, আরবী ভাষা জানে না এমন কোন ব্যক্তির প্রতি।

(فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ) এবং এটি সে তাদের নিকট পাঠ করত, কুরায়শদের সম্মুখে আবৃত্তি করত (مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ) তবে তারা সেটিতে ঈমান আনত না, কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করত না। কারণ সেটি তাদের নিজস্ব ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে সেটিতে তারা ঈমান আনছে না, যা তাদের ভাষায় নয় সেটিতে কী করে ঈমান আনবে?

(كَذٰلِكَ) এভাবে, এরূপে (سَلَكْنٰهُ) আমি অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি, সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রবণতা চালু করেছি (فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ) অপরাধদের অন্তরে, আবূ জাহ্‌ল ও তার সঙ্গী সাথী মুশরিকদের হৃদয়ে।

(٢٠١) لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۙ
(٢٠٢) فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۙ
(٢٠٣) فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ؕ
(٢٠٤) اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ
(٢٠٥) اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ۙ
(٢٠٦) ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۙ
(٢٠٧) مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ؕ

২০১. তারা তাতে ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।
২০২. ফলে তা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, তারা কিছুই বুঝতে পারবে না।
২০৩. তখন তারা বলবে। 'আমাদেরকে কি অবকাশ দেওয়া হবে?'
২০৪. তারা কি বলে 'আমরা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চাই?'
২০৪. আপনি ভেবে দেখুন, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই
২০৬. এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে,
২০৭. তখন তাদের ভোগ বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি?

(لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ) তারা তাতে ঈমান আনবে না, যাতে তারা মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি ঈমান না আনে (حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ) যতক্ষণ না মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে, যাতনাময় শাস্তি দেখে।

(فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ) ফলে এটি শাস্তি তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, হঠাৎ (وَهُمْ) (لَا يَشْعُرُوْنَ) তারা কিছুই বুঝতে পারবে না, তাদের প্রতি শাস্তি অবতরণ সমপর্কে।

(فَيَقُوْلُوْا) তখন তারা বলবে, শাস্তি অবতরণকালে তারা বলবে (هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ) আমাদেরকে কি অবকাশ দেয়া হবে? শাস্তি মুক্ত কিছু সময় দেয়া হবে?

(اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ)তারা কি আমারশাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়। শাস্তির শীঘ্র আগমন কামনা করে।

আপনি বলুন তো, হে মুহাম্মদ ﷺ (اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ) যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ বিলাস করতে দিই, তাদের কুফরীরত অবস্থায়

(ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ)তারপর তাদের নিকট এসে পড়ে তাদের সতর্কীকৃত বিষয়, অর্থাৎ শাস্তি।

(مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ) তখন তাদের ভোগ বিলাসের উপকরণ, প্রদত্ত অবকাশ (مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ) তাদের কোন কাজে আসবে কি? আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে।

(٢٠٨) وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ

(٢٠٩) ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ

(٢١٠) وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ

(٢١١) وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ

(٢١٢) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

(٢١٣) فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ

(٢١٤) وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

(٢١٥) وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

২০৮. আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করি নাই যার জন্যে সতর্ককারী ছিল না,
২০৯. এটি উপদেশস্বরূপ আর আমি তো যালিম নই।
২১০. শয়তান এটিসহ অবতীর্ণ হয়নি।
২১১. তারা এই কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এটির সামর্থ্যও রাখে না।
২১২. তাদের তো শোনার সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।
২১৩. অতএব আপনি অন্য কোন ইলাহ্‌কে আল্লাহ্‌র সাথে ডাকবেন না, ডাকলে আপনি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।
২১৪. আপনার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন।
২১৫. এবং যারা আপনার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হোন।

(وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ) আমি এমন কোন জনপদ, জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করিনি যার জন্যে সতর্ককারী ছিল না, ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূল ছিল না।

(ذِكْرٰى) উপদেশস্বরূপ, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে তাঁরা তাদেরকে উপদেশ দিতেন। (وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ) আর আমি অন্যায়চারী নই, তাদের ধ্বংস সাধনে।

(وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ) এটি নিয়ে, কুরআন মজীদ নিয়ে শয়তানরা অবতীর্ণ হয়নি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে।

(وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ) এটি তাদের জন্যে সমীচিনও নয়, অর্থাৎ শয়তান বা একাজের যোগ্যও নয় (وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ) তারা এটির সামর্থও রাখে না, এর ক্ষমতা রাখে না।

(اِنَّهُمْ) তাদেরকে তো, অর্থাৎ শয়তানদেরকে (عَنِ السَّمْعِ) শোনার সুযোগ থেকে, ওহী শোনার সুযোগ থেকে (لَمَعْزُوْلُوْنَ) দূরে রাখা হয়েছে, বঞ্চিত ও বিরত রাখা হয়েছে।

(فَلَا تَدْعُ) অতএব আপনি ডাকবেন না, ইবাদত করবেন না (مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ) আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌কে, দেব-দেবী প্রতিমা ইত্যাদিকে (فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ) ডাকলে আপনি শাস্তিপ্রাপ্তদের, জাহান্নামে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদেরকে সতর্ক করে দেন।

(وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) এবং আপনি বিনয়ী হন আপনার অনুসরণকারী মু'মিনদের প্রতি, বিনম্র হোন ঈমানদারদের প্রতি।

(২১৬) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝
(২১৭) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝
(২১৮) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۝
(২১৯) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ۝
(২২০) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
(২২১) هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۝
(২২২) تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝

২১৬. তারা যদি আপনার অবাধ্যতা করে আপনি বলবেন, তোমরা যা কর তার জন্যে আমি দায়ী নই।
২১৭. আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর।
২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন সালাতের জন্যে।
২১৯. এবং দেখেন সিজ্‌দাকারীদের সাথে আপনার উঠা বসা।
২২০. তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
২২১. তোমাদেরকে কি আমি জানাব কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়?
২২২. তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রতিটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।

(فَاِنْ عَصَوْكَ) তারা যদি আপনার অবাধ্যতা করে, কুরায়শরা যদি আপনার অবাধ্য হয়, (فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ) তবে আপনি বলুন আমি দায়ী নই তোমরা যা কর তা সম্পর্কে, এবং কুফরী অবস্থায় যা বল তা সম্পর্কে।

(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ) আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী, শত্রুর শাস্তি দানে অপ্রতিরোধ্য (الرَّحِيْمِ) ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর, যিনি দয়াময় তোমার প্রতিও ঈমানদারদের প্রতি।

(الَّذِىْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ) যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন সালাত আদায়ে।

(وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ) এবং দেখেন সিজ্‌দাকারীদের সাথে আপনার উঠাবসা সালাত আদায়কারীদের সাথে রুকূ সিজ্‌দাও কিয়ামে আপনার অবস্থান্তর। অপর ব্যাখ্যায় যিনি দেখেন আপনার পূর্বপুরুষদের পৃষ্ঠদেশে আপনার পর্যায়ক্রমিক স্থানান্তর।

(اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ) তিনি শ্রবণকারী, তাদের কথাবার্তা (الْعَلِيْمُ) অবগত, তাদের সম্পর্কে এবং তাদের কাজ সম্পর্কে।

(هَلْ اُنَبِّئُكُمْ) আমি কি তোমাদেরকে জানাব অবগত করব (عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ) কাদের নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়, ইন্দ্রজাল জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে।

(تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ) তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর নিকট, অর্থাৎ মুসায়লিমা কায্‌যাব ও তুলায়হা প্রমুখ পাপাচারীদের নিকট।

(٢٢٣) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَٰذِبُونَ ۝ (٢٢٤) وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝
(٢٢٥) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۝
(٢٢٦) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝
(٢٢٧) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ۝

২২৩. তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

২২৪. এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে তারা যারা বিভ্রান্ত।

২২৫. আপনি কি দেখেন না তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?

২২৬. এবং যা করে না তা বলে।

২২৭. কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্‌কে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?

(يُلْقُوْنَ السَّمْعَ) তারা কান পেতে থাকে, ফিরিশ্‌তাদের কথোপকথন শোনার জন্যে অর্থাৎ শয়তানরা কান পেতে থাকে (وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ) এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী, শুনে একটা, এরপর সেটিকে একশটি বানিয়ে গণকদেরকে অবহিত করে।

(وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمْ) এবং কবিগণকে অনুসরণ করে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাব'আরী ও তার সাথী যারা কবিতা আবৃত্তি করে (الْغَاوٗنَ) তারা যারা বিভ্রান্ত, বর্ণনাকারীগণ যারা তাদের থেকে বর্ণনা করে।

(اَلَمْ تَرَ) আপনি কি দেখুন না, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি কি অবগত হননি যে (اَنَّهُمْ) তারা, অর্থাৎ কবিরা (فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ) প্রত্যেক প্রান্তে ও রীতিতে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়, আনাগোনা করে এবং অপরের সুনাম, দুর্নাম, রচনা করে।

(وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ) তারা তো বলে, তাদের কবিতায় (مَا لَا يَفْعَلُوْنَ) যা তারা করে না, তারা বলে আমি এমন, আমি তেমন, অথচ বাস্তবে তেমন নয়। অপর ব্যাখ্যায় তারা তা বলে যা করতে সক্ষম নয়। মূল কবি ও রাবী তথা বর্ণনাকারী উভয়ই বিভ্রান্ত-সত্যচ্যুত।

(اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে, মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি এবং কুরআনের প্রতি যেমন হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত ও তাঁর সাথীগণ (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) এবং সৎকাজ করে, তাদেরও তাদের প্রতিপালকের মধ্যে আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখে (وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا) এবং আল্লাহ্‌কে বার বার স্মরণ করে, কবিতায় (وَانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا) এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর, কাফিরদের নিন্দাবাদে নিন্দিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, কাফিরদের প্রত্যুত্তর প্রদান করে, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে সাহায্য করে। (الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا) অত্যাচারীরা, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের নিন্দাকারীরা (وَسَيَعْلَمُ اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ) শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়? আখিরাতের কোন প্রত্যাবর্তন স্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ জাহান্নাম, যদি তারা শেষ পর্যন্ত ঈমান না আনে। "আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন তাঁর কিতাবের রহস্য কথা"।

سُوْرَةُ النَّمْلِ

সূরা নামল

৯৪ আয়াত, ১১৪৯ শব্দ, ৪৭৬৭ বর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

আল্লাহ্ তা'আলার বানীর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

(١) طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ

(٢) هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

(٣) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

(٤) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۙ

১. তা-সীন, এইগুলো আয়াত আল কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের।
২. পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্যে।
৩. যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।
৪. যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

(طٰسٓ) তাসীন, "তা" অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার অসীমত্ব এবং "সীন" অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার অসীম মাহাত্ম্য। অপর ব্যাখ্যায় এটি একটি শপথ বাক্য, এতদ্বারা শপথ করত। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন (تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ) এগুলো আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের, অর্থাৎ এই সূরাটি কুরআনের করীম ও সুস্পষ্টভাবে হালাল হারাম নির্দেশক কিতাবের আয়াত সমষ্টি।

(هُدًى) পথনির্দেশ, সৎপথ প্রদর্শনকারী ভ্রান্তি থেকে (وَّبُشْرٰى) ও সুসংবাদ, জান্নাতের সুসংবাদ বাহক (لِلْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের জন্যে, ঈমানে সত্যবাদীদের জন্যে! এরপর ঈমানে সত্যবাদীদের পরিচিতি দেয়া হচ্ছে।

(الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ) যারা সালাত কায়েম করে, যারা উযূও রুকূ, সিজ্দা ও আবশ্যকীয় প্রক্রিয়াদি সহকারে যথাসময়ে পরিপূর্ণভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে (وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ) ও যাকাত

দেয়, তাদের সম্পদের যাকাত প্রদান করে (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ) আর তারাই আখিরাতে, মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থান, জান্নাত ও জাহান্নামে (هُمْ يُوقِنُونَ) বিশ্বাসী, বিশ্বাস স্থাপনকারী।

(إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না অর্থাৎ আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথীরা (زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ) তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে, কুফরীকে আমি শোভন করেছি (فَهُمْ يَعْمَهُونَ) ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়, দিশহারা হয়ে চলতে থাকে, পথ দেখে না।

(٥) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۝

(٦) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝

(٧) إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

(٨) فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(٩) يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৫. তাদের জন্যেই রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং তারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।
৬. এবং নিশ্চয় আপনাকে কুরআন দেয়া হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের কাছ থেকে।
৭. যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বললেন ঃ 'আমি আগুন দেখেছি, সত্বর আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোন খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্যে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।
৮. তারপর যখন আগুনের নিকট এল এখন ঘোষিত হল "ধন্য যারা আছে এই আলোর মধ্যে এবং যারা আছে আগুনের আশেপাশে। জগতসমূহের পালনকর্তা আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত।"
৯. হে মূসা ! আমি তো আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ) তাদের জন্যে আছে, এই চরিত্রের লোকদের জন্যে আছে (سُوءُ الْعَذَابِ) কঠিন শাস্তি, জাহান্নামে কঠোর সাজা (وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ) এবং তারাই আখিরাতে, কিয়ামত দিবসে (هُمُ الْأَخْسَرُونَ) সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, জান্নাত হারিয়ে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে লোকসানগ্রস্ত হবে।

(وَإِنَّكَ) নিশ্চয় আপনাকে, হে মুহাম্মদ ﷺ (لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ) কুরআন দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ কুরআন নিয়ে জিব্‌রাঈল (আ) আপনার নিকট অবতীর্ণ হচ্ছে (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট থেকে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যিনি আপন কর্ম ও সিদ্ধান্তে প্রজ্ঞাময়, আপন সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত।

(إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ) স্মরণ করুন, সেই সময়ের কথা, যখন মূসা (আ) তার পরিবারবর্গকে বলেছিল যখন তারা যাত্রাপথে পথ ভুলে গিয়েছিল (إِنِّي آنَسْتُ نَارًا) আমি আগুন দেখেছি, পথের বামপার্শ্বে আমি আগুন প্রত্যক্ষ করেছি। তোমরা এখানে অপেক্ষা কর (سَآتِيكُمْ مِنْهَا) সত্বর আমি সেখান হতে, যতক্ষণ না আমি আগুনের পার্শ্ব থেকে (بِخَبَرٍ) তোমাদের জন্য কোন খবর আনব, পথ সম্পর্কে (أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ) অথবা তোমাদের জন্যে আনব জ্বলন্ত অংগার, একটুকরা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ (لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার উত্তাপ গ্রহণ করতে পার তখন ছিল প্রচণ্ড শীতকাল।

(فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ) তারপর যখন সে সেটির নিকট আসল তখন ঘোষিত হল ধন্য সে, যে আছে এ আগুনের মধ্যে, অর্থাৎ এ আগুনেই ধন্য (وَمَنْ حَوْلَهَا) এবং যারা আছে এর চারপাশে, ফিরিশ্‌তাগণ। উবায় ও আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) পাঠ করেছেন। অপর ব্যাখ্যায় তিনি ধন্য যিনি এই জ্যোতিকে জ্যোতির্ময় করেছেন। অপর ব্যাখ্যায় ধন্য সে ব্যক্তি যে এর অন্বেষায় এসেছে অর্থাৎ মূসা (আ) এবং যারা তার চারপাশে আছেন অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণ। (وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্, জিন-ইনসানের মালিক আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা এতে আপন মহিমা ঘোষণা করলেন।

(يٰمُوسٰى) হে মূসা! সেই আমি তো, যিনি তোমাকে ডাকছেন সেই আমি তো (اِنَّهٗ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ) আল্লাহ্ পরাক্রমশালী বেঈমানদের শাস্তি প্রদানে (الْحَكِيْمُ) প্রজ্ঞাময়, আমার নির্দেশে ও বিচারে। আমি নির্দেশ দিয়েছি যে আমাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা চলবে না।

(১০) وَاَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ

(১১) اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(১২) وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ

১০. তুমি নিক্ষেপ কর তোমার লাঠি। তারপর যখন সে তাকে সাপের মত ছুটাছুটি করতে দেখল, তখন সে পেছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও তাকালো না। হে মূসা, ভয় করো না নিশ্চয়ই আমি এমন যে, আমার কাছে পয়গাম্বরগণ ভয় পায় না।

১১. তবে যারা যুলুম করার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাদের প্রতি নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২. তোমার হাত তোমার বগলে ঢুকিয়ে দাও তা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্মল অবস্থায়। এগুলো ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

(وَاَلْقِ عَصَاكَ) তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, তোমার হাত থেকে, মূসা (আ) লাঠি নিক্ষেপ করলেন (فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى) তারপর যখন সে সেটিকে সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল, ছোট ও নয় বড়ও নয় বরং মধ্যম স্তরের সাপের ন্যায় নড়াচড়া করতে দেখলেন (مُدْبِرًا) তখন সে পেছনের দিকে ছুটতে লাগল, ভয়ে পশ্চাৎদিকে পালাতে লাগলেন (وَلَمْ يُعَقِّبْ) এবং ফিরেও তাকাল না, সেটি দিকে ভয়ের আতিশয্যে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন (يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ) হে মূসা ভীত হয়ো না, এটি দেখে (اِنِّيْ لَا يَخَافُ) (لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ) নিশ্চয়ই তুমি এখন আমার সান্নিধ্যে, আমার নিকট রাসূলগণ ভয় পায় না।

(اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓءٍ) তবে যারা বাড়াবাড়ি করার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে, অর্থাৎ যারা বাড়াবাড়ি করে ফেলে তারপর তাওবা করে নেয় তারাও ভয় পায় না। কারণ তাদেরও ভয়

পাওয়া সমীচীন নয় (فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ) আমি তো ক্ষমাশীল, ক্ষমাকারী যে তাওবা করে তার জন্যে (رَّحِيْمٌ) পরম দয়ালু, যে তাওবার উপর মৃত্যুবরণ করে তার প্রতি।

(وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ) এবং তোমার হাত তোমার বুকের পাশে কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করাও, বগলের নিচে ঢুকাও (تَخْرُجْ بَيْضَاۤءَ مِنْ غَيْرِ سُوْۤءٍ) এটি বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে নয়। তুমি যাও (فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ) নয়টি নিদর্শন সহকারে, নয়টি নিদর্শন নিয়ে (اِلٰى فِرْعَوْنَ) (وَقَوْمِهٖ) ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট, কিবতীদের নিকট (اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ) তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়, কাফিরের দল।

(١٣) فَلَمَّا جَاۤءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ
(١٤) وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۗ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ
(١٥) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ
(١٦) وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ

১৩. তারপর যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসল, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।
১৪. তারা অন্যায় ও অহংকার ভরে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল। যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। অতএব দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?
১৫. আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা উভয়ে বলেছিল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মু'মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।
১৬. সুলায়মান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে, বলেছিল হে মানুষ! আমাকে পাখিদের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

(فَلَمَّا جَاۤءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً) অতঃপর যখন আদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন এল, একের পর এক প্রকাশিত নিদর্শনাদি নিয়ে মূসা (আ) যখন উপস্থিত হলেন (قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ) তখন তারা বলল, এটি স্পষ্ট যাদু, হে মূসা (আ) তুমি যা নিয়ে এসেছ তা সুস্পষ্ট মিথ্যা।

(وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَاۤ) তারা এসব প্রত্যাখ্যান করল, সবগুলো নির্দশ অগ্রাহ্য করল অন্যায় অসত্য ও সীমালংঘন করে ও উদ্ধতভাবে অহংকার ও দম্ভ ভরে (وَاسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا) অথচ তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে গ্রহণ করেছিল যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে (فَانْظُرْ) দেখুন, হে মুহাম্মদ ﷺ (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছে, ফির'আওন ও তার সম্প্রদায় মুশরিকদের শেষ ফল কী হয়েছিল, কেমন করে আমি তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে ধ্বংস করলাম।

(وَلَقَدْ اٰتَيْنَا) আমি দান করেছিলাম, প্রদান করেছিলাম (دَاوٗدَ) দাউদ ইবন ঈশা (وَسُلَيْمٰنَ) ও সুলায়মানকে ইবন দাউদকে (عِلْمًا) জ্ঞান, এবং নবুওয়াত ও বিচার কর্মের বিচক্ষণতা (وَقَالَا) তারা দু'জনে

বলেছিল, উভয়েই বলেছিল (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) প্রশংসা আল্লাহ্র, কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র প্রতি, অনুগ্রহ আল্লাহ্র দেয়া (الَّذِىْ فَضَّلَنَا) যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, জ্ঞান ও নবুওয়াত দ্বারা (عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ) তাঁর বহু মু'মিন বান্দাদের উপর।

(وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ) সুলায়মান হয়েছিল দাঊদের উত্তরাধিকারী, হযরত দাউদ (আ)-এর ১৯ জন পুত্র সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে দাঊদ (আ) তাঁর পুত্র সুলায়মান (আ) কে ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। (وَقَالَ) এবং সে বলল, সুলায়মান (আ) বললেন (يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ) হে মানুষ। আমাকে পাখিকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে পক্ষীকুলের কথাবার্তা অনুধাবনের শক্তি দেওয়া হয়েছে (وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ) এবং আমাকে সকল কিছুর জ্ঞান দান করা হয়েছে, আমার রাজ্যের সকল কিছুর সম্পর্কে অবগতি দান করা হয়েছে, (اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ) এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার প্রতি মহান অবদান।

(১৭) وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝

(১৮) حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

(১৯) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১৭. সুলায়মানের সামনে সমবেত করা হল তার বাহিনী, জিন্ন, মানুষ ও পাখিগুলোকে, এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যূহে।

১৮. যখন তারা পিঁপড়া অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিঁপড়া বলল, 'হে পিঁপড়া-বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর যেন সুলায়মান এবং তাঁর বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পায়ে পিষে না ফেলে।'

১৯. সুলায়মান তার উক্তিতে মৃদু হাসল এবং বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত কর।

(وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ) সুলায়মানের সুম্মুখে সমবেত করা হল, বাধ্য করা হল (جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ) তার বাহিনীকে সম্মিলিতভাবে জিন্ন মানুষ ও পাখিকুলকে এবং সেগুলোকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যূহে, এমনভাবে সজ্জিত করা হল যে, তাদের শেষটিকে প্রথমটির সাথে দাঁড় করানো হল আর এভাবে সবগুলো সমবেত হল।

(حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, সিরিয়ার যে উপত্যকায় পিপীলিকার প্রাচুর্য ছিল সে উপত্যকায় এসে পৌছল (قَالَتْ نَمْلَةٌ) তখন এক পিপীলিকা বলল,

খোড়া এক পিপীলিকা তার সমগোত্রীয়দেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলল (يَاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ) হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, (لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ) তোমাদের গর্তে ঢুকে পর যেন সুলায়মান ও তাঁর বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে, তোমাদের অবস্থান না জেনে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না দেয় দলিত মথিত করে না দেয়। অপর ব্যাখ্যায় "তাদের অজ্ঞাতসারে" অর্থ সুলায়মানের (আ) সৈন্যরা পিপীলিকাটির একথা সম্পর্কে অবগত ছিল না।

সেটির উক্তিতে পিপীলিকার কথা শুনে (فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا) সুলায়মান মৃদু হাসল। যেহেতু তিনি তার কথা বুঝেছিলেন, তাঁর সৈন্যরা বুঝেনি। (وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ) এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও, উপযুক্ত বাক্য শিখিয়ে দাও (اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ وَعَلٰى) যাতে আমি তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, তোমার অবদানের শোকর জ্ঞাপন করতে পারি আমার প্রতি তাওহীদ প্রদান করে (وَعَلٰى وَالِدَيَّ) এবং আমার পিতামাতার প্রতি, তাওহীদ গ্রহণের সুযোগ দিয়ে (وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ) তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্যে এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি, খাঁটি ও সঠিক কাজ করতে পারি যা তুমি পসন্দ কর, যা তুমি কবূল কর (تَرْضٰهُ) (وَاَدْخِلْنِيْ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ بِرَحْمَتِكَ) এবং তোমার অনুগ্রহে, দয়ায় আমাকে তোমার সৎকর্ম পরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত কর, তোমার রাসূল বান্দাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাও।

(٢٠) وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ۝

(٢١) لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَا۟ذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٢٢) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ۝

২০. সুলায়মান পাখিগুলোর সন্ধান নিল এবং বলল, 'ব্যাপার কি। হুদহুদকে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি?

২১. সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিব। অথবা যবেহ্ করব।

২২. শিগগিরই হুদহুদ এসে পড়ল এবং বলল, আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং সাবা হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

(وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ) সে বিহংগ দলের সন্ধান নিল, পখি কুলকে উপস্থিত হতে বললেন, হুদহুদ পক্ষীকে তার জায়গায় পেলেন না (فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ) এবং বলল ব্যাপার কি হুদহুদকে দেখছি না যে, তার স্থানে (اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ) সে অনুপস্থিত না কি? তিনি বললেন সে যদি অনুপস্থিত থাকে।

তবে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে, স্পষ্ট যুক্তি পেশ না করলে (لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَا۟ذْبَحَنَّهٗٓ) আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিব, তার সব পালক খসিয়ে ফেলব, পাখির জন্যে এটিই কঠোর শাস্তি অথবা যবেহ করে ফেলবে, ক্ষুর দ্বারা (اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ) অথবা নিয়ে আসবে কোন স্পষ্ট দলীল।

(فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ) অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে পড়ল, একটু অপেক্ষা করার পর পাখিটি উপস্থিত হল (فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ) এবং বলল, আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি, হে

রাজন! আপনি যা জানেননি আমি তা জেনে এসেছি (مِنْ سَبَاٍ) এবং সাবা থেকে, সাবা নগর থেকে (بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ) সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি, বিস্ময়কর সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি।

(٢٣) اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ

(٢٤) وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ

(٢٥) اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ

(٢٦) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۩ সেজদা

(٢٧) قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

২৩. আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সকল কিছু হতে দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।

২৪. আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্‌দা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় নি।

২৫. নিবৃত্ত করেছে এই জন্যে যে তারা যেন সিজ্‌দা না করে আল্লাহ্‌কে যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবীতে লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন। যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর।

২৬. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি মহা আরশের অধিপতি।

২৭. সুলায়মান বললে 'আমি দেখব তুমি কি সত্য বলেছ না, তুমি মিথ্যাবাদী?'

(اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ) আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে, তার নাম বিলকীস (وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) তাকে সকল কিছু দেওয়া হয়েছে, তার রাজ্যের সবকিছু সম্পর্কে অবগতি দান করা হয়েছে (وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ) এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন, সুরম্য সুবৃহৎ সিংহাসন, মণি মুক্তা ও সোনা দানায় সুসজ্জিত।

(وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) আমি তাঁকে ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্‌দা করছে, সূর্যের উপাসনা করছে (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ) শয়তান তাদের নিকট তাদের কার্যাবলী, সূর্যের উপাসনা শোভন করেছে (فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ) এবং তাদেরকে নিবৃত্ত করেছে সৎপথ থেকে, শয়তান তাদেরকে সত্য ও হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত করেছে (فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ) ফলে তারা সৎপথ পায় না।

(اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ) কেন তারা সিজ্‌দা করে না আল্লাহ্‌কে, আমি তাদেরকে বলেছিলাম, হে লোক সকল! আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা কর, অপর ব্যাখ্যায় এটি হযরত সুলায়মানের (আ) উক্তি। তিনি বলেন, কেন তারা সিজ্‌দা করে না আল্লাহ্‌কে (يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) যিনি প্রকাশ করেন আকাশে লুকিয়ে

থাকা বস্তু, বৃষ্টি এবং পৃথিবীতে লুকিয়ে বস্তু, উদ্ভিদরাজি (وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ) এবং যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর, লুকিয়ে রাখ ভাল ও মন্দ এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর, প্রকাশ কর ভাল ও মন্দ।

(اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি মহা আরশের অধিকারী, মহান আসনের মহান মালিক।

(قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ) সে বলল, সুলায়মান (আ) হুদ্‌হুদ্‌কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি দেখব, তোমার বক্তব্য পরীক্ষা করে তুমি সত্য বলছ না তুমি মিথ্যাবাদী?

(۲۸) اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ○

(۲۹) قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ○

(۳۰) اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(۳۱) اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ○

(۳۲) قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ○

২৮. তুমি যাও আমার এই পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের নিকট অর্পণ কর, তারপর তাদের নিকট হতে সরে থেকো এবং লক্ষ্য করো তাদের প্রতিক্রিয়া কি?
২৯. সেই নারী বলল, হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে।
৩০. এটি সুলায়মানের নিকট হতে এবং এটি এই দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।
৩১. অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।
৩২. সেই নারী বলল, হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করি না তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত।

(اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ) তুমি যাও আমার এই পত্র নিয়ে এটি তাদের নিকট অর্পণ কর, তারপর তাদের নকট থেকে সরে থেকো, গোপন থেকো যাতে তারা তোমায় দেখতে না পায় (فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ) এবং লক্ষ্য করো তাদের প্রতিক্রিয়া কি? তারা কি বলাবলি করে; যুক্তিতর্ক করে এবং আমার পত্রের কি উত্তর দেয়। সুলায়মান (আ) যা বলেছিলেন পাখিটি তাই করল। সম্রাজ্ঞী বিলকীস হযরত সুলায়মানের (আ) পত্রটি হাতে নেয় এবং তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট গমন করে।

(قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا) সেই নারী বলল, হে আমার পারিষদবর্গ! হে নেতৃবর্গ! (اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ) আমাকে এক সম্মনিত নিকট পত্র দেওয়া হয়েছে, যা সীলমোহর কৃত।

(اِنَّهٗ) এটি, পত্রের শিরোনাম এই (مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ) সুলায়মানের নিকট থেকে এবং এটি অর্থাৎ পত্রের প্রথম লাইন দেয়া হয়, (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) পরম দয়ালু দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে।

(اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ) অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করো না, আমার সাথে দম্ভ করো না (وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ) এবং আমার নিকট উপস্থিত হও আনুগত্য স্বীকার করে, সন্ধি স্থাপন করে অনুগত হয়ে। পত্রে আরো বেশ কিছু বিষয়ের উল্লেখ ছিল।

(قَالَتْ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُ اَفْتُوْنِىْ فِىْٓ اَمْرِىْ) সেই নারী বলল, হে পারিষদবর্গ, নেতৃবৃন্দ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও, পরামর্শ দাও (مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا) আমি তো যা সিদ্ধান্ত করি, যে কাজ করি (حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ) তোমাদের উপস্থিতিতেই করি, তোমাদের পরামর্শক্রমেই করি।

(٣٣) قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ۝
(٣٤) قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۝
(٣٥) وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ ۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۝
(٣٦) فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ۝

৩৩. তারা বলল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কি আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন।

৩৪. সে বলল, রাজা বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে, তারাও এরূপই করবে;

৩৫. আমি তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, দেখি দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে।

৩৬. দূত সুলায়মানের নিকট আসলে সুলায়মান বলল, তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা হতে উত্তম অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্লবোধ করছ।

(قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ) তারা বলল, আমরা তো শক্তিশালী, অস্ত্রেশস্ত্রে বলীয়ান (وَاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ) এবং কঠোর যোদ্ধা, সমর পারদর্শী (وَالْاَمْرُ اِلَيْكِ) তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, অর্থাৎ আপনার সিদ্ধান্তর আনুগত্যই আমাদের সিদ্ধান্ত (فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ) সুতরাং আপনি ভেবে দেখুন কি আদেশ করবেন, আপনি আমাদেরকে যা নির্দেশ করবেন আমরা তা পালন করব। এরপর বিলকীস একটি কৌশল অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

(قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً) সে বলল, রাজা বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, পৃথিবীর রাজা বাদশাহর যখন যুদ্ধ বিগ্রহে বিজয়ী হয়ে কোন দেশে প্রবেশ করে (اَفْسَدُوْهَا) তখন সেটিকে বিপর্যস্ত করে দেয়, বিধ্বস্ত করে দেয় (وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً) এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে, প্রহার নির্যাতন ও হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে। (وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ) তারা এরূপই করে, আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, তারা এরূপই করে অর্থাৎ দুনিয়ার রাজা বাদশাহগণ দম্ভ ও অহংকারের বশে এরূপই করে।

(وَاِنِّىْ) আমি তাদের নিকট, সুলায়মান (আ) এর নিকট (مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ) উপঢৌকন পাঠাচ্ছি দেখি, (فَنٰظِرَةٌ ۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ) অপেক্ষা কর দূতেরা, প্রতিনিধিগণ কি নিয়ে ফিরে আসে?

(فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ) সে যখন সুলায়মানের নিকট এল, বিলকীসের দূত যখন সুলায়মান (আ)-এর নিকট উপস্থিত হল (قَالَ) সে বলল, সুলায়মান (আ) বললেন (اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ) তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে, উপঢৌকনরূপে সাহায্য করছ? (فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ) আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, রাজত্ব

ও নবুওয়াত (مِمَّآ اٰتٰكُمْ) তা, তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, যে ধন সম্পদ দিয়েছেন তা হতে উৎকৃষ্ট, উত্তম (بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ) অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্লবোধ করছ, তোমরা আনন্দিত হবে যদি তা তোমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়।

(٣٧) اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

(٣٨) قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ○

(٣٩) قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ○

(٤٠) قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۗ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۗ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ○

৩৭. তাদের নিকট ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী যার মুকাবিলা করবার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করব লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অবনমিত।

৩৮. সুলায়মান আরো বলল, হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আমার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে?

৩৯. এক শক্তিশালী জিন্ বলল, আপনি আপনার স্থান হতে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান বিশ্বস্ত।

৪০. কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনি চক্ষুর পলক ফেলার পূর্বে আমি তা আপনাকে এনে দিব। সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখল তখন সে বলল, এটি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্যে এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাব মুক্ত, মহানুভব।

(اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ) তাদের নিকট ফিরে যাও, তাদের উপঢৌকনসহ (فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ) আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সেনাবাহিনী, সেনাদল (لَاقِبَلَ لَهُمْ بِهَا) যার মুকাবিলা করার শক্তি, সামর্থ তাদের নেই। (وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا) আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে, সাবা নগর থেকে বহিষ্কার করব (اَذِلَّةً) লাঞ্ছিত করে, হাতগুলো ঘাড়ের সাথে বাঁধা অবস্থায় (وَهُمْ صٰغِرُوْنَ) এবং তারা হবে অবনমিত, অপদস্থ। (قَالَ) সে আরো বলল, হযরত সুলায়মান (আ) আরো বললেন (يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا) হে আমার পারিষদবর্গ! (قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ) তারা আত্মসমর্পণ করে, সন্ধিবদ্ধ হয়ে অনুগত হয়ে আমার নিকট আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন, রাজ আসন আমার নিকট নিয়ে আসবে?

(قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ) এক শক্তিশালী, বলবান জিন্ বলল, তার নাম ছিল আমর সে বলল, (اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ) আপনি আপনার স্থান হতে উঠার পূর্বে, বিচারের আসন থেকে উঠার পূর্বে, মধ্যাহ্ন পর্যন্ত তিনি

(اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ) বিচার আসনে থাকতেন আমি তা এনে দেব, এবং আমি এই ব্যাপার, ওই সিংহাসন বহন করে আনার ব্যাপারে (وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ) অবশ্যই সক্ষম বিশ্বস্ত, মনি-মুক্তা হীরা, জহরত অক্ষুণ্ণ রাখতে বিশ্বাস ভাজন। হযরত সুলায়মান (আ) বললেন, আমি আরও শীঘ্র তা উপস্থিত দেখতে চাই তখন।

(قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, আল্লাহ্ তা'আলার মহান নাম, ইসমে আযম 'ইয়া হাইয়্যু-ইয়া কাইয়ুমু' যার জানা ছিল, সে বলল, তার নাম ছিল আসাফ ইবন বারখিয়া (اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ) আপনার চোখের পলক ফেলবার পূর্বেই, দূরে কোন বস্তুর প্রতি আপনি দৃষ্টি দিলে সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিব। তারপর সুলায়মান যখন সিংহাসনকে তার সম্মুখে সংরক্ষিত দেখল, বিলকীসের সিংহাসনকে নিজের সিংহাসনের পাশে অবস্থিত দেখলে তা (قَالَ) তখন সে বলল, সুলায়মান (আ) আসাফকে লক্ষ্য করে বললেন (مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ) এটি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, কৃপা অবদান (لِيَبْلُوَنِىْ) যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, যাচাই করতে পারেন (ءَاَشْكُرُ) আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তাঁর নি'আমত ও অনুগ্রহের (اَمْ اَكْفُرُ) না অকৃতজ্ঞ হই, কৃতজ্ঞতা বর্জন করি। (وَمَنْ شَكَرَ) যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, প্রতিপালকের অনুগ্রহের (فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ) সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্যে, প্রতিপালকের সাওয়াব পায় (وَمَنْ كَفَرَ) আর যে অকৃতজ্ঞ, প্রতিপালকের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা বর্জন করে (فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ) সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, তাঁর কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। মহানুভব তাওবাকারীদের পাপ মোচনকারী তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না।

(٤١) قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝
(٤٢) فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۝
(٤٣) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

৪১. সুলায়মান বলল, তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও। দেখি সে সঠিক দিশা পায় না সে বিভ্রান্তদের শামিল হয়?
৪২. সেই নারী যখন আসল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল। তোমার সিংহাসন এরূপই? সে বলল, এটি যেন সেটিই। আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি।
৪৩. আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার পূজা করত তাই তাকে সত্য হতে নিবৃত্ত করেছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا) সুলায়মান বলল, তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, কিছু সংযোজন ও কিছু বিয়োজনের মাধ্যমে রাজ আসনের রূপ পরিবর্তন করে দাও (نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْٓ) দেখি সে সঠিক দিশা পায়, নিজের আসন চিনতে পারে (اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ) না সে বিভ্রান্তদের শামিল হয়, চিনতে না পারে।

(فَلَمَّا جَاءَتْ قِيْلَ) সেই নারী যখন এল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, হযরত সুলায়মান (আ) তাকে বললেন (اَهٰكَذَا عَرْشُكِ) তোমার সিংহাসন কি এরূপই, তোমার রাজ আসন কি এ প্রকারে, সিংহাসনটিকে তারা সংশয়মুক্ত করে তার নিকট পেশ করেছিল (قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ) সে বলল, এটি তো যেন সেটিই, আপনারা আমার নিকট সংশয় যুক্ত করে পেশ করেছেন (وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا) আমাদেরকে ইতিপূর্বে প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে, অর্থাৎ সুলায়মান (আ) বললেন, বিলকীসের আগমনের পূর্বে তার সিংহাসন উপস্থিত হওয়ার এবং সেটিকে পরিবর্তীতরূপে তার সামনে পেশ করার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জানিয়েছিলেন (وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ) এবং আমরা ছিলাম আত্মসমর্পনকারী, নিষ্ঠাবান। বিলকীসের আগমনের পূর্বেও।

(وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) তাকে নিবৃত করল বিলকীসকে নিবৃত্ত করল সুলায়মান (আ) অপর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিবৃত্ত করলেন, আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করত তা হতে, অর্থাৎ সূর্যের উপাসনা থেকে (اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ) সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, অগ্নিপূজারী সম্প্রদায়ের দলভুক্ত।

(٤٤) قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○
(٤٥) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ○

৪৪. তাকে বলা হল এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তা দেখল তখন সে ঐটিকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার পা দুইটি অনাবৃত করল। সুলায়মান বলল, এতো স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম। আমি সুলায়মানের সাথে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করছি।

৪৫. আমি অবশ্যই সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালিহ্কে পাঠিয়ে ছিলাম, এই আদেশসহ তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল।

(قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ) তাকে বলা হল এই প্রাসাদে, অট্টালিকায় প্রবেশ কর। (فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا) যখন সে সেটি দেখল তখন সে সেটিকে এক গভীর জলাশয় মনে করল, প্রচুর জলরাশি বলে ধারণা করল এবং সে তার উভয় পায়ের গোছা উন্মুক্ত করল, কাপড় গুটিয়ে নিল (قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ) সুলায়মান বলল, তাকে লক্ষ্য করে এটিতো স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ। স্ফটিকের তলদেশে পানি তুমি ভয় পেয়ো না, সেটির উপর দিয়ে হেঁটে আস (قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ) সেই নারী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম, সূর্যের পূজা করে (وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) আমি সুলায়মানের সাথে সুলায়মানের হাতে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করছি, যিনি জিন ইনসান সবার মালিক।

(وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ) আমি অবশ্যই সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম তাদের ভাই, তাদের নবী (صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ) সালিহকে, এই আদেশ সহ "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর,

অর্থাৎ হে সালিহ্! তুমি তাদেরকে বল, তোমরা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ গ্রহণ কর এবং কুফরী ও শিরক থেকে তাঁর প্রতি ফিরে আস তাওবা কর (فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ) কিন্তু তারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে, মু'মিন ও কাফির দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে.(يَخْتَصِمُوْنَ) বিতর্কে লিপ্ত হল, দীন সম্পর্কে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ল।

(٤٦) قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

(٤٧) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝

(٤٨) وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝

(٤٩) قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

৪৬. সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাইছ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না, যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার?

৪৭. তারা বলল, তোমাকে ও তোমার সংগে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সালিহ্ বলল, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারে, বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

৪৮. আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎকর্ম করত না।

৪৯. তারা বলল, তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর, আমরা রাতের বেলা তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব, তারপর তার অভিভাবককে নিশ্চয় বলব, তারা পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

(قَالَ) সে বলল, কাফির গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে হযরত সালিহ্ (আ) বললেন, (يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) হে আমার সম্প্রদায়। কেন তোমরা কল্যাণের পূর্বে নিরাপত্তা ও দয়ার পূর্বে অকল্যাণ, শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? (لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ) তোমরা কেন আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না? শিরক ও কুফরী থেকে তাওবা করছ না? কেন আল্লাহ্‌র একত্ববাদ গ্রহণ করছ না? (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ) যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার, দয়া প্রাপ্ত হতে পার আর তাতে করে শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করতে পার।

(قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ) তারা বলল, আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি তোমাকে, তোমাকে অশুভ বলে মনে করি (وَبِمَنْ مَّعَكَ) এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে, তোমার সম্প্রদায়ের যারা আছে অর্থাৎ তারা বলেছিল যে, তোমার ও তোমার সাথে ঈমানদার যারা আছে তাদের দুর্ভাগ্যের কারণে আমরা বিপদে পড়েছি। (قَالَ) সে বলল, হযরত সালিহ্ (আ) বললেন তোমাদের শুভাশুভ, তোমাদের বিপদাপদ ও নিরাপত্তা (طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে (بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ) বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, সুখ ও দুঃখ দ্বারা যাচাই করা হচ্ছে। অপর ব্যাখ্যায় তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, সত্য গ্রহণের তাওফীক দেওয়া হচ্ছে না।

(وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ) আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, পাপিষ্ঠ নয়জন লোক। তারা সেই সমাজের নেতাদের পুত্র। কুদার ইব্‌ন সালাফ ও মিসদা ইব্‌ন দাহাও প্রমুখ (يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ) তারা

দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত, নাফরমানী ও আল্লাহর অবাধ্যতার দ্বারা (وَلَا يُصْلِحُوْنَ) এবং সৎকর্ম করত না, নিজেরা ও ভাল কাজ করত না অন্যকেও ভাল কাজের নির্দেশ দিত না।

(قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ) তারা বলল, তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর, ঐক্যবদ্ধ হও অপর ব্যাখ্যায় কসম কর তারপর বলল (لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ) আমরা রাতের বেলা তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে হত্যা করব, তারপর তার অভিভাবককে অবশ্যই বলব, তার উত্তরাধিকারী ও আত্মীয় স্বজনকে বলব (مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ) তার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি, সালিহ্ ও তাঁর পরিবারের হত্যাকাণ্ড আমরা দেখিনি (وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ) আমরা অবশ্যই সত্যবাদী, আমাদের বক্তব্যে তারা আমাদেরকে সত্যবাদী মনে করবে, কেউই আমাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করবে না।

(৫০) وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

(৫১) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(৫২) فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

(৫৩) وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

৫০. তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।

৫১. তারপর দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি।

৫২. এই তো তাদের ঘরবাড়ি সীমালংঘনের কারণে যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

৫৩. এবং যারা মু'মিন ও মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।

(وَمَكَرُوْا مَكْرًا) তারা এক চক্রান্ত করেছিল, হযরত সালিহ্ (আ) ও তাঁর সাথী ঈমানদার লোকজনকে হত্যার ইচ্ছা করেছিল (وَمَكَرْنَا مَكْرًا) এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, তাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করলাম (وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ) কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি, অবগত হতে পারেনি আমার কৌশল সম্পর্কে। অপর ব্যাখ্যায় তারা হযরত সালিহ্ (আ) এর গৃহে প্রবেশ করার পর ফিরিশ্‌তাগণ তাদেরকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করেছিল। ফিরিশ্‌তাদের উপস্থিতি তারা বুঝতে পারেনি।

(فَانْظُرْ) অতএব দেখুন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ) তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে, হযরত সালিহ্ (আ) সম্পর্কে তাদের ষড়যন্ত্রের পরণতি কি হল (اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ) আমি ধ্বংস করেছি তাদেরকে, বিনাশ করেছি পাথর নিক্ষেপ দ্বারা (وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ) এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে, তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে বিনাশ করেছি।

(فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً) এই তো তাদের ঘরবাড়ি জনশূন্য, জন মানবহীন বিধ্বস্ত (بِمَا ظَلَمُوْا) তাদের সীমালংঘনের কারণে, শিরকের কারণে। (اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ) নিশ্চয় এতে রয়েছে, তাদের প্রতি আমার যে আচরণ তাতে রয়েছে (لَاٰيَةً) নিদর্শন, প্রমাণ ও শিক্ষা (لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ) জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে, তাদের সম্পর্কে সংঘটিত ঘটনাকে যারা সত্য বলে মেনে নেয়।

(وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) এবং আমি উদ্ধার করেছি ঈমানদারদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল হযরত সালিহ্ (আ) এর প্রতি তাদেরকে (وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ) এবং যারা মুত্তাকি ছিল তাদেরকে, যারা বর্জন করেছিল কুফরী। শিরক অশ্লীলতা ও উটনী হত্যা তাদেরকে।

(٥٤) وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝
(٥٥) اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝
(٥٦) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝
(٥٧) فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ؗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝
(٥٨) وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝
(٥٩) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৫৪. স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা জেনে শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ?
৫৫. তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্যে নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।
৫৬. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কৃত কর তারা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।
৫৭. তারপর তাকে ও তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করলাম তার স্ত্রী ব্যতীত, তাকে করে ছিলাম ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।
৫৮. তাদের উপরে ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্যে এ বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক!
৫৯. বলুন, প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্, না তারা যাদেরকে শরীক করে তারা?

(وَلُوْطًا اِذْ قَالَ) এবং স্মরণ করুন লূতের কথা, আমি প্রেরণ করেছিলাম লূত (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি (لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ) সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ, সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছ (وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ) অথচ তোমরা দেখ, তোমরা জান যে এটি অশ্লীল গর্হিত কাজ।

(اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ) তোমরা কি নারীকে ছেড়ে, মহিলাদের যৌনাংগ ছেড়ে (الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ) কাম তৃপ্তির জন্যে যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্যে পুরুষে উপগত হবে, পুরুষের মলদ্বারে সঙ্গম করবে (بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ) তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়, আল্লাহর বিধান সম্পর্কে।

(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا) উত্তরে তার সম্প্রদায় বলল, তাঁর সম্প্রদায় বলল, তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল (اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ) লূত পরিবারকে বের করে দাও, লূত (আ) ও তার দু'কন্যা বাউরা ও রাইছাকে বহিষ্কার করে দাও (مِّنْ قَرْيَتِكُمْ) তোমাদের জনপদ থেকে, সাদূশ থেকে (اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ) তারা তো এমন লোক যারা পবিত্র থাকার দাবী করে, পরিচ্ছন্ন থাকতে চায় সমকামিতা থেকে।

(فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ) অতঃপর আমি উদ্ধার করলাম তাকে ও তার পরিবারকে, দু'কন্যাকে (اِلَّا امْرَاَتَهٗ) তার স্ত্রী ব্যতীত, মুনাফিক স্ত্রী ছাড়া (قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ) তাকে করেছিলাম ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ তার জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছিলাম যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যারা পেছনে পড়ে থাকবে সে তাদের দলভুক্ত হবে।

(وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا) তাদের উপর ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, তাদের মধ্যে যারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সেখানে ছিল এবং যারা অন্যত্র পালাচ্ছিল তাদের সবার উপর পাথর বৃষ্টি (فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ) এই বর্ষণ কত মারাত্মক ছিল সে সবলোকের জন্যে যাদেরকে ভীতি প্রদর্শনকর হয়েছিল, যাদেরকে লূত (আ) সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু তারা ঈমান আনেনি।

(قُلِ) বলুন, হে মুহাম্মদ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, তাদেরকে ধ্বংস করায় সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র জন্যে (وَسَلٰمٌ) এবং শান্তি, সৌভাগ্য ও নিরাপত্তা (عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى) তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি, যাদেরকে ইসলাম ধর্ম প্রদানের জন্যে মনোনীত করেছেন অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাতগণ (آٰللّٰهُ خَيْرٌ) শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্, অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ মক্কার অধিবাসীদেরকে বলুন আল্লাহ্‌র ইবাদত উত্তম (اَمَّا يُشْرِكُوْنَ) না তারা যাদেরকে শরীক করে তারা উত্তম, না তারা আল্লাহ্‌র সাথে যে সকল দেবদেবী ও প্রতিমাকে শরীক করে সেগুলোর উপাসনা উত্তম? মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(٦٠) اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ

(٦١) اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

৬০. বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষাদি উদ্‌গত করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়।

৬১. বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং তার মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানে না।

(اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً) বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন পানি (বৃষ্টি) তারপর আমি তা বৃষ্টি দিয়ে (فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ) মনোরাম উদ্যান সৃষ্টি করি, উদ্যানগুলো খেজুর ও অন্যান্য গাছে পরিবেষ্টিত ও সুশোভিত। (مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا) উদ্যানগুলোর বৃক্ষাদি উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। (ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ রয়েছে কি? আল্লাহ্ ব্যতিত যিনি এটা করেছেন।

(بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ) তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়। এরা তাদের দেবদেবীগুলোকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করে। (اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا) বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং এটার পৃথিবীর মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা। (وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا) এ পৃথিবীতে তিনি স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত যেগুলো পৃথিবীর পেরেক হিসেবে বিবেচ্য। তিনি দু'দরিয়া মিঠা ও লবণাক্ত এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়। এমন অন্তরায় যার জন্যে দু'টো একত্রে মিশতে পারে না। (ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ) আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ রয়েছে কি? আল্লাহ্ ব্যতীত যিনি এটা করেছেন। (بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ) তবুও এদের অনেকেই জানে না, তাই এরা বিশ্বাসও করে না।

(٦٢) اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

(٦٣) اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৬২. বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক।

৬৩. বরং তিনি, যিনি তোমাদিগকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা হতে বহু উর্ধ্বে।

(اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ) বরং তিনি, যিনি বিপদের সময় আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে বিপদ দূর করার জন্য (وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ) ডাকে এবং তিনি বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন। (وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ) আর তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। দুনিয়াবাসীদেরকে ধ্বংস করার পর তাদের স্থলে তোমাদেরকে বাস করার অনুমতি দিয়েছেন। (ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ) আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ রয়েছে কি? আল্লাহ্ ব্যতীত যিনি এটা করিছেন। তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক। আসলে তোমরা বেশী কিংবা কম উপদেশ গ্রহণ করছ না।

(اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) বরং তিনি, যিনি তোমাদেরকে জলের স্থলের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন, (وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا) এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের, অর্থাৎ বৃষ্টির প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। (ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ) আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ রয়েছে কি? আল্লাহ্ ব্যতীত যিনি এটা করেছেন। তারা যাকে অর্থাৎ দেবদেবীকে (تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) আল্লাহ্র সাথে শরীক করে আল্লাহ্ তা হতে বহু উর্ধ্বে।

(٦٤) أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ءَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
(٦٥) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
(٦٦) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ
(٦٧) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ

৬৪. বরং তিনি, যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।
৬৫. বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন উত্থিত হবে।'
৬৬. আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে; তারা তো এ বিষয়ে সন্ধিগ্ধ, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।
৬৭. কাফিরগণ বলে, 'আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে উত্থিত কর হবে?

(أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ) বরং তিনি, যিনি আদিতে বীর্য হতে সৃষ্টি করেন। (ثُمَّ يُعِيدُهُ) আমার মৃত্যুর পর এটার পুনরাবৃত্তি করবেন (وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) এবং যিনি তোমাদেরকে বৃষ্টির সাহায্যে আকাশ ও উদ্ভিদের সাহায্যে পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ দান করেন। (ءَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ) আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ রয়েছে কি? আল্লাহ্ ব্যতীত যিনি এটা করেছেন। হে মুহাম্মদ ﷺ! মক্কাবাসীদের আপনি (قُلْ) বলুন, আল্লাহ্‌র সাথে বিভিন্ন ইলাহ্ রয়েছে এ দাবীতে (هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) "তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।"

আপনি তাদেরকে (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ) বলুন, "আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলীতে, কোন ফিরিশতা (وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) ও পৃথিবীতে কোন সৃষ্টিই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" যেমন কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে ও কখন আল্লাহ্‌র আযাব অবতীর্ণ হবে। (وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) এবং তারা জানে না যে তারা কখন কবর হতে পুনরুত্থিত হবে।

(بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ) আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে, তাদের সসীম জ্ঞান বলছে যে আখিরাত অনুষ্ঠিত হবে না। (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا) তারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এ বিষয়ে সন্ধিগ্ধ (بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ) বরং এ বিষয়ে এরা অন্ধ, তারা দেখে না।

মক্কার (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا) কাফিররা বলে, 'আমরা ও আমাদের পূর্বে (وَآبَاؤُنَا) আমাদের পিতৃপুরুষের, ক্ষয়প্রাপ্ত মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে, কবর হতে (أَئِنَّا) (لَمُخْرَجُونَ) পুনরুত্থিত করা হবে?

(٦٨) لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ۝
(٦٩) قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ۝
(٧٠) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ۝
(٧١) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۝
(٧٢) قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ۝
(٧٣) وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ۝

৬৮. 'এ বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়।'
৬৯. বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।'
৭০. তাদের সম্পর্কে তুমি দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।
৭১. তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, কখন এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে?'
৭২. বল, 'তোমরা যে বিষয় ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ সম্ভবত তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।'
৭৩. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

এ বিষয়ে তো যেটার সম্বন্ধে আপনি ভয় দেখাচ্ছেন (لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ) আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষগণকেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। হে মুহাম্মাদ ﷺ। আপনি আমাদের যেটা সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন (اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ) এটাই তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়।

হে মুহাম্মাদ ﷺ ! মক্কাবাসীদেরকে আপনি (قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ)। বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের ও মুশরিকদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

হে মুহাম্মদ ﷺ! যদি তারা ঈমান না আনে কিংবা তারা ধ্বংস হয়ে যায় (وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) তাদের সম্পর্কে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তাদের কার্যকলাপ, কথাবার্তায় ও (وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ) ষড়যন্ত্রে, আপনি মনক্ষুণ্ন হবে না।

(وَيَقُوْلُوْنَ) তারা বলে, হে মুহাম্মদ ﷺ! তোমরা যদি আযাবে আগমন সম্পর্কে (مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) সত্যবাদী হও তবে বল, কখন তোমাদের দেয়া এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে?

হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদের প্রশ্নের উত্তরে (قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ) বলুন, 'তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাও সম্ভবত তার কিছু অংশ, বদর যুদ্ধে দিন তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।

(وَاِنَّ) নিশ্চয়ই, হে মুহাম্মদ (رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) আপনার প্রতিপালক মানুষের প্রতি, শাস্তি বিলম্বিত করার ক্ষেত্র ? অনুগ্রহশীল (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই, এ শাস্তি বিলম্বজনিত অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

(٧٤) وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝
(٧٥) وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝
(٧٦) اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝
(٧٧) وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝
(٧٨) اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝
(٧٩) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۝

৭৪. তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।
৭৫. আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।
৭৬. বনী ইসরাঈল যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে, এ কুরআন তার অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।
৭৭. এবং নিশ্চয়ই এটা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।
৭৮. তোমার প্রতিপালক তো তাঁর বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।
৭৯. অতএব আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর; তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

(وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ) তাদের অন্তর হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার ন্যায় যা গোপন করে এবং তারা কুফর, শিরক ও যুদ্ধের ন্যায়, যা প্রকাশ করে তা আপনার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।

(وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ) আকাশে ও পৃথিবীতে, তার অধিবাসীদের নিকট এমন কোন গোপন রহস্য নেই (اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ) যা সুস্পষ্ট কিতাবে, অর্থাৎ লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ নেই।

(اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ) বনূ ইসরাঈল, ইয়াহূদী ও খৃস্টান ধর্মের যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে এ কুরআন তার অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।

(وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ) বরং নিশ্চয়ই এটা, কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিনদের জন্য বিপথ থেকে সঠিক পথের প্রতি হিদায়াত ও আযাব হতে পরিত্রাণকারী রহমত।

(اِنَّ رَبَّكَ) আপনার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কিয়ামতের দিন (يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ) তাদের অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। (وَهُوَ) তিনি, তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে (الْعَزِيْزُ) পরাক্রমশালী, তাদেরও তাদের শাস্তি সম্পর্কে (الْعَلِيْمُ) সর্বজ্ঞ।

(فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ) অতএব হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন। (اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ) আপনি তো ইসলামের স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

(٨٠) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ○

(٨١) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ○

(٨٢) وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ○

(٨٣) وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

(٨٤) حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৮০. মৃতকে তো তুমি কথা শুনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহ্বান শুনাতে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।

৮১. তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবে না। তুমি শুনাতে পারবে কেবল তাদেরকে, যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে। আর তারাই আত্মসমর্পণকারী।

৮২. যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।

৮৩. স্মরণ কর, সেদিনের কথা, যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক-একটি দলকে, যারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করত আর তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে।

৮৪. যখন তারা সমাগত হবে তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ তা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? বরং তোমরা আরও কিছু করছিলে?'

অন্তরের দিক থেকে (اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى) মৃতকে তো আপনি কথা শুনাতে পারবেন না, অন্তরের দিক দিয়ে (وَلَاتُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ) বধিরকেও পারবেন না, হক ও হিদায়াতের প্রতি আপনার আহ্বান শুনাতে (اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ) যখন তারা হক ও হিদায়াতের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়।

হে মুহাম্মদ! (وَمَا اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ) আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা হতে, হিদায়াতের পথে আনতে পারবেন না। (اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَافَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ) আপনি আপনার দাওয়াত শুনাতে পারবেন কেবল তাদেরকে, যারা আমার কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সত্য নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে। আর তারাই তাওহীদ ও ইবাদতের প্রতি একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী।

(اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ) যখন ঘোষিত শাস্তি ও আমার অসন্তুষ্টি (وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) তাদের নিকট আসবে তখন আমি সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী মৃত্তিকাগর্ভ হতে বের করব এক জীব, এটা মূসা (আ)-এর যষ্টি। আবার কেউ কেউ বলন, এটার সাথে থাকবে মূসা (আ)-এর যষ্টি (تُكَلِّمُهُمْ) (اَنَّ النَّاسَ) যা তাদের সাথে কথা বলবে, এজন্য যে, মানুষ মুহাম্মদ ﷺ কুরআন, কেউ কেউ বলেন, জীবের আবির্ভাবের ন্যায় (كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ) আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী। تُكَلِّمُهُمْ-এর تا-কে যদি যবর দিয়ে পড়া হয় তার অর্থ হবে যে জীব তাদেরকে মারবেও তাদেরকে আহত করবে।

(وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا) স্মরণ করুন কিয়ামতের দিনের কথা যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক কিতাবী সম্প্রদায় হতে এক একটি দলকে যারা আমার কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সত্য مِمَّنْ يُّكَذِّبُ

(بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ) নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করত এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরবর্তীদের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।

(حَتّٰى اِذَا جَاءُوْ) যখন তারা সমবেত হবে, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তোমরা কি আমার, কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর ন্যায় (اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا) নিদর্শনে প্রত্যাখ্যান করছিলে অথচ তা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পার নাই? আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলে অথচ (اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) এটা আমার পক্ষ থেকে নয় বলে তোমরা জানতে না, না তোমরা অন্য কিছু অর্থাৎ কুফরী ও শিরক করছিলে? কুফরী ও শিরকের ন্যায়।

(৮৫) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ○

(৮৬) اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

(৮৭) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ○

৮৫. সীমালংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না।

৮৬. তারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিবসকে করেছি আলোকপ্রদ? এতে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

৮৭. এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সকলেই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ্ যাদেরকে চাইবেন তারা ব্যতীত এবং সকলেই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়।

(وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ) সীমালংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি ও ঐশী আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না ও প্রতি উত্তর করতে পারবে না।

(اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا) তারা অর্থাৎ মক্কার কাফিররা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাতকে সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকপ্রদ? তাদের জীবনোপকরণ অন্বেষণের জন্যে। (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ) এটাতে বিশ্বাস মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

(وَيَوْمَ) এবং যেদিন, প্রথম (يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ) শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আল্লাহ্ যাদেরকে চাইবেন তারা, জিব্‌রাঈল (আ), মীকাঈল (আ), ইসরাফীল (আ) ও আযরাইল (আ) ব্যতীত (فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ) আকাশ মণ্ডলীর, ফিরিশ্‌তাকুল ও পৃথিবীর, সৃষ্টিকুল ((اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ) সকলেই ভীত বিহ্বল মৃত হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়। প্রথম ফুৎকারের কালে প্রসিদ্ধ চার ফিরিশ্‌তা মৃত্যুমুখে পতিত হবেন না বরং পরবর্তীতে তারা ইন্‌তিকাল করবেন (وَكُلٌّ اَتَوْهُ) আর প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন বিনীত (دٰخِرِيْنَ) ও করুণ অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে হাযির হবে।

(৮৮) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ○

(৮৯) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ○

(৯০) وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(৯১) اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৮৮. তুমি পর্বতমালা দেখতেছ, মনে করতেছ, উহা অচল, অথচ তারা হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চারমান। এটা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।

৮৯. যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তা হতে উৎকৃষ্ট প্রতিফল পাবে এবং সেদিন তারা শঙ্কা হতে নিরাপদ থাকবে।

৯০. যে কেউ অসৎকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।'

৯১. আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এ নগরীর প্রভুর ইবাদত করতে, যিনি এটাকে করেছেন সম্মানিত! সমস্ত কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

(وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً) আপনি পর্বমালা দেখে এগুলোকে অচল ও স্থির মনে করতেছেন (وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ) কিন্তু সেদিন এরা হবে, আকাশে উপনীত মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চারমান। (صُنْعَ اللّٰهُ الَّذِيْ) এটা মাখলূকের প্রতি আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি নৈপুণ্য। যিনি তাঁর সৃষ্টির (اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) সমস্ত কিছুকেই করেছেন সুষম। তোমরা, (اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ) ভালমন্দ যা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।

(مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ) যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, এবং কিয়ামতের দিন একনিষ্ঠভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌কে নিয়ে হাযির হবে (فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا) সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে, বরং তার সকল প্রকার প্রতিফল হবে উৎকৃষ্ট। এবং যেদিন জাহান্নাম গ্রাস করতে উদ্যত হবে (وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ) সেদিন তারা শংকা ও শাস্তি হতে নিরাপদ থাকবে।

(وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ) যে কেউ অসৎকর্ম ও আল্লাহ্‌র শিরক নিয়ে আসবে তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে, এবং তাদেরকে বলা হবে, (هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) তোমরা দুনিয়ায় যা করতে তারই প্রতিফল, আখিরাতে তোমাদের দেয়া হচ্ছে।

হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি বলুন, (اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ) আমি তো আদিষ্ট হয়েই এ, মক্কা নগরীর প্রভুর ইবাদত করতে (هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا) যিনি এটাকে করেছেন সম্মানিত। সৃষ্টির (وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ) সমস্ত কিছু তাঁরই। (وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ) আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের দীনের অন্তর্ভুক্ত হই।

(৯২) وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝
(৯৩) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

৯২. আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, কুরআন তিলাওয়াত করতে; অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বলিও, 'আমি তো কেবল সতর্ককারীদের মধ্যে একজন।'

৯৩. আর বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন; তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে।' তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক গাফিল নন।

(وَ) এবং আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি (اَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ) কুরআন আবৃত্তি করতে। অতএব যে ব্যক্তি কুরআনে যা কিছু আছে তার প্রতি বিশ্বাস রাখে (فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ) ও সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎপথ অনুসরণ করে তার নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেউ যদি কুরআন সম্পর্কে,

কুফরী করে ও (وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ) ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলে দেবেন, আমি তো কেবল সতর্ককারীদের মধ্যে তাঁর একজন। আমি কুরআনের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে সতর্ককারী।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে যুদ্ধের আদেশ প্রদান করেন এবং বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ) বলুন, প্রশংসা, শোকর ও একত্ববাদ আল্লাহ্‌রই; (سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا) তিনি তোমাদেরকে, বদরের দিন সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন, শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা ও একত্ববাদের নমুনা তখন তোমরা বুঝতে পারবে, যে মুহাম্মদ ﷺ যা বলছেন তা সত্য ও যথার্থ। (وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ) তোমরা শিরক ও কুফরীর ন্যায় যা কর সে সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালক গাফিল নন, অর্থাৎ কুরাইশের কাফিরদের শিরক ও কুফরীর শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা গাফিল নন, বলে তাদেরকে সতর্ক করলেন। কেউ কেউ বলেন, তোমরা যে মন্দ কাজ, খিয়ানত ও ফ্যাসাদ করছ এগুলোর শাস্তি বিলম্বিত সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফিল নন।

سُوْرَةُ الْقَصَصِ

সূরা কাসাস

সূরায়ে কাসাস। এ সূরার সমস্ত অংশ মক্কী তবে মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ এ আয়াত টুকরো মাক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জায়গা আল-জুহফায় অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় মোট আয়াত সংখ্যা ৮৮; শব্দ সংখ্যা ৪৪১ এবং অক্ষর সংখ্যা ৫৮০০।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

পূর্বেক্ত সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(١) طٰسٓمّٓ ۝

(٢) تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝

(٣) نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

(٤) اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

১. তা-সীন-মীম;
২. এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের।
৩. আমি তোমার নিকট মূসা ও ফির'আওনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি, মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে।
৪. ফির'আওন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; তাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করত এবং নারীগণকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

(طٰسٓمّٓ) তা-সীন-মীম ط-এর অর্থ طول আল্লাহ্‌র শক্তি সামর্থ ও প্রবল ক্ষমতা। ' سين ' এর অর্থ سنائه তাঁর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব; আর م এর অর্থ ঃ ملكه আল্লাহ্‌র রাজত্ব। কেউ কেউ বলেন, এগুলো শপথের শব্দ বিশেষ যেগুলোর মাধ্যমে এখানে শপথ করা হয়েছে।

(تِلْكَ اٰيٰتُ) এ আয়াতগুলো, হালাল ও হারাম এবং আদেশ ও নিষেধ বর্ণনাকারী (الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ) সুস্পষ্ট কিতাবের।

(نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ) আমি আপনার নিকট মূসা ও ফির'আওনর কিছু বৃত্তান্ত, কুরআনের মাধ্যমে যথাযথভাবে বিবৃত করছি। কুরআন ও আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী (لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ) মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য।

(اِنَّ فِرْعَوْنَ) ফির'আওন, (عَلَا فِى الاَرْضِ) মিসর নামক দেশে, দীনের বিরোধিতা, অহংকার ও কুফরীর মাধ্যমে পরাক্রমশালী হয়েছিল (وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا) এবং সেখানকার অর্থাৎ মিসর ভূখণ্ডের অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে বনূ ইসলাঈলের (يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ) একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছি; তাদের পুত্রগণকে শৈশবে সে হত্যা করত (وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ) এবং নারীগণকে, পরিণত বয়সে সেবিকা নিয়োগ করার জন্য সে জীবিত রাখত। (اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ) সে তো ছিল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদতের প্রতি আহ্বান করে হত্যা ও কুফরীর মাধ্যমে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

(٥) وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۝

(٦) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝

(٧) وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৫. আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও উত্তরাধিকারী করতে;

৬. এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফির'আওন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তাদের নিকট তারা আশঙ্কা করত।

৭. মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম, "শিশুটিকে স্তন্য দান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন এটাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখও করিও না। আমি অবশ্যই একে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং একে রাসূলদের একজন করব।'

মূসা (আ)-কে তাদের প্রতি প্রেরণ করে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে (وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ) আমি ইচ্ছে করলাম, সে মিসর দেশে বনূ ইসরাঈলের (اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ) যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, পরিত্রাণের মাধ্যমে (وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً) তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে, কল্যাণের পরে (وَنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ) নেতৃত্ব দান করতে ও মিসর দেশের অধিকারী করতে।

(وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ) এবং তাদেরকে, মিসরের ভূমিতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে; আর ফির'আওন, হামান, ও তাদের বাহিনীকে তা প্রদর্শন করতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। ফির'আওন বনূ ইসরাঈলের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে রাজ্য হারানোর আশংকা করেছিল।

(وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى) মূসা জননী ইউহানাস বিনত লাওয়ী ইব্‌ন ইয়াকূব এর অন্তরে আমি ইংগিতে নির্দেশ করলাম, (اَنْ اَرْضِعِيْهِ) শিশুটিকে স্তন্য দান করতে থাক। যখন তুমি তাঁর সম্পর্কে হারানোর

(فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ) আশংকা করবে তখন এটাকে, একটি সিন্দুকে করে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে এবং ডুবে যাওয়ার (وَلَاتَخَافِىْ) ভয় করবে না, তোমার কাছে ফেরত না এলে হারিয়ে যাবার জন্য (وَلَاتَحْزَنِىْ) দুঃখ ও করবে না। (اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ) আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব (وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ) এবং তাকে, ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করে, রাসূলদের একজন করব।

(٨) فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ○
(٩) وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ○
(١٠) وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ○

৮. অতঃপর ফির'আওনের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিল। এর পরিণাম তো এ ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। ফির'আওন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।

৯. ফির'আওনের স্ত্রী বলল, 'এ শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। একে হত্যা করিও না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।' প্রকৃতপক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি।

১০. মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল। যাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত।

(فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ) তারপর ফির'আওনের দাসীরা তাকে পানি ও গাছের নিকট থেকে সংগ্রহ করে ফির'আওনের স্ত্রীর নিকট উঠিয়ে নিল। (لِيَكُوْنَ لَهُمْ) এটার পরিণাম তো। এ ছিল যে, সে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র রিসালাত পেশ করার পর (عَدُوًّا) তাদের শত্রু ও রাজত্ব হারিয়ে যাবার দুঃখের কারণ হবে (وَّحَزَنًا) (اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ) ফির'আওন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল, মুশরিক ও অপরাধী।

(وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ) ফির'আওনের স্ত্রী, আসীয়া বিন্‌ত মুযাহিম। যিনি ছিলেন মূসা (আ)-এর ফুফু বললেন, হে ফির'আওন! (قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا) এ শিশু তোমারও আমার নয়নপ্রীতিকর। একে হত্যা করো না সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। (وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ) প্রকৃতপক্ষে তারা অর্থাৎ ফির'আওন সম্প্রদায় এর পরিণাম বুঝতে পারনি। কেউ কেউ বলেন, মূসা (আ)-এর হাতে যে ফির'আওন সম্প্রদায়ের ধ্বংস, তারা এটা বুঝতে পারেনি।

(وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا) মূসা জননীর হৃদয়, অন্যান্য চিন্তা বাদ দিয়ে মূসার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিল। যাতে সে আস্থাশীল হয়, যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি মুতাবিক সে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত

হবে (اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا) সেজন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে, ফির'আওনের দিকে সন্তানকে সম্পৃক্ত করার জন্যে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত, এবং বলত এটা আমার সন্তান।"

(١١) وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

(١٢) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ۝

(١٣) فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(١٤) وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১১. সে মূসার ভগ্নিকে বলল, 'এর পিছনে পিছনে যাও।' সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর হতে তাকে দেখছিল।

১২. পূর্ব হতেই আমি ধাত্রী-স্তন্যপানে তাকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগ্নি বলল, 'তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে?'

১৩. অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য. কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না।

১৪. যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হল তখন আমি তাকে হিক্‌মত ও জ্ঞান দান করলাম; এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি।

(وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ) সে মূসার বোন, মারইয়ামকে বলল, (قُصِّيْهِ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ) তার পিছনে পিছনে যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর হতে তাকে দেখছিল। (وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ) তারা জানত না সে তার বোন।

মূসা জননীর আগমনের পূর্ব হতেই (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ) আমি ধাত্রী স্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম। (فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ) মূসার বোন ফির'আওন সম্প্রদায়কে বলল, "তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যারা তোমাদের হয়ে একে লালন পালন করবে এবং তার মঙ্গলকামী হবে? এরপর সে মূসা (আ)-এর মায়ের সন্ধান দিল।

(فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا) তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর নিকট যাতে, মূসা (আ)-এর মাধ্যমে তাঁর চোখ জুড়ায়। সে মূসার জন্যে (وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ) দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে আল্লাহ্‌র ফেরত প্রদানের (اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ) প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু মিসরের (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না। তাই তারা এটা বিশ্বাস করে না।

(وَلَمَّا) যখন মূসা (আ) ১৮ বছরে (بَلَغَ اَشُدَّهٗ) পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও ৪০ বছরে পরিণত বয়স্ক হল তখন (وَاسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا) আমি তাকে হিক্‌মত ও ধীশক্তি এবং জ্ঞান ও নবুওয়াত দান করলাম; (وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ) এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের ও নবীদেরকে ধীশক্তি ও নবুওয়াতের পুরস্কার

প্রদান করে থাকি। কেউ কেউ বলেন, 'এটার অর্থ হল, 'আমি পুণ্যবানদেরকে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির পুরস্কার প্রদান করে থাকি।'

(١٥) وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۗ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۗ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ

(١٦) قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

(١٧) قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ

১৫. সে নগরীতে প্রবেশ করল, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেথায় সে দু'টি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখল, একজন তার নিজ দলের এবং অপর জন তার শত্রুদলের। মূসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল; এভাবে সে তাকে হত্যা করে বসল। মূসা বলল, 'এটা শয়তানের কাণ্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তিকারী।'

১৬. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।' অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৭. সে আরও বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।'

(وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا) তিনি নগরীতে প্রবেশ করলেন, যখন সেখানকার অধিবাসীরা ছিল, দুপুরের বিশ্রামে। কেউ কেউ বলেন, সালাতে মাগরিবের পরে অসতর্ক। সেখানে তিনি ইসরাঈলী ও কিব্‌তী (فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ) দু'টি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন– একজন নিজ, ইসরাঈলী দলের (وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ) এবং অপরজন তাঁর শত্রু কিবতী দলের। (فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ) (মূসা (আ)-এর দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা (আ) মুষ্টিবদ্ধ করে তাকে ঘুষি মারলেন; এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে বসলেন ও সে মারা গেল। মূসা (আ) বললেন, এটা শয়তানের কাণ্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তিকারী। এভাবে তিনি এ হত্যাকাণ্ডে লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

(قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ) মূসা (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি, লোক হত্যা করে যুলুম করেছি; (نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ) সুতরাং আমাকে, আমার ত্রুটি ক্ষমা করুন। (فَغَفَرَ لَهٗ) তারপর তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন। (اِنَّهٗ) তিনি তো, তাওবাকারীর জন্য (هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ) ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ) তিনি আরো বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমার প্রতি, মা'রিফাত, তাওহীদ ও ক্ষমা প্রদানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন, (فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ) আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। সুতরাং আপনি আমাকে মুশরিক তথা ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের সাহায্যকারী করবেন না।

(١٨) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ○

(١٩) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ○

(٢٠) وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ○

১৮. অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সে নগরীতে তার প্রভাত হল। হঠাৎ সে শুনিতে পেল পূর্বদিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে তার সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে। মূসা তাকে বলল, 'তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।'

১৯. অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে ধরতে উদ্যত হল, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে মূসা! গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না!'

২০. নগরীর দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল ও বলল, 'হে মূসা! পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করবার পরামর্শ করছে। সুতরাং বাইরে চলে যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামী।'

তারপর একজন কিবতীকে হত্যা করার কারণে (فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ) ভীত সতর্ক অবস্থায় সে নগরীতে তার প্রভাত হল। ভয় করতে ছিলেন যে কখন তিনি ধরা পড়ে যান। (فَاِذَا الَّذِيْ اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ) হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন পূর্বদিন যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, আজও সে অন্য এক কিবতীর বিরুদ্ধে তার সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে। (قَالَ لَهٗ مُوْسٰى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ) মূসা (আ) তাকে বললেন, 'তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। আর তার সাহার্যের জন্য এগিয়ে গেলেন।

(فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا) তারপর মূসা (আ) যখন উভয়ের শত্রু কিবতীকে ধরতে উদ্যত হলেন তখন (قَالَ يٰمُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ) সে ব্যক্তি বলে উঠল, হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন এক কিবতী ব্যক্তিকে হত্যা করেছ সেভাবে আমাকেও কি, আজ হত্যা করতে চাও? (اِنْ تُرِيْدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ) তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী ও হত্যাকারী হতে চাচ্ছ, (وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ) সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজের নিষেধ করার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না।

(وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى) নগরীর নিম্ন দূরপ্রান্ত হতে, হিকীল নামক এক ব্যক্তি দ্রুত ছুটে আসল ও (قَالَ يٰمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْنَ) বলল, হে মূসা (আ)! নিহতের অভিভাবকগণ তথা পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করবার পরামর্শ করছে ও একমত হয়েছে। সুতরাং তুমি শহরের বাইরে চলে যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামীদের অন্তর্ভুক্ত।

(٢١) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(٢٢) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ

(٢٣) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

(٢٤) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

২১. ভীত সতর্ক অবস্থায় সে তথা হতে বের হয়ে পড়ল এবং বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা কর।'

২২. যখন মূসা মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করল তখন বলল, 'আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।'

২৩. যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছল, দেখল, একদল লোক তাদের জানোয়াগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন নারী তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছে। মূসা বলল, 'তোমাদের কী ব্যাপার?' তারা বলল, 'আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।'

২৪. মূসা তখন তাদের পক্ষে জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাল। তৎপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার কাঙ্গাল।'

(فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ) কখন তিনি ধরা পড়ে যান এ ভয়ে ভীত সতর্ক অবস্থায় তিনি সেখান থেকে বের হয়ে পড়লেন (قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) এবং বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে মিসরীয় যালিম সম্প্রদায় হতে রক্ষা করুন।

(وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ) যখন মূসা (আ) মাদ্‌ইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলেন, এবং রাস্তা ভুল করার আশংকা করলেন (قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ) তখন বললেন, 'আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে মাদইয়ানের দিকে সরল পথপ্রদর্শন করাবেন।

(وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ) যখন তিনি মাদ্‌ইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছলেন, দেখলেন, ৪০ জনের (أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ) একদল লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে (وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ) এবং তাদের পেছনে দু'জন নারী, নিজেদের দুর্বলতার জন্যে রাখালেরা সরে যাওয়া পর্যন্ত তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছে। (قَالَ مَا خَطْبُكُمَا) মূসা (আ) তাদেরকে বললেন, 'তোমাদের কী ব্যাপার? তোমরা তোমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছ না? (قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ) তারা বললেন, আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। (وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। আমরা ব্যতীত তাঁকে সাহায্য করার মত কোন লোক নেই।

(فَسَقٰى لَهُمَا) মূসা (আ) তখন তাদের পশুগুলোকে পানি পান করালেন। তারা দু'জন তাদের পিতার কাছে প্রত্যাগমন করলেন এবং মূসা (আ) সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করলেন। (ثُمَّ تَوَلّٰى) তারপর মূসা (আ) গাছের, কেউ কেউ বলেন, দেয়ালের, আবার কেউ কেউ বলেন, ঘরের (اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ) ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি, খাদ্য জাতীয় (خَيْرٍ فَقِيْرٌ) যে অনুগ্রহ নির্ধারণ করবেন আমি তার কাঙাল।

(٢٥) فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۫ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٢٦) قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ۝

(٢٧) قَالَ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۭ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

২৫. তখন নারীদ্বয়ের একজন শরম-জড়িত চরণে তার নিকট আসল এবং বলল, 'আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করছেন, আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাবার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য।' অতঃপর মূসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বলল, 'ভয় করিও না, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গিয়েছ।'

২৬. তাদের একজন বলল, 'হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।'

২৭. সে মূসাকে বলল, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই, এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।'

(فَجَآءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ) তখন নারীদ্বয়ের, মধ্যেকার সফূরা নামের কনিষ্ঠ শরম বিজড়িত চরণে, কুমারী নারী নিজ চেহারায় হাত রেখে চলার ন্যায় এ নারীটিও চেহারায় নিজ আস্তিন উঠিয়ে তাঁর নিকট আগমন করলেন (قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا) এবং বললেন, 'আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করছেন, আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাবার পারিশ্রমিক আপনাকে প্রদান করার জন্যে। (فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَاتَخَفْ) তারপর মূসা (আ) ইতোপূর্বে পরলোকগত শু'আয়ব (আ)-এর ভাইয়ের পুত্র ইয়াসরুন তরুণীর পিতার নিকট এসে ফিরআওনের নিকট হতে পলায়ন সহ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বললেন, ভয় করবে না, তুমি মিসরীয় (نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ) যালিম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গিয়েছে।

(قَالَتْ اِحْدٰهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ) তাদের একজন বললেন, হে পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন। কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে, ভারী বোঝা উত্তোলনে (اَلْقَوِىُّ) শক্তিশালী ও আমানত রক্ষায় (اَلْاَمِيْنُ) বিশ্বস্ত।

তিনি ইয়াসরুন (قَالَ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ) মূসা (আ)-কে বললেন, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। হে মূসা! (هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ) এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ (فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ) কর, সে তোমার ইচ্ছা (وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ) আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তুমি আমকে, প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে সদাচারী পাবে।

(২৮) قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ○

(২৯) فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ○

(৩০) فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৮. মূসা বলল, 'আমার ও আপনার মধ্যে এ চুক্তিই রইল। এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী।'

২৯. মূসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করবার পর সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিজনবর্গকে বলল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি সেথা হতে তোমাদের জন্য খবর আনতে অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।'

৩০. যখন মূসা আগুনের নিকট পৌঁছল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষের দিক হতে তাকে আহ্বান করে বলা হল, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, জগতসমূহের প্রতিপালক।'

(قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ) মূসা (আ) বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এ চুক্তিই রইল। এ দু'টি মি'আদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে প্রতিশ্রুতি ও তার প্রতিপালনের (وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ) বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী।

(فَلَمَّا) মূসা (আ) যখন তাঁর ১০ বছরের (قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖ) মি'আদ পূর্ণ করার পর সপরিবারে মিসর অভিমুখে যাত্রা করলেন (اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا) তখন তিনি তূর পর্বতের, রাস্তার বাম অপেক্ষা কর, দিকে আগুন দেখতে পান। (قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا) তিনি তাঁর পরিজনবর্গকে বললেন, তোমরা, এখানে অবতরণ কর (اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ) আমি আগুন দেখেছি সম্ভবত আমি সেখানে অর্থাৎ আগুনের নিকট হতে তোমাদের জন্য, রাস্তার খবর জানতে পারি। কেননা রাস্তা গুলিয়ে গিয়েছিল (اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ) অথবা এক খণ্ড জ্বলন্ত কাষ্টখণ্ড আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। তারা তীব্র ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়েছিল।

(٣١) وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ○

(٣٢) اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

(٣٣) قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ○

৩১. আরও বলা হল, 'তুমি তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর, যখন সে তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল তখন পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরে তাকাল না। তাকে বলা হল, 'হে মূসা! সম্মুখে আইস, ভয় করো না; তুমি তো নিরাপদ।

৩২. 'তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র-সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে। ভয় দূর করবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চেপে ধর। এ দু'টি তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ফির'আওন ও তার পারিষদবর্গের জন্য। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৩৩. মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশংকা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে।

(فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ) যখন মূসা (আ) আগুনের নিকট পৌঁছলেন তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পানি ও বৃক্ষ সমৃদ্ধ (فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ)। পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাঁকে আহ্বান করে বলা হল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, জগত সমূহের এবং জিন্ন ও মানবের প্রতিপালক।

আরো বলা হল, তুমি তোমার হাত হতে (وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ) তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর। তারপর যখন তিনি তা নিক্ষেপ করার পর মাঝারী ধরনের সর্পের ন্যায় মাথা উঁচু করে (فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا يّٰمُوْسٰى) ছুটাছুটি করতে দেখলেন তখন তিনি পলায়নরত পিছনের দিকে ছুটতে লাগলেন এবং এর দিকে ফিরে তাকালেন না। তাকে বলা হল, হে মূসা (وَلَمْ يُعَقِّبْ اَقْبِلْ)-এর সম্মুখে আস, এটাকে (وَلَا تَخَفْ) ভয় করো না তুমি তো এটার অনিষ্ট থেকে (اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ) নিরাপদ। তারপর মূসা (আ) এটাকে ধরলেন তখন তা পুনরায় পূর্বের ন্যায় যষ্টিতে পরিণত হল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, হে মূসা! (اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ) তোমার হাত তোমার বগলে রাখ। এটা বের হয়ে আসবে, সূর্যের আলোর ন্যায়) (بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ) শুভ্র সমুজ্জ্বল, শ্বেতরোগ ব্যতিরিকে নির্দোষ হয়ে। (وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ) ভয় দূর করার জন্যে তোমার হাত দু'টি নিজের দিকে চেপে ধর। এ দু'টি তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ফির'আওন ও তার পারিষদবর্গের জন্য। (اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ) তারা তো শিরকে লিপ্ত সত্য ত্যাগী সম্প্রদায়।

(قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ) মূসা (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশংকা করছি তারা, তার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে (اَنْ يَّقْتُلُوْنِ) আমাকে হত্যা করবে।

(٣٤) وَأَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْأً يُّصَدِّقُنِىْٓ ۖ إِنِّىْٓ أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۝
(٣٥) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ إِلَيْكُمَا ۚ بِأٰيٰتِنَآ ۚ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ۝
(٣٦) فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِأٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ أٰبَآئِنَا الْأَوَّلِيْنَ ۝
(٣٧) وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْٓ أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۖ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৩৪. 'আমার ভ্রাতা হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।'

৩৫. আল্লাহ্ বললেন, 'আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসরারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে।'

৩৬. মূসা যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসল, তারা বলল, 'এটা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে কখনও এরূপ কথা শুনিনি।'

৩৭. মূসা বলল, 'আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত, কে তাঁর নিকট হতে পথ-নির্দেশ এনেছে এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। যালিমরা কখনো সফলকাম হবে না।'

(وَأَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا) আমার ভ্রাতা হারূন আমার অপেক্ষা বাগ্মী, মূসা (আ)-এর জিহ্বায় ছিল জড়তা। (فَأَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْأً يُّصَدِّقُنِىْ) অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর। সে আমার কথা ব্যাখ্যা করবে, সে আমাকে সমর্থন করবে (إِنِّىْٓ أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُوْنِ) আমি আশংকা করি তারা নবুওয়াত সম্পর্কে আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

(قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ) আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমার ভ্রাতা হারূন দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব (وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا) এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। আর তোমাদের সাথে থাকবে সামনে ও পেছনে। তারা তোমাদের হত্যা করার জন্যে (فَلَا يَصِلُوْنَ إِلَيْكُمَا) তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা স্বীয় ঈমান ও (بِأٰيٰتِنَآ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ)। আমার নিদর্শন বলে তাদের অর্থাৎ ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের উপর প্রবল হবে।

(فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِأٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ) মূসা (আ) যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি, যথা যষ্টি ও সমুজ্জ্বল হাত নিয়ে আসল। (قَالُوْا) তারা বলল, হে মূসা! তুমি যা কিছু নিয়ে এসেছ (مَا هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى) এটা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র। তুমি এটা নিজে তৈরী করেছ। (وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ أٰبَآئِنَا الْأَوَّلِيْنَ) আমাদের পূর্ব পুরুষগণের কালে কখনও তুমি যা বলছ এরূপ কথা শুনিনি।

(وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْٓ أَعْلَمُ) মূসা (আ) বললেন, আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁর নিকট হতে রিসালাত, তাওহীদ ও (بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ) পথ নির্দেশ এনেছে (وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ) এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে ও জান্নাত অর্জিত হবে। (إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ) যালিমরা আল্লাহ্র আমার হাত পরিত্রাণ পাবে না ও সফলকাম হবে না।

(٣٨) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝

(٣٩) وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۝

(٤٠) فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝

(٤١) وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ۝

৩৮. ফির'আওন বলল, 'হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলে জানি না! হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রসাদ তৈয়ার কর; হয়ত আমি এতে উঠে মূসার ইলাহ্‌কে দেখতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী।'

৩৯. ফির'আওন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না।

৪০. অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম বেং তাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, যালিমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে।

৪১. তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম; তারা লোকদিগকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ) ফির'আওন বলল, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ রয়েছে বলে আমি জানি না। তাই তোমরা মূসার অনুসরণ করবে না। (فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى) হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রসাদ তৈরী কর; হয়ত আমি তার উপর উঠে মূসার ইলাহ্‌কে দেখতে পারব। কেননা সে মনে করে তার ইলাহ্ আকাশে এবং তাকে সে প্রেরণ করেছে। (وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ) তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী। কেননা আকাশে কোন ইলাহ্ নেই।

(وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) ফির'আওন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে, ঈমান হতে বিরত থেকে অহংকার করেছিল এবং (وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ) তারা মনে করেছিল যে, তারা আখিরাতে আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না।

(فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ) অতএব তার দু'টি কথা– 'আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপালক এবং 'আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই, এর কারণে আমি তাকেও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। (فَانْظُرْ) দেখ, ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের ন্যায় (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ) যালিমদের পরিণাম কী হয়ে থাকে।

(وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً) তাদেরকে আমি কাফির ও পথভ্রষ্টদের নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে কুফর, শিরক, দেব দেবীর পূজাও (يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ) জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। (وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ) কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না, এবং তারা আযাব থেকেও পরিত্রাণ পাবে না।

(٤٢) وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ○

(٤٣) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

(٤٤) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

(٤٥) وَلٰكِنَّاۤ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْۤ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ○

৪২. এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত।

৪৩. আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করবার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানবজাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৪৪. মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম, তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না।

৪৫. বস্তুত আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; অতঃপর তাদের পর বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করবার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী।

(وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً) এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে গিয়েছি অভিসম্পাত, এ দুনিয়ায় সমুদ্রের ডুবিয়ে তাদেরকে মেরেছিলাম (وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ) এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত। তারা হবে কালো চেহারা ও নীল চোখের অধিকারী।

(وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ) আমি তো মূসা (আ)-এ পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসা (আ)-কে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতীর তথা বনু ইসরাঈলের জন্য জ্ঞান বর্তিকা, বিপথ থেকে (وَهُدًى) পথ নির্দেশও যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য (وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ) দয়া স্বরূপ যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে ও ঈমান আনয়ন করে।

মূসা (আ)-কে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম ও ফির'আওনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম (وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ) তখন আপনি পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না।

(وَلٰكِنَّا) বস্তুত যুগের পর যুগে (اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) অনেক মানব গোষ্ঠীর আবির্ভাব আমি ঘটিয়েছিলাম, পরবর্তীদের কাছে পূর্ববর্তীদের কাহিনী বর্ণনা করেছিলাম যেমন আমি আপনার কাছে সকলের কাহিনী বর্ণনা করছি। তারপর তাদের বহুযুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাদেরকে ঈমান না আনার কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি? (وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْۤ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا) আপনি তো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন না তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করবার জন্যে। যেমন

আপনার সম্প্রদায়ের কাছে এবং প্রদত্ত কুরআনের আয়াতসমূহ আপনি আবৃত্তি করছেন। (وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ) আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। পূর্ববর্তীদের নিকট এবং আমিই বর্ণনা করেছি পূর্ববর্তীদের ঘটনাসমূহ পরবর্তীদের কাছে যেমন আমি আপনার কাছে পূর্ববর্তীদের কাহিনী বর্ণনা করছি।

(٤٦) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ○

(٤٧) وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ○

(٤٨) فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۟ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ○

৪৬. মূসাকে যখন আমি আহ্বান করেয়েছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে দয়াস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে;

৪৭. রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকার্যের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম এবং আমরা হতাম মু'মিন।'

৪৮. অতঃপর যখন আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য আসল, তারা বলতে লাগল, 'মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, তাকে সেরূপ দেয়া হল না কেন?' কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, 'দু'টিই জাদু, একে অপরকে সমর্থন করে।' এবং তারা বলেছিল, 'আমরা সকলকেই প্রত্যাখ্যান করি।'

(وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا) মূসা (আ)-কে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম কেউ কেউ বলেন, যখন আপনার উম্মাতদেরকে আহ্বান করেছিলাম তখন আপনি তূর পর্বত-পার্শ্বে যুবাইর পাহাড়ে উপস্থিত ছিলেন না, (وَلٰكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ) বস্তুত এটা আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে, জিব্‌রাঈল মারফত অবতীর্ণ কুরআন পূর্ববর্তীদের সংবাদসহ দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে, অর্থাৎ কুরাইশকে কুরআন সম্পর্কে সতর্ক করতে পারেন যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ) যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে; ও ঈমান আনয়ন করতে পারে।

(وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ) রাসূল প্রেরণ না করলে তাদের কৃত কর্মের জন্য কিয়ামত দিবস তাদের কোন বিপদ হলে (فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) তারা বলত, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? তাহলে আমরা তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম এবং আমরা হতাম মু'মিন। এজন্যেই আমি আপনাকে কুরআনসহ তাদের কাছে প্রেরণ করেছি যাতে আমার বিরুদ্ধে তাদের কোন অজুহাত না থাকে।

(فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ) তারপর যখন আমার কাছ হতে তাদের নিকট সত্য আসল অর্থাৎ কুরআনসহ মুহাম্মদ ﷺ আগমন করলেন, তারা বলতে লাগল, মূসা (আ)-কে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, যথা সমুজ্জ্বল হাত, যষ্টি, মান্না ও সালওয়া তাকে সেরূপ দেয়া হল না কেন? (أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ) কিন্তু পূর্বে মূসা (আ)-কে যা দেয়া হয়েছিল যথা তাওরাত তা কি তারা অস্বীকার করেনি? (قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ) তারা বলেছিল। কুরআন ও তাওরাত উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে; এবং তারা বলেছিল, আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি।

(٤٩) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
(٥٠) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝
(٥١) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝
(٥٢) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝

৪৯. বল, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যা পথনির্দেশে এতদুভয় হতে উৎকৃষ্টতর হবে; আমি সে কিতাব অনুসরন করব।'

৫০. অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তা হলে জানবে তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশরি অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।

৫১. আমি তো তাদের নিকট পরপর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছে; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৫২. এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে।

হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি (قُلْ) বলুন, কুরআন ও তাওরাত যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে একথায় তোমরা সত্যবাদী হলে (فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর যা পথ নির্দেশে এ দু'টো হতে উৎকৃষ্টতর হবে; আমি সে কিতাব অনুসরণ করব। এরূপ কিতাব আনয়ন করতে তারা অসমর্থ হল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ) তারপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে তারা তো কুফরী, শিরক ও দেবদেবীর পূজার মাধ্যমে (أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ) কেবল নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি কুফরী, শিরক ও দেব-দেবীর পূজার মাধ্যমে খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে, যথা আবূ জাহ্‌ল ও তার সাথী সংগীদের মত মুশরিকদেরকে পথ নির্দেশ করেন না।

(وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ) আমি তো তাদের নিকট, কুরআনের মাধ্যমে পর পর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে ও ঈমান আনয়ন করে।

(اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ) এটার অর্থাৎ কুরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব, তাওরাত দিয়েছিলাম (هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ) তারা এ কুরআনে বিশ্বাস করে। যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম এবং সিরিয়া ও ইয়ামান থেকে আগত তাঁর চল্লিশ জন সাথী।

(٥٣) وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ
(٥٤) اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○
(٥٥) وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ○
(٥٦) اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

৫৩. যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয় তখন তাা বলে, 'আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম;

৫৪. তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে ও আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে।

৫৫. তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তারা তা উপক্ষো করে চলে এবং বলে, 'আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি 'সালাম'। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।'

৫৬. তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদিগকে।

(وَاِذَا) যখন তাদের নিকট রাসূল ﷺ এর গুণ ও বৈশিষ্টাবলী না'ত ও সিফাত সম্বলিত (يُتْلٰى عَلَيْهِمْ) (قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا) কুরআন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এটাতে, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন সম্পর্কে ঈমান আনি, এটা আমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য। আমরা তো, কুরআন অবতীর্ণের (مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ) পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী এবং কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে স্বীকৃতি প্রদানকারী ছিলাম।

(اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ) তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। কারণ, তাদের কিতাবে বর্ণিত মুহম্মাদ ﷺ এর গুণসমূহ ব্যক্ত করায় ও ইসলাম গ্রহণ করায়, কাফিরা তাদেরকে যে কষ্ট দিয়েছিল তার প্রতি হয় (بِمَا صَبَرُوْا) তারা ধৈর্যশীল এবং তারা উত্তম কালিমা লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ্ দ্বারা শিরকের মত (وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ) মন্দের মুকাবিলা করে ও আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় ও সাদাকা করে।

(وَاِذَا) তারা যখন কাফিরদের অপবাদের ন্যায় (سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ) অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে (وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا) এবং বলে, 'আমাদের কাজের, যেমন দীন ইসলাম ও আল্লাহ্‌র ইবাদতের ফল আমাদের জন্য (وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ) এবং তোমাদের কাজের, যেমন কুফরী, শিরক ও

দেবদেবীর পূজা অর্চনার ফল তোমাদের জন্যে; (سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ) তোমাদের প্রতি 'সালাম', অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের হিদায়াত করুন। (لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ) আমরা অজ্ঞদের সংগ চাই না, তথা মুশরিকদের ধর্ম চাই না।

হে মুহাম্মদ! (اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ) আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, যেমন আবূ তালিব (وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ) তবে আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছে সৎপথে আনয়ন করেন, যেমন আবূ বকর সিদ্দীক (র), উমর (রা) ও তাঁদের সাথীগণ (وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ) এবং সৎপথ অনুসারীদেরকে তিনিই ভাল জানেন।

(٥٧) وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ۚ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٥٨) وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۢ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۗ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۝

(٥٩) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ

৫৭. তারা বলে, 'আমরা যদি তোমার সাথে সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ হতে উৎখাত করা হবে।' আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখান সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া রিযক স্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।

৫৮. কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের দম্ভ করত! এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ী; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করছে। আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী!

৫৯. তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না তার কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করবার জন্য রাসূল প্রেরণ না করে এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন এর বাসিন্দারা যুলুম করে।

তারা হারিস ইব্‌ন আম্‌র আন নাওফিলী ও তার সংগীগণ (وَقَالُوْا) বলে, হে মুহাম্মদ! (اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا) আমরা যদি তোমার সাথে সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ অর্থাৎ মক্কা হতে উৎখাত করা হবে। (اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا) আমি কি তাদেরকে যাবতীয় হামলা থেকে মুক্ত এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করি নাই, যেখানে সব ধরনের ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযক স্বরূপ? তাহলে তারা মু'মিন হলে কাফিররা কেমন করে তাদের উপর বিজয়ী হবে? (وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না, তাই তারা ঈমান আনে না।

(وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا) কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করত, (فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا) এগুলিই তো

তাদের ঘর বাড়ী; তাদের ধ্বংসের পর এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে, মুসাফির যেগুলোতে বাসা করে এগুলো ছাড়া বাকী সবগুলো ধ্বংসাবশেষ। আর তারা যেগুলোর মালিক এবং ধ্বংসের পর তারা যেগুলো ছেড়ে গেছে এসবের (وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ) আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

জনপদসমূহের কেন্দ্রে অর্থাৎ মক্কায়, কেউ কেউ বলেন, বড় বড় কেন্দ্রসমূহে (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلاً يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا) তাঁর আয়াত আবৃত্তি করার জন্যে রাসূল প্রেরণ না করে আপনার প্রতিপালক কোন জনপদকে ধ্বংস করেন না (وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰٓى اِلاَّ وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ) এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন এগুলোর বাসিন্দারা যুলুম ও শিরক করে।

(٦٠) وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

(٦١) اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝

(٦٢) وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

৬০. তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যা আল্লাহ্র নিকট আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

৬১. যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়াছি, যাকে পরে কিয়ামতের দিন হাযির করা হবে?

৬২. এবং সে দিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে, তারা কোথায়?'

হে কুরাইশ সম্প্রদায় (وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ) তোমাদেরকে যা কিছু ধনবল ও জনবল দেয়া হয়েছে, (فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا) তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ বাসন-কোসন, গ্লাস ও ক্ষণস্থায়ী শোভা এবং যা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জন্যে জান্নাতে (وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ) আল্লাহ্র নিকট আছে তা উত্তম এবং দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার চেয়ে অধিক স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? তোমাদের কি মানবীয় বোধশক্তি নেই যে তোমরা বুঝতে পার যে, দুনিয়া স্বল্পস্থায়ী এবং আখিরাত চিরস্থায়ী।

(اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا) যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের, জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তিনি হলেন মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ। কেউ কেউ বলেন হযরত উসমান (রা) (فَهُوَ) যা সে, আখিরাতে (لَاقِيْهِ) পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ (كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) সম্ভার দিয়েছি, সে হল আবূ জাহ্ল (ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ) যাকে পরে কিয়ামতের দিন, জাহান্নামে শাস্তি দেয়ার জন্যে হাযির করা হবে?

(وَيَوْمَ) এবং সেদিন, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম ও তার সাথীদেরকে (يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ) আহ্বান করে বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে এবং বলতে তারা আমার শরীক তারা কোথায়?

(٦٣) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ○

(٦٤) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ○

(٦٥) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ○

(٦٦) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ○

(٦٧) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ○

৬৩. যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম; এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বি ভ্রান্ত হয়েছিলাম; আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি। এরা তো আমাদের ইবাদত করত না।'

৬৪. তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের দেবতাগুলোকে আহ্বান কর।' তখন এরা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা এদের ডাকে সাড়া দিবে না। এরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়! এরা যদি সৎপথে অনুসরণ করত।

৬৫. আর সেই দিন আল্লাহ্ এদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?'

৬৬. সেই দিন সকল তথ্য তাদের নিকট হতে বিলুপ্ত হবে এবং এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছিল এবং ঈমান এনছিল ও সৎকর্ম করেছিল, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ) যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে, তারা সর্দার এবং (الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا)। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ নীচদেরকেই আমরা বিভ্রান্ত করে ছিলাম; এদেরকে, হক ও হিদায়াত থেকে (اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ) বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা হক ও হিদায়াত থেকে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম; আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি। এরা আমাদের আদেশে (مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ) আমাদের ইবাদত করতই না।

(وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ) তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের দেবদেবীগুলোকে আহ্বান কর, যারা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করবে। (فَدَعَوْهُمْ) তখন এরা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের উপর আরোপিত দাবী দূরীভূত করার লক্ষ্যে (فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ) এদের ডাকে সাড়া দিবে না। এরা অর্থাৎ নেতারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়! এরা যদি দুনিয়ায় (لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ) সৎপথ অনুসরণ করত। তাহলে তারা আল্লাহ্‌র আযাব প্রতিহত করতে পারত।

(وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ) এবং সেইদিন আল্লাহ্ এদেরকে ডেকে বলবেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যখন তোমাদেরকে ডেকে ছিলেন তখন (مَا ذَاۤ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ) তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?

(فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاۤءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاۤءَلُوْنَ) সেদিন সকল তথ্য তাদের নিকট হতে বিলুপ্ত হবে এবং এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না।

(فَاَمَّا مَنْ) তবে যে ব্যক্তি, কুফর হতে (تَابَ) তাওবা করেছিল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি (وَاٰمَنَ) ঈমান এনেছিল ও একনিষ্ঠভাবে (وَعَمِلَ صَالِحًا) সৎকর্ম করেছিল সে তো, আল্লাহ্‌র আযাব ও অসন্তুষ্টি হতে পরিত্রাণ লাভ ও (فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ) সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(٦٨) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○
(٦٩) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○
(٧٠) وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○
(٧١) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ۗ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○

৬৮. তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোন হাত নেই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে!
৬৯. আর তোমার প্রতিপালক জানেন এদের অন্তর যা গোপন করে এবং এরা যা ব্যক্ত করে।
৭০. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; বিধান তাঁরই; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।
৭১. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদেরকে আলোক এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?'

(وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ) তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং, স্বীয় মাখলূক হতে নবুওয়াতের জন্যে যাকে ইচ্ছে মনোনীত করেন, অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-কে (مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) এটাতে তাদের অর্থাৎ মক্কাবাসীদের কোন হাত নেই। (سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ) আল্লাহ্ পবিত্র মহান এবং তারা যাকে অর্থাৎ দেব-দেবীকে শরীক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে।

(وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ) আর তোমার প্রতিপালক জানেন এদের অন্তর যেসব হিংসা ও শত্রুতা গোপন করে এবং এরা যা পাপ ব্যক্ত করে।

(وَهُوَ اللّٰهُ) তিনিই আল্লাহ্, যাঁর কোন সন্তান ও অংশীদার নেই। (لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আকাশ ও পৃথিবীবাসীদের প্রশংসা তাঁরই জন্যে। (لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ) দুনিয়া ও আখিরাতে দুনিয়া ও আখিরাত বাসীদের সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; (وَلَهُ الْحُكْمُ) বিধান তাঁরই; মৃত্যুর পর (وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

হে মুহাম্মদ ﷺ! মক্কাবাসীদেরকে আপনি (قُلْ) বলুন, হে কাফিররা! (اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ) (الَّيْلَ) তোমরা ভেবে দেখেছ কি– আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে, অন্ধকাররূপে (سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ) কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন– (غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ) আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ রয়েছে, যে তোমাদের জন্যে আরেকটি দিন এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা, এমন সত্তার কথায় (اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ) কর্ণপাত করবে না? যিনি রাত ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন।

(৭২) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

(৭৩) وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(৭৪) وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

(৭৫) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

৭২. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাবে যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?'

৭৩. তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রজনী ও দিবস, যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭৪. সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়?

৭৫. প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী বের করে আনব এবং বলব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন তারা জানতে পারবে, ইলাহ্ হবার অধিকার আল্লাহ্‌রই এবং তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।

হে মুহাম্মদ ﷺ! মক্কাবাসীদেরকে আপনি, (قُلْ) বলুন, হে কাফিররা! (اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ) তোমরা ভেবে দেখেছ কি আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, যেখানে কোন রাত থাকবে না (مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ) আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ রয়েছে যে তোমাদের জন্যে রাত্রির আবির্ভাব ঘটাতে পারে যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না? এবং এমন সত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না যিনি রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন।

(وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ) তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্যে করেছিলেন রজনী ও দিবস যেন রাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং দিনে বিদ্যা শিক্ষা ও ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহের সন্ধান করতে পার ও (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

সেই কিয়ামতের দিন (وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ) তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন, তোমরা যাদেরকে, দুনিয়ায় আমার শরীক গণ্য করতে (الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ) তারা আজ কোথায়?

(وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا) প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী বের করে আনব, তিনি হবেন তাদের নবী যিনি দুনিয়ায় তাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি তাদের বিরুদ্ধে রিসালাত পৌঁছানোর সাক্ষ্য দেবেন (فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ) এবং আমি বলব, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, যার ভিত্তিতে তোমরা রাসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিলে। (فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ) তখন তারা জানতে পারবে

(وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا) ইলাহ্ হবার অধিকার আল্লাহ্রই; আল্লাহ্র ইবাদত ও আল্লাহ্র দীনী সঠিক ও সত্য। (يَفْتَرُوْنَ) এবং তারা যা, মিথ্যার উপাসনা উদ্ভাবন করত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।

(٧٦) إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْٓأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ○

(٧٧) وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَآ أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৭৬. কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'দম্ভ করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে পসন্দ করেন না।'

৭৭. 'আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তদ্দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।'

(إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى) কারূন ছিল মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত। মূসা (আ)-এর চাচাতো ভাই (فَبَغٰى عَلَيْهِمْ) কিন্তু সে মূসা (আ), হারূন (আ) এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। সে বলেছিল মূসা (আ)-এর জন্যে রয়েছে রিসালাত এবং হারূন (আ)-এর জন্য রয়েছে ইমামত, কিন্তু আমার জন্যে কিছুই নেই। এতে আমি রাযী নই। তাই সে মূসা (আ)-এর নবুওয়াতকে অমান্য ও অস্বীকার করল। (وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْٓأُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِى) আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা, চল্লিশজনের একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর মূসা (আ) (قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ) তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, সম্পদ নিয়ে দম্ভ করো না ও শিরক করো না, (إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ) আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে পসন্দ করেন না।

(وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ) আল্লাহ্ যা সম্পদ তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস, জান্নাত অনুসন্ধান কর। (وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলবে না, অর্থাৎ বৈধভাবে সম্পদ অর্জন কর ও ব্যয় কর এবং আখিরাতের জন্যে পুণ্য সঞ্চয় কর। অথবা এটার অর্থ হল দুনিয়ার অংশের কারণে আখিরাতের অংশকে ভুলবে না। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হল আখিরাতের জন্য ব্যয় করে করে দুনিয়ার অংশকে হ্রাস করবে না। (وَأَحْسِنْ) পরোপকার কর ও ফকীর মিসকীনদের প্রতি অনুগ্রহ কর (كَمَآ أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ) যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ও সম্পদ দান করেছেন। (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ) এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না, পাপের কাজ ও মূসা (আ)-এর আদেশ অমান্য করো না। (إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ) আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভাল বাসেন না।

(٧٨) قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۝

(٧٩) فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

(٨٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ ۝

৭৮. সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছে।' সে কি জানত না আল্লাহ্ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে যারা তা অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল অধিক? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।

৭৯. কারূন তার সম্প্রদায়রে সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, 'আহা, কারূনকে যেরূপ দেয়া হয়েছে আমদেরকেও যদি তা দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান।'

৮০. এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পাবে না।'

(قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ) সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি, আল্লাহ্ জানেন যে আমি এ সম্পদের যোগ্য। কথিত আছে যে, সে রাসায়নিকভাবে সোনা তৈরী করত। (اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمِيْعًا) সেকি জানত না আল্লাহ্ তার পূর্বে ধ্বংস করেছিলেন বহুমানব গোষ্ঠীকে যারা তা অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, জনবল ও সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? (وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ) অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে, জানার জন্যে প্রশ্ন করা হবে না, প্রত্যেকটি অপরাধী মুশরিককে তার চেহারা দ্বারা চেনা যাবে।

(فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ) কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে, তার সাথে ছিল তার ঘোড়া, খচ্চর, দাস, দাসী, সোনা ও রূপার অলংকার, কাপড় চোপড় ও বিভিন্ন যুদ্ধ সরঞ্জাম। (قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ) যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলর, আহা, কারূনকে যেরূপ সম্পদ দেয়া হয়েছে আমাদের যদি এরূপ সম্পদ দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান।

(وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ) এবং যাদেরকে পরহেযগারী ও তাওয়াক্কুলের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা, পার্থিব জীবন কামনাকারীদেরকে বলল, (وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ) ধিক তোমাদের, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দুনিয়াকে সংকীর্ণ করে দিন। যারা মূসা (আ) ও আল্লাহ্‌র প্রতি (لِّمَنْ اٰمَنَ) ঈমান আনে ও একনিষ্ঠভাবে (وَعَمِلَ صَالِحًا) সৎকর্ম করে তাদের জন্যে, জান্নাতে আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্‌র হুকুম প্রতিপালনে যাবতীয় বাধা বিপত্তি অতিক্রমে (وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ) ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পারে না। কেউ কেউ বলেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার ন্যায় নিয়ামতের তাওফীক দেয়া হয় শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র হুকুম প্রতিপালনে আগত প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্যশীলদেরকেই।

(٨١) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ○
(٨٢) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ○
(٨٣) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○
(٨٤) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

৮১. অতঃপর আমি কারূনকে তার প্রসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

৮২. পূর্ব দিন যারা তার মত হবার কামনা করেছিল, তারা বলতে লাগল, 'দেখলে তো, আল্লাহ্ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো! কাফিররা সফলকাম হয় না।'

৮৩. এটা আখিরাতের সে আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।

৮৪. যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে উপস্থিত হয় তার জন্য রয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম ফল, আর যে মন্দকর্ম নিয়ে উপস্থিত হয় তবে যারা মন্দকর্ম করে তাদেরকে তারা যা করেছে তারই শাস্তি দেয়া হবে।

(فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ) তারপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। (فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ) তার স্বপক্ষে এমন কোন দল বা সেনাবাহিনী ছিল না যে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

(وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ) পূর্বদিন যারা তার সম্মান, মর্যাদা ও সম্পদের সমতুল্য হবার কামনা করেছিল তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল দেখলে তো, কারূন তার সম্পদ বলে যে দাবী কচ্ছে ব্যাপারটি কিন্তু এরূপ নয়। বরং (لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا) আল্লাহ্ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা, তার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন, যেমন কারূনের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। (وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) দেখলে তো! কাফিররা সফলকাম হয় না ও নাজাত অর্জন করতে পারে না।

(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ) এটা আখিরাতের সেই আবাস, জান্নাত (نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ) যা আমি নির্ধারিত করি ও দান করি (لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا) তাদের জন্যে যারা এ পৃথিবীতে সম্পদের কারণে

ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও পাপ, ছবি অংকন ও অন্যান্য অংকনের মাধ্যমে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ) শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যে ও যারা কুফরী, শিরক ও ঔদ্ধত্যের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বিরত থাকে।

(مَنْ) যে কেউ একনিষ্ঠ পবিত্র কালিমার আলোকে (جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا) সৎকর্ম করে সে তার কর্ম অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে, আর যে আল্লাহ্‌র শিরক সহ (وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلاَّ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) মন্দকর্ম করে সে তো শাস্তি পাবে কেবল তার কর্মের অনুপাতে।

(৮৫) اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

(৮৬) وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

(৮৭) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(৮৮) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৮৫. যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন জন্মভূমিতে। বল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।'

৮৬. তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও কাফিরদের সহায় হয়ো না।

৮৭. তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলো হতে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৮৮. তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য এলাহ্‌কে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

(اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ) যিনি তোমার জন্যে কুরআনকে করেছেন বিধান, তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে, অর্থাৎ মক্কায় অথবা জান্নাতে। হে নবী! আপনি (قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى) বলুন, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে, তাওহীদ ও কুরআন সহ সৎ পথের নির্দেশ এনেছে (وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) এবং কে স্পষ্ট কুফরী ও বিভ্রান্তিতে আছে।

(وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ) আপনি আশা করেন নি যে আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে, এবং আপনি নবী হবেন। (اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ) এটা তো কেবল আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যে তিনি জিব্‌রাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেছেন ও আপনাকে নবী করেছেন। (فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ) সুতরাং আপনি কখনও কুফরীর সহায়তা করে কাফিরদের সহায় হবেন না।

(وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ) আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াত, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেন আপনাকে কিছুতেই সেগুলি হতে বিমুখ করতে না পারে। (وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ) আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন এবং কিছুতেই মুশরিকদের, দীনের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ) আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকবেন না, (لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা এর সন্তুষ্টি (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَه) ব্যতীত সমস্ত কিছু আমলই ধ্বংসশীল, (لَهُ الْحُكْمُ) বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট মৃত্যুর পর (وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে ও তোমাদেরকে কর্মের প্রতিফল দান করা হবে।

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ

সূরা আনকাবূত

এ সূরাটি সম্পূর্ণ মক্কী, আয়াত সংখ্যা ৭৭ শব্দ সংখ্যা ৭৮০
এবং মোট অক্ষর সংখ্যা ৪১৪৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়,পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

পূর্বোক্ত সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

(١) الٓمّٓ ۝

(٢) اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

(٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝

১. আলিফ-লাম-মীম;

২. মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে?

৩. আমি তো এদের পূববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী।

(الـم) আলিফ-লাম-মীম। তিনি বলেন, এটার অর্থ হল ঃ আমি আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। কেউ কেউ বলেন, এটা একটি শপথ বাক্য। ওয়ালাকাদ ফাতান্না শব্দমালা দ্বারা শপথের জন্যে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

(اَحَسِبَ النَّاسُ) মানুষ মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীরা কি মনে করে যে, আমরা, মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআনের প্রতি (اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ) ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদেরকে, প্রবৃত্তির দাসত্ব বিদ্'আত ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা না করে মুহাম্মদ ﷺ -এর পরে অব্যাহতি দেয়া হবে?

(وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ) আমি তো তাদের অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের (مِنْ قَبْلِهِمْ) পূববর্তীদেরকেও প্রবৃত্তির দাসত্ব বিদ্'আত ও অবৈধ কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলাম; (فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ) আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা প্রবৃত্তির দাসত্ব, বিদ্'আত ও অবৈধ কাজের বর্জনে (الَّذِيْنَ)

(صَدَقُوْا) সত্যবাদী (وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ) ও কারা মিথ্যাবাদী। তারপর আবূ জাহল ইব্‌ন হিশাম, আল ওয়ালীদ ইব্‌ন আল-মুগীরাহ, রাবীয়াহ-এর দু'পুত্র উতবা ও শায়বা সম্বন্ধে অত্র আয়াত নাযিল হয়। যারা আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাচা হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ও উবায়দা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর সাথে বদরের দিন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং একে অন্যের উপর গর্ব করছিল।

(٤) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝
(٥) مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝
(٦) وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝
(٧) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৪. তবে কি যারা মন্দকর্ম করে তারা মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

৫. যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত কামনা করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬. যে কেউ সাধনা করে, সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে; আল্লাহ্ তো বিশ্বজগত হতে অমুখাপেক্ষী।

৭. এবং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাদের হতে তাদের মন্দকর্মগুলো মিটিয়ে দিব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দিব, তারা যে উত্তম কর্ম করত তার।

(اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا) যারা মন্দ কার্য করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চরে যাবে?' ও তাদের কোন শাস্তি হবে না। (سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ) তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! অর্থাৎ তাদের অভিমত ও ধ্যান ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়।

(مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ) যে আল্লাহ্‌র সাথে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও সাক্ষাৎকার কামনা করে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সময় (لَاٰتٍ) আসবেই। তিনি বদরের দিনে সংঘটিত উভয় পক্ষের কথা শুনেছিলেন। কেননা (وَهُوَ السَّمِيْعُ) তিনি সর্বশ্রোতা, তিনি তাদের উপর আপতীত সবকিছু জানেন। কেননা তিনি যে (الْعَلِيْمُ) সর্বজ্ঞ।

(وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ) যে কেউ বদরে দিন আল্লাহ্‌র পথে সাধনা করে সে তো নিজের জন্যেই সাধনা করে ও পুণ্য অর্জন করে। (اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ) আল্লাহ্ তো বিশ্বজগত-এর জিহাদ হতে অমুখাপেক্ষী।

(وَالَّذِيْنَ) এবং যারা, অর্থাৎ আলী (রা) ও তাঁর দু'সঙ্গী (اٰمَنُوْا) ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের অনুমোদিত (وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ) সৎকর্ম করে; আমি নিশ্চয়ই তাদের, ছোট ছোট মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদের জিহাদের ন্যায় (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) কর্মের উত্তম ফল দান করবই।

(٨) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

(٩) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ○

(١٠) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ○

৮. আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে মানিও না। আমরাই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তোমরা কী করতেছিলে।

৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব।

১০. মানুষের মধ্যে কতক বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন তারা নিগৃহীত হয়,তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন সাহায্য আসলে তারা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম।' বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন?'

(بِوَالِدَيْهِ) আমি মানুষকে সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে নির্দেশ দিয়েছি (وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ) তার পিতামাতার অর্থাৎ মালিক ও হুসেনা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ানের (حُسْنًا) প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; তবে তারা যদি আদেশ দেয় ও (وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِه) তোমার উপর বলপ্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন বস্তুকে শরীক করতে পার, অংশীদার হওয়া (مَا لَكَ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا) সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাদেরকে, অর্থাৎ মুশরিক পিতামাতাকে মান্য করো না। আমারই নিকট তোমাদের অর্থাৎ তোমারও তোমার পিতামাতার (مَرْجِعُكُمْ) (اِلَيَّ) প্রত্যাবর্তন। (فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ) তারপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা, ভালমন্দ ও ঈমান, কুফরী কী করছিলে।

(اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى) (وَالَّذِيْنَ) যারা, কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি (الصّٰلِحِيْنَ)। ঈমান আনে ও সর্বদা সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের, যেমন জান্নাতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উমর ফারূক (রা) উসমান যুননুরাইন (রা), আলী আল-আমীন (রা)-এর দলে অন্তর্ভুক্ত করব।

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ) মানুষের মধ্যে কতক বলে, যেমন আইয়াস ইব্‌ন আবূ রাবীসহ আল মাখযূমী (اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ) আমরা আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস করি; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা মানব গোষ্ঠীর দ্বারা নিগৃহীত হয় তখন তারা বেত্রাঘাতের মাধ্যমে (جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ) মানুষের পীড়নকে (كَعَذَابِ اللّٰهِ) আল্লাহ্‌র জাহান্নামের শাস্তির মত গণ্য করে ও আল্লাহ্ দীন প্রত্যাখ্যান করে (وَلَئِنْ جَاۤءَ) (لَيَقُوْلُنَّ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ) এবং আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন সাহায্য আসলে যেমন মক্কা বিজয় (اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ) তারা বলতে থাকে আমরা তো তোমাদের সংগেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে ভালমন্দ ও

ঈমান কুফরী যা আছে (اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ) আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন? তারপর আইয়াস ও তার সংগীরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের উত্তম অনুসারী হন।

(١١) وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝

(١٢) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

(١٣) وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ؗ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

(١٤) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

(١٥) فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

১১. আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক।

১২. কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর তা হলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব।' কিন্তু তারা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১৩. তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা; আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

১৪. আমি তো নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম হাজার বছর। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে; কারণ তারা ছিল সীমালংঘনকারী।

১৫. অতঃপর আমি তাকে এবং যারা তরণীতে আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন।

(وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ) আল্লাহ্ বদরের দিন অবশ্যই প্রকাশ ও পৃথক করে দিবেন কারা গোপনে ও প্রকাশ্যে (اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ) ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ ও পৃথক করে দিবেন (الْمُنٰفِقِيْنَ) কারা মুনাফিক।

(وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) মক্কার কাফিররা যেমন আবূ জাহ্‌ল ও তার সংগীরা মু'মিনদের যেমন আলী (রা) সালমান (রা) ও তাঁদের সংগীগণকে বলে দেবদেবীর পূজার মাধ্যমে (اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا) আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা কিয়ামতের দিন (وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَیْءٍ) তোমাদের পাপ ভার বহন করব। কিন্তু তারা তো তাদের পাপ ভার কিছুই কিয়ামতের দিন বহন করবে না। (اِنَّهُمْ) তারা অবশ্যই, তাদের কথায় (لَكٰذِبُوْنَ) মিথ্যাবাদী।

কিয়ামতের দিন (وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ) তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা; যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। (وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ) এবং তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

(وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا) আমি তো নূহ্ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন সাড়ে নয়শ বছর। কিন্তু তিনি তাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করতেন কিন্তু তারা তার ডাকে সাড়া দেয় নাই। (فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ) তারপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে; কারণ তারা ছিল সীমালংঘনকারী। (فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ) তারপর আমি তাঁকে এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করে নৌকায় আরোহন করেছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্বজগতের জন্যে এটাকে করলাম একটি নিদর্শন।

(١٦) وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○
(١٧) اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۭ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○
(١٨) وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ۭ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

১৬. স্মরণ কর, ইব্‌রাহীমের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর; তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয় যদি তোমরা জানতে!

১৭. 'তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত কেবল মূর্তিপূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

১৮. 'তোমরা যদি অস্বীকার কর তবে তো তোমাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যাবাদী বলেছিল। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করে দেয়া ব্যতীত রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।

(وَاِبْرَاهِيْمَ) স্মরণ করুন, ইব্‌রাহীম (আ)-এর কথা, তাকে আমি আমি তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ) তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, কুফরী, শিরক ও দেবদেবীর পূজা থেকে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুগত হও ও (وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) তাঁকে ভয় কর। তোমাদের জন্য এটাই অর্থাৎ তাওহীদ ও তাওবাই শ্রেয় যদি তোমরা জানতে! কিন্তু তোমরা জান না এবং বিশ্বাস কর না।

(اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا) তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত কেবল দেবদেবী ও পাথরের পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করতেছ; যার ইবাদত কর তাকে নিজ হাতে তৈরী করছ। (اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। তারা তোমাদের জীবনোপকরণ দিতে পারে না। (فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ) সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি, তাওহীদের মাধ্যমে (وَاشْكُرُوْا لَهٗ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট, মৃত্যুর পর (اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ) প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কাজের বিনিময় প্রদান করবেন।

হে কুরাইশ সম্প্রদায়! রিসালাত অস্বীকার করার জন্যে (وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ) তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে জেনে রেখ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজনও নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে ছিল। আল্লাহ্ বলেন, তাই আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। তাদের জ্ঞাত ভাষায় সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ হতে প্রাপ্ত রিসালাতকে (وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ) প্রচার করে দেয়া ব্যতীত রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।

(١٩) اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ، اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝
(٢٠) قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ، اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝
(٢١) يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ، وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ۝
(٢٢) وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ، وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন? এটা তো আল্লাহ্র জন্য সহজ।
২০. বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? অতঃপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।
২২. তোমরা আল্লাহ্কে ব্যর্থ করতে পারবে না পৃথিবীতে, আর না আকাশে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

(اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ) তারা কি, কিতাবে বর্ণিত তথ্যাদি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে, প্রথমত বীর্য দ্বারা অস্তিত্ব দান করেন, (ثُمَّ يُعِيْدُهٗ) তারপর ঐটাকে পুনরায় কিয়ামতের দিন সৃষ্টি করবেন? (ذٰلِكَ) এটা তো, অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টি ও পুনরায় সৃষ্টি (عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ) আল্লাহ্র জন্যে সহজ।

হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনি (قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ) বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি বীর্য থেকে (بَدَاَ الْخَلْقَ) সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন-এরপর মৃত্যু ঘটিয়েছেন। (ثُمَّ اللّٰهُ) তারপর আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন (يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ) সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। (اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ) আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে, যেমন প্রথম সৃষ্টি, পুনরুত্থান, মৃত, জীবন ইত্যাদিতে (قَدِيْرٌ) সর্বশক্তিমান।

(يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ) তিনি যাকে ইচ্ছা, কুফরীতে মৃত্যু দেন ও শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছে, ঈমানের অবস্থায় মৃত্যু দেন ও (وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ) অনুগহ করেন। তোমরা তাঁরই নিকট, মৃত্যুর পর (وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ) প্রত্যাবর্তিত হবে, তারপর তিনি তোমাদের কাজের প্রতিদান দিবেন।

হে মক্কাবাসীরা! (وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ) তোমরা আল্লাহ্কে ব্যর্থ করতে পারবে না। পৃথিবীতে অথবা আকাশে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন

অভিভাবক নেই, যে তোমাদের উপকার সাধন করবে। (مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ) এবং সাহায্যকারীও নেই। যে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ আযাব থেকে রক্ষা করবে।

(٢٣) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

(٢٤) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

(٢٥) وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

(٢٦) فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

২৩. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়। আর তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

২৪. উত্তরে ইব্‌রাহীমের সম্প্রদায় শুধু এ বলল, 'একে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর।' কিন্তু আল্লাহ্‌ তাকে অগ্নি হতে রক্ষা করলেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

২৫. ইব্‌রাহীম বলল, 'তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।'

২৬. লূত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। ইব্‌রাহীম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। তিনি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'

(وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖ) যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন, মুহাম্মদ এবং আল-কুরআন ও তার সাক্ষাতকে ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারাই, ইয়াহূদী খৃষ্টান (اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ) তারাই আমার অনুগ্রহ জান্নাত হতে নিরাশ হয়। (وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ) উত্তরে ইব্‌রাহীম (আ) এর সম্প্রদায় শুধু এ বলল, একে অর্থাৎ ইব্‌রাহীম (আ)-কে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁকে অগ্নি হতে রক্ষা করলেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, মুহাম্মদ ও আল-কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী সম্প্রদায়ের জন্যে।

ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে (وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا) বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে দেবদেবী ও পাথরগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, (مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে; পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের উপাস্য ও উপসনাকারীদের (وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ) আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী ও আল্লাহ্‌র আযাব প্রতিরোধকারী থাকবে না।

(فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ) লূত (আ) তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন, ও বললেন, 'হে ইব্‌রাহীম (আ) আপনি সত্য বলেছেন। (وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ) ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি, তাই তিনি ইরান থেকে ফিলিস্তীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। (اِنَّهٗ هُوَ) তিনি তো, তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের (الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনি দীনের হিফাযত ও প্রসারের জন্যে এক শহর হতে অন্য শহরে হিজরতেরও আদেশ ও অনুমতি দেন।

(٢٧) وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(٢٨) وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٢٩) اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

২৭. আমি ইব্‌রাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবূওয়াত ও কিতাব এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম; আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবে।

২৮. স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করতেছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।

২৯. 'তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাক।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এ বলল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর–যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

(وَ وَهَبْنَا لَهٗ) আমি ইব্‌রাহীম (আ)-কে দান করলাম, পুত্র (اسْحٰقَ) ইসহাক (আ) ও পৌত্র (وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ) ইয়াকূব (আ) এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবূওয়াত ও কিতাব। আল্লাহ্ বলেন, তাঁর বংশধরকে আমি নবুওয়াত, কিতাব ও সৎ সন্তান প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেছি তাদের মধ্যে রয়েছে আম্বিয়া ও গ্রন্থরাজি। (وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ) এবং আমি তাকে দুনিয়ায় নবূওয়াত, প্রশংসা ও সুসন্তান দানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করেছিলাম; আখিরাতেও তিনি নিশ্চয়ই, জান্নাতে প্রেরিত নিজের পূর্ব পুরুষ সৎকর্মপরায়ণ নবীগণের সঙ্গে থাকবেন।

(وَلُوْطًا) স্মরণ করুন লূত (আ)-এর কথা, তাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম (اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ) তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা তো সমকামিতার ন্যায় (الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ) এমন অশ্লীল কর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করে নাই।

(اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ) তোমরাই তো পুরুষে উদগত হচ্ছ, তোমরাই তো বংশ বিস্তার রোধ করছ। আবার কেউ কেউ বলেন তোমরাই রাহজানি করে থাক (وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمْ

(الْمُنْكَرَ)। এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাক। তারা দশটি অপকর্ম মজলিশে সম্পন্ন করত যেমন বন্দুকের সাহায্যে গুলি ছোড়া বা কঙ্কর নিক্ষেপ করা, গালি গালাজ ইত্যাদি। (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় শুধু এ বলল, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর যদি তুমি সত্যবাদী হও, এ কথায় যে, আমরা ঈমান না আনলে আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আসবে।

(৩০) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

(৩১) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ

(৩২) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

(৩৩) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

৩০. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।'

৩১. যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ সুসংবাদসহ ইব্‌রাহীমের নিকট আসল, তারা বলেছিল, 'আমরা এ জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করব, এর অধিবাসীরা তো যালিম।'

৩২. ইব্‌রাহীম বলল, 'এ জনপদে তো লূত রয়েছে।' তারা বলল, 'সেথায় কারা আছে, তা আমরা ভাল জানি, আমরা তো লূতকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই, তার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

৩৩. এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ লূতের নিট অসল, তখন তাদের জন্য সে বিষণ্ন হয়ে পড়ল এবং নিজেক তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল। এরা বলল, 'ভয় করো না, দুঃখও করো না; আমরা তোমাকেও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, তোমার স্ত্রী ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ) তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, তাদের প্রতি আযাব প্রেরণের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য কর।

(وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا) যখন আমার প্রেরিত, জিব্‌রাঈল ও অন্যান্য ফিরিশ্‌তাগণ (إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ) সুসংবাদসহ ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট আগমন করল তারা, ইব্‌রাহীম (আ)-কে (قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ) বলেছিল, 'আমরা এজনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করব, এটার অধিবাসীরা তো যালিম। তারা নিজেদের কুকর্ম দ্বারা ধ্বংসকে ডেকে এনেছে।

(قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا) ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, এ জনপদে তো লূত (আ) রয়েছেন, তোমরা তাদের সকলকে কেমন করে ধ্বংস করবে? (قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ) তারা

বললেন, সেখানে কারা রয়েছে, তা আমরা ভাল জানি; আমরা তো লূত (আ)-কে ও তাঁর পরিজনবর্গ, দু'মেয়ে যা উরা ও রায়ীসকে রক্ষা করবই, তাঁর স্ত্রী ওয়ায়িলাহকে ব্যতীত; সে তো ধ্বংসযোগ্য (كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ) পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ) এবং যখন আমার প্রেরিত, জিব্রাঈল ও অন্যান্য ফিরিশতাগণ লূত (আ)-এর নিকট আগমন করলেন, তখন তাদের জন্য তিনি বিষন্ন হয়ে পড়লেন এবং নিজকে, স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকজনের গর্হিত কাজ থেকে (وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا) তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলেন। যখন তিনি অত্যন্ত ভীত হলেন তখন (وَقَالُوْا لَاتَخَفْ وَلَاتَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ) তারা বললেন, ভয় করবেন না; দুঃখও করবেন না; আমরা আপনাকে ও আপনার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব. আপনার স্ত্রী ব্যতীত; সে তো ধ্বংসযোগ্য (كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ) পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(٣٤) اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ○
(٣٥) وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ○
(٣٦) وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ○
(٣٧) فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ○

৩৪. 'আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা পাপাচার করছিল।'

৩৫. আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি।

৩৬. আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিও না।'

৩৭. কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বার আক্রান্ত হল; ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।

(اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ) আমরা এ জনপদবাসীদের উপর আকাশ হতে পাথরের শাস্তি নাযিল করব। কারণ তারা পাপাচার করছিল।

(وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ) আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা তাদের অনুসরণ করে নাই এটাতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি।

(وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ) আমি মাদাইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা, তাদের নবী শু'আয়বকে প্রেরণ করেছিলাম। (اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ)

তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। পৃথিবীতে সন্ত্রাস ও পাপের কাজ করবে না।

(فَكَذَّبُوْهُ) কিন্তু তারা তাঁর প্রতি, রিসালাত সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করল; (فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ) তারপর ভূমিকম্পের আযাব দ্বারা আক্রান্ত হল; ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় মারা গেল নড়াচড়া না করেই।

(٣٨) وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۗ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝

(٣٩) وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۗ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝

(٤٠) فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৩৮. এবং আমি আদ ও সামূদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়ীঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান তাদের কাজে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরক সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ।

৩৯. এবং আমি সংহার করেছিলাম কারূন, ফির'আওন ও হামানকে। মূসা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল; তখন তারা দেশে দম্ভ করত; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।

৪০. তাদের প্রত্যেককেই আমি তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, তাদের কাকেও আঘাত করেছিল মহানাদ, কাকেও আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাকেও করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেনি; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।

(وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۟) এবং আমি আদ ও সামূদ, সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায় (وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ) কে ধ্বংস করেছিলাম তাদের বাড়ী ঘরের ধ্বংসাবশেষই তোমাদের জন্যে এটার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান তাদের কাজকে, শিরককে (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ) তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ। তারা সঠিক পথে রয়েছে বলে মনে করত কিন্তু তারা সঠিক পথে ছিল না।

(وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ) এবং আমি সংহার করেছিলাম কারূন, ফির'আওন ও ফির'আওনের উযীর (وَهَامٰنَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى) হামানকে; মূসা (আ) তাদের নিকট শরী'আতের আদেশ নিষেধ সম্বলিত (بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ) সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল, তখন তারা দেশে দম্ভ করেছিল, আল্লাহর নিদর্শনাদিকে বিশ্বাস করে নাই। (وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ) কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারে নাই।

(فَكُلاً) (اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا) তাদের প্রত্যেককে তাদের শিরকজনিত অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম; তাদের কারোরও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা তারা লূত সম্প্রদায় (وَمِنْهُم مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ) তাদের কাউকেও আঘাত করেছিল মহানাদ, তারা শু'আয়ব ও সালিহ্ সম্প্রদায় (وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ) কাউকেও আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্বে, তারা হচ্ছে কারূন ও তার সাথীরা (وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا) এবং কাউকেও করেছিলাম সাগরে নিমজ্জিত তারা হচ্ছে ফির'আওন ও তার দলবল আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে (وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ) তাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই; তারা নিজেরাই, কুফরী, শিরক ও রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে (وَلٰكِنْ كَانُوْاۤ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ) নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।

(٤١) مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٤٢) اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(٤٣) وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ۝

(٤٤) خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৪১. যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত।

৪২. তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যা কিছুকে আহ্বান করে, আল্লাহ্ তো তা জানে এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪৩. এ সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দেই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে।

৪৪. আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।

(مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا) যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে যেমন দেবদেবীগুলোকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায় (وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ) এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই দুর্বলতম যদি তারা জানত, যে মাকড়সার ঘর ঠাণ্ডা ও গরমে স্থায়ী হয় না। অনুরূপভাবে দেবদেবীগুলো তাদের ইবাদতকারীকে দুনিয়া কিংবা আখিরাতে কোথায় কোন প্রকার উপকার করতে পারে না। তারা এ উদাহরণটি জানে না তাই তারা নবীদের প্রতি বিশ্বাস ও স্থাপন করে না।

(اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ্ তা জানেন, যে তারা দুনিয়া বা আখিরাতে ইবাদতকারীর কোন উপকার করতে পারে না। (এবং) যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের

ইবাদত করে তাদের শাস্তির ব্যাপারে (وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। তিনি আদেশ করেন যেন তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করা হয়।

(وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعٰلِمُوْنَ) মানুষের জন্য আমি এ সকল দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি। কিন্তু কেবল, তাওহীদবাদী জ্ঞানী ব্যক্তিরই এটা বুঝে।

(خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ) আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনায় অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্যে।